

# বুখারী শরীফ

ষষ্ঠ খন্ড

ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (রঃ)



# বুখারী শরীফ

## ষষ্ঠ খণ্ড

আবু ‘আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা‘ঈল আল-বুখারী আল-জু‘ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

**WWW.ALQURANS.COM**



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

**বুখারী শরীফ (ষষ্ঠ খণ্ড)**

আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ইল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ৯১

ইফাবা প্রকাশনা : ১৭০০/২

ইফাবা প্রকাশনা : ২৯৭-১২৪১

ISBN : 984-06-0542-9

প্রথম প্রকাশ

জুন ১৯৯১

তৃতীয় সংস্করণ

জুন ২০০৩

আগস্ট ১৪১০

রবিউস সানি ১৪২৪

প্রকাশক

মুহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচন্দ

সবিহ-উল আলম

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মুহাম্মদ মুনসুরউদ্দৌলাহ পাহলোয়ান

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ২০০.০০ টাকা মাত্র

**BUKHARI SHARIF (6TH PART) (Compilation of Hadith Sharif) : by Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi (R) in Arabic, edited by Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.**

June 2003

Price : Tk 200.00 ; US Dollar : 7.00

## সম্পাদনা পরিষদ

### প্রথম সংক্রণ

১. মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
২. মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ	সদস্য
৩. মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	ঐ
৪. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম	ঐ
৫. ডেষ্ট্র কাজী দীন মুহাম্মদ	ঐ
৬. মাওলানা রঞ্জল আমিন খান	ঐ
৭. মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম	ঐ
৮. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম	সদস্য-সচিব

## সম্পাদনা পরিষদ

### দ্বিতীয় সংক্রণ

১. মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	সভাপতি
২. মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুন্দীন আতার	সদস্য
৩. মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম	ঐ
৪. মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	ঐ
৫. মাওলানা ইমদাদুল হক	ঐ
৬. মাওলানা আবদুর রহীম	ঐ
৭. মুহাম্মদ গোলাম মুস্তাফা	সদস্য-সচিব

## মহাপরিচালকের কথা

বুখারী শরীফ নামে খ্যাত হাদীসগুলির মূল নাম হচ্ছে ‘আল-জামেউল মুসনাদুস সহীহ আল-মুখতাসার মিন সুনানে রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি’। হিজরী ত্রৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই হাদীসগুলি যিনি সংকলন করেছেন, তাঁর নাম ‘আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী’। মুসলিম পণ্ডিতগণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হচ্ছে এই বুখারী শরীফ। ৭ম হিজরী শতাব্দীর বিখ্যাত আলিম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, আকাশের নিচে এবং মাটির উপরে ইমাম বুখারীর চাহিতে বড় কোন মুহাদিসের জন্য হয়নি। কাজাকিস্তানের বুখারা অঞ্চলে জন্ম লাভ করা এই ইমাম সত্যিই অতুলনীয়। তিনি সহীহ হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে বহু দুর্গম পথ পাঢ়ি দিয়ে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে সনদসহ প্রায় ৬ (ছয়) লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছর মহানবী (সা)-এর রাওজায়ে আকদাসের পাশে বসে প্রতিটি হাদীস প্রতিষ্ঠিত করার পূর্বে মোরাকাবার মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর সম্মতি লাভ করতেন। এইভাবে তিনি প্রায় সাত হাজার হাদীস চয়ন করে এই ‘জামে সহীহ’ সংকলনটি চূড়ান্ত করেন। তাঁর বিশ্বয়কর স্বরূপশক্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুগভীর আন্তরিকতা থাকার কারণে তিনি এই অসাধারণ কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

মুসলিম বিশ্বের এমন কোন জ্ঞান-গবেষণার দিক নেই যেখানে এই গ্রন্থটির ব্যবহার নেই। পৃথিবীর প্রায় দেড়শত জীবন্ত ভাষায় এই গ্রন্থটি অনুদিত হয়েছে। মুসলিম জাহানের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ইসলামী পাঠ্যক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত। দেশের কামিল পর্যায়ের মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই গ্রন্থটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত। তবে এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে বেশ বিলম্বে। এ ধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ যথাযথ ও সঠিক হওয়া আবশ্যিক। এ প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কিছুসংখ্যক যোগ্য অনুবাদক দ্বারা এর বাংলা অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করে একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যথারীতি সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৯ সালে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর পাঠকমহলে বিপুল সাড়া পড়ে যায় এবং অন্নকালের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রাক্কালে এ গ্রন্থের অনুবাদ আরো স্বচ্ছ ও মূলানুগ করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের সমবর্যে গঠিত সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে সম্পাদনা করা হয়েছে। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম। আশা করি গ্রন্থটি আগের মতো সর্বমহলে সমাদৃত হবে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন।

সৈয়দ আশরাফ আলী  
মহাপরিচালক  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

## প্রকাশকের কথা

বুখারী শরীফ হচ্ছে বিশুদ্ধতম হাদীস সংকলন। মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শরীয়তের বিভিন্ন হৃকুম-আহকাম ও দিকনির্দেশনার জন্য সুন্নাহ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীস উভয়ই ওহী দ্বারা প্রাপ্ত। কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম আর হাদীস হচ্ছে মহানবীর বাণী ও অভিব্যক্তি। মহানবী (সা)-এর আমলে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিহিজয়ীগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী। তিনি ‘জামে সহীহ’ নামে প্রায় সাত হাজার হাদীস-সম্পূর্ণ একটি সংকলন প্রস্তুত করেন, যা তাঁর জন্মস্থানের নামে ‘বুখারী শরীফ’ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের প্রায় প্রতিটি দিক নিয়েই বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত এ গ্রন্থটি ইসলামী জ্ঞানের এক প্রামাণ্য ভাণ্ডার।

বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে এটি একটি অপরিহার্য পাঠ্যগ্রন্থ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন সকল মুসলমানের জন্যই অপরিহার্য। এ বাস্তবতা থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সিহাহ সিন্তাহ ও অন্যান্য বিখ্যাত এবং প্রামাণ্য হাদীস সংকলন অনুবাদ ও প্রকাশ করে চলেছে। বিজ্ঞ অনুবাদক মণ্ডলী ও যোগ্য সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে এর কাজ সম্পন্ন হওয়ায় এর অনুবাদ হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। ১৯৮৯ সালে বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকেই ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও সর্বস্তরের সচেতন পাঠকমহল তা বিপুল আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে প্রিয় পাঠকমহলের কাছে সমাদৃত হয়। জনগণের এই বিপুল চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার ষষ্ঠ খণ্ডের তৃতীয় সংকরণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা এই অনুবাদ কর্মটিকে ভুলক্রিটিমুক্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো নজরে ভুলক্রিটি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা নেব ইন্শাআল্লাহ।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর পবিত্র সুন্নাহ জানা ও মানার তাওফিক দিন।  
আমীন॥

মোহাম্মদ আবদুর রব  
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ  
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

## সূচীপত্র

বিষয়

পৃষ্ঠা

### অধ্যায় : আবিস্তা কিরাম (আ)

আবিস্তা কিরাম (আ) ... ... ... ... ...	১৯
আদম (আ) ও তাঁর সন্তানদের সৃষ্টি ... ... ... ...	২০
আজ্ঞাসমূহ (রাহজগতে) একত্র ছিল ... ... ...	২৮
মহান আল্লাহর বাণী : আমি নৃকে তার জাতির নিকট প্রেরণ করেছিলাম ...	২৯
মহান আল্লাহর বাণী : আর নিশ্চয়ই ইলিয়াসও রাসূলগণের মধ্যে একজন ছিলেন ...	৩০
ইদ্রিস (আ)-এর বর্ণনা । মহান আল্লাহর বাণী : আর আমি তাঁকে উক মর্যাদায় উন্নীত করেছি ...	৩৩
মহান আল্লাহর বাণী : আর আমি আদ জাতির নিকট তাদেরই ভাই হৃদকে পাঠিয়েছিলাম ...	৩৭
ইয়াজুজ ও মাজুজের ঘটনা ... ... ...	৩৯
মহান আল্লাহর বাণী : (হে নবী) তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে ...	৪০
মহান আল্লাহর বাণী : আর আল্লাহ ইব্রাহীম (আ)-কে বঙ্গুরপে গ্রহণ করেছেন ...	৪৩
يَزِفُونَ অর্থ দ্রুত চল ... ... ...	৫১
মহান আল্লাহর বাণী : (হে মুহাম্মদ (সা) ) আপনি তাদেরকে ইব্রাহীম (আ)-এর মেহমানগণের ঘটনা জানিয়ে দিন ... ...	৬৭
মহান আল্লাহর বাণী : এবং শ্রবণ করুন এই কিতাবে (কুরআনে) ইসমাঈলের কথা, নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন ওয়াদা পালনে সত্যনিষ্ঠ ...	৬৮
নবী ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (আ)-এর ঘটনা ... ...	৬৯
আল্লাহ তা'আলার বাণী : যখন ইয়াকুব-এর মৃত্যুকাল এসে হাজির হয়েছিল তোমরা কি সেখানে উপস্থিত ছিলে । যখন তিনি তাঁর সন্তানদের জিজ্ঞাসা করছিলেন ...	৭০
মহান আল্লাহর বাণী : শ্রবণ করুন লৃত (আ)-এর কথা যখন তিনি তার সম্প্রদায়ের লোকদের বলেছিলেন তোমরা কি অশ্লীল কাজে লিঙ্গ থাকবে....এই সতর্কত ...	৭০
আল্লাহ তা'আলার বাণী : এরপর যখন আল্লাহর ফিরিশ্তাগণ লৃত পরিবারে আসলেন ...	৭১
আল্লাহ তা'আলার বাণী : আর সামুদ জাতির প্রতি তাদেরই ভাই সালিহকে (আ) আমি নবী করে পাঠিয়েছিলাম ...	৭২

মহান আল্লাহর বাণী :	যখন ইয়াকুব (আ)-এর নিকট মৃত্যু এসেছিল,	৭৫
তখন তোমরা কি উপস্থিত ছিলে ?	.....	.....
মহান আল্লাহর বাণী :	নিশ্চয়ই ইউনুস এবং তাঁর ভাইদের ঘটনায় জিজ্ঞাসাকারীদের জন্য	৭৫
অনেক নির্দর্শন রয়েছে	.....	.....
মহান আল্লাহর বাণী :	(আর শ্বরণ কর) আইযুবের কথা যখন তিনি তার রবকে ডাকলেন	৮১
আল্লাহ তা'আলার বাণী :	আর শ্বরণ কর, এই কিতাবে মূসার কথা।	
নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন বিশেষ মনোনীত	.....	.....
মহান আল্লাহর বাণী :	আপনার কাছে কি মূসার বৃত্তান্ত পৌছেছে ? তিনি যখন আগুন দেখলেন	৮৪
মহান আল্লাহর বাণী :	(হে মুহাম্মদ (সা)) আপনার কাছে কি মূসার বৃত্তান্ত পৌছেছে ?	৮৫
মহান আল্লাহর বাণী :	ফিরাউন বংশের এক ব্যক্তি যে মুমিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রাখত	৮৬
মহান আল্লাহর বাণী :	আর আমি ওয়াদা করেছিলাম মূসার সাথে ত্রিশ রাতের	৮৮
বন্যাজ্ঞিনিত তুফান, মড়ককেও তুফান বলা হয়	.....	.....
খায়ির (আ) ও মূসা (আ)-এর সম্পর্কিত ঘটনা	.....	.....
মহান আল্লাহর বাণী :	তারা প্রতিমা পূজায় রত এক জাতির নিকট উপস্থিত হয়	৯৯
মহান আল্লাহর বাণী :	আর শ্বরণ করুন, যখন মূসা (আ) তার কাওমকে বলেছিলেন,	
নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাড়ী যবাহের আদেশ দিয়েছেন	.....	.....
মূসা (আ)-এর ওফাত ও পরবর্তী অবস্থার বর্ণনা	.....	.....
মহান আল্লাহর বাণী :	আর যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য আল্লাহ ফিরাউনের ত্রীর	
দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন	.....	.....
মহান আল্লাহর বাণী :	নিশ্চয়ই কারুন মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ভুক্ত	১০৪
মহান আল্লাহর বাণী :	আর নিশ্চয়ই ইউনুস রাসূলগণের অন্তর্গত ছিলেন	১০৮
মহান আল্লাহর বাণী :	মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শুআইবকে পাঠিয়েছিলাম	১০৫
মহান আল্লাহর বাণী :	আর তাদেরকে সম্মুদ্র তীরবর্তী জনপদবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন	১০৮
মহান আল্লাহর বাণী :	আমি দাউদকে যাবুর দিয়েছি	.....
দাউদ (আ)-এর পদ্ধতিতে সালাত আদায় এবং তাঁর পদ্ধতিতে সাওম পালন	.....	.....
আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়	.....	.....
মহান আল্লাহর বাণী :	এবং শ্বরণ কর আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদ-এর কথা	১১২
মহান আল্লাহর বাণী :	এবং দাউদকে সুলায়মান দান করলাম	১১৪
মহান আল্লাহর বাণী :	নিশ্চয়ই আমি লোকমানকে হিক্মত দান করেছি	১১৮
মহান আল্লাহর বাণী :	আপনি তাদের নিকট এক জনপদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন,	
যাদের নিকট রাসূল এসেছিল	.....	.....
মহান আল্লাহর বাণী :	এ বর্ণনা হলো তাঁর বিশেষ বান্দা যাকারিয়ার প্রতি	
তোমার রবের রহমত দানের	.....	.....

বিষয়	পৃষ্ঠা
মহান আল্লাহর বাণী : আর স্মরণ কর, কিতাবে মারিয়ামের ঘটনা	১১১
মহান আল্লাহর বাণী : আর স্মরণ করুন যখন ফিরিশ্তাগণ বলল, হে মারিয়াম,	
নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন	১২২
মহান আল্লাহর বাণী : আর স্মরণ কর, যখন ফিরিশ্তাগণ বলল, হে মারিয়াম!	
আল্লাহ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি কালিমা দ্বারা সুসংবাদ দান করেছেন	১২৩
মহান আল্লাহর বাণী : হে আহলে কিতাব ! তোমরা তোমাদের মধ্যে বাড়াবাঢ়ি করো না	১২৫
মহান আল্লাহর বাণী : স্মরণ কর, এ কিতাবে মারিয়ামের কথা যখন সে তাঁর পরিজন বনী ইসরাইলের থেকে পৃথক হলো	১২৬
ঈসা ইবন মারইয়াম (আ)-এর অবতরণের বর্ণনা	১৩৪
বনী ইসরাইলের ঘটনাবলীর বিবরণ	১৩৫
একজন শ্বেতীরোগী, টাকওয়ালা ও অঙ্কের বিবরণ	১৪২
মহান আল্লাহর বাণী : আসহাবে কাহাফ ও রাকীম সম্পর্কে আপনার কি ধারণা	১৪৫
গুহার ঘটনা	১৪৬
পরিচ্ছদ	১৪৮
মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য	১৬১
পরিচ্ছদ	১৬৪
কুরাইশ গোত্রের মর্যাদা	১৬৫
কুরআন করীম কুরাইশের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে	১৬৮
ইয়ামানবাসীর সম্পর্ক ইসমাইল (আ)-এর সঙ্গে	১৬৯
পরিচ্ছদ	১৭০
আসলাম, গিফার, মুয়ায়না, জুহায়না ও আশজা আলোচনা	১৭২
যমযম কৃপের কাহিনী	১৭৪
কাহতান গোত্রের আলোচনা	১৭৮
জাহেলী যুগের মত সাহায্য প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ	১৭৮
খুঁয়া ‘আ গোত্রের কাহিনী	১৮০
আরবের মূর্খতা	১৮১
যে ব্যক্তি ইসলাম ও জাহিলী যুগে পিতৃপুরুষের প্রতি সম্পর্ক আরোপ করল	১৮১
ভাগ্নে ও আয়াদকৃত গোলাম নিজের গোত্রেরই অস্তর্ভুক্ত	১৮৩
হাবশীদের ঘটনা এবং নবী (সা)-এর উক্তি হে আরফিদা	১৮৩
যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার বংশকে গালমন্দ দেয়া না হোক	১৮৪
নবী (সা)-এর নামসমূহ আল্লাহ তা’আলার বাণী	১৮৫
খাতামুন নাবীঙ্গীন	১৮৬
নবী (সা)-এর ওফাত	১৮৭

## বিষয়

পৃষ্ঠা

নবী করীম (সা)-এর উপনামসমূহ	১৮৮
পরিচ্ছেদ	১৮৯
মোহরে নবুওয়াত	১৮৯
নবী করীম (সা) সম্পর্কে বর্ণনা	১৯০
নবী (সা)-এর চোখ বক্ত থাকত কিন্তু তাঁর অন্তর থাকত বিনিটি	২০১
ইসলাম আগমনের পর নবুওয়াতের নির্দর্শনসমূহ	২০২
মহান আল্লাহ'র বাণী ৪ কাফিরগণ নবী (সা)-কে সেরুপ চিনে যেরুপ তারা তাদের সন্তানদেরকে চিনে	২৪৬
মুশরিকরা মুজিয়া দেখানোর জন্য নবী করীম (সা)-কে আহবান জানালে	
তিনি চাঁদ দুটুকরা করে দেখালেন	২৪৭
পরিচ্ছেদ	২৪৮
নবী (সা)-এর সাহাবা কেরামের ফর্মালত	২৫৩
মুহাজিরগণের মর্যাদা ও ফর্মালত	২৫৬
নবী করীম (সা)-এর উক্তি আবু বকর (রা)-এর দরজা ব্যতীত সব দরজা বন্ধ করে দাও	২৫৮
নবী করীম (সা)-এর পরেই আবু বকরের মর্যাদা	২৫৯
নবী করীম (সা)-এর উক্তি ৪: আমি যদি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম	২৬০
পরিচ্ছেদ	২৬১
উমর ইবন খাত্বাব আবু হাকাম কুরায়শী আদবী (রা)-এর ফর্মালত	২৭৭
উসমান ইবন আফফান আবু আমর কুরাইশী (রা)-এর ফর্মালত ও মর্যাদা	
উসমান ইবন আফফান (রা)-এর প্রতি বায়'আত ও তাঁর উপর (জনগণের) ঐকমত্য হওয়ার ঘটনা	২৮৭
আবুল হাসান আলী ইবন আবু তালিব কুরায়শী হাশেমী (রা)-এর মর্যাদা	৩০০
জাফর ইবন আবু তালিব হাশেমী (রা)-এর মর্যাদা	৩০৫
আবুস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর আলোচনা	৩০৬
রাসূলল্লাহ (সা)-এর নিকট আজ্ঞায়দের মর্যাদা এবং ফাতিমা বিনতে নবী (সা)-এর মর্যাদা	৩০৭
যুবায়ের ইবন আওয়াম (রা)-এর মর্যাদা	৩০৯
তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা)-এর মর্যাদা	৩১২
সাদ ইবন আবু ওয়াকাস যুহুরী (রা)-এর মর্যাদা	৩১৩
নবী করীম (সা)-এর জামাতা সম্পর্কে বর্ণনা। আবুল আস ইবন রাবী তাদের মধ্যে একজন	৩১৫
নবী করীম (সা) মাওলা যায়েদ ইবন হারিসা (রা)-এর মর্যাদা	৩১৬
উসমান ইবন যায়েদ (রা)-এর আলোচনা	৩১৭
আবদুল্লাহ ইবন উমর ইবন খাত্বাব (রা)-এর মর্যাদা	৩২০
আস্মার ও হ্যায়ফা (রা)-এর মর্যাদা	৩২১
আবু উবায়দা ইবন জাররাহ (রা)-এর মর্যাদা	৩২৩
মুস'আব ইবন উমায়ের (রা)-এর বর্ণনা	৩২৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
হাসান ও হসায়ন (রা)-এর মর্যাদা	৩২৪
আবু বকর (রা)-এর মাওলা (আয়াদকৃত গোলাম) বিলাল ইব্ন রাবাহ (রা)-এর মর্যাদা	৩২৭
আবদুল্লাহ ইব্ন আববাস (রা)-এর মর্যাদা	৩২৮
খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা)-এর মর্যাদা	৩২৮
আবু হ্যায়ফা (রা)-এর মাওলা (আয়াদকৃত গোলাম) সালিম (র)-এর মর্যাদা	৩২৯
আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর মর্যাদা	৩৩০
মু'আবিয়া (রা)-এর আলোচনা	৩৩২
ফাতিমা (রা)-এর ফর্মিলত	৩৩৩
আয়েশা (রা)-এর ফর্মিলত	৩৩৪
আনসারগণের মর্যাদা	৩৩৮
নবী করীম (সা)-এর উক্তি: যদি হিজরত না হত তবে আমি একজন আনসারই হতাম	৩৪০
নবী করীম (সা) কর্তৃক মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভাত্তু স্থাপন	৩৪১
আনসারদের প্রতি ভালবাসা	৩৪৩
আনসারদের লক্ষ্য করে নবী (সা)-এর উক্তি : মানুষের মাঝে তোমরা আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়	৩৪৪
আনসারদের অনুসারিগণ	৩৪৫
আনসার গোত্রগুলোর মর্যাদা	৩৪৬
আনসারদের সম্পর্কে নবী করীম (সা)-এর উক্তি : তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে , পরিশেষে আমার সঙ্গে হাওয়ে কাউসারের নিকট সাক্ষাত করবে	৩৪৭
নবী করীম (সা)-এর দু'আ হে আল্লাহ! আনসার ও মুহাজিরদের মঙ্গল করুন	৩৪৮
আল্লাহর বাণী : আর তা (আনসারগণ) নিজেরা অভাবহস্ত হওয়া সত্ত্বেও অন্যদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়	৩৫০
নবী করীম (সা)-এর উক্তি : তাদের (আনসারদের) নেক্কারদের পক্ষ হতে (উত্তম কার্য)	
কবূল কর এবং তাদের ঝটি বিচুতিকারীদের ক্ষমা করে দাও	৩৫১
সা'দ ইব্ন মু'আয় (রা)-এর মর্যাদা	৩৫৩
উসাইদ ইব্ন ওয়াইর ও আববাদ ইব্ন বিশর (রা)-এর মর্যাদা	৩৫৫
মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-এর মর্যাদা	৩৫৫
সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর মর্যাদা	৩৫৬
উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-এর মর্যাদা	৩৫৭
যায়েদ ইব্ন সাবিত (রা)-এর মর্যাদা	৩৫৮
আবু-তালহা (রা)-এর মর্যাদা	৩৫৮
আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা)-এর মর্যাদা	৩৫৯
নবী করীম (সা)-এর সাথে খাদীজা (রা)-এর বিবাহ এবং তাঁর ফর্মিলত	৩৬২
জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ বাজালী (রা)-এর আলোচনা	৩৬৫



বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিচ্ছেদ	৮৫৭
নবী করীম (সা)-এর মদীনায় আগমনের পর তাঁর খিদমতে ইয়াহুদীদের উপস্থিতি	৮৬০
সালমান ফারসী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ	৮৬২

### অধ্যায় ৩: মাগারী

'উশায়রা বা 'উসায়রার যুদ্ধ	৮৬৫
বদর যুদ্ধে নিহতদের সম্পর্কে নবী (সা)-এর ভবিষ্যৎ বাণী	৮৬৬
বদর যুদ্ধের ঘটনা	৮৬৯
মহান আল্লাহর বাণী ৩: স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে	৮৭০
পরিচ্ছেদ	৮৭২
বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণের সংখ্যা	৮৭২
কুরাইশ কাফির তথা- শায়বা, উত্বা, ওয়ালীদ এবং আবু জেহেল ইব্ন হিশামের বিরুদ্ধে নবী (সা)-এর দু'আ এবং এদের ধ্রংস হয়ে যাওয়া	৮৭৪
আবু জেহেল নিহত হওয়ার ঘটনা	৮৭৫
বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণের মর্যাদা	৮৮৪
পরিচ্ছেদ	৮৮৭
বদর যুদ্ধে ফিরিশ্তাদের অংশগ্রহণ	৮৯৫
পরিচ্ছেদ	৮৯৭
বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের নামের তালিকা	৫১৬
দুই ব্যক্তির দিয়াতের (রক্তপণ) ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য রাসূল (সা)-এর বনু নায়ির গোত্তের নিকট যাওয়া এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে তাদের গান্দারী সংক্রান্ত ঘটনা	৫১৭
কা'ব ইব্ন আশরাফের হত্যা	৫২৪
আবু রাফি' আবদুল্লাহ ইব্ন আবুল হকায়কের হত্যা	৫২৭

كتابُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ  
عَلَيْهِمْ

আশিয়া কিরাম (আ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# كِتَابُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

## অধ্যায় : আশিয়া কিরাম (আ)

٢٠٠ بَابُ خَلْقِ أَدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَذُرِّيَّتِهِ : وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى  
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صَلَصَالٌ طِينٌ  
خُلِطَ بِرَمْلٍ فَصَلَصَلَ كَمَا يُصَلِّصُ الْفَخَارُ وَيُقَالُ مُنْثَنٌ يُرِيدُونَ بِهِ  
صَلَلٌ ، كَمَا يُقَالُ : صَرَّ الْبَابُ ، وَصَرَّصَرَ عَنْدَ الْأَغْلَاقِ ، مُثْلُ  
كَبَّبَتْهُ يَعْنِي كَبَّبَتْهُ فَمَرَّتْ بِهِ اسْتَمَرَ بِهَا الْحَمْلُ فَاتَّمَتْهُ أَنَّ لَا  
تَسْجُدَ أَنْ تَسْجُدَ

وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي  
الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ إِلَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ

فِي كَبِدٍ فِي شِدَّةِ خَلْقَ وَرِيشَ الْمَالُ وَقَالَ غَيْرُهُ الرَّيَاشُ وَالرِّيشُ  
وَاحِدٌ وَهُوَ مَاظِهَرٌ بَيْنَ اللِّبَاسِ مَا تُمْنُونَ ، النُّطْفَةُ فِي أَرْحَامِ النِّسَاءِ  
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لِقَادِرٌ ، النُّطْفَةُ فِي الْأَخْلَيلِ ، كُلُّ  
شَيْءٍ خَلْقَهُ فَهُوَ شَفَعٌ ، السَّمَاءُ شَفَعٌ وَالْوَتْرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَحْسَنِ  
تَقْوِيمٍ فِي أَحْسَنِ خَلْقٍ ، أَسْفَلُ سَافَلَيْنَ إِلَّا مَنْ أَمْنَ ، خُسْرٌ ضَلَالٌ ثُمَّ  
اَسْتَقْبَلَنِي قَالَ إِلَّا مَنْ أَمْنَ ، لَازِبٌ لَازِمٌ ، نُشَثِّكُمْ فِي أَيِّ خَلْقٍ نَشَاءُ  
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ نُعَظِّمُكَ وَقَالَ أَبُو الْعَالَيْهِ فَتَلَقَّى آدَمُ هُوَ قَوْلُهُ رَبِّنَا  
ظَلَمْنَا أَنْفَسَنَا فَازْلَهُمَا وَقَالَ اسْتَزَلَهُمَا وَيَتَسَنَّهُ يَتَغَيِّرُ أَسْنُ مُتَغَيِّرٌ  
وَالْمَسْنُونُ الْمُتَغَيِّرُ حَمَّا جَمَعُ حَمَّا وَهُوَ الطِّينُ الْمُتَغَيِّرُ ، يَخْصِفَانِ  
اَخْذَا الْخَصَافَ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ يُوَنِّقَانِ الْوَرَقَ وَيَخْصِفَانِ بَعْضَهُ إِلَى  
بَعْضٍ سَوَاتُهُمَا كِنَايَةٌ عَنْ فَرِجَيْهُمَا ، وَمَتَاعٌ إِلَى حَيْنٍ ، هَاهُنَا إِلَى  
يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَالْحَيْنُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى مَالًا يُحْضِي عَدَدًا  
قَبِيلَةً جِيلَةً الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ

২০০০. পরিচ্ছেদ ৪: আদম (আ) ও তাঁর সন্তানদের সৃষ্টি। আল্লাহর বাণী: স্মরণ করুন, যখন  
আগনার রব ফিরিশতাগণকে বললেন, আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করছি। (২: ৩০)  
বালি মিশ্রিত শুকনো মাটি যা শব্দ করে যেমন আগুনে পোড়া মাটি শব্দ করে। আরো বলা হয়,  
তাহল দুর্গঞ্জযুক্ত মাটি। আরবরা এ দিয়ে এর অর্থ নিয়ে থাকে, যেমন তারা দরজা বন্ধ করার  
শব্দের ক্ষেত্রে শব্দস্থ চৰচৰ এবং চৰ ব্যবহার করে থাকে। অনুজ্ঞপ  
কৰিব্বতে এর অর্থ নিয়ে থাকে। তার গৰ্ভ স্থিতি শাড় করল এবং এর মেয়াদ পূর্ণ  
করল এবং শব্দটি অতিরিক্ত। অর্থ সিজদা করতে।

মহান আল্লাহর বাণী : এবং স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফিরিশতাগণকে বললেন,  
 لَمَّا عَلِيَّهَا حَافِظٌ<sup>أَنْ</sup> করছি। (২ : ৩০) ইবন আকাস (রা) বলেন **فِي كَبْدِ وَرِيشًا** - এর  
 অর্থ কিন্তু তার ওপর রয়েছে তত্ত্বাবধায়ক - সৃষ্টিগত ক্ষেত্রের মধ্যে - এর  
 অর্থ সম্পদ। ইবন আকাস (রা) ছাড়া অন্যেরা বলেন, **الرِّيَشُ** উভয়ের একই  
 অর্থ। আর তা হল পরিচ্ছদের বাহ্যিক দিক। **مَا تُمْنُونَ** - জ্বীলোকদের জরাযুতে পতিত বীর্য।  
 আর মুজাহিদ (র) আল্লাহর বাণী : **إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ** - এর অর্থ বলেছেন, পুরুষের  
 লিঙ্গে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে আল্লাহ সক্ষম। আল্লাহ সকল বস্তুকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন।  
 আকাশেরও জোড়া আছে, কিন্তু আল্লাহ বেজোড়। **فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ** উভয় আকৃতিতে।  
 যারা ঈমান এনেছে তারা ব্যতীত সকলেই ইনতাবস্তুদের ইনতমে। **خُسْرٌ** - পথভ্রষ্ট।  
 এরপর **إِسْتِئْنَاء** করে আল্লাহ বলেন, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে, তারা ব্যতীত। **لَا زِبٌ** অর্থ  
 আঠলো। **أَنْشَكْم** অর্থ যে কোন আকৃতিতে আমি ইচ্ছা করি তোমাদেরকে সৃষ্টি করব।  
**نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ** অর্থ আমরা ধশৎসার সাথে আপনার মহিমা বর্ণনা করব। আর আবুল  
 আলীয়া (র) বলেন, অতঃপর আদম (আ) যা শিক্ষা করলেন, তা হলো তাঁর উক্তি ; “হে আমাদের  
 রব ! আমরা আমাদের নফসের ওপর যুশুম করেছি।” তিনি আরো বলেন,  
 شَرَّاتَانَ تَادَرِ উভয়কে পদব্যৱস্থিত করল। **يَتَسْنَهُ** - পরিবর্তিত হবে।  
**أَسِنْ** - পরিবর্তিত। **حَمَاءُ** - **حَمَاءٌ** শব্দের বহুবচন। যার অর্থ গলিত কাদা  
 মাটি। **تَارَا** উভয়ে (আদম ও হাওয়া) জাগ্রাতের পাতাগুলো জোড়া দিতে  
 লাগলেন। (জোড়া দিয়ে নিজেদের লজ্জাহান ঢাকতে শুরু করলেন)। **سَوَاتِهِمَا** - ঘারা তাদের  
 উভয়ের লজ্জাহানের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আর **مَتَاعُ إِلَيْهِ حِينَ** - এর অর্থ এখানে  
 কিয়ামতের দিন পর্যন্ত। আর আবুবৰাসীগণ **الْحِينَ** - শব্দ ঘারা কিছু সময় থেকে অগণিত  
 সময়কে বুঝিয়ে থাকেন। **فَبِيَلِهِ** - এর অর্থ তার ঐ দল যাদের মধ্যে সেও শামিল

**٣٠٩١** حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ  
 هَمَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ  
 آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا ثُمَّ قَالَ إِذْهَبْ فَسِلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ الْنَّفَرِ

مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحِبِّيُونَكَ بِهِ فَإِنَّهُ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةً ذُرِّيْتَكَ، فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا : السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَازَوْهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ أَدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ -

**৩০৯১** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দেহের দৈর্ঘ্য ছিল ষাট হাত। এরপর তিনি (আল্লাহ্ তাঁকে আদমকে) বললেন, যাও। ঐ ফিরিশ্তা দলের প্রতি সালাম কর। এবং তাঁরা তোমার সালামের জওয়াব কিরণে দেয় তা মনোযোগ দিয়ে শোন। কেননা এটাই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালামের রীতি। তারপর আদম (আ) (ফিরিশ্তাদের) বললেন, “আস্সালামু আলাইকুম”। ফিরিশ্তাগণ তার উপরে “আস্সালামু আলাইকা ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ” বললেন। ফিরিশ্তারা সালামের জওয়াবে “ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ” শব্দটি বাড়িয়ে বললেন। যারা জান্নাতে প্রবেশ করবেন তারা আদম (আ)-এর আকৃতি বিশিষ্ট হবেন। তবে আদম সন্তানের দেহের দৈর্ঘ্য সর্বদা কমতে কমতে বর্তমান পরিমাপ পর্যন্ত পৌছেছে।

**৩০৯২** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوَنُهُمْ عَلَى أَشَدِ كَوْكَبِ دُرِّيِّ فِي السَّمَاءِ اضَاءَهُ لَأَيْبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتَفَلَّوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ، أَمْشَاطُهُمُ الْذَّهَبُ، وَرَشَحُهُمُ الْمَسْكُ وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلْوَةُ الْأَنْتَجُوجُ عُودُ الطِّيبِ وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعَيْنُ، عَلَى خَلْقِ رَجَلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ أَدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ -

**৩০৯৩** কুতায়বা ইবন সাসিদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সর্পথথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের মুখমণ্ডল হবে পূর্ণমার রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল। তারপর যে দল তাদের অনুগামী হবে তাদের মুখমণ্ডল হবে আকাশের সর্বাধিক দীপ্তিমান উজ্জ্বল।

তারকার মত। তারা না করবে পেশাব আর না করবে পায়খানা। তাদের পুরু ফেলার প্রয়োজন হবে না এবং তাদের নাক হতে শ্লেষাও বের হবে না। তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণের তৈরী। তাদের ঘাম হবে মিস্কের ন্যায় সুগন্ধপূর্ণ। তাদের ধনুচি হবে সুগন্ধযুক্ত চন্দন কাঠের। বড় চক্ষু বিশিষ্ট হুরগণ হবেন তাদের জ্ঞী। তাদের সকলের দেহের গঠন হবে একই। তারা সবাই তাদের আদি-পিতা আদম (আ)-এর আকৃতিতে হবেন। উচ্চতায় তাদের দেহের দৈর্ঘ্য হবে ষাট হাত বিশিষ্ট।

٣٠٩٣

حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِيهِ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمَانَ قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْفَسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ ، قَالَ نَعَمْ : إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ ، فَضَحَّكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ تَخْتَلِمُ الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا يُشْبِهُ الْوَلَدَ .

**৩০৯৩** মুসান্দাদ (র) ..... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, উম্মে সুলায়ম (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ সত্য প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। মেয়েদের স্বপ্নদোষ হলে কি তাদের ওপর গোসল ফরয হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যখন সে বীর্য দেখতে পাবে। এ কথা শুনে উম্মে সালামা (রা) হাসলেন এবং বললেন, মেয়েদের কি স্বপ্নদোষ হয়? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা না হলে সন্তান তার সদৃশ হয় কিভাবে।

٣٠٩٤

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ سَلَامٌ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ مَقْدُمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ ، فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ قَالَ مَا أَوْلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، وَمَا أَوْلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَمِنْ أَيِّ شَئِءٍ يُنْزَعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ ، وَمِنْ أَيِّ شَئِءٍ يُنْزَعُ إِلَى أَخْوَاهِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَبْرَنِيْ بِهِنْ أَنِفَا جِبْرِيلُ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا أَوْلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ

تَخْشِرُ النَّاسَ مِنَ الْمُشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَأَمَّا أَوْلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِيرٍ حُوتٍ وَأَمَّا الشَّبَّهُ فِي الْوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَشِيَ الْمَرْأَةَ فَسَبَقَهَا مَأْوَهُ كَانَ الشَّبَّهُ لَهُ، وَإِذَا سَبَقَتْ كَانَ الشَّبَّهُ لَهَا، قَالَ أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهْتَ إِنْ عَلِمُوا بِاسْلَامِيْ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلُهُمْ بِهَتْوَنِيْ عِنْدَكَ فَجَاءَتِ الْيَهُودُ وَدَخَلُوا عَبْدَ اللَّهِ الْبَيْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ رَجُلٍ فِيْكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ؟ قَالُوا: أَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمُنَا وَآخِرُنَا وَابْنُ آخِرُنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ؟ قَالُوا أَعَادَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ لِأَلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا شَرِنَا وَابْنُ شَرِنَا وَقَعُوا فِيهِ -

**৩০৯৪** ইব্ন সালাম (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন সালামের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনায় আগমনের খবর পৌছল, তখন তিনি তাঁর কাছে আসলেন। এরপর তিনি বলেছেন, আমি আপনাকে এমন তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে চাই যার উত্তর নবী ছাড়া আর কেউ অবগত নয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কিয়ামতের প্রথম নির্দশন কি? আর সর্বপ্রথম খাবার কি, যা জান্নাতবাসী খাবে? আর কি কারণে সন্তান তার পিতার সাদৃশ্য লাভ করে? আর কিসের কারণে (কোন কোন সময়) তার মামাদের সাদৃশ্য হয়? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এইমাত্র জিব্রাইল (আ) আমাকে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন। রাবী বলেন, তখন আবদুল্লাহ (রা) বললেন, সে তো ফিরিশ্তাগণের মধ্যে ইয়াহুদীদের শক্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কিয়ামতের প্রথম নির্দশন হলো আশুল যা মানুষকে পূর্ব থেকে পঞ্চিম দিকে তাড়িয়ে নিয়ে একত্রিত করবে। আর প্রথম খাবার যা জান্নাতবাসীরা খাবেন তা হলো মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশ। আর সন্তান সদৃশ হওয়ার রহস্য এই যে পুরুষের যখন তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তখন যদি পুরুষের বীর্য প্রথমে স্থলিত হয় তবে সন্তান তার সদৃশ হবে আর যখন স্ত্রীর বীর্য পুরুষের বীর্যের পূর্বে স্থলিত হয় তখন সন্তান তার সাদৃশ্যতা লাভ করে। তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি- নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল। এরপর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইয়াহুদীরা অপবাদ ও কৃৎসা রটনাকারী সম্প্রদায়। আপনি তাদেরকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার পূর্বে তারা যদি আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয় জেনে ফেলে, তাহলে তারা আপনার কাছে আমার কৃৎসা রটনা করবে। তারপর ইয়াহুদীরা এলো এবং আবদুল্লাহ (রা) ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জিজ্ঞাসা করলেন,

তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম কেমন লোক ? তারা বলল, তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি এবং সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তির পুত্র। তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির পুত্র। তখন রাসূলুল্লাহ শুন্দরি বললেন, যদি আবদুল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করে, এতে তোমাদের অভিমত কি হবে? তারা বলল, এর থেকে আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করবে। এমন সময় আবদুল্লাহ (রা) তাদের সামনে বের হয়ে আসলেন এবং তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ শুন্দরি আল্লাহর রাসূল। তখন তারা বলতে লাগল, সে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তির সন্তান এবং তারা তাঁর গীবত ও কৃৎসা রটনায় লিখে হয়ে গেল।

٣٠٩٥

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ يَعْنِي لَوْلَا بَنُو  
إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْتَزِنْ الْحَمْ وَلَوْلَا حَوَاءُ لَمْ تَخْنُ أَنْثى زَوْجَهَا -

**৩০৯৫** বিশ্র ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী শুন্দরি থেকে অনুকূল বর্ণিত আছে। অর্থাৎ নবী শুন্দরি বলেছেন, বনী ইসরাইল যদি না হত তবে গোশত দুর্গন্ধিযুক্ত হতো না।। আর যদি হাওয়া (আ) না হতেন তবে কোন নারীই তার স্বামীর খেয়ানত করত না।।

٣٠٩٦

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُوسَى بْنُ حِزَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلَىٰ  
عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسِرَةَ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَإِنَّ  
الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَاعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَاعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ  
تُقِيمَهُ كَسَرَتْهُ وَإِنْ تَرَكَتْهُ لَمْ يَزِلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ -

**৩০৯৬** আবু কুরায়ব ও মুসা ইব্ন হিযাম (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ শুন্দরি বলেছেন, তোমরা নারীদেরকে উত্তম উপদেশ দিবে। কেননা নারী জাতিকে পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে উপরের হাড়টি অধিক বাঁকা। তুমি যদি তা সোজা

১. মুসা (আ)-এর সময় বনী ইসরাইল আল্লাহ তাঁ'আলার আদেশ অমান্য করে 'সালওয়া' নামক এক প্রকার পার্থীর গোশত জমা করা শুরু করে। ফলে এ জমাকৃত গোশতে পচন ধরে। এ ঘটনা থেকেই গোশতে পচনের সূত্রপাত হয়। হাদীসের দ্বিতীয় অংশে আদম ও হাওয়ার নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার ঘটনার দিকে ইশারা করা হয়েছে। আদম (আ)-এর ফল খাওয়ার ব্যাপারে স্তৰি হাওয়ার ভূমিকা ও প্রভাব কম ছিল না। আদি-মাতা হাওয়ার ভূমিকা ব্যাপারে নারী জাতি এখনও বহন করে যাচ্ছে। এ দু'টো ঘটনাই হাদীসের উভয় বাক্যের তাৎপর্য। (আইনী)

করতে যাও, তাহলে তা ভেঙ্গে ফেলবে আর যদি ছেড়ে দাও, তাহলে সব সময় তা বাঁকাই থেকে যাবে। কাজেই নারীদের সাথে উপদেশপূর্ণ কথাবার্তা বলবে।

**٣٠.٩٧** حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدٌ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ أَيْهُ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، فَيُكَتَّبُ عَمَلُهُ وَأَجْلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِّيُّهُ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارِ -

**٣٠.٩٧** উমর ইবন হাফস (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, সত্যবাদী-সত্যনিষ্ঠ হিসাবে স্বীকৃত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান স্বীয় মাতৃগতে চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমা রাখা হয়। এরপর অনুরূপভাবে (চল্লিশ দিনে) তা আলাকারণে পরিণত হয়। তারপর অনুরূপভাবে (চল্লিশ দিনে) তা গোশ্তের টুকরার রূপ লাভ করে। এরপর আল্লাহ্ তার কাছে চারটি বিষয়ের নির্দেশ নিয়ে একজন ফিরিশতা পাঠান। সে তার আমল, মৃত্যু, রিয়ক এবং সে কি পাপী হবে না পুণ্যবান হবে, এসব লিখে দেন। তারপর তার মধ্যে ঝুঁকে দেয়া হয়। (ভূমিষ্টের পর) এক ব্যক্তি একজন জাহানামীর আমলের ন্যায় আমল করতে থাকে এমনকি তার ও জাহানামের মধ্যে এক হাতের ব্যবধান থেকে যায়, এমন সময় তার ভাগ্যের লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জান্নাতবাসীদের আমলের ন্যায় আমল করে থাকে। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে। আর এক ব্যক্তি (প্রথম হতেই) জান্নাতবাসীদের আমলের অনুরূপ আমল করতে থাকে। এমন কি শেষ পর্যন্ত তার ও জান্নাতের মাঝে মাঝে এক হাতের ব্যবধান থেকে যায়। এমন সময় তার ভাগ্যের লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জাহানামবাসীদের আমলের অনুরূপ আমল করে থাকে এবং পরিণতিতে সে জাহানামে প্রবেশ করে।

**٣٠.٩٨** حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

إِنَّ اللَّهَ وَكُلَّ فِي الرَّحْمَمِ مَلَكًا فَيَقُولُ يَارَبِّ نُطْفَةٌ يَارَبِّ عَلَقَةٌ يَارَبِّ  
مُضْغَةٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهَا قَالَ يَارَبِّ اذْكُرْ أَنْثِي يَارَبِّ أَشْقِيًّا أَمْ  
سَعِيدًّا ، فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الْأَجَلُ فَيُكَتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أَمِّهِ -

**৩০৯৮** আবু নুমান (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ্ মাত্গভে একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন। (সন্তান জন্মের সূচনায়) সে ফিরিশতা বলেন, হে রব ! এ তো বীর্য ! হে রব ! এ তো আলাকা ! হে রব ! এ তো গোশ্তের টুকরা ! এরপর আল্লাহ্ যদি তাকে সৃষ্টি করতে চান। তাহলে ফিরিশতা বলেন, হে রব ! সন্তানটি ছেলে হবে, না মেয়ে হবে ? হে রব ! সে কি পাপীষ্ট হবে, না পুণ্যবান হবে ? তার রিয়্ক কি পরিমাণ হবে, তার আয়ু কত হবে ? এভাবে তার মাত্গভে সব কিছুই লিখে দেয়া হয়।

**৩.৯৯** حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ  
عَنْ أَبِي عَمْرَانَ الْجُوَنِيِّ عَنْ أَنْسِ بْنِ زِيْرَفَةِ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : لَا هُوَ أَهْلِ  
النَّارِ عَذَابًا لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ تَفْتَدِي بِهِ قَالَ نَعَمْ ،  
قَالَ فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَانُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ أَدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ  
بِي فَابْيَتِ الْأَشْرِكَ -

**৩০৯৯** কায়স ইবন হাফস (র) ..... আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা জাহানামবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে সহজ আঘাত ভোগকারীকে জিজ্ঞাসা করবেন, যদি পৃথিবীর সব ধন-সম্পদ তোমার হয়ে যায়, তবে তুমি কি আঘাতের বিনিময়ে তা দিয়ে দিবে ? সে উত্তর দিবে, হঁ। তখন আল্লাহ্ বলবেন, যখন তুমি আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশে ছিলে, তখন আমি তোমার কাছে এর চেয়েও সহজ একটি জিনিস চেয়েছিলাম। সেটা হল, তুমি আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। কিন্তু তুমি তা মানতে অস্বীকার করে শিরুক করতে লাগলে।

**৩১০০** حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ  
قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى إِبْرِيزِ  
دَمِ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا ، لَأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَ الْقَتْلَ -

**৩১০০** উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র) ..... আবদুল্লাহ (ইব্ন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে, তার এ খুনের পাপের একাংশ আদম (আ)-এর প্রথম ছেলের (কাবিলের) উপর বর্তায়। কারণ সেই সর্বপ্রথম হত্যার প্রচলন করেছে।

٢٠٠١ . بَابُ الْأَرْوَاحُ جِنُودُ مُجَنَّدَةٌ ، وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْأَرْوَاحُ جِنُودُ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اتَّعَلَّفَ وَمَا تَنَاهَى مِنْهَا اخْتَلَفَ \* وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبْوَبِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا

২০০১. পরিচ্ছেদ ৪: আজ্ঞাসমূহ (রহজগতে) একত্র ছিল। লায়স (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, সমস্ত জীব সেনাবাহিনীর ন্যায় একত্রিত ছিল। সেখানে তাদের যে সমস্ত জীবের পরম্পর পরিচয় ছিল, এখানেও তাদের মধ্যে পরম্পর সম্প্রীতি থাকবে। আর সেখানে যাদের মধ্যে পরম্পর পরিচয় হয়লি, এখানেও তাদের মধ্যে পরম্পর মতান্বেক্য ও মতবিরোধ থাকবে।<sup>১</sup> ইয়াহুইয়া ইব্ন আইয়ুব (র) বলেছেন, ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ (র) আমাকে একপ বর্ণনা করেছেন

٢٠٠٢ . بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ : وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَادِئَ الرَّأْيِ مَا ظَهَرَ لَنَا ، أَقْلِعِي أَمْسِكِي ، وَقَارَ الشَّنُورُ نَبْعَ الْمَاءِ ، وَقَالَ عَكْرَمَةُ : وَجْهُ الْأَرْضِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْجُودِيُّ جَبَلٌ بِالْجَزِيرَةِ دَأْبٌ ، حَالٌ : إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ... إِلَى أَخِرِ السُّورَةِ -

১. অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, সকল মানুষের আজ্ঞা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পূর্বেই সৃষ্টি করা হয়েছিল, সুতরাং আজ্ঞাসমূহ পরম্পরে পরিচিত ছিল। আজ্ঞার জগতে যে সকল লোকের আজ্ঞার মধ্যে পরম্পরের সাথে বঙ্গুত্পূর্ণ পরিচয় ছিল, পার্থিব জগতেও তাদের সাথে পরম্পর বঙ্গুত্পূর্ণ সম্পর্ক হবে আর যাদের আজ্ঞার মধ্যে পারম্পরিক সম্পর্ক ছিল না ইহজগতেও তাদের মধ্যে সম্পর্ক হবে না। (আইনী)

২০০২. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : ‘আর আমি নৃকে তার জাতির নিকট প্রেরণ করেছিলাম।’ (সূরা নৃহ : ২৫) ইবন আরাস (রা) বলেন, **بَادِئَ الرَّأْيِ** - এর অর্থ যা আমাদের সামনে প্রকাশ পেয়েছে। **وَفَارَ التَّنُورُ** - তুমি খেমে যাও - **أَقْلِعِي** - পানি সবেগে উৎসারিত হল। আর ইকরিমা (র) বলেন, **تَنُورٌ** - অর্থ ভূপৃষ্ঠ। আর মুজাহিদ (র) বলেন, **الْجُودِيُّ** - জয়িয়ার একটি পাহাড়। **دَابٌ** - অবস্থা। মহান আল্লাহর বাণী : আমি নৃকে তার জাতির কাছে প্রেরণ করেছিলাম ..... সূরার শেষ পর্যন্ত। (সূরা নৃহ : ১)

**٢١٠١** حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَالِمٌ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَشْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ: إِنِّي لَأَنذِرُ كُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنذَرَ قَوْمًا، لَقَدْ أَنذَرَ نُوحًا قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمٍ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ -

**৩১০১** আবদান (র) ..... ইব্ল উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা জনসমাবেশে দাঢ়ালেন এবং আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন, তারপর দাঙ্গালের উল্লেখ করে বললেন, আমি তোমাদেরকে তার থেকে সতর্ক করছি আর প্রত্যেক নবীই নিজ নিজ সম্প্রদায়কে এ দাঙ্গাল থেকে সতর্ক করে দিয়েছেন। নৃহ (আ)-ও নিজ সম্প্রদায়কে দাঙ্গাল থেকে সতর্ক করেছেন। কিন্তু আমি তোমাদেরকে তার সম্বন্ধে এমন একটা কথা বলছি, যা কোন নবী তাঁর সম্প্রদায়কে বলেন নি। তা হলো তোমরা জেনে রেখ, নিচয়ই দাঙ্গাল কানা, আর আল্লাহ কানা নন।

**٢١٠٢** حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا أَحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا عَنِ الدَّجَالِ مَا حَدَثَ بِهِ نَبِيٌّ قَوْمَهُ: أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِتِمْثَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَإِذَا يَقُولُ أَنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ وَأَنَّهُ أَنذِرُكُمْ بِهِ كَمَا أَنذَرَ بِهِ نُوحًا قَوْمَهُ -

**৩১০২** آبُو نُعَمَّاء (ر) ..... آبُو هُرَيْرَةَ (رَا) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, رَأَسْلُوْلَهُ .....  
বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এমন একটি কথা বলে দেব না, যা কোন নবীই তাঁর  
সম্প্রদায়কে বলেন নি ? তা হলো, নিচ্যই সে হবে কানা, সে সাথে করে জান্নাত এবং জাহানামের দুটি  
কৃত্রিম ছবি নিয়ে আসবে। অতএব যাকে সে বলবে যে এটি জান্নাত প্রকৃতপক্ষে সেটি হবে জাহানাম। আর  
আমি তার সম্পর্কে তোমাদের ঠিক তেমনি সতর্ক করছি, যেমনি নৃহ (আ) তার সম্প্রদায়কে সে সম্পর্কে  
সতর্ক করেছেন।

**৩১.৩** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِشْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا  
الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
يَجِئُ نُوحٌ وَأَمْتَهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : هَلْ بَلَغْتَ فِيْقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ  
فَيَقُولُ لَامْتَهِ : هَلْ بَلَغْتُكُمْ ، فَيَقُولُونَ لَا ، مَاجَأَنَا مِنْ نَبِيٍّ ، فَيَقُولُ  
لِنُوحٍ مَنْ يَشَهِدُ لَكَ ، فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ ﷺ وَأَمْتَهُ فَنَشَهَدُ أَنَّهُ قَدْ  
بَلَغَ ، وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى  
النَّاسِ ، وَالْوَسْطُ الْعَدْلُ ۔

**৩১০৩** مُوسَى ইবন ইসমাইল (র) ..... آبُو سাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, رَأَسْلُوْلَهُ .....  
বলেছেন, (হাশরের দিন) নৃহ এবং তাঁর উস্তত (আল্লাহর দরবারে) হায়ির হবেন। তখন আল্লাহ তাঁকে  
জিজ্ঞাসা করবেন, তুম কি (আমার বাণী) পৌছিয়েছে ? তিনি বলবেন, হাঁ, হে আমার রব ! তখন আল্লাহ তাঁর  
উস্তকে জিজ্ঞাসা করবেন, নৃহ কি তোমাদের কাছে আমার বাণী পৌছিয়েছেন। তারা বলবে, না, আমাদের  
কাছে কোন নবীই আসেন নি। তখন আল্লাহ নৃহকে বলবেন, তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে কে ? তিনি বলবেন,  
মুহাম্মদ ..... এবং তাঁর উস্তত। (রাসূলুল্লাহ ..... বললেন) তখন আমরা সাক্ষ্য দিব। নিচ্যই তিনি  
আল্লাহর বাণী পৌছিয়েছেন। আর এটিই হল আল্লাহর বাণী ; আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী  
উস্ত বানিয়েছি, যেন তোমরা মানব জাতির ওপর সাক্ষী হও। (২: ১৪৩) - الْوَسْطُ - অর্থ ন্যায়বান।

**৩১.৪** حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو  
حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ  
النَّبِيِّ ﷺ فِي دَوْعَةٍ فَرَفِعْنَا إِلَيْهِ الذِّرَاعَ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا

নহَّةٌ وَقَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُلْ تَدْرُونَ بِمَا يَجْمَعُ اللَّهُ  
 الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُبَصِّرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسَمِّعُهُمْ  
 الدَّاعِيَ وَتَذَنُّو مِنْهُمُ الشَّمْسُ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ إِلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا  
 أَنْثَمْ فِيهِ إِلَى مَا بَلَغْتُكُمْ، إِلَا تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمُ إِلَى رَبِّكُمْ،  
 فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ أَبُوكُمْ آدُمُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ يَا آدُمُ أَنْتَ أَبُو  
 الْبَشَرِ خَلَقَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا  
 لَكَ وَاسْكَنَكَ الْجَنَّةَ إِلَّا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ إِلَّا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا  
 بَلَغَنَا فَيَقُولُ رَبِّيْ غَضِيبُ الْيَوْمِ غَضِيبًا لَمْ يَغْضِبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَا  
 يَغْضِبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَتَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتَهُ نَفْسِي نَفْسِي  
 اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِيْ، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ  
 أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا أَمَا تَرَى  
 إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ إِلَّا تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا، إِلَّا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ  
 رَبِّيْ غَضِيبُ الْيَوْمِ غَضِيبًا لَمْ يَغْضِبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَا يَغْضِبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ،  
 نَفْسِي نَفْسِي ائْتُوا النَّبِيَّ عليه السلام فَيَأْتُونِي فَأَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ،  
 فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفِعْ رَأْسَكَ وَأَشْفَعْ ثُشَّفَعْ، وَسَلْ تُعْطِهُ قَالَ مُحَمَّدُ  
 بْنُ عُبَيْدٍ لَا أَحْفَظُ سَائِرَةً -

**৩১০৪** ইসহাক ইব্ন নাসর (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী صلوات الله عليه وسلم -এর সাথে এক যিয়াফতে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর সামনে (রান্না করা) ছাগলের বাহু পেশ করা হল, এটা তাঁর কাছে পচন্দীয় ছিল। তিনি সেখান থেকে এক টুকরা খেলেন এবং বললেন, আমি কিয়ামতের দিন সমগ্র মানব জাতির সরদার হব। তোমরা কি জান? আল্লাহ কিভাবে (কিয়ামতের দিন) একই সমতলে

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে একত্রিত করবেন? যেন একজন দর্শক তাদের সবাইকে দেখতে পায় এবং একজন আহ্বানকারীর ডাক সবার কাছে পৌছায়। সূর্য তাদের অতি নিকটে এসে যাবে। তখন কোন কোন মানুষ বলবে, তোমরা কি লক্ষ্য করনি, তোমরা কি অবস্থায় আছ এবং কি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছ। তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে খুঁজে বের করবে না, যিনি তোমাদের জন্য তোমাদের রবের নিকট সুপারিশ করবেন? তখন কিছু লোক বলবে, তোমাদের আদি পিতা আদম (আ) আছেন। (চল তাঁর কাছে যাই)। তখন সকলে তাঁর কাছে যাবে এবং বলবে, হে আদম! আপনি সমস্ত মানব জাতির পিতা। আল্লাহ্ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার পক্ষ থেকে কুহ আপনার মধ্যে ফুকেছেন। তিনি ফিরিশ্তাদেরকে (আপনার সম্মানের) নির্দেশ দিয়েছেন। সে অনুযায়ী সকলে আপনাকে সিজ্দাও করেছেন এবং তিনি আপনাকে জান্মাতে বসবাস করতে দিয়েছেন। আপনি কি আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট সুপারিশ করবেন না? আপনি দেখেন না, আমরা কি অবস্থায় আছি এবং কি কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি? তখন তিনি বলবেন, আমার রব আজ এমন রাগাভিত হয়েছেন, এর পূর্বে এমন রাগাভিত হননি আর পরেও এমন রাগাভিত হবেন না। আর তিনি আমাকে বৃক্ষটি থেকে (ফল থেকে) নিষেধ করেছিলেন। তখন আমি ভুল করেছি। এখন আমি নিজের চিঞ্চায়ই ব্যস্ত। তোমরা আমি ব্যতীত অন্যের কাছে যাও। তোমরা নৃহের কাছে চলে যাও। তখন তারা নৃহ (আ) এর কাছে আসবে এবং বলবে, হে নৃহ! পৃথিবীবাসীদের নিকট আপনিই প্রথম রাসূল এবং আল্লাহ্ আপনার নাম রেখেছেন কৃতজ্ঞ বান্দা। আপনি কি লক্ষ্য করছেন না, আমরা কি ডয়াবহ অবস্থায় পড়ে আছি? আপনি দেখেছেন না আমরা কতইনা দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে আছি? আপনি কি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করবেন না? তখন তিনি বলবেন, আমার রব আজ এমন রাগাভিত হয়ে আছেন, যা ইতিপূর্বে হন নাই এবং এমন রাগাভিত পরেও হবেন না। এখন আমি নিজের চিঞ্চায়ই ব্যস্ত। তোমরা নবী (মুহাম্মদ ﷺ) -এর কাছে চলে যাও। তখন তারা আমার কাছে আসবে আর আমি আরশের নীচে সিজ্দায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ! আপনার মাথা উঠান এবং সুপারিশ করুন। আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে আর আপনি যা চান, আপনাকে তাই দেওয়া হবে। মুহাম্মদ ইবন উবাইদ (র) বলেন, হাদীসের সকল অংশ আমি মুখস্থ করতে পারি নি।

٣١٥ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَىٰ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ سُفِّيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَرَأَ فَهْلًا مِنْ مُدْكِرٍ مِثْلَ قِرَاءَةِ الْعَامَةِ -

৩১০৫ নাসর ইবন আলী (র) ..... আবদুল্লাহ্ (ইবন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সকল কারীদের ক্ষুরাআতের ন্যায় তিলাওয়াত করেছেন।

২০০৩ . بَابٌ وَإِنَّ الْيَاسَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِلَا تَتَقَوَّنَ إِلَى وَتَرْكَنَاهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ يُذَكِّرُ بِخَيْرٍ سَلَامٌ عَلَى

أَلْ يَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ،  
وَيَذَكُرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ إِلَيَّاسَ هُوَ أَدْرِيسُ

২০০৩. পরিচ্ছেদ : (মহান আল্লাহর বাণী ৪) আর নিচয়ই ইলিয়াসও রাসূলগণের মধ্যে একজন ছিলেন। স্বরণ কর, তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা কি সাবধান হবে না ? ..... আমি তা পরবর্তীদের স্বরণে রেখেছি। (৩৭ : ১২৩-২২৯) ইব্ন আকবাস (রা) বলেন, (নবীদের কথা) মর্যাদার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। ইলিয়াসের প্রতি সালাম। আমি সৎ-কর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন আমার মু'মিন বাসাদের অন্যতম (৩৭ : ১৩০-১৩২) ইব্ন মাসউদ ও ইব্ন আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, ইলিয়াস (আ)-ই ছিলেন ইদ্রীস (আ)

২০০৪. بَابُ ذِكْرِ أَدْرِيسٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :  
وَرَفِعْنَاهُ مَكَانًا عَلَيْهَا

২০০৪. পরিচ্ছেদ : ইদ্রীস (আ)-এর বর্ণনা। মহান আল্লাহর বাণী : আর আমি তাঁকে (ইদ্রীস) উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছি। (১৯ : ৫৭)

٢١٦ حَدَّثَنَا عَبْدَانٌ أَنَّا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَ وَحَدَّثَنَا  
أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ قَالَ  
أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ ، كَانَ أَبُو ذَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ  
قَالَ فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِيْ وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِائِيلُ فَفَرَّجَ صَدْرِيْ ثُمَّ غَسَّلَهُ  
بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَأَيْمَانًا فَأَفْرَغَهَا  
فِي صَدْرِيْ ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخْذَ بِيَدِيْ فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ ، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى  
السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِائِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ افْتَحْ قَالَ مَنْ هَذَا ؟ قَالَ  
هَذَا جِبْرِائِيلُ ، قَالَ مَا مَاعَكَ أَحَدٌ قَالَ مَعِيَ مُحَمَّدٌ ، قَالَ أُرْسِلْ إِلَيْهِ ؟ قَالَ

نَعَمْ فَفَتَحَ ، فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ إِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوَدَةُ وَعَنْ يَسَارِهِ  
أَسْوَدَةُ فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكٌ ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكْيٌ ، فَقَالَ  
مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَبْنِي الصَّالِحِ ، قُلْتُ مَنْ هَذَا يَا جِبْرَائِيلُ قَالَ  
هَذَا آدَمُ ، وَهَذِهِ الْأَسْوَدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسْمُ بَنِيهِ ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ  
مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَالْأَسْوَدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ ، فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ  
يَمِينِهِ ضَحِكٌ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكْيٌ ، ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرَائِيلُ حَتَّى  
أَتَى السَّمَاءَ الْتَّانِيَةَ فَقَالَ لَخَازِنَهَا افْتَحْ ، فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلُ مَا قَالَ  
الْأَوَّلُ ، فَفَتَحَ ، قَالَ أَنَسٌ : فَذَكَرَ آنَهُ وَجَدَ فِي السَّمَاوَاتِ إِدْرِيسَ وَمُوسَى  
وَعِيسَى وَابْرَاهِيمَ وَلَمْ يَثْبُتْ لِي كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ ، غَيْرَ آنَهُ قَدْ ذَكَرَ آنَهُ قَدْ  
وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَابْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ وَقَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا مَرَّ  
جِبْرَائِيلُ بِإِدْرِيسِ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ ، فَقُلْتُ مَنْ  
هَذَا ؟ قَالَ هَذَا إِدْرِيسُ ، ثُمَّ مَرَرَتْ بِمُوسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ  
وَالْأَخِ الصَّالِحِ ، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا ؟ قَالَ هَذَا مُوسَى ، ثُمَّ مَرَرَتْ بِعِيسَى ،  
فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ ، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا ؟ قَالَ هَذَا  
عِيسَى ، ثُمَّ مَرَرَتْ بِابْرَاهِيمَ ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَبْنِي  
الصَّالِحِ ، قُلْتُ مَنْ هَذَا ؟ قَالَ هَذَا ابْرَاهِيمُ ، قَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَأَخْبَرَنِي  
ابْنُ حَزَمٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابَا حَيَّةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولُانِ قَالَ النَّبِيُّ  
عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرَائِيلُ حَتَّى ظَهَرَتْ لِمُشْتَوَى أَسْمَعُ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ ،  
قَالَ ابْنُ حَزَمٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَفَرَضَ

اللَّهُ عَلَىٰ خَمْسِينَ صَلَاتٍ فَرَجَعَتْ بِذَلِكَ حَتَّىٰ أَمْرَ رَبِّ مُوسَىٰ ، فَقَالَ مُوسَىٰ :  
 مَا الَّذِي فَرَضَ رَبِّكَ عَلَىٰ أُمَّتِكَ قُلْتُ فُرِضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلَاتٍ ، قَالَ  
 فَرَأَجَعَ رَبَّكَ ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَجَعَتْ فَرَأَجَعَتْ رَبِّي فَوَضَعَ  
 شَطَرَهَا ، فَرَجَعَتْ إِلَىٰ مُوسَىٰ ، فَقَالَ رَاجِعٌ رَبَّكَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَوَضَعَ  
 سَطَرَهَا فَرَجَعَتْ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ ذَالِكَ فَفَعَلْتُ فَوَضَعَ شَطَرَهَا ،  
 فَرَجَعَتْ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ رَاجِعٌ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ  
 فَرَأَجَعَتْ رَبِّي ، فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيْهِ ،  
 فَرَجَعَتْ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ رَاجِعٌ رَبَّكَ فَقُلْتُ : قَدْ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي ،  
 ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّىٰ آتَىٰ بِالسِّدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ، فَغَشِّيَهَا الْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ ،  
 ثُمَّ أَدْخَلَتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِدُ الْلَّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ -

**৩১০৬** আবদান ও আহমাদ ইবন সালিহ (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু যার (রা) হাদীস বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (লাইলাতুল মিরাজে) আমার ঘরের ছাদ উন্মুক্ত করা হয়েছিল। তখন আমি মকায় ছিলাম। তারপর জিব্রাইল (আ) অবতরণ করলেন এবং আমার বক্ষ বিদীর্ঘ করলেন। এরপর তিনি যমযমের পানি দ্বারা তা ধুইলেন। এরপর হিক্মত ও ঈমান (জ্ঞান ও বিশ্বাস) দ্বারা পরিপূর্ণ একখানা সোনার তশ্তরী নিয়ে আসেন এবং তা আমার বক্ষে ঢেলে দিলেন। তারপর আমার বক্ষকে পূর্বের ন্যায় মিলিয়ে দিলেন। এবার তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমাকে আকাশের দিকে উঠিয়ে নিলেন। এরপর যখন দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে পৌছলেন, তখন জিব্রাইল (আ) আকাশের দ্বারক্ষীকে বললেন, দরজা খুলুন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে? জবাব দিলেন, আমি জিব্রাইল। দ্বারক্ষী বললেন, আপনার সাথে কি আর কেউ আছেন? তিনি বললেন, আমার সাথে মুহাম্মদ ﷺ আছেন। দ্বারক্ষী জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ। তারপর দরজা খোলা হল। যখন আমরা আকাশের উপরে আরোহণ করলাম, হঠাৎ দেখলাম এক ব্যক্তি যার ডানে একদল লোক আর তাঁর বামেও একদল লোক। যখন তিনি তাঁর ডান দিকে তাকান তখন হাসতে থাকেন আর যখন তাঁর বাম দিকে তাকান তখন কাঁদতে থাকেন। (তিনি আমাকে দেখে) বললেন, মারাহাবা! নেক নবী ও নেক সন্তান। আরি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিব্রাইল! ইনি কে? তিনি জবাব দিলেন, ইনি আদম (আ) আর তাঁর ডানের ও বামের এ লোকগুলো হলো তাঁর সন্তান (আস্থাসমূহ) এদের মধ্যে ডানদিকের লোকগুলো হলো জাহানাতী আর বামদিকের লোকগুলো হলো জাহানামী।

অতএব যখন তিনি ডান দিকে তাকান তখন হাসেন আর যখন বাম দিকে তাকান তখন কাঁদেন। এরপর আমাকে নিয়ে জিব্রাইল (আ) আরো উপরে উঠলেন। এমনকি দ্বিতীয় আকাশের দ্বারে এসে গেলেন। তখন তিনি এ আকাশের দ্বারকঙ্কীকে বললেন, দরজা খুলুন! দ্বারকঙ্কী তাঁকে প্রথম আকাশের দ্বারকঙ্কী যেরূপ বলেছিল, অনুরূপ বলল। তারপর তিনি দরজা খুলে দিলেন। আনাস (রা) বলেন, এরপর আবু যার (রা) উল্লেখ করেছেন যে নবী ﷺ আকাশসমূহে ইদ্রীস, মূসা, ঈসা এবং ইবরাহীম (আ)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তাঁদের কার অবস্থান কোন আকাশে তিনি আমার কাছে তা বর্ণনা করেন নি। তবে তিনি এটা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি (নবী ﷺ) দুনিয়ার নিকটটী আকাশে আদম (আ)-কে এবং মষ্ট আকাশে ইব্রাহীম (আ)-কে দেখতে পেয়েছেন। আনাস (রা) বলেন, জিব্রাইল (আ) যখন (নবী ﷺ সহ) ইদ্রীস (আ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, তখন তিনি (ইদ্রীস (আ)) বলেছিলেন, হে নেক নবী এবং নেক ভাই! আপনাকে মারহাবা। (নবী ﷺ বলেন) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? তিনি (জিব্রাইল) জবাব দিলেন, ইনি ইদ্রীস (আ)! এরপর মূসা (আ)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা! হে নেক নবী এবং নেক ভাই। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? তিনি (জিব্রাইল (আ))) জবাব দিলেন, ইনি ঈসা (আ)। অতঃপর ইব্রাহীম (আ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা। হে নেক নবী এবং নেক সন্তান! আমি জানতে চাইলাম, ইনি কে? তিনি (জিব্রাইল (আ))) বললেন, ইনি ইব্রাহীম (আ)। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, আমাকে ইব্ন হায়ম (র) জানিয়েছেন যে, ইব্ন আকবাস ও আবু হাইয়া আনসারী (রা) বলতেন, নবী ﷺ বলেছেন, এরপর জিব্রাইল আমাকে উর্ধ্বে নিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত আমি একটি সমতল স্থানে গিয়ে পৌছলাম। সেখান থেকে কলমসমূহের খসখস শব্দ শুনছিলাম। ইব্ন হায়ম (র) এবং আনাস ইব্ন মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন। নবী ﷺ বলেছেন, তখন আল্লাহ আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। এরপর আমি এ নির্দেশ নিয়ে ফিরে চললাম। যখন মূসা (আ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার রব আপনার উম্মতের উপর কি ফরয করেছেন? আমি বললাম, তাদের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছে। তিনি বললেন, পুনরায় আপনার রবের কাছে ফিরে যান (এবং তা কমাবার জন্য আবেদন করুন।) কেননা আপনার উম্মতের তা পালন করার সামর্থ্য থাকবে না। তখন ফিরে গেলাম এবং আমার রবের নিকট তা কমাবার জন্য আবেদন করলাম। তিনি তার অর্ধেক কমিয়ে দিলেন। আমি মূসা (আ)-এর কাছে ফিরে আসলাম। তিনি বললেন, আপনার রবের কাছে গিয়ে পুনরায় কমাবার আবেদন করুন এবং তিনি (নবী ﷺ) পূর্বের অনুরূপ কথা আবার উল্লেখ করলেন। এবার তিনি (আল্লাহ) তার অর্ধেক কমিয়ে দিলেন। আবার আমি মূসা (আ)-এর কাছে আসলাম এবং তিনি পূর্বের মত বললেন। আমি তা করলাম। তখন আল্লাহ তার এক অংশ মাফ করে দিলেন। আমি পুনরায় মূসা (আ)-এর কাছে আসলাম এবং তাঁকে অবহিত করলাম। তখন জিনি বললেন, আপনার রবের নিকট গিয়ে আরো কমাবার আরয করুন। কেননা আপনার উম্মতের তা পালন করার সামর্থ্য থাকবে না। আমি আবার ফিরে গেলাম এবং আমার রবের নিকট তা কমাবার আবেদন করলাম। তিনি বললেন, এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত বাকী রইল। আর তা সাওয়াবের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের সমান হবে। আমার কথার পরিবর্তন হয় না। তারপর আমি মূসা (আ)-এর

কাছে ফিরে আসলাম। তিনি এবারও বললেন, আপনার রবের কাছে গিয়ে আবেদন করুন। আমি বললাম, এবার আমার রবের সম্মুখীন হতে আমি লজ্জাবোধ করছি। এরপর জিব্রাইল (আ) চললেন এবং অবশেষে আমাকে সাথে করে সিদ্রাতুল মূন্তাহা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। দেখলাম তা এমন অপরূপ রঙে পরিপূর্ণ, যা বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই। এরপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হল। দেখলাম এর ইট হচ্ছে মোতির তৈরী আর তার মাটি হচ্ছে মিস্ক বা কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধযুক্ত।

٢٠٠٥. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٌ وَقَوْلِهِ : إِذْ أَنْذَرْتَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ إِلَيْهِ قَوْلِهِ : كَذَالِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ، فِيهِ عَنْ عَطَاءٍ وَسَلِيمَانَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَآمَّا عَادٌ فَاهْلَكُوا بِرِيعٍ صَرَصَرٍ شَدِيدَةٍ عَاتِيَةٍ ، قَالَ ابْنُ عَيْبَيْنَةَ : عَثَثَ عَلَى الْخُزَانِ سَخْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا مُتَتَابِعَةً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرَاعٍ كَانُوهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ أَصُولُهَا فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ بَقِيَةٌ

২০০৫. পরিচ্ছেদ : (মহান আল্লাহর বাণী ৪) আর আমি আদ জাতির নিকট তাদেরই ভাই হৃদকে পাঠিয়েছিলাম ..... (সূরা হৃদ ৪: ৫০) এবং আল্লাহর বাণী ৪ আর শ্বরণ কর (হৃদের কথা) যখন তিনি আহকাফ অঞ্চলে নিজ জাতিকে সতর্ক করেছিলেন .... এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিক্রিয়া দিয়ে থাকি। (সূরা আহকাফ ৪: ২১-২৫) এ প্রসঙ্গে আতা ও সুলায়মান (র) আয়েশা (রা) সুন্নে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। আরো মহান আল্লাহর বাণী ৪ আর আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে একটি প্রচণ্ড ঝঁঝুল বায়ুর ঘারা। ইব্ল উয়ায়না (র) বলেন, প্রবাহিত করেছিলেন তিনি যা নিয়ন্ত্রণকারীর নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল বিধায় হীনভাবে সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত। (সেখানে তুমি থাকলে) দেখতে পেতে যে, তারা সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে সারশূন্য বিক্রিত খেজুর গাছের কাণ্ডের ন্যায়। এরপর তাদের কাউকে তুমি বিদ্যমান দেখতে পাও কি? (সূরা হাক্কা ৪: ৫-৮)

٣١٧ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نُصِرَتُ بِالصَّبَابِ

وَأَهْلَكَتْ عَادٌ بِالْدُبُورِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفِّيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعَمَّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِذَهِيبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ الْأَقْرَعِ بْنَ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ الْمَجَاشِعِيِّ وَعَيْنَيْنَ بْنَ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ وَزَيْدَ الطَّائِيِّ، ثُمَّ أَحَدَ بْنَيْ نَبَهَانَ وَعَلَقَمَةَ بْنَ عُلَيْشَةَ الْعَامِرِيِّ، ثُمَّ أَحَدَ بْنَيْ كِلَابٍ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ فَقَالُوا يُعْطِنَا صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدْعُنَا ، قَالَ إِنَّمَا أَتَأْلَفُهُمْ، فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشَرِّفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاتِيُّ الْجَبَيْنِ كَثُ الْحَيَّةِ مَحْلُوقٌ، فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدًا فَقَالَ : مَنْ يُطِيعُ اللَّهَ إِذَا عَصَيَتْ أَيَامَنِي اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَلَا تَأْمُنُونِي ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَتَلَهُ أَحْسِبَهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلَيدَ فَمَنَعَهُ ، فَلَمَّا وَلَى قَالَ إِنَّ مِنْ ضَئِضِي هَذَا ، أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا قَوْمٌ يَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرْوُقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَا قُتْلَنَهُمْ قَتْلَ عَادِ -

**৩১০৭** মুহাম্মদ ইবন 'আর'আরা (র) ..... ইবন আবুস রাও (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আমাকে ভোরের বায়ু (পুবালী বাতাস) দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে আর আদ জাতিকে দাবুর বা পশ্চিমের (এক প্রকার মারাওক) বায়ু দ্বারা ধূংস করা হয়েছে। ইবন কাসীর (র) আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, আলী (রা) নবী ﷺ-এর নিকট কিছু স্বর্ণের টুকরো পাঠালেন। তিনি তা চার ব্যক্তির মাঝে বন্টন করে দিলেন। (১) আল-আকরা ইবন হাবেস হান্থালী যিনি মাজাশেয়ী গোত্রের ছিলেন (২) উআইনা ইবন বদর ফায়ারী (৩) যায়েদ ত্বায়ী, যিনি বনী নাবহান গোত্রের ছিলেন (৪) আলকামা ইবন উলাসা আমেরী, যিনি বনী কিলাব গোত্রের ছিলেন। এতে কুরাইশ ও আনসারগণ অসম্ভৃষ্ট হলেন এবং বলতে লাগলেন, নবী ﷺ নাজাদবাসী নেতৃবৃন্দকে দিচ্ছেন আর আমাদেরকে দিচ্ছেন না। নবী ﷺ বললেন, আমি ত তাদেরকে (ইসলামের দিকে) আকৃষ্ট করার জন্য মনোরঞ্জন করছি। তখন এক ব্যক্তি সামনে এগিয়ে আসল, যার চোখ দু'টি কোটরাগত, গওন্ধৰ ঝুলে পড়া; কপাল উঁচু, ঘন দাঁড়ি এবং মাথা মোড়ানো ছিল। সে বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহকে ভয় করুন। তখন তিনি

বললেন, আমিই যদি নাফরমানী করি তাহলে আল্লাহর আনুগত্য করবে কে ? আল্লাহ আমাকে পৃথিবীবাসীর ওপর আমানতদার বানিয়েছে আর তোমরা আমাকে আমানতদার মনে করছ না । তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে তাকে হত্যা করার অনুমতি চাইল । (আবু সাউদ (রা) বলেন) আমি তাকে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) বলে ধারণা করছি । কিন্তু নবী ﷺ তাকে নিষেধ করলেন । তারপর অভিযোগকারী লোকটি যখন ফিরে গেল, তখন নবী ﷺ বললেন, এ ব্যক্তির বংশ হতে বা এ ব্যক্তির পরে এমন কিছু সংখ্যক লোক হবে তারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কষ্টনালী অতিক্রম করবেনো । দীন থেকে তারা এমনভাবে বেরিয়ে পড়বে যেমনি ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায় । তারা ইসলামের অনুসারীদিগকে (মুসলিমদেরকে) হত্যা করবে আর মৃত্তি পূজারীদেরকে হত্যা করা থেকে মুক্তি দেবে । আমি যদি তাদের নাগাল পেতাম তবে তাদেরকে আদ জাতির মত অবশ্যই হত্যা করতাম ।

**٢١.٨ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فَهْلَ مِنْ مُذَكَّرٍ**

**৩১০৮** খালিদ ইব্ন ইয়ায়ীদ (রা) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে (আদ জাতির ঘটনা বর্ণনায়) এ ফহেল মিন মুক্তির আয়াতটি পড়তে শুনেছি ।

**২০০.٦ بَابُ قِصَّةِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : إِنْ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ**

২০০৬. পরিচ্ছেদ ৪ : ইয়াজুজ ও মাজুজের ঘটনা ৪ : মহান আল্লাহর বাণী ৪ : নিচয়ই ইয়াজুজ মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টিকারী । (১৮ & ১৪)

**২০০.৭ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَسَالَوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْبَاتِ ، إِلَى قَوْلِهِ : قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَئٍ : سَبَبًا فَاتَّبَعَ سَبَبًا طَرِيقًا إِلَى قَوْلِهِ اتُّوْنِي زُبَرَ الْمَحِدِيدِ، وَاحْدَهَا زُبْرَةٌ وَهِيَ الْقِطْعُ حَتَّى إِذَا سَأَوَى بَيْنَ الصَّدَفَتَيْنِ يُقَالُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ الْجَبَلَيْنِ وَالسَّدَيْنِ الْجَبَلَيْنَ حَرَجًا اجْرًا قَالَ انْفَخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلْهُ نَارًا،**

قَالَ أَتُؤْنِي أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا، أَصْبُعُ عَلَيْهِ قِطْرًا رَصَاصًا، وَيُقَالُ الْمَدِيدُ،  
وَيُقَالُ الصُّفْرُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : النُّحَاسُ ، فَمَا اسْطَاعُوا إِنْ يَظْهِرُوهُ  
يَعْلُوُهُ اسْتِطَاعَ اسْتَفْعَلَ مِنْ طَعْتُ لَهُ فَلِذِلِكَ فُتْحٌ اسْطَاعَ يَسْطِيعُ ، وَقَالَ  
بَعْضُهُمْ اسْتِطَاعَ يَسْتَطِيعُ ، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبَا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ  
رَبِّيْ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهُ دَكَّاً الزَّقَّةَ بِالْأَرْضِ وَنَاقَّةَ دَكَّاً لَا سَنَامَ  
لَهَا وَالدَّكَّاُكُ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُ حَتَّى صَلَبَ مِنَ الْأَرْضِ وَتَلَبَّدَ وَكَانَ وَعْدُ  
رَبِّيْ حَقًا وَتَرَكَنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوْجُ فِي بَعْضٍ حَتَّى إِذَا فُتَحَتْ يَأْجُوجُ  
وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ، قَالَ قَنَادَةُ حَدَبٍ أَكْمَهُ ، وَقَالَ  
رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَأَيْتُ السَّدَّ مِثْلَ الْبَرْدِ الْخَبِيرِ قَالَ رَأَيْتَهُ .

২০৭. পরিচ্ছেদ ৪: মহান আল্লাহর বাণী ৪ (হে নবী) তারা আপনাকে যুল-কারনাইন সম্পর্কে  
জিজ্ঞাসা করছে। আয়াতে অর্থ চলাচলের পথ ও রাস্তা। তোমরা আমার কাছে লোহার টুকরা  
নিয়ে আস (১৮: ৮৩-৯৬)। এখানে **زُبْرَة** শব্দটি বহুবচন। একবচনে অর্থ টুকরা। অবশেষে  
মাঝের ফাঁকা জায়গা পূর্ণ হয়ে যখন লোহার স্তুপ দু'পর্বতের সমান হল (১৮: ৯৬)। তখন তিনি  
লোকদেরকে বললেন, এখন তাতে ফুঁক দিতে থাক। এ আয়াতে **الْمَصْدَفَيْنِ** শব্দের অর্থ ইবন.  
আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা অনুযায়ী দু'টি পর্বতকে বুঝানো হয়েছে। আর-**السَّدَّيْنِ**-এর অর্থ দু'টি  
পাহাড়। অর্থ পারিশ্রমিক। যুল-কারনাইন বলল, তোমরা হাঁফরে ফুক দিতে থাক। যখন তা  
আগনের ন্যায় উত্তুণ্ড হল, তখন তিনি বললেন, তোমরা গলিত তামা নিয়ে আস, আমি তা এর উপর  
চেলে দেই (১৮: ৯৬) অর্থ **قِطْرٌ**। আবার লৌহ গলিত পদাৰ্থকেও বলা হয়। এবং তামাকেও  
বলা হয়। আর ইবন আব্বাস (রা)-এর অর্থ তাত্ত্বগলিত পদাৰ্থ বলেছেন। (আল্লাহর বাণী): এরপর  
তারা (ইয়াজুজ ও মাজুজ) এ প্রাচীর অতিক্রম করতে পারল না (১৮: ৯৭)। অর্থাৎ তারা এর উপরে  
চড়তে সক্ষম হল না। **بَابِ اسْتِفْعَلِ طَعْتِ لَهُ اسْتِطَاعَ** শব্দটি থেকে মেরুদণ্ড দেখে পারলে আমা হয়েছে।

٣١٠٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَئِمَّةُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةِ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَلِّ الْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ افْتَرَبَ ، فُتِحَ الْيَوْمُ مِنْ رَدَمٍ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَقَ بِأَصْبَعِهِ الْأَبْهَامِ وَالْأَتْيَامِ تَلِيهَا ، قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْهَلْكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ، قَالَ نَعَمْ : إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ -

**৩১০৯** ইয়াহইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... যায়নাৰ বিনতে জাহাশ (রা) থেকে বৰ্ণিত, একদা নবী  ভীত সন্তুষ্ট অবস্থায় তাঁৰ কাছে আসলেন এবং বলতে লাগলেন, লা-ইলাহা ইলাল্লাহ। আৱৰেৰ লোকদেৱ জন্য সেই অনিষ্টেৱ কাৱণে ধৰণ অনিবার্য যা নিকটবৰ্তী হয়েছে। আজ ইয়াজুজ ও মাজুজেৱ প্ৰাচীৱ এ পৰিমাণ খুলে (ছিদ্ৰ হয়ে) গেছে। এ কথাৰ বলাৰ সময় তিনি তাঁৰ বৃক্ষাঙ্গলিৱ অঞ্চলাগকে তাৰ সাথেৰ শাহাদাত আংগুলিৱ অঞ্চলাগেৰ সাথে মিলিয়ে গোলাকৃতি কৰে ছিদ্ৰেৱ পৰিমাণ দেখান। যায়নাৰ বিনতে জাহাশ (রা) বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলল্লাহ! আমাদেৱ মধ্যে নেক ও পুণ্যবান লোকজন বিদ্যমান থাকা সন্তোও বুখাৰী শৱীফ (৬) — ৬

কি আমরা ধ্রংস হয়ে যাব ? তিনি বললেন, হাঁ যখন পাপাচার অধিক মাত্রায় বেড়ে যাবে । (তখন অল্প সংখ্যক নেক লোকের বিদ্যমানেই মানুষের ধ্রংস নেমে আসবে ।)

**٣١٠** حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا إِبْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَتَحَ اللَّهُ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلَ هَذَا وَعَقْدَ بَيْدِهِ تِسْعِينَ -

**৩১১০** مুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীরে আল্লাহ এ পরিমাণ ছিদ্র করে দিয়েছেন । এই বলে, তিনি তাঁর হাতে নকরই সংখ্যার আকৃতি ধারণ করে দেখালেন । (অর্থাৎ তিনি নিজ শাহাদাত আঙুলীর মাথা বৃন্দাঙ্গলের গোড়ায় লাগিয়ে ছিদ্রের পরিমাণ দেখালেন ।

**٣١١** حَدَّثَنِي إِشْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : يَا آدُمُ فَيَقُولُ : لَبَيْكَ وَسَعْدِيَكَ ، وَالْخَيْرُ فِي يَدِيَكَ ، فَيَقُولُ : أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ ، قَالَ وَمَا بَعْثَ النَّارِ ، قَالَ مِنْ كُلِّ الْفِ ، تِسْعَمِاءَ وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ ، فَعِنْهُ يَشِيبُ الصَّفِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى التَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى ، وَلَكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ - قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ : وَأَيْنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ ؟ قَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ أَلْفًا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَرُّنَا ، فَقَالَ : أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَرُّنَا ، فَقَالَ : أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَرُّنَا ، قَالَ : مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ ثُورٍ أَبْيَضَ ، أَوْ كَشَعْرَةِ بَيْضَاءِ فِي جِلْدِ ثُورٍ أَسْوَدَ -

**৩১১** ইসহাক ইব্রাহিম নাসর (র) ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেন, মহান  
আল্লাহ (হাশরের দিন) ডাকবেন, হে আদম (আ) ! তখন তিনি জবাব দিবেন, আমি হাযির আমি সৌভাগ্যবান  
এবং সকল কল্যাণ আপনার হাতেই। তখন আল্লাহ্ বলবেন জাহান্নামী দলকে বের করে দাও। আদম (আ)  
বলবেন, জাহান্নামী দল কারা ? আল্লাহ্ বলবেন, প্রতি হায়ারে নয়শত নিরানবই জন। এ সময় (চরম ভয়ের  
কারণে) ছেটো বুড়ো হয়ে যাবে। প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে। মানুষকে দেখবে মাতাল  
সদৃশ যদিও তারা নেশগ্রস্ত নয়। বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি কঠিন (২২ঃ ২)। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ !  
(প্রতি হায়ারের মধ্যে একজন) আমাদের মধ্যে সেই একজন কে ? তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর।  
কেননা তোমাদের মধ্য থেকে একজন আর এক হায়ারের অবশিষ্ট ইয়াজুজ-মাজুজ হবে।<sup>১</sup> তারপর তিনি  
বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম। আমি আশা করি, তোমরা (যারা আমার উদ্ঘাত) সমস্ত  
জান্নাতবাসীর এক চতুর্থাংশ হবে। (আবু সাঈদ (রা) বলেন) আমরা এ সুসংবাদ শুনে) আল্লাহ্ আকবার বলে  
তাকবীর দিলাম। এরপর তিনি আবার বললেন, আমি আশা করি তোমরা সমস্ত জান্নাতীদের এক তৃতীয়াংশ  
হবে। আমরা পুনরায় আল্লাহ্ আকবার বলে তাকবীর দিলাম। তিনি আবার বললেন, আমি আশাকরি তোমরা  
সমস্ত জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। একথা শুনে আমরা আবারও আল্লাহ্ আকবার বলে তাকবীর দিলাম। তিনি  
বললেন, তোমরা তো অন্যান্য মানুষের তুলনায় এমন, যেমন সাদা শাঁড়ের দেহে কয়েকটি কাল পশম অথবা  
কালো শাঁড়ের দেহে কয়েকটি সাদা পশম।

٢٠٠٨ . بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَاتْخَذَ اللَّهُ ابْرَاهِيمَ حَلِيلًا ، وَقَوْلُهُ :  
إِنَّ ابْرَاهِيمَ كَانَ أَمَةً قَانِتَالِلَهِ وَقَوْلُهُ : إِنَّ ابْرَاهِيمَ لَأَوَّلُهُ حَلِيلٌ ، وَقَالَ  
أَبُو مَيْسَرَةَ : الرَّحِيمُ يَلْسَانُ الْخَبَشَةَ

২০০৮. পরিচ্ছেদ ৪ মহান আল্লাহর বাণী ৪ আর আল্লাহ ইব্রাহীম (আ)-কে বন্ধুরপে গ্রহণ করেছেন। (৪ : ১২৫)। মহান আল্লাহর বাণী ৫ নিচয়ই ইব্রাহীম ছিলেন এক উত্তম, আল্লাহর অনুগত (২৬ : ১২০)। মহান আল্লাহর বাণী ৬ নিচয়ই ইব্রাহীম কোমল হৃদয় ও সহনশীল (৯ : ১১৪)। আর আবু মাইসারাহ (র) বলেন, হাবশী ভাষায় ۱۰۱ شَهْرٌ أَلْرَحِيمُ অর্থে ব্যবহৃত হয়

٢١١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفِيَّانُ حَدَّثَنَا الْمُغَيْرَةُ بْنُ النُّعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَرَاهُ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

১. সমস্ত মানব জাতির মধ্যে প্রতি হায়ারে একজন হবে মুসলিম এবং জান্মাতী আর বাকী নশ'নিরান্বরই জন হবে ইয়াজেজ-মাজেসহ অমসলিম ও জাহান্মী।

عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَّةً عُرَاءً غُرَلَّثُمْ قَرَأَ :  
 كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ، وَعَدْنَا عَلَيْنَا أَنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ - وَأَوَّلُ مَنْ  
 يُكْسِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمَ ، وَإِنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِيِّ يُؤْخَذُهُمْ ذَاتَ  
 الشَّمَالِ فَاقُولُ أَصْحَابِيِّ أَصْحَابِيِّ ، فَيَقُولُ أَنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى  
 أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ، فَاقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ  
 شَهِيدًا مَادِمْتُ فِيهِمْ إِلَى قَوْلِهِ . . . . . الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ -

**৩১১২** মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র) ..... ইবন আবুস রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, নিচ্যয়ই  
 তোমাদের হাশর ময়দানে খালি পা, বিবন্দ এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। এরপর তিনি (এ  
 কথার সমর্থনে) পবিত্র কুরআনের আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন : যে ভাবে আমি প্রথমে সৃষ্টির সূচনা  
 করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। এটি আমার প্রতিশ্রূতি। এর বাস্তবায়ন আমি করবই। (২১ : ১০৮)  
 আর কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাকে কাপড় পরানো হবে তিনি হবেন ইব্রাহীম (আ)। আর (সে দিন)  
 আমার অনুসারীদের মধ্য হতে কয়েকজনকে পাকড়াও করে বাম দিকে অর্থাৎ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া  
 হবে। তখন আমি বলব, এরা তো আমার অনুসারী, এরা তো আমার অনুসারী ! এ সময় আল্লাহ্ বলবেন,  
 যখন আপনি এদের থেকে বিদায় নেন, তখন তারা পূর্ব ধর্মে ফিরে যায়। কাজেই তারা আপনার সাহাবী নয়।  
 তখন আল্লাহর নেক বান্দা (ঈসা (আ)) যেমন বলেছিলেন ; তেমন আমি বলব, হে আল্লাহ ! আমি যতদিন  
 তাদের মাঝে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের অবস্থার পর্যবেক্ষক। আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়  
 (৫ : ১১৭-১১৮)।

**৩১১৩** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَخِي عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنِ  
 ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ  
 النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ أَزْرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجْهِهِ أَزْرَ  
 قَتَرَةٌ وَغَبْرَةٌ ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ أَقْلُ لَكَ لَا تَعْصِنِي ، فَيَقُولُ أَبُوهُ  
 فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيْكَ ، فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تَخْزِنِي يَوْمَ

يُبَعْثُونَ، فَإِنْ خِرْزِيٌّ أَخْرِزِيٌّ مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : إِنِّي  
حَرَمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ، ثُمَّ يُقَالُ يَا إِبْرَاهِيمَ مَا تَحْتَ رِجْلِكَ فَيَنْظُرُ  
فَإِذَا هُوَ بِذِيْغٍ مُتَلَطِّخٍ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ -

**৩১১৩** ইসমাইল ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন ইব্রাহীম (আ) তার পিতা আয়রের দেখা পাবেন। আয়রের মৃখগুলে কালিমা এবং ধূলাবালি থাকবে। তখন ইব্রাহীম (আ) তাকে বললেন, আমি কি পৃথিবীতে আপনাকে বলিনি যে, আমার অবাধ্যতা করবেন না? তখন তাঁর পিতা বলবে, আজ আর তোমার অবাধ্যতা করব না। এরপর ইব্রাহীম (আ) (আল্লাহর কাছে) আবেদন করবেন, হে আমার রব! আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, হাশরের দিন আপনি আমাকে লঙ্ঘিত করবেন না। আমার পিতা রহমত থেকে বষ্টিত হওয়ার চাইতে অধিক অপমান আমার জন্য আর কি হতে পারে? তখন আল্লাহ বলবেন, আমি কাফিরদের জন্য জালাত হারাম করে দিষ্টেছি। পুনরায় বলা হবে, হে ইব্রাহীম! তোমার পদতলে কি? তখন তিনি নীচের দিকে তাকাবেন। হঠাৎ দেখতে পাবেন তাঁর পিতার স্থানে সর্বশরীরে রক্তমাখা একটি জানোয়ার পড়ে রয়েছে। এর চার পা বেঁধে জাহানামে ছুঁড়ে ফেলা হবে।

**৩১১৪** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيَ  
عَمَرٌ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ فَوَجَدَ فِيهِ صُورَةً إِبْرَاهِيمَ  
وَصُورَةً مَرِيمَ، فَقَالَ أَمَا لَهُمْ فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ  
صُورَةً هَذَا إِبْرَاهِيمُ مُصَوَّرٌ فَمَا لَهُ يَسْتَقْسِمُ -

**৩১১৫** ইয়াহুইয়া ইব্ন সুলায়মান (র) ..... ইব্ন আবুবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একদা কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি ইব্রাহীম (আ) ও মারইয়ামের ছবি দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, তাদের (কুরাইশদের) কি হল? অথচ তারা তো শুনতে পেয়েছে, যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকবে, সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশতাগণ প্রবেশ করেন না। এ যে ইব্রাহীমের ছবি বানানো হয়েছে, (ভাগ্য নির্ধারক জুয়ার তীর নিক্ষেপরত অবস্থায়) তিনি কেন ভাগ্য নির্ধারক তীর নিক্ষেপ করবেন!

১. ইব্রাহীম (আ)-এর আবেদনক্রমে তাঁর পিতার আকৃতি বিবর্তন ঘটিয়ে জাহানামে নিক্ষেপ করা হবে। মহান আল্লাহ এভাবে ইব্রাহীম (আ)-কে অপমান হতে বাস্তু করবেন। [www.alqurans.com](http://www.alqurans.com)

**২১১৫** حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا رَأَى الصُّورَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى أَمَرَ بِهَا فَمُحِيتَ ، وَرَأَى إِبْرَاهِيمَ وَأَسْمَعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ بِأَيْدِيهِمَا الْأَزْلَامَ فَقَالَ قَاتَلُهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَنِ اسْتَقْسِمَا بِالْأَزْلَامِ قَطُّ -

**৩১১৬** ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) ..... ইব্ন আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন কাবা ঘরে ছবিসমূহ দেখতে পেলেন, তখন যে পর্যন্ত তাঁর নির্দেশে তা মিটিয়ে ফেলা না হলো, সে পর্যন্ত তিনি তাতে অবেশ করলেন না। আর তিনি দেখতে পেলেন, ইব্রাহীম এবং ইসমাঈল (আ)-এর হাতে ভাগ্য নির্ধারণের তীর। তখন তিনি বললেন, আল্লাহু তাদের (কুরাইশদের) ওপর লানত বর্ষণ করুক। আল্লাহুর কসম, তাঁরা দুজন কখনও ভাগ্য নির্ধারক তীর নিক্ষেপ করেন নি।

**২১১৬** حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْيَدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَكْرَمَ النَّاسَ ، قَالَ أَتَقَاهُمْ ، فَقَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ ، قَالَ فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ أَبْنُ نَبِيِّ اللَّهِ أَبْنُ نَبِيِّ اللَّهِ أَبْنُ خَلِيلِ اللَّهِ ، قَالُوا : لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ ، قَالَ فَمَنْ مَعَادِنُ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَ ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا ، قَالَ أَبُو أَسَمَّةَ وَمُعْتَمِرٌ عَنْ عَبْيَدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ

**৩১১৬** আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে ? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী। তখন তারা বলল, আমরা তো আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি বললেন, তা হলে (সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি) আল্লাহুর নবী ইউসুফ, যিনি আল্লাহুর নবী (ইয়াকুব)-এর পুত্র, আল্লাহুর নবী (ইসহাক)-এর পৌত্র, এবং

আল্লাহর খলীল (ইব্রাহীম)-এর প্রপৌত্র। তারা বলল, আমরা আপনাকে এ সহক্ষেও জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি বললেন, তা হলে কি তোমরা আরবের মূল্যবান গোত্রসমূহ সংযুক্তে জিজ্ঞাসা করেছ? জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন, ইসলামেও তাঁরা সর্বোত্তম ব্যক্তি যদি তাঁরা ইসলামী জ্ঞানার্জন করেন। আবু উসামা ও মু'তামির (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত।

**৩১৭** حَدَّثَنَا مُؤْمِلٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ  
حَدَّثَنَا سَمْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَانِي الْلَّيْلَةُ أَتَيَانِ فَاتَّيَنَا عَلَى  
رَجُلٍ طَوِيلٍ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا وَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

**৩১১৭** مুআমাল ইব্ন হিশাম (র) ..... সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আজ রাতে (শপ্তে) আমার কাছে দু'জন লোক আসলেন। তারপর আমরা এক দীর্ঘদেহী লোকের কাছে আসলাম। তাঁর দেহ দীর্ঘ হওয়ার কারণে আমি তাঁর মাথা দেখতে পাচ্ছিলাম না। মূলতঃ তিনি ইব্রাহীম (আ) ছিলেন।

**৩১১৮** حَدَّثَنِي بَيَانُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عَوْنَ عنْ  
مُجَاهِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَذَكَرُوا لَهُ الدَّجَالَ  
مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ أَوْ كَفِيرٌ فَرَ -، قَالَ لَمْ أَشْمَعْهُ وَلَكِنْهُ قَالَ أَمَا  
إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَيْهِ صَاحِبِكُمْ، وَأَمَا مُوسَى فَجَعَدَ أَدَمُ عَلَى جَمْلٍ أَحْمَرَ  
بِخُطُومٍ بِخُلْبَةٍ كَانَتِيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ اনْحَدَرَ فِي الْوَادِيِّ يُكَبِّرُ -

**৩১১৮** বায়ান ইব্ন আম্র (র) ..... ইব্ন আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, লোকজন তাঁর সামনে দাঙ্গালের কথা উল্লেখ করেছেন। তার (দাঙ্গালের) দু' চোখের মাঝখানে অর্থাৎ কপালে লেখা থাকবে কাফির বা কাফ, ফা, রা। ইব্ন আকবাস (রা) বলেন, এটা নবী ﷺ -এর কাছে শুনেনি। বরং তিনি বলেছেন, যদি তোমরা ইব্রাহীম (আ)-কে দেখতে চাও তবে তোমাদের সাথীর (আম্র) দিকে তাকাও আর মূসা (আ) তিনি হলেন কুকড়ানো চুল, তামাটো রং-এর দেহ বিশিষ্ট। তিনি এমন একটি লাল উটের ওপর উপবিষ্ট, যার নাকের রশি হবে খেজুর গাছের ছালের তৈরী। আমি যেন তাকে দেখতে পাচ্ছি, তিনি আল্লাহ আকবার ধ্বনি দিতে দিতে উপত্যকায় অবতরণ করছেন।

٢١١٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْتَنَ ابْرَاهِيمَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ - تَابِعَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَتَابِعَةُ عَجْلَانُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَأْوَهُ مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرُو عَنْ أَبِي سَلْمَةَ -

৩১১৬ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নবী ইব্রাহিম (আ) সুত্রধরদের অন্তর্দ্বারা নিজের খাতনা করেছিলেন এবং তখন তার বয়স ছিল আশি বছর। আব্দুর রহমান ইব্ন ইসহাক (র) আবু যিনাদ (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় মুগীরা ইব্ন আব্দুর রহমান (র)-এর অনুসরণ করেছেন। আজলান (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনায় আরজ (র)-এর অনুসরণ করেছেন। আর মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র) আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢١٢٠ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدِ الرُّعَيْنِيُّ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُذِّبْ ابْرَاهِيمَ إِلَّا ثَلَاثًا وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا حَمَادَ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُذِّبْ ابْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ ثَنَتِينَ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلُهُ إِنِّي سَقِيمٌ وَقَوْلُهُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ، وَقَالَ بَيْهِنَا هَوَذَاتِ يَوْمٍ وَسَارَةً إِذَا أَتَى عَلَى جَبَارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَقَيْلَ لَهُ أَنَّ هَاهُنَا رَجُلٌ مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا ، قَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَ أَخْتِنَ فَأَتَى سَارَةَ فَقَالَ يَا سَارَةَ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِيُّ وَنَيْرُكِ وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ

أَخْتِي فَلَا تُكَذِّبِنِي ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَلِمَا دَخَلتُ عَلَيْهِ وَذَهَبَ يَتَنَاهُ لَهَا  
بِيَدِهِ فَأَخَذَ ، فَقَالَ أَدْعُنِ اللَّهَ لِيْ وَلَا أَضُرُّكَ ، فَدَعَتِ اللَّهَ فَأَطْلَقَ ثُمَّ  
تَنَاهُ لَهَا الْثَّانِيَةَ فَأَخَذَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدَّ ، فَقَالَ أَدْعُنِ اللَّهَ لِيْ وَلَا أَضُرُّكَ ،  
فَدَعَتِ فَأَطْلَقَ ، فَدَعَاعًا بَعْضَ حَجَبَتِهِ ، فَقَالَ أَنْكَ لَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانٍ إِنَّمَا  
أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانٍ فَأَخَدَهَا هَاجِرَ ، فَأَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ  
مَهْيَا ، قَالَتْ رَدَّ اللَّهُ كَيْدَ الْكَافِرِ أَوْ الْفَاجِرِ فِي نَحْرِهِ وَأَخْدَمَ هَاجِرَ ، قَالَ  
أَبُو هُرَيْرَةَ فَتَلَكَ أَمْكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ -

**৩১২০** সাইদ ইব্ন তালীদ রু'আইনী ও মুহাম্মদ ইব্ন মাহবুব (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে  
বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবরাহীম (আ) তিনবার ব্যতীত কখনও কথাকে ঘুরিয়ে পেচিয়ে বলেন নি। তন্মধ্যে  
দু'বার ছিল আল্লাহু প্রসঙ্গে। তার উক্তি “আমি অসুস্থ” (৩৭ : ৮৯) এবং তাঁর আবার এক উক্তি “বরং এ  
কাজ করেছে, এই তো তাদের বড়টি। (২১ : ৬৩) বর্ণনাকারী বলেন, একদা তিনি (ইব্রাহীম আ) এবং  
(তাঁর পত্নী) সারা অত্যাচারী শাসকগণের কোন এক শাসকের এলাকায় এসে পৌছলেন। (তা-ছিল মিসর)  
তখন তাকে (শাসককে) সংবাদ দেয়া হল যে, এ এলাকায় একজন লোক এসেছে। তার সাথে একজন  
সর্বাপেক্ষা সুন্দরী মহিলা রয়েছে। তখন সে (রাজা) তাঁর (ইব্রাহীম) কাছে লোক পাঠাল। সে তাঁকে  
মহিলাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, এ মহিলাটি কে? তিনি উত্তর দিলেন, মহিলাটি আমার বোন। তারপর  
তিনি সারার কাছে আসলেন এবং বললেন, হে সারা, তুমি আর আমি ছাড়া পৃথিবীর উপর আর কোন মু'মিন  
নেই। এ লোকটি আমাকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তখন আমি তাকে জানিয়েছি যে, তুমি  
আমার বোন। কাজেই তুমি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করো না। এরপর (অত্যাচারী রাজা) সারাকে আনার  
জন্য লোক পাঠালো। তিনি (সারা) যখন তার (রাজার) কাছে প্রবেশ করলেন এবং রাজা তাঁর দিকে হাত  
বাড়লো তখনই সে (আল্লাহর গ্যবে) পাকড়াও হল। তখন অত্যাচারী রাজা সারাকে বলল, আমার জন্য  
আল্লাহর নিকট দু'আ কর, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। তখন সারা আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন।  
ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয়বার তাঁকে ধরতে চাইলো। এবার সে পূর্বের ন্যায় বা তার চেয়ে  
কঠিনভাবে (আল্লাহর গ্যবে) পাকড়াও হল। এবারও সে বলল, আল্লাহর কাছে আমার জন্য দু'আ কর।  
আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। আবারও তিনি দু'আ করলেন, ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। তারপর  
রাজা তার কোন এক দারোয়ানকে ডাকল। সে তাকে বলল, তুমি তো আমার কাছে কোন মানুষ আননি।  
বরং এনেছ এক শয়তান। তারপর রাজা সারার খেদমতের জন্য হায়েরাকে দান করল। এরপর তিনি  
(সারা) তাঁর (ইব্রাহীম) কাছে আসলেন, তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। তখন তিনি (সালাত রত  
অবস্থায়) হাত দ্বারা ইশারা করে সারাকে বললেন, কি ঘটেছে? তখন সারা বললেন, আল্লাহ কাফির বা

ফাসিকের চক্রান্ত তারই বক্ষে ফিরিয়ে দিয়েছেন। (অর্থাৎ তার চক্রান্ত নস্যাত করে দিয়েছেন।) আর সে (রাজা) হায়েরাকে খেদমতের জন্য দান করেছে।<sup>১</sup> আবু হুরায়রা (রা) বলেন, “হে আকাশের পানির সন্তানগণ! এ হায়েরাই তোমাদের আদি মাতা।

**٣١٢١** حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَوْابْنُ سَلَامٍ عَنْهُ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَقَالَ كَانَ يَنْفَخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

**৩১২১** উবাইদুল্লাহ ইবন মুসা অথবা ইবন সালাম (র) ..... উমে শারীক (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ গিরগিট বা কাকলাশ মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন, ইব্রাহীম (আ) যে অগ্নিকুণ্ডে নিকিঞ্চ হয়েছিলেন তাতে এ গিরগিট ফুঁ দিয়েছিল।

**٣١٢٢** حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبْيَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَّلَتْ : الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟ قَالَ لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ بِشَرِكٍ أَوْلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لَبِنِهِ يَا بُنْيَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ -

**৩১২২** উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় : যারা ঈমান এনেছে এবং তারা তাদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কল্পিত করেনি। (৬: ৮২)। তখন আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে নিজের ওপর যুলুম করেনি? তিনি বললেন, তোমরা যা বল ব্যাপরটি তা নয়। বরং তাদের ঈমানকে ‘যুলুম’ অর্থাৎ শিরক দ্বারা

১. ইব্রাহীম (আ)-এর উক্ত তিনটি উক্তি ঘূরিয়ে পেচিয়ে বলার অর্থ এই- প্রথমটি দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানসিক অসুস্থিতা। আর বিভাগিতির উদ্দেশ্য ছিল মৃত্তি-পূজারীদেরকে বোকা সাজানো এবং ত্রীকে বোন বলে পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্য ধর্মীয় সম্পর্ক।
২. আকাশের পানির দ্বারা ইসমাইল (আ)-এর বৎশের পবিত্রতা বুঝানো হয়েছে।

কল্পিত করেনি। তোমরা কি লুকমানের কথা শুননি? তিনি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, “হে বৎস! আল্লাহর সাথে কোনরূপ শিরুক করো না। নিচয় শিরুক একটা চরম যুদ্ধম।” (৩১: ১৩)

## ٢٠٩ . بَابُ يَزْفُونَ النَّسَلَانَ فِي الْمَشِىِّ

২০০৯. পরিষেদ : يزفون অর্থ দ্রুত চলা

**٣١٢٣** حَدَّثَنَا أَشْحَقُ بْنُ ابْرَاهِيمَ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ حَيَّانَ عَنْ أَبِيهِ زُرْعَةَ عَنْ أَبِيهِ هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا بِلَحْمٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَجْمِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفِذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُوا الشَّمْسُ مِنْهُمْ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الشُّفَاعَةِ فَيَأْتُونَ ابْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنَ الْأَرْضِ، إِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ فَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى \* تَابَعَهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

**৩১২৪** ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ইবন নাসর (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ-এর সামনে কিছু গোশ্ত আনা হল। তখন তিনি বললেন, নিচয় আল্লাহ কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একই সমতল ময়দানে সমবেত করবেন। তখন আহ্বানকারী তাদের সকলকে তার আহ্বান সমভাবে শুনাতে পারবে। এবং তাদের সকলের উপর সমভাবে দর্শকের দৃষ্টি পড়বে আর সুর্য তাদের অতি নিকটবর্তী হবে। তারপর তিনি শাফায়াতের হাদীস বর্ণনা করলেন যে, সকল মানুষ ইব্রাহীম (আ)-এর নিকট আসবে এবং বলবে, পৃথিবীতে আপনি আল্লাহর নবী এবং তাঁর খলীল। অতএব আমাদের জন্য আপনি আপনার রবের নিকট সুপারিশ করুন। তখন তিনি ঘুরিয়ে পেটিয়ে বলা উক্তির কথা শুরু করে বলবেন, নাফসী! নাফসী! তোমরা মূসার কাছে যাও। অনুরূপ হাদীস আনাস (রা)-ও নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

**٣١٢٤** حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ

عَبَّاسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ أَمْ اسْمَاعِيلَ لَوْلَا أَنَّهَا عَجَلَتْ لَكَانَ زَمْزَمُ عَيْنَاهُ مَعِينًا وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَمَا كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ فَحَدَّثَنِي قَالَ إِنِّي وَعْثَمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ جُلُوسٌ ، مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ مَا هُكْذَا حَدَّثَنِي أَبْنُ عَبَّاسٍ وَلَكِنِهِ قَالَ أَقْبَلَ إِبْرَاهِيمُ بِاسْمَاعِيلَ وَأُمِّهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَهِيَ تُرْضِعُهُ مَعَهَا شَنَةً لَمْ يَرْفَعْهُ .

**৩১২৪** আহমদ ইবন সাঈদ আবু আবদুল্লাহ (র) ..... ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, ইসমাইলের মায়ের প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন। যদি তিনি তাড়াতাড়ি না করতেন, তবে যমযম একটি প্রবহমান বরণায় পরিণত হত। আনসারী (র) ইবন জুরাইজ (র) সুত্রে বলেন যে, কাসীর ইবন কাসীর বলেছেন যে আমি ও উসমান ইবন আবু সুলায়মান (র) সাঈদ ইবন জুবাইর (র)-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি বলেন, ইবন আবাস (রা) আমাকে এক্ষেপ বলেন নি বরং তিনি বলেছেন, ইবরাহীম (আ), ইসমাইল (আ) এবং তাঁর মাকে নিয়ে আসলেন। মা তখন তাঁকে দুধ পান করাতেন এবং তাঁর সাথে একটি মশ্ক ছিল। এ অংশটি মারফুরুপে বর্ণনা করেন নি।

**৩১২৫** حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ الْمُطَلِّبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةٍ يَزِيدُ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ أَوْلَ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبْلِ أَمْ اسْمَاعِيلَ اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لِتُعْفَى أَثْرَهَا عَلَى سَارَةَ ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبِإِبْنِهِ اسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوَقَ زَمْزَمَ فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ ، وَلَيْسَ بِمُكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمَرٌ ، وَسَقاءً فِيهِ مَاءٌ ، ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مِنْطَقًا ،

فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، فَقَالَتْ يَا أَبْرَاهِيمُ أَيْنَ تَذَهَّبُ وَتَتَرُكُنَا بِهَذَا  
الوَادِيِّ، الَّذِي لَيْسَ فِيهِ أَنْيُسٌ وَلَا شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارٌ، وَجَعَلَ  
لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ اللَّهُ أَمْرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ، قَالَتْ أَذْنَ لَا  
يُضَيِّعُنَا ثُمَّ رَجَعَتْ فَانْطَلَقَ أَبْرَاهِيمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ التَّنْيَةِ حَيْثُ  
لَا يَرَوْنَهُ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ، ثُمَّ دَعَا بِهُؤُلَاءِ الدُّعَوَاتِ وَرَفَعَ يَدِيهِ  
فَقَالَ : رَبِّ إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرَ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ  
الْمُحْرَمِ حَتَّى بَلَغَ يَشْكُرُونَ، وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ  
وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، حَتَّى إِذَا نَفَدَ مَا فِي السَّقَاءِ عَطَشَتْ وَعَطَشَ  
ابْنُهَا وَجَعَلَتْ تَنْتَظِرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى أَوْ قَالَ يَتَلَبَّطُ فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَّةً أَنْ  
تَنْتَظِرُ إِلَيْهِ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الْأَرْضِ يَلِيهَا، فَقَامَتْ  
عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الْوَادِيَ تَنْتَظِرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا فَهَبَطَتْ  
مِنِ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْوَادِيَ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ  
الْأَنْسَانِ الْمَجْهُودِ حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَادِيَ، ثُمَّ أَتَتِ الْمَرْوَةَ فَقَامَتْ  
عَلَيْهَا فَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبَعَ مَرَاتٍ،  
قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا  
أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا فَقَالَتْ صَهِ تُرِيدُ نَفْسَهَا ثُمَّ  
تَسْمَعَتْ، فَسَمِعَتْ أَيْضًا فَقَالَتْ قَدْ أَسْمَعْتَ أَنِّي كَانَ عِنْدَكَ غُواصٌ،  
فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ، فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ،  
حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ، فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا، وَجَعَلَتْ

تَغْرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِي سَقَائِهَا ، وَهُوَ يَقُولُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَرَحْمُ اللَّهُ أُمُّ اسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكْتُ زَمْزَمَ أَوْ قَالَ لَوْلَمْ تَغْرِفُ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا ، قَالَ فَشَرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا ، فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ لَا تَخَافِي الضَّيْعَةَ ، فَإِنَّ هَاهُنَا بَيْثَتَ اللَّهِ يَبْيَنِي هَذَا الْغُلَامُ وَآبُوهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَهْلَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الْأَرْضِ كَالرَّأْبِيَّةِ تَاتِيهِ السُّيُولُ ، فَتَاخَذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ، فَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمْ أَوْ أَهْلَبَيْتِ مِنْ جُرْهُمْ مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقِ كَدَاءَ فَنَزَلُوا فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ فَرَأَوْ طَائِرًا عَائِفًا فَقَالُوا إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ لَعَهْدُنَا بِهَذَا الْوَادِيِّ وَمَا فِيهِ مَاءٌ فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا أَوْ جَرِيئِينَ فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوْهُمْ بِالْمَاءِ فَأَقْبَلُوا ، قَالَ وَأُمُّ اسْمَاعِيلَ عِنْدَ الْمَاءِ ، فَقَالُوا أَتَأْذَنُنَا لَنَا أَنْ تَنْزِلَ عَنِّدَكَ ، فَقَالَتْ نَعَمْ : وَلَكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ ، قَالُوا نَعَمْ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ اسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُحِبُّ الْأَنْسَ فَنَزَلُوا وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيْهِمْ فَنَزَلُوا مَعْهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَا أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْهُمْ ، وَشَبَّ الْغُلَامُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ ، وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْبَبَهُمْ حِينَ شَبَّ ، فَلَمَّا ادْرَكَ زَوْجُهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ ، وَمَاتَتْ أُمُّ اسْمَاعِيلَ ، فَجَاءَ ابْرَاهِيمُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ اسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ فَلَمْ تَجِدْ اسْمَاعِيلُ فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا ، ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ ، فَقَالَتْ نَحْنُ بِشَرٍّ نَحْنُ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ ، فَشَكَّتْ

إِلَيْهِ ، قَالَ فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ أَقْرَئِنِي عَلَيْهِ السَّلَامَ ، وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرُ عَتَبَةَ  
بَابِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ اسْمَعِيلُ كَانَهُ انْسَ شَيْئًا ، فَقَالَ هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ ،  
قَالَتْ نَعَمْ جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ وَسَأَلْنِي كَيْفَ  
عَيْشُنَا ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهَدٍ وَشَدَّةٍ ، قَالَ فَهَلْ أُوْصَاكِ بِشَيْءٍ ؟  
قَالَتْ نَعَمْ ، أَمْرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلَامَ ، وَيَقُولُ غَيْرُ عَتَبَةَ بَابِكَ ،  
قَالَ : ذَاكِ أَبِي وَقَدْ أَمْرَنِي أَنْ أَفَارِقَكَ الْحَقِّي بَاهْلِكَ فَطَلَقَهَا ، وَتَزَوَّجَ  
مِنْهُمْ أُخْرَى ، فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدَ فَلَمْ يَجِدُهُ  
وَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا ، قَالَ كَيْفَ  
أَنْتُمْ ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْثَتِهِمْ ، فَقَالَتْ نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ ،  
وَأَثْنَتْ عَلَى اللَّهِ ، فَقَالَ : مَا طَعَامُكُمْ ؟ قَالَتِ الْلَّحْمُ قَالَ : فَمَا شَرَابُكُمْ ؟  
قَالَتِ الْمَاءُ ، قَالَ اللَّهُمْ بَارِكْ لَهُمْ فِي الْلَّحْمِ وَالْمَاءِ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ  
وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دُعَا لَهُمْ فِيهِ قَالَ فَهُمَا لَا  
يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكْنَةِ الْأَلْمِ يُؤْفِقَاهُ ، قَالَ فَإِذَا جَاءَ  
زَوْجُكِ فَاقْرَئِنِي عَلَيْهِ السَّلَامَ ، وَمَرِيَهِ يُثْبِتُ عَتَبَةَ بَابِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ  
اسْمَعِيلُ قَالَ هَلْ أَتَأْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ، قَالَتْ نَعَمْ أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْثَةَ  
وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَسَأَلْنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ  
أَنَّا بِخَيْرٍ ، قَالَ فَأَوْصَاكِ شَيْءٍ ، قَالَتْ نَعَمْ هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ ،  
وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ ، قَالَ ذَاكِ أَبِي وَأَنْتَ الْعَتَبَةُ أَمْرَنِي أَنْ  
أُمْسِكَ ، ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَاسْمَعِيلَ يَبْرِي

نَبَّلَ لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيبًا مِنْ زَمْزَمَ ، فَلَمَّا رَأَهُ قَامَ إِلَيْهِ فَصَنَعَ كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَالِدُ بِالْوَالِدِ ، ثُمَّ قَالَ يَا اسْمَعِيلُ أَنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي بِأَمْرِكِ قَالَ فَاصْنَعْ مَا أَمْرَكَ رَبُّكَ ، قَالَ وَتُعِينَنِي ؟ قَالَ وَأَعِينُكَ ، قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي أَنْ أَبْنِي هَاهُنَا بَيْتًا وَأَشَارَ إِلَى أَكْمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفِعَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ فَجَعَلَ اسْمَعِيلَ يَأْتِي بِالْحِجَارَةِ وَابْرَاهِيمَ يَبْنِي حَتَّى إِذَا أَرْتَفَعَ الْبَيْنَاءُ جَاءَ بِهَا الْحَجَرُ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِي وَاسْمَعِيلَ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَهُمَا يَقُولَانِ رَبُّنَا تَقْبِلُ مِنَ ائِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، قَالَ فَجَعَلَا يَبْنِيَانِ حَتَّى يَدُورَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُولَانِ رَبُّنَا تَقْبِلُ مِنَ ائِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -

**৩১২৫** আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (র) ..... সাঈদ ইবনে জুবায়ির (রা) থেকে বর্ণিত ইবনে আববাস (রা) বলেন, নারী জাতি সর্বপ্রথম কোমরবন্দ বানানো শিখেছে ইসমাইল (আ)-এর মায়ের (হায়েরা) নিকট থেকে। হায়েরা (আ) কোমরবন্দ লাগাতেন সারাহ (আ) থেকে নিজের মর্যাদা গোপন রাখার জন্য। তারপর (আল্লাহর হৃকুমে) ইব্রাহীম (আ) হায়েরা (আ) এবং তাঁর শিশু ছেলে ইসমাইল (আ)-কে সাথে নিয়ে বের হলেন, এ অবস্থায় যে, হায়েরা (আ) শিশুকে দুধ পান করাতেন। অবশেষে যেখানে কাঁবা ঘর অবস্থিত, ইব্রাহীম (আ) তাঁদের উভয়কে সেখানে নিয়ে এসে মসজিদের উচু অংশে যমযম কৃপের উপরে অবস্থিত একটি বিরাট গাছের নীচে তাদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল কোন মানুষ না ছিল কোনোরূপ পানির ব্যবস্থা। পরে তিনি তাদেরকে সেখানেই রেখে গেলেন। আর এছাড়া তিনি তাদের কাছে রেখে গেলেন একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর এবং একটি মশকে কিছু পরিমাণ পানি। এরপর ইব্রাহীম (আ) ফিরে চললেন। তখন ইসমাইল (আ)-এর মা পিছু পিছু ছুটে আসলেন এবং বলতে লাগলেন, হে ইব্রাহীম! আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন? আমাদেরকে এমন এক ময়দানে রেখে যাচ্ছেন, যেখানে না আছে কোন সাহায্যকারী আর না আছে (পানাহারের) কোন ব্যবস্থা। তিনি একথা তাকে বারবার বললেন। কিন্তু ইব্রাহীম (আ) তাঁর দিকে তাকালেন না। তখন হায়েরা (আ) তাঁকে বললেন, এ (নির্বাসনের) আদেশ কি আপনাকে আল্লাহ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ। হায়েরা (আ) বললেন, তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্রংস করবেন না। তারপর তিনি ফিরে আসলেন। আর ইব্রাহীম (আ) ও সামনে চললেন। চলতে চলতে যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে পৌছলেন, যেখানে স্ত্রী ও সন্তান তাঁকে আর দেখতে পাচ্ছেন না, তখন তিনি কাঁবা

ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি দু'হাত তুলে এ দু'আ করলেন, আর বললেন, “হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার পরিবারের কতকে আপনার সম্মানিত ঘরের নিকট এক অনুর্বর উপত্যকায় ... ... যাতে আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (১৪: ৩৭) (এ দু'আ করে ইবরাহীম (আ) চলে গেলেন) আর ইসমাইলের মা ইসমাইলকে স্থীয় স্তন্যের দুধ পান করাতেন এবং নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করতেন। অবশ্যে মশকে যা পানি ছিল তা ফুরিয়ে গেল। তিনি নিজে পিপাসিত হলেন, এবং তাঁর (বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায়) শিশু পুত্রটি পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি শিশুটির প্রতি দেখতে লাগলেন। পিপাসায় তার বুক ধড়ফড় করছে অথবা রাবী বলেন, সে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। শিশুপুত্রের এ কর্ম অবস্থার প্রতি তাকানো অসহনীয় হয়ে পড়ায় তিনি সরে গেলেন আর তাঁর অবস্থানের সংলগ্ন পর্বত ‘সাফা’ কে একমাত্র তাঁর নিকটমত পর্বত হিসাবে পেলেন। এরপর তিনি তার উপর উঠে দাঁড়ালেন আর ময়দানের দিকে তাকালেন। এদিকে সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন, কোথায়ও কাউকে দেখা যায় কিনা? কিন্তু তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন ‘সাফা’ পর্বত থেকে নেমে পড়লেন। এমন কি যখন তিনি নিচু ময়দান পর্যন্ত পৌছলেন, তখন তিনি তাঁর কামিজের এক প্রাণ্ত তুলে ধরে একজন শ্রান্ত-ক্লান্ত মানুষের ন্যায় ছুটে চললেন। অবশ্যে ময়দান অতিক্রম করে ‘মারওয়া’ পাহাড়ের নিকট এসে তার উপর উঠে দাঁড়ালেন। তারপর এদিকে সেদিকে তাকালেন, কাউকে দেখতে পান কিনা? কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না। এমনিভাবে সাতবার দৌড়ানৌড়ি করলেন। ইব্ন আববাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, এজন্যই মানুষ (হজ্জ বা উমরার সময়) এ পাহাড়বয়ের মধ্যে সারী করে থাকে। এরপর তিনি যখন মারওয়া পাহাড়ে উঠলেন, তখন একটি শব্দ শুনতে পেলেন এবং তিনি নিজেকেই নিজে বললেন, একটু অপেক্ষা কর। (মনোযোগ দিয়ে শুনি।) তিনি একাগ্রচিত্তে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি জ্ঞে তোমার শব্দ শুনিয়েছ, আর আমিও শুনেছি। যদি তোমার কাছে কোন সাহায্যকারী থাকে (তাহলে আমাকে সাহায্য কর)। হঠাৎ যেখানে যমযম কৃপ অবস্থিত সেখানে তিনি একজন ফিরিশ্তা দেখতে পেলেন। সেই ফিরিশ্তা আপন পায়ের গোড়ালি দ্বারা আঘাত করলেন অথবা তিনি বলেছেন, আপন ডানা দ্বারা আঘাত করলেন। ফলে পানি বের হতে লাগল। তখন হায়েরা (আ)-এর চারপাশে নিজ হাতে বাঁধা দিয়ে একে হাউয়ের ন্যায় করে দিলেন এবং হাতের কোষভরে তাঁর মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। তখনো পানি উপছে উঠতে থাকলো। ইব্ন আববাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, ইসমাইলের মাকে আল্লাহু রহম করুন। যদি তিনি বাঁধ না দিয়ে যমযমকে এভাবে ছেড়ে দিতেন কিংবা বলেছেন, যদি কোমে ভরে পানি মশকে জমা না করতেন, তাহলে যমযম একটি কৃপ না হয়ে একটি প্রবহমান ঝর্ণায় পরিণত হতো। রাবী বলেন, তারপর হায়েরা (আ) পানি পান করলেন, আর শিশু পুত্রকেও দুধ পান করালেন, তখন ফিরিশ্তা তাঁকে বললেন, আপনি ধৰ্মের কোন আশংকা করবেন না। কেননা এখানেই আল্লাহর ঘর রয়েছে। এ শিশুটি এবং তাঁর পিতা দু'জনে ছিলে এখানে ঘর নির্মাণ করবে এবং আল্লাহ তাঁর আপনজনকে কখনও ধৰ্ম করেন না। এই সময় আল্লাহর ঘরের স্থানটি যমীন থেকে টিলার ন্যায় উঁচু ছিল। বন্যা আসার ফলে তার ডানে বামে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। এরপর হায়েরা (আ) এভাবেই দিন যাপন করছিলেন। অবশ্যে (ইয়ামান দেশীয়) জুরহুম গোত্রের একদল লোক তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল। অথবা রাবী বলেন, জুরহুম পরিবারের কিছু লোক কাদা নামক উঁচু ভূমির পথ ধরে এদিকে আসছিল। তারা মস্কার নীচু ভূমিতে অবতরণ করল এবং তারা দেখতে পেল

একবাক পাখি চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয় এ পাখিশূলো পানির উপর উড়ছে। আমরা এ ময়দানের পথ হয়ে বহুবার অতিক্রম করেছি। কিন্তু এখানে কোন পানি ছিল না। তখন তারা একজন কি দু'জন লোক সেখানে পাঠালো। তারা সেখানে গিয়েই পানি দেখতে পেল। তারা সেখান থেকে ফিরে এসে সকলকে পানির সংবাদ দিল। সংবাদ শুনে সবাই সেদিকে অগ্রসর হল। রাবী বলেন, ইসমাইল (আ)-এর মা পানির নিকট ছিলেন। তারা তাঁকে বলল, আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই। আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিবেন কি? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। তবে, এ পানির উপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা হাঁ, বলে তাদের মত প্রকাশ করল। ইব্ন আববাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, এ ঘটনা ইসমাইলের মাকে একটি সুযোগ এনে দিল। আর তিনিও মানুষের সাহচর্য চেয়েছিলেন। এরপর তারা সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবার-পরিজনের নিকটও সংবাদ পাঠাল। তারপর তারাও এসে তাদের সাথে বসবাস করতে লাগল। পরিশেষে সেখানে তাদের কয়েকটি পরিবারের বসতি স্থাপিত হল। আর ইসমাইলও যৌবনে উপনীত হলেন এবং তাদের থেকে আরবী ভাষা শিখলেন। যৌবনে পৌছে তিনি তাদের কাছে অধিক আকর্ষণীয় ও প্রিয়পন্ন হয়ে উঠলেন। এরপর যখন তিনি পূর্ণ যৌবন লাভ করলেন, তখন তারা তাঁর সঙ্গে তাদেরই একটি মেয়েকে বিবাহ দিল। এরই মধ্যে ইসমাইলের মা হায়েরা (আ) ইত্তিকাল করেন। ইসমাইলের বিবাহের পর ইব্রাহীম (আ) তাঁর পরিত্যক্ত পরিজনের অবস্থা দেখার জন্য এখানে আসলেন। কিন্তু তিনি ইসমাইলকে পেলেন না। তিনি তাঁর স্ত্রীকে তাঁর স্থানে জিজ্ঞাসা করলেন। স্ত্রী বলল, তিনি আমাদের জীবিকার খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। এরপর তিনি পুত্রবধুকে তাদের জীবন যাত্রা এবং অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, আমরা অতি দুরাবস্থায়, অতি টানাটানি ও খুব কষ্টে আছি। সে ইব্রাহীম (আ)-এর নিকট তাদের দুর্দশার অভিযোগ করল। তিনি বললেন, তোমার দ্বারা বাড়ী আসলে, তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, সে যেন তার ঘরের দরজায় চৌকাঠ বদলিয়ে নেয়। এরপর যখন ইসমাইল বাড়ী আসলেন, তখন তিনি যেন (তাঁর পিতা ইব্রাহীম (আ)-এর আগমনের) কিছুটা আভাস পেলেন। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কাছে কেউ কি এসেছিল? স্ত্রী বলল, হাঁ। এমন এমন আকৃতির একজন বৃন্দ লোক এসেছিলেন এবং আমাকে আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি তাঁকে আপনার সংবাদ দিলাম। তিনি আমাকে আমাদের জীবন যাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তাঁকে জানালাম, আমরা খুব কষ্ট ও অভাবে আছি। ইসমাইল (আ) জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি তোমাকে কোন উপদেশ দিয়েছেন? স্ত্রী বলল, হাঁ। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আপনাকে তাঁর সালাম পৌছাই এবং তিনি আরো বলেছেন, আপনি যেন আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে ফেলেন। ইসমাইল (আ) বললেন, ইনি আমার পিতা। এ কথা দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আমি যেন তোমাকে পৃথক করে দেই। অতএব তুমি তোমার আপন জনদের কাছে চলে যাও। এ কথা বলে, ইসমাইল (আ) তাকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং ঐ লোকদের থেকে অপর একটি মেয়েকে বিবাহ করলেন। এরপর ইব্রাহীম (আ) এদের থেকে দূরে রাইলেন, আল্লাহ যতদিন চাইলেন। তারপর তিনি আবার এদের দেখতে আসলেন। কিন্তু এবারও তিনি ইসমাইল (আ)-এর দেখা পেলেন না। তিনি ছেলের বউয়ের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে ইসমাইল (আ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বললো, তিনি আমাদের খাবারের খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। ইব্রাহীম (আ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কেমন আছ?

তিনি তাদের জীবনযাপন ও অবস্থা জানতে চাইলেন। তখন সে বলল, আমরা ভাল এবং স্বচ্ছতার মধ্যেই আছি। আর সে আল্লাহর প্রশংস্য করলো। ইব্রাহীম (আ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের প্রধান খাদ্য কি? সে বলল, গোশ্ত। তিনি আবার জানতে চাইলেন, তোমাদের পানীয় কি? সে বলল, পানি। ইব্রাহীম (আ) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! তাদের গোশ্ত ও পানিতে বরকত দিন। নবী ﷺ বলেন, এই সময় তাদের সেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদন হতো না। যদি হতো তাহলে ইব্রাহীম (আ) সে বিষয়েও তাদের জন্য দু'আ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, মুক্তা ব্যতীত অন্য কোথাও কেউ শুধু গোশ্ত ও পানি দ্বারা জীবন ধারণ করতে পারেন। কেননা, শুধু গোশ্ত ও পানি জীবনযাপনের অনুকূল হতে পারে না। ইব্রাহীম (আ) বললেন, যখন তোমার স্বামী ফিরে আসবে, তখন তাঁকে আমার সালাম বলবে, আর তাঁকে আমার পক্ষ থেকে হস্তুম করবে যে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখে। এরপর ইসমাইল (আ) যখন ফিরে আসলেন, তখন তিনি বললেন, তোমাদের নিকট কেউ এসেছিলেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। একজন সুন্দর আকৃতির বৃন্দ লোক এসেছিলেন এবং সে তাঁর প্রশংসা করলো, (তারপর বললো) তিনি আমাকে আপনার সম্মক্ষে জিজ্ঞাসা করেছেন। আমি তাঁকে আপনার সংবাদ জানিয়েছি। এরপর তিনি আমার নিকট আমাদের জীবনযাপন সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। আমি তাঁকে জানিয়েছি যে, আমরা ভাল আছি। ইসমাইল (আ) বললেন, তিনি কি তোমাকে আর কোন কিছুর জন্য আদেশ করেছেন? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি আপনার প্রতি সালাম জানিয়ে আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি যেন আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখেন। ইসমাইল (আ) বললেন, ইনিই আমার পিতা। আর তুমি হলে আমার ঘরের দরজার চৌকাঠ। একথার দ্বারা তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমাকে ঝী হিসাবে বহাল রাখি। এরপর ইব্রাহীম (আ) এদের থেকে দূরে রইলেন, যদিন আল্লাহ চাইলেন। এরপর তিনি আবার আসলেন। (দেখতে পেলেন,) যমযম কৃপের নিকটস্থ একটি বিরাট বৃক্ষের নীচে বসে ইসমাইল (আ) তাঁর একটি তীর মেরামত করছেন। যখন তিনি তাঁর পিতাকে দেখতে পেলেন, তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। এরপর একজন বাগ-বেটার সঙ্গে, একজন বেটা-বাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে যেক্ষণ করে থাকে তাঁরা উভয়ে তাই করলেন। এরপর ইব্রাহীম (আ) বললেন, হে ইসমাইল। আল্লাহ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাইল (আ) বললেন, আপনার রব! আপনাকে যা আদেশ করেছেন, তা করুন। ইব্রাহীম (আ) বললেন, তুমি আমার সাহায্য করবে কি? ইসমাইল (আ) বললেন, আমি আপনার সাহায্য করব। ইব্রাহীম (আ) বললেন, আল্লাহ আমাকে এখানে একটি ঘর বানাতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই ঘরে তিনি উচু চিলাটির দিকে ইশারা করলেন যে, এর চারপাশে ঘেরাও দিয়ে, তখনি তাঁরা উভয়ে কাঁবা ঘরের দেয়াল উঠাতে লেগে গেলেন। ইসমাইল (আ) পাথর আনতেন, আর ইব্রাহীম (আ) নির্মাণ করতেন। পরিশেষে যখন দেয়াল উঠে হয়ে গেল, তখন ইসমাইল (আ) (মাকামে ইব্রাহীম নামে খ্যাত) পাথরটি আনলেন এবং ইব্রাহীম (আ) এর জন্য তা যথাস্থানে রাখলেন। ইব্রাহীম (আ) তার উপর দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ করতে লাগলেন। আর ইসমাইল (আ) তাঁকে পাথর যোগান দিতে থাকেন। তখন তাঁরা উভয়ে এ দু'আ করতে থাকলেন, হে আমাদের রব। আমাদের থেকে (একাজ) কবূল করুন। নিচয়ই আপনি সব কিছু শুনেন ও জানেন। তাঁরা উভয়ে আবার কাঁবা ঘর তৈরী করতে থাকেন। এবং কাঁবা ঘরের চার দিকে ঘুরে ঘুরে এ দু'আ করতে থাকেন। “হে আমাদের রব! আমাদের থেকে (এ শ্রমটুকু) কবূল করে নিন। নিচয়ই আপনি সব কিছু শুনেন ও জানেন।” (২: ১২৭)

٣١٢٦

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ كَثِيرٍ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَانَ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَ أَهْلِهِ مَا كَانَ خَرَجَ بِإِسْمَاعِيلَ وَأَمْرَ اسْمَاعِيلَ، وَمَعَهُمْ شَنَةٌ فِيهَا مَاءٌ فَجَعَلَتْ أُمُّ اسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَةِ، فَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيْهَا، حَتَّى قَدِمَ مَكَةَ فَوُضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةً، ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى أَهْلِهِ فَاتَّبَعَهُ أُمُّ اسْمَاعِيلَ، حَتَّى لَمَّا بَلَغُوا كَدَاءَ نَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَرَكْنَا؟ قَالَ إِلَى اللَّهِ، قَالَتْ رَضِيَتْ بِاللَّهِ، قَالَ فَرَجَعَتْ فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَةِ وَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيْهَا حَتَّى لَمَّا فَنِيَ الْمَاءُ، قَالَتْ لَوْذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ لَعَلَى أَحَدٍ، قَالَ فَذَهَبَتْ فَصَعَدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ هَلْ تُحِسِّنَ أَحَدًا، فَلَمْ تُحِسِّنَ أَحَدًا، فَلَمَّا بَلَغَتِ الْوَادِيَ سَعَتْ وَأَتَتِ الْمَرْوَةَ وَفَعَلَتْ ذَلِكَ أَشْوَاطًا، ثُمَّ قَالَتْ لَوْذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ مَا فَعَلَ تَعْنِي الصَّبِيَّ، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ كَانَهُ يَنْشَعُ لِلْمَوْتِ، فَلَمْ تُقِرِّهَا نَفْسُهَا، فَقَالَتْ لَوْذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ لَعَلَى أَحَدٍ، أَحَدًا، فَذَهَبَتْ فَصَعَدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ فَلَمْ تُحِسِّنَ أَحَدًا، حَتَّى أَتَمَّتْ سَبْعًا، ثُمَّ قَالَتْ: لَوْذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ مَا فَعَلَ فَإِذَا هِيَ بِصُوتِ، فَقَالَتْ أَغِثْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ، فَإِذَا جِبْرِيلُ قَالَ فَقَالَ بِعَقِبِهِ هَكَذَا، وَغَمْزَ بِعَقِبِهِ عَلَى الْأَرْضِ، قَالَ فَأَنْبَثَقَ الْمَاءُ، فَذَهَشتْ أُمُّ اسْمَاعِيلَ فَجَعَلَتْ تَحْفِرُ، قَالَ فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْهِ لَوْ تَرَكْتَهُ

كَانَ الْمَاءُ ظَاهِرًا قَالَ فَجَعَلَتْ تَشَرَّبُ مِنَ الْمَاءِ وَيَدِهِ لَبَنُهَا عَلَى  
صَبِيبِهَا ، قَالَ فَمَرَّ نَاسٌ مِنْ جُرْهُمْ بِبَطْنِ الْوَادِيِّ ، فَإِذَا هُمْ بِطَيْرٍ كَائِنُهُمْ  
أَنْكَرُوا ذَلِكَ ، وَقَالُوا مَا يَكُونُ الطَّيْرُ إِلَّا عَلَى مَاءٍ ، فَبَعَثُوا رَسُولَهُمْ  
فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ بِالْمَاءِ ، فَأَتَاهَا هُمْ فَأَخْبَرُهُمْ فَأَتَوْا إِلَيْهَا فَقَالُوا يَا أَمَّ  
أَسْمَعِيلَ أَتَأَذَنُنَّ لَنَا نَكُونُ مَعَكِ أَوْ نَسْكُنْ مَعَكِ فَبَلَغَ ابْنُهَا فَنَكَحَ فِيهِمْ  
أُمْرَأً ، قَالَ ثُمَّ أَتَهُ بَدَا لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ إِنِّي مُطْلَعٌ تَرِكَتِيْ قَالَ  
فَجَاءَ فَسَلَمَ فَقَالَ أَيْنَ أَسْمَعِيلُ ؟ فَقَالَتْ امْرَاتُهُ ذَهَبَ يَصِيدُ ، قَالَ  
قُولِيْ لَهُ إِذَا جَاءَ غَيْرَ عَتَبَةِ بَيْتِكَ ، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتُهُ فَقَالَ أَنْتَ ذَاكَ  
فَازْهَبِيْ إِلَى أَهْلِكَ ، قَالَ ثُمَّ أَتَهُ بَدَا لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لِأَهْلِهِ إِنِّي مُطْلَعٌ  
تَرِكَتِيْ ، فَجَاءَ فَقَالَ أَيْنَ أَسْمَعِيلُ ؟ فَقَالَتْ امْرَاتُهُ ذَهَبَ يَصِيدُ ،  
فَقَالَتْ أَلَا تَنْزِلُ فَتَطَعِمَ وَتَشَرَّبَ ، فَقَالَ وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابُكُمْ ؟  
قَالَتْ طَعَامُنَا اللَّحْمُ وَشَرَابُنَا الْمَاءُ ، قَالَ : أَللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي  
طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ ، قَالَ فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْهِ بَرَكَةٌ بِدَعْوَةِ إِبْرَاهِيمَ ،  
قَالَ ثُمَّ أَتَهُ بَدَا لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لِأَهْلِهِ إِنِّي مُطْلَعٌ تَرِكَتِيْ فَجَاءَ فَوَافَقَ  
أَسْمَعِيلَ مِنْ وَرَاءِ زَمْزَمَ يُصْلِحُ نَبَالَلَهُ ، فَقَالَ يَا أَسْمَعِيلَ إِنَّ رَبَّكَ  
أَمْرَنِيْ أَنْ ابْنِيْ لَهُ بَيْتًا ، قَالَ أَطِعُّ رَبَّكَ قَالَ أَتَهُ قَدْ أَمْرَنِيْ أَنْ تُعِينَنِي  
عَلَيْهِ ؟ قَالَ أَذِنْ أَفْعَلُ ، أَوْكَمَا قَالَ ، قَالَ : فَقَامَا فَجَعَلَ إِبْرَاهِيمَ يَبْنِي  
وَأَسْمَعِيلَ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَيُقُولُانِ : رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ  
الْعَلِيِّمُ ، قَالَ حَتَّى ارْتَفَعَ الْبَنَاءُ وَضَعُفَ الشَّيْخُ عَلَى نَقْلِ الْحِجَارَةِ

فَقَامَ عَلَىٰ حَجَرِ الْمَقَامِ فَجَعَلَ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَيَقُولُ أَنِّي رَبُّنَا تَقَبَّلْ مِنِّي أَنْتَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -

**৩১২৬** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর স্ত্রী (সারার) মাঝে যা হওয়ার হয়ে গেল, তখন ইব্রাহীম (আ) (শিশপুত্র) ইসমাইল এবং তাঁর মাকে নিয়ে বের হলেন। তাদের সাথে একটি থলে ছিল, যাতে পানি ছিল। ইসমাইল (আ)-এর মা মশক থেকে পানি পান করতেন। ফলে শিশুর জন্য তাঁর স্তনে দুধ বাড়তে থাকে। অবশ্যেই ইব্রাহীম (আ) মুকায় পৌছে হায়েরাকে (শিশপুত্র ইসমাইলসহ) একটি বিরাট বৃক্ষের নীচে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। এরপর ইব্রাহীম (আ) আপন পরিবার (সারার) নিকট ফিরে চললেন। তখন ইসমাইল (আ)-এর মা কিছু দূর পর্যন্ত তাঁর অনুসরণ করলেন। অবশ্যেই যখন কাদা নামক স্থানে পৌছলেন, তখন তিনি পিছন থেকে ডেকে বললেন, হে ইব্রাহীম! আপনি আমাদেরকে কার কাছে রেখে যাচ্ছেন? ইব্রাহীম (আ) বললেন, আল্লাহর কাছে। হায়েরা (আ) বললেন, আমি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। রাবী (ইবন আব্বাস (রা)) বলেন, এরপর হায়েরা (আ) ফিরে আসলেন, তিনি মশক থেকে পানি পান করতেন আর শিশুর জন্য (তাঁর স্তনের) দুধ বাড়ত। অবশ্যেই যখন পানি শেষ হয়ে গেল। তখন ইসমাইল (আ)-এর মা বললেন, আমি যদি গিয়ে এদিকে সেদিকে তাকাতাম! তাহলে হয়ত কোন মানুষ দেখতে পেতাম। রাবী (ইবন আব্বাস (রা)) বলেন, এরপর ইসমাইল (আ)-এর মা গেলেন এবং সাফা পাহাড়ে উঠলেন আর এদিকে ওদিকে তাকালেন এবং কাউকে দেখেন কিনা এজন্য বিশেষভাবে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু কাউকেও দেখতে পেলেন না। (এরপর যখন নীচু ভূমিতে পৌছলেন) তখন দ্রুত বেগে মারওয়া পাহাড়ে এসে গেলেন। এবং এভাবে তিনি কয়েক চক্র দিলেন। পুনরায় তিনি (মনে মনে) বললেন, যদি গিয়ে দেখতাম যে শিশুটি কি করছে। এরপর তিনি গেলেন এবং দেখতে পেলেন যে সে তার অবস্থায়ই আছে। সে যেন মরণাপন্ন হয়ে গেছে। এতে তাঁর মন স্বত্ত্ব পাচ্ছিল না। তখন তিনি বললেন, যদি সেখানে (আবার) যেতাম এবং এদিকে সেদিকে তাকিয়ে দেখতাম। সম্ভবতঃ কাউকে দেখতে পেতাম। এরপর তিনি গেলেন, সাফা পাহাড়ের উপর উঠলেন এবং এদিক সেদিক দেখলেন এবং গভীরভাবে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। এমনকি তিনি সাতটি চক্র পূর্ণ করলেন। এরপর তিনি মনে মনে বললেন, যদি যেতাম তখন দেখতাম যে সে কি করছে। হঠাৎ তিনি একটি শব্দ শুনতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, যদি আপনার কোন সাহায্য করার থাকে তবে আমাকে সাহায্য করুন। হঠাৎ তিনি জিবরাইল (আ)-কে দেখতে পেলেন। রাবী (ইবন আব্বাস (রা)) বলেন, তখন তিনি (জিবরাইল) তাঁর পায়ের গোড়ালি দ্বারা একপ করলেন অর্ধাং গোড়ালি দ্বারা যমীনের উপর আঘাত করলেন। রাবী (ইবন আব্বাস (রা)) বলেন, তখনই পানি বেরিয়ে আসল। এ দেখে ইসমাইল (আ)-এর মা অস্তির হয়ে গেলেন এবং গর্ত খনন করতে শাগলেন। রাবী (ইবন আব্বাস (রা)) বলেন, এ প্রসঙ্গে আবুল কাসিম (রাসুলুল্লাহ ﷺ) বলেছেন, হায়েরা (আ) যদি একে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দিতেন তাহলে পানি বিস্তৃত হয়ে যেত। রাবী (ইবন আব্বাস (রা)) বলেন, তখন হায়েরা (আ) পানি পান করতে শাগলেন এবং তাঁর সন্তানের জন্য তাঁর দুধ বাড়তে থাকে। রাবী (ইবন আব্বাস (রা)) বলেন, এরপর জুরহুম গোত্রের (ইয়ামন দেশীয়) একদল লোক উপত্যকার নীচু ভূমি দিয়ে

অতিক্রম করছিল। হঠাৎ তারা দেখল কিছু পাখি উড়ছে। তারা যেন তা বিশ্বাসই করতে পারছিল না আর তারা বলতে লাগল এসব পাখি তো পানি ছাড়া কোথাও থাকতে পারে না। তখন তারা সেখানে তাদের একজন দৃত পাঠাল। সে সেখানে গিয়ে দেখল, সেখানে পানি মাওজুদ আছে। তখন সে তার দলের লোকদের কাছে ফিরে আসল এবং তাদেরকে সংবাদ দিল। এরপর তারা হায়েরা (আ)-এর কাছে এসে বলল, হে ইসমাইলের মা। আপনি কি আমাদেরকে আপনার কাছে থাকা অথবা (রাবী বলেছেন), আপনার কাছে বসবাস করার অনুমতি দিবেন? (হায়েরা (আ) তাদেরকে বসবাসের অনুমতি দিলেন এবং এভাবে অনেক দিন কেটে গেল)। এরপর তাঁর ছেলে বয়ঃপ্রাপ্ত হল। তখন তিনি (ইসমাইল) জুরহুম গোত্রেরই একটি মেয়ে বিয়ে করলেন। রাবী (ইব্ন আব্বাস (রা)) বলেন, পুনরায় ইব্রাহীম (আ)-এর মনে জাগল (ইসমাইল এবং তাঁর মা হায়েরার কথা) তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে (সারা) বললেন, আমি আমার পরিত্যক্ত পরিজনের অবস্থা সম্পর্কে খবর নিতে চাই। রাবী (ইব্ন আব্বাস (রা)) বলেন, এরপর তিনি (তাদের কাছে) আসলেন এবং সালাম দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইসমাইল কোথায়? ইসমাইল (আ)-এর স্ত্রী বলল, তিনি শিকারে গিয়েছেন। ইব্রাহীম (আ) বললেন, সে যখন আসবে তখন তুমি তাকে আমার এ নির্দেশের কথা বলবে, “তুমি তোমার ঘরের চৌকাঠখানা বদলিয়ে ফেলবে।” ইসমাইল (আ) যখন আসলেন, তখন স্ত্রী তাঁকে খবরটি জানালেন, তখন তিনি স্ত্রীকে বললেন, তুমি সেই চৌকাঠ। অতএব তুমি তোমার পিতামাতার কাছে চলে যাও। রাবী (ইব্ন আব্বাস (রা)) বলেন, অতঃপর (তাদের কথা) ইব্রাহীম (আ)-এর আবার মনে পড়ল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রী (সারা) কে বললেন, আমি আমার নির্বাসিত পরিবারের খবর নিতে চাই। এরপর তিনি সেখানে আসলেন, এবং (পুত্রবধুকে) জিজ্ঞাসা করলেন, ইসমাইল কোথায়? ইসমাইল (আ)-এর স্ত্রী বলল, তিনি শিকারে গিয়েছেন। পুত্রবধু তাঁকে বললেন, আপনি কি আমাদের এখানে অবস্থান করবেন না? কিছু পানাহার করবেন না? তখন ইব্রাহীম (আ) বললেন, তোমাদের খাদ্য এবং পানীয় কি? স্ত্রী বলল, আমাদের খাদ্য হল গোশ্ত আর পানীয় হল পানি। তখন ইব্রাহীম (আ) দু'আ করলেন, “হে আল্লাহ! তাদের খাদ্য এবং পানীয় দ্রব্যের মধ্যে বরকত দিন।” রাবী (ইব্ন আব্বাস (রা)) বলেন, আবুল কাসিম ~~কামাল~~ বলেছেন, ইব্রাহীম (আ)-এর দু'আর কারণেই (মকার খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের মধ্যে) বরকত রয়েছে। রাবী (ইব্ন আব্বাস (রা)) বলেন, আবার কিছুদিন পর ইব্রাহীম (আ)-এর মনে তাঁর নির্বাসিত পরিজনের কথা জাগল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রী (সারা)-কে বললেন, আমি আমার পরিত্যক্ত পরিজনের খবর নিতে চাই। এরপর তিনি এলেন এবং ইসমাইলের দেখা পেলেন, তিনি যমযম কৃপের পিছনে বসে তাঁর একটি তীর মেরামত করছেন। তখন ইব্রাহীম (আ) ডেকে বললেন, হে ইসমাইল! তোমার রব তাঁর জন্য একখানা ঘর নির্মাণ করতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাইল (আ) বললেন, আপনার রবের নির্দেশ পালন করুন। ইব্রাহীম (আ) বললেন, তিনি আমাকে এও নির্দেশ দিয়েছেন যে, তুম যেন আমাকে এ বিষয়ে সহায়তা কর। ইসমাইল (আ) বললেন, তাহলে আমি তা করব অথবা তিনি অনুরূপ কিছু বলেছিলেন। এরপর উভয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ইব্রাহীম (আ) ইমারত বানাতে লাগলেন আর ইসমাইল (আ) তাঁকে পাথর এনে দিতে লাগলেন আর তাঁরা উভয়ে এ দু'আ করছিলেন, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের এ কাজ কবুল করুন। আপনি তো সব কিছু শুনেন এবং জানেন। রাবী বলেন, এরি মধ্যে প্রাচীর উচু হয়ে গেল আর বৃক্ষ ইব্রাহীম (আ) এতটা উঠতে দুর্বল হয়ে পড়লেন। তখন তিনি (মাকামে

ইব্রাহীমের) পাথরের ওপর দাঁড়ালেন। ইসমাইল তাকে পাথর এগিয়ে দিতে লাগলেন আর উভয়ে এ দু'আ পড়তে লাগলেন, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের এ কাজটুকু কবূল করুন। নিঃসন্দেহে আপনি সবকিছু শুনেন ও জানেন। (২: ১২৭)

**٣١٢٧** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوْلَ؟ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ، قَلْتُ : ثُمَّ أَيْ؟ قَالَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى، قَلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ بَعْدُ فَصَلَّهُ فَإِنَّ الْفُضْلَ فِيهِ -

**٣١٢٧** مুসা ইব্ন ইসমাইল (র) ..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন মসজিদ তৈরী করা হয়েছে? তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদে আক্সা। আমি বললাম, উভয় মসজিদের (তৈরীর) মাঝে কত ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। (তিনি আরো বললেন) এরপর তোমার যেখানেই সালাতের সময় হবে, সেখানেই সালাত আদায় করে নিবে। কেননা এর মধ্যে ফয়লত নিহিত রয়েছে।

**٣١٢٨** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمَرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَلَّبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ أَحَدٌ، فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَمَ مَكَةَ وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابْتِيَهَا وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

**٣١٢৮** আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) ..... আনাস ইব্নে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত ওহোদ পাহাড় রাসূলুল্লাহ সংবরণ করুন -এর দৃষ্টিশোচর হলো। তিনি বললেন, এ পাহাড় আমাদের ভালবাসে আর আমরাও তাকে ভালবাসি। হে আল্লাহ! ইব্রাহীম (আ) মুক্তাকে হরম ঘোষণা করছে আর আমি হরম ঘোষণা করছি এ পাহাড়ের উভয় পার্শ্বের মধ্যবর্তী স্থানকে (মদীনাকে)। এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা)-ও নবী সংবরণ করুন থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣١٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ شَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَنْهُمْ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَمْ تَرَى أَنَّ قَوْمَكَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ : لَوْلَا حِدَّثَنَ قَوْمِكَ بِالْكُفَّرِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِئَنِّي كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ (ص) الَّذِيْنِ يَلِيَّانِ الْحِجَرَ ، إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ، وَقَالَ اسْمَاعِيلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي بَكْرٍ -

৩১২৯ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) ..... নবী ﷺ-এর সহধর্মী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (আয়েশা (রা))-কে বলেছেন, তুমি কি জান ? তোমার কাউম যখন কাঁবা ঘর নির্মাণ করেছে, তখন তারা ইব্রাহীম (আ)-এর ভিত্তি থেকে তা ছেট করেছে। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি তা ইব্রাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর পুনর্নির্মাণ করবেন না ? তিনি বললেন, যদি তোমার কাউম কৃফরী থেকে সদ্য আগত না হতো, (তাহলে আমি তা করে দিতাম !) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বললেন, যদি আয়েশা (রা) এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনে থাকেন, তবে আমি মনে করি রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতীমে কাঁবার সংলগ্ন দুটি কোণকে চুমু দেওয়া একমাত্র এ কারণে পরিহার করেছেন যে, কাঁবা ঘর ইব্রাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর পুরাপুরি নির্মাণ করা হয় নি। রাবী ইসমাইল (র) বলেন, ইবন আবু বকর হলেন আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবু বকর (রা)।

٣١٣٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبْنِ عَمْرِو بْنِ حَزِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمَ الْزُّرْقَىِ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّيُ عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُولُوا :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى أَلِّا بِرَاهِيمَ  
وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى أَلِّا بِرَاهِيمَ  
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ -

**৩১৩০** আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) ..... আবু হুমাইদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত, সাহাবাগণ আরয় করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ﷺ আমরা কিভাবে আপনার উপর দর্শন পাঠ করব? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এভাবে পড়বে, হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর, তাঁর স্ত্রীগণের উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমত নাযিল করুন, যেরূপ আপনি রহমত নাযিল করেছেন ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের উপর। আর আপনি মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর, তাঁর স্ত্রীগণের উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর এমনভাবে বরকত নাযিল করুন যেমনি আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের উপর। নিচয় আপনি অতি প্রশংসিত এবং অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী।

**৩১৩১** حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَحَدَّثَنَا عَبْدُ  
الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِينِي كَعْبُ بْنُ عَجْرَةَ ،  
حَدَّثَنَا زِيَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ مُسْلِمُ بْنُ سَالِمٍ الْهَمَدَانِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ  
بْنُ عِيسَى أَنَّهُ سَمِعَ فَقَالَ أَلَا أَهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنْ النَّبِيِّ ﷺ  
فَقُلْتُ بَلَى فَأَهْدِهَا لَيْ . فَقَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ  
اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ  
عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا : أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ  
عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَى أَلِّا بِرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، أَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى أَلِّا بِرَاهِيمَ  
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ -

**৩১৩২** কায়স ইবন হাফস ও মুসা ইবন ইসমাইল (র) ..... আবদুর রাহমান ইবন আবু লায়লা (র)  
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কাঁআব ইবন উজরা (রা) আমার সাথে দেখা করে বললেন, আমি কি আপনাকে  
[www.alqurans.com](http://www.alqurans.com)

এমন একটি হাদীয়া দেব না যা আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি ? আমি বললাম হাঁ, আপনি আমাকে সে হাদীয়াটি দিন। তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনাদের উপর অর্থাৎ আহলে বায়তের উপর কিভাবে দরদ পাঠ করতে হবে ? কেননা, আল্লাহ তো (কেবল) আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা কিভাবে আপনার ওপর সালাম করব। তিনি বললেন, তোমরা এভাবে বল, “হে আল্লাহ ! আপনি মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর এবং মুহাম্মদ ﷺ -এর বংশধরদের উপর রহমত বর্ণ করুন, যেরূপ আপনি ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমত বর্ণ করেছেন। নিচ্যই আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। হে আল্লাহ ! মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদ ﷺ -এর বংশধরদের উপর তেমনি বরকত দান করুন যেমনি আপনি বরকত দান করেছেন ইবরাহীম (আ) এবং ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের উপর। নিচ্যই আপনি অতি প্রশংসিত, অতি মর্যাদার অধিকারী।

٢١٣٢

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمُنْهَاجِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ عَنْ أَبِنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعُوذُ بِالْحَسَنِ وَالْحُسْنَىٰ ، وَيَقُولُ إِنَّ أَبَا كُمَّا كَانَ يُعُوذُ بِهَا اسْمَعِيلَ وَأَشْحَقَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ ۔

৩১৩২ উসমান ইবন আবু শায়বা (র) ..... ইবনে আবুবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হাসান এবং হসাইন (রা)-এর জন্য নিম্নোক্ত দু'আ পড়ে পানাহ চাইতেন আর বলতেন, তোমাদের পিতা (ইবরাহীম (আ)) ইসমাইল ও ইসহাক (আ)-এর জন্য এ দু'আ পড়ে পানাহ চাইতেন। (দু'আটি হলো,) আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাত দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিশাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি।

২০১. بَابُ قَوْلِهِ عَزُّ وَجَلُّ : وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ الْأَيْةَ لَا تَوْجَلَ لَا تَخْفَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيْ أَرِنِّي كَيْفَ تُحِينِي الْمَوْتَى الْأَيْةَ

২০১০. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : (হে মুহাম্মদ) আপনি তাদেরকে ইবরাহীম (আ)-এর মেহমানগণের ঘটনা জানিয়ে দিন। যখন তারা তাঁর নিকট এসেছিলেন(১৫ : ৫১-৫২) তাঁর ভয় পাবেন না। (মহান আল্লাহর বাণী) : স্বরূপ করুন যখন ইবরাহীম (আ) বললেন, হে আমার রব ! আমাকে দেখিয়ে দিন, আপনি কিভাবে যুতকে জীবন দান করেন। (২ : ২৬০)

٢١٣٣

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ  
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيهِ سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ الْمُسَيْبِ عَنْ  
أَبِيهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَحْنُ أَحَقُّ  
بِالشَّكِّ مِنْ أَبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ : رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحِلِّ الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوْلَامْ  
تُؤْمِنُ قَالَ بَلِّي وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ، وَيَرْحَمَ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي  
إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ، وَلَوْلَبِثْتُ فِي السِّجْنِ ، طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ  
لَاجْبَتُ الدَّاعِيَ -

**৩১৩৩** আহমদ ইব্ন সালিহ (রা) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, (ইব্রাহীম আ) তাঁর চিত্ত প্রশাস্তির জন্য মৃতকে কিভাবে জীবিত করা হবে, এ সম্পর্কে আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলেন, একে যদি “শক” বলে অভিহিত করা হয় তবে একে “শক” এর ব্যাপারে আমরা ইব্রাহীম (আ) চাইতে অধিক উপযোগী। যখন ইব্রাহীম (আ) বলেছিলেন, হে আমার রব! আমাকে দেখিয়ে দিন, আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন। আল্লাহ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর নাঃ? তিনি বললেন, হাঁ, (অবশ্যই) বিশ্বাস করি। তা সত্ত্বেও (এ জিজ্ঞাসা এজন্য যে) যাতে আমার চিত্ত প্রশাস্তি লাভ করে। (২ : ২৬০) এরপর (নবী ﷺ লুত (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে বললেন।) আল্লাহ লুত (আ)-এর প্রতি রহম করুন। তিনি (আল্লাহস্তুদৈন প্রচারের সহায়তার জন্য) একটি সুদৃঢ় খুটির (দলের) আশ্রয় চেয়েছিলেন আর আমি যদি কারাগারে এত দীর্ঘ সময় থাকতাম যত দীর্ঘ সময় ইউসুফ (আ) কারাগারে ছিলেন তবে (বাদশাহের পক্ষ থেকে) তার ডাকে সাড়া দিতাম।<sup>১</sup>

## ২০১। بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِشْعِيلَ إِنْهَ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ

২০১। পরিচ্ছেদ ৪ মহান আল্লাহর বাণী ৪ এবং স্মরণ করুন এই কিভাবে (কুরআনে) ইসমাইলের কথা, নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন ওয়াদ্দা পালনে সত্যনিষ্ঠ (১৯ : ৫৪)

১. ইউসুফ (আ) সুদীর্ঘ সাত বছর পর্যন্ত কয়েদখানায় বন্দী থাকার পর বাদশাহ যখন মুক্তির হস্তক্ষেপ দিলেন, তখন সাথে সাথে তিনি তা কবূল করলেন না। বরং বললেন, আমার প্রতি আরোপিত কলশ ও অপরাধের তদন্ত করা হোক। এর মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত আমি কয়েদখানা ত্যাগ করব না। এখানে তাঁর দৃঢ় মনোবল ও অসীম দৈর্ঘ্যের প্রশংসন করা হয়েছে। আর লুত (আ)-এর সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করা হয়েছে।

٣١٣٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عَبْدِهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَفْرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتَضَبَّلُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِرْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَأْمِيَا أَرْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ قَالَ : فَامْسِكْ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونُ ؟ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَرْمِي وَأَنَا مَعَهُمْ فَقَالَ إِرْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلُّكُمْ -

৩১৩৪ **কুতায়া ইব্ন সাউদ** (র) ..... সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ (ইয়ামানের) আসলাম গোত্রের একদল লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তারা তীরন্দাজীর প্রতিযোগিতা করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে বনী ইসমাইল! তোমরা তীরন্দাজী করে যাও। কেননা তোমাদের পূর্বপুরুষ (ইসমাইল) (আ) তীরন্দাজ ছিলেন। সুতরাং তোমরা তীরন্দাজী করে যাও আর আমি অমুক গোত্রের লোকদের সাথে আছি। রাবী বলেন, (এ কথা শনে) তাদের এক পক্ষ হাত চালনা থেকে বিরত হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের কি হল, তোমরা যে তীরন্দাজী করছ না? তখন তারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কিভাবে তীর ছুঁড়তে পারি, অথচ আপনি তো তাদের সাথে রয়েছেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা তীর ছুঁড়তে থাক, আমি তোমাদের স্বার সাথেই আছি।

২০. ১২. بَابُ قِصَّةِ اسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২০১২. পরিচ্ছেদ ৪: নবী ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (আ)-এর ঘটনা। এ সম্পর্কে ইব্ন উমর ও আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন

২০. ১৩. بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنْ كُنْتُمْ شَهِداً إِذْ حَضَرَ بَعْقَوبَ الْمَوْتِ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ الْأَيَّةِ

২০১৩. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : যখন ইয়াকুব (আ)-এর মৃত্যুকাল এসে হায়ির হয়েছিল, তোমরা কি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলে ? যখন তিনি তাঁর সন্তানদের জিজ্ঞাসা করছিলেন (২ : ১৩৩)

٣١٣٥

حَدَّثَنَا إِشْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ  
سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ  
قَيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَنْ أَكْرَمَ النَّاسَ ؟ قَالَ أَكْرَمَهُمْ أَتَقَاهُمْ ، قَالُوا  
يَا نَبِيَّ اللَّهِ : لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَأَكْرَمَ النَّاسَ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ  
ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنَ خَلِيلِ اللَّهِ ، قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ ، قَالَ أَفَعُنَّ  
مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي ؟ قَالُوا نَعَمْ ، قَالَ فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ  
خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا -

৩১৩৫ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, লোকদের মধ্যে অধিক সশ্রান্তি ব্যক্তি কে ? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহ ভীকু, সে সবচেয়ে অধিক সশ্রান্তি । সাহাবা কিরাম বললেন, ইয়া নবীয়াল্লাহ ! আমরা আপনাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিনি । তিনি বললেন, তা হলে সবচেয়ে সশ্রান্তি ব্যক্তি হলেন, আল্লাহর নবী ইউসুফ ইব্ন আল্লাহর নবী (ইয়াকুব) ইব্ন আল্লাহর নবী (ইসহাক) ইব্ন আল্লাহর খালীল ইব্রাহীম (আ) । তাঁরা বললেন, আমরা এ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করিনি । তিনি বললেন, তবে কি তোমরা আমাকে আরবদের উচ্চ বৎশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ ? তারা বলল, হাঁ । তখন নবী ﷺ বললেন, জাহেলিয়াতের যুগে তোমাদের মধ্যে যারা সর্বেত্তম ব্যক্তি ছিলেন ইসলাম গ্রহণের পরও তারাই সর্বেত্তম ব্যক্তি, যদি তাঁরা ইসলামী জ্ঞান অর্জন করে থাকেন ।

٢٠١٤ . بَابُ وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاجِشَةَ ..... فَسَاءَ  
مَطْرُ الْمُنْذَرِينَ

২০১৪. পরিচ্ছেদ : (মহান আল্লাহর বাণী : স্বরণ করুন, সুতের কথা), যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের বলেছিলেন; তোমরা কি অশ্লীল কাজে শিখ থাকবে ? ..... এই সতর্কত লোকদের উপর বর্ষিত বৃষ্টি কর্তৃত নিকৃষ্ট ছিল (২৭ : ৫৪-৫৮)

**٣١٣٦** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ لِلْوَطِ إِنْ كَانَ لِيَأْوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ -

**৩১৩৬** আবুল ইয়ামান (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ সুত (আ)-কে ক্ষমা করুন। তিনি একটি সুদৃঢ় খুটির আশ্রয় চেয়েছিলেন।

**٢٠١٥**. بَابُ قَوْلِهِ : فَلَمَّا جَاءَ أَلَّا لُوطٌ نَّاسُ الْمُرْسَلُونَ ، قَالَ أَنْكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ أَنْكَرُهُمْ وَنَكَرُهُمْ وَاسْتَنْكَرُهُمْ وَاحِدٌ يُهْرَعُونَ يُسْرِعُونَ ، دَأْبِرَ أَخِرَ صَيْحَةً هَلْكَةً لِلْمُتَوَسِّمِينَ لِلنَّاظِرِينَ لِبِسَبِيلٍ لِبِطْرِيقٍ بِرْكُنِيهِ بِمَنْ مَعَهُ تَرَكْنُوا تَمِيلُوا لَأَنَّهُمْ قُوَّةٌ

২০১৫. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর তা'আলার বাণী : এরপর যখন আল্লাহর ফিরিশতাগণ সুত পরিবারের নিকট আসলেন, তখন তিনি বললেন, তোমরা তো অপরিচিত লোক। (১৫ : ৬১-৬২) দাবির অর্থ দ্রুত চলল একই অর্থে ব্যবহৃত অন্করুণ - ন্করুম - এস্টন্করুম অর্থ শেষ অর্থে অন্করুণ - ন্করুম - এস্টন্করুম অর্থ প্রত্যক্ষকারীদের জন্য অর্থ খৎস অর্থ চিহ্ন অর্থ সংগীদেরসহ কেননা, তাঁরাই তার শক্তি। অর্থ সংগীদের অর্থ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল

**٣١٣٧** حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ فَهَلْ مِنْ مُذَكَّرٍ -

**৩১৩৭** মাহমুদ (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (দাল সহ) পড়েছেন।

٢٠١٦ . بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَالَّتِي ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَقَوْلِهِ : كَذَبَ أَصْحَابُ الْحِجَرِ الْمُرْسَلِينَ الْحِجَرُ مَوْضِعُ ثَمُودَ وَأَمَا حَرَثُ حِجَرٍ حَرَامٌ ، وَكُلُّ مَمْنُوعٍ فَهُوَ حِجَرٌ وَمِنْهُ حِجَرٌ مَحْجُورٌ وَالْحِجَرُ كُلُّ بَنَاءٍ تَبَيَّنَهُ ، وَمَا حَرَثَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ حِجَرٌ ، وَمِنْهُ سُمِّيَ حَطِيمُ الْبَيْتِ حِجَرًا كَانَهُ مُشْتَقٌ مِنْ مَحْطُومٍ ، مِثْلُ قَتِيلٍ مِنْ مَقْتُولٍ وَيُقَالُ لِلْأَنْفُسِ مِنَ الْغَيْلِ حِجَرٌ وَيُقَالُ لِلْعَقْلِ حِجَرٌ وَحِجَى ، وَأَمَا حِجَرُ الْيَمَامَةِ فَهُوَ الْمَنْزُلُ .

২০১৬. পরিচ্ছেদ : আশ্লাহ তা'আলার বাণী : আর সামুদ জাতির প্রতি তাদেরই ভাই সালিহকে  
 (আমি নবী করে পাঠিয়েছিলাম।) (১১ : ৬১) আশ্লাহ আরো বলেন, হিজরবাসীরা রাসূলগণের  
 প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। (১৫ : ৮০) **الْحِجَرُ** সামুদ সম্প্রদায়ের বসবাসের স্থান। **حَرَثٌ**  
**حِجَرٌ** অর্থ নিষিদ্ধ ক্ষেত। প্রত্যেক নিষিদ্ধ বস্তুকে হজর বলা হয়। আর এ অর্থেই **حِجَرٌ** অর্থ  
 নিষিদ্ধ ক্ষেত। তুমি যে সব ভবন নির্মাণ কর। তুমি যমীনের যে অংশ  
 ঘেরাও করে রাখ তাও। এ কারণেই হাতীমে কা'বাকে **حِجَرٌ** নামে অভিহিত করা হয়।  
 তা যেন **مَقْتُولٌ** **فَتَيْلٌ** শব্দটি **مَحْطُومٌ** অর্থে ব্যবহৃত যেমন **حَطِيمٌ** অর্থে ব্যবহৃত।  
 ঘোড়ীকেও হজর বলা হয়। আর বুদ্ধি-বিবেকের অর্থে **حِجَرٌ وَحْجَى** বলা হয়। তবে  
 একটি স্থানের নাম **حِجَرٌ الْتَّمَامَةُ**

٣١٣٨ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيًّا ﷺ وَذَكَرَ الَّذِي عَفَرَ  
النَّاقَةَ قَالَ اثْتَدِبْ لَهَا رَجُلٌ ذُوْعَزْ وَمَنْعَةٌ فِي قَوْمِهِ كَابِيٌّ زَمْعَةٌ -

**৩১৩৮** হুমায়নী (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন যাম'আ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ থেকে শুনেছি এবং তিনি যে লোক (সালিহ (আ-এর) উচ্চনীয়ত্ব করেছিল তার উল্লেখ করেছেন। তিনি

বলেছেন, উটনীকে হত্যা করার জন্য এমন এক লোক (কিদার) তৈরী হয়েছিল যে তার গোত্রের মধ্যে প্রবল ও শক্তিশালী ছিল, যেমন ছিল আবু যাম'আ।

٣١٣٩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْكِينٍ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَانَ بْنِ حَيَّانَ أَبُو زَكْرِيَّاً حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا نَزَلَ الْحِجْرَةَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَمْرَاهُمْ أَنْ لَا يَشْرَبُوا مِنْ بَئْرِهَا، وَلَا يَسْتَقْوِيَا مِنْهَا، فَقَالُوا قَدْ عَجَنَّا مِنْهَا، وَأَسْتَقَوْنَا فَأَمْرَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَطْرَحُوا ذَلِكَ الْعَجِينَ وَيَهْرِيقُوا ذَلِكَ الْمَاءَ وَيُرَوِيَ عَنْ سَبَرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ وَأَبِي الشَّمْوُسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمْرَ بِإِلَقاءِ الطَّعَامِ وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ اعْتَجَنَ بِمَا إِهَانَ -

**৩১৩৯** মুহাম্মদ ইব্ন মিসকীন আবুল হাসান (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ তাবুকের যুদ্ধের সময় যখন হিজর নামক স্থানে অবতরণ করলেন, তখন তিনি সাহাবাগণকে নির্দেশ দিলেন, তাঁরা যেন এখানের কৃপের পানি পান না করে, এবং মশকেও পানি ভরে না রাখে। তখন সাহাবাগণ বললেন, আমরা তো এর পানি দ্বারা ঝুঁটির আটা গুলে ফেলেছি এবং পানিও ভরে রেখেছি। তখন নবী তাদেরকে সেই আটা ফেলে দেয়ার এবং পানি ঢেলে ফেলার নির্দেশ দিলেন। সাবরা ইব্ন মাবাদ এবং আবুশ শাম্স (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী খাদ্য ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আর আবু যার (রা) নবী থেকে বর্ণনা করেছেন, এর পানি দ্বারা যে আটা গুলেছে (সে যেন তা ফেলে দেয়।)

٣١٤٠

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْضَ ثَمُودَ الْحِجْرِ وَأَسْتَقَوْا مِنْ بِيَارِهَا وَأَعْتَجَنَّوْا بِهِ فَأَمْرَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُهْرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِيَارِهَا وَأَنْ يَعْلِفُوا الْأَبْلَلَ الْعَجِينَ وَأَمْرَاهُمْ أَنْ يَسْتَقَوْا مِنَ الْبَثَرِ الَّتِي

كَانَ تَرِيْدُهَا النَّاقَةُ \* تَابَعَهُ اُسَامَةُ عَنْ نَافِعٍ -

**৩১৪০** ইব্রাহীম ইব্ন মুনফির (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে সামুদ জাতির আবাসস্থল 'হিজর' নামক স্থানে অবতরণ করলেন আর তখন তারা এর কৃপের পানি মশক ভরে রাখলেন এবং এ পানি ধারা আটা গুলে নিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে হকুম দিলেন, তারা ঐ কৃপ থেকে যে পানি ভরে রেখেছে, তা যেন ফেলে দেয় আর পানিতে গোলা আটা যেন উটগুলোকে খাওয়ায় আর তিনি তাদের হকুম করলেন তারা যেন ঐ কৃপ থেকে মশক ভরে নেয় যেখান থেকে (সালিহ (আ)-এর উটনীটি পানি পান করত। উসামা (র) নাফি (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় উবায়দুল্লাহ (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

**৩১৪১** حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ  
أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَرَ بِالْحِجَرِ قَالَ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ إِلَّا  
أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ ثُمَّ تَقْنَعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ  
عَلَ الرَّاحِلِ -

**৩১৪২** মুহাম্মদ (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ (তাবুকের পথে) যখন 'হিজর' নামক স্থান অতিক্রম করলেন, তখন তিনি বললেন, তোমরা এমন লোকদের আবাসস্থলে প্রবেশ করো না যারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুল্ম করেছে। তবে প্রবেশ করতে হলে, ক্রন্দনরত অবস্থায়, যেন তাদের প্রতি যে বিপদ এসেছিল তোমাদের প্রতি অনুরূপ বিপদ না আসে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহনের উপর বসা অবস্থায় নিজ চাদর দিয়ে চেহারা মোবারক ঢেকে নিলেন।

**৩১৪২** حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِيعٍ  
يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبْنَ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ  
يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ -

**৩১৪২** আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাবুকের পথে সাহাবাদেরকে) নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা একমাত্র ক্রন্দনরত অবস্থায়ই এমন লোকদের

আবাসস্ত্রে প্রবেশ করবে যারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুল্ম করেছে। তাদের উপর যে মুসিবত এসেছে তোমাদের ওপরও যেন সে মুসিবত না আসে।

## ২০১৭. بَابُ قَوْلِهِ : أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ

২০১৭. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : যখন ইয়াকুব-এর নিকট মৃত্যু এসেছিল, তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে ? (২ : ১৩৩)

**৩১৪২** حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيَنَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنُ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ اسْحَاقَ بْنِ ابْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ۔

**৩১৪৩** ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, সমানী ব্যক্তি- যিনি সম্ভান সম্ভানী ব্যক্তির, যিনি সম্ভান সম্ভানী ব্যক্তির, যিনি সম্ভান সম্ভানী ব্যক্তির, তিনি হলেন, ইউসুফ ইব্ন ইয়াকুব ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (আ) ।

## ২০১৮. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَأَخْوَتِهِ آيَاتٌ

لِلسَّائِلِينَ

২০১৮. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : নিচয়ই ইউসুফ এবং তাঁর ভাইদের ঘটনায় জিজ্ঞাসাকারীদের জন্য অনেক নির্দর্শন রয়েছে। (১২ : ৭)

**৩১৪৪** حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ اسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ أَتَقَاهُمْ لِلَّهِ ، قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْئَلُكَ قَالَ فَأَكْرَمُ النَّاسِ يَوْسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ

خَلِيلِ اللَّهِ، قَالُوا، لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ  
تَسْأَلُونِي النَّاسُ مَعَادِنُ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ  
إِذَا فَقِهُوا -

**৩১৪৪** উবায়দ ইবন ইসমাঈল (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ  
-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি উত্তর দিলেন, তাদের  
মধ্যে যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে। তারা বললেন, আমরা আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিনি।  
তিনি বললেন, তাহলে, মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি হলেন, আল্লাহর নবী ইউসুফ ইবন আল্লাহর  
নবী (ইয়াকুব) ইবন আল্লাহর নবী (ইসহাক) ইবন আল্লাহর খলিল (ইবরাহীম) (আ)। তাঁরা বললেন, আমরা  
আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিনি। তখন তিনি বললেন, তাহলে তোমরা আমার কাছে আরবের খনি  
অর্ধাং গোত্রগুলোর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছ? (তাহলে শুন) মানুষ খনি বিশেষ, জাহিলিয়াতের যুগে যারা  
তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিল, ইসলামেও তারা সর্বোত্তম ব্যক্তি, যদি তারা ইসলামী জ্ঞান লাভ করে।

**৩১৪৫** حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عَبْيَدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهِذَا

**৩১৪৬** মুহাম্মদ ইবন সালাম (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুকরণ বর্ণনা  
করেছেন।

**৩১৪৬** حَدَّثَنَا بَدْلُ أَبْنُ الْمُحَبَّرِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ  
قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الْزَبِيرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ  
ﷺ قَالَ لَهَا مُرِئِي أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّيُ بِالنَّاسِ، قَالَتْ أَنَّهُ رَجُلٌ أَسِيفٌ،  
مَتَى يَقُومُ مَقَامَكَ رَقًّا، فَعَادَ فَعَادَتْ، قَالَ شُعْبَةُ : فَقَالَ فِي التَّالِيَّةِ أَوِ  
الرَّابِعَةِ إِنَّكُنْ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرِئِي أَبَا بَكْرٍ -

**৩১৪৬** বাদল ইবন মুহাবৰার (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁকে বলেছেন, আবু  
বাক্র (রা)-কে বল, তিনি যেন লোকদের সালাত আদায় করিয়ে দেন। আয়েশা (রা) বললেন, তিনি  
একজন কোমল হৃদয়ের লোক। যখন আপনার জায়গায় তিনি দাঁড়াবেন, তখন -বিন্দু অন্তর হয়ে  
পড়বেন। নবী ﷺ পুনরায় তাই বললেন, আয়েশা (রা) আবারও সেই উত্তর দিলেন, শোবা (র) বলেন,

রাসূলুল্লাহ ﷺ তৃতীয় অথবা চতুর্থবার বললেন, (হে আয়েশা (রা)! ) তোমরা ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায় নিম্নক নারীদের মত। আবু বকরকে বল, (সালাত আদায় করিয়ে দিক)।

**٣١٤٧** حَدَّثَنَا رَبِيعُ ابْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زَائِدًا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مُرْوُا أَبَا بَكْرٍ فَلَيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَقَالَتْ انْ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ كَذَا فَقَالَ مُثْلَهُ فَقَالَتْ مُثْلَهُ فَقَالَ مُرْوُهُ فَانْكُنْ صَوَاحِبُ يُوسُفَ فَامْ أَبُو بَكْرٍ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ حُسَينٌ عَنْ زَائِدَةَ رَجُلٌ رَقِيقٌ -

**٣١٤٧** রাবী ইবন ইয়াহিয়া (র) ..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন তিনি বললেন, আবু বকরকে বল, তিনি যেন লোকদের সালাত আদায় করিয়ে দেন। তখন আয়েশা (রা) বললেন, আবু বকর (রা) তো একজন এমন (কোমল হৃদয়ের) লোক। এরপর নবী ﷺ অনুরূপ বললেন, তখন আয়েশা (রা) ও তদরূপই বললেন, তখন নবী ﷺ বললেন, আবু বকরকে বল, (যেন সালাত আদায় করিয়ে দেন।) হে আয়েশা! নিচয় তোমরা ইউসুফ (আ)-এর ঘটনার নিম্নক নারীদের ন্যায় হয়ে পড়েছ। এরপর আবু বাকর (রা) নবী ﷺ -এর জীবনকালে ইমামতী করলেন। রাবী হুসাইন (র) যায়িদা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, এখানে এর স্থলে এর রজুল রেভিল আছে অর্থাৎ তিনি একজন কোমল হৃদয়ের লোক।

**٣١٤٨** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هَشَامٍ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَاتِكَ عَلَى مُضَرِّ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِيَّئَتِي كَسْنِي يُوسُفَ -

**٣١٤٨** আবুল ইয়ামান (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ! আয়াশ ইব্ন আবু রবীআকে (কাফিরদের অত্যাচার হতে) মুক্তি দিন। হে আল্লাহ! সালাম ইব্ন হিশামকে নাজাত দিন। হে আল্লাহ! ওয়ালীদ ইব্ন ওয়ালীদকে নাজাত দিন। হে আল্লাহ! দুর্বল মুমিনদেরকেও মুক্তি দিন। হে আল্লাহ! মুয়ার গোত্রের উপর আগনীর পাকড়াওকে মজবুত করুন। হে

আল্লাহ! এ গোত্রের উপর এমন দুর্ভিক্ষ ও অভাব অন্টন নায়িল করুন যেমন দুর্ভিক্ষ ইউসুফ (আ)-এর যামানায় হয়েছিল।

**٣٤٩** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَسْمَاءَ هُوَ أَبُنْ أَخِي جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةَ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبَ وَأَبَابَا عُبَيْدِ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْحَمُ اللَّهُ لَوْطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، وَلَوْلَى بِشْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِيُ لِأَجْبَتُهُ -

**٣٤٩** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আসমা (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ লৃত (আ)-এর উপর রহম করুন। তিনি একটি সুদৃঢ় খুঁটির আশ্রয় নিয়েছিলেন আর ইউসুফ (আ) যত দীর্ঘ সময় জেলখানায় কাটিয়েছেন, আমি যদি অত দীর্ঘ সময় কারাগারে কাটাতাম এবং পরে বাদশাহর দৃত (মুক্তির আদেশ নিয়ে) আমার নিকট আসত তবে নিশ্চয়ই আমি তার ডাকে সাড়া দিতাম।

**٣٥٠** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلَتْ أُمُّ رُومَانَ وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةَ عَمَّا قِيلَ فِيهَا مَا قِيلَ قَالَتْ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ عَائِشَةَ جَاسِتَانِ إِذَا وَلَجَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهِيَ تَقُولُ فَعَلَ اللَّهُ بِفُلَانٍ وَفَعَلَ قَالَتْ فَقُلْتُ لَمْ قَالَتْ أَنَّهُ نَمِيَ ذِكْرُ الْحَدِيثِ، فَقَالَتْ عَيْشَةُ أَيُّ حَدِيثٍ فَأَخْبَرَتْهَا قَالَتْ فَسَمِعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ نَعَمْ، فَخَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا، فَمَا أَفَاقَتْ إِلَّا وَعَلَيْهَا حُمُّى بِنَافِضٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا لِهَذِهِ قُلْتُ: حُمُّى أَخَذَتْهَا مِنْ أَجْلِ حَدِيثٍ تُحَدِّثُ بِهِ فَقَعَدَتْ فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَئِنْ حَلَفْتُ لَا تُصَدِّقُونِي وَلَئِنْ اعْتَذَرْتُ لَا تَعْذِرُونِي، فَمَثَلِّي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ يَعْقُوبَ وَبَنِيهِ، فَاللَّهُ أَمْسَتَعَانُ عَلَى مَا تُصِفُونَ

فَانْصَرِفْ النَّبِيُّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ مَا أَنْزَلَ فَأَخْبَرَهَا ، فَقَالَتْ بِحَمْدِ اللَّهِ  
لَا بِحَمْدِ أَحَدٍ -

**৩১৫০** মুহাম্মদ ইবন সালাম (র) ..... মাসরুক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর মা উষ্মে রূমানার নিকট আয়েশার বিষয়ে যে সব মিথ্যা অপবাদের কথা বলাবলি হচ্ছিল সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি আয়েশার সাথে একত্রে বসা ছিলাম। এমন সময় একজন আনসারী মহিলা একথা বলতে বলতে আমাদের নিকট প্রবেশ করল। আল্লাহু অমুককে শাস্তি দিক। আর শাস্তি তো দিয়েছেন। একথা শুনে উষ্মে রূমানা (রা) বললেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম একথা বলার কারণ কি ? সে মহিলাটি বলল, ঐ লোকটিই তো কথাটির চর্চা করছে। তখন আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, কোন কথাটির ? এরপর সে আয়েশা (রা)-কে বিষয়টি জানিয়ে দিল। আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, বিষয়টি কি আবু বকর (রা) এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও শুনেছেন ? সে বলল, হাঁ! এতে আয়েশা (রা) বেহৃশ হয়ে পড়ে গেলেন। পরে তাঁর হৃশ ফিরে আসল তবে তাঁর শরীর কাঁপিয়ে জুর আসল। এরপর নবী ﷺ এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তার কি হল ? আমি বললাম, তাঁর সম্পর্কে যা কিছু রটেছে তাতে সে (মনে) আঘাত পেয়েছে ফলে সে জুরে আক্রান্ত হয়েছে। এ সময় আয়েশা (রা) উঠে বসলেন, আর বলতে লাগলেন, আল্লাহুর কসম, আমি যদি কসম খেয়ে বলি তবুও আপনারা আমায় বিশ্বাস করবেন না আর যদি উফর পেশ করি তাও আপনারা আমার উফর শুনবেন না। অতএব এখন আমার ও আপনাদের অবস্থা হল ইয়াকুব (আ) এবং তাঁর সন্তানদের মতো। আপনারা যা বর্ণনা করেছেন সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহুর নিকটই সাহায্য চাওয়া হল। এরপর নবী ﷺ ফিরে চলে গেলেন এবং আল্লাহু যা নায়িল করার তা নায়িল করলেন। তখন নবী ﷺ এসে আয়েশা (রা)-কে এ সংবাদ জানালেন। আয়েশা (রা) বললেন, আমি একমাত্র আল্লাহুরই প্রশংসা করব, অন্য কারো প্রশংসা নয়।

**৩১৫১** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ  
قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ  
أَرَأَيْتِ قَوْلَهُ : حَتَّى إِذَا اسْتَئْتَيْسَ الرَّسُولَ وَظَنَّوْا أَنَّهُمْ قَدْ كُذَّبُوا ، أَوْ  
كُذَّبُوا ، قَالَتْ بَلْ كَذَّبُهُمْ قَوْمُهُمْ ، فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ  
كَذَّبُوْهُمْ وَمَا هُوَ بِالظَّنِّ فَقَالَتْ : يَا عُرَيْيَةُ لَقَدْ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ ، قُلْتُ  
فَلَعْلَهُمْ أَوْ كُذَّبُوا ، قَالَتْ مَعَاذَ اللَّهِ لَمْ تَكُنِ الرَّسُولُ تَظُنُّ ذَلِكَ بِرَبِّهَا ،  
وَأَمَّا هَذِهِ الْآيَةُ قَالَتْ هُمْ أَتَبَاعُ الرَّسُولَ الَّذِينَ أَمْنَوْا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوهُمْ ،

وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيَّأْسَتْ مِنْ  
كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وَظَنَّوْا أَنَّ أَتَبَاعَهُمْ كَذَّبُوهُمْ جَاءَهُمْ نَصْرُ اللَّهِ \*  
اسْتَيَّأْسُوا اسْتَفْعَلُوا مِنْ يَئِسَّتْ مِنْهُ أَيُّ مِنْ يُوسُفَ لَا تَيَأسُوا مِنْ  
رُوحِ اللَّهِ مَعْنَاهُ مِنَ الرَّجَاءِ .

**٣١٥**      **ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকাইর (র)** ..... উরওয়াহ ইব্ন যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-এর সহর্মিণী আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহু তালার বাণী **حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ** আয়াতাংশের মধ্যে **كُذِبُوا** হবে, না **كُذِبُوا** হবে ? (যালি হরফে তাশদীদ সহ পড়তে হবে না তাশদীদ ব্যতীত) ? হযরত আয়েশা (রা) বলেন, (এখানে **كُذِبُوا** নয়, কৃতিত্বে কেননা, তাঁদের কাওম তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। (উরওয়াহ (র) বলেন) আমি বললাম, মহান আল্লাহর কসম, রসূলগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁদের কাওম তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে, আর তাঁতো সন্দেহের বিষয় ছিল না। (কাজেই, এখানে **كُذِبُوا** হবে কিভাবে ?) তখন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, হে উরাইয়্যাহ ! এ ব্যাপারে তাঁদের তো দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। (অর্থাৎ এখানে তিনি **ظُنْ**-কে **كُذِبُوا** অর্থে নিয়েছেন।) (উরওয়াহ (র) বলেন) আমি বললাম, সম্বতঃ এখানে **كُذِبُوا** হবে। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, মাআয়াল্লাহ (আল্লাহর পানাহ), রসূলগণ কখনো আল্লাহ সম্পর্কে একুপ ধারণা করতেন না। (অর্থাৎ **كُذِبُوا** হলে অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ পাক রসূলগণের সাথে মিথ্যা বলেছেন। অথচ রসূলগণ কখনো একুপ ধারণা করতে পারে না।) তবে এ আয়াত সম্পর্কে আয়েশা (রা) বলেন, তাঁরা রসূলগণের অনুযায়ী যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং রসূলগণকে বিশ্বাস করেছেন। তাঁদের উপর আয়মায়েশ (ঈমানের পরীক্ষা) দীর্ঘায়িত হয়। তাঁদের প্রতি সাহায্য পৌছতে বিলম্ব হয়। অবশেষে রসূলগণ যখন তাঁদের কাওমের লোকদের মধ্যে যারা তাঁদেরকে মিথ্যা মনে করেছে, তাঁদের ঈমান আনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং তাঁরা এ ধারণা করতে লাগলেন যে তাঁদের অনুসারীগণও তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করবেন, ঠিক এ সময়ই মহান আল্লাহর সাহায্য পৌছে গেল। **اسْتَفْعُلُوا** **اسْتَيْأَسُوا** **شَدْقِي** -এর ওয়নে এসেছে। অর্থাৎ তাঁরা ইউসুফ (আ) থেকে নিরাশ হয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা **يَئْسَتُ مِنْهُ** হয়ে গেছে। -এর অর্থ- তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।

**٣١٥٢** حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ أَبْنَى عَمْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ  
ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنُ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِشْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ  
عَلَيْهِمُ السَّلَامُ -

**٣١٥٣** آবদা (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, সম্মানিত ব্যক্তি- যিনি  
সন্তান সম্মানিত ব্যক্তির, যিনি সন্তান সম্মানিত ব্যক্তির, যিনি সন্তান সম্মানিত ব্যক্তির, তিনি হলেন ইউসুফ  
ইবন ইয়াকুব ইবন ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (আ)।

**٢٠١٩** . بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَأَيُوبَ أَذْنَادِي رَبَّهُ الْآيةُ أَرْكَضْ  
إِضْرِبْ يَرْكَضُونَ يَعْدُونَ

২০১৯. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : (আর শ্বরণ কর) আইয়ুবের কথা । যখন তিনি তাঁর রবকে  
ডাকলেন ..... ২১ : ৮৩ অর্থ আঘাত কর। অর্থ দ্রুত বলে **يَرْكَضُونَ**

**٣١٥٣** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا  
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ  
بَيْنَمَا أَيُوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَجَعَلَ  
يَحْشِئِ فِي ثُوبِهِ ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرِى ،  
قَالَ بَلَى يَا رَبِّ وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ -

**٣١٥৪** آবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল জুফী (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ  
বলেন, একদা আইয়ুব (আ) নগ্ন দেহে গোসল করছিলেন। এমন সময় তাঁর উপর স্বর্ণের এক ঝাঁক  
পঞ্চাপাল পতিত হল। তিনি সেগুলো দুঃহাতে ধরে কাপড়ে রাখতে শাগলেন। তখন তাঁর রব তাঁকে ডেকে  
বললেন, হে আইয়ুব! তুমি যা দেখতে পাচ্ছ, তা থেকে কি আমি তোমাকে মুখাপেক্ষীহীন করে দেই নি?  
তিনি উন্নত দিলেন, হাঁ, হে রব ! কিন্তু আমি আপনার বরকতের অর্মুখাপেক্ষী নই।

. ۲۰۲۰ . بَابُ وَادْكُرْفِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا إِلَى قَوْلٍ :  
نَجِيَا، يُقَالُ لِلْوَاحِدِ وَلِلْمُثْنَى وَالْجَمِيعِ نَجِيٌّ وَيُقَالُ : خَلَصُوا نَجِيَا  
اعْتَزَلُوا نَجِيَا وَالْجَمِيعُ الْجِيَةُ يَتَنَاجَوْنَ

২০২০. পরিচ্ছেদ : (আল্লাহ তা'আলার বাণী) : আর স্বরণ কর কিতাবে মূসার কথা। নিচয়ই তিনি ছিলেন, বিশেষ মনোনীত অন্তরঙ্গ আলাপে (১৯ : ৫১-৫২) এই ত্লক ত্লক একবচন দ্বিচন ও বহুচনের ক্ষেত্রেও অর্থ অন্তরঙ্গ আলাপে খ্লাসুৱা নজিা। বলা হয়। অর্থ অন্তরঙ্গ আলাপে নির্জনতা অবলম্বন করা। এর বহুচন অন্জিয়া ব্যবহৃত হয়। পরম্পর অন্তরঙ্গ আলাপ করে। অর্থ গ্রাস করে

٣١٥٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ  
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ سَمِعْتُ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَرَجَعَ  
النَّبِيُّ ﷺ إِلَى خَدِيجَةَ تَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَانْطَلَقَتْ بِهِ إِلَى وَرَقَةَ بْنِ  
نَوْفَلٍ وَكَانَ رَجُلًا تَنَصَّرَ يَقْرَأُ الْإِنْجِيلَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَقَالَ وَرَقَةُ مَاذَا  
تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى  
وَإِنْ أَدْرَكَنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤْزَرًا، النَّامُوسُ صَاحِبُ السِّرِّ  
الَّذِي يُطْلِعُهُ بِمَا يَسْتَرُهُ عَنْ غَيْرِهِ -

৩১৫৪ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসূফ (র) ..... উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, নবী ﷺ (হেরা পর্বতের শুভা থেকে) খাদীজা (রা)-এর নিকট ফিরে আসলেন তাঁর হৃদয় কাঁপছিল। তখন খাদীজা (রা) তাঁকে নিয়ে ওয়ারকা ইব্ন নাওফলের নিকট গেলেন। তিনি খৃষ্টান ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন। তিনি আরবী ভাষায় (অনুবাদ করে) ইনয়ীল পাঠ করতেন। ওয়ারকা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি দেখেছেন? নবী ﷺ তাঁকে সব ঘটনা জানালেন। তখন ওয়ারকা বললেন, এত সেই নামুস (ফিরিশ্তা) যাকে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর কাছে নাযিল করেছিলেন। আপনার সে সময় যদি আমি পাই, তবে সর্বশক্তি দিয়ে আমি আপনাকে সাহায্য করব। নামুস অর্থ গোপন তত্ত্ব ও তথ্যবাহী যাকে কেউ কোন বিষয়ে খবর দেয় আর সে তা অপর থেকে গোপন রাখে।

٢٠٢١. بَابُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَهُلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى  
نَارًا إِلَى قَوْلِهِ : بِالْوَادِي الْمَقْدُسِ طَوْيَ ، انشَتُ أَبْصَرَتُ نَارًا لَعَلِيٍّ  
أَتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبْسٍ الْأَيَّةَ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ الْمَقْدُسُ الْمَبَارِكُ طَوْيَ اسْمُ  
الْوَادِي ، سِيرَتَهَا حَالَتَهَا ، وَالنُّهُى التُّقَى بِمَلْكَنَا بِإِمْرَنَا ، هَوَى  
شَقِّيَ فَارِغًا إِلَّا مِنْ ذِكْرِ مُوسَى ، رَدَّاكَى يُصَدِّقُنِي ، وَيُقَالُ مُغِيشًا إِو  
مُعِيشًا ، يَبْطِشُ ، وَيَبْطِشُ ، يَأْتِمِرُونَ يَتَشَاءَرُونَ دِرَأً عَوْنَى يَقَالُ قَدْ  
أَرَدَ أَنْتَ عَلَى صِنْعَتِهِ إِنْ أَعْنَتْهُ عَلَيْهَا ، وَالْجَذْوَةُ قَطْعَةٌ غَلِيلَةٌ مِنْ  
الْمَخْبَبِ لَيْسَ فِيهَا لَهَبٌ ، سَنَشَدُ سَنْعِينُكَ كُلُّمَا عَزَّرَتْ شَيْئًا فَقَدْ  
جَعَلْتَ لَهُ عَضْدًا وَقَالَ غَيْرَهُ كُلُّمَا لَمْ يَنْطِقْ بِحَرْفٍ إِو فِيهِ تَمَمَّةٌ إِو  
نَافَأَةٌ ، فَهِيَ عُقْدَةُ ازْرِي ظَهْرِي فَيُسْعِتُكُمْ فِيهَا لَكُمُ الْمُثْلِى ثَانِيَّتُ  
الْأَمْثَلِ يَقُولُ بِدِينِكُمْ ، يُقَالُ خُذِ الْمُثْلِى خُذِ الْأَمْثَلَ ، ثُمَّ اتَّهَا صَفَا،  
يُقَالُ هَلْ أَتَيْتَ الصَّفَّ الْيَوْمَ يَعْنِي الْمُصَلِّى الذِّي يُصَلِّي فِيهِ فَأَوْجَسَ  
أَضْمَرَ خَوْقًا فَذَهَبَتِ الْأَوَّلُ مِنْ خِيَّةِ لِكْسَرَةِ الْخَاءِ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ  
عَلَى جُذُوعِ ، خَطْبُكَ بَالْكَ ، مَسَاسَ مَسَدَّرَ مَاسَّةَ مَسَاسًا ، لَنَنْسِفَنَّهُ  
، لَنَذْرِيَّنَّهُ الضَّحَاءُ الْحَرْقُصِيَّهُ اتَّبَعَنِي اثْرَهُ وَقَدْ يَكُونَ أَنْ تَقْصُ الْكَلَامَ  
نَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ عَنْ جُنْبِ عَنْ بُعْدِ وَعَنْ جَنَابَهِ (لا تَضُعُنَا مَكَانًا  
سوَى مَتْصِفٍ بَيْنَهُمْ) وَعَنْ اجْتِنَابٍ وَاحِدَهُ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَلَى قَدْرِ  
مَوْعِدِ لَاتَّنِيَا يَبِسَا يَابِسَا مِنْ زِيَّنَهُ الْقَوْمُ الْخُلُلِيُّ الذِّي اسْتَعَارُوا مِنْ أَلِ

فِرْعَوْنَ ، فَقَذَفَتُهَا أَلْقَيْتُهَا ، إِلَّا صَنَعَ فَنَسِيَ مُوسَى هُمْ يَقُولُونَهُ  
أَخْطَأَ الرَّبَّ أَنَّ لَا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا فِي الْعِجْلِ

২০২১. পরিষেদ : মহান আল্লাহর বাণী : আপনার কাছে কি মূসার বৃত্তান্ত পৌছেছে ? তিনি যখন আগুন দেখলেন ..... ‘তুমি ‘তুয়া’ নামক এক পবিত্র ময়দানে রয়েছে। (২০৪ ৯-১৩) অর্থ আমি আগুন দেখেছি। সম্বতৎ : আমি তোমাদের জন্য তা থেকে কিছু জলন্ত অঙ্গার আনতে পারব .... (২০৪ ১০) ইবন আব্বাস (রা) বলেন **الْمَفْدُسُ** অর্থ বরকতময়। একটি উপত্যকার নাম। **الثُّمُّى** অর্থ সাবধানতা অবলম্বন। **بِمُكْنَى** অর্থ আমাদের ইচ্ছামত হয়েছে। **فَارِغًا** অর্থ মূসার ব্রহ্ম ব্যাতীত সব কিছু থেকে শুনা হয়ে গেল। **رِدَا يُصَدِّقُنِي** অর্থ সাহায্যকারী রূপে যেন সে আমাকে সমর্থন করে। এর অর্থ আরো বলা হয় আর্তনাদে সাড়াদানকারী বা সাহায্যকারী। **إِنَّمَا** একই অর্থ উভয় কিম্বাও। **يَأْتِمُرُونَ** অর্থ পরম্পর পরামর্শ করা। **أَوْرَأُ** অর্থ সাহায্য করা। বলা হয় আর্দাতে **عَلَى صِنْعَتِهِ** অর্থ্যাং আমি তার কাজে সাহায্য করেছি। **جَذْوَةً** অর্থ অচিরেই আমি তোমার সাহায্য করব। বলা হয় যখন তুমি কারো সাহায্য করবে তখন তুমি যেন তার পার্শ্বদেশ হয়ে গেলে। এবং অন্যান্যগণ বলেন যে কোন অক্ষর উচ্চারণ করতে পারেনা অথবা তার মুখ থেকে তা, তা, ফা, ফা উচ্চারিত হয় তাকেই তোতলামী বলে। **أَزْرِي** অর্থ আমার পিঠ অমুলি শব্দটি **الْمُثْلِى** শব্দের জীবি লিঙ। আয়াতে উল্লিখিত **بَطْرِيقَتُكُمْ** - অর্থ তোমাদের দীন। বলা হয়, **عَذْلَمُتُكُمْ** অর্থ - উক্তমটি শুণ করো। **أَنْتُوا صَنْفًا** - অর্থ আজ তোমরা সান্নিবর্ক হয়ে আসো। বলা হয়, তুমি কি আজ হফ্ফে উপস্থিত হয়েছিলে অর্থ্যাং যেখানে নামায পড়া হয় সেখানে ? অর্থ - **فَأَوْجَسَ** অর্থ - সে অস্তরে ভয় পোষণ করেছে। **خَوْفَةٌ** মূলে **خَيْفَةٌ** অর্থে অবহৃত হয়েছে। **النَّخْلُ** যের হওয়ার কারণে তে যাবে - ও এখানে এখানে **فِي جَذْوَعِ النَّخْلِ**। **مَسَاسٌ** - তোমার অবহৃত হয়েছে। **خَطْبَكُ** - অর্থ আমি অবশ্যই তাকে উড়িয়ে দিব। **الْفَحَاءُ** - মুস্তর এর মুসাস। **لَنَنْسِفَنَّهُ** ; অর্থ আমি অবশ্যই তাকে উড়িয়ে দিব। **فَصَبَّيْهِ** অর্থ পূর্বাঙ্গ, যখন সুর্বের তাপ বেড়ে যায়। কখনো এ

অর্থেও ব্যবহৃত হয় যে, তুমি তোমার কথা বলো যেমন, এর মধ্যে এ অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। আর মুজাহিদ (র) বলেন, অর্থ - **عَنْ جُنْبِ اجْتِنَابٍ جَنَابَةً** । একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর নির্ধারিত সময়ে । অর্থ - **عَلَى قَدْرِ لَا تَنْبِئُ** । অর্থ দুর্বল হয়েন। আর **مَكَانًا سُوْئِيًّا** । অর্থ - **يَبْسًا** । অর্থ - **مَكَانًا زَيْنَةً** । অর্থ - **شَكْنًا** । অর্থ - **الْقَوْمَ نَقْذَفْتُهَا** । অর্থ - যে সব অলংকার তারা ফিরআউনের শোকদের থেকে ধার নিয়েছিল। অর্থ - **أَنَّ لَا يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا** । অর্থ - তারা বলতে লাগলো, মূসা রবের তালাশে ভুল পথে গিয়েছে। অর্থ - তাদের কোন কথার প্রতি উত্তর সে দেয়না - এ আয়াতাংশ সামেরীর বাছুর সম্পর্কে নাখিল হয়েছে

**٣١٥٥** حَدَثَنَا هُدَيْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَثَنَا هَمَّامٌ حَدَثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ بْنِ صَعْصَعَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَمْدُ وَالْكَبْرَى حَدَثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُشْرِيِّ بِهِ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَإِذَا هَارُونُ قَالَ هَذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ فَرَدْ ، ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَحْصَالِيْعِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ \* تَابِعَهُ ثَابِتٌ وَعَبَادُ بْنُ أَبِي عَلَىٰ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْحَمْدُ وَالْكَبْرَى

**৩১৫৫** হৃদয়া ইবন খালিদ (র) ..... মালিক ইবন সা'সাআ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ মিরাজ রাত্রির ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁদের কাছে এও বলেন, তিনি যখন পঞ্চম আকাশে এসে পৌছলেন, তখন হঠাৎ সেখানে হারুন (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হল। জিবরাইল (আ) বললেন, ইনি হলেন, হারুন (আ) তাঁকে সালাম করুন। তখন আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, মারহাবা পুণ্যবান ভাই ও পুণ্যবান নবী। সাবিত এবং আবাদ ইবন আবু আলী (র) আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদিস বর্ণনায় কাতাদা (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

২০২২. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ، وَكَلْمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا - بَابٌ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيقَانَهُ ..... مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ

বৃত্তান্ত পৌছেছে ? (২০ : ৯) আর আল্লাহ মূসার সাথে সাক্ষাতে কথাবার্তা বলেছেন। (সূরা নিসা) ৪ : ১৬৪

পরিষেদ : (মহান আল্লাহর বাণী) ফিরআউন বংশের এক ব্যক্তি যে মুমিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রাখত ..... সীমা লংঘনকারী ও মিথ্যাবাদী। (৪০ : ২৮)

٣١٥٤

حَدَّثَنَا أَبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسِيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِي رَأَيْتُ مُوسَى وَإِذَا هُوَ رَجُلٌ ضَرَبَ رَجُلٌ كَانَهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ وَرَأَيْتُ عِيسَى فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبِيعَةُ أَحْمَرُ كَانَمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ وَأَنَا أَشَبَهُ وُلْدِ أَبْرَاهِيمَ بِهِ ثُمَّ أُتِيتُ يَابِنَاءِيْنِ فِي أَحَدِهِمَا لِبَنْ وَفِي الْآخَرِ خَمْرٌ فَقَالَ اشْرَبْ أَيْهُمَا شِئْتَ ، فَأَخَذَتُ الْلَّبَنَ فَشَرَبْتُهُ فَقِيلَ أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ ، أَمَا أَنِّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوْتُ أُمَّتِكَ -

٣١٥৫

ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে রাতে আমার মিরাজ হয়েছিল, সে রাতে আমি মূসা (আ)-কে দেখতে পেয়েছি। তিনি হলেন, হালকা পাতলা দেহবিশিষ্ট ব্যক্তি, তাঁর চুল কোঁকড়ানো ছিল না। মনে হচ্ছিল তিনি যেন ইয়ামান দেশীয় শানুআ গোত্রের একজন লোক, আর আমি ইসা (আ)-কে দেখতে পেয়েছি। তিনি হলেন মধ্যম দেহবিশিষ্ট, গায়ের রং ছিল লাল। যেন তিনি এইমাত্র হাত্মাম থেকে বের হলেন। আর ইব্রাহীম (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে তাঁর সাথে আমার চেহারায় মিল সবচেয়ে বেশী। তারপর আমার সামনে দু'টি পেয়ালা আনা হল। তার একটিতে ছিল দুধ আর অপরটিতে ছিল শরাব। তখন জিব্রাইল (আ) বললেন, এ দু'টির মধ্যে যেটি চান আপনি পান করতে পারেন। আমি দুধের পেয়ালাটি নিলাম এবং তা পান করলাম। তখন বলা হল, আপনি ফিত্রাত বা স্বভাব ও প্রকৃতিকে বেছে নিয়েছেন। দেখুন, আপনি যদি শরাব নিয়ে নিতেন, তাহলে আপনার উস্তাদগণ পথভ্রষ্ট হয়ে যেত।

٣١٥৬

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمْ نَبِيِّكُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا يَنْبَغِي لَعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَّا خَيْرٌ مِّنْ يُونُسَ بْنِ مَتْى وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ وَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِهِ فَقَالَ مُوسَى أَدْمُ طُوَالَ كَانَهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَةَ وَقَالَ عِيسَى جَعْدُ مَرْبُوعٌ ، وَذَكَرَ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ ، وَذَكَرَ الدَّجَّالَ -

**৩১৫৭** মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) ..... ইবন আববাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, কোন ব্যক্তির একথা বলা উচিত হবেনা যে, আমি (নবী ) ইউনুস ইবন মাতার চেয়ে উত্তম । নবী ﷺ একথা বলতে গিয়ে ইউনুস (আ)-এর পিতার নাম উল্লেখ করেছেন । আর নবী ﷺ মিরাজের রজনীর কথা ও উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন মূসা (আ) বাদামী রং বিশিষ্ট দীর্ঘদেহী ছিলেন । যেন তিনি শান্তাম গোত্রের একজন লোক । তিনি আরো বলেছেন যে, ঈসা (আ) ছিলেন মধ্যমদেহী, কোঁকড়ানো চুলওয়ালা ব্যক্তি । আর তিনি দোষখের দারোগা মালিক এবং দাজ্জালের কথা ও উল্লেখ করেছেন ।

**৩১৫৮** حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ حَدَّثَنَا أَيُوبُ السُّخْتِيَّانِيُّ عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ يَوْمًا يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا لِلَّهِ ، فَقَالَ أَنَا أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصَامَهُ وَأَمْرَ بِصِيَامِهِ -

**৩১৫৮** আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... ইবন আববাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন (হিজরত করে) মদীনায় আগমন করেন, তখন তিনি মদীনাবাসীকে এমনভাবে পেলেন যে, তারা একদিন সাওয়ম পালন করে অর্থাৎ সে দিনটি হল আশুরার দিন । (জিজ্ঞাসা করার পর) তারা বলল, এটি একটি মহান দিবস । এ এমন দিন যে দিনে আল্লাহ মূসা (আ)-কে নাজাত দিয়েছেন এবং ফিরাউনের সম্প্রদায়কে ত্বরিষ্ঠে দিয়েছেন । এরপর মূসা (আ) শুকরিয়া হিসাবে এদিন সাওয়ম পালন করেছেন । তখন নবী ﷺ বললেন, তাদের তুলনায় আমি হলাম মূসা (আ)-এর অধিক ঘনিষ্ঠ । কাজেই তিনি নিজেও এদিন সাওয়ম পালন করেছেন এবং (সবাইকে) এদিন সাওয়ম পালনের আদেশ দিয়েছেন ।

২০২৩. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَوَاعَدْنَا مُوسَى تَلَاثِينَ لَيْلَةً إِلَى  
قَوْلِهِ وَأَنَا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ ، يُقَالُ دَكَّةُ زَلْزَلَةٍ فَدَكَّتَنَا فَدَكِّنَ جَعَلَ الْجَبَلَ  
كَالْوَاحِدَةَ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا  
رَتْقًا ، وَلَمْ يَقُلْ كُنْ رَتَقًا مُلْتَصَقَتَيْنِ ، أَشْرِبُوا ثَوْبَ مُشَرَّبٍ مَصْبُوعٍ  
فَالْأَرْضُ كَانَتْ أَنْجَسَتْ اِنْفَجَرَتْ ، وَآذْ نَتَقَنَا الْجَبَلَ رَقَعَنَا

২০২৩. পরিচ্ছেদ ৪ মহান আল্লাহর বাণী : আর আমি ওয়াদা করেছিলাম মূসার সাথে ত্রিশ রাতের ..... আর আমিই মু'মিনদের মধ্যে সর্বপ্রথম । (৭ : ১৪২-৪৩) বলা হয় **دَكَّةُ** অর্থ ভৃকশ্পন । আয়াতে উল্লেখিত বিবচন বহুচন অর্থে ব্যবহৃত । এখানে **الْجَبَلَ** শব্দটিকে এক ধরে নিয়ে আল্লাহর বাণী : সহ বিবচনকরপে **دَكَّتَنَا** বলা হয়েছে । যেমন মহান আল্লাহর বাণী : **الْأَرْضُ** অর্থ ধরে নিয়ে বহুচনে উল্লেখ করা হয়েছে । এর মধ্যে **سَمَوَاتِ** অর্থ গোবৎস প্রীতি নিশ্চিত করেছিল । বলা হয় **أَشْرِبُوا** অর্থ রঞ্জিত কাপড় । ইবন আব্বাস (রা) বলেন অর্থ রঞ্জিত কাপড় । ইবন আব্বাস (রা) বলেন অর্থ আমি পাহাড়কে তাদের উপর উচিয়ে ছিলাম অর্থ প্রবাহিত হয়েছিল ।

٣١٥٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ  
أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ النَّاسُ  
يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوْلَ مَنْ يُفِيقُ ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى  
أَخِذُ بِقَائِمَةِ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُوزِيٌّ  
بِصَعْقَةِ الطُّورِ -

৩১৫৯ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) ..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন সব মানুষ বেহশ হয়ে যাবে । এরপর সর্বপ্রথম আমারই হশ ফিরে আসবে । তখন আমি মূসা (আ)-কে দেখতে পাব যে, তিনি আরশের খুঁটিগুলোর একটি খুঁটি ধরে রয়েছেন । আমি জানিনা, আমার আগেই কি তাঁর হশ আসল, না-কি তুর পাহাড়ে বেহশ হওয়ার প্রতিদান তাঁকে দেয়া হল ।

٢١٦٠ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَوْ حَوَاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ -

৩১৬০ آবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ জু'ফী (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি বনী ইসরাইল না হত, তবে গোশ্ত পচন ধরত না। আর যদি (মা) হাওয়া (আ) না হতেন, তাহলে কোন সময় কোন নারী তার স্বামীর খেয়ালত করত না।

٢٠٢٤ . بَابُ طَوْقَانٌ مِنَ السَّيْلِ ، يُقَالُ لِلْمَوْتِ الْكَثِيرُ طَوْقَانٌ الْقُمْلُ الْحُمْنَانُ يُشَبِّهُ صِفَارَ الْحَلْمِ حَقِيقٌ حَقٌّ سُقْطٌ كُلُّ مَنْ نَدِمَ فَقَدْ سُقْطَ فِي يَدِهِ

২০২৪. পরিষেদ : বন্যা জনিত তুকান, মড়ককেও তুকান বলা হয়। কীট বা ছোট ছোট উকুনের ন্যায় হয়ে থাকে। হিঁর নিচিত। আর যে সজিত হয়, সে অধ্যুধে পতিত হয়

٢٠٢٥ بَابُ حَدِيثِ الْخَضِيرِ مَعَ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

২০২৫. পরিষেদ : খাযির (আ) ও মুসা (আ)-এর সম্পর্কিত ঘটনা

٢١٦١ حَدَّثَنَا عَمَرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحَرُّ بْنُ قَيْسٍ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ هُوَ خَضِيرٌ فَمَرَّ بِهِمَا أَبِي أَبْنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ أَبْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ

مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقْبِهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَذْكُرُ شَائِئَهُ قَالَ نَعَمْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَأٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ لَا : فِإِنْهِي إِلَى مُوسَى بَلِي عَبْدُنَا خَضِيرٌ ، فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ لَهُ وَالْحُوتُ أَيْةً ، وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ ، فَكَانَ يَتَبَعُ أَثْرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ ، فَقَالَ لِمُوسَى فَتَاهُ أَرَأَيْتَ أَذْوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَانِّي نَسِيَتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ، قَالَ مُوسَى : ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْتَدَ عَلَى أَثْارِهِمَا قَصْصًا ، فَوَجَدَ خَضِيرًا ، فَكَانَ مِنْ شَائِئِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ -

**৩১৬।** আম্র ইবন মুহম্মদ (র) ..... ইবন আবুস রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এবং ছুর ইবন কায়েস ফায়ারী মুসা (আ)-এর সাথীর ব্যাপারে বিতর্ক করছিলেন। ইবন আবুস রা (রা) বলেন, তিনি হলেন, খায়ির। এমনি সময় উবাই ইবন কা'ব (রা) তাদের উভয়ের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন ইবন আবুস রা (রা) তাঁকে ডাকলেন এবং বললেন, আমি এবং আমার এ সাথী মুসা (আ)-এর সাথী সম্পর্কে বিতর্ক করছি, যাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য মুসা (আ) পথের সঙ্কান চেয়েছিলেন। আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, মুসা (আ) বনী ইসরাইলের এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁর কাছে একজন লোক আসল এবং জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি এমন কাউকে জানেন, যিনি আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী? তিনি বললেন, না। তখন মুসা (আ)-এর প্রতি আল্লাহ ওহী পাঠায়ে জানায়ে দিলেন, হ্যাঁ, (তোমার চেয়েও অধিক জ্ঞানী) আমার বান্দা খায়ির। তখন মুসা (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য পথের সঙ্কান চেয়েছিলেন। তখন তাঁর জন্য একটি মাছ নির্দেশন হিসাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল এবং তাকে বলে দেওয়া হল, যখন তুমি মাছটি হারাবে, তখন তুমি পিছনে ফিরে আসবে, তাহলেই তুমি তাঁর সাক্ষাৎ পাবে। তারপর মুসা (আ) নদীতে মাছের পিছে পিছে চলছিলেন, এমন সময় মুসা (আ)-কে তাঁর খাদেম বলে উঠল, “আপনি কি লক্ষ্য করেছেন? আমরা যখন ঐ পাথরটির কাছে অবস্থান করছিলাম, তখন আমি মাছটির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। বস্তুতঃ তার স্বরণ থেকে একমাত্র শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল।”(১৮: ৬৩) মুসা (আ) বললেন, আমরা তো সে স্থানেরই অনুসঙ্গান করছিলাম। অতএব তাঁরা উভয়ে পিছনে ফিরে চললেন, এবং খায়িরের সাক্ষাৎ পেলেন। (১৮: ৬৪) তাদের উভয়েরই অবস্থার বর্ণনা ঠিক তাই যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

٣٦٢

حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا الْبِكَائِي يَزْعَمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِيرِ لَيْسَ هُوَ مُوسَى بْنِ مُوسَى بْنِ إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هُوَ مُوسَى أَخْرُ، فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبْيُ بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ مُوسَى قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، إِذَا لَمْ يَرُدِ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، قَالَ لَهُ بَلْ لَيْ عَبْدُ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ أَيُّ رَبٌّ وَمَنْ لَيْ بِهِ، وَرُبُّمَا قَالَ سُفِيَّانُ أَيُّ رَبٌّ: وَكَيْفَ لَيْ بِهِ، قَالَ تَأْخُذُ حُوتًا، فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلٍ حَيْثُمَا فَقَدِّتَ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ، وَرُبُّمَا قَالَ فَهُوَ ثَمَّةَ فَأَخَذَ حُوتًا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، حَتَّى إِذَا أَتَاهَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤْسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسَى وَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فَخَرَجَ، فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ فَاتَّخَذَ سَيِّلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحُوتِ جِرِيَةَ الْأَمَاءِ فَصَارَ فِي مِثْلِ الطَّاقِ فَقَالَ هَكَذَا مِثْلُ الطَّاقِ فَانْطَلَقا يَمْشِيَانِ بِقِيَةٍ لِيَلِهِمَا وَيَوْمِهِمَا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ لَفَتَاهُ أَتَنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبًا، وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصْبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيْثُ أَمْرَهُ اللَّهُ قَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذَا أَوْيَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيَتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَيِّلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا وَلَهُمَا عَجَبًا، قَالَ لَهُ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَأَرْتَدَ عَلَى أَثَارِهِمَا قَصْصًا رَجَعَا

يَقُصَّانِ أَثَارَهُمَا حَتَّى اِنْتَهِيَ إِلَى الصَّخْرَةِ ، فَإِذَا رَجَلٌ مُسْجَى بِثَوْبٍ  
فَسَلَمَ مُوسَى فَرَدَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ وَأَنِّي بِأَرْضِكَ السَّلَامُ ، قَالَ أَنَا مُوسَى ،  
قَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُكَ لِتُعْلَمَنِي مِمَّا عَلِمْتَ  
رُشِيدًا قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلِمْنِي اللَّهُ لَا تَعْلَمُهُ  
وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلِمْكَ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ ، قَالَ هَلْ أَتَبْعُكَ ؟  
قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِي صَبَرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحَطِّ بِهِ  
خُبْرًا إِلَى قَوْلِهِ أَمْرًا ، فَنَطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ ، فَمَرَّ  
بِهِمَا سَفِينَةً كَلَمُوْهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ ، فَعَرَفُوا الْخَضِيرَ فَحَمَلُوهُ بِغَيْرِ  
نَوْلٍ ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ ، فَوَقَعَ عَلَى حَرَفِ  
السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ قَالَ لَهُ الْخَضِيرُ يَا مُوسَى  
مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ  
يَمْنَقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ ، إِذَا أَخَذَ الْفَائِسَ فَنَزَعَ لَوْحًا فَلَمْ يَفْجُأْ مُوسَى إِلَّا  
وَقَدْ قَلَعَ لَوْحًا بِالْقُدُومِ فَقَالَ لَهُ مُوسَى مَا صَنَعْتَ قَوْمًا حَمَلُونَا بِغَيْرِ  
نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ ، فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا  
إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِي صَبَرًا ، قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا  
نَسِيَتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عَسْرًا ، فَكَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى  
نِسِيَانًا ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْبَحْرِ مَرَوْا بِغُلَامٍ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبِيَّانِ فَأَخَذَ  
الْخَضِيرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَوْمَأَ سَفِينَيْانِ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ  
يَقْطِفُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ

جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ، قَالَ أَلَمْ أَقْلُ لَكَ إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِي صَبَرًا ، قَالَ  
إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبِنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِي عُذْرًا ،  
فَانْطَلَقاَ حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعُمَا أَهْلَهَا فَأَبَوَا أَنْ  
يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا فَاقَامَهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ مَائِلًا أَوْ مَأْبِدِهِ  
هَذَا وَأَشَارَ سُفِيَّانَ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيْئًا إِلَى فَوْقِ فَلَمْ أَسْمَعْ سُفِيَّانَ  
يَذْكُرُ مَائِلًا إِلَّا مَرَّةً قَالَ قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا  
عَمِدْتَ إِلَى حَائِطِهِمْ لَوْ شِئْتَ لَا تَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ، قَالَ هَذَا فِرَاقُ  
بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَانِبِكَ بَتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبَرًا ، قَالَ النَّبِيُّ  
عَلَيْهِ وَدِينَا أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ فَقُصُّ عَلَيْنَا مِنْ خَبْرِهِمَا ، قَالَ  
سُفِيَّانُ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَرَحْمَ اللَّهُ مُوسَى لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقْصُّ عَلَيْنَا مِنْ  
أَمْرِهِمَا ، قَالَ وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيَّةٍ صَالِحةٍ  
غَصِيبًا، وَأَمَّا الْفُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنِينَ، ثُمَّ قَالَ لِي  
سُفِيَّانُ : سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ وَحَفَظْتُهُ مِنْهُ ، قِيلَ لِسُفِيَّانَ حَفَظْتَهُ قَبْلَ  
أَنْ تَسْمَعَهُ مِنْ عَمْرِو أَوْ تَحْفَظَهُ مِنْ إِنْسَانٍ ، فَقَالَ مِمْنُ أَتَحْفَظُهُ ،  
وَوَوَاهُ أَحَدٌ عَنْ عَمْرِو غَيْرِي سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَحَفَظْتُهُ مِنْهُ  
حَدَثَنَا عَلَيِّ بْنِ حُشْرَمٍ حَدَثَنَا سُفِيَّانُ بْنُ عَيْنِيَّةَ الْحَدِيثِ بِطُولِهِ -

**৩১৬২** আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... সাইদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন আবাস (রা)-কে বললাম, নাওফল বিক্রালী ধারণা করছে যে, খায়িরের সঙ্গী মূসা বনী ইসরাইলের নবী মূসা (আ) নন; নিচয়ই তিনি অপর কোন মূসা। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর দুশমন মিথ্যা কথা বলেছে। উবাই ইবন কাব (রা) নবী ﷺ থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, একবার মূসা (আ) বনী ইসরাইলের এক সমাবেশে ভাষণ দেয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন

ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী ? তিনি বললেন, আমি । মূসা (আ)-এর এ উত্তরে আল্লাহ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন । কেননা তিনি জ্ঞানকে আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত করেন নি । আল্লাহ তাঁকে বললেন, বরং দুই নদীর সংযোগ স্থলে আমার একজন বান্দা আছে, সে তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী । মূসা (আ) আরয় করলেন, হে আমার রব ! তাঁর কাছে পৌছতে কে আমাকে সাহায্য করবে ? কখন সুফিয়ান এভাবে বর্ণনা করেছেন, হে আমার রব ! আমি তাঁর সাথে কিভাবে সাক্ষাৎ করব ? আল্লাহ বললেন, তুমি একটি মাছ ধর এবং তা (ভাজা করে) একটি থলের মধ্যে ভরে রাখ । যেখানে গিয়ে তুমি মাছটি হারিয়ে ফেলবে সেখানেই তিনি অবস্থান করছেন । তারপর মূসা (আ) একটি মাছ ধরলেন এবং (তা ভাজা করে) থলের মধ্যে ভরে রাখলেন । এরপর তিনি এবং তাঁর সাথী ইউশা ইব্ন নূন চলতে লাগলেন অবশেষে তাঁরা উভয়ে (নদীর তীরে) একটি পাথরের নিকট এসে পৌছে তার উপরে উভয়ে মাথা রেখে বিশ্রাম করলেন । এ সময় মূসা (আ) ঘুমিয়ে পড়লেন আর মাছটি (জীবিত হয়ে) নড়াচড়া করতে করতে থলে থেকে বের হয়ে নদীতে নেমে গেল । এরপর সে নদীতে সুড়ঙ্গ আকারে আপন পথ করে নিল আর আল্লাহ মাছটির চলার পথে পানির গতি থামিয়ে দিলেন । ফলে তার গমন পথটি সুড়ঙ্গের ন্যায় হয়ে গেল । এ সময় নবী ﷺ হাতের ইশারা করে বললেন, এভাবে সুড়ঙ্গের মত হয়েছিল । এরপর তাঁরা উভয়ে অবশিষ্ট রাত এবং পুরো দিন পথ চললেন । অবশেষে যখন পরের দিন ভোর হল তখন মূসা (আ) তাঁর যুবক সাথীকে বললেন, আমার ভোরের খাবার আন । আমি এ সফরে খুব ঝাঁক্তি অনুভব করছি । বস্তুতঃ মূসা (আ) যে পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশিত স্থানটি অতিক্রম না করছেন সে পর্যন্ত তিনি সফরে কেবল ঝাঁক্তিই অনুভব করেন নি । তখন তাঁর সাথী তাঁকে বললেন, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন সেই পাথরটির কাছে বিশ্রাম নিয়েছিলাম (তখন মাছটি পানিতে চলে গেছে) মাছটি চলে যাওয়ার কথা বলতে আমি একেবারেই ভুলে গেছি । প্রকৃতপক্ষে আপনার কাছে তা উল্লেখ করতে একমাত্র শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে । বস্তুতঃ মাছটি নদীতে আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে নিয়েছে । (রবী বলেন) পথটি মাছের জন্য ছিল একটি সুড়ঙ্গের মত আর তাঁদের জন্য ছিল একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার । মূসা (আ) তাকে বললেন, সে তাইতো সেই স্থান যা আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি । এরপর উভয়ে নিজ নিজ পদচিহ্ন অনুসরণ করতে করতে পিছনের দিকে ফিরে চললেন, শেষ পর্যন্ত তাঁরা উভয়ে সেই পাথরটির কাছে এসে পৌছলেন এবং দেখলেন সেখানে একজন লোক কাপড়ে আবৃত হয়ে আছেন । মূসা (আ) তাঁকে সালাম করলেন । তিনি সালামের জওয়াব দিয়ে বললেন, এখানে সালাম কি করে এলো ? তিনি বললেন, আমি মূসা (আমি এ দেশের লোক নই ।) তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি বনী ইসরাইলের (নবী) মূসা ? তিনি বললেন, হ্যা, আমি আপনার নিকট এসেছি, সরল সঠিক জ্ঞানের ঐ সব কথাগুলো শিখার জন্যে যা আপনাকে শিখানো হয়েছে । তিনি বললেন, হে মূসা ! আমার আল্লাহ প্রদত্ত কিছু জ্ঞান আছে যা আল্লাহ আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আপনি তা জানেন । আর আপনারও আল্লাহ প্রদত্ত কিছু জ্ঞান আছে, যা আল্লাহ আপনাকে শিখিয়েছেন, আমি তা জানিনা । মূসা (আ) বললেন, আমি কি আপনার সঙ্গী হতে পারি ? খাফির (আ) বললেন, আপনি আমার সাথে থেকে ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম হবেন না আর আপনি এমন বিষয়ে ধৈর্য রাখবেন কি করে, যার রহস্য অনুধাবন করা আপনার জানা নেই ? (মূসা (আ) বললেন, ইন্শা আল্লাহ আপনি আমাকে একজন ধৈর্য ধারণকারী হিসেবে দেখতে পাবেন । আমি আপনার কোন নির্দেশই অমান্য করব না । এরপর তাঁরা উভয়ে রওয়ানা হয়ে নদীর তীর দিয়ে

চলতে লাগলেন। এমন সময় একটি নৌকা তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। তারা তাদেরকেও নৌকায় উঠিয়ে নিতে অনুরোধ করলেন। তারা খায়ির (আ)-কে চিনে ফেললেন এবং তারা তাঁকে তাঁর সঙ্গীসহ পারিশ্রমিক ব্যতিরেকেই নৌকায় তুলে নিল। তারা দু'জন যখন নৌকায় আরোহণ করলেন, তখন একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকাটির এক পাশে বসল এবং একবার কি দু'বার নদীর পানিতে সে তার ঠোঁট ডুবাল। খায়ির (আ) বললেন, হে মূসা (আ)! আমার এবং তোমার জ্ঞানের দ্বারা আল্লাহর জ্ঞান হতে তত্ত্বাত্মকওহাস পায়নি যতটুকু এ পাখিটি তার ঠোঁটের সাহায্যে নদীর পানিহ্রাস করেছে। তারপর খায়ির (আ) হঠাৎ করে একটি কুঠার নিয়ে নৌকার একটি তঙ্গ খুলে ফেললেন, মূসা (আ) অকস্মাত দৃষ্টি দিতেই দেখতে পেলেন তিনি কুঠার দিয়ে একটি তঙ্গ খুলে ফেলেন। তখন তাঁকে তিনি বললেন, আপনি এ কি করলেন? লোকেরা আমাদের পারিশ্রমিক ছাড়া নৌকায় তুলে নিল, আর আপনি তাদের নৌকার আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য নৌকাটি ছিদ্র করে দিলেন? এত আপনি একটি গুরুতর কাজ করলেন। খায়ির (আ) বললেন, আমি কি বলিনি যে, আপনি কখনও আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না? মূসা (আ) বললেন, আমি যে বিষয়টি ভুলে গেছি, তার জন্য আমাকে দোষারূপ করবেন না। আর আমার এ আচরণে আমার প্রতি কঠোর হবেন না। মূসা (আ)-এর পক্ষ থেকে প্রথম এই কথাটি ছিল ভুলক্রমে। এরপর যখন তাঁরা উভয়ে নদী পার হয়ে আসলেন, তখন তাঁরা একটি বালকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন সে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলছিল। খায়ির (আ) তার মাথা ধরলেন এবং নিজ হাতে ছেলেটির ঘাড় পৃথক করে ফেললেন। একথাটি বুঝানোর জন্য সুফিয়ান (র) তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলোর অগ্রভাগ দ্বারা এমনভাবে ইশারা করলেন যেন তিনি কোন জিনিস ছিড়ে নিচ্ছিলেন। এতে মূসা (আ) তাঁকে বললেন, আপনি কি একটি নিষ্পাপ ছেলেকে বিনা অপরাধে হত্যা করলেন? নিচ্যই আপনি একটি গর্হিত কাজ করলেন। খায়ির (আ) বললেন, আমি কি আপনাকে বলিনি যে আপনি আমার সাথে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না? মূসা (আ) বললেন, এরপর যদি আমি আপনাকে আর কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি তাহলে আপনি আমাকে আর আপনার সঙ্গে রাখবেন না। কেননা আপনার উয়র আপন্তি চূড়ান্ত হয়েছে। এরপর তাঁরা চলতে লাগলেন শেষ পর্যন্ত তাঁরা এক লোকালয়ে এসে পৌছলেন। তাঁরা গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের মেহমানদারী করতে অঙ্গীকার করল। তাঁরপর তাঁরা সেখানেই একটি প্রাচীর দেখতে পেলেন যা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। তা একদিকে ঝুঁকে গিয়েছিল। খায়ির (আ) তা নিজের হাতে সোজা করে দিলেন। রাবী আপন হাতে এভাবে ইশারা করলেন। আর সুফিয়ান (র) এমনিভাবে ইঙ্গিত করলেন যেন তিনি কোন জিনিস উপরের দিকে উচিয়ে দিচ্ছেন। “ঝুঁকে পড়েছে” একথাটি আমি সুফিয়ানকে মাত্র একবার বলতে শুনেছি। মূসা (আ) বললেন, তাঁরা এমন মানুষ যে, আমরা তাঁদের কাছে আসলাম, তাঁরা আমাদেরকে না খাবার পরিবেশন করল, না আমাদের মেহমানদারী করল আপনি এদের প্রাচীর সোজা করতে গেলেন। আপনি ইচ্ছা করলে এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন। খায়ির (আ) বললেন, এখানেই আপনার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ হল। তবে এখনই আমি আপনাকে অবহিত করছি ওসব কথার গুচ্ছ রহস্য, যেসব বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেন নি। নবী ﷺ বলেছেন, আমাদেরতো ইচ্ছা যে, মূসা (আ) ধৈর্যধারণ করলে আমাদের কাছে তাঁদের আরো অনেক বেশী খবর বর্ণিত হতো। সুফিয়ান (রা) বর্ণনা করেন নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ মূসা (আ)-এর উপর রহমত বর্ষণ

করুন। তিনি যদি ধৈর্যধারণ করতেন, তাহলে তাদের উভয়ের ব্যাপারে আমাদের কাছে আরো অনেক ঘটনা বর্ণিত হতো। রাবী (সাইদ ইবন জুবায়র) বলেন, ইবন আবুস রা (রা) এখানে পড়েছেন, তাদের সামনে একজন বাদশাহ ছিল, সে প্রতিটি নিশ্চৃত নৌকা যবরদস্তিভূলক ছিনিয়ে নিত। আর সে ছেলেটি ছিল কাফির, তার মা-বাবা ছিলেন মুনিন। তারপর সুফিয়ান (র) আমাকে বলেছেন, আমি এ হাদীসটি তাঁর (আমর ইবন দীনার) থেকে দু'বার শুনেছি এবং তাঁর নিকট হতেই মুখস্থ করেছি। সুফিয়ান (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কি আমর ইবন দীনার (র) থেকে শুনার আগেই তা মুখস্থ করেছেন না অপর কোন স্থানের নিকট শুনে তা মুখস্থ করেছেন? তিনি বললেন, আমি কার নিকট থেকে তা শুন্ত করতে পারি? আমি ছাড়া আর কেউ কি এ হাদীস আমরের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন? আমি তাঁর কাছ থেকেই শুনেছি দুইবার কি তিনবার। আর তাঁর থেকেই তা মুখস্থ করেছি। আলী ইবন খুশরম (র) সুফিয়ান (র) সুন্তো বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣١٦٣

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبْنُ الْأَصْبَاهَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبْنُ الْمُبَارَكِ  
عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبِهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ  
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَضِيرُ لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةِ بَيْصَاءَ ، فَإِذَا  
هِيَ تَهَتَّزُ مِنْ خَلْفِهِ خَصْرَاءَ -

**৩১৬৩** মুহাম্মদ ইবন সাইদ ইবন আসবাহানী (র) ..... আবু হৱায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, খাযির (আ)-কে খাযির নামে অভিহিত করার কারণ হলো এই যে, একদা তিনি ঘাস-পাতা বিহীন শুষ্ক সাদা জায়গায় বসেছিলেন। সেখান থেকে তাঁর উঠে যাওয়ার পরই হঠাৎ ঐ স্থানটি সবুজ হয়ে গেল। (এ ঘটনা থেকেই তাঁর নাম খাযির হয়ে যায়।)

## ২০২৬. بَابُ . ২০২৬

২০২৬. পরিচ্ছেদ :

٣١٦٤

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ  
هَمَّامٍ بْنِ مُنْبِهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ ﷺ قِيلَ لِبْنِي إِسْرَائِيلَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقَوْلُوا حِطَّةً  
فَبَدَّلُوا فَدَخَلُوا يَزْحَفُونُ عَلَى أَسْتَاهِمْ وَقَالُوا حَبَّةً فِي شَعْرَةِ -

**৩১৬৪** ইসহাক ইব্ন নাসর (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বনী ইসরাইলকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তোমরা দ্বার দিয়ে অবনত মস্তকে প্রবেশ কর আর মুখে বল, 'হিত্তাতুন' (অর্থাৎ হে আল্লাহ ! আমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দাও ।) কিন্তু তারা এ শব্দটি পরিবর্তন করে ফেলল এবং প্রবেশ দ্বার দিয়ে যেন জানু নত না করতে হয় সে জন্য তারা নিজ নিজ নিতয়ের ওপর ভর দিয়ে শহরে প্রবেশ করল আর মুখে বলল, "হাকবাতুন ফী শা'আরাতিন" (অর্থাৎ হে আল্লাহ ! আমাদেরকে যবের দানা দাও ।)

**৩১৬৫** حَدَّثَنِي أَشْحَقُ بْنُ ابْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ وَخَلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مُوسَى كَانَ دَجْلَادِ حَيَّيَا سَتِيرًا لَا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ أَسْتَحْيِيَهُ مِنْهُ فَإِذَا هُوَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالُوا مَا يَسْتَهْرُ بِهِ هَذَا الشَّسْتَرُ، إِلَّا مِنْ عَيْبٍ بِجَلْدِهِ إِمَّا بَرَصٍ وَإِمَّا أَدْرَةٍ، وَإِمَّا آفَةٍ، وَإِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسَى، فَخَلَدَ يَوْمًا وَحْدَهُ فَوُضَعَ ثِيَابُهُ عَلَى الْحَجَرِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثُوبِهِ فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ فَجَعَلَ يَقُولُ ثَوْبِيْ حَجَرُ ثَوْبِيْ حَجَرُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَلَامِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَأَوْهُ عُرْيَانًا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ وَأَبْرَاهِيمَ مِمَّا يَقُولُونَ، وَقَامَ حَجَرُ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَلَبِسَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرِبًا بِعَصَاهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثْرِ ضَرِبِهِ ثَلَاثًا أوْ أَرْبَعًا أوْ خَمْسًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا -

**৩১৬৬** ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মূসা (আ) অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন, সব সময় শরীর আবৃত রাখতেন। তাঁর দেহের কোন

অংশ খোলা দেখা যেতনা তা থেকে তিনি লজ্জাবোধ করতেন। বণী ইসরাইলের কিছু সংখ্যক লোক তাঁকে খুব কষ্ট দিত। তারা বলত, তিনি যে শরীরকে এত বেশী ঢেকে রাখেন, তার একমাত্র কারণ হলো, তাঁর শরীরে কোন দোষ আছে। হয়ত শ্বেত রোগ অথবা একশিরা বা অন্য কোন রোগ আছে। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলেন মূসা (আ) সম্পর্কে তারা যে অপবাদ রাচ্ছিলেন তা থেকে তাঁকে মুক্ত করবেন। এরপর একদিন নির্জন স্থানে গিয়ে তিনি একাকী হলেন এবং তাঁর পরগের কাপড় খুলে একটি পাথরের ওপর রাখলেন, তারপর গোসল করলেন, গোসল সেরে যখনই তিনি কাপড় নেয়ার জন্য সেদিকে এগিয়ে গেলেন তাঁর কাপড়সহ পাথরটি ছুটে চলল। এরপর মূসা (আ) তাঁর লাঠিটি হাতে নিয়ে পাথরটির পেছনে পেছনে ছুটলেন। তিনি বলতে লাগলেন, আমার কাপড় হে পাথর! হে পাথর! পরিশেষে পাথরটি বনী ইসরাইলের একটি জন সমাবেশে গিয়ে পৌছল। তখন তারা মূসা (আ)-কে বিবৰ্ণ অবস্থায় দেখল যে তিনি আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ এবং তারা তাঁকে যে অপবাদ দিয়েছিল সে সব দোষ থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। আর পাথরটি থামল, তখন মূসা (আ) তাঁর কাপড় নিয়ে পরিধান করলেন এবং তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে পাথরটিকে জোরে জোরে আঘাত করতে লাগলেন। আল্লাহর কসম! এতে পাথরটিতে তিনি, চার, কিংবা পাঁচটি আঘাতের দাগ পড়ে গেল। আর এটিই হলো আল্লাহর এ বাণীর মর্মঃ হে মুমিনগণ! তোমরা তাদের ন্যায় হয়েনা যারা মূসা (আ)-কে কষ্ট দিয়েছিল। এরপর আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ প্রমাণিত করেন তা থেকে যা তারা রটনা করেছিল। আর তিনি ছিলেন আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান। (৩৩ : ৬৯)

٣١٦٦

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قَسْمًا فَقَالَ رَجُلٌ أَنِّي هَذِه لِقَسْمَةٌ مَا أُرِيدُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَغَضِبَ حَتَّى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ مُؤْسِى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرِ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ -

৩১৬৬ আবুল ওয়ালীদ (রা).....আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কিছু জিনিস (লোকদের মধ্যে) বন্টন করেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, এতো এমন ধরনের বন্টন যা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়নি। এরপর আমি নবী ﷺ-এর খেদমতে আসলাম এবং তাঁকে বিষয়টি জানালাম। তিনি খুব অসন্তুষ্ট হলেন, এমনকি তাঁর চেহারায় আমি অসন্তুষ্টির ভাব দেখতে পেলাম। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ মূসা (আ)-এর প্রতি রহম করুন তাঁকে এর চেয়ে অনেক কষ্ট দেওয়া হয়েছিল, তবুও তিনি ধৈর্যধারণ করেছিলেন।

٢٠٢٧. بَابُ قَوْلَةِ تَعَالَى : يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ مُتَبَرِّ  
خُسْرَانٌ وَلَيُتَبَرِّوْا يُدَمِّرُوا مَا عَلَوْا مَا غَلَبُوا

২০২৭. পরিছেদ ৪ মহান আল্লাহর বাণী : তারা প্রতিমা পূজায় রত এক জাতীর নিকট উপস্থিত হয়। (১৩৮) ৭৪ অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত যেন তারা খৎস হয়। অর্থ যা অধিকারে এনেছিল

٣١٦٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْبَيْثُ عَنْ يَوْنَسَ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ نَجْنِي الْكَبَاثَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطِيبُهُ قَالُوا أَكْنَتْ تَرْعَى الْغَنَمَ، قَالَ وَهَلْ مَنْ نَبِيَ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا -

৩১৬৭ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র) ..... জবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে 'কাবাস' (পিলু) গাছের পাকা ফল বেছে বেছে নিছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-বলেন, এর মধ্যে কালোগুলো নেওয়াই তোমাদের উচিত। কেননা এগুলোই বেশী সুস্থাদু। সাহাবাগণ বলেন, আপনি কি ছাগল চরিয়েছিলেন? তিনি জওয়াব দিলেন, প্রত্যেক নবীই তা চরিয়েছেন।

٢٠٢٨. بَابُ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً أَلْيَةً، قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ عَوَانُ النَّصَفُ بَيْنَ الْبَكْرِ وَالْهَرَمَةِ فَاقِعٌ صَافٌ لَا ذَلُولٌ لَمْ يُذْلِلْهَا الْعَمَلُ ، تُشِيرُ الْأَرْضَ لَيْسَتْ بِذَلُولٍ تُشِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَعْمَلُ فِي الْحَرَثِ، مُسْلَمَةٌ مِنَ الْعُيُوبِ، لَا شَيْءٌ بَيْاضٌ صَفَرًا، إِنْ شِئْتَ سَوْدَاءَ وَيُقَالُ صَفَرًا، كَفُولِهِ جِمَالَاتٌ صَفَرٌ فَادُارَأْتُمْ اخْتِلَفْتُمْ -

২০২৮. পরিচ্ছেদ ৪ মহান আল্লাহর বাণী : আর স্বরণ করুন, যখন মুসা (আ) তাঁর কাওমকে বলেছিলেন, নিচয় আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাজী যবেহের আদেশ দিয়েছেন। (২৪ ৬৪) আবুল আলীয়া (র) বলেন, عَوَانْ فَاقِعٌ عَوَانْ উজ্জল গাঢ়। لَّا دُلُولٌ أَرْضَ تُثِيرُ جِمَالَتُ صَفْرُ صَفْرَ অর্থ, যা কাজে ব্যবহৃত হয় নাই। জমি চাষে অর্ধাং গাজীটি এমন যা ভূমি কর্ষণে ও চাষের কাজে ব্যবহৃত হয় নি। যা সকল ঝুঁটি ও খুঁত থেকে মুক্ত। لَا شَيْءٌ كোন দাগ নেই। হলুদ ও সাদা বর্ণের। তুমি ইচ্ছা করলে কালোও বলতে পারো। আরোও বলা হয় এর অর্থ হলুদ বর্ণের। যেমন মহান আল্লাহর বাণী : جِمَالَاتُ صَفْرُ صَفْرَ পীতবর্ণের উটসমূহ। - فَادْأَرْأَتُمْ - তোমরা পরম্পর মত বিরোধ করছিলে

## ٢٠٢٩ . بَابُ وَقَاهِ مُوسَى وَذِكْرِهِ بَعْدُ

২০২৯. পরিচ্ছেদ ৫ মুসা (আ)-এর ওফাত ও পরবর্তী অবস্থার বর্ণনা

٢١٦٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبْنِ طَاؤُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرْسِلْ مَلَكًَ إِلَى الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمَّا جَاءَهُ سَكَّهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ قَالَ أَرْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَضْعُ يَدَهُ عَلَى مَتِّئِ شَوْرٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدَهُ بِكُلِّ شَعَرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَيُّ رَبٌّ ؟ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ ، قَالَ فَالآنَ قَالَ فَسَالَ اللَّهُ أَنَّ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَّةً بِحَجَرٍ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ كُنْتُ ثُمَّ لَأَرِيَتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ ، قَالَ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ -

৩১৬ ইয়াহুয়া ইবন মুসা (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মওতের ফিরিশতাকে মুসা (আ)-এর নিকট তাঁর (জান কবয়ের) জন্য পাঠান হয়েছিল। ফিরিশতা যখন তাঁর নিকট

আসলেন, তিনি তাঁর চোখে থাপ্পর মারলেন। তখন ফিরিশ্তা তাঁর রবের নিকট ফিরে গেলেন এবং বললেন, আপনি আমাকে এমন এক বান্দার নিকট পাঠিয়েছেন যে মরতে চায় না। আল্লাহু বললেন, তুমি তার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বল সে যেন তার একটি হাত একটি গরুর পিঠে রাখে, তার হাত যতগুলো পশম ঢাকবে তার প্রতিটি পশমের পরিবর্তে তাকে এক বছর করে হায়াত দেওয়া হবে। মূসা (আ) বললেন, হে রব! তারপর কি হবে? আল্লাহু বললেন, তারপর মৃত্যু। মূসা (আ) বললেন, তাহলে এখনই হউক (রাবী আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তখন তিনি আল্লাহুর নিকট আরয় করলেন, তাঁকে যেন 'আরদে মুকাদ্দাস' বা পবিত্র ভূমি থেকে একটি পাথর নিষ্কেপের দূরত্বের সমান স্থানে পৌছে দেওয়া হয়। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি যদি সেখানে থাকতাম তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে রাস্তার পার্শ্বে লাল টীলার নীচে তাঁর কবরটি দেখিয়ে দিতাম। রাবী আব্দুর রায়হাক বলেন, মামর (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) সুন্দে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣١٦٩

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ  
 أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعْيَدَ أَبْنَ الْمُسَيْبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ  
 اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَبَرَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ  
 الْمُسْلِمُ وَالَّذِي أُصْطَفِيَ مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ فِيْ قَسْمٍ يُقْسِمُ بِهِ، فَقَالَ  
 الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي أُصْطَفِيَ مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ  
 يَدَهُ فَلَطَمَ الْيَهُودِيَّ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ الَّذِي  
 كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ، فَقَالَ لَا تُخِيرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ  
 يَصْنَعُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ،  
 فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِيْ أَوْ كَانَ مِنْ اسْتَئْشَنِيِّ اللَّهُ -

৩১৬৯) আবুল ইয়ামান (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মুসলিম আর একজন ইয়াহুদী পরম্পরাকে গালি দিল। মুসলিম ব্যক্তি বললেন, সেই সন্তার কসম! যিনি মুহাম্মদ ﷺ-কে সম্মত জগতের উপর মনোনীত করেছেন। কসম করার সময় তিনি একথাটি বলেছেন। তখন ইয়াহুদী লোকটিও বলল, ঐ সন্তার কসম! যিনি মূসা (আ)-কে সম্মত জগতের উপর মনোনীত করেছেন। তখন সেই মুসলিম সাহাবী সে সময় তার হাত উঠিয়ে ইয়াহুদী লোকটিকে একটি চড় মারলেন। তখন সে ইয়াহুদী নবী ﷺ-এর নিকট গেল এবং ঐ ঘটনাটি অবহিত করলো যা তার ও মুসলিম সাহাবীর মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমরা আমাকে মূসা (আ)-এর উপর অধিক মর্যাদা

দেখাতে যেওনা (কেননা কিয়ামতের দিন) সকল মানুষ বেহশ হয়ে যাবে। আর আমিই সর্বপ্রথম হশ ফিরে পাব। তখনই আমি মূসা (আ)-কে দেখব, তিনি আরশের একপাশ ধরে রয়েছেন। আমি জানিনা, যারা বেহশ হয়েছিল, তিনিও কি তাদের মধ্যে ছিলেন? তারপর আমার আগে তাঁর হশ এসে গেছে? অথবা তিনি তাদেরই একজন, যাঁদেরকে আল্লাহ বেহশ হওয়া থেকে বাদ দিয়েছিলেন।

٣١٧٠

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ  
ابْنِ شَهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَنْتَ أَمْ مُوسَىٰ أَنْتَ أَدْمُ الدَّىٰ أَخْرَجْتَكَ  
خَطِيْبَتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ ، قَالَ لَهُ أَدْمُ أَنْتَ مُوسَىٰ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ  
بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ ثُمَّ تَلَوْمَنِي أَمْرِ قُدْرَ عَلَىٰ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ فَقَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَحَجَّ أَدْمُ مُوسَىٰ مَرَّتَيْنِ -

৩১৭০ আবদুল আয়ীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবু হুয়ায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আদম (আ) ও মূসা (আ) (রাহানী জগতে) তর্ক-বিতর্ক করছিলেন। তখন মূসা (আ) তাঁকে বলছিলেন, আপনি সেই আদম যে, আপনার ভুল আপনাকে বেহেশত থেকে বের করে দিয়েছিল। আদম (আ) তাঁকে বললেন, আপনি সেই মূসা যে, আপনাকে আল্লাহ তাঁর রিসালাত দান এবং বাক্যালাপ দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন। তারপরও আপনি আমাকে এমন একটি বিষয়ে দোষারোপ করছেন, যা আমার সৃষ্টির আগেই আমার তক্দীরে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'বার বলেছেন, এ বিতর্কে আদম (আ) মূসা (আ)-এর ওপর জয়ী হন।

٣١٧١

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ  
الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ  
خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمًا فَقَالَ عُرْضَتْ عَلَىَ الْأَمْمَ وَرَأَيْتُ سَوَادًا  
كَثِيرًا سَدَ الْأَفْقَ فَقِيلَ هَذَا مُوسَىٰ فِي قَوْمِهِ -

৩১৭১ মুসাদ্দাদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ আমাদের সামনে আসলেন এবং বললেন, আমার নিকট সকল নবীর উম্মতকে পেশ করা হয়েছিল। তখন আমি এক বিরাট দল দেখতে পেলাম, যা দিগন্ত দেকে ফেলেছিল। তখন বলা হলো, ইনি হলেন মূসা (আ) তাঁর কওমের সাথে।

٢٠٣٠. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ أَمْنَوْا  
امْرَأَةً فِرْعَوْنَ إِلَى قَوْلِهِ : وَكَانَتْ مِنَ الْقَاتِنِينَ

২০৩০. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : আর যারা ইমান এনেছে তাদের জন্য আল্লাহ ফিরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। আর মূলতঃ সে অনুগত লোকদেরই একজন ছিল। (৬৬: ১১-১২)

٣١٧٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعَ عنْ شُعبَةَ عَنْ عَمَرِ بْنِ  
مُرْأَةَ عَنْ مَرَةَ الْهَمَدَانِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكُمِلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا  
آسِيَّةً امْرَأَةً فَرَعَوْنَ وَمَرِيمَ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى  
النِّسَاءِ كَفْضُلِ التَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ -

৩১৭২ ইয়াহুইয়া ইব্ন জাফর (র) ..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পুরুষের মধ্যে অনেকেই কামালিয়াত অর্জন করেছেন। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া এবং ইমরানের কন্যা মারইয়াম ব্যতীত আর কেউ কামালিয়াত অর্জনে সক্ষম হয়নি। তবে আয়েশার মর্যাদা সব মহিলার উপর এমন, যেমন সারীদের (গোশতের বোলে ভিজা ঝট্টির) মর্যাদা সর্ব প্রকার খাদ্যের উপর।

٢٠٣١. بَابُ إِنْ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُّوسَى الْآيَةُ لَتَنْوِيَةُ لَتُغْفَلُ ،  
قَالَ أَبْنُ عَبَاسٍ أُوكِيَ الْقُوَّةُ لَا يَرْقَعُهَا الْعُصَبَةُ مِنَ الرِّجَالِ يَقُالُ  
الْفَرِحِينَ الْمَرِحِينَ وَيُكَانُ اللَّهُ مِثْلُ أَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ  
يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَيُوَسِّعُ عَلَيْهِ وَيُضَيقُ ،

بَابُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى مَدِينَ أَخَاهُمْ شَعِيبًا إِلَى أَهْلِ مَدِينَ ،  
لَا إِنَّ مَدِينَ بَلَدٌ وَمِثْلُهُ : وَاسْأَلِ الْقَرِيَةَ وَاسْأَلِ الْعِيْرَ يَعْنِي أَهْلَ

الْقَرِيَّةِ وَاهْلَ الْعِبْرِ وَرَاكُمْ ظَهَرِيَا لَمْ تَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ وَيُقَالُ إِذَا لَمْ تَقْضِ حَاجَتَهُ ظَهَرَتْ حَاجَتِي وَجَعَلْتُنِي ظَهَرِيَا وَالظَّهَرِيُّ : أَنْ تَأْخُذُ مَعَكَ دَابَّةً أَوْ عَاءً تَسْتَظْهِرُ بِهِ، مَكَانَتُكُمْ وَمَكَانَكُمْ وَاحِدٌ يَغْنَوْا بِعِيشِوْا تَأْسُ تَحْزَنَ أَسَى أَحْزَنَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ يَسْتَهْزِئُنَ بِهِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لِيَكُمُ الْأَيْكَةُ يَوْمَ الظُّلَّةِ إِطْلَالُ الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ .

২০৩১. পরিষেদ ৪ মহান আল্লাহর বাণী : নিচয়ই কারন ছিল মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় ভুক্ত।..... (২৮ : ৭৬) অর্থ অবশ্যই কষ্টসাধ্য ছিল। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, একদল বলবান লোকও তার চাবিগুলো বহন করতে পারতো না। বলা হয় অর্থ দাতিক লোকগুলো। **الْفَرِحِين**-**أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ** --**وَيَكَانُ اللَّهُ** -এর ন্যায়, অর্থ তুমি দেখলে তো, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রিয়ক বেশী করে দেন, আর যাকে ইচ্ছা কম করে দেন ..... (৩০ : ৩৭)

২০৩২. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَإِنْ يُؤْنِسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَى قَوْلِهِ وَهُوَ مُلِيمٌ قَالَ مُجَاهِدٌ مُذْنِبُ الشَّحُونَ الْمُوَقَرُ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ الْأَيْتَ فَنَبَذَنَهُ بِالْعَرَاءِ بِوَجْهِ الْأَرْضِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَاتَّبَعْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يُقْطِينَ مِنْ غَيْرِ ذَاتٍ أَصْلِ الدَّبَابِ وَنَحْوِهِ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مَائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَامْتَنَّاهُمْ فَمَتَعَنَّهُمُ اللَّهُ حَيْنٌ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذَا نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ كَظِيمٌ وَوَهُوَ مَفْمُومٌ

২০৩২. পরিষেদ ৪ মহান আল্লাহর বাণী : আর নিচয়ই ইউনুস রাসূলগণের অঙ্গর্গত ছিলেন। ..... তখন তিনি নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। (৩৭ : ১৩৯-১৪২) মুজাহিদ (র) বলেন, **الْمَشْحُونُ** -অর্থ- বোঝাই নৌযান। (আল্লাহর বাণী) যদি তিনি

আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করতেন .....। (৩৭ : ১৪৩) তারপর ইউনুসকে আমি নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রাণীর এবং তিনি তখন রঞ্জ ছিলেন। পরে আমি তার উপর এক সাউ গাছ উদগত করলাম। (৩৭ : ১৪৫-১৪৬) **أَلْعَرَاءُ** অর্থ- যমীনের উপরিভাগ **بِقَطِينٍ**।  
 অর্থ - কান্তিবিহীন তৃণলতা, যেমন সাউ গাছ ও তার সদৃশ। (মহান আল্লাহর বাণী) তাকে আমি এক সাখ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম এবং তারা ঈমান এনেছিল। ফলে আমি তাদেরকে কিছু কালের জন্য জীবন উপভোগ করতে দিলাম। (৩৭ : ১৪৭-১৪৮) (মহান আল্লাহর বাণী) আপনি মাছের সাথীর ন্যায় অধৈর্য হবেন না। তিনি বিশাদাচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর- প্রার্থনা করছিলেন। (৬৮ : ৪৮) **كَظِيمٌ** অর্থ- বিশাদাচ্ছন্ন

২০৩২. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শাইবকে পাঠিয়েছিলাম। (১১ : ৪৮) **إِلَى مَدِينَ** অর্থাৎ মাদইয়ানবাসীদের প্রতি। কেননা মাদইয়ান একটি জনপদ। যেমন **وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ**- অর্থাৎ জনপদবাসী ও যাত্রীদল। **وَرَأَمْ كُمْ ظِهْرِيًّا** অর্থাৎ তোমরা তার প্রতি ফিরে তাকাও নি। যখন কারোও কোনো প্রয়োজন পুরা না করবে, তখন বলা হয়- তুমি আমার প্রয়োজনকে পিছনে ফেলে রেখেছো। অথবা তুমি আমার প্রতি ফিরে তাকাওনি। **الظِهْرِيُّ** অর্থ- তুমি তোমার সাথে কোন বাহন অথবা বাসন রাখতে যার দ্বারা তুমি উপকৃত হবে। **مَكَانِتُكُمْ وَمَكَانِكُمْ** - একই অর্থ- তুমি তোমার সাথে কোন বাহন অথবা বাসন জীবন যাপন। **إِنْكَ** অর্থ চিহ্নিত হওয়া- **أَسْلَى** - অর্থ দৃঢ়ুক্তি হবো। হাসান (র) বলেন, **لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ** (অর্থাৎ তুমি তো অবশ্যই সহিংস সদাচারী।) (১১ : ৮৭) এখানে কাফিরেরা ঠাট্টাচ্ছলে বলতো। আর মুজাহিদ (র) বলেন, **لَيْكَهُ مُلْتَكَ** অর্থ- তাদের জন্য মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আয়াব

২১৭৩

حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفِّيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ  
 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٌ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ  
 يُونُسَ زَادَ مَسْدِدٌ يُونُسَ بْنُ مَتْتَى -

**৩১৭৩** মুসাদ্দাদ (র) এবং আবু নু'আঙ্গে (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যেন একপ না বলে যে, আমি (মুহাম্মদ ﷺ) ইউনুস (আ) থেকে উত্তম। মুসাদ্দাদ (র) বাড়িয়ে বললেন, ইউনুস ইব্ন মাত্তা।

**৩১৭৪** حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَاتِدَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ  
عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ  
أَنْ يَقُولَ : إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتْتَى وَنَسْبَهُ إِلَى أَبِيهِ -

**৩১৭৫** হাফস ইব্ন উমর (র) ..... ইব্নে আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, কোন বান্দার জন্য এমন কথা বলা শোভনীয় নয় যে, নিচ্যই আমি (মুহাম্মদ) ইউনুস ইব্ন মাত্তা থেকে উত্তম। আর নবী ﷺ তাঁকে (ইউনুসকে) তাঁর পিতার দিকে সম্পর্কিত করেছেন।

**৩১৭৫** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزِيزِ بْنِ أَبِي  
سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا يَهُودِيٌّ يَعْرِضُ سُلْعَتَهُ أَعْطَى بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ فَقَالَ لَهُ  
وَالَّذِي أُصْطَفِي مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَامَ  
فَلَطَمَ وَجْهَهُ وَقَالَ تَقُولُ وَالَّذِي أُصْطَفِي مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ وَالنَّبِيِّ  
ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْداً  
فَمَا بَالُ فُلَانٌ لَطَمَ وَجْهِي ، فَقَالَ لَمْ لَطَمْتَ وَجْهَهُ فَذَكَرَهُ فَغَضِبَ النَّبِيُّ  
ﷺ حَتَّى رُؤَى فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ فَإِنَّهُ  
يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَيَصْبِعُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ  
شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ فَإِذَا مُوسَى أَخْذَ  
بِالْعَرْشِ ، فَلَا أَدْرِي أَجُوْسِبَ بَصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ لَمْ بُعِثَ قَبْلِيُّ وَلَا  
أَقُولُ إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتْتَى -

**৩১৭৫** ইয়াত্তুল্লাহ ইবন বুকায়র (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক ইয়াত্তুল্লাহ তার কিছু দ্রব্য সামগ্ৰী বিক্ৰিৰ জন্য পেশ কৰছিল, তার বিনিময়ে তাকে এমন কিছু দেওয়া হলো যা সে পছন্দ কৰল না। তখন সে বললো, না! সেই সন্তার কসম, যে মূসা (আ)-কে মানব জাতিৰ উপৰ মৰ্যাদা দান কৰেছেন। এ কথাটি একজন আনসারী (মুসলিম) শুনলেন, তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। আৱ তাৰ (ইয়াত্তুল্লাহীৰ) মুখেৰ উপৰ এক চড় মারলেন। আৱ বললেন, তুমি বলছো, সেই সন্তার কসম! যিনি মূসাকে মানব জাতিৰ উপৰ মৰ্যাদা দান কৰেছেন অথবা নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ আমাদেৱ মাঝে বিদ্যমান। তখন সে ইয়াত্তুল্লাহী লোকটি নবী صَلَّى اللّٰহُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ-এৰ নিকট গেলো এবং বললো, হে আবুল কাসিম! নিশ্চয়ই আমাৱ জন্য নিৱাপনা এবং আহাদ রয়েছে অৰ্থাৎ আমি একজন যিচী। অতএব অমুক ব্যক্তিৰ কি হলো, কি কাৱণে সে আমাৱ মুখে চড় মারলো? তখন নবী صَلَّى اللّٰহُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ তাঁকে জিজ্ঞাসা কৰলেন, কেন তুমি তাৰ মুখে চড় মারলো? আনসারী ব্যক্তি ঘটনাটি বৰ্ণনা কৰলো। তখন নবী صَلَّى اللّٰহُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ রাগাভিত হলেন। এমনকি তাঁৰ চেহাৱায় তা প্ৰকাশ পেল। তাৱপৰ তিনি বললেন, আল্লাহৰ নবীগণেৰ মধ্যে কাউকে কাৱো উপৰ (অন্যকে হেয় কৰে) মৰ্যাদা দান কৰো না। কেননা কিয়ামতেৰ দিন যখন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন আল্লাহ যাকে চাইবেন সে ব্যতীত আসমান ও যমীনেৰ বাকী সবাই বেহশ হয়ে যাবে। তাৱপৰ দ্বিতীয়বাৱ তাতে ফুঁক দেওয়া হবে। তখন সৰ্বপ্ৰথম আমাকেই উঠানো হবে। তখনই আমি দেখতে পাৰ মূসা (আ) আৱশ ধৰে রয়েছেন। আমি জানি না, তূৰ পৰ্যতেৰ ঘটনাৰ দিন তিনি যে বেহশ হয়েছিলেন, এটা কি তাৱই বিনিময়, না আমাৱই আগে তাঁকে উঠানো হয়েছে? আৱ আমি এ কথাও বলি না যে কোন ব্যক্তি ইউনুস ইবন মাত্তার চেয়ে অধিক মৰ্যাদাবান।

**৩১৭৬** حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ سَمِعْتُ  
حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْبَغِي  
لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ يُونُسَ بْنِ مَتْتَى -

**৩১৭৬** আবুল ওয়ালীদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী صَلَّى اللّٰহُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ বলেন, কোন বান্দাৱ পক্ষেই এ কথা বলা শোভনীয় নয় যে, আমি (মুহাম্মদ) ইউনুস ইবন মাত্তার চেয়ে উত্তম।

**২০৩৩** . بَأْبُ قَوْلَهُ : وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً  
الْبَخْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السُّبْتِ، يَتَعَدُّونَ يَتَبَاوِزُونَ ، إِذْ تَأْتِهِمْ  
جِيَّتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرُّعاً شَوَّارِعَ وَيَوْمَ لَا يَسْبِطُونَ إِلَى قَوْلِهِ  
خَاسِئِينَ بِشَيْسِ شَدِيدٍ

২০৩৩. পরিচ্ছেদ ৪ মহান আল্লাহর বাণী : আর তাদেরকে সমুদ্র তীরবর্তী জনপদবাসীদের স্বরক্ষে জিজ্ঞাসা কর। যখন তারা শনিবারে সীমালংঘন করতো । অর্থ **يَقْدُونَ** সীমালংঘন করতো । সমুদ্রের মাছগুলো শনিবার উদযাপনের দিন পানির উপর ভেসে তাদের নিকট আসতো । **شُرُّعًا** অর্থ পানিতে ভেসে আর যেদিন তারা শনিবার উদযাপন করতো না ..... মহান আল্লাহর বাণী : **بِتَنِيسِ شَدِيدٍ** - পর্যন্ত **خَاسِيَّةِ** শৃণিত - ভীষণ অপদস্থ

২০৩৪. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ : وَأَتَيْنَا دَاؤِدَ زَبُورًا الْكُتُبُ  
وَاحِدُهَا زَبُورٌ زَبَرٌ كَتَبَتُ ، وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاؤِدَ مَنًا فَضْلًا يَا جِبَالُ  
أَوْيَنِ مَعَهُ ، قَالَ مُجَاهِدٌ سَبَحَنَ مَعَهُ وَالْطِيرُ وَالنَّالَهُ الْمَحْدِيدُ أَنِ  
أَعْمَلُ سَابِعَاتٍ الدُّرُوعَ ، وَقَدْرٌ فِي السَّرُدِ الْمَسَامِيرِ وَالْحَلْقِ ، وَلَا  
تُدْقِ الْمِسْمَارَ فَيَتَسَلَّلَ وَلَا تُعَظِّمُ فَيَقْصِمَ أَفْرِغُ اِنْزِلَ بَسْطَةٌ  
زِيَادَةً وَفَضْلًا

২০৩৫. পরিচ্ছেদ ৪ মহান আল্লাহর বাণী : আমি দাউদকে 'যাবুর' দিয়েছি। (১৭ : ৫৫) **الْزَبُورُ** কিতাবসমূহ। তার একরচনে -আমি **زَبُورٌ** আর **زَبَرٌ** আমি শিখেছি। আর আমি আমার পক্ষ থেকে দাউদকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলাম। হে পর্বত ! তাঁর সাথে মিলে আমার তাসবীহ পাঠ কর। মুজাহিদ (র) বলেন, তার সাথে তাসবীহ পাঠ কর। - **سَابِعَاتٍ** - লৌহবর্মসমূহ। আর এ নির্দেশ আমি পাখীকেও দিয়েছিলাম। আমি তাঁর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম। তুমি লৌহবর্ম তৈরী করতে সঠিক পরিমাপের প্রতি লক্ষ্য রেখো। -**السَّرُدِ** - পেরেক ও কড়াসমূহ। পেরেক এমন ছোট করে তৈরী করোনা যাতে তা ঢিলে হয়ে যায়। আর এতো বড় করোনা। যাতে বর্ম ভেঙ্গে যায়। অর্থ- অবর্তীর্ণ করা। **أَفْرِغُ** - অর্থ- বেশীও সম্ভব। (সূরা সাবা : ১০ - ১১)

২১৭৭ **حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ  
عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ  
خُفْفٌ عَنْ دَاؤِدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقُرْآنُ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِهِ فَتَسْرَجُ**

فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَابِهُ وَلَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلٍ يَدِيهِ ، رَوَاهُ  
مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عَنْ صَفَوَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ  
النَّبِيِّ ﷺ -

**৩১৭৭** আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর বলেছেন, দাউদ (আ)-এর পক্ষে কুরআন (যাবুর) তিলাওয়াত সহজ করে দেয়া হয়েছিল। তিনি তাঁর যানবাহনের পশুর উপর গদি বাঁধার আদেশ করতেন, তখন তাঁর উপর গদি বাঁধা হতো। তাঁরপর তাঁর যানবাহনের পশুটির ওপর গদি বাঁধার পূর্বেই তিনি যাবুর তিলাওয়াত করে শেষ করে ফেলতেন। তিনি নিজ হাতে উপার্জন করেই খেতেন। মুসা ইব্ন উকবা (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ-থেকে হাদিসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

**৩১৭৮** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ  
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَبِّبَ أَخْبَرَهُ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ  
اللَّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخْبِرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَقُولُ  
وَاللَّهُ لَا صُومَنَ النَّهَارَ ، وَلَا قُومَنَ اللَّيْلَ مَا عَشَتُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ  
ﷺ أَنْتَ الدَّى تَقُولُ : وَاللَّهُ لَا صُومُ مَنْ النَّهَارَ وَلَا قُومَنَ اللَّيْلَ مَا  
عَشَتُ ؟ قُلْتُ قَدْ قُلْتُهُ ، قَالَ إِنَّكَ لَا تَسْتَطِعُ ذَلِكَ فَصُمُّ وَأَفْطِرُ وَقُمُّ  
وَنَمُّ وَصُمُّ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعِشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ  
صِيَامِ الدَّهْرِ ، فَقُلْتُ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ  
فَصُمُّ يَوْمًا وَأَفْطِرُ يَوْمًا وَذَلِكَ صِيَامٌ دَاؤَدٌ وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ ، قُلْتُ  
إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ -

**৩১৭৯** ইয়াহুয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানান হলো যে, আমি বলছি, আল্লাহ'র কসম! আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন অবশ্যই আমি বিরামহীনভাবে দিনে সাওম পালন করবো আর রাতে ইবাদতে রত থাকবো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমই কি বলেছো, 'আল্লাহ'র কসম, আমি যতদিন বাঁচবো, ততদিন দিনে সাওম

পালন করবো এবং রাতে ইবাদতে রত থাকবো। আমি আরয করলাম, আমিই তা বলছি। তিনি বললেন, সেই শক্তি তোমার নেই। কাজেই সাওমও পালন কর, ইফ্তারও কর অর্থাৎ বিরতি দাও। রাতে ইবাদতও কর এবং যুমও যাও। আর প্রতি মাসে তিন দিন সাওম পালন কর। কেননা প্রতিটি নেক কাজের কমপক্ষে দশগুণ সাওয়ার পাওয়া যায় আর এটা সারা বছর সাওম পালন করার সমান। তখন আমি আরয করলাম। ইয়া রাসূলল্লাহ! আমি এর চেয়েও বেশী সাওম পালন করার ক্ষমতা রাখি। তখন তিনি বললেন, তাহলে তুমি একদিন সাওম পালন কর আর দু'দিন ইফ্তার কর অর্থাৎ বিরতি দাও। তখন আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলল্লাহ! আমি এর চেয়েও অধিক পালন করার শক্তি রাখি। তখন তিনি বললেন, তাহলে একদিন সাওম পালন কর আর একদিন বিরতি দাও। এটা দাউদ (আ)-এর সাওম পালনের পদ্ধতি। আর এটাই সাওম পালনের উচ্চম পদ্ধতি। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলল্লাহ! আমি এর চেয়েও বেশী শক্তি রাখি। তিনি বললেন, এর চেয়ে অধিক কিছু নেই।

٣١٧٩

حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَسْعُرٌ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَلَمْ أَنْبَأْ أَنِّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارِ ، فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْنُ وَنَفَهَتِ النَّفْسُ ، صُمُّ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ أَوْ كَصَوْمُ الدَّهْرِ ، قُلْتُ أَنِّي أَجِدُّ بِي قَالَ مَسْعُرٌ يَعْنِي قُوَّةً قَالَ فَصُمْ صَوْمُ دَاؤُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطِرُ يُومًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى -

খাল্লাদা ইবন ইয়াহিয়া (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি অবহিত হইনি যে, তুমি রাত ভর ইবাদত কর এবং দিন ভর সাওম পালন কর! আমি বললাম, হাঁ। (ঋবর সত্য) তিনি বললেন, যদি তুমি একপ কর; তবে তোমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যাবে এবং দেহ অবসন্ন হয়ে যাবে। কাজেই প্রতি মাসে তিন দিন সাওম পালন কর। তাহলে তা সারা বছরের সাওমের সমতুল্য হয়ে যাবে। আমি বললাম, আমি আমার মধ্যে আরো বেশী পাই। মিসআর (র) বলেন, এখানে শক্তি বুঝানো হয়েছে। তখন রাসূলল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে তুমি দাউদ (আ)-এর পদ্ধতিতে সাওম পালন কর। তিনি একদিন সাওম পালন করতেন আর একদিন বিরত থাকতেন। আর শক্তির সম্মুখীন হলে তিনি কখনও পলায়ন করতেন না।

٢٠٣٥ . بَابُ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةً دَاؤِدَ وَاحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى

اللَّهُ صِيَامٌ دَأْوَدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلَّةً وَيَنَامُ سُدُسَهُ  
وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، قَالَ عَلَىٰ وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ مَا الْفَاهُ السُّحْرُ  
عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا

২০৩৫. পরিচ্ছেদ ৪: দাউদ (আ) এর পদ্ধতিতে সালাত আদায় এবং তাঁর পদ্ধতিতে সাওম পালন আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়। তিনি রাতের প্রথমার্ধে সুমাতেন আর এক-তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন এবং বাকী ষষ্ঠাংশ সুমাতেন। তিনি একদিন সাওম পালন করতেন আর একদিন বিরতি দিতেন। আলী (ইবন মদীনী) (র) বলেন, এটাই আয়েশা (রা)-এর কথা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা সাহরীর সময় আমার কাছে নিদ্রায় থাকতেন

٣١٨٠ حَدَثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ  
عَنْ عَمْرُو بْنِ أَوْسٍ التَّقَفِيِّ أَبْنَاءَ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو قَالَ قَالَ لِي  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَأْوَدَ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا  
وَيُفْطِرُ يَوْمًا ، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَأْوَدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ  
اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلَّةً وَيَنَامُ سُدُسَهُ -

৩১৮০ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় সাওম হলো দাউদ (আ)-এর পদ্ধতিতে সাওম পালন করা। তিনি একদিন সাওম পালন করতেন আর একদিন বিরতি দিতেন। আল্লাহর কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় সালাত হলো দাউদ (আ)-এর পদ্ধতিতে (নফল) সালাত আদায় করা। তিনি রাতের প্রথমার্ধে সুমাতেন, রাতের এক তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে (নফল) সালাত আদায় করতেন আর বাকী ষষ্ঠাংশ আবার সুমাতেন।

২. ৩৬ . بَابٌ وَإِذْ كُرْعَبَدَنَا دَأْوَدَ ذَا الْأَيْدِيْ أَوْبَ إِلَى قَوْلِهِ  
وَقَصَلَ الْخِطَابِ، قَالَ مُجَاهِدٌ: الْفَهْمُ فِي الْقَضَاءِ وَلَا تُشَطِّطْ لَا تُشَرِّفِ

وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخْيُ لَهُ تِسْعُ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً،  
يُقَالُ لِلْمَرْأَةِ نَعْجَةٌ وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا شَاءَ وَلَئِنْ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ  
أَكْفَلَنِيهَا مِثْلُ وَكَفْلَهَا زَكْرِيَاً ضَمَّهَا وَعَزَّزَنِي غَلَبِنِي صَارَ أَعَزُّ مِنِّي  
أَعَزَّتْهُ جَعْلَتْهُ عَزِيزًا فِي الْخِطَابِ يُقَالُ الْمُحَاوَرَةُ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ  
نَعْجَتِكَ إِلَى نَعَاجِهِ وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ الْخُلُطَاءِ الشُّرُكَاءِ فَتَنَاهُ ، قَالَ ابْنُ  
عَبَّاسٍ : أَخْتَبَرْنَاهُ وَقَرَأْ عُمَرُ فَتَنَاهُ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ  
رَاكِعًا وَأَنَابَ

২০৩৬. পরিচ্ছেদ ৪ : মহান আল্লাহর বাণী ৪ এবং স্মরণ কর আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদ  
এর কথা, নিচয়ই তিনি অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী ছিলেন ।..... ফায়সালাকারী বাণিজ্য (৩৮ :  
১৭-২০) । মুজাহিদ (র) বলেন, **نَصْلُ الْخِطَابِ** অর্থ বিচার-ফায়সালার সঠিক জ্ঞান ।  
অবিচার করবে না । (আল্লাহর বাণী) আমাদের সঠিক পথ নির্দেশ করুন । এ আমার  
ভাই, তার আছে নিরামবইটি দুধা এবং আমার আছে মাত্র একটি দুধা । মহিলা এবং  
বকরী উভয়কে বলা হয়ে থাকে - সে বলে আমার যিস্মায় এটি দিয়ে দাও । এ বাক্য  
**كَفَلَهَا** -**زَكْرِيَاً** -এর মত অর্থাৎ যাকারিয়া তার যিস্মায় মারইয়ামকে নিয়ে নিলেন ।  
এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছে । **فَتَنَاهُ** অর্থ আমার উপর সে  
প্রবল হয়েছে । আমার চাইতে সে প্রবল । **أَعَزَّتْهُ** অর্থ তাকে আমি প্রবল করে দিলাম ।  
**خِطَابِ** অর্থ কথা-বাক্যালাপ । (আল্লাহর বাণী) দাউদ বলল তোমার দুষ্টাটিকে তার দুষ্টাগুলির  
সংগে যুক্ত করার দাবী করে সে তোমার প্রতি যুলম করেছে । শরীকদের অনেকে একে অন্যের উপর  
অবিচার করে থাকে । (৩৮ : ২৪) **فَتَنَاهُ** অর্থ শরীকগণ হুক্ম ইবন আব্বাস (রা) বলেন, এর  
অর্থ পরীক্ষা করলাম । উমর (রা) শব্দে **فَتَنَاهُ** হরফে তাশদীদ দিয়ে পাঠ করেছেন ।  
(আল্লাহর বাণী) তারপর সে রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়ল ও তার  
অভিমুখী হল (৩৮ : ২৪)

٣١٨١

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَوَامَ بْنَ حَوْشَبَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَنْسَجْدُ فِي سُورَةٍ صَفَقَرًا : وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاؤَدَ وَسُلَيْمَانَ حَتَّى أَتَى فَبِهُدَاهُمْ أَقْتَدَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَبِيُّكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُمْرِ آنِ يَقْتَدِي بِهِمْ -

৩১৮১ মুহাম্মদ (র) ..... মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা কি সূরা ছোয়াদ পাঠ করে সিজ্দা করবো ? তখন তিনি ওম্পি দুর্যোগে দাউদ পর্যন্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন। এরপর ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, নবী ﷺ সব মহান ব্যক্তিদের একজন, যাঁদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। (৬৪: ৮৪-৯০)

٣١٨٢

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَيْسَ صَمِّ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَسْجُدُ فِيهَا -

৩১৮২ মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূরা ছোয়াদের সিজ্দা অত্যাবশ্যকীয় নয়। কিন্তু আমি নবী ﷺ-কে এ সূরায় সিজ্দা করতে দেখেছি।

২০. ৩৭ . بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَوَهَبْنَا لِدَاؤَدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدُ أَنَّهُ أَوَابٌ الرَّاجِعُ الْمُنِيبُ وَقَوْلُهُ : هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي وَقَوْلُهُ وَاتَّبَعُوا مَا تَتَلَوَّ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْমَانَ وَقَوْلُهُ وَسُلَيْমَانَ الرِّيحَ غَدُوَّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسْلَنَا لَهُ أَذْبَنَا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ الْعَدِيدِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السُّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مُحَارِبَةٍ ،

قَالَ مُجَاهِدٌ بْنِيَانٌ مَادُونَ الْقُصُورِ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ الْحِيَاضِ  
الْأَبِيلِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَالْجَوَبَةِ مِنَ الْأَرْضِ وَقُدُورِ رَأْسِيَاتِ  
أَعْمَلُوا أَلَّا دَاؤَدَ شُكْرًا وَقَلِيلًا مِنْ عِبَادِي الشُّكُورُ ، إِلَّا دَاءَتِ الْأَرْضِ  
الْأَرْضَةُ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ عَصَاهُ ، فَلَمَّا خَرَّ إِلَى قَوْلِهِ : فِي الْعَذَابِ  
الْمُهِينِ حُبُّ الْخَيْلِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيِّ مِنْ ذِكْرِ رَبِّيِّ فَطَفِقَ مَسْحًا يَمْسَحُ  
أَغْرَافَ الْخَيْلِ وَعَرَاقِيَّبَهَا الْأَصْفَادُ الْوَثَاقُ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ :  
الصَّافَنَاتُ صَنَنَ الْفَرَسُ رَفَعَ أَخْدَى رِجْلِيهِ حَتَّى تَكُونَ عَلَى طَرفِ  
الْخَافِرِ الْجِيَادُ السِّرَاعُ جَسَدًا شَيْطَانًا رُخَاةً طَبِيبَةً حَيْثُ أَصَابَ حَيْثُ  
شَاءَ فَامْنُنْ أَعْطِ بِغَيْرِ حِسَابٍ بِغَيْرِ حَرجٍ

২০৩৭. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : এবং দাউদকে সুলায়মান দান করলাম (পুত্র হিসাবে) তিনি ছিলেন উত্তম বান্দা এবং অতিশয় আল্লাহ অভিমুক্তি। (৩৮ : ৩০) অর্থ গোনাহ খেকে ফিরে যে আল্লাহ অভিমুক্তি হয়। মহান আল্লাহর বাণী : “(সুলায়মান (আ) দু’আ করলেন) হে আল্লাহ ! আমাকে দান করুন এমন রাজ্য যার অধিকারী আমি ছাড়া কেউ না হয়। (৩৮ : ৩৫) মহান আল্লাহর বাণী : আর ইয়াহুদীরা তারই অনুসরণ করত যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানেরা আবৃত্তি করতো। (২ : ১০২) মহান আল্লাহর বাণী : আমি বায়ুকে সুলায়মানের অধীন করে দিলাম যা সকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আর আমি তার জন্য বিগলিত তামার এক প্রস্তরণ প্রবাহিত করেছিলাম। أَسْلَنَا অর্থ বিগলিত করে দিলাম **عَيْنَ الْقَطِيرِ** অর্থ লোহার প্রস্তরণ - আর কতক ছিন তাঁর রবের নির্দেশে তার সামনে কাজ করতো। তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য করে, তাকে জ্বলন্ত আগনের শাপি আস্থাদন করাব। ছিনেরা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী তার জন্য প্রাসাদ তৈরী করত। মুজাহিদ (র) বলেন, অর্থ বড় বড় দালানের তুলনায় ছোট ইমারত-ভাস্কর্য শিল্প প্রস্তুত করতো, আর হাউস সদৃশ বৃহদাকার রান্না করার পাত্র তৈরী করতো - যেমন উটের জন্য হাওয় থাকে।

ইবন আব্রাস (রা) বলেন, যেমন যীশীনে গর্ত থাকে। আর তৈরী করত বিশাল বিশাল ডেকচি যা সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত। হে দাউদের পরিবার আমার কৃতজ্ঞতার সাথে তোমরা কাজ কর। আর আমার বান্দাগণের মধ্যে অল্লাই শুকুর শুয়ারী করে। (৩৪ : ১২-১৩) **لَدَبْلُهُ الْأَرْضِ** কেবল মাটির পোকা অর্থাৎ উই পোকা যা তার (সুলায়মানের) লাঠি খেতেছিল। **لَمْ مِنْسَاتَهُ** তার লাঠি। যখন সে (সুলায়মান) পড়ে গেল ..... লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে। (৩৪ : ১৪) মহান আল্লাহর বাণী : **فَطَفِقَ مَسْحًا - مِنْ أَرْثَ - عَنْ أَرْثِ تِينِي (সুলায়মান আ) - ঘোড়াগুলোর গর্দানসমূহ ও তাদের হাঁটুর নলাসমূহ কাটতে লাগলেন।** - অর্থ তিনি (সুলায়মান আ) ঘোড়াগুলোর গর্দানসমূহ ও তাদের হাঁটুর নলাসমূহ কাটতে লাগলেন। - অর্থ, শৃঙ্খলসমূহ। মুজাহিদ (র) বলেন, **صَفَنَ الْفَرَسُ** - অর্থ, দৌড়ের জন্য প্রস্তুত ঘোড়াসমূহ। এ অর্থ- **أَلْصَافَادُ** - অর্থ, শৃঙ্খলসমূহ। **رُخَاءُ - جَسَدًا** - অর্থ, জ্বরতান - উত্তম যেখানে ইচ্ছা দান কর - **بِغَيْرِ جِسَابٍ** - দান করে বিধানিভাবে। (৩৪ : ৩১-৩৪)

**٢١٨٣** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ  
عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ  
إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ الْبَارِحةَ لِيَقْطَعَ عَلَىٰ صَلَاتِي فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ  
مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَرْدَدْتُ أَنَّ أَرْبُطَهُ عَلَىٰ سِيَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ  
حَتَّىٰ تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْমَانَ رَبِّ اغْفِرْلَىٰ  
وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لَأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي، فَرَدَدْتُهُ خَاسِئًا عِفْرِيتَ  
مُتَمَرِّدٍ مِنْ أَنْسٍ أَوْ جَانٍ مِثْلَ زِبْنِيَةِ جَمَاعَتُهَا زُبَانِيَةً -

**৩১৮৩** মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, একটি অবাধ্য জীৱন এক রাতে আমার সালাতে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমার নিকট আসল। আল্লাহ আমাকে তার উপর ক্ষমতা প্রদান করলেন। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং মসজিদের একটি খুটির সঙ্গে বেঁধে রাখার মনস্ত করলাম, যাতে তোমরা সবাই সচক্ষে তাকে দেখতে পাও। তখনই আমার ভাই সুলায়মান (আ)-এর এ দু'আটি আমার মনে পড়লো। হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে দান করুন

এমন এক রাজ্য যার অধিকারী আমার পরে আমি ছাড়া কেউ না হয়। (৩৮ : ৩৫) এরপর আমি জিন্দিকে  
ব্যর্থ এবং অপমানিত করে ছেড়ে দিলাম। জিন্দিন অথবা ইনসানের অত্যন্ত পিশাচ ব্যক্তিকে ইফ্রাত বলা হয়।  
ইফ্রাত ও ইফ্রায়াতুন যিব্নীয়াতুন-এর ন্যায় এক বচন, যার বহু বচন যাবানিয়াতুন।

٣١٨٤

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ  
الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَاجِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ  
دَاؤَدَ لَأَطْوُفَنَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً تَحْمَلُ كُلُّ امْرَأَةٍ فَارْسًا يُجَاهِدُ  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ فَلَمْ تَحْمَلْ  
شَيْئًا إِلَّا وَاحِدًا سَاقِطًا أَحَدُ شَقِيقِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ قَالُوهَا لَجَاهَدُوا  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ \* قَالَ شُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِيهِ الزِّنَادِ تِسْعِينَ وَهُوَ أَصْحَحُ -

৩১৮৪ **খালিদ ইবন মাখলাদ (র)** ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, সুলায়মান  
ইবন দাউদ (আ) বলেছিলেন, আজ রাতে আমি আমার সঙ্গে জন্ম ক্ষেত্র নিকট যাব। প্রত্যেক ক্ষেত্রে একজন  
করে অশ্বারোহী যোদ্ধা গর্ভধারণ করবে। এরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। তখন তাঁর সাথী বলেন,  
ইন্শা আল্লাহ (বলুন)। কিন্তু তিনি মুখে তা বলেন নি। এরপর একজন ক্ষেত্রে ব্যক্তিত কেউ গর্ভধারণ করলেন  
না। সে যাও এক (পুত্র) সন্তান প্রসব করলেন। তাও তার এক অঙ্গ ছিল না। নবী ﷺ বলেন, তিনি  
যদি 'ইন্শা আল্লাহ' মুখে বলতেন, তা হলে (সবগুলো সন্তানই জন্ম নিত এবং) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ  
করতো। শু'আয়ব এবং ইবন আবু যিনাদ (র) এখানে নকৰই জন্ম ক্ষেত্রে কথা উল্লেখ করেছেন আর এটাই  
সঠিক বর্ণনা।

٣١٨٥

حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِيهِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا  
إِبْرَاهِيمُ التَّئِيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوْلَأً ؟ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ الْمَسْجِدُ  
الْأَقْصَى ، قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ أَرْبَعُونَ ، ثُمَّ : حَيْثُمَا أَدْرَكْتُكَ  
الصَّلَاةَ فَصَلَّى وَأَلَّا رَضِيَ اللَّهُ مَسْجِدٌ -

৩১৮৬ **উমর ইবন হাফস (র)** ..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া  
রাসূলাল্লাহ! সর্বপ্রথম কোন মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, মসজিদে হারাম। আমি বললাম,  
[www.alqurans.com](http://www.alqurans.com)

এরপর কোন্টি ? তিনি বললেন, মসজিদে আক্সা । আমি বললাম, এ দু'য়ের নির্মাণের মাঝখানে কত ব্যবধান ? তিনি বললেন, চল্লিশ (বছরের)<sup>১</sup> (তারপর তিনি বললেন,) যেখানেই তোমার সালাতের সময় হবে, সেখানেই তুমি সালাত আদায় করে নিবে । কেননা, পৃথিবীটাই তোমার জন্য মাসজিদ ।

٢١٨٩

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثْلِي وَمَثْلُ النَّاسِ كَمَثْلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ تَقْعُ في النَّارِ، وَقَالَ كَانَتِ امْرَأَتُهُ مَعْهُمَا بِأَنَّهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِإِبْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِإِبْنِكِ وَقَالَتِ الْأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِإِبْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاؤَدَ فَقَضَى بِهِ لِكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاؤَدَ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِي بِالسَّكِينِ أَشْفُهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ أَبِنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ بِالسَّكِينِ إِلَيْ يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ -

**৩১৮৬** আবুল ইয়ামান (রা) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, আমার ও অন্যান্য মানুষের উপমা হলো এমন যেমন কোন এক ব্যক্তি আশুন জুলাল এবং তাতে পতঙ্গ এবং কীটগুলো খাঁকে খাঁকে পড়তে লাগল । রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, দু'জন মহিলা ছিল । তাদের সঙ্গে দু'টি সন্তানও ছিল । হঠাৎ একটি বাঘ এসে তাদের একজনের ছেলে নিয়ে গেল । সাথের একজন মহিলা বললো, “তোমার ছেলেটিই বাঘে নিয়ে গেছে ।” অপর মহিলাটি বললো, “না, বাঘে তোমার ছেলেটি নিয়ে গেছে ।” তারপর উভয় মহিলাই দাউদ (আ)-এর নিকট এ বিরোধ মীমাংসার জন্য বিচারপ্রার্থী হলো । তখন তিনি ছেলেটির বিষয়ে বয়ক্ষ মহিলাটির পক্ষে রায় দিলেন । তারপর তারা উভয়ে (বিচারালয় থেকে) বেরিয়ে দাউদ (আ)-এর পুত্র সুলায়মান (আ)-এর কাছ দিয়ে যেতে লাগল এবং তারা উভয়ে তাঁকে ঘটনাটি জানালেন । তখন তিনি লোকদেরকে বললেন, তোমরা আমার কাছে একখানা ছোরা

১. এ চল্লিশ বছরের ব্যবধান মূল ভিত্তি স্থাপনে; পুনর্নির্মাণে নয় । ইব্রাহীম (আ) ও সুলায়মান (আ) যথাক্রমে মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসার পুনর্নির্মাণ করেছেন যাত্রে । মূল ভিত্তি স্থাপন করেছেন, আদম (আ) ।

আনয়ন কর। আমি ছেলেটিকে দু' টুক্রা করে তাদের উভয়ের মধ্যে ভাগ করে দেই। এ কথা শুনে অস্ত বয়স্ক মহিলাটি বলে উঠলো, তা করবেন না, আল্লাহ্ আপনার উপর রহম করুন। ছেলেটি তারই। (এটা আমি মেনে নিছি।) তখন তিনি ছেলেটির ব্যাপারে অস্ত বয়স্ক মহিলাটির পক্ষেই রায় দিয়ে দিলেন। আবৃ হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহ্ কসম ! ছোরা অর্থে **سَكِينٌ** শব্দটি আমি এই দিনই শুনেছি। আর না হয় আমরা তো ছোরাকে **ই মুদ্দিয়া** ই বলতাম।

**٢٠٣٨ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :** وَلَقَدْ أَتَيْنَا لِقَمَانَ الْحِكْمَةَ إِلَى قَوْلِهِ عَظِيمٌ ..... يَا بُنَىَ الْأَنَّهَا إِنَّ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ إِلَى فَخُورٍ -  
وَلَا تَصَعِّرْ الْأَعِرَاضُ بِالْوَجْهِ

২০৩৮. পরিচ্ছেদ ৪ মহান আল্লাহ্ বাণী ৪ নিশ্চয়ই আমি শুক্রমানকে হিক্মত দান করেছি। আর আমি তাঁকে বলেছি। শিরুক এক মহা যুল্ম। (৩১ : ১২-১৩) (মহান আল্লাহ্ বাণী ৪) হে আমার প্রিয় ছেলে? উহা (পাপ) যদি সরিষার দানা পরিমাণও ছোট হয় ... ... দাউকিকে। (৩১ : ১৬-১৮)। চেহারা ফিরায়ে অবজ্ঞা করো না

**٢١٨٧** حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَّلَتْ : أَذْيَنَ أَمْنَوْا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ فَنَزَّلَتْ : لَاتَشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ -

৩১৮৭ **আবুল ওয়ালীদ (র)** ..... আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াতে কারীমা নায়িল হল : যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুল্মের দ্বারা কল্পিত করেন নি। (৬ : ৮২) তখন নবী ﷺ-এর সাহাবাগণ বললেন, আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে, নিজের ঈমানকে যুল্মের দ্বারা কল্পিত করেনি ? তখন এ আয়াত নায়িল হয�়ঃ আল্লাহর সাথে শরীক করো না। কেননা শিরুক হচ্ছে এক মহা যুল্ম। (৩১ : ১৮)

**٢١٨٨** حَدَّثَنِي أَسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِيرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَّلَتْ :

الَّذِينَ أَمْنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ اِنَّمَا هُوَ الشَّرُكُ الَّلَّمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنْيَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ -

**৩১৪৮** ইসহাক (র) ..... আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াতে কারীমা নাফিল হল : যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুল্মের দ্বারা কল্পিত করেনি। তখন তা মুসলমানদের পক্ষে কঠিন হয়ে গেল। তারা আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে নিজের উপর যুল্ম করেনি ? তখন নবী ﷺ বললেন, এখানে অর্থ তা নয় বরং এখানে যুল্মের অর্থ হলো শিরুক। তোমরা কি কুরআনে শুননি ? লুকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ প্রদানকালে কি বলেছিলেন ? তিনি বলেছিলেন, “হে আমার প্রিয ছেলে ! তুমি আল্লাহর সাথে শিরুক করো না। কেননা, নিচয়ই শিরুক এক মহা যুল্ম।

٢٠٣٩ . بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى اذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ : وَضَرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ، قَالَ مُجَاهِدٌ فَعَزَّزَنَا شَدَّدَنَا وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ طَائِرُكُمْ مَصَابِبُكُمْ

২০৩৯. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : আপনি তাদের নিকট এক জনপদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন। যখন তাদের নিকট রাসূলগণ এসেছিলেন। (৩৬ : ১৩) মুজাহিদ (র) বলেন, ফَعَزَّزَنَا অর্থ আমি শক্তিশালী করলাম। আর ইবন আব্বাস (রা) বলেন, অর্থ তোমাদের বিপদসমূহ

٢٠٤٠ . بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَا إِلَى قَوْلِهِ لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلٍ سَمِيعًا ، قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : مَثَلًا يُقَالُ رَضِيَّا مَرْضِيًّا عَيْبِيَا عَصِيًّا عَتَّا يَعْتُو ، قَالَ رَبِّ اثْنَيْ كَوْنَ لَيْ

غَلَامٌ وَكَانَتْ أَمْرَاتِيْ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغَتُ مِنَ الْكِبِيرِ عَتِيْاً إِلَى قَوْلِهِ :  
 ثَلَاثَ لِيَالٍ سَوِيَاً وَيُقَالُ صَحِيْحًا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمَحْرَابِ  
 فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبَّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا فَأَوْحَى فَأَشَارَ يَا يَحْيَى خُذِ  
 الْكِتَابَ بِقُوَّةِ إِلَى قَوْلِهِ : وَيَوْمَ يُبَعَّثُ حَيَا ، حَفِيْا لَطِيفًا ، عَاقِرًا  
 الْذَّكْرُ وَالْأَنْثَى سَوَا

২০৪০. পরিচ্ছেদ ৪: আল্লাহর বাণী : এ বর্ণনা হলো তাঁর বিশেষ বান্দা যাকারিয়ার প্রতি তোমার রবের রহমত দানের। পূর্বে আমি এ নামে কারো নামকরণ করিনি। (১৯ : ২-৭) ইবন আব্বাস (রা) বলেন, অর্থ - সমতুল্য। তেমন বলা হয় যে উত্তীর্ণে পছন্দনীয়। অর্থাৎ অবাধ্য অর্থে উত্তীর্ণে থেকে গৃহীত। যাকারিয়া বললেন, হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আমার ছেলে হবে? আমার স্ত্রী তো বদ্ধ্যা? আর আমিও তো বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌছেছি। তিনি বললেন, তোমার নির্দশন হলো। তুমি সুস্থ অবস্থায় তিনি দিন কারো সাথে বাক্যালাপ করবে না। তারপর তিনি মিহরাব হতে বের হয়ে তাঁর কাউমের কাছে আসলেন, আর তাদের ইশারায় সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পড়তে বললেন। ফাঁওহী অর্থ, তারপর তিনি ইশারা করে বললেন। (আল্লাহ বললেন,) হে ইয়াহইয়া! এ কিতাব দৃঢ়তার সহিত প্রহণ কর। যে দিন তিনি জীবিত অবস্থায় পুনরুদ্ধিত হবেন। (১৯ : ২-১৫) - حَفِيْا - অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ অতিশয় অনুগ্রহশীল। (বদ্ধ্যা) শব্দটি পুঁ ও স্ত্রী উভয় লিঙ্গেই ব্যবহার হয়

٢١٨٩ [ حدَثَنَا هُدَبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرَى ثُمَّ صَعَدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْثَّانِيَةَ فَاسْتَفَتَ حَقِيلَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ جِبْرِيلُ قَيْلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ، قَيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟

قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا يَخِلِي وَعِيشِي وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ قَالَ هَذَا  
يَخِلِي وَعِيشِي فَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمَتْ فَرَدًا ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ  
الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ -

৩১৪৯] হৃদাবা ইবন খালিদ (র) ..... মালিক ইবন সাসাআ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ সাহাবাগণের কাছে মিরাজের রাত্রি সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, অনন্তর তিনি (জিব্রাইল) আমাকে নিয়ে উপরে চললেন, এমনকি দ্বিতীয় আকাশে এসে পৌছলেন এবং দরজা খুলতে বললেন, জিজ্ঞাসা করা হলো কে ? উত্তর দিলেন, আমি জিব্রাইল। প্রশ্ন করা হলো। আপনার সাথে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞাসা করা হলো। তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? উত্তর দিলেন হাঁ, এরপর আমরা যখন স্থানে পৌছলাম তখন স্থানে ইয়াহুইয়া ও ঈসা (আ)-কে দেখলাম। তাঁরা উভয়ে খালাত ভাই ছিলেন। জিব্রাইল বললেন, এরা হলেন, ইয়াহুইয়া এবং ঈসা (আ)। তাদেরকে সালাম করুন। তখন আমি সালাম করলাম। তাঁরাও সালামের জবাব দিলেন। তারপর তাঁরা বললেন, নেক ভাই এবং নেক নবীর প্রতি মারহাবা।

٢٠٤١ . بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرِيمَ إِذْ  
أَنْبَذَتْ مِنْ أَهْلَهَا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرِيمَ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ  
بِكَلْمَةٍ ، إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عُمَرَانَ عَلَى  
الْعَالَمِينَ إِلَى قَوْلِهِ : بِغَيْرِ حِسَابٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَآلُ عُمَرَانَ  
الْمُؤْمِنِينَ مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ يَاسِينَ وَآلِ مُحَمَّدٍ يَقُولُ إِنَّ أَوْلَى  
النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَيَقُولُ أَلَّا يَعْقُوبَ أَهْلُ  
يَعْقُوبَ إِذَا صَفَرُوا أَلَّا رَدَوْهُ إِلَى الْأَصْلِ قَالُوا أَهِيلُ

২০৪১. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : আর স্মরণ কর, কিতাবে মারিয়ামের ঘটনা। যখন তিনি আপন পরিজন থেকে পৃথক হলেন ..... (সূরা মারিয়াম : ১৬) মহান আল্লাহর বাণী : আর স্মরণ করুন! যখন ফিরিশ্তাগণ মারিয়ামকে বললেন, হে মারিয়াম ! আল্লাহ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে দেওয়া কালিমার দ্বারা সম্ভাবনের সুব্ধবর দিছেন। সূরা আলে-ইমরান (৩ : ৪৫) মহান  
www.alqurans.com

আল্লাহর বাণী : আল্লাহ আদম (আ), মৃহ (আ) ও ইব্রাহীম (আ)-এর বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন ..... বে-হিসাব দিয়ে থাকেন। (৩ : ৩৩-৩৭) ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, আলু-ইমরান অর্থাৎ মু'মিনগণ। যেমন, আলু-ইব্রাহীম, আলু ইয়াসীন এবং আলু মুহাম্মাদ। আল্লাহ তা'আলা বলেন : সমগ্র মানুষের মধ্যে ইব্রাহীমের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হলো তারা, যারা তাঁর অনুসরণ করে। আর তারা হলেন মু'মিনগণ। এর মূল হলো **أَهْلُ أَهْلٍ** আর **أَهْلُ أَهْلٍ** কে ক্ষুদ্রকরণ করা হলে তা **أَهْلِي** এ পরিণত হয়।

**٣١٩.** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانُ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي  
شُعَيْبُ بْنُ الْمُسَبِّبِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَامِنْ بْنِيْ أَدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمْسِهُ الشَّيْطَانُ حِينَ  
يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرِيمَ وَابْنِهَا ثُمَّ يَقُولُ  
أَبُو هُرَيْرَةَ وَإِنِّي أَعِيْذُهَا بِكَ وَدُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ -

**৩১৯৫** আবুল ইয়ামান (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, এমন কোন আদম সন্তান নেই, যাকে জন্মের সময় শয়তান স্পর্শ করে না। জন্মের সময় শয়তানের স্পর্শের কারণেই সে চিন্কার করে কাঁদে। তবে মারিয়াম এবং তাঁর ছেলে (ঈসা) (আ)-এর ব্যতিক্রম। তারপর আবু হুরায়রা বলেন, (এর কারণ হলো মারিয়ামের মায়ের এ দু'আ “হে আল্লাহ ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের জন্য বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

**২০৪২.** بَابُ إِلِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَأْمَرِيْمُ إِنَّ  
اللَّهَ اصْطَفَاكَ إِلِيْ قَوْلِهِ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرِيمَ يُقَالُ : يَكْفُلُ يَضْمُ كَفْلَهَا  
ضَمْهَا مُخْفَفَةٌ لَيْسَ مِنْ كَفَالَةِ الدَّيْوَنِ وَشَبِهِهَا

২০৪২. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : আর স্বরণ কর, যখন ফিরিশ্তাগণ বলল, হে মারিয়াম ! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন। মারিয়ামের লালন-পালনের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে প্রাপ্ত করবে। (৩৪ ৪২-৪৪) বলা হয় **يَكْفُلُ** অর্থ **يَضْمُ** অর্থাৎ নিজ তত্ত্বাবধানে

নেওয়া। **كَفْلَهَا** অর্থ নিজ তত্ত্বাবধানে নিল। সালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা, খণ-করমের দায়িত্ব গ্রহণও এ ধরনের কিছু নয়

**٣١٩١** حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : خَيْرُ نِسَائِهَا مَرِيمُ ابْنَةُ عُمَرَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا حَدِيجَةَ -

**٣١٩١** আহমাদ ইব্ন আবু রাজা' (র) ..... আলী (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, (এ সময়ের) সমগ্র নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারিয়াম হলেন সর্বোত্তম আর (এ সময়ে) নারীদের সেরা হলেন খাদীজা (রা)।

**٢٠٤٣** . بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَأْمَرِيهِمْ أَنِّ اللَّهُ يُبَشِّرُكُ بِكَلْمَةٍ مِنْهُ أَسْمَهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرِيمٍ إِلَى قَوْلِهِ : كُنْ فَيَكُونُ ، يَبَشِّرُكِ وَيَبَشِّرُكِ وَاحِدٌ وَجِئْهَا شَرِيفًا وَقَالَ ابْرَاهِيمُ : الْمَسِيحُ الصَّدِيقُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْكَهْلُ الْحَلِيمُ وَالْأَكْمَةُ مَنْ يُبَصِّرُ بِالنَّهَارِ وَلَا يُبَصِّرُ بِاللَّيْلِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ مَنْ يُؤْلَدُ أَعْمَى

২০৪৩. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : আর স্মরণ কর, যখন ফিরিশ্তাগণ বলল, হে মারিয়াম ! আল্লাহ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি কালিমা ঘারা (সন্তানের) সুসংবাদ দান করেছেন। যার নাম হবে মাসীহ ঈসা ইব্ন মারিয়াম। ... ... হও অমনি তা হয়ে যায়।" (৩ : ৪৫) **يُبَشِّرُكِ** উভয়ের একই অর্থ। অর্থ সশ্বানিত অ্যার ইব্রাহীম (র) বলেন, মসীহ শব্দের অর্থ সিদ্ধীক। মুজাহিদ (র) বলেছেন, **الْكَهْلُ** অর্থ **الْحَلِيمُ** অর্থ, সহনশীল আর **الْأَكْمَةُ** অর্থ হলো, রাতকানা যে দিনে দেখে আর রাতে দেখতে পায় না। অন্যেরা বলেন, যে অক্ষ হয়ে জন্মাও করেছে (সে হলো **أَكْمَةُ**)

[۳۱۹۲] حَدَّثَنَا أَدْمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ التَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ كَمُلَّ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكُمِلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرِيمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَأَسِيَّةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَقَالَ أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيُّ يُونُسُ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيْبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رِكْبَنَ الْأَبْلَى أَخْنَاهُ عَلَى طَفْلٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ، فِي ذَاتِ يَدِهِ، يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ وَلَمْ تَرْكِبْ مَرِيمُ بِنْتَ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ \* تَابَعَهُ أَبْنُ أَخِيِّ الزَّهْرِيِّ وَأَشْحَقُ الْكَلْبِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ -

[۳۱۹۲] آদম (র) ..... آবু مূসা آশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, সকল নারীর উপর আয়েশার মর্যাদা এমন, যেমন সকল খাদ্য সামগ্ৰীর উপর সারীদের মর্যাদা। পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামালিয়াত অর্জন করেছেন। (অতীত যুগে) কিন্তু নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারিয়াম এবং ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া ব্যতীত কেউ কামালিয়াত অর্জন করতে পারেনি। ইব্ন ওহাব (রা) ..... আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কুরাইশ বংশীয়া নারীরা উটে আরোহণকারী সকল নারীদের তুলনায় উন্নত। এরা শিশু সন্তানের উপর অধিক মেহময়ী হয়ে থাকে আর স্বামীর সম্পদের প্রতি খুব যত্নবান হয়ে থাকে। তারপর আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, ইমরানের কন্যা মারিয়াম কখনও উটে আরোহণ করেন নি। ইব্ন আখী যুহুরী ও ইসহাক কালবী (র) যুহুরী (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় ইউনুস (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

۲۰۴۴ . بَابُ قَوْلَهُ تَعَالَى : يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلِبُوا فِي دِينِكُمْ  
..... إِلَى وَكِيلًا - قَالَ أَبُو عَبْيَدَةَ كَلْمَتَهُ كُنْ فَكَانَ وَقَالَ غَيْرُهُ  
وَرُوحٌ مِثْهُ أَحْيَاهُ فَجَعَلَهُ رُوحًا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةَ

২০৪৪. পরিচ্ছেদ ৪ মহান আল্লাহর বাণী ৪ “হে আহলে কিতাব তোমরা তোমাদের মধ্যে  
বাড়াবাড়ি করো না ..... অভিভাবক হিসাবে। (৪ : ১৭১) আবু উবায়দা (র) বলেন আল্লাহর  
হচ্ছে ‘‘**رُّوحٌ مِّنْهُ**’’ অর্থ তাকে হায়াত  
দান করলেন তাই তাকে **لَمْ** **رُّوحٌ مِّنْهُ** নাম দিলেন। (আল্লাহ, ঈসা ও  
তার মাতাকে) তিন ইলাহ বল না

٣١٩٣

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ  
حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمِيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ شَهِدَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ  
لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مَحَمَّداً عَبْدُهُ رَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ  
وَكَلَمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخُلُهُ  
اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ ، قَالَ الْوَلِيدُ فَحَدَّثَنِي أَبْنُ جَابِرٍ عَنْ  
عُمَيْرٍ عَنْ جُنَادَةَ وَزَادَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ التِّمَانِيَّةِ أَيُّهَا شَاءَ -

৩১৯৩ সাদাকা ইব্ন ফায়ল (র)..... উবাদা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি  
সাক্ষ দিল, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই আর মুহাম্মদ ﷺ  
তাঁর বান্দা ও রাসূল আর নিশ্চয়ই ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর সেই কালিমা যা তিনি  
মারিয়ামকে পৌছিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে একটি রহ মাত্র, আর জান্নাত সত্য ও জাহানাম সত্য  
আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তার আমল যাই হোক না কেন। ওলীদ (র) ..... জুনাদা (র)  
থেকে বর্ণিত হাদীসে জুনাদা বাড়িয়ে বলেছেন যে, জান্নাতের আট দরজার যেখান দিয়েই সে চাইবে।  
(আল্লাহ তাকে জান্নাত প্রবেশ করাবেন।)

২০৪৫ . بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرِيمَ إِذْ انْتَبَذَ  
مِنْ أَهْلِهَا نَبَذَنَاهُ الْقَيْنَهُ اعْتَزَلَتْ شَرْقِيَا مِمَّا يَلِي الشَّرْقَ ، فَأَجَاءَهَا  
أَفْعَلَ مِنْ جِئْتُ ، وَيُقَالُ : أَجَأَهَا اضْطَرَّهَا تَسَاقَطُ تُسْقِطُ ،  
www.alqurans.com

قَصْيَا قَاصِيَا فَرِيَا عَظِيْمَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَسِيَا لَمْ أَكُنْ شَيْئاً وَقَالَ  
غَيْرُهُ النَّسِيُّ الْحَقِيرُ ، وَقَالَ ابْوُ وَائِلٍ : عَلِمْتُ مَرِيمَ أَنَّ التَّقْنِيَّ ذُونَهِيَّةٍ  
حِينَ قَالَتْ إِنْ كُنْتَ تَقِيَا ، وَقَالَ وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ  
عَنْ الْبَرَاءِ سَرِيَا نَهْرٌ صَفِيرٌ بِالسُّرْيَانِيَّةِ

২০৪৫. পরিচ্ছেদ ৪ মহান আল্লাহর বাণী ৪ স্মরণ কর, এ কিতাবে মারিয়ামের কথা। যখন সে তার  
পরিজন থেকে পৃথক হলো। (১৯ : ১৬) شَرْقٌ شَرْقِيًّا শব্দটি থেকে, যার অর্থ  
পূর্বদিকে। جِئْتُ হতে এর স্থানে হয়েছে। أَجَأْ هَا এর স্থানে হয়েছে।  
تُسْقَطُ শব্দটি স্থানে হয়েছে। و বলা হয়েছে যার অর্থ হবে তাকে অস্ত্র করে তুললো। أَجَأْ هَا  
এর অর্থ দেবে। ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, অর্থ আমি যেন কিছুই না ধাকি। অন্যেরা বলেছেন,  
যুগিত। আবু ওয়ায়েল (র) বলেছেন, মারিয়ামের উকি এনْ كُنْتَ تَقِيَا এর অর্থ যদি তুমি  
জ্ঞানবান হও। ওকী' (র) ..... বলেন, বারআ (রা) থেকে বর্ণিত, شَرْقِيًّا শব্দটির অর্থ সুরাইয়ানী  
ভাষায় ছোট নদী

٣١٩٤

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ  
بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهَدِ  
إِلَّا ثَلَاثَةُ عِيْسَى وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يَقَالُ لَهُ جُرِيجٌ كَانَ  
يُصَلِّي جَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ فَقَالَ أَجِيبُهَا أَوْ أَصْلِيْ ، فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تُمْتِهِ  
حَتَّى تُرِيهِ وُجُوهَ الْمُؤْمِنَاتِ ، وَكَانَ جُرِيجٌ فِي صَوْمَاعَتِهِ فَتَعَرَّضَ لَهُ  
امْرَأَةٌ وَكَلَمَتْهُ فَأَبَى فَأَتَتْ رَأْعِيَا فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا  
فَقِيلَ لَهَا مِنْ فَقَالَتْ مِنْ جُرِيجٍ فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَاعَتَهُ وَأَنْزَلُوهُ

وَسُبُّوهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ؟ فَقَالَ الرَّاعِي، قَالُوا نَبْنِي صَوْمَعْتَكَ مِنْ ذَهَبٍ؟ قَالَ لَا: إِلَّا مِنْ طِينٍ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَاهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ، فَقَالَتِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهُ فَتَرَكَ ثَدِيهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدِيهَا يَمْصُهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَانَتِي أَنْظَرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمْصُ إِصْبَعَهُ ثُمَّ مُرَبِّيَةً، فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهُ فَتَرَكَ ثَدِيهَا، فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا، فَقَالَتْ لِمَ ذَلِكَ فَقَالَ الرَّاكِبُ جَبَارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَهَذِهِ الْأَمَةُ يَقُولُونَ سَرَقْتِ زَنِيْتِ وَلَمْ تَفْعَلُ -

**৩১৯৪** মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন, তিনি জন শিশু ব্যতীত আর কেউ দোলনায় থেকে কথা বলেনি। বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি যাকে 'জুরাইজ' বলে ডাকা হতো। একদা ইবাদতে রত থাকা অবস্থায় তার মা এসে তাকে ডাকল। সে ভাবল আমি কি তার ডাকে সাড়া দেব, না সালাত আদায় করতে থাকব। (জবাব না পেয়ে) তার মা বলল, ইয়া আল্লাহ! ব্যভিচারিগীর চেহারা না দেখা পর্যন্ত তুমি তাকে মৃত্যু দিও না। জুরাইজ তার ইবাদত খানায় থাকত। একবার তার কাছে একটি মহিলা আসল। সে (অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য) তার সাথে কথা বলল। কিন্তু জুরাইজ তা অঙ্গীকার করল। তারপর মহিলাটি একজন রাখালের নিকট গেল এবং তাকে দিয়ে মনোবাসনা পূরণ করল। পরে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো। এটি কার থেকে? দ্বীপোকটি বলল, জুরাইজ থেকে। লোকেরা তার কাছে আসল এবং তার ইবাদতখানা ভেঙ্গে দিল। আর তাকে নীচে নামিয়ে আনল ও তাকে গালি গালাজ করল। তখন জুরাইজ অযু সেরে ইবাদত করল। এরপর নবজাত শিশুটির নিকট এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল। হে শিশু! তোমার পিতা কে? সে জবাব দিল সেই রাখাল। তারা (বনী ইসরাইলেরা) বলল, আমরা আপনার ইবাদতখানাটি সোনা দিয়ে তৈরী করে দিছি। সে বলল, না। তবে মাটি দিয়ে (করতে পার)। বনী ইসরাইলের একজন মহিলা তার শিশুকে দুধ পান করাচ্ছিল। তার কাছ দিয়ে একজন সুদর্শন পুরুষ আরোহী চলে গেল। মহিলাটি দু'আ করল, ইয়া আল্লাহ! আমার ছেলেটি তার মত বানাও। শিশুটি তখনই তার মায়ের শন ছেড়ে দিল। এবং আরোহীটির দিকে মুখ ফিরালো। আর বলল, ইয়া আল্লাহ! আমাকে তার মত করনা। এরপর মুখ ফিরিয়ে দুধ পান করতে লাগল। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, নবী ﷺ -কে দেখতে পাচ্ছি তিনি আঙুল চুঁচেন। এরপর সেই মহিলাটির

পাশ দিয়ে একটি দাসী চলে গেল। মহিলাটি বলল, ইয়া আল্লাহ! আমার শিশুটিকে এর মত করো না। শিশুটি তৎক্ষণাত তার মায়ের দুধ ছেড়ে দিল। আর বলল, ইয়া আল্লাহ! আমাকে তার মত কর। তার মাজিজাসা করল, তা কেন? শিশুটি জবাব দিল, সেই আরোহীটি ছিল যালিমদের একজন। আর এ দাসীটি লোকে বলছে তুমি ছুরি করেছ, যিনি করেছ। অথচ সে কিছুই করেনি।

٢١٩٥

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنِي  
 مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِيْ سَعِيدُ  
 بْنُ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَلَهُ  
 أَشْرِيَ بْنِي لَقِيتُ مُوسَى قَالَ فَنَعَّتْهُ فَإِذَا رَجُلٌ حَسِبْتُهُ قَالَ مُضْطَرِّبٌ  
 رَجُلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، قَالَ وَلَقِيتُ عِيسَى فَنَعَّتْهُ  
 النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ رَبْعَةُ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ يَعْنِي الْحَمَامَ ،  
 وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُهُ وَلَدِهِ بِهِ ، قَالَ وَأَتَيْتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحْدُهُمَا  
 لَبَنًا وَالْآخَرُ فِيهِ خَمْرٌ ، فَقَيْلَ لِي خُذْ أَيْهُمَا شَيْئًا ، فَأَخَذْتُ الْلَّبَنَ  
 فَشَرَبْتُهُ فَقِيلَ لِي هُدِيَتِ الْفِطْرَةُ أَوْ أَصَبَّتِ الْفِطْرَةَ أَمَا إِنْكَ لَوْ أَخَذْتَ  
 الْخَمْرَ غَوْثٌ أَمْتُكَ .

৩১৯৪ ইব্রাহীম ইবন মূসা ও মাহমুদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী বলেছেন, মিরাজ রজনীতে আমি মূসা (আ)-এর দেখা পেয়েছি। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী মূসা (আ)-এর আকৃতি বর্ণনা করেছেন। মূসা (আ) একজন দীর্ঘদেহী, মাথায় কোকড়ানো চুলবিশিষ্ট, যেন শানুআ গোত্রের একজন লোক। নবী বলেন, আমি ঈসা (আ)-এর দেখা পেয়েছি। এরপর তিনি তাঁর আকৃতি বর্ণনা করে বলেছেন, তিনি হলেন মাঝারি গড়নের গৌর বর্ণবিশিষ্ট, যেন তিনি এই মাত্র হাত্মাখানা হতে বেরিয়ে এসেছেন। আর আমি ইব্রাহীম (আ)-কেও দেখেছি। তাঁর সন্তানদের মধ্যে আকৃতিতে আমিই তার বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ। নবী বলেন, তারপর আমার সামনে দুটি পেয়ালা আনা হল। একটিতে দুধ, অপরটিতে শরাব। আমাকে বলা হলো, আপনি যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারেন। আমি দুধের পেয়ালাটি গ্রহণ করলাম এবং তা পান করলাম। তখন আমাকে বলা হলো, আপনি ফিত্রাত বা স্বভাবকেই গ্রহণ করে নিয়েছেন। দেখুন! আপনি যদি শরাব গ্রহণ করতেন, তাহলে আপনার উষ্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত।

٣١٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ عِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ فَأَمَّا عِيسَى فَأَحْمَرَ جَعْدَ عَرِيْضَ الصَّدْرِ وَأَمَّا مُوسَى فَادْمَ جَسِيْمَ سَبْطَ كَانَهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّ -

٣١٩٦ مুহাম্মদ ইবন কাসীর (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, (মিরাজের রাতে) আমি ঈসা (আ), মূসা (আ) ও ইব্রাহিম (আ)-কে দেখেছি। ঈসা (আ) গৌর বর্ণ, সোজা চুল এবং প্রশস্ত বক্ষবিশিষ্ট লোক ছিলেন, মূসা (আ) বাদামী রং বিশিষ্ট ছিলেন, তাঁর দেহ ছিল সুঠাম এবং মাথার চুল ছিল কোকড়ানো যেন 'যুত' গোত্রের একজন লোক।

٣١٩٧ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ نَافِعٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا بَيْنَ طَهْرَى النَّاسِ الْمَسِيْحَ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلَا إِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنِيِّ كَانَ عَيْنَهُ عِنْبَةً طَافِيَّةً وَأَرَانِي الْلَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ فَإِذَا رَجُلٌ أَدْمُ ، كَأَحْسَنِ مَا يُرَى مِنْ أَدْمِ الرِّجَالِ تَضَرِّبُ لِمَتْهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ رَجُلُ الشُّعَرِ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَأَضِيعًا يَدِيهِ عَلَى مَنْكِبِيِّ رَجُلَيْنِ وَهُوَ يَطْوُفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا ؟ فَقَالُوا هَذَا الْمَسِيْحُ الدَّجَالُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنِيِّ ابْنُ مَرْيَمَ ، ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلًا وَرَاءَهُ جَعْدًا قَطْطًا أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنِيِّ كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِابْنِ قَطْنٍ وَأَضِيعًا يَدِيهِ عَلَى مَنْكِبِيِّ رَجُلٍ يَطْوُفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا ؟ فَقَالُوا هَذَا الْمَسِيْحُ الدَّجَالُ \* تَابَعَهُ عَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ -

٣١٩٧ ইব্রাহিম ইবন মুন্যির (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ লোকজনের সামনে মাসীহ দাঙ্গালের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তেঁড়া নন।

সাবধান! মাসীহ দাঙ্গালের ডান চোখ টেঁড়া। তার চোখ যেন ফুলে যাওয়া আঙ্গুরের মত। আমি এক রাতে স্বপ্নে নিজকে কা'বার কাছে দেখলাম। হঠাৎ সেখানে বাদামী রং এর এক ব্যক্তিকে দেখলাম। তোমরা যেমন সুন্দর বাদামী রঙের লোক দেখে থাক তার থেকেও বেশী সুন্দর ছিলেন তিনি। তাঁর মাথার সোজা চুল, তার দু'কাঁধ পর্যন্ত ঝুলছিল। তার মাথা থেকে পানি ফেঁটা ফেঁটা করে পড়ছিল। তিনি দু'জন লোকের কাঁধে হাত রেখে কা'বা শরীফ তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইনি কে? তারা জবাব দিলেন, ইনি হলেন, মসীহ ইব্ন মারিয়াম। তারপর তাঁর পেছনে আর একজন লোককে দেখলাম। তার মাথায় চুল ছিল বেশ কোঁকড়ানো, ডান চোখ টেঁড়া, আকৃতিতে সে আমার দেখা মত ইবন কাতানের অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। সে একজন লোকের দু'কাঁধে ভর করে কা'বার চারদিকে ঘূরছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কে? তারা বললেন, এ হল মাসীহ দাঙ্গাল।

٣١٩٨

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِيُّ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعِيسَى أَحْمَرُ، وَلَكِنْ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أَطْوُفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ أَدْمَ سَبَطُ الشَّفَرِيِّهَايِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً، أَوْ يُهْرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالُوا ابْنُ مَرِيمَ، فَذَهَبْتُ أَلْتَفَتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ أَغْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمْنَى كَانَ عَيْنَهُ عِنَبَةً طَافِيَّةً قُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالُوا هَذَا الدَّجَالُ، وَأَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنَ قَطْنَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ، هَلَّكَ فِي الْجَاهِيلِيَّةِ -

৩১৯৮ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ মাক্কী (র) ..... সালিম (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! নবী ﷺ এ কথা বলেননি যে ঈসা (আ) রক্তিম বর্ণের ছিলেন। বরং বলেছেন, একদা আমি স্বপ্নে কা'বা ঘর তাওয়াফ করছিলাম। হঠাৎ সোজা চুল ও বাদামী রং বিশিষ্ট একজন লোক দেখলাম। তিনি দু'জন লোকের মাঝখানে চলছেন। তাঁর মাথার পানি ঘরে পড়ছে অথবা বলেছেন, তার মাথা থেকে পানি বেয়ে পড়ছে। আমি বললাম, ইনি কে? তারা বললেন, ইনি মারিয়ামের পুত্র। তখন আমি এদিক সেদিক তাকালাম। হঠাৎ দেখলাম, এক ব্যক্তি তার গায়ের রং লালবর্ণ, খুব মোটা, মাথার চুল কোঁকড়ানো এবং তার ডান চোখ টেঁড়া। তার চোখ যেন ফুলা আঙ্গুরের ন্যায়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কে? তারা বললেন, এ হলো দাঙ্গাল। মানুষের মধ্যে ইব্ন কাতানের সাথে তার অধিক সাদৃশ্য রয়েছে। যুহুরী (র) তার বর্ণনায় বলেন, ইব্ন কাতান খুয়াআ গোত্রের একজন লোক, সে জাহেলী যুগেই মারা গেছে।

٣١٩٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامَ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ وَالْأَنْبِيَاءِ أَوْلَادُ عَلَاتٍ لَيْسَ بَنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ -

৩১৯৯ آবুল ইয়ামান (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমি মারিয়ামের পুত্র ঈসার বেশী নিকটতম। আর নবীগণ পরম্পর আল্লাতী ভাই অর্থাৎ দীনের মূল বিষয়ে এক এবং বিধানে বিভিন্ন। আমার ও তার (ঈসার) মাঝখানে কোন নবী নেই।

٣٢٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِينَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْমَانَ حَدَّثَنَا هَلَالُ بْنُ عَلَىٰ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ إِخْوَةً لِعَلَاتٍ أُمُّهَاتُهُمْ شَتَّىٰ وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ \* وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ صَفَوَانَ بْنِ سُلَيْমَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

৩২০০ মুহাম্মদ ইবন সিনান (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-বলেছেন, আমি দুনিয়া ও আধিরাতে ঈসা ইবন মারিয়ামের সবচেয়ে নিকটতম। নবীগণ একে অন্যের আল্লাতী ভাই। তাঁদের মা ভিন্ন ভিন্ন, অর্থাৎ তাঁদের বিধান ভিন্ন। (কিছু তাঁদের মূল দীন এক (তাওহীদ)। ইব্রাহীম ইবন তাহমান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-বলেছেন।

٣٢٠١ حَوَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ أَسْرَقْتَ قَالَ كَلَّا الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ عِيسَى أَمْنَتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنِي -

**৩২০১** আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... আবৃ হরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী সল্লাম বলেন, ঈসা (আ) এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখলেন, তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি চুরি করেছ ? সে বলল, কথনও নয়। সেই সন্তার কসম। যিনি ব্যক্তিত আর কোন ইলাহ নেই। তখন ঈসা (আ) বললেন, আমি আল্লাহর প্রতি ঈশ্বার এনেছি আর আমি আমার দু'নয়নকে বাহ্যত সমর্থন করলাম না।

٣٢٠٢ حدثنا الحميدى حدثنا سفيان قال سمعت الزهرى يقول أخبرنى عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس سمع عمر رضى الله عنه يقول على المنبر سمعت النبي عليه السلام يقول لا تطرونى كما اطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله

**৩২০২** হুমাইদী (র) ..... ইব্ন আবুস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি উমর (রা)-কে মিস্বারের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন যে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলেক্সান্দ্রো -কে বলতে শুনেছি, তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে অতিরঞ্জিত করো না, যেমন ঈসা ইব্ন মারিয়াম (আ) সম্পর্কে খৃষ্টানরা অতিরঞ্জিত করেছিল। আমি তাঁর (আল্লাহর) বান্দা, বরং তোমরা আমার সম্পর্কে বলবে, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

٣٢٠٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ حَيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَالَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَدَبَ الرَّجُلُ أَمْتَهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلِمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا أَمْنَ بِعِيسَى ثُمَّ أَمْنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَالْعَبْدُ إِذَا اتَّقَى رَبَّهُ وَأَطَاعَ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ -

**৩২০৩** মুহাম্মদ ইবন মুকতিল (র) ..... আবু মূসা মাশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ  
বলেছেন। যদি কোন লোক তার দীসীকে আদব-কায়দা শিখায় এবং তা ভালভাবে শিখায় এবং তাকে  
দীন শিখায় আর তা উত্তমভাবে শিখায় তারপর তাকে আযাদ করে দেয় অতঃপর তাকে বিয়ে করে তবে সে  
দু'টি করে সওয়াব পাবে। আর যদি কেউ ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করে তারপর আমার প্রতিও  
ঈমান আনে, তার জন্যও দু'টি করে সওয়াব রয়েছে। আর গোলাম যদি তার প্রতিপালককে ভয় করে এবং  
তার মনীবদেরকে মেনে চলে তার জন্যও দু'টি করে সওয়াব রয়েছে। [www.alqurans.com](http://www.alqurans.com)

٣٢٦

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تُحْشِرُونَ حُفَّةً عُرَاءً غُرْلًا قَرَأَ كَمَا بَدَأْنَا أَوْلَى خَلْقٍ نُعِيَّدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ، فَأَوْلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ ثُمَّ يُؤْخَذُ بِرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِي ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ فَأَقُولُ أَصْحَابِي ، فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عَيْشَى ابْنُ مَرِيمَ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا دُمْتُ فِيهِمْ ، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَئِءٍ شَهِيدٌ أَنْ تُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَمَا تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذُكِرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَبِيْصَةَ قَالَ هُمُ الْمُرْتَدُونَ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَقَاتَلُهُمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

**৩২৪**    মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা হাশরের মাঠে খালি-পা, খালি গা এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় সমবেত হবে। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেনঃ যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো। এটা আমার ওয়াদা। আমি তা অবশ্যই পূর্ণ করব। (২১ : ১০৪) এরপর (হাশরে) সর্বপ্রথম যাকে কাপড় পরানো হবে, তিনি হলেন ইব্রাহীম (আ)। তারপর আমার সাহাবীদের কিছু সংখ্যককে ডান দিকে (বেহেশ্তে) এবং কিছু সংখ্যককে বাম দিকে (দোয়থে) নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা তো আমার অনুসারী। তখন বলা হবে আপনি তাদের থেকে বিদায় নেয়ার পর তারা মুরতাদ হয়ে গেছে। তখন আমি এমন কথা বলব, যেমন বলেছিল, পুণ্যবান বান্দা ঈসা ইব্ন মারিয়াম (আ)। তার উক্তিটি হলো এ আয়াতঃ আর আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি তাদের উপর সাক্ষী ছিলাম। এরপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নিলেন তখন আপনিই তাদের হেফায়তকারী ছিলেন। আর আপনি তো সব কিছুর উপরই সাক্ষী। যদি আপনি তাদেরকে আয়াব দেন, তবে এরা তো আপনারই বান্দা। আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তবে আপনি নিচয়ই পরাক্রমশীল ও প্রজ্ঞাময়। (৫ : ১১৭) কাবীসা (রা) থেকে

বর্ণিত, তিনি বলেন, এরা হলো ঐ সব মুরতাদ যারা আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। তখন আবু বকর (রা) তাদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন।

## ٢٠٤٦ بَابُ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

২০৪৬. পরিচ্ছেদ ৪: ইসা ইবন মারইয়াম (আ)-এর অবতরণের বর্ণনা

[ ۲۲.۵ ] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشَكَنَ أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمْ أَبْنُ مَرِيمَ حَكْمًا عَدْلًا فَيَكْسِرَ الصَّلَيْبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضْعَ الْحَرْبَ وَيَفْيِضَ الْمَالُ حَتَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ: وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا -

**[ ৩২০৫ ]** ইসহাক (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কসম সেই সভার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অচিরেই তোমাদের মাঝে মারিয়ামের পুত্র ইসা (আ) শাসক ও ন্যায় বিচারক হিসেবে অবতরণ করবেন। তিনি 'ক্রুশ' ডেঙ্গে ফেলবেন, শূকর মেরে ফেলবেন এবং তিনি যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাবেন। তখন সম্পদের স্নোত বয়ে চলবে। এমনকি কেউ তা গ্রহণ করতে চাইবে না। তখন আল্লাহকে একটি সিজ্দা করা সময় দুনিয়া এবং তার মধ্যকার সমস্ত সম্পদ থেকে বেশী মূল্যবান বলে গণ্য হবে। এরপর আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তোমরা ইচ্ছ করলে এর সমর্থনে এ আয়াতটি পড়তে পার: কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তাঁর (ইসা (আ)-এর) মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে বিশ্বাস করবেই এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন।

[ ۲۲.۶ ] حَدَّثَنَا أَبْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ يُونُسٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَإِمَامَكُمْ  
مِنْكُمْ، تَابَعَهُ عُقِيلٌ وَأَوْزَاعِيٌّ

**৩২০৬** ইব্ন বুকায়র (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলগ্রাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেছেন, তোমাদের অবস্থা কেমন (আনন্দের) হবে যখন তোমাদের মাঝে মারিয়াম তনয় ঈসা (আ) অবতরণ করবেন আর তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য থেকেই হবে।<sup>۱۵</sup>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## ٢٠٤٧ . بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

২০৪৭. পরিচ্ছেদ : বনী ইসরাইলের ঘটনাবলীর বিবরণ

**৩২০৭** حَدَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَثَنَا عَبْدُ  
الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ رَبِيعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ قَالَ عُقَبَةُ بْنُ عَمْرٍو  
لِحُذَيْفَةَ أَلَا تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُهُ  
يَقُولُ إِنَّ مَعَ الدَّجَالِ إِذَا خَرَجَ مَاءً وَنَارًا، فَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا  
النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ،  
فَمَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلَيَقُعُ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهَا نَارٌ فَإِنَّهُ عَذَابٌ بَارِدٌ،  
قَالَ حُذَيْفَةَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ  
الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقِيلَ لَهُ : هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ مَا أَعْلَمُ  
قِيلَ لَهُ انْظُرْ قَالَ مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ فِي

۱۵. ঈসা (আ) মুসলমানদের ইমাম হবেন বটে কিন্তু তিনি কুরআন ও সন্নাহ মোতাবেক শাসনকার্য চালাবেন, ইংজিল  
মতে নয়। তিনি ইসলাম ধর্মের অনুসারী হবে আশা বৈন। - (আইনী) [www.alqurans.com](http://www.alqurans.com)

الَّذِيَا وَأَجَازَهُمْ فَأَنْظَرُ الْمُؤْسِرَ وَأَتْجَازَ عَنِ الْمُعْسِرِ ، فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ  
الْجَنَّةَ فَقَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ رَجُلًا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَلَمَّا يَئِسَ مِنِ  
الْحَيَاةِ أَوْضَى أَهْلَهُ إِذَا أَنَا مُتُّ فَاجْمِعُوا إِلَيْهِ حَطَبًا كَثِيرًا وَأَوْقِدُوهُ فِيهِ  
نَارًا حَتَّىٰ إِذَا أَكَلَتْ لَحْمَهُ وَخَلَصَتْ إِلَيْهِ عَظِيمٌ فَأَمْتَحَشَتْ فَخَذُوهَا  
فَاطْحَنُوهَا ، ثُمَّ انْظُرُوهُمْ يَوْمًا رَاحًا فَادْرُوهُ فِي الْيَمِّ فَفَعَلُوا فَجَمَعَهُ  
فَقَالَ لَهُ لَمْ فَعَلْتَ ذَلِكَ ؟ قَالَ مِنْ خَشِيتِكَ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، قَالَ عَقْبَةُ بْنُ  
عَمْرِو وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ وَكَانَ نَبَاشًا -

**৩২০৭** মুসা ইবন ইসমাঈল (র) ..... উক্বা ইবন আমর (রা) হ্যায়ফা (রা)-কে বললেন, আপনি  
রাসূলুল্লাহ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ থেকে যা শুনেছেন, তা কি আমাদের কাছে বর্ণনা করবেন না ? তিনি জবাব দিলেন,  
আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যখন দাজ্জাল বের হবে তখন তার সাথে পানি ও আগুন থাকবে। এরপর মানুষ  
যাকে আগুনের মত দেখবে তা হবে আসলে শীতল পানি। আর যাকে মানুষ শীতল পানির ন্যায় দেখবে, তা  
হবে প্রকৃতপক্ষে দহনকারী আগুন। তখন তোমাদের মধ্যে যে তার দেখা পাবে, সে যেন অবশ্যই তাতে  
ঝাপিয়ে পড়ে, যাকে সে আগুনের ন্যায় দেখতে পাবে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে তা সুস্বাদু শীতল পানি।  
হ্যায়ফা (রা) বলেন, আমি (রাসূলুল্লাহ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -কে) বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মাঝে একজন  
লোক ছিল। তার কাছে ফিরিশ্তা তার জান কব্য করার জন্য এসেছিলেন। (তার মৃত্যুর পর) তাকে  
জিজ্ঞাসা করা হলো। তুমি কি কোন ভাল কাজ করেছ ? সে জবাব দিল, আমার জানা নেই। তাকে বলা  
হলো, একটু চিন্তা করে দেখ। সে বলল, এ জিনিসটি ব্যতীত আমার আর কিছুই জানা নেই যে, দুনিয়াতে  
আমি মানুষের সাথে ব্যবসা করতাম। অর্থাৎ ঋণ দিতাম। আর তা আদায়ের জন্য তাদেরকে তাগাদা  
করতাম। আদায় না করতে পারলে আমি স্বচ্ছল ব্যক্তিকে সময় দিতাম আর অভিবী ব্যক্তিকে ক্ষমা করে  
দিতাম। তখন আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন। হ্যায়ফা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
-কে এটাও বলতে শুনেছি যে, কোন এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় এসে হায়ির হল। যখন সে জীবন থেকে  
নিরাশ হয়ে গেল। তখন সে তার পরিজনকে ওসীয়াত করল, আমি যখন মরে যাব। তখন আমার জন্য  
অনেকগুলো কাঠ একত্র করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিও। (আর আমাকে তাতে ফেলে দিও) আগুন যখন  
আমার গোশত খেয়ে ফেলবে এবং আমার হাড় পর্যন্ত পৌছে যাবে আর আমার হাড়গুলো বেরিয়ে আসবে,  
তখন তোমরা তা নিয়ে গুড়ো করে ফেলবে। তারপর যেদিন দেখবে খুব হাওয়া বইছে, তখন সেই  
ছাইগুলিকে উড়িয়ে দেবে। তার পরিজনেরা তাই করল। তারপর আল্লাহ সে সব একত্র করলেন এবং  
তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কাজ তুমি কেন করলে ? সে জবাব দিল, আপনার ভয়ে। তখন আল্লাহ তাকে

ক্ষমা করে দিলেন। উকবা ইবন আমর (রা) বলেন, আমি রাসূলগ্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে ঐ ব্যক্তি ছিল কাফন চোর।

**٣٢٨** حَدَّثَنِي بْشَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَأُ خَمِيصَةً عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدٍ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا -

**٣٢٠٨** বিশ্র ইবন মুহাম্মদ (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) ও আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন, যখন রাসূলগ্লাহ ﷺ -এর ইতেকালের সময় হায়ির হল। তখন তিনি আপন চেহারার উপর তাঁর একখানা চাদর দিয়ে রাখলেন। এরপর যখন খারাপ লাগল, তখন তাঁর চেহারা মোবারক হতে তা সরিয়ে দিলেন এবং তিনি এ অবস্থায়ই বললেন, ইয়াহুন্দী ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর লান্ত। তারা তাদের নবীগণের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে রেখেছে। তারা যা করেছে তা থেকে নবী ﷺ মুসলিমানদেরকে সতর্ক করছেন।

**٣٢٠٩** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتِ نِيَّرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ قَاعِدَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَتْ بَنُو اِسْرَائِيلَ تَسْوِسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَأَنْبِيَاءُ بَعْدِيَ وَسَيَكُونُ خُلُفَاءُ فِيَكْثِرُونَ ، قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : فُوَا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ -

**৩২০৯** مُحَمَّدٌ إِبْنُ بَشْرٍ بَشْرٌ (র) ..... آবু حাযিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি পাঁচ বছর যাবত আবু হুরায়রা (রা)-এর সাহচর্যে ছিলাম। তখন আমি তাঁকে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, বনী ইসরাইলের নবীগণ তাঁদের উম্মতকে শাসন করতেন। যখন কোন একজন নবী ইন্ডোকাল করতেন, তখন অন্য একজন নবী তাঁর স্থলাভিসিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোন নবী নেই। তবে অনেক খলীফাহ হবে। সাহাবাগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদেরকে কি নির্দেশ করছেন? তিনি বললেন, তোমরা একের পর এক করে তাদের বায় আতের হক আদায় করবে। তোমাদের উপর তাদের যে হক রয়েছে তা আদায় করবে। আর নিচ্ছয়ই আল্লাহ তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে যে সবের দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করা হয়েছিল।

**৩২১০** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ  
بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتَبَعَّنَ سُنْنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ  
سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْهِ الْحَمْدُ وَأَنَّصَارِي  
قَالَ فَمَنْ -

**৩২১০** سাঙ্কেত ইবন আবু মারইয়াম (র) ..... আবু সাঙ্কেত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের তরীকাহ পুরোপুরি অনুসরণ করবে, প্রতি বিঘতে বিঘতে এবং প্রতি গজে গজে। এমনকি তারা যদি গো সাপের গর্তেও প্রবেশ করে থাকে তবে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি ইয়াহুদী ও নাসারার কথা বলেছেন? নবী ﷺ বললেন, তবে আর কার কথা?

**৩২১১** حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَالَدٌ  
عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ  
فَذَكَرُوا أَلَيْهُودَ وَالنَّصَارَى فَأَمِرْ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُؤْتِ  
الْإِقَامَةَ -

**৩২১১** ইমরান ইবন মাইসারা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁরা (সাহাবাগণ সালাতের জামা আতে শরীক হওয়ার জন্য) আগুন জ্বালানো এবং ঘন্টা বাজানোর কথা উল্লেখ করলেন। তখনই তাঁরা ইয়াহুদী ও নাসারার কথা উল্লেখ করলেন। এরপর বিলাল (রা)-কে আয়ানের শব্দগুলো দু' দু' বার করে এবং ইকামাতের শব্দগুলো বেজোর করে উল্লেখ করাদেশ করা হলো।

٣٢١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيهِ  
الْفُخْحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ  
يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ وَتَقُولُ إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ \* تَابِعَةُ شَعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ

৩২১২ **মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)** ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি কোমরে হাত রাখাকে না  
পছন্দ করতেন। আর বলতেন, ইয়াহুদীরা এরূপ করে। শ'বা (র) আমাশ (র) থেকে হাদীস বর্ণনায়  
সুফিয়ান (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

٣٢١٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِنِ عُمَرَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلٍ مِنْ  
خَلَأِ مِنَ الْأَمَمِ مَا بَيْنَ صَلَوةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ  
وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجِلٍ نِسْتَعْمِلُ عَمَالًا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي  
إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ إِلَى نِصْفِ  
النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ  
إِلَى صَلَوةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، فَعَمِلَتِ النَّصَارَى مِنْ نِصْفِ  
النَّهَارِ إِلَى صَلَوةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي  
مِنْ صَلَوةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ أَلَا فَأَنْتُمْ  
الَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلَوةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ  
قِيرَاطَيْنِ أَلَا لَكُمُ الْأَجْرُ مَرْتَيْنِ فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا  
نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَالٍ، وَأَقْلَلُ عَطَاءً، قَالَ اللَّهُ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟  
قَالُوا لَا : قَالَ فَإِنَّهُ فَضْلٌ أَعْطِيهِ مِنْ شَيْئٍ -

৩২১৪ **কৃতায়বা ইবন সাঈদ (র)** ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,  
তোমাদের পূর্ববর্তী যেসব উচ্চত অতীত হয়ে গেছে তাদের তুলনায় তোমাদের স্থিতিকাল হলো আসরের  
[www.alqurans.com](http://www.alqurans.com)

সালাত এবং সূর্য ডুবার মধ্যবর্তী সময় টুকুর সমান। আর তোমাদের ও ইয়াহুনী নাসারাদের দ্রষ্টান্ত হলো এই ব্যক্তির মতো, যে কয়েকজন লোককে তার কাজে লাগালো এবং জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, আমার জন্য দুপুর পর্যন্ত এক কিরাতের ১ বিনিময়ে কাজ করবে? তখন ইয়াহুনীরা এক এক কিরাতের বিনিময়ে দুপুর পর্যন্ত এক কিরাতের বিনিময়ে আমার কাজটুকু করে দেবে? তখন নাসারারা এক কিরাতের বিনিময়ে দুপুর হতে আসর সালাত পর্যন্ত কাজ করল। সে ব্যক্তি পুনরায় বলল, কে এমন আছ, যে দু' দু' কিরাতের বদলায় আসর সালাত থেকে সূর্যান্ত পর্যন্ত আমার কাজ করে দেবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, দেখ, তোমরাই হলে সে সব লোক যারা আসর সালাত হতে সূর্যান্ত পর্যন্ত দু' দু' কিরাতের বিনিময়ে কাজ করলে। দেখ, তোমাদের পারিশ্রমিক ছিএণ। এতে ইয়াহুনী ও নাসারারা অসন্তুষ্ট হয়ে গেল এবং বলল, আমরা কাজ করলাম বেশী আর পারিশ্রমিক পেলাম কম। আল্লাহ বলেন, আমি কি তোমার পাওনা থেকে কিছু যুক্ত বা কম করেছি? তারা উত্তরে বলল, না। তখন আল্লাহ বললেন, এ-ই হলো আমার অনুগ্রহ, আমি যাকে ইচ্ছা, তা দান করে থাকি।

٣٢١٤

حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاؤُسٍ  
عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَاتَلَ اللَّهُ فَلَأَنَّا  
آمَّمْ يَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللَّهِ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ  
فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا \* تَابَعَهُ جَابِرٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩২১৪

আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... ইব্ন আবু কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) বলেন, আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ধ্বংস করবে! সে কি জানে না যে, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ ইয়াহুনীদের ওপর লানত করুন। তাদের জন্য চর্বি হারাম করা হয়েছিল। তখন তারা তা গালিয়ে বিক্রি করতে লাগল। জাবির ও আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ এর হাদীস বর্ণনায় ইব্ন আবু কাস (রা)-এর অনুসরণ করেছেন।

٣٢١٥

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا  
ابْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي كَبِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ  
بَلْغُوا عَنِّي وَلَوْ أَيَّهُ وَحَدَّثُوا عَنِّي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ  
عَلَىٰ مُتَعَمِّدًا فَلَيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -

**৩২১৫** আবু আসিম যাত্রাক ইবন মাখলাদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আমার কথা (অন্যদের নিকট) পৌছিয়ে দাও, তা যদি এক আয়াতও হয়। আর বনী ইসরাইলের ঘটনাবলী বর্ণনা কর। এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করল, সে যেন দোষখকেই তার ঠিকানা নির্ধারিত করে নিল।

**৩২১৬** حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَاهُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصِبُّغُونَ فَخَالِفُوهُمْ -

**৩২১৬** আবদুল আয়ীয ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইয়াহুদী ও নাসারারা (দাঁড়ি ও চুলে) রং লাগায় না বা খেয়াব দেয় না। অতএব তোমরা (রং বা খেয়াব লাগিয়ে) তাদের বিপরীত কাজ কর।

**৩২১৭** حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي حَجَاجٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ وَمَا نَسِيَنَا مُنْذُ حَدَّثَنَا وَمَا نَخَشِي أَنْ يَكُونَ جُنْدُبُ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزَعَ فَأَخْذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَّ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، بَادَرَنِي عَبْدِي بِنْفَسِهِ فَحَرَّمَتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ -

**৩২১৭** মুহাম্মদ (র) ..... হাসান (বসরী) (র) বলেন, জুন্দুব ইবন আবদুল্লাহ (রা) বসরার এক মসজিদে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেন। সে দিন থেকে আমরা না হাদীস ভুলেছি না আশংকা করেছি যে, জুন্দুব (র) নবী ﷺ-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে একজন লোক আঘাত পেয়েছিল তাতে কাতর হয়ে পড়েছিল। এরপর সে একটি ছুরি হাতে নিল এবং তা দিয়ে সে তার হাতটি কেটে ফেলল। ফলে রক্ত আর বন্ধ হল না। শেষ পর্যন্ত সে মারা গেল। মহান আল্লাহ্ বললেন, আমার বান্দাটি নিজেই প্রাণ দেয়ার ব্যাপারে আমার থেকে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করল (অর্থাৎ সে আত্মহত্যা করল)। আমি তার উপর জান্নাত হারাম করে দিলাম।

## حدیث ابرص واقرع واعمی

একজন শ্বেতোরোগী, টাকওয়ালা ও অক্ষের বিবরণ সম্বলিত হাদীস

۲۲۱۸

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَحْقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ  
حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ  
بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ حَوْدَهُ  
مُحَمَّدًا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءً أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ اسْحَقَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ  
قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ ثَلَاثَةَ فِي بَنْتِ إِسْرَائِيلَ  
أَبْرَصَ وَاقْرَعَ وَاعْمَى بَدَا اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيهِمْ ، فَبَعْثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى  
الْأَبْرَصَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : لَوْنٌ حَسَنٌ ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ قَدْ  
قَذَرَنِي النَّاسُ ، قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ ، فَأَعْطَى لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا  
حَسَنًا ، فَقَالَ أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ فَقَالَ الْأَبِيلُ أَوْ قَالَ الْبَقَرُ هُوَ شَكٌ  
فِي ذَلِكَ أَنَّ الْأَبْرَصَ أَوِ الْأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا الْأَبِيلُ ، وَقَالَ الْأَخْرُ الْبَقَرُ ،  
فَأَعْطَى نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ يُبَارِكُ لَكَ فِيهَا قَالَ وَآتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ  
شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : شَعْرٌ حَسَنٌ ، وَيَذْهَبُ عَنِي هَذَا قَدْ قَذَرَنِي  
النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ ، وَأَعْطَى شَعْرًا حَسَنًا ، قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ  
أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ ، قَالَ فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلًا ، وَقَالَ يُبَارِكُ لَكَ  
فِيهَا ، وَآتَى الْأَعْمَى فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ يَرْدُ اللَّهُ إِلَيْ  
بَصَرِي فَأَبْصِرُ بِهِ النَّاسَ ، قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدَ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ ، قَالَ فَأَيُّ

الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ الْفَنَمُ فَأَعْطَاهُ شَاءَ وَالْدَّا فَانْتَجَ هَذَا وَوَلَدَهُ هَذَا فَكَانَ لِهَذَا وَادِ مِنَ الْأَبْلِيلِ وَلِهَذَا وَادِ مِنْ بَقَرٍ وَلِهَذَا وَادِ مِنَ الْفَنَمِ، ثُمَّ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ تَقْطَعُتْ بِي الْحِبَالُ فِي سَفَرِيِّ، فَلَا يَلَغُ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ الْلَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبْلُغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَنَّ الْحُقُوقَ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ كَائِنٌ أَعْرِفُكَ أَمْ تَكُونُ أَبْرَصَ يَقْدِرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا، فَأَعْطَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرٍ عَنْ كَابِرٍ، فَقَالَ أَنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيِّرْكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَارَدَ عَلَيْهِ هَذَا، فَقَالَ أَنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيِّرْكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ السَّبِيلِ وَتَقْطَعَتْ بِي الْحِبَالُ فِي سَفَرِيِّ فَلَا يَلَغُ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاءَ أَتَبْلُغُ بِهَا فِي سَفَرِيِّ، وَقَالَ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَ اللَّهُ بَصَرَى وَفَقِيرًا فَأَغْنَانِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ فَوَاللَّهِ لَا أَحْمَدُ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ اللَّهُ، فَقَالَ أَمْسِكْ مَا لَكَ فَإِنَّمَا أُبْتُلِيْتُمْ فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ، وَسَخَطَ عَلَى صَاحِبِكَ -

৩২১৮) আহমদ ইবন ইসহাক ও মুহাম্মদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, বনী ইসরাইলের মধ্যে তিন জন লোক ছিল। একজন শ্঵েতীরোগী, একজন মাথায় টাকওয়ালা আর একজন অঙ্গ। মহান আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। কাজেই, তিনি তাদের কাছে একজন ফিরিশ্তা পাঠালেন। ফিরিশ্তা প্রথমে শ্বেতী রোগীটির নিকট আসলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে কোন জিনিস বেশী প্রিয়? সে জবাব দিল, সুন্দর রং ও সুন্দর চামড়া। কেননা, মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। ফিরিশ্তা তার শরীরের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে তার রোগ

সেরে গেল। তাকে সুন্দর রং এবং সুন্দর চামড়া দান করা হল। তারপর ফিরিশ্তা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ ধরনের সম্পদ তোমার কাছে বেশী প্রিয়? সে জবাব দিল, ‘উট’ অথবা সে বলল, ‘গরু’। এ ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে যে শ্বেতীরোগী না টাকওয়ালা দু’জনের একজন বলেছিল ‘উট’ আর অপরজন বলেছিল ‘গরু’। অতএব তাকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী উটনী দেয়া হল। তখন ফিরিশ্তা বললেন, “এতে তোমার জন্য বরকত হোক।” বর্ণনাকারী বলেন, ফিরিশ্তা টাকওয়ালার কাছে গেলেন এবং বললেন, তোমার কাছে কি জিনিস পছন্দনীয়? সে বলল, সুন্দর চুল এবং আমার থেকে যেন এ রোগ চলে যায়। মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। বর্ণনাকারী বলেন, ফিরিশ্তা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তৎক্ষণাত মাথার টাক চলে গেল। তাকে (তার মাথায়) সুন্দর চুল দেয়া হল। ফিরিশ্তা জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ সম্পদ তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে জবাব দিল, ‘গরু’। তারপর তাকে একটি গর্ভবতী গাড়ী দান করলেন। এবং ফিরিশ্তা দু’আ করলেন, এতে তোমাকে বরকত দান করা হোক। তারপর ফিরিশ্তা অঙ্কের নিকট আসলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ জিনিস তোমার কাছে বেশী প্রিয়? সে বলল, আল্লাহ্ যেন আমার চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি মানুষকে দেখতে পারি। নবী ﷺ বললেন, তখন ফিরিশ্তা তার চোখের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন, তৎক্ষণাত আল্লাহ্ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। ফিরিশ্তা জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ সম্পদ তোমার কাছে অধিক প্রিয়? সে জবাব দিল ‘ছাগল’। তখন তিনি তাকে একটি গর্ভবতী ছাগী দিলেন। উপরে উল্লেখিত লোকদের পশুগুলো বাঢ়া দিল। ফলে একজনের উটে ময়দান ভরে গেল, অপরজনের গরুতে মাঠ পূর্ণ হয়ে গেল এবং আর একজনের ছাগলে উপত্যকা ভরে গেল। এরপর ঐ ফিরিশ্তা তাঁর পূর্ববর্তী আকৃতি প্রকৃতি ধারণ করে শ্বেতরোগীর কাছে এসে বললেন, আমি একজন নিঃস্ব ব্যক্তি। আমার সফরের সকল (সম্বল) শেষ হয়ে গেছে। আজ আমার গন্তব্য স্থানে পৌছার আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপায় নেই। আমি তোমার কাছে ঐ সত্তার নামে একটি উট চাচ্ছি, যিনি তোমাকে সুন্দর রং কোমল চামড়া এবং সম্পদ দান করেছেন। আমি এর উপর সাওয়ার হয়ে আমার গন্তব্যে পৌছাব। তখন লোকটি তাকে বলল, আমার উপর বহু দায় দায়িত্ব রয়েছে। (কাজেই আমার পক্ষে দান করা সত্ত্ব নয়) তখন ফিরিশ্তা তাকে বললেন, সত্ত্বে আমি তোমাকে চিনি। তুমি কি এক সময় শ্বেতরোগী ছিলে না? মানুষ তোমাকে ঘৃণা করত। তুমি কি ফকীর ছিলে না? এরপর আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে (প্রাচুর সম্পদ) দান করেছেন। তখন সে বলল, আমি তো এ সম্পদ আমার পূর্বপুরুষ থেকে ওয়ারিশ সূত্রে পেয়েছি। ফিরিশ্তা বললেন, তুমি যদি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ্ তোমাকে সেরূপ করে দিন, যেমন তুমি ছিলে। তারপর ফিরিশ্তা মাথায় টাকওয়ালার কাছে তাঁর সেই বেশভূষা ও আকৃতিতে গেলেন এবং তাকে ঠিক তদ্দুপই বললেন, যেরূপ তিনি শ্বেতী রোগীকে বলেছিলেন। এও তাকে ঠিক অনুরূপ জবাব দিল যেমন জবাব দিয়েছিল শ্বেতীরোগী। তখন ফিরিশ্তা বললেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ্ তোমাকে তেমন অবস্থায় করে দিন, যেমন তুমি ছিলে। শেষে ফিরিশ্তা অঙ্ক লোকটির কাছে তাঁর আকৃতিতে আসলেন এবং বললেন, আমি একজন নিঃস্ব লোক, মুসাফির মানুষ; আমার সফরের সকল সম্বল শেষ হয়ে গেছে। আজ বাড়ী পৌছার ব্যাপারে আল্লাহ্ ছাড়া কোন গতি নেই। তাই আমি তোমার কাছে সেই সত্তার নামে একটি ছাগী প্রার্থনা করছি যিনি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন আর আমি এ ছাগীটি নিয়ে আমার এ সফরে বাড়ী পৌছতে পারব। সে বলল, বাস্তবিকই আমি অঙ্ক ছিলাম। আল্লাহ্

আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি ফকীর ছিলাম। আল্লাহু আমাকে ধনী করেছেন। এখন তুমি যা চাও নিয়ে যাও। আল্লাহর কসম। আল্লাহর ওয়াত্তে তুমি যা কিছু নিবে, তার জন্যে আজ আমি তোমার নিকট কোন প্রশংসাই দাবী করব না। তখন ফিরিশ্তা বললেন, তোমার মাল তুমি রেখে দাও। তোমাদের তিন জনকে পরীক্ষা করা হল মাত্র। আল্লাহ তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তোমার সাথী দু'জনের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

٢٠٤٨ . بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ : أَمْ حَسِبْتَ أَنْ اصْحَابَ الْكَهْفِ  
وَالرَّقِيمَ - الْكِتَابُ الْمَرْقُومُ مَكْتُوبٌ مِنَ الرَّقِيمِ رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ  
الْهَمَنَاهُمْ صَبَرُوا ، لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهَا شَطَطْنَا إِفْرَاطًا الْوَصِيدَ  
الْفَنَاءُ وَجَمْعُهُ وَصَانِدَ وَصُودَ وَيُقَالُ الْوَصِيدُ الْبَابُ مُؤْصَدَةُ  
مُطْبَقَةٌ اصْدَ الْبَابُ وَأَوْصَدَ بَعْثَانَاهُمْ أَحِيَّنَاهُمْ أَزْكَى أَكْثَرُ رَيْغَانَ ،  
فَضَرَبَ اللَّهُ عَلَى اذَانِهِمْ فَنَامُوا رَجَمًا بِالْغَيْبِ لَمْ يَشْتِئُنِ ، وَقَالَ  
مُجَاهِدٌ تَقْرِضُهُمْ تَتَرَكُهُمْ

২০৪৮. পরিচ্ছেদ ৪: মহান আল্লাহর বাণী ৪ আসছাবে কাহাক ও স্নাকীম সম্পর্কে আপনার কি ধারণা ? (১৪: ১৮) কিতাব **الرَّقِيمُ** শব্দটি **الْمَرْقُومُ** হতে উদ্ভূত, অর্থ শিপিবক্ত। এর অর্থ, তাদের অন্তরে আমি (ধৈর্যের) প্রেরণা প্রদান করেছি। যদি আমি তার অন্তরে সহনশীলতার প্রেরণা প্রদান না করতাম। অতিশয় অতিরিক্ত। তবার পাড়। এটা একবচন। এর বছবচন **وَصُودٌ** **وَصَانِدٌ** এবং **شَطَطْنَا** অর্থ দরজা। এ অর্থেই ব্যবহার করা হয়। এ অর্থেই **الْوَصِيدُ** অর্থ দরজা। আমি তাদেরকে জীবিত করলাম। এরপর আল্লাহ তাদের কানে ছাপ মেরে দিলেন। তারা স্মৃতিয়ে পড়লো। যা স্পষ্ট হলো না। আর মুজাহিদ (র) বলেন। তাদেরকে পাশ কেটে যায় **تَقْرِضُهُمْ**।

## ٢٠٤٩ . بَابُ حَدِيثُ الْفَارُ

২০৪৯. পরিচ্ছেদ : শুহার ঘটনা

۲۲۱۹

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ أَخْبَرَنَا عَلَىٰ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ إِذَا أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فَأَوْفُوا إِلَى غَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِنَّهُ وَاللَّهِ يَا هُؤُلَاءِ لَا يُنْجِيْكُمْ إِلَّا الصَّدَقُ، فَلَيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ، فَقَالَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِيلٌ لِي عَلَى فَرِيقٍ مِّنْ أَرْزُ ذَهَبٍ وَتَرَكَهُ وَأَنِّي عَمِدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرِيقِ فَزَرَعْتُهُ فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقْرًا، وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ، فَقُلْتُ أَعْمَدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ فَسُقِّهَا فَقَالَ لِي إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِّنْ أَرْزٍ فَقُلْتُ لَهُ أَعْمَدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا مِنْ ذَلِكَ الْفَرِيقِ فَسَاقَهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجَ عَنِّي فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ، فَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتَ تَعْلَمُ كَانَ لِي أَبْوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ أَتِيهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبَنٍ غَنَمٍ لِي فَأَبْطَأْتُ عَنْهُمَا لَيْلَةً فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا وَأَهْلِيَ وَعِيَالِيَ يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الْجُوعِ، فَكُنْتُ لَا أَسْقِيْهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبْوَائِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُوْقِظَهُمَا وَكَرِهْتُ أَنْ أَدْعَهُمَا فَيَسْتَكْنَا لِشَرْبَتِهِمَا فَلَمْ أَزَلْ أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجَ عَنِّي فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتَّى

نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ الْأَخْرُ: أَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَبْنَةٌ عَمِّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَأَنِّي رَأَوْدُتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَأَبَتِ الْأَنَّ أَتَيْهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَطَابَتْهَا حَتَّى قَدَرْتُ فَاتِيَّتَهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا فَأَمْكَنْتُنِي مِنْ نَفْسِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا فَقَالَتْ أَتَقِ اللَّهُ وَلَا تَفْعُضَ الْخَاتَمَ الْأَبْحَقَمَ، فَقَمَتْ وَتَرَكَتُ الْمِائَةَ الدِينَارَ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا -

**৩২১৯** ইসমাইল ইবন খালীল (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের লোকদের মধ্যে তিনজন লোক ছিল। তাঁরা পথ চলছিল। হঠাৎ তাদের বৃষ্টি পেয়ে গেল। তখন তারা এক গুহায় আশ্রয় নিল। অমনি তাদের গুহার মুখ (একটি পাথর চাপা পড়ে) বন্ধ হয়ে গেল। তাদের একজন অন্যদেরকে বললেন, বঙ্গুগণ আল্লাহর কসম! এখন সত্য ছাড়া কিছুই তোমাদেরকে মুক্ত করতে পারবে না। কাজেই, এখন তোমাদের প্রত্যেকের সেই জিনিসের উসিলায় দু'আ করা উচিত, যে ব্যাপারে জানা রয়েছে যে, এ কাজটিতে সে সত্যতা বহাল রেখেছে। তখন তাদের একজন (এই বলে) দু'আ করলেন হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমার একজন মযদুর ছিল। সে এক ফারাক<sup>১</sup> চাউলের বিনিময়ে আমার কাজ করে দিয়েছিল। পরে সে মজুরী না নিয়েই চলে গিয়েছিল। আমি তার এ মজুরী দিয়ে কিছু একটা করতে মনস্ত করলাম এবং কৃষি কাজে লাগালাম। এতে যা উৎপাদন হয়েছে, তার বিনিময়ে আমি একটি গাভী কিনলাম। সেই মযদুর আমার নিকট এসে তার মজুরী দাবী করল। আমি তাকে বললাম, এ গাভীটির দিকে তাকাও এবং তা হাঁকিয়ে নিয়ে যাও। সে জবাব দিল, আমার ত আপনার কাছে মাত্র এক 'ফারাক' চাউলই প্রাপ্য। আমি তাকে বললাম গাভীটি নিয়ে যাও। কেননা (তোমার) সেই এক 'ফারাক' দ্বারা যা উৎপাদিত হয়েছে, তারই বিনিময়ে এটি খরীদ করা হয়েছে। তখন সে গাভীটি হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। (হে আল্লাহ!) আপনি জানেন যে, তা আমি একমাত্র আপনার ভয়েই করেছি। তাহলে আমাদের (গুহার মুখ) থেকে (এ পাথরটি) সরিয়ে দাও। তখন তাদের কাছ থেকে পাথরটি কিছুটা সরে গেল। তাদের আরেকজন দু'আ করল, হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমার মা-বাপ খুব বৃদ্ধ ছিলেন। আমি প্রতি রাতে তাদের জন্য আমার বকরীর দুধ নিয়ে তাঁদের কাছে যেতাম। ঘটনাক্রমে একরাতে তাদের কাছে যেতে আমি দেরী করে ফেললাম। তারপর এমন সময় গেলাম, যখন তাঁরা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এদিকে আমার পরিবার পরিজন ক্ষুধার কারণে চিন্কার করছিল। আমার মাতা-পিতাকে দুধ পান না করান পর্যন্ত ক্ষুধায় কাতর আমার সন্তানদেরকে দুধ পান করাইনি। কেননা, তাদেরকে ঘুম থেকে জাগানটি আমি পছন্দ করিনি। অপরদিকে তাদেরকে বাদ দিতেও ভাল লাগেনি। কারণ, এ দুধটুকু পান না করলে তাঁরা উভয়েই দুর্বল হয়ে যাবেন। তাই (দুধ হাতে) আমি (সারারাত) ভোর হয়ে যাওয়া পর্যন্ত (তাদের জগত হবার) অপেক্ষা

করছিলাম। আপনি জানেন যে, একাজ আমি করেছি, একমাত্র আপনার ভয়ে, তাই, আমাদের থেকে (পাথরটি) সরিয়ে দিন। তারপর পাথরটি তাদের থেকে আরেকটু সরে গেল। এমনকি তারা আসমান দেখতে পেল। অপর ব্যক্তি দু'আ করল, হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমার একটি চাচাত বোন ছিল। সবার চেয়ে সে আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিল। আমি তার সাথে (মিলনের) বাসনা করছিলাম। কিন্তু সে একশ' দীনার (স্বর্ণ মুদ্রার) প্রদান ব্যতিত ঐ কাজে রাখী হতে চাইল না। আমি স্বর্ণ মুদ্রা অর্জনের চেষ্টা আরম্ভ করলাম এবং তা অর্জনে সমর্থও হলাম। তারপর কথিত মুদ্রাসহ তার নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে তা অর্পণ করলাম। সেও তার দেহ আমার ভোগে অর্পণ করলো। আমি যখন তার দুই পায়ের মাঝে বসে পড়লাম। তখন সে বলল, আল্লাহকে ভয় কর, অন্যায় ও অবৈধভাবে পবিত্র ও রক্ষিত আবরণকে বিনষ্ট করো না। আমি তৎক্ষণাত সরে পড়লাম ও স্বর্ণমুদ্রা ছেড়ে আসলাম। হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে, আমি প্রকৃতই আপনার ভয়ে তা করে ছিলাম। তাই আমাদের রাস্তা প্রশস্ত করে দাও। আল্লাহ (তাদের) সংকট দূরীভূত করলেন। তারা বের হয়ে আসল।

## ٢٠٥. بَابُ :

২০৫০. পরিচ্ছেদ :

٣٢٢. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يُقَالُ بَيْنَمَا امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَهَا إِذْ مَرَبِّهَا رَاكِبٌ وَهِيَ تُرْضِعُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تُثْمِتْ ابْنِي حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ هَذَا، فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِي الثَّدْيِ، وَمَرَّ بِامْرَأَةٍ تُجَرِّرُ وَيُلْعَبُ بِهَا فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا، فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا، فَقَالَ أَمَا الرَّاكِبُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ، وَأَمَا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَهَا تَزْنِي وَتَقُولُ حَشْبِيَ اللَّهُ وَيَقُولُونَ تَسْرِقُ، وَتَقُولُ حَشْبِيَ اللَّهُ

৩২২০ আবুল ইয়ামান (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, একদা একজন মহিলা তার কোলের শিশুকে স্তন্য পান করাচ্ছিল। এমন সময় একজন অশ্বারোহী তাদের নিকট দিয়ে গমন করে। মহিলাটি বলল, হে আল্লাহ! আমার পুত্রকে এই

অশ্বারোহীর মত না বানিয়ে মৃত্যু দান করো না । তখন কোলের শিশুটি বলে উঠলো- হে আল্লাহ! আমাকে এই অশ্বারোহীর মত করো না, এই বলে পুনরায় সে স্তন্য পানে মনোনিবেশ করল । তারপর একজন মহিলাকে কতিপয় লোক অপমানজনক ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে করতে টেনে নিয়ে চলছিল । এই মহিলাকে দেখে শিশুর মাতা বলে উঠল- হে আল্লাহ! আমার পুত্রকে এই মহিলার মত করো না । শিশুটি বলে উঠল, হে আল্লাহ! আমাকে এই মহিলার ন্যায় কর । নবী ﷺ বলেন, এই অশ্বারোহী ব্যক্তি কাফির ছিল আর এই মহিলাকে লক্ষ্য করে লোকজন বলছিল, তুই ব্যাডিচারিণী, সে বলছিল হাস্বি আল্লাহ- আল্লাহ-ই আমার জন্য যথেষ্ট । তারা বলছিল তুই চোর আর সে বলছিল হাস্বি আল্লাহ- আল্লাহ-ই আমার জন্য যথেষ্ট ।

**٣٢٢١** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرِكِيَّةً كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطْشُ إِذْ رَأَتُهُ بَغِيًّا مِّنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوْقَهَا فَسَقَتْهُ فَفَغُرَّ لَهَا بِهِ -

**৩২২১** সাঈদ ইবন তালীদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন যে, একদা একটি কুকুর এক কৃপের চারদিকে ঘূরছিল এবং প্রবল পিপাসার কারণে সে মৃত্যুর নিকটে পৌছেছিল । তখন বনী ইসরাইলের ব্যাডিচারিণীদের একজন কুকুরটির অবস্থা লক্ষ্য করল, এবং তার পায়ের মোজার সাহায্যে পানি সঞ্চাহ করে কুকুরটিকে পান করল । এ কাজের প্রতিদানে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন ।

**٣٢٢٢** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مُلِكٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَتَهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ أَبْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنَابِرِ، فَتَنَاؤلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ، وَكَانَتْ فِي يَدِيْ حَرْسِيْ فَقَالَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ أَيْنَ عُلَمَاءُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاءُهُمْ -

**৩২২২** আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) ..... হুমায়েদ ইবন আবদুর রাহমান (র) থেকে বর্ণিত । তিনি মু'আবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান (রা)-কে নেলতে চানহেন যে, তার হজ্জ পালনের বছর মিসরে নবৰীতে

উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁর দেহরক্ষীদের নিকট হতে মহিলাদের একগুচ্ছ কেশ নিজ হাতে নিয়ে তিনি বলেন যে, হে মদীনাবাসী! কোথায় তোমাদের আলিম সমাজ? আমি নবী করীম صلوات الله علیه و آله و سلم -কে এ জাতীয় পরচুলা ব্যবহার থেকে নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, বনী ইসরাইল তখনই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, যখন তাদের মহিলাগণ এ জাতীয় পরচুলা ব্যবহার করতে আরম্ভ করে।

**٣٢٢٣** حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا مَضِيَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأَمْمِ مُحَدِّثُونَ وَإِنَّهُ أَنَّ كَانَ فِي أَمْتَى هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ -

**৩২২৭** আব্দুল আয়ীয় ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম صلوات الله علیه و آله و سلم বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উত্তরগণের মধ্যে মুহাম্মাদ (ইলাহাম প্রেরণাপ্রাপ্ত) ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। আমার উত্তরে মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে, তবে সে নিশ্চয় উমর ইবনুল খাসাব (রা) হবেন।

**٣٢٢٤** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الصَّدِيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قُتِلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اِنْسَانًا ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ فَاتِي رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ تَوَبَّهُ، قَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَجَعَلَ يَسْأَلُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَئْتَ قَرِيَّةَ كَذَا وَكَذَا، فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَاءٌ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ هَذِهِ أَنَّ تَقْرَبِي وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ هَذِهِ أَنَّ تَبَاعِدِي وَقَالَ قِيسُّوْ مَابَيِّنَهُمَا فَوُجِدَ إِلَيْهِ أَقْرَبُ بِشَبِيرٍ، فَغَفَرَ لَهُ -

**৩২২৮** মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... আবু সাওদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম صلوات الله علیه و آله و سلم বলেছেন, বনী ইসরাইলের মাঝে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে নিরানবইটি নর হত্যা করেছিল। তারপর [www.alqurans.com](http://www.alqurans.com)

(অনুশোচনা করতঃ নাজাতের পথের অনুসন্ধানে বাড়ী থেকে) বের হয়ে একজন পাদরীকে জিজ্ঞাসা করল, আমার তওবা করুল হওয়ার আশা আছে কি ? পাদরী বলল, না । তখন সে পাদরীকেও হত্যা করল । এরপর পুনরায় সে (লোকদের নিকট) জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল । তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল, তুমি অমুক স্থানে চলে যাও । সে রওয়ানা হল এবং পথিমধ্যে তার মৃত্যু এসে গেল । সে তার বক্ষদেশ দ্বারা সে স্থানটির দিকে ঘুরে গেল । মৃত্যুর পর রহমত ও আযাবের ফিরিশ্তাগণ তার কাছকে নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলেন । আল্লাহ্ সম্মুখের ভূমিকে (যেখানে সে তওবার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল) আদেশ করলেন, তুমি মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী হয়ে যাও । এবং পশ্চাতে ফেলে আসা স্থানকে (যেখানে হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল) আদেশ দিলেন, তুমি দূরে সরে যাও । তারপর ফিরিশ্তাদের উভয় দলকে আদেশ দিলেন- তোমরা এখন থেকে উভয় দিকের দূরত্ব পরিমাপ কর । পরিমাপ করা হল, দেখা গেল যে, মৃত লোকটি সম্মুখের দিকে এক বিঘত অধিক অগ্রসরমান । আল্লাহ্ রহমতে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হলো ।

٢٢٢٥

حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ  
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى  
رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَاةُ الصُّبُحِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ بَيْنَمَا  
رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا فَقَالَتْ أَنَا لَمْ نُخْلَقْ لِهَا أَنَّمَا  
خُلِقْنَا لِلْحَرَثِ، فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللَّهِ بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ قَالَ فَإِنِّي  
أُوْمِنُ بِهَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثُمَّ وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمِيهِ  
إِذْ عَدَ الذِئْبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاءٍ فَطَلَبَ حَتَّىٰ كَانَهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ ،  
فَقَالَ لَهُ الذِئْبُ هَذَا اسْتَنْقَذَهَا مِنِّي فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَا رَاعِي  
لَهَا غَيْرِي ، فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللَّهِ ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ ، قَالَ فَإِنِّي أُوْمِنُ  
بِهَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثُمَّ وَحَدَّثَنَا عَلَىٰ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ بْنُ  
عَيْنِيَّةَ عَنْ مَسْعُرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَسْلَهَ -

৩২২৫ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ফজরের সালাত শেষে লোকজনের দিকে ঘুরে বসলেন এবং বললেন, একদা এক ব্যক্তি

একটি গরু হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে এটির পিঠে চড়ে বসলো এবং ওকে প্রহার করতে লাগল। তখন গরগটি বলল, আমাদেরকে এজন্য সৃষ্টি করা হয় নি, আমাদেরকে চাষাবাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। ইহা শুনে লোকজন বলে উঠল, সুবহানাল্লাহ! গরণ্ড কথা বলে? নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বললেন, আমি এবং আবু বকর ও উমর ইহা বিশ্বাস করি। অথচ তখন তাঁরা উভয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। এবং জনেক রাখাল একদিন তার ছাগল পালের মাঝে অবস্থান করছিল, এমন সময় একটি চিতা বাঘ পালে ঢুকে একটি ছাগল নিয়ে গেল। রাখাল বাঘের পিছু ধাওয়া করে ছাগলটি উদ্ধার করে নিল। তখন বাঘটি বলল, তুমি ছাগলটি আমা হতে কেড়ে নিলে বটে তবে ঐদিন কে ছাগলকে রক্ষা করবে? যেদিন হিংস্র জন্তু ওদের আক্রমণ করবে এবং আমি ছাড়া তাদের অন্য কোন রাখাল থাকবে না। লোকেরা বলল, সুবহানাল্লাহ! চিতা বাঘ কথা বলে! নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বললেন, আমি এবং আবু বকর ও উমর ইহা বিশ্বাস করি অথচ তাঁরা উভয়েই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, ..... আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٢٢٦

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ  
 هَمَّامَ بْنِ مُنْبَهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 اشْتَرَى رَجُلٌ مِّنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوْجَ الرَّجُلِ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي  
 عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي،  
 إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَمْ أَبْتَعِ الذَّهَبَ وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْأَرْضُ إِنَّمَا  
 يُعْتَكَ الْأَرْضُ وَمَا فِيهَا، فَتَحَا كَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَ إِلَيْهِ  
 الْكُمَا وَلَدٌ، قَالَ أَحَدُهُمَا لِيْ غُلَامٌ وَقَالَ الْآخَرُ لِيْ جَارِيَةٌ، قَالَ أَنْكِحُوهَا  
 الْفَلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا -

৩২২৬ ইসহাক ইব্ন নাসর (র) ..... আবু হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেন, (নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -এর আগে) এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি হতে একখণ্ড জমি ক্রয় করেছিল। ক্রেতা খরীদকৃত জমিতে একটা স্বর্ণ ভর্তি ঘড়া পেল। ক্রেতা বিক্রেতাকে তা ফেরত নিতে অনুরোধ করে বলল, কারণ আমি জমি ক্রয় করেছি, স্বর্ণ ক্রয় করিনি। বিক্রেতা বলল, আমি জমি এবং এতে যা কিছু আছে সবই বিক্রয় করে দিয়েছি। তারপর তারা উভয়ই অপর এক ব্যক্তির নিকট এর মীমাংসা চাইল। তিনি বললেন, তোমাদের কি ছেলে-মেয়ে আছে? একজন বলল, আমার একটি ছেলে আছে। অপর ব্যক্তি

বলল, আমার একটি মেয়ে আছে। মীমাংসাকারী বললেন, তোমার মেয়েকে তার ছেলের সাথে বিবাহ দিয়ে দাও আর প্রাণ স্বর্গের মধ্যে কিছু তাদের বিবাহে ব্যয় কর এবং অবশিষ্টাংশ তাদেরকে দিয়ে দাও।

٢٢٢٧

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَنْ أَبِي النُّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الطَّاعُونِ، فَقَالَ أُسَامَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الطَّاعُونُ رِجْسٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدِمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ أَبُو النُّضْرِ لَا يُخْرِجُكُمْ إِلَّا فِرَارًا مِنْهُ -

٣٢٢٧

আবদুল আয়ীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... সায়াদ ইব্ন আবু উয়াক্কাস (রা) উসামাহ ইব্ন যায়েদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি হ্যারত রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রেগ স্বরক্ষে কি শুনেছেন? উসামাহ (রা) বলেন, হ্যারত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, প্রেগ একটি আয়াব। যা বনী ইসরাইলের এক সম্প্রদায়ের উপর আপত্তি হয়েছিল। অথবা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল। তোমরা যখন কোন স্থানে প্রেগের প্রাদুর্ভাব শুনতে পাও, তখন তোমরা সেখানে যেয়োনা। আর যখন প্রেগ এমন স্থানে দেখা দেয়, যেখানে তুমি অবস্থান করছো, তখন সে স্থান থেকে পালানোর উদ্দেশ্যে বের হয়োনা। আবু নয়র (র) বলেন, পলায়নের উদ্দেশ্যে এলাকা ত্যাগ করো না। তবে অন্য প্রয়োজনে যেতে পার, তাতে বাঁধা নেই।

٢٢٢٨

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاؤُدُّ بْنُ أَبِي الْفَرَاتِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقْعُدُ الطَّاعُونَ

فَيَمْكُثُ فِي بَلْدَهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصْبِبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ  
إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرٍ شَهِيدٌ -

**৩২২৮** মূসা ইব্ন ইস্মাইল (র) ..... নবী সহধর্মী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রেগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, উত্তরে তিনি বললেন, তা একটি আয়ার বিশেষ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের প্রতি ইচ্ছা করেন তাদের উপর তা প্রেরণ করেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দাগণের উপর তা (আয়াবের সুরতে) রহমত ব্রহ্মপ করে দিয়েছেন। কোন ব্যক্তি যখন প্রেগাক্রান্ত স্থানে সাওয়াবের আশায় ধৈর্য ধরে অবস্থান করে এবং তার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, আল্লাহ্ তাকদীরে যা লিখে রেখেছেন তাই হবে। তবে সে একজন শহীদের সমান সওয়াব পাবে।

**৩২২৯** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهْمَمُهُمْ شَاءَنَ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَلَمَهُ أَسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ فَأَخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبَلُوكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقُ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَأَيْمَنُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَتْ يَدَهَا -

**৩২৩০** কুতায়বা ইব্ন সাইদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, মাখ্যুম গোত্রের জনৈকা চোর মহিলার ঘটনা কুরাইশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তুললো। এ অবস্থায় তারা (পরম্পর) বলাবলি করতে লাগল এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কে আলোপ আলোচনা (সুপারিশ) করতে পারে? তারা বলল, একমাত্র রাসূলে করীম ﷺ-এর প্রিয়তম ব্যক্তি ওসামা ইব্ন যায়িদ (রা) এ জটিল ব্যাপারে আলোচনা করার সাহস করতে পারেন। (নবীজীর খেদমতে তাঁকে পাঠান হল তিনি প্রসঙ্গ উথাপন করে।) ক্ষমা করেও দেয়ার সুপারিশ করলেন। নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি কি আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমা লংঘনকারীগীর সাজা (হাত কাটা) মাওকুফের সুপারিশ করছ? তারপর নবী ﷺ দাঁড়িয়ে খুত্বায় বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে এ কাজই ধৰ্ম করেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন সঞ্চান্ত লোক চুরি

করত, তখন তারা বিনা সাজায় তাকে ছেড়ে দিত। অপরদিকে যখন কোন সহায়ইন দরিদ্র সাধারণ লোক চুরি করত, তখন তার উপর হৃদ (হাতকাটা দণ্ডবিধি) প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মদ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর কন্যা ফাতিমা চুরি করত (আল্লাহ তাকে হিষায়ত করুন) তবে আমি তার অবশ্যই <sup>হাত</sup> কেটে ফেলতাম।

**٢٢٣.** حَدَّثَنَا أَدْمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ الْهَلَالِيَّ عَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ آيَةً وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ خِلَافَهَا فَجِئْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَّةَ وَقَالَ كِلَاهُمَا مُحْسِنٌ وَلَا تَخْتَلِفُوا فَإِنَّمَا كَانَ قَبْلَكُمْ أَخْتَلَفُوا فَهَلُوكُوا -

**৩২৩০** আদম (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআনের একটি আয়াত (এমনভাবে) পড়তে শুনলাম যা নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ থেকে আমার শুন্ত তিলাওয়াতের বিপরীত। আমি তাকে নিয়ে নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি বললাম তখন তাঁর চেহারায় অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করলাম। তিনি বলেন, তোমরা উভয়ই ভাল ও সুন্দর পড়েছ। তবে তোমরা ইখ্তিলাফ (মতবিরোধ) করো না। তোমাদের পূর্ববর্তীগণ ইখ্তিলাফ ও মতবিরোধের কারণেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

**٢٢٣١** حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كَانَ أَنْظَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمٌ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ -

**৩২৩১** উমর ইব্ন হাফস (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যেন এখনো নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-কে দেখছি যখন তিনি একজন নবী (আ)-এর অবস্থা বর্ণনা করছিলেন যে, তাঁর স্বজাতিরা তাঁকে প্রহার করে রুক্কাশ করে দিয়েছে আর তিনি তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছে ফেলছেন এবং বলছেন, হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, যেহেতু তারা অজ্ঞ।

**٢٢٣٢** حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَبْدِ الْفَافِيرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجَلًا

কানَ قَبْلَكُمْ رَغْسَهُ اللَّهُ مَا لَأَفَقَالَ لِبَنِيهِ لَمَّا حُضِرَ أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ؟  
 قَالُوا خَيْرًا أَبٍ، قَالَ إِنِّي لَمْ أَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَإِذَا مُتُّ فَأَخْرُقُونِي ثُمَّ  
 اسْحَاقُونِي ثُمَّ ذَرُونِي فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، فَعَلَوْا فَجَمِعَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ  
 فَقَالَ مَا حَمَلْتَ؟ قَالَ مَخَافِتُكَ، فَتَلَقَّاهُ رَحْمَةً \* وَقَالَ مُعَاذْ حَدَثَنَا  
 شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ  
 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

**৩২৩১** আবুল ওয়ালীদ (র) ..... আবু সাইদ (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে এক ব্যক্তি, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল তখন সে তার ছেলেদেরকে একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করল। আমি তোমাদের কেমন পিতা ছিলাম? তারা উত্তর দিল আপনি আমাদের উত্তম পিতা ছিলেন। সে বলল, আমি জীবনে কখনও কোন নেক আমল করতে পারিনি। আমি যখন মারা যাব তখন তোমরা আমার লাশকে জ্বালিয়ে ভস্ত করে রেখে দিও এবং প্রচণ্ড ঝড়ের দিন ঐ ভস্ত বাতাসে উড়িয়ে দিও। সে মারা গেল। ছেলেরা ওসিয়াত অনুযায়ী কাজ করল। আল্লাহ্ তা'আলা তার ভস্ত একত্রিত (পুনঃজীবিত) করে জিজ্ঞাসা করলেন, এমন অস্তুত ওসিয়াত করতে কে তোমাকে উত্থাপন করল? সে জবাব দিল হে, আল্লাহ্! তোমার শাস্তির ভয়। ফলে আল্লাহ্ রহমত তাকে ঢেকে নিল। মু'আয় (র) ..... আবু সাইদ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন।

**৩২৩৩** حَدَثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ  
 عَنْ رَبِيعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ قَالَ عُقْبَةُ لِحُذَيْفَةَ أَلَا تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنِ  
 النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا حَضَرَهُ الْمَوْتُ لَمَّا أَيْسَ مِنِ  
 الْحَيَاةِ أَوْضَى أَهْلَهُ إِذَا مُتُّ فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا كَثِيرًا، ثُمَّ أَوْرُوا نَارًا،  
 حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِيْ، وَخَلَصَتِ إِلَى عَظِيمٍ، فَخُذُوهَا فَاطْحَنُوهَا  
 فَذَرُونِي فِي الْيَمِّ فِي يَوْمٍ حَارِّ أَوْ رَاحِ فَجَمِعَهُ اللَّهُ فَقَالَ لِمَ فَعَلْتَ؟  
 قَالَ مِنْ خَشِيَّتِكَ فَغَفَرَ لَهُ، قَالَ عُقْبَةُ وَآنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ -

**৩২৩৩** মুসাদ্দাদ (র) ..... হ্যায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তির যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল এবং সে জীবন থেকে নিরাশ হয়ে গেল। তখন সে তার পরিবার পরিজনকে উসিয়াত করল, যখন আমি মরে থাব তখন তোমরা আমার জন্য অনেক লাকড়ি জমা করে (তার ভিতরে আমাকে রেখে) আগুন জ্বালিয়ে দিও। আগুন যখন আমার গোত্ত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হাঁড় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তখন (অদৃশ) হাড়শুলি পিষে ছাই করে নিও। তারপর সে ছাই গরমের দিন কিংবা প্রচণ্ড বাতাসের দিনে সাগরে ভাসিয়ে দিও। (তারা তাই করল) আল্লাহ তা'আলা (তার ভঙ্গীভূত দেহ একত্রিত করে) জিজ্ঞাসা করলেন, এমন কেন করলে ? সে বলল, আপনার ভয়ে। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। উকবা (র) বলেন, আর আমিও তাঁকে (হ্যায়ফা (রা))-কে বলতে শুনেছি।

حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ وَقَالَ يَوْمٌ رَاحَ -

মুসা (র) ..... آبُول مالِک (ر) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, فِي يَوْمِ رَأَيْتُ অর্থাৎ প্রচণ্ড  
বাতাসের দিনে।

٢٢٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُدَاينُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزَ عَنْهُ لَعْلَ اللَّهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْهُ، قَالَ فَلَقِيَ اللَّهُ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ -

**৩২৩৪** আবদুল আয়া ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, পূর্বযুগে কোন এক ব্যক্তি ছিল, যে মানুষকে খণ্ড প্রদান করত। সে তার কর্মচারীকে বলে দিত, তুমি যখন কোন অভাবীর নিকট টাকা আদায় করতে যাও, তখন তাকে মাফ করে দিও। হয়ত আল্লাহু  
তা'আলা এ কারণে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। নবী ﷺ বলেন, (মৃত্যুর পর) যখন সে আল্লাহু তা'আলার  
সাক্ষাৎ লাভ করল, তখন আল্লাহু তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

٣٢٣٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ  
الْزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ رُجَلٌ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ  
الْمَوْتُ قَالَ لِبْنَيْهِ إِذَا أَنَا مَتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اطْحَنُونِي ثُمَّ ذَرُونِي فِي  
الرِّيحِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدِرَ اللَّهُ عَلَى رَبِّي لِيُعَذِّبَنِي عَذَابًا مَاعَذَبَهُ أَحَدًا،  
فَلَمَّا مَاتَ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ فَقَالَ أَجْمَعِي مَا فِيكِ مِنْهُ  
فَفَعَلَتْ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ مَا حَمَلْتَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ مُخَافَتُكَ  
يَارَبِّ، فَغَفَرَلَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ خَشِيتُكَ يَارَبِّ -

**৩২৩৪** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম صلوات الله عليه وسلم থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পূর্বযুগে এক ব্যক্তি তার নফসের উপর অনেক যুলুম করেছিল। যখন তার মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এলো, সে তার পুত্রদেরকে বলল, মৃত্যুর পর আমার দেহ হাড় মাংসসহ পুড়িয়ে দিয়ে ভষ্ম করে নিও এবং (ভষ্ম) প্রবল বাতাসে উড়িয়ে দিও। আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ আমাকে ধরে ফেলেন, তবে তিনি আমাকে এমন কঠোরতম শাস্তি দিবেন যা অন্য কাউকেও দেননি। যখন তার মৃত্যু হল, তার সাথে সে ভাবেই করা হল। অতঃপর আল্লাহ যমিনকে আদেশ করলেন, তোমার মাঝে ঐ ব্যক্তির যা আছে একত্রিত করে দাও। (যদীন তৎক্ষণাত তা করে দিল) এ ব্যক্তি তখনই (আল্লাহ সম্মুখে) দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিসে তোমাকে এ কাজ করতে উদ্ব�ৃদ্ধ করল? সে বলল, হে, প্রতিপালক তোমার ভয়ে, অতঃপর তাকে ক্ষমা করা হলো। অন্য রাবী স্থলে খাসিতক মুখাফতক বলেছেন।

**৩২৩৬** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ  
أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ ﷺ قَالَ عَذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَةٍ رَبَطْتَهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ  
فِيهَا التَّارِ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذَا حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا  
تَأْكُلُ مِنْ خُشَاشِ الْأَرْضِ -

**৩২৩৬** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আসমা (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ صلوات الله عليه وسلم বলেন, একজন মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে আঘাত দেয়া হয়েছিল। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। সে অবস্থায় বিড়ালটি মরে যায়। মহিলা ঐ কারণে জাহানামে গেল। কেননা সে

বিড়ালটিকে দানা-পানি কিছুই দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি যাতে সে নিজ খুশিমত যমিনের পোকা-মাকড় থেয়ে বেঁচে থাকত ।

**٣٢٣٧** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ زُهَيرٍ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعَيْ  
بْنِ حِرَاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ  
النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحِيْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ -

**٣٢٣٧** آহমাদ ইব্ন ইউনুস (র) ..... আবু মাসউদ উকবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আস্বিয়া-এ-কিরামের সর্বসম্মত উক্তিসমূহ যা মানব জাতি লাভ করেছে, তন্মধ্যে একটি হল, “যখন তোমার লজ্জা-শরম না থাকে তখন তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পার ।”

**٣٢٣٨** حَدَّثَنَا أَدْمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعَيَّ بْنَ  
حِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ  
النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِيْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ -

**٣٢٣٨** আদাম (র) ..... আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, প্রথমযুগের আস্বিয়া-এ-কিরামের সর্বসম্মত উক্তিসমূহ যা মানব জাতি লাভ করেছে, তন্মধ্যে একটি হল, “যখন তোমার লজ্জা-শরম না থাকে, তখন তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পার ।”

**٣٢٣٩** حَدَّثَنَا بِشْرٌ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ  
الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا  
رَجَلٌ يَجْرِيْ إِزَارَةً مِنَ الْخِيلَاءِ خُسِفَ بِهِ وَهُوَ يَتَجَلَّجِلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى  
يَوْمِ الْقِيَامَةِ \* تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ -

**٣২৩৯** বিশ্র ইব্ন মুহাম্মদ (রা) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, এক ব্যক্তি গর্ব ও অহংকারের সহিত লুঙ্গী টাখ্নোর নীচে ঝুলিয়ে পথ চলছিল । এমতাবস্থায় তাকে যমিনে ধ্বসিয়ে দেওয়া হল এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে এমনি অবস্থায় নীচের দিকেই যেতে থাকবে । আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ (রা) ইমাম যুহরী (রা) থেকে হাদীস বর্ণনায় ইউনুস (রা)-এর অনুসরণ করেছেন ।

[ ۳۲۴ ]

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِشْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ طَاؤُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ كُلِّ أُمَّةٍ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَا مِنْ بَعْدِهِمْ ، فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَغَدَ بِيَهُؤُدٍ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ يَغْسِلُ رَاسَهُ وَجَسَدَهُ -

[ ۳۲۵ ] مুসা ইবন ইসমাইল (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, পৃথিবীতে আমাদের আগমন সর্বশেষে হলেও কিয়ামাত দিবসে আমরা অহংকারী। কিন্তু, অন্যান্য উন্নতগণকে কিতাব দেওয়া হয়েছে আমাদের পূর্বে, আর আমাদিগকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের পর। তারপর এ (ইবাদতের) যে সম্পর্কে তারা মতবিরোধ করেছে। তা ইয়াহুদীদের মনোনীত শনিবার, খৃষ্টানদের মনোনীত রবিবার। প্রত্যেক মুসলমানদের উপর সঞ্চাহে অন্ততঃ একদিন (অর্থাৎ শুক্ৰবার) গোসল করা কর্তব্য।

[ ۳۲۶ ]

حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَبِّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفَيْفَانَ الْمَدِينَةَ أَخِرَّ قَدْمَةٍ قَدَمْهَا فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ ، فَقَالَ مَا كُنْتَ أَرْأَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَاهُ الزُّورَ يَعْنِي الْوَصَالَ فِي الشَّعْرِ \* تَابَعَهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ -

[ ۳۲۷ ] আদাম (র) ..... সাঈদ ইবন মুসাইয়াব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, যখন মু'আবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান (রা) মদীনায় সর্বশেষ আগমন করেন, তখন তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে খুত্বা প্রদানকালে এক শুচ্ছ পরচুলা বের করে বলেন, ইয়াহুদীগণ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যবহার করে বলে আমার ধারণা ছিল না। নবী করীম ﷺ এ কর্মকে মিথ্যা প্রতারণা বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ পরচুলা। শুন্দর (র) শু'বা (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় আদাম (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

٢٠٥١. بَابُ الْمُنَاقِبِ : وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا أَلَيْهَا : وَقَوْلُهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْأَءُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ، وَمَا يُنْهِي عَنْ دَعَوَى الْجَاهِلِيَّةِ ، الشُّعُوبُ النَّسَبُ الْبَعِيدُ ، وَالْقَبَائِلُ دُونَ ذَلِكَ

২০৫১. পরিচেদ : মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য, আল্লাহু তা'আলার বাণী : হে মানুষ ! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে। এরপর তোমাদিগকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করেছি। (৪৯ : ৩) আল্লাহর বাণী : আল্লাহকে ডয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ছা করে থাক এবং সতর্ক থাক জাতি বন্ধন সম্পর্কে। নিচয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। (৪ : ১) এবং জাহিলী যুগের কথা-বার্তা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে। **পূর্বতন বড় বৎসর এবং জাহিলী যুগের কথা-বার্তা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে।** এর চেয়ে ছোট বৎসর এবং **الْقَبَائِلُ**

٣٢٤٢ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْكَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا قَالَ الشُّعُوبُ الْقَبَائِلُ الْعِظَامُ وَالْقَبَائِلُ الْبُطْؤُنُ -

৩২৪২ খালিদ ইবন ইয়াযিদ কাহিলী (রা) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়াতে বর্ণিত অর্থ বড় গোত্র এবং **الْقَبَائِلُ** অর্থ ছোট গোত্র।

٣٢٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ ؟ قَالَ أَتَقَاهُمْ ، قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ ، قَالَ فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ -

**৩২৪৩** মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম  
-কে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! মানুষের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান কে ? নবী বলেন,  
যে সর্বাধিক মুস্তাকী, সে-ই অধিক সম্মানিত। সাহারীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা এ ধরনের  
কথা জিজ্ঞাসা করিনি। নবী করীম বললেন, তাহলে আল্লাহর নবী ইউসুফ (আ)।

٣٢٤٤

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا  
كُلَّيْبُ بْنُ وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ النَّبِيِّ ﷺ زَيْنَبُ بْنُتُ أَبِي  
سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لَهَا أَرَأَيْتِ النَّبِيَّ ﷺ أَكَانَ مِنْ مُضَرَّ قَاتَلَ فَمِنْ  
كَانَ إِلَّا مِنْ مُضَرَّ مِنْ بَنِي النَّضْرِ بْنَ كَنَانَةَ -

**৩২৪৪** কায়স ইবন হাফস (র) ..... কুলায়েব ইবন ওয়ায়েল (র) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলেহিঃ সাল্লাম -এর অভিভাবকত্বে পালিতা আবু সালমার কন্যা যায়নাবকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি বলুন, নবী সাল্লাল্লাহু আলেহিঃ সাল্লাম কি মুয়ার গোত্রের ছিলেন ? তিনি বললেন, বনু নয়র ইবন কিনানা উচ্চত গোত্র মুয়ার ছাড়া আর কেন্ গোত্র থেকে হবেন ? এবং মুয়ার গোত্র নায়র ইবন কিনানা গোত্রের একটি শাখা ছিল ।

٣٢٤٥ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا كُلَيْبُ قَالَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَظْنَهَا زَيْنَبَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَابِ وَالْحَنَمِ وَالْمُقَيرِ وَالْمُزَفَّتِ، وَقُلْتُ بِهَا أَخْبِرِينِي النَّبِيُّ ﷺ مِمَّنْ كَانَ مِنْ مُضَرَّ كَانَ، قَالَتْ فَمِمَّنْ كَانَ إِلَّا مِنْ مُضَرَّ كَانَ مِنْ وُلْدِ النَّصَّارِ بْنَ كَنَانَةَ -

**৩২৪৫** মুসা (র) ..... কুলায়ব বলেন, নবী কর্রাম কর্রাম-এর অভিভাবকত্বে পালিতা কন্যা বলেন :  
আর আমার ধারণা তিনি হলেন যায়নাব। তিনি বলেন, নবী কর্রাম কর্রাম কদুর বাওশ, সবুজ মাটির পাত্র  
মুকাইয়ার ও মুয়াফ্ফাত (আলকাতরা লাগানো পাত্র বিশেষ) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। কুলায়ব  
বলেন, আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বলেন ত দেখি নবী কর্রাম কোন গোত্রের ছিলেন? তিনি কি মুয়ার  
গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন? তিনি জবাব দিলেন, নবী কর্রাম মুয়ার গোত্র ছাড়া আর কোন গোত্রের হবেন?  
আর মুয়ার নায়র ইবন কিনানার বৎসর্থের ছিল।

٣٢٤٦ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ  
[www.alqurans.com](http://www.alqurans.com)

عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا وَتَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّانِ أَشَدُهُمْ لَهُ كَرَاهِيَّةً، وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هُؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَيَأْتِي هُؤُلَاءِ بِوَجْهٍ -

**৩২৪৬** ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা মানুষকে খনির ন্যায় পাবে। জাহিলি যুগের উত্তম ব্যক্তিগণ ইসলাম গ্রহণের পরও তারা উত্তম। যখন তারা দীনী জ্ঞান অর্জন করে আর তোমরা শাসন ও নেতৃত্বের ব্যাপারে লোকদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তিকে পাবে যে এই ব্যাপারে তাদের মধ্যে সবচাইতে অধিক অনাসঙ্গ। আর মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঐ দু'মুখী ব্যক্তি যে একদলের সাথে একভাবে কথা বলে অপর দলের সাথে অন্যভাবে কথা বলে।

**৩২৪৭** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغَيْرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ النَّاسُ تَبَعُّ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّانِ مُسَلِّمُهُمْ تَبَعُ لِمُسَلِّمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعُ لِكَافِرِهِمْ وَالنَّاسُ مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّ النَّاسِ كَرَاهِيَّةً لِهَذَا الشَّانِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ -

**৩২৪৮** কুতায়রা ইবন সাঈদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, খিলাফত ও নেতৃত্বের ব্যাপারে সকলেই কুরাইশের অনুগত থাকবে। মুসলমানগণ তাদের মুসলমানদের এবং কাফেরগণ তাহাদের কাফেরদের অনুগত। আর মানব সমাজ খনির ন্যায় জাহিলি যুগের উত্তম ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পরও উত্তম যদি তারা দীনী জ্ঞানার্জন করে। তোমরা নেতৃত্ব ও শাসনের ব্যাপারে ঐ ব্যক্তিকেই সর্বোত্তম পাবে যে এর প্রতি অনাসঙ্গ, যে পর্যন্ত না সে তা গ্রহণ করে।

## ۲۰۵۲ . بَابٌ

২০৫২ . পরিচ্ছেদ :

٣٢٤٨ حَدَّثَنَا مُسْدَدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَّا الْمَوَدَةُ فِي الْقُرْبَىٰ قَالَ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍ قُرْبَىٰ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُنْ بَطَنُ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا وَلَهُ فِيهِ قَرَابَةٌ فَنَزَّلَتْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تَصِلُوا قَرَابَةً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ -

৩২৪৮ مুসান্দাদ (রা) ..... ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, আয়াতের প্রসঙ্গে রাবী তাউস (র) বলেন যে, সায়িদ ইবন জুবায়র (রা) বলেন, কুরবা শব্দ দ্বারা মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট আঞ্চলিক বুখান হয়েছে। তখন ইবন আবাস (রা) বলেন, কুরাইশের এমন কোন শাখা-গোত্র নেই যাদের সাথে নবী ﷺ-এর আঞ্চলিক ছিল না। আয়াতখানা তখনই নাযিল হয়। অর্থাৎ তোমরা আমার ও তোমাদের মধ্যকার আঞ্চলিকতার প্রতি দৃষ্টি রাখ।

৩২৪৯ حَدَّثَنَا عَلَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مِنْ هَاهُنَا جَاءَتِ الْفَتْنَ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْجَفَاءِ وَغَلَظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَادِيْنَ أَهْلِ الْوَبَرِ عِنْدَ أُصُولِ اذْنَابِ الْأَبِلِ وَالْبَقَرِ فِي رِبِيعَةِ وَمُضْرَ -

৩২৫০ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, এই পূর্বদিক হতে ফিত্না-ফাসাদের উৎপত্তি হবে। নির্মতা ও হৃদয়ের কঠোরতা উট ও গরুর লেজের নিকট। পশ্চামী তাঁবুর অধিবাসীরা রাবী'আ ও মুয়ার গোত্রের যারা উট ও গরুর পিছনে চিন্কার করে (হাঁকায়), তাদের মধ্যেই রয়েছে নির্মতা ও কঠোরতা।

৩২৫০ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَبْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : الْفَخْرُ وَالْخِلَاءُ فِي الْفَدَادِينَ أَهْلُ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ وَالْإِيمَانُ يَمَانٌ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سُمِّيَتِ الْيَمَنُ لِأَنَّهَا عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ ، وَالشَّامُ لِأَنَّهَا عَنْ يَسَارِ الْكَعْبَةِ وَالْمَشَامَةُ الْمَيْسِرَةُ وَالْيَدُ الْيُسْرَى الشُّؤْمِيُّ وَالْجَانِبُ الْأَيْسِرُ الْأَشَمُ -

**৩২৫০** আবুল ইয়ামান (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলপ্রাহ صلوات الله عليه وسلم -কে আমি বলতে শুনেছি যে, গর্ব-অহংকার পশম নির্মিত তাঁরুতে বসবাসকারী যারা (উট-গরু হাঁকাতে চিৎকার করে) তাদের মধ্যে। আর শাস্তিভাবে বকরী পালকদের মধ্যে রয়েছে। ইমানের দৃষ্টতা এবং হিকমাত ইয়ামানবাসীদের মধ্যে রয়েছে। ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইয়ামান নামকরণ করা হয়েছে। যেহেতু ইহা কা'বা ঘরের ডানদিকে (দক্ষিণ) অবস্থিত এবং শ্যাম (সিরিয়া) কা'বা ঘরের বাম (উত্তর) দিকে অবস্থিত বিধায় তার শ্যাম নামকরণ করা হয়েছে। অর্থ বাম দিক, বাম হাতকে এবং **الشُّؤْمِيُّ** এবং বাম দিককে **أَشَمُّ** বলা হয়েছে।

## ٢٠٥٣ . بَابُ : مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ

২০৫৩ . পরিচ্ছেদ : কুরাইশ গোত্রের মর্যাদা

**٣٢٥١** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيرٍ بْنُ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعاوِيَةَ وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفَدٍ مِّنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ يُحَدِّثُ سَيْكُونُ مَلِكٌ مِّنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ مُعاوِيَةَ ، فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِيَ أَنَّ رِجَالَ الْمَنْكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا تُؤْثِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَوْلَئِكَ جُهَالُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيُّ الَّتِي تُخْلِي أَهْلَهَا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ

فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَءَ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ -

**৩২৫১** আবুল ইয়ামান (র) ..... মুহাম্মদ ইবন জুবায়ের ইবন মুত্তাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট কুরাইশ প্রতিনিধিদের সহিত তার উপস্থিতিতে সংবাদ পৌছলো যে, আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেন, অচিরেই কাহতান বংশীয় একজন বাদশাহৰ আবির্ভাব ঘটে। ইহা শুনে মু'আবিয়া (রা) ক্রোধাভিত হয়ে খুত্বা দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আল্লাহৰ যথাযোগ্য হামদ ও সানার পর তিনি বললেন, আমি জানতে পেরেছি, তোমাদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোক এমন সব কথাবার্তা বলতে শুরু করছে যা আল্লাহৰ কিতাবে নেই এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকেও বর্ণিত হয় নি। এরাই মূর্খ, এদের থেকে সাবধান থাক এবং এরূপ কাল্পনিক ধারণা হতে সতর্ক থাক যা-এর পোষণকারীকে বিপথগামী করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, যতদিন তারা দীন কায়েমে নিয়োজিত থাকবে ততদিন খিলাফত ও শাসন ক্ষমতা কুরাইশদের হাতেই থাকবে। এ বিষয়ে যে-ই তাদের সহিত শক্তি করবে আল্লাহু তাকে অধঃমুখে নিক্ষেপ করবেন (অর্থাৎ লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন)।

**৩২৫২** حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَيَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَابَقَى مِنْهُمْ أَثْنَانٍ -

**৩২৫২** আবুল ওলীদ (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, এ বিষয় (খিলাফত ও শাসন ক্ষমতা) সর্বদাই কুরাইশদের হাতে ন্যস্ত থাকবে, যতদিন তাদের দু'জন লোক ও বেঁচে থাকবে।

**৩২৫৩** حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ سَعْدٍ حَقَّ قَالَ أَبُو عَبْدٌ اللَّهِ وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ ابْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمَزَ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَجَهَنَّمُ وَمَزِيلَةُ وَأَسْلَمُ وَأَشْجَعُ وَغِفارٌ مَوَالِيٌّ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلَى دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ -

**৩২৫৪** আবু নুয়াইম ও ইয়া'কুব ইবন ইব্রাহীম (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কুরাইশ, আনসার, জুহায়না, মুয়ায়না, আসলাম, আশজা' ও গিফার গোত্রগুলো আমার সাহায্যকারী। আল্লাহু ও তাঁর রাসূল ব্যতীত তাঁদের সাহায্যকারী আর কেউ নেই।

٣٢٥٤

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبْنِ الْمُسَيْبٍ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطْلَبِ وَتَرَكْتَنَا، وَأَنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةِ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطْلَبِ شَيْئًا وَاحِدًا، وَقَالَ الْلَّيْثُ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَشْوَدِ مُحَمَّدٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرٍ قَالَ ذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيرِ مَعَ أَنَاسٍ مِنْ بَنِي زُهَيرَةَ إِلَى عَائِشَةَ وَكَانَتْ أَرْقَ شَيْءٍ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

٣٢٥٨

ইয়াহুইয়া ইবন বুকায়র (র) ..... জুবায়র ইবন মুত্টেম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং 'উসমান ইবন আফ্ফান (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে হায়ির হলাম। 'উসমান (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি মুস্তালিবের সন্তানগণকে দান করলেন এবং আমাদেরকে বাদ দিলেন। অথচ তারা ও আমরা আপনার বংশগতভাবে সমর্পণ্যায়ের। নবী ﷺ বললেন, বনূ হাশিম ও বনূ মুস্তালিব এক ও অভিন্ন। লায়স ..... 'উরওয়া ইবন জুবায়র থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন জুবায়র (রা) বনূ মুহরার কতিপয় লোকের সাথে আয়েশা (রা)-এর খেদমতে হায়ির হলেন। আয়েশা (রা) তাদের প্রতি অত্যন্ত নম্র ও দয়াদৃ ছিলেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাদের আঞ্চীয়তা ছিল।

٣٢٥٥

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَشْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيرِ أَحَبَّ الْبَشَرَ إِلَى عَائِشَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبْيَ بَكْرٍ وَكَانَ أَبْرَ النَّاسِ بِهَا، وَكَانَتْ لَا تُمْسِكُ شَيْئًا مِمَّا جَاءَهَا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ تَصَدَّقَتْ فَقَالَ أَبُنُ الزُّبَيرِ يَتَبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى يَدِيهَا، فَقَاتَتْ أَيُؤْخَذُ عَلَى يَدِيَّ عَلَى نَذْرٍ أَنْ كَلَمْتُهُ فَأَسْتَشْفَعَ إِلَيْهَا بِرِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَبِأَخْوَالٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

خَاصَّةً فَامْتَنَعْتُ ، فَقَالَ لَهُ الزُّهْرِيُّ قُوْنَ أَخْوَالُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَادِ بْنُ عَبْدِ يَغْوِثَ وَالْمَسْوَرُ ابْنُ مُخْرَمَةَ إِذَا اسْتَأْذَنَاهُ فَاقْتَحَمَ الْحِجَابَ فَفَعَلَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِعَشَرِ رِقَابٍ فَاعْتَقَتُهُمْ ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تُعْتِقُهُمْ ، حَتَّىٰ بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ ، فَقَالَتْ وَدِدتُ أَنِّي جَعَلْتُ حِينَ حَلَفْتُ عَمَلاً أَعْمَلُهُ فَأَفْرَغْتُ مِنْهُ -

**৩২৫৫** আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... উরওয়া ইব্ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) নবী ﷺ ও আবু বকর (রা)-এর পর আয়েশা (রা)-এর নিকট সকল লোকদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তিনি সকল লোকদের মধ্যে আয়েশা (রা)-এর সবচেয়ে বেশী সদাচারী ছিলেন। আয়েশা (রা)-এর নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক স্বরূপ যা কিছু আস্ত তা জয়া না রেখে সাদকা করে দিতেন। এতে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) বললেন, অধিক দান খয়রাত করা থেকে তাকে বারণ করা উচিত। তখন আয়েশা (রা) বললেন, আমাকে দান করা থেকে বারণ করা হবে? আমি যদি তার সাথে কথা বলি, তাহলে আমাকে কাফ্ফারা দিতে হবে এবং আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) তাঁর নিকট কুরাইশের কতিপয় লোক, বিশেষ করে নবী ﷺ -এর মাতৃবংশের কিছু লোক দ্বারা সুপারিশ করালেন। তবুও তিনি তাঁর সাথে কথা বলা থেকে বিরত থাকলেন। নবী ﷺ -এর মাতৃবংশ বনী যুহরার কতিপয় বিশিষ্ট লোক যাদের মধ্যে আবদুর রহমান ইব্ন আসওয়াদ এবং মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) ছিলেন তারা বললেন, আমরা যখন আয়েশা (রা)-এর গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করব তখন তুমি পর্দার ভিতরে ঢুকে পড়বে। তিনি তাই করলেন। পরে ইব্ন যুবায়র (রা) কাফ্ফারা আদায়ের জন্য তার কাছে দশটি ক্রীতদাস পাঠিয়ে দিলেন। আয়েশা (রা) তাদের সবাইকে আযাদ করে দিলেন। এরপর তিনি বরাবর আযাদ করতে থাকলেন। এমন কি তার সংখ্যা চলিশে পৌছে। আয়েশা (রা) বললেন, আমি যখন কোন কাজ করার শপথ করি, তখন আমার সংকল্প থাকে যে আমি যেন সে কাজটা করে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাই এবং তিনি আরো বলেন, আমি যখন কোন কার্য সম্পাদনের শপথ করি উহা যথাযথ পূরণের ইচ্ছা রাখি।

## ২০৫৪. بَابُ : نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانٍ قُرَيْشٍ

২০৫৪. পরিচ্ছেদ : কুরআনে কারীম কুরাইশের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে

**৩২৫৫** حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ عُثْمَانَ دَعَاهُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللَّهِ

بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنَ هِشَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الْتَّلَاثَةِ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِّنَ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّمَا نَزَّلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا ذَلِكَ -

**৩২৫৬** আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (রা) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, উসমান (রা), যায়েদ ইবন সাবিত (রা), আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ির (রা), সাইদ ইবনুল 'আস (রা) আবদুর রাহমান ইবন হারিস (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা (হাফসা (রা)-এর নিকট) সংরক্ষিত কুরআনকে সমবেতভাবে লিপিবদ্ধ করার কাজ আরম্ভ করলেন। উসমান (রা) কুরাইশ বংশীয় তিন জনকে বললেন, যদি যায়েদ ইবন সাবিত (রা) এবং তোমাদের মধ্যে কোন শব্দে (উচ্চারণ ও লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে) মতবিরোধ দেখা দেয় তবে কুরাইশের ভাষায় তা লিপিবদ্ধ কর। যেহেতু কুরআন শরীফ তাদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তাঁরা তা-ই করলেন।

২০৫৫. بَابُ : نِسْبَةُ الْيَمَنِ إِلَى إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْهُمْ أَسْلَمَ بْنُ أَفْصَى بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرُو بْنِ عَامِرٍ مِّنْ خَزَاعَةَ

২০৫৫. পরিচ্ছেদ : ইয়ামানবাসীর সম্পর্ক ইসমাইল (আ)-এর সঙ্গে ; তন্মধ্যে আসলাম ইবন আফসা ইবন হারিসা ইবন 'আমির ইবন 'আমির ও খুয়া'আ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত

**৩২৫৭** حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىْ قَوْمٍ مِّنْ أَسْلَمَ يَتَنَاضِلُونَ بِالسُّوقِ، فَقَالَ أَرْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَأْمِيَا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ لَأَحِدُ الْفَرِيقَيْنِ فَأَمْسَكُوا بِأَيْدِيهِمْ قَالَ فَقَالَ مَالِهِمْ قَالُوا وَكَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَ بَنِي فُلَانٍ، قَالَ أَرْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلُّكُمْ -

**৩২৫৭** مُسَادِدَاد (رَا) ..... سَالَامَا (رَا) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আসলাম গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক বাজারের নিকটে প্রতিযোগিতামূলক তীর নিক্ষেপের অনুশীলন করছিল। এমন সময় নবী করীম ﷺ বের হলেন এবং তাদেরকে দেখে বললেন, হে ইসমাইল (আ)-এর বংশধর। তোমরা তীর নিক্ষেপ কর। কেননা তোমাদের পিতাও তীর নিক্ষেপে পারদর্শী ছিলেন এবং আমি তোমাদের অমুক দলের পক্ষে রয়েছি। তখন একটি পক্ষ তাদের হাত গুটিয়ে নিল। বর্ণনাকারী বললেন, নবী ﷺ বললেন, তোমাদের কি হল? তারা বলল, আপনি অমুক পক্ষে থাকলে আমরা কি করে তীর নিক্ষেপ করতে পারি? নবী ﷺ বললেন, তোমরা তীর নিক্ষেপ কর। আমি তোমাদের উভয় দলের সঙ্গে রয়েছি।

٢٠٥٦ . بَابٌ :

২০৫৬. পরিচ্ছেদ :

**٣٢٥٨** حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدَ الدُّؤْلَى حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ ذَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ أَدْعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ ، وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ بِاللَّهِ ، وَمَنْ ادْعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسِيبٌ ، فَلَيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -

**৩২৫৮** আবু মামার (র) ..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, কোন ব্যক্তি যদি নিজ পিতা সম্পর্কে জাত থাকা সত্ত্বেও অন্য কাকে তার পিতা বলে দাবী করে তবে সে আল্লাহর (নিয়ামতের) কুফরী করল এবং যে ব্যক্তি নিজকে এমন বংশের সাথে নসবী সম্পৃক্ততার দাবী করল যে বংশের সাথে তার কোন নসবী সম্পর্ক নেই, সে যেন তার ঠিকানা জাহানামে তৈরী করে নেয়।

**٣٢٥٩** حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيْزٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّصْرِيْ قَالَ سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفَرَىْ أَنْ يَدْعُوا الرَّجُلَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَالَمْ تَرَ أَوْ تَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ -

**৩২৫৯** আলী ইবন আইয়াশ (র) ..... ওয়াসিলা ইবন আসকা (রা) বলেন, যে, নবী করীম ﷺ

বলেছেন, নিঃসন্দেহে ইহা বড় মিথ্যা যে, কোন ব্যক্তি এমন লোককে পিতা বলে দাবি করা যে তার পিতা নয় এবং বাস্তবে যা দেখে নাই তা দেখার দাবি করা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেননি তা তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা।

٣٢٦٠

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الْحَيُّ مِنْ رَبِيعَةِ قَدْحَاتٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارٌ مُخْرَجٌ فَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي كُلِّ شَهْرٍ حَرَامٍ، فَلَوْ أَمْرَتَنَا بِأَمْرٍ نَأْخُذُ عَنْكَ وَنُبَلِّغُهُ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ أَمْرُكُمْ بِأَرْبَعَةِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعَةِ، أَلِيمَانٌ بِاللَّهِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَيْتَاهُ الزَّكَاةَ وَأَنْ تُؤْدُوا إِلَى اللَّهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَزَفَتِ -

٣٢٦١

মুসাদাদ (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবদুল কায়স গোত্রের এক প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয় করল, হে আল্লাহর রাসূল! (আমাদের) এ গোত্রটি রাবী'আ বংশে। আমাদের এবং আপনার মধ্যে মুয়ার গোত্রের কাফেরগণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। আমরা আশঙ্কে হারাম (সম্মানিত চার মাস) ব্যতীত অন্য সময় আপনার খেদমতে হাফির হতে পারি না। খুবই ভাল হতো যদি আপনি আমাদিগকে এমন কিছু নির্দেশ দিয়ে দিতেন যা আপনার কাছ থেকে গ্রহণ করে আমাদের পিছনে অবস্থিত লোকদেরকে পৌছে দিতাম। নবী ﷺ বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি কাজের আদেশ এবং চারটি কাজের নিষেধাজ্ঞা প্রদান করছি। (এক) আল্লাহর প্রতি দ্বিমান আনা এবং এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, (দুই) সালাত কায়েম করা, (তিনি) যাকাত আদায় করা, (চার) গনীমতের যে মাল তোমরা লাভ কর তার পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য বায়তুল মালে দান করা। আর আমি তোমাদেরকে দুর্বা (কদু পাত্র), হাস্তম (সবুজ রং এর ঘড়া), নাকীর (খেজুর বৃক্ষের মূল খোদাই করে তৈরী পাত্র), ম্যাফ্ফাত (আলকাতরা লাগানো মাটির পাত্র, এই চারটি পাত্রের) ব্যবহার নিষেধ করছি।

٣٢٦٢

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعِيبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهُ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هُنَّا يُشَيِّرُ إِلَى  
الْمَشْرِقِ وَمِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ -

**৩২৬১** আবুল ইয়ামান (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিস্তারের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় পূর্ব দিকে ইশারা করে বলতে শুনেছি, সাবধান! ফিত্না ফাসাদের উৎপত্তি ঐদিক থেকেই হবে এবং ঐদিক থেকেই শয়তানের শিং-এর উদয় হবে।

## ٢٠٥٧ . بَابُ : ذِكْرِ اسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزِينَةَ وَجَهِينَةَ وَأَشْجَعَ

২০৫৭ . পরিচ্ছেদ : আসলাম, গিফার, মুয়ায়না, জুহায়না ও আশজা' গোত্রের আলোচনা

**৩২৬২** حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ  
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزَ عَنْ أَبِيهِ هُرِيَّةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قُرَيْشٌ  
وَالْأَنْصَارُ وَجَهِينَةُ وَمُزِينَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ مَوَالِيُّ لَيْسَ لَهُمْ  
مُؤْلَى دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ -

**৩২৬৩** আবু নু'আইম (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ বলেছেন কুরাইশ, আনসার, জুহায়না, মুয়ায়না, আসলাম, গিফার এবং আশজা' গোত্রগুলো আমার আপনজন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত অন্য কেহ তাদের আপনজন নেই।

**৩২৬৩** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ  
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمَ سَالِمَهَا  
اللَّهُ وَعَصَيَّهُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ -

**৩২৬৪** মুহাম্মাদ ইবন শুরায়র যুহুরী (র) ..... আবদুল্লাহ (ইবন 'উমর) (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিস্তারের উপবিষ্ট অবস্থায় বলেন, গিফার গোত্র, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবন, আসলাম গোত্র, আল্লাহ তাদেরকে নিরাপদে রাখুন আর 'উসাইয়া গোত্র, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে।

**৩২৬৪** حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ التَّقِيُّ عَنْ أَئُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَسْلَمْ سَالِمَهَا اللَّهُ وَغَفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا -

**৩২৬৫** مুহাম্মদ (র) ..... আবু জুহায়না (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আসলাম, গোত্র, আল্লাহ তাহাদিগকে নিরাপদে রাখুন। গিফার গোত্র, আল্লাহ তাহাদেরকে ক্ষমা করুন।

**৩২৬৫** حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفِيَّانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جَهَنَّمُ وَمَزِينَةً وَأَسْلَمْ وَغَفَارٌ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي أَسَدٍ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَطْفَانَ ، وَمِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ صَعْصَعَةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : خَابُوا وَخَسِرُوا ، فَقَالَ هُمْ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِي أَسَدٍ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَطْفَانَ وَمِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ صَعْصَعَةَ -

**৩২৬৬** কাবিসা ও মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) ..... আবু বাক্রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ (সাহাবা কিরামকে লক্ষ্য করে) বলেন, বলত জুহায়না, মুয়ায়না, আসলাম ও গিফার গোত্র যদি আল্লাহর নিকট বানূ তামীম, বানূ আসাদ, বানূ গাতফান ও বানূ 'আমের হতে উত্তম বিবেচিত হয় তবে কেমন হবে? তখন জনৈক সাহাবী বললেন, তবে তারা (শেষোক্ত গোত্রগুলো) ক্ষতিগ্রস্ত ও বন্ধিত হলো। নবী ﷺ বললেন, পূর্বোক্ত গোত্রগুলো বানূ তামীম, বানূ আসাদ, বানূ আবদুল্লাহ ইবন গাতফান এবং বানূ 'আমের ইবন সা'সা' থেকে উত্তম।

**৩২৬৬** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غِنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَاقُ الْحَجَيجِ مِنْ أَسْلَمْ وَغَفَارٌ وَمَزِينَةً وَاحْسَبَةَ وَجْهَيْنَةَ أَبْنَ أَبِي يَعْقُوبَ شَكَ قَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتُ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغَفَارٌ مُزَيْنَةٌ وَاحْسَبَهُ وَجْهَيْنَةً خَيْرٍ  
مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي عَامِرٍ وَاسْدٍ وَغَطَفَانَ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالَ نَعَمْ قَالَ  
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَنَّهُمْ لَا خَيْرٌ مِنْهُمْ -

**৩২৬৬** মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)...আবু বাকরা তার পিতা থেকে বর্ণিত যে, আকরা' ইবন হাবিস নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর নিকট 'আরয করলেন, আসলাম গোত্রের সুররাক হাজীজ, গিফার ও মুয়ায়না গোত্রদ্বয় আপনার নিকট বায়'আত করেছে এবং (রাবী বলেন) আমার ধারণা জুহায়না গোত্রও। এ ব্যাপারে ইবন আবু ইয়াকুব সন্দেহ পোষণ করেছেন। নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেন, তুমি কি জান, আসলাম, গিফার ও মুয়ায়না গোত্রের, (রাবী বলেন) আমার মনে হয় তিনি জুহায়না গোত্রের কথাও উল্লেখ করেছেন যে বনূ তামীম, বনূ 'আমির, আসাদ এবং গাত্ফান (গোত্রগুলো) যারা ক্ষতিগ্রস্ত ও বঞ্চিত হয়েছে, তাদের তুলনায় পূর্বোক্ত গোত্রগুলো উত্তম। রাবী বলেন, হ্যাঁ। নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেন, সে সন্ত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, পূর্বোক্ত গুলো শেষোক্ত গোত্রগুলোর তুলনায় অবশ্যই অতি উত্তম।

**৩২৬৭** حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَسْلَمُ وَغَفَارٌ وَشَيْءٌ مُزَيْنَةٌ  
وَجَهَيْنَةٌ أَوْ قَالَ شَيْءٌ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ أَوْ قَالَ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ مِنْ أَسْدٍ وَتَمِيمٍ وَهَوَازِنَ وَغَطَفَانَ -

**৩২৬৭** সুলায়মান ইবন হারব (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেন, আসলাম, গিফার এবং মুয়াইনা ও জুহানা গোত্রের কিয়দাংশ অথবা জুহানার কিয়দাংশ কিংবা মুয়ায়নার কিয়দাংশ আল্লাহর নিকট অথবা বলেছেন কিয়ামতের দিন আসাদ, তামীম, হাওয়ায়িন ও গাত্ফান গোত্র থেকে উত্তম বিবেচিত হবে।

## ২০৫৮. بَابُ قِصَّةِ زَمَّ

২০৫৮. পরিচ্ছেদ : যমযম কৃপের কাহিনী

**৩২৬৮** حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلَمُ بْنُ قُتَيْبَةَ  
قَالَ حَدَّثَنِي مُتَئِّلُ بْنُ سَعِيدِ الْقَصِيرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ قَالَ قَالَ

لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِإِسْلَامِ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قُلْنَا ، بَلِّي قَالَ قَالَ  
 أَبُو ذَرٍّ كُنْتُ رَجُلًا مِنْ غِفَارٍ فَبَلَغْنَا أَنَّ رَجُلًا قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ  
 نَبِيٌّ ، فَقُلْتُ لِأَخِي انْطَلِقْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ وَكَلِّمْهُ وَأَتْنِي بِخَبْرِهِ ،  
 فَانْطَلَقَ فَلَقِيَهُ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقُلْتُ مَا عِنْدَكَ ؟ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ  
 رَجُلًا يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَيَنْهَا عَنِ الشَّرِّ ، فَقُلْتُ لَهُ لَمْ تَشْفِنِي مِنَ الْخَبَرِ ،  
 فَأَخَذَتُ جِرَابًا وَعَصَمًا ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ إِلَى مَكَّةَ فَجَعَلْتُ لَا أَعْرِفُهُ وَأَكْرَهَ أَنَّ  
 أَسْأَلَ عَنْهُ وَأَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَأَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ فَمَرَّ بِي  
 عَلَىٰ فَقَالَ كَانَ الرَّجُلُ غَرِيبٌ ؟ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ فَانْطَلِقْ إِلَى  
 الْمَنْزِلِ ، قَالَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ وَلَا أَخْبِرُهُ ، فَلَمَّا  
 أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، لَأْسَأَلَ عَنْهُ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يَخْبِرُنِي عَنْهُ  
 بِشَيْءٍ ، قَالَ فَمَرَّ بِي عَلَىٰ فَقَالَ أَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ يَعْرِفُ مَنْزِلَهُ بَعْدُ ؟  
 قَالَ قُلْتُ لَا ، قَالَ فَانْطَلِقْ مَعِي قَالَ فَقَالَ مَا أَمْرُكَ ، وَمَا أَقْدَمْكَ هَذِهِ  
 الْبَلَدةَ ، قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ كَتَمْتَ عَلَىٰ أَخْبَرَتِكَ قَالَ فَإِنِّي أَفْعُلُ ، قَالَ  
 قُلْتُ لَهُ بَلَغْنَا أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ هَاهُنَا رَجُلٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، فَأَرْسَلْتُ أَخِي  
 لِيُكَلِّمَهُ فَرَجَعَ وَلَمْ يَشْفِنِي مِنَ الْخَبَرِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَلْقَاهُ ، فَقَالَ لَهُ أَمَا  
 إِنَّكَ قَدْ رَشِيدْتَ هَذَا وَجْهِي إِلَيْهِ فَأَثْبَيْتُنِي أَدْخُلُ حَيْثُ أَدْخُلُ ، فَإِنِّي إِنَّ  
 رَأَيْتُ أَحَدًا أَخَافُهُ عَلَيْكَ ، قُمْتُ إِلَى الْحَائِطِ كَأَنِّي أَصْلِحُ نَعْلِيَ وَأَمْضِ  
 أَثْنَتَ قَمَاضِي وَمَضَيْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ  
 فَقُلْتُ لَهُ أَعْرِضْ عَلَىِ الْإِسْلَامِ فَعَرَضَهُ فَأَسْلَمْتُ مَكَانِي ، فَقَالَ لِي يَا أَبَا

ذَرْ أَكْتُمْ هَذَا الْأَمْرَ، وَارْجِعْ إِلَى بَلَدِكَ، فَإِذَا بَلَغَ ظُهُورُنَا فَاقْبِلْ،  
 فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ لَاصْرُخْنَ بِهَا بَيْنَ أَظْهَرِهِمْ، فَجَاءَ إِلَى  
 الْمَسْجِدِ وَقُرِيَشٌ فِيهِ فَقَالَ يَامَعْشَرَ قُرَيْشٌ إِنِّي أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا  
 اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالُوا قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِيَّ  
 ، فَقَامُوا فَخَرَبُتُ لَامْوَاتَ فَأَدَرَكَنِي الْعَبَّاسُ فَأَكَبَ عَلَىٰ ثُمَّ أَقْبَلَ  
 عَلَيْهِمْ، فَقَالَ وَيَلَّكُمْ تَقْتُلُونَ رَجُلًا مِنْ غِفَارٍ وَمَتْجَرُكُمْ وَمَمْرُوكُمْ عَلَىٰ  
 غِفَارٍ فَأَقْلَعُوا عَنِّي، فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحْتُ الْفَدَ رَجَعْتُ فَقُلْتُ مِثْلَ مَا قُلْتُ  
 بِالْأَمْسِ، فَقَالُوا قُومُوا إِلَى هَذَا الصَّابِيَّ فَصُنِعَ بِي مِثْلَ مَا صُنِعَ  
 بِالْأَمْسِ فَأَدَرَكَنِي الْعَبَّاسُ، فَأَكَبَ عَلَىٰ وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ بِالْأَمْسِ،  
 قَالَ فَكَانَ هَذَا أَوَّلَ إِسْلَامَ أَبِي ذَرٍ -

**৩২৬৮** যায়েদ ইবন আখযাম (র) ..... আবু জামরা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদিন)  
 আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) আমাদিগকে বললেন, আমি কি তোমাদিগকে আবু যার (রা) এর ইসলাম  
 গ্রহণের ঘটনা সবিস্তর বর্ণনা করব? আমরা বললাম হাঁ, অবশ্যই। তিনি বলেন, আবু যার (রা) বলেছেন,  
 আমি গিফার গোত্রের একজন মানুষ। আমরা জানতে পেলাম মকায় এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করে নিজেকে  
 নবী বলে দাবী করছেন। আমি আমার ভাই (উনাইস)-কে বললাম, তুমি মকায় গিয়ে ঐ ব্যক্তির সহিত  
 সাক্ষাত ও আলোচনা করে বিস্তারিত খোঁ-খবর নিয়ে এস। সে রওয়ানা হয়ে গেল এবং মকায় ঐ  
 লোকটির সহিত সাক্ষাত ও আলাপ আলোচনা করে ফিরে আসলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম- কি খবর নিয়ে  
 এলে? সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি একজন মহান ব্যক্তিকে দেখেছি যিনি সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ  
 কাজ থেকে নিষেধ করেন। আমি বললাম, তোমার সংবাদে আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। তারপর আমি  
 একটি ছড়ি ও একপাত্র খাবার নিয়ে মকাভিমুখে রওয়ানা হয়ে পড়লাম। মকায় পৌছে আমার অবস্থা দাঁড়াল  
 এই- তিনি আমার পরিচিত নন, কারো নিকট জিজ্ঞাসা করাও আমি সমীচীন মনে করি না। তাই আমি  
 যময়মের পানি পান করে মসজিদে অবস্থান করতে থাকলাম। একদিন সন্ধ্যা বেলা আলী (রা) আমার নিকট  
 দিয়ে গমন কালে আমার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, মনে হয় লোকটি বিদেশী। আমি বললাম, হাঁ। তিনি  
 বললেন, আমার সাথে আমার বাড়ীতে চল। রাস্তায় তিনি আমাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেন নি! আবু  
 আমি ও ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছু বলিনি। তাঁর বাড়ীতে রাত্রি যাপন করে ভোর বেলায় পুনরায় মসজিদে  
 গমন করলাম যাতে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু ঐখানে এমন কোন ব্যক্তি ছিল না যে ঐ ব্যক্তি

সম্পর্কে কিছু বলবে। ঐ দিনও আলী (রা) আমার নিকট দিয়ে গমনকালে বললেন, এখনো কি লোকটি তার গন্তব্যস্থল ঠিক করতে পারেনি? আমি বললাম না। তিনি বললেন, আমার সাথে চল। পথিমধ্যে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন বল, তোমার বিষয় কি? কেন এ শহরে আগমন? আমি বললাম, যদি আপনি আমার বিষয়টি গোপন রাখবেন বলে আশ্বাস দেন তাহলে তা আপনাকে বলতে পারি। তিনি বললেন নিশ্চয়ই আমি গোপনীয়তা রক্ষা করব। আমি বললাম, আমরা জানতে পেরেছি, এখানে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করেন। আমি তাঁর সাথে সবিস্তার আলাপ আলোচনা করার জন্য আমার ভাইকে পাঠিয়ে ছিলাম। কিন্তু সে ফেরৎ গিয়ে আমাকে সন্তোষজনক কোন কিছু বলতে পারেনি। তাই নিজে দেখা করার ইচ্ছা নিয়ে এখানে আগমন করেছি। আলী (রা) বললেন, তুমি সঠিক পথপ্রদর্শক পেয়েছ। আমি এখনই তাঁর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার জন্য রওয়ানা হয়েছি। তুমি আমার অনুসরণ কর এবং আমি যে গৃহে প্রবেশ করি তুমিও সে গৃহে প্রবেশ করবে। রাস্তায় যদি তোমার বিপদজনক কোন ব্যক্তি দেখতে পাই তবে আমি জুতা ঠিক করার ভান করে দেয়ালের পার্শ্বে সরে দাঁড়াব, যেন আমি জুতা ঠিক করতেছি। তুমি কিন্তু চলতেই থাকবে। (যেন কেউ বুঝতে না পারে তুমি আমার সঙ্গি)। আলী (রা) পথ চলতে শুরু করলেন। আমিও তাঁর অনুসরণ করে চলতে লাগলাম। তিনি নবী ﷺ-এর নিকট প্রবেশ করলে, আমিও তাঁর সাথে চুকে পড়লাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমার নিকট ইসলাম পেশ করুন। তিনি পেশ করলেন। আর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। নবী ﷺ বললেন, হে আবু যার। আপাততও তোমার ইসলাম গ্রহণ গোপন রেখে তোমার দেশে চলে যাও। যখন আমাদের বিজয় সংবাদ জানতে পাবে তখন এসো। আমি বললাম, যে আল্লাহ আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন তাঁর কসম! আমি কাফির মুশরিকদের সম্মুখে উচ্চস্বরে তৌহীদের বাণী ঘোষণা করব। (ইব্ন আববাস (রা) বলেন, ) এই কথা বলে তিনি মসজিদে হারামে গমন করলেন, কুরাইশের লোকজনও সেখায় উপস্থিত ছিল। তিনি বললেন, হে, কুরাইশগণ! আমি নিশ্চিতভাবে সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মারুদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। ইহা শুনে কুরাইশগণ বলে উঠল, ধর এই ধর্মত্যাগী লোকটিকে। তারা আমার দিকে এগিয়ে আসল এবং আমাকে নির্মভাবে প্রহার করতে লাগল; যেন আমি মরে যাই। তখন আববাস (রা) আমার নিকট পৌছে আমাকে ঘিরে রাখলেন (প্রহার বন্ধ হল)। তারপর তিনি কুরাইশকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের বিপদ অবশ্যত্বাবি। তোমরা গিফার বংশের একজন লোককে হত্যা করতে উদ্যোগী হয়েছ অথচ তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কাফেলাকে গিফার গোত্রের সন্নিকট দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। (ইহা কি তোমাদের মনে নেই)? একথা শুনে তারা সরে পড়ল। পরদিন ভোরবেলা কাবাগৃহে উপস্থিত হয়ে গেল দিনের মতই আমি আমার ইসলাম গ্রহণের পূর্ণ ঘোষণা দিলাম। কুরাইশগণ বলে উঠলো, ধর এই ধর্মত্যাগী লোকটিকে। পূর্ব দিনের মত আজও তারা নির্মভাবে আমাকে মারধর করলো। এই দিনও আববাস (রা) এসে আমাকে রক্ষা করলেন এবং কুরাইশদিগকে লক্ষ্য করে এই দিনের মত বক্তব্য রাখলেন। ইব্ন আববাস (রা) বলেন, ইহাই ছিল আবু যার (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের প্রথম ঘটনা।

## ٢٠٥٩ . بَابُ : ذِكْرٌ قَحْطَانَ

২০৫৯ . পরিষেদ : কাহতান গোত্রের আলোচনা

٣٢٦٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْমَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثُورِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْفَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِّنْ قَحْطَانَ يَسْوُقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ -

৩২৬০ آবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবু হুয়ায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত কাহতান গোত্র থেকে এমন এক ব্যক্তির <sup>১</sup>আবির্জন না হবে যে মানবজাতিকে তার লাঠি দ্বারা (শক্তিধারা সৃষ্টিক্ষেত্রে) পরিচালিত করবে।

## ٢٠٦٠ بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ دَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ

২০৬০ . পরিষেদ : জাহেলী যুগের মত সাহায্য প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ

٣٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَخْلُدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا، وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَابٌ فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّا فَغَضِيبٌ أَنْصَارِيًّا غَضِيبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَوْا، وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا لِلنَّاسِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لِلْمُهَاجِرِينَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا بَالِ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ قَالَ مَا شَانُهُمْ فَأَخْبَرَ بِكَسْعَةِ الْمُهَاجِرِيِّ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْوَهَا فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ وَقَالَ عَبْدُ

اللَّهُ بْنُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ سَلَوْلُ أَقْدَمْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ  
لِيُخْرِجَنَّ الْأَعْزَمِ مِنْهَا الْأَذَلَّ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَا نَقْتُلُ هَذَا الْحَبِيثَ يَعْنِي  
عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ إِنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ -

**৩২৭০** মুহাম্মদ (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর পরিচালনায় যুদ্ধে শামিল ছিলাম। এ যুদ্ধে বহু সংখ্যক মুহাজির সাহাবী অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুহাজিরদের মধ্যে একজন কৌতুক পুরুষ ছিলেন। তিনি কৌতুকছলে একজন আনসারীকে আঘাত করলেন। তাতে আনসারী সাহাবী ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন এবং উভয় গোত্রের সহযোগিতার জন্য নিজ নিজ লোকদের ডাকলেন। আনসারী সাহাবী বললেন, হে আনসারীগণ! মুহাজির সাহাবী বললেন, হে মুহাজিরগণ সাহায্যে এগিয়ে আস। নবী করীম ﷺ ইহা শুনে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, জাহেলী যুগের হাঁকডাক কেন? অতঃপর বললেন, তাদের ব্যাপার কি? তাঁকে ঘটনা জানান হল। মুহাজির সাহাবী আনসারী সাহাবীর কোমরে আঘাত করেছে। রাবী বলেন, নবী ﷺ বললেন, এ জাতীয় হাঁকডাক ত্যাগ কর, এ অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। (মুনাফিক নেতা) আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল বলল, তারা আমাদের বিরুদ্ধে ডাক দিয়েছে? আমরা যদি মদীনায় নিরাপদে ফিরে যাই তবে সন্তুষ্ট ও সম্মানিত ব্যক্তিগণ অবশ্যই বাহির করে দিবে নিকৃষ্ট ও অপদন্ত ব্যক্তিগণকে (মুহাজিরদিগকে)। এতে ‘উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহ’র রাসূল, আপনি কি এই খাবীসকে হত্যা করার অনুমতি দিবেন? নবী করীম ﷺ বললেন, (একপ করলে) লোকজন বলাবলি করবে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর সঙ্গীদেরকে হত্যা করে থাকে।

**৩২৭১** حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ  
ﷺ وَعَنْ سُفِّيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ  
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنِّي مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ ، وَدَعَاهُ  
بِدَعَوْيِ الْجَاهِلِيَّةِ -

**৩২৭২** সাবিত ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেন, ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয় যে, (বিপদ কালিন বিলাপরত অবস্থায়) গভদেশে চপেটাঘাত করে, পরিধেয় বন্ধ ছিন্নিভিন্ন করতে থাকে এবং জাহিলিয়াতের যুগের ন্যায় হৈ চৈ করে।

## ٢٠٦١ . بَابُ : قِصَّةٌ خُزَاعَةٌ

২০৬১ . পরিচ্ছেদ : খুয়া'আ গোত্রের কাহিনী

[ ۲۲۷۲ ]

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ  
حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَمَرُو بْنُ لُحَيٍّ بْنِ قَمْعَةَ بْنِ خِنْدَفَ  
أَبُو خُزَاعَةَ -

[ ۳۲۷۲ ] ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেন,  
আমর ইবন লুহাই ইবন কাম'আ ইবন খিন্দাফ খুয়া'আ গোত্রের পূর্বপুরুষ ছিল।

[ ۲۲۷۳ ]

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ  
سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ قَالَ الْبَحِيرَةُ الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيَّةِ  
وَلَا يَحْلِبُهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَالسَّائِبَةُ الَّتِي كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِإِلَهَتِهِمْ  
فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ  
عَمَرَو بْنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيِّ يَجْرُّ قُصْبَةً فِي النَّارِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ  
السَّوَابِقَ -

[ ۳۲۷۴ ] আবুল ইয়ামান (র) ..... যুহরী (র) বলেন। আমি সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (র)-কে বলতে  
শুনেছি। তিনি বলেন, বাহীরা বলে দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত উটনি যার দুঃখ আটকিয়ে রাখা হত এবং কোন  
লোক তার দুখ দোহন করত না। সাইবা বলা হয় ঐ জন্মেক যাকে তারা ছেড়ে দিত দেবতার নামে। ইহাকে  
বোরা বহন ইত্যাদি কোন কাজ কর্মে ব্যবহার করা হয় না। রাবী বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, নবী  
করীম ﷺ বলেন, আমি আমর ইবন 'আমির খুয়া'আইকে তার বেরিয়ে আসা নাড়ী-ভুঁড়ি নিয়ে জাহান্নামের  
আগন্তে চলাফেরা করতে দেখেছি। সেই প্রথম ব্যক্তি যে (দেব-দেবীদের নামে) সাইবা উৎসর্গ করার প্রথা  
প্রচলন করে।

## ٢٠٦٢ . بَابُ : جَهْلُ الْعَرَبِ

২০৬২. পরিচ্ছেদ ৪: আরবের মূর্খতা

**٣٢٧٤** حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ  
بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِذَا سَرَكَ أَنْ تَعْلَمَ  
جَهْلَ الْعَرَبِ فَاقْرَأْ مَا فَوْقَ الْتَّلَاثَيْنِ وَمَائَةً فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ : قَدْ خَسِرَ  
الَّذِينَ قَاتَلُوا أُولَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَى قَوْلِهِ قَدْ ضَلَّوْا وَمَا كَانُوا  
مُهْتَدِينَ -

**٣٢٧٤** আবুন নুমান (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুমি যদি আরবদের অজ্ঞতা ও মূর্খতা সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে আগ্রহী হও, তবে সূরা আন-আমের ১৪০ আয়াতের অংশটুকু মনোযোগের সাথে পাঠ কর। (ইরশাদ হয়েছে) "নিশ্যাই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা অজ্ঞতা ও নির্বৃক্তিতার কারণে নিজ সম্মানন্দিগকে (দারিদ্রের ভয়ে) হত্যা করছে। এবং আল্লাহর দেওয়া হালাল বস্তু সমূহকে হারাম করেছে এবং আল্লাহর প্রতি জঘন্য মিথ্যারোপ করেছে, নিশ্যাই তারা পথচারী ও বিপথগামী হয়েছে। তারা সুপথগামী হতে পারে নি।

**٢٠٦٣ . بَابُ : مَنِ اتَّسَبَ إِلَى آبَائِهِ فِي الإِسْلَامِ وَاجْهَاهِلِيَّةٍ وَقَالَ  
إِنْ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ الْكَرِيمَ بْنَ الْكَرِيمِ  
بْنَ الْكَرِيمِ يُوسُفَ بْنَ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ ، وَقَالَ  
الْبَرَاءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَا أَبْنُ عَبْدِ الْمُطَبِّبِ**

২০৬৩ . পরিচ্ছেদ ৪: যে ব্যক্তি ইসলাম ও জাহিলী যুগে পিতৃপুরুষের প্রতি সম্পর্ক আরোপ করল। ইবন উমর ও আবু হুরায়রা বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, স্ত্রাঙ্গ বৎশ-ধারার সম্মান হলেন ইউসুফ (আ) ইবন ইয়াকুব (আ) ইবন ইসহাক (আ) ইবন ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আ)। বাবা'আ (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন আমি আবদুল মুজালিবের বৎশধর

٣٢٧٥

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ  
حَدَّثَنِي عَمَرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبَيْنَ، جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ  
يُنَادِي يَابْنِي فِهِرٍ يَابْنِي عَدِيٍّ بِبُطُونِ قُرَيْشٍ \* وَقَالَ لَنَا قَبِيْحَةُ ثَنَا  
سُفِيَّانُ عَنْ حَبِيبِ ابْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ  
قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : وَأَنْذِرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبَيْنَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوهُمْ  
قَبَائِلَ قَبَائِلَ -

٣٢٧٦

উমর ইবন হাফস (র) ..... ইবন 'আকবাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াত “তোমার নিকট আজীয়গণকে সতর্ক কর” অবর্তীর্ণ হল, তখন নবী করীম ﷺ বললেন, হে বনী ফিহর, হে বনী 'আদি, বিভিন্ন কুরাইশ শাখা গোত্রগুলিকে নাম ধরে ধরে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে লাগলেন। এবং কাবীসা (র) -- ইবন 'আকবাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াত “তোমার নিকট আজীয়গণকে সতর্ক কর” অবর্তীর্ণ হল, তখন নবী করীম ﷺ তাদেরে গোত্র গোত্র করে আহ্বান করতে লাগলেন।

٣٢٧٦

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيًّا ﷺ قَالَ يَابْنِي عَبْدِ مَنَافِ  
اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ، يَابْنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ  
اللَّهِ، يَا أُمَّ الزَّبِيرِ بْنِ الْعَوَامِ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ يَا فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ  
اشْتَرِيَا أَنْفُسَكُمَا مِنِ اللَّهِ، لَا أَمْلِكُ لَكُمَا مِنِ اللَّهِ شَيْئًا، شَلَانِي مِنْ  
مَالِي مَا شِئْتُمَا -

٣٢٧৬

আবুল ইয়ামান (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, (উপরোক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে নবী করীম ﷺ বললেন, হে আব্দে মানাফের বংশধরগণ, তোমরা (ঈমান ও নেক আমলের দ্বারা) তোমাদের নিজেদেরকে আল্লাহর আয়াব থেকে রক্ষা কর। হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ, তোমরা (ঈমান ও

আমলের দ্বারা) তোমাদের নিজেদেরকে হিফায়ত কর। হে যুবায়রের মাতা - রাসূলুল্লাহর ফুফু, হে মুহাম্মদ  
সান্নাহ-এর কন্যা ফাতিমা। তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে (ঈমান ও আমলের দ্বারা) রক্ষা কর।  
তোমাদেরকে আয়ার থেকে বাঁচানোর সামন্যতম ক্ষমতাও আমার নাই আর আমার ধন-সম্পদ থেকে  
তোমরা যা ইচ্ছা তা চেয়ে নিয়ে যেতে পার (দেওয়ার ইখতিয়ার আমার আছে)

## ٢٠٦٤ . بَابُ : ابْنِ أُخْتِ الْقَوْمِ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ

২০৬৪ . পরিচ্ছেদ : ভাগ্নে ও আয়াদকৃত গোলাম নিজের গোত্রেই অন্তর্ভুক্ত

٢٢٧٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرَبَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دُعَا النَّبِيُّ ﷺ الْأَنْصَارَ خَاصَةً فَقَالَ هَلْ فِيمُكُمْ  
اَصْدِينَ غَيْرُكُمْ قَالُوا لَا لَا ابْنِ أُخْتٍ لَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنِ أُخْتٍ  
الْقَوْمِ مِنْهُمْ -

৩২৭৭ সুলায়মান ইবন হারব (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ  
আনসারদের বললেন, তোমাদের মধ্যে (এই মজলিশে) অপর গোত্রের কেউ আছে কি ? তারা বললেন না,  
অন্য কেউ নেই। তবে আমদের একজন ভাগিনা আছে। নবী ﷺ বললেন কোন গোষ্ঠির ভাগ্নে সে  
গোষ্ঠিরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়।

## ٢٠٦٥ . بَابُ : قِصَّةُ الْحَبَشِ وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ يَابْنِي أَرْفَدَةَ

২০৬৫. পরিচ্ছেদ : হাবশীদের ঘটনা এবং নবী ﷺ-এর উক্তি হে বনু আরফিদা

٢٢٧٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ  
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعَنْهَا  
جَارِيَاتٍ فِي أَيَّامٍ مِنْ تُغْنِيَانِ وَتَدْفِقَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ ﷺ  
مُتَفَشِّ بِثُوبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ  
دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامٌ عِيدٌ وَتَلَكَّا الْأَيَّامُ أَيَّامٌ مِنْ \* وَقَالَتْ

عَائِشَةُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ  
يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِي  
أَرْفَدَةَ يَعْنِي مِنَ الْأَمْنِ -

**৩২৭৮** ইয়াহ্বীয়া ইবন বুকায়র (র) ..... 'আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, মিনায় অবস্থানের দিনগুলোতে (অর্থাৎ ১০,১১,১২ তারিখে) আবু বকর (রা) আমার গৃহে প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর নিকট দু'টি বালিকা ছিল। তারা দফ (একদিকে খোলা ছোট বাদ্যযন্ত্র) বাজিয়ে এবং নেচে নেচে (যুদ্ধের বিজয় গাথা) গান করছিল। নবী ﷺ তখন চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে ছিলেন। আবু বকর (রা) এদেরকে ধমকালেন। নবী ﷺ তখন মুখ থেকে চাদর সরিয়ে বললেন, হে আবু বকর এদেরকে গাইতে দাও। কেননা, আজ ঈদের দিন ও মিনার দিনগুলির অন্তর্ভুক্ত। আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ আমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর আমি (তাঁর পিছনে থেকে) হাবশীদের খেলা উপভোগ করছিলাম। মসজিদের নিকটে তারা যুদ্ধান্ত নিয়ে খেলা করছিল। এমন সময় 'উমর (রা) এসে তাদেরকে ধমকালেন। নবী ﷺ বললেন, হে 'উমর! তাদেরকে বানু আরফিদাকে নিরাপদ হেড়ে দাও।

## ٢٠٦٦ . بَابُ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ لَا يُسَبَّ نَسْبَةً

২০৬৬. পরিচেদ : যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার বংশকে গালমন্দ দেয়া না হউক

**৩২৭৯** حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَ حَسَانُ النَّبِيَّ ﷺ فِي  
هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ كَيْفَ بِنَسْبِيِّ فَقَالَ حَسَانٌ لَا سُلْطَنَكَ مِنْهُمْ كَمَا  
تُسْلِلُ الشَّعْرَةَ مِنَ الْعَجَينِ \* وَعَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبَتُ أَسْبُبُ حَسَانَ عِنْهُ  
عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَا تَسْبُبُهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِجُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو  
الْهَيْثَمَ نَفَحَتِ الدَّابَّةُ إِذَا رَأَتْ مَجَوَافِرِهَا وَنَفَحَةُ بَالسَّيْفِ إِذَا تَنَاوَلَهُ  
مِنْ بَعِيدٍ -

**৩২৭৯** উসমান ইবন আবু শায়বা (র) ..... ‘আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসসান (রা) কবিতার ছন্দে মুশরিকদের নিষ্ঠা করতে অনুমতি চাইলে নবী ﷺ বললেন, আমার বংশকে কিভাবে তুমি পৃথক করবে? হাসসান (রা) বললেন, আমি তাদের মধ্য থেকে এমনভাবে আপনাকে আলাদা করে নিব যেমনভাবে আটার খামির থেকে চুলকে পৃথক করে নেয়া হয়। ‘উরওয়া (র) বলেন, আমি হাসসান (রা)-কে ‘আয়েশা (রা)-এর সম্মত তিরঙ্কার করতে উদ্যত হলে, তিনি আমাকে বললেন, তাকে গালি দিও না। সে নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে কবিতার মাধ্যমে শক্রদের বাক্যাঘাত প্রতিহত করত। আবুল হায়ছম বলেন, (نَفَحَةُ الْدَّابَّةِ) যখন পশু তার ক্ষুর দ্বারা আঘাত করে আর (بَالسَّيْفِ) যখন দূর থেকে আঘাত করা হয়।

**২০৬৭.** بَابُ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللَّهِ وَقُولُ اللَّهِ تَعَالَى : مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَخْدِرَ مِنْ رِجَالِكُمْ الْأَيْةُ وَقُولُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًا عَلَى الْكُفَّارِ وَقُولُهُ : مِنْ مَبْعَدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ

২০৬৭. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর নামসমূহ। আল্লাহ তা'আলার বাণী: ও তার বাণী ; মুহাম্মদ ﷺ তোমাদিগের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহে ; মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাথে যারা আছেন তারা কুফরের বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর আর তাঁর বাণী: আমার পর যিনি আসবেন তাঁর নাম আহমাদ

**৩২৮০** حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنِي مَعْنُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِئَلَّا خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدٌ وَأَنَا الْمَاجِنُ الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفَّارَ، وَأَنَا الْحَاسِرُ الَّذِي يُحْشِرُ النَّاسَ عَلَى قَدَمِيِّ، وَأَنَا الْعَاقِبُ -

**৩২৮০** ইব্রাহীম ইবনুল মুন্থির (র) ..... জুবায়ের ইবন মুত্তাম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার পাঁচটি (প্রসিদ্ধ) নাম রয়েছে, আমি মুহাম্মদ, আমি আহমাদ, আমি আল-মাহী (নিশ্চিহ্নকারী) আমার দ্বারা আল্লাহ কুফর ও শিরুককে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। আমি আল-হশির

(সমবেতকারী কিয়ামতের ভয়াবহ দিবসে) আমার চারপাশে মানব জাতিকে একত্রিত করা হবে। আমি আল-আকুব (সর্বশেষ আগমনকারী আমার পর অন্য কোন নবীর আগমন হবে না।)

**٣٢٨١** حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ  
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلَا  
تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنِّي شَتَّمَ قُرَيْشًا وَلَعْنُهُمْ يَشْتَمُونَ مُذْمَمًا  
وَيَلْعَنُونَ مُذْمَمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ -

**৩২৪১** আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আশ্র্যান্বিত হওনা ? (তোমরা কি দেখছন) আমার প্রতি আরোপিত কুরাইশদের নিন্দা ও অভিশাপকে আল্লাহ তা'আলা কি চমৎকারভাবে দূরীভূত করছেন ? তারা আমাকে নিন্দিত মনে করে গালি দিছে, অভিশাপ করছে অথচ আমি মুহাম্মদ-চির প্রসংশীত। (কাজেই তাদের গাল-মন্দ আমার উপর পতিত হয় না।)

## ٢٠٦٨ . بَابُ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ

২০৬৮. পরিষেদ : খাতামুন-নাবীয়ীন

**٣٢٨٢** حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا سَلِيمٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ مِينَاءَ  
عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَثَلِي  
وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنِي دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ  
لَبِنَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا  
مَوْضِعُ الْلَّبِنَةِ -

**৩২৪২** মুহাম্মদ ইবন সিনান (র) ..... জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন আমার ও অন্যান্য নবীগণের অবস্থা এমন, যেন কেউ একটি ভবন নির্মাণ করলে আর একটি ইটের স্থান শূন্য রেখে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে গৃহটিকে সুন্দর সুসজ্জিত করে নিল। জনগণ (উহার সৌন্দর্য দেখে) মুক্ত হল এবং তারা বলাবলি করতে লাগল, যদি একটি ইটের স্থানটুকু খালি রাখা না হত (তবে ভবনটি কতইনা সুন্দর হত!)

٢٢٨٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  
بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثْلِي رَجُلٌ بْنَى بَيْتًا  
فَأَخْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ  
بِهِ، وَيَتَعَجَّبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَا وَضِعَتْ هَذِهِ الْلَّبِنَةُ قَالَ فَإِنَّ الْلَّبِنَةَ  
وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ -

৩২৮৩ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম  
বলেন, আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের অবস্থা একই, এক ব্যক্তি যেন একটি ভবন নির্মাণ করল;  
ইহাকে সুশোভিত ও সুসজ্জিত করল, কিন্তু এক কোনায় একটি ইটের জায়গা খালি রয়ে গেল। অতঃপর  
লোকজন ইহার চারপাশে ঘুরে বিশ্বায়ের সহিত বলতে লাগল এ শূন্যস্থানের ইটটি লাগানো হল না কেন?  
নবী বলেন, আমিই সে ইট। আর আমিই সর্বশেষ নবী।

## ২০৬৯. بَابُ وَفَاهُ النَّبِيِّ ﷺ

২০৬৯. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর ওফাত

٢٢٨٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عُقِيلِ ابْنِ شَهَابٍ  
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  
تُوفِيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَقَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ  
الْمُسَيْبِ مِثْلُهُ -

৩২৮৪ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন নবী করীম  
-এর ওফাত হয় তখন তাঁর বয়স হয়েছিল তেষটি বছর। ইব্ন শিহাব বলেন; সাঈদ ইবনুল মুসায়্যীব  
এভাবেই আমার নিকট বর্ণনা করেন।

## ٢٠٧. بَابُ كُنْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ

২০৭০. পরিচ্ছেদ ৪ : নবী করীম ﷺ-এর উপনামসমূহ

**٣٢٨٥** حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّوقِ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَّفَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ سَمِّوْا بِإِسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي -

**৩২৮৫** হাফ্স ইবন 'উমর (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একদিন বাজারে গিয়েছিলেন। তখন এক ব্যক্তি হে আবুল কাসিম! বলে ডাক দিল। নবী ﷺ সেদিকে ফিরে তাকালেন। (এবং বুঝতে পারলেন, সে অন্য কাকেও ডাকছে।) তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার আসল নাম (অন্যের জন্য) রাখতে পার, কিন্তু আমার উপনাম কারো জন্য রেখ না।

**٣٢٨٦** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَمِّوْا بِإِسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي -

**৩২৮৬** মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র) ..... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমার আসল নামে অন্যের নাম রাখতে পার, কিন্তু আমার উপনাম অন্যের জন্য রেখোনা।

**٣٢٨٧** حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِينِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ تَسْمِوْا بِإِسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي -

**৩২৮৭** আলী ইবন 'আবদুল্লাহ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম (নবী) ﷺ বলেছেন, আমার নামে নামকরণ করতে পার, কিন্তু আমার কুনিয়্যাতে (উপনাম) তোমাদের নাম রেখ না।

## ٢٠٧١. بَابُ :

২০৭১. পরিচ্ছেদ ৪

**٣٢٨** حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مَوْسَى عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ إِبْنَ أَرْبَعَ وَتِسْعِينَ جَلَّا مُعْتَدِلاً، فَقَالَ قَدْ عَلِمْتَ مَا مَتَّعْتُ بِهِ سَمْعِي وَبَصَرِي إِلَّا بِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ خَالَتِي ذَهَبَتْ بِي إِلَيْهِ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أَخْتِي شَاكِرٍ، فَادْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ فَدَعَاهُ -

**৩২৮** ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) ..... জু'আইদ ইবন আবদুর রাহমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, আমি 'সাইব ইব্ন ইয়াফীদকে চুরানবই বছর বয়সে সুস্থ-সবল ও সুস্থাম দেহের অধিকারী দেখেছি। তিনি বললেন, তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, আমি এখনও নবী করীম ﷺ-এর দু'আর বরকতেই চক্ষু ও কর্ণ দ্বারা উপকৃত হচ্ছি। আমার খালা একদিন আমাকে নিয়ে নবী ﷺ-এর দরবারে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার ভাগিনাটি পীড়িত ও রোগাক্রান্ত। আপনি তার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন। তখন নবী করীম ﷺ আমার জন্য দু'আ করলেন।

## ٢٠٧٢. بَابُ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ

২০৭২. পরিচ্ছেদ ৪ মোহরে নুরুওয়্যাত

**٣٢٩** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنِ الْجُعَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ قَالَ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أَخْتِي وَقِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَالِي بِالْبَرَكَةِ وَتَوَضَّأَ فَشَرِبَتْ مِنْ وَضُوئِهِ ثُمَّ قَمَتْ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرَتْ إِلَى خَاتِمِ بَيْنَ كَتِيفَيْهِ مِثْلَ زَرَّ الْحَجَّةِ قَالَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَجَّةُ مِنْ

**حُجَّلِ الْفَرَسِ الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ حَمْزَةَ مِثْلُ رِزْ  
الْحَجَّلَةِ قَالَ أَبُو عَبْدُ اللَّهِ الصَّحِيحِ الرَّاءِ قَبْلُ الزَّاءِ -**

**৩২৮৯** মুহাম্মদ ইবন উবায়দুল্লাহ (র) ..... জু'আইদ (র) বলেন, আমি সাইব ইবন ইয়ায়ীদকে বলতে শুনেছি যে, আমার খালা (একদিন) আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার ভাগিনা পীড়িত ও রোগাক্ত। (আপনি তার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন!) তখন নবী ﷺ আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমার জন্য বরকতের দু'আ করলেন। তিনি ওয়ু করলেন, তাঁর ওয়ুর অবশিষ্ট পানি আমি পান করলাম। এরপর আমি তাঁর পিছন দিকে গিয়ে দাঢ়ালাম তাঁর কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে “মোহরে নাবুওয়্যাত” দেখলাম যা কবুতরের ডিমের ন্যায় অথবা বাসর ঘরের পর্দার বৃতামের মত। ইবন উবায়দুল্লাহ বলেন, **الْحُجَّلَةِ** অর্থ সাদা চিহ্ন, যা ঘোড়ার কপালের সাদা অংশ এর অর্থ থেকে গৃহিত। আর ইব্রাহীম ইবন হাময়া বলেন, কবুতরের ডিমের মত। আবু আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন বিশুদ্ধ হল **رِزْ**-এর পূর্বে **رَاءُ** হবে অর্থাৎ **رِزْ رَاءُ**।

## ٢٠٧٣ . بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ

২০৭৩. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ সম্পর্কে বর্ণনা

**٣٢٩٠** حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْيَدٍ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي  
أَبِي مُلِيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ يَمْشِي فَرَأَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصَّبَّيَانَ فَحَمَلَهُ عَلَى  
عَاتِقِهِ وَقَالَ بِأَبِي شَبَيْهٍ بِالنَّبِيِّ ﷺ لَا شَبَيْهٌ بِعَلِيٍّ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ -

**৩২৯০** আবু 'আসিম (র) ..... 'উকবা ইবন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আবু বক্র (রা) বাদ আসর এর সালাতান্তে বের হয়ে চলতে লাগলেন। (পথিমধ্যে) হাসান (রা)-কে ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতে দেখলেন। তখন তিনি তাঁকে কাঁধে তুলে নিলেন এবং বললেন, আমার পিতা কুরবান হউন! এ-ত নবী করীম ﷺ-এর সাদৃশ্য আলীর সাদৃশ্য নয়। তখন আলী (রা) হাসতেছিলেন।

**৩২৯১** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي  
www.alqurans.com

**جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ الْحَسَنُ يُشَبِّهُهُ -**

**٣٢٩١** آহমদ ইবন ইউনুস (র) ..... آবু جুহায়ফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে দেখেছি। আর হাসান (ইবন 'আলী) (রা) তাঁরই সাদৃশ্য।

**٣٢٩٢** حَدَّثَنَا عَمَرُ بْنُ عَلَىٰ حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُشَبِّهُهُ قُلْتُ لِأَبِي جُحَيْفَةَ صِفَةً لِّيْ، قَالَ كَانَ أَبِيَضَ قَدْ شَمِطَ وَأَمْرَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِثَلَاثَةِ عَشَرَ قَلْوَصًا، قَالَ فَقُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ أَنْ نَقْبِضَهَا -

**٣٢٩٢** 'আমর ইবন 'আলী (র) ..... آবু جুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে দেখেছি। হাসান ইবন আলী (রা) ছিলেন তাঁরই সদৃশ (রাবী বলেন) আমি আবু জুহায়ফাকে বললাম, আপনি নবী ﷺ-এর বর্ণনা দিন। তিনি বললেন, নবী ﷺ গৌর বর্ণের ছিলেন। কাল কেশরাজির ভিতর যৎসামান্য সাদা চুলও ছিল। তিনি তেরটি সবল উটনী আমাদিগকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের হস্তগত হওয়ার পূর্বেই নবী ﷺ-এর ওফাত হয়ে যায়।

**٣٢٩٣** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ عَنْ وَهْبِ أَبِي جُحَيْفَةَ السَّوَائِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَرَأَيْتُ بَيَاضًا مِنْ تَحْتِ شَفَتِهِ السُّفْلَى الْعَنْفَقَةَ -

**٣২৯৪** آবদুল্লাহ ইবন রাজা (র) ..... آবু جুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি আর তাঁর নীচের ঠাঁটের নিম্নভাগের দাঁড়িতে সামান্য সাদা চুল দেখেছি।

**٣٢٩٤** حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُشْرٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَرَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ شَيْخًا قَالَ كَانَ فِي عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ يُبَثِّرُ -

**৩২৯৪** ইসাম ইবন খালিদ (র) ..... হারীয় ইবন উসমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-এর সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন বুসরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি নবী ﷺ-কে দেখেছেন যে, তিনি বৃক্ষ ছিলেন ? তিনি বললেন, নবী ﷺ-এর বাচ্চা দাঁড়িতে কয়েকটি চুল সাদা ছিল ।

**৩২৯৫** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي الْلَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَصِفُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ، لَيْسَ بِالظَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، أَزْهَرَ اللَّوْنَ، لَيْسَ بِأَبْيَضَ أَمْهَقَ وَلَا أَدَمَ، لَيْسَ بِجَفْدٍ قَطْطِطٍ وَلَا سَبَطٍ رَجْلٍ، أَنْزَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ أَبْنُ أَرْبَعِينَ فَلَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يَنْزَلُ عَلَيْهِ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَقَبِضَ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِخَيْتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ، قَالَ رَبِيعَةَ فَرَأَيْتُ شَعْرًا مِنْ شَعْرِهِ فَإِذَا هُوَ أَحْمَرُ، فَسَأَلْتُ : فَقِيلَ أَحْمَرٌ مِنَ الطَّيْبِ

**৩২৯৬** ইয়াহ্যায়া ইবন বুকায়র (র) ..... রাবী'আ ইবন আবু আবদুর রাহমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে নবী ﷺ-এর (দৈহিক গঠন) বর্ণনা দিতে শুনেছি । তিনি বলেছেন যে, নবী ﷺ লোকদের মধ্যে মাঝারি গড়নের ছিলেন-- বেমানান লম্বাও ছিলেন না বা বেঁটেও ছিলেন না । তাঁর শরীরের রং গোলাপী ধরনের ছিল, ধৰ্মবে সাদাও নয় কিংবা তামাটে বর্ণেরও নয় । মাথার চুল কুঁকড়ানোও ছিল না আবার সম্পূর্ণ সোজাও ছিল না । চালিশ বছর বয়সে তাঁর উপর ওহী নায়িল হওয়া আরম্ভ হয় । প্রথম দশ বছর মক্কায় অবস্থানকালে ওহী যথারীতি নায়িল হতে থাকে । এরপর দশ বছর মদীনায় অভিবাহিত করেন । অতঃপর তাঁর ওফাত হয় তখন তাঁর মাথা ও দাঁড়িতে কুড়িটি সাদা চুলও ছিল না । রাবী'আ (র) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর একটি চুল দেখেছি উহা লাল রং-এর ছিল । তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বলা হল যে অধিক সুগক্ষণী লাগানোর কারণে উহার রং লাল হয়েছিল ।

**৩২৯৭** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ بِالظَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ وَلَا

بِالْأَبْيَضِ الْمَهَقِ وَلَيْسَ بِالْأَدَمِ وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبْطِ بَعْثَةُ  
اللَّهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمِكَّةَ عَشَرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشَرَ  
سِنِينَ فَتَوَفَّاهُ اللَّهُ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحَيْتِهِ عِشْرُونُ شَعْرَةً بَيْضَاءَ -

**৩২৯৬** আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেমানান লম্বাও ছিলেন না এবং বেঁটেও ছিলেন না। ধৰধৰে সাদাও ছিলেন না, আবার তামাটে রং এরও ছিলেন না। কেশরাজি একেবারে কুঞ্চিত ছিল না, একেবারে সোজাও ছিলনা। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি নবুওয়্যাত প্রাপ্ত হন। তাঁর নবুওয়্যাত কালের প্রথম দশ বছর মকাব এবং পরের দশ বছর মদীনায় অতিবাহিত করেন। যখন তাঁর ওফাত হয় তখন মাথা ও দাঁড়িতে কুড়িটি চুলও সাদা ছিলনা।

**৩২৯৭** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ  
مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ إِسْحَاقَ قَالَ  
سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا  
وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا ، لَيْسَ بِالظَّرِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ -

**৩২৯৭** আহমদ ইবন সাঈদ (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মুবারক ছিল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এবং তিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন না এবং বেমানান বেঁটেও ছিলেন না।

**৩২৯৮** حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا هَلْ  
خَضَبَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدُغَيْهِ -

**৩২৯৮** আবু নু'আয়ম (র) ..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজসা করলাম, নবী ﷺ চুলে খেয়াব ব্যবহার করেছেন কি? তিনি বললেন, না (তিনি তা ব্যবহার করেননি)। তাঁর কানের পাশে গুটি কয়েক চুল সাদা হয়েছিল মাত্র। (কাজেই চুলে খেয়াব ব্যবহারের আবশ্যক হয় নাই)।

**৩২৯৯** حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ  
بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَرْبُوعًا بُعِيدَ مَابَيْنِ  
[www.alqurans.com](http://www.alqurans.com)

الْمَنْكِبَيْنِ، لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أَذْنِهِ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَرْ  
شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ، وَقَالَ يُوسُفُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ إِلَى  
مَنْكِبِيهِ -

৩২৯) হাফ্স ইবন 'উমর (র) ..... বারা ইবন 'আযিব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ মাথারি গড়নের ছিলেন। তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান প্রশস্ত ছিল। তাঁর মাথার চুল দুই কানের লতি পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। আমি তাঁকে লাল ডোরাকাটা জোড় চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। তাঁর চেয়ে অধিক সুন্দর কাউকে আমি কখনো দেখিনি। ইউসুফ ইবন আবু ইসহাক তাঁর পিতা থেকে হাদীস বর্ণনায় বলেন, নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ -এর মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

৩৩০) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ هُوَ التَّبَّيْعِيُّ  
قَالَ سُلِّلَ الْبَرَاءُ أَكَانَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُ السَّيِّفِ قَالَ لَا : بَلْ  
مِثْلُ الْقَمَرِ -

৩৩০) আবু নু'আয়ম (র) ..... আবু ইসহাক তাবে-ই (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারা (র)-কে জিজাসা করা হল, নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ -এর চেহারা মুবারক কি তরবারীর ন্যায় (চকচকে) ছিল? তিনি বলেন না, বরং চাঁদের মত (প্রিঞ্চ ও মনোরম) ছিল।

৩৩১) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو عَلَىٰ حَدَّثَنَا الْحَاجَاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ  
الْأَعْوَرُ بِالْمَصِيْحَةِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ  
قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهُرَ  
رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ وَكَعْتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَزَّزَةٌ قَالَ شَعْبَةُ وَزَادَ فِيهِ  
عَوْنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ كَانَ تَمْرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرَأَةُ ،  
وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وَجُوهَهُمْ ، قَالَ  
فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَوَضَعَتْهَا عَلَى وَجْهِي فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ ، وَأَطَيْبُ  
رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ -

**৩৩০১** হাসান ইবন মানসুর আবু 'আলী (র) ..... হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু জুহায়ফা (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, একদিন নবী করীম ﷺ দুপুর বেলায় বাতাহার দিকে বেরিয়ে গেলেন। সে স্থানে অজু করে শুহরের দু' রাকআত ও আসরের দু' রাকআত সালাত আদায় করেন। তাঁর সম্মুখে একটি বর্শা পোতা ছিল। বর্শার বাহির দিক দিয়ে নারীগণ যাতায়াত করছিল। সালাত শেষে লোকজন দাঁড়িয়ে গেল এবং নবী ﷺ-এর উভয় হাত ধরে তারা নিজেদের মাথা ও চেহারায় বুলাতে লাগলেন। আমিও নবী ﷺ-এর হাত মুবারক ধারণ করতঃ আমার চেহারায় বুলাতে লাগলাম। তাঁর হাত তুষার চেয়ে স্বিঞ্চ শীতল ও কস্তুরীর চেয়ে অধিক সুগন্ধ ছিল।

**৩৩০২** حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدُ النَّاسِ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنِ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ -

**৩৩০২** আবদান (র) ..... ইবন আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সর্বাপেক্ষা অধিক দানশীল ছিলেন। তাঁর বদান্যতা বহুগুণ বেড়ে যেতো রামাযান মোবারকের পবিত্র দিনে যখন জিবরাইল (আ) তাঁর সাক্ষাতে আসতেন। জিবরাইল (আ) রামাযানের প্রতিরাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কুরআনে করীমের দাওর করতেন। নবী করীম ﷺ কল্যাণ বিতরণে প্রবাহিত বাযু অপেক্ষাও অধিক দানশীল ছিলেন।

**৩৩০৩** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبَرُّقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ الْمُذْلَجِيُّ لِزِيَّدٍ وَأَسَامَةَ وَرَأَى أَقْدَامَهُمَا إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَقْدَامِ مِنْ بَعْضٍ

**৩৩০৩** ইয়াহ্যাইয়া ইবন মূসা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদিন নবী করীম صلوات الله علیه و سلام অত্যন্ত আনন্দিত ও প্রফুল্লচিত্তে তাঁর কাছে প্রবেশ করলেন। খুশীর আমেজে তাঁর চেহারার খুশীর চিহ্ন ঝলমল করছিল। তিনি তখন আয়েশাকে বললেন, হে আয়েশা! তুমি শুনি, মুদলাজী ব্যক্তিটি (চেহারার ও আকৃতি গণনায় পারদর্শী) যায়েন ও উসামা সম্পর্কে কি বলেছে? পিতা-পুত্রের শুধু পা দেখে (শরীরের বাকী অংশ ঢাকা ছিল) বলল, এ পাঞ্জলো একটা অন্যটির অংশ (অর্থাৎ তাদের সম্পর্ক পিতা-পুত্রের)।

**৩৩০৪** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ  
سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ ، قَالَ سَلَّمَتُ  
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ ، وَكَانَ رَسُولُ  
اللَّهِ ﷺ إِذَا سُرَّ أَسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ  
ذَلِكَ مِنْهُ -

**৩৩০৪** ইয়াহ্যাইয়া ইবন বুকায়র (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন কাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতা কাব ইবন মালিক (রা)-কে তার তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি নবী করীম صلوات الله علیه و سلام-কে সালাম করলাম, খুশী ও আনন্দে তাঁর চেহারা মুবারক ঝলমল করে উঠলো। তাঁর চেহারা এমনি-ই খুশী ও আনন্দে ঝলমল করতো। মনে হত যেন চাঁদের একটি টুকরা। তাঁর চেহারা মুবারকের এ অবস্থা থেকে আমরা তা বুঝতে সক্ষম হতাম।

**৩০৫** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ  
عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ ﷺ قَالَ بَعْثَتُ مِنْ خَيْرِ قَرْوَنِ بَنِي آدَمَ فَرَنَّا حَتَّى كُنَّتُ  
مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنَّتُ مِنْهُ -

**৩৩০৫** কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম صلوات الله علیه و سلام বলেন, আমি মানব জাতির সর্বোত্তম যুগে আবির্ভূত হয়েছি। যুগের পর যুগ হয়ে আমি সেই যুগেই জন্মেছি যে যুগ আমার জন্ম নির্ধারিত ছিল।

**৩৩.৬** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكِيرٍ حَدَّثَنَا الْيَثْعَابِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَشْدُلُ شَعْرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرِقُونَ رُؤْسَهُمْ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُؤْسَهُمْ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةً أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمِنْ فِيهِ بِشَاءِ اللَّهِ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ -

৩৩০৬ ইয়াহ্যাইয়া ইবন বুকায়র (র) ..... ইবন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চুল পিছনের দিকে আঁচড়িয়ে রাখতেন আর মুশ্রিকগণ তাদের চুল দু'ভাগ করে সিঁতি কেটে রাখত। আহলে কিতাব তাদের চুল পিছনের দিকে আঁচড়িয়ে রাখত। নবী করীম ﷺ যে কোন বিষয়ে আল্লাহর আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত আহলে কিতাবের অনুকরণকে ভালবাসতেন। তারপর নবী ﷺ তাঁর চুল দু'ভাগ করে সিঁথি কেটে রাখতে লাগলেন।

**৩৩.৭** حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ ﷺ فَاحْشَا وَلَا مُتَفَحِّشاً وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا -

৩৩০৭ আবদান (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ অশীল ভাষী ও অসদাচারী ছিলেন না। তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ যে নেতৃত্বায় সর্বোত্তম।

**৩৩.৮** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا خَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا اتَّقَمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهِكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمْ لِلَّهِ بِهَا -

**৩৩০৮** আবদুল্লাহ ইব্রাহিমসুফ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইকুম-কে (জাগতিক বিষয়ে) যখনই দু'টি জিনিসের একটি গ্রহণের ইত্তিয়ার দেওয়া হত, তখন তিনি সহজ সরলতাই গ্রহণ করতেন যদি তা গোনাহ না হত। যদি গোনাহ হত তবে তা থেকে তিনি অনেক দূরে সরে থাকতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকুম ব্যক্তিগত কারণে কারো থেকে কথনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। তবে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করা হলে আল্লাহকে রায়ী ও সন্তুষ্ট করার মানসে প্রতিশোধ করতেন।

**٣٣٩** حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا مَسَّتْ حَرِيرًا وَلَا دِيبَاجًا أَلَيْنَ مِنْ كَفِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا شَمَعْتُ رِيحًا قَطُّ أَوْ عَرَفًا قَطُّ، أَطِيبُ مِنْ رِيحٍ أَوْ عَرَفٍ النَّبِيِّ ﷺ

**৩৩০৯** সুলায়মান ইবন হারব (রা) ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম -এর হাতের তালু অপেক্ষা মোলায়েম কোন রেশম ও গরদকেও স্পর্শ করি নাই। আর নবী করীম -এর শরীর মোবারকের খুশবু অপেক্ষা অধিকতর সুস্থান আমি কখনো পাই নাই।

٣٣١٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  
بْنِ أَبِي عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدُّ حَيَاةً مِنَ الْعَذَرَاءِ فِي خَدْرِهَا وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ  
حَدَّثَنَا يَحْيَى وَأَبْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مِثْلَهُ وَإِذَا كَرِهَ شَيْئًا عُرِفَ  
فِي وَجْهِهِ -

**৩৩১০** মুসাদ্দাদ (রা) ..... আবু সান্ড খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সা ফালাউ  
০১ মার্চ ১৯৭৪ অন্তপূরবাসিনী পর্দানশীল কুমারীদের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। মুহাম্মদ (র) ..... শুবা (র) থেকে অনুকরণ রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। (তবে এ বাক্যটি অতিরিক্ত রয়েছে যে,) যখন নবী করীম সা ফালাউ  
০১ মার্চ ১৯৭৪ কোন কিছু অপচন্দ করতেন তখন তাঁর চেহারা মুবারকে তা (বিরক্তির ভাব) দেখা যেত।

٣١١ حَدَّثَنِي عَلَىُ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيَّ ﷺ طَعَاماً قَطُّ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ -

**৩০১১** [আলী ইবন জান্দ (র) ..... আবু হুয়ায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কখনো কোন খাদ্যবস্তুকে মন্দ বলতেন না। রূচি হলে খেয়ে নিতেন নতুন ত্যাগ করতেন।]

**৩৩১২** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضْرَبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ أَبْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسْدِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ فَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى تَرَى إِبْطَئِيهِ ، قَالَ أَبْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ وَقَالَ بَيَاضُ إِبْطَئِيهِ -

**৩০১২** [কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... ইবন বুহায়না আবদুল্লাহ ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন সিজ্দা করতেন, তখন উভয় বাহুকে শরীর থেকে এমনভাবে পৃথক করে রাখতেন যে, আমরা তাঁর বগল দেখতে পেতাম। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, বগলের শুভতা দেখতে পেতাম।]

**৩৩১৩** حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنْسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْأَسْتِشْقَاءِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَئِيهِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى دُعَا النَّبِيُّ ﷺ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاضُ إِبْطَئِيهِ -

**৩০১৩** [আবদুল আলা ইবন হাস্মাদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্সিকা (বৃষ্টির জন্য সালাত ও দু'আ) ব্যক্তিত অন্য কোন দু'আয় তাঁর বাহ্যিক এতটা উর্ধ্বে উঠাতেন না ইন্সিকা ব্যক্তিত কেননা এতে হাত এত উর্ধ্বে উঠাতেন যে তাঁর বগলের শুভতা দেখা যেত। আবু মুসা (র) হাদীস বর্ণনায় বলেন, আনাস (রা) বলেছেন নবী ﷺ দু'আর মধ্যে দুনু হাত উপরে উঠিয়েছেন; এবং আমি তাঁর বগলের শুভতা দেখেছি।]

**৩৩১৪** حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَوْنَ بْنَ أَبِي جُحَيْفَةَ ذَكَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دُفِعَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةِ كَانَ بِالْهَاجِرَةِ فَخَرَجَ بِلَلْ

فَنَادَىٰ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ فَضْلًا وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَقَعَ  
النَّاسُ عَلَيْهِ يَأْخُذُونَ مِنْهُ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ الْعَنْزَةَ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ  
ﷺ كَائِنًا أَنْظَرُ إِلَى وَبِيْصِ سَاقِيَهِ فَرَكَّزَ الْعَنْزَةَ، ثُمَّ صَلَّى الظَّهَرُ  
رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمْرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْمَرَأَةُ -

**৩৩১৪** হাসান ইবন সাববাহ (র) ..... আবু জুহায়ফা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে (একদা)  
আমাকে নবী করীম ﷺ-এর দরবারে নেয়া হল। নবী ﷺ তখন আবতাহ নামক স্থানে দুপুর বেলায়  
একটি তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। বেলাল (রা) তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে যুহরের সালাতের আযান দিলেন  
এবং (তাঁবুতে) পুনঃ প্রবেশ করে নবী ﷺ-এর অযুর অবশিষ্ট পানি নিয়ে বেরিয়ে এলেন। লোকজন ইহা  
নেওয়ার জন্য বাঁপিয়ে পড়ল। অতঃপর তিনি আবার তাঁবুতে ঢুকে একটি ছেট্টি বর্শা নিয়ে বেরিয়ে  
আসলেন। নবী ﷺ-ও (এবার) বেরিয়ে আসলেন। আমি যেন তাঁর পায়ের গোছার ঔজ্জল্য এখনো  
দেখতে পাচ্ছি। বর্শাটি সমুখে পুতে রাখলেন। এরপর যুহরের দু' রাকা'আত এবং পরে আসরের দু'  
রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। বর্শার বাহির দিয়ে গাধা ও মহিলা চলাফেরা করছিল।

**৩৩১৫** حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحِ الْبَرَّازِ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ  
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُحَدِّثُ  
حَدِيثًا لَوْعَدَهُ الْعَادُ لِأَحْصَاهُ \* وَقَالَ الْلَّاِثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ  
ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْزَبِيرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ  
أَلَا يُعْجِبُكَ أَبُو فُلَانٍ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنِ  
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُسْمِعْنِي ذَلِكَ، وَكُنْتُ أَسْبِحُ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ  
سُبْحَاتِي، وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ  
يَسِّرُ الدِّيْنَ كَسْرَدِكُمْ -

**৩৩১৬** হাসান ইবন সাববাহ (র) ..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ এমনভাবে  
(থেমে থেমে) কথা বলতেন যে, কোন গণনাকারী গণনা করতে চাইলে তাঁর কথাশুলি গণনা করতে  
পারত। লায়স (র) ..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুমি অমুকের (আবু হুরায়রা (রা))

অবস্থা দেখে কি অবাক হও না ? তিনি এসে আমার হজরার পাশে বসে আমাকে শুনিয়ে হাদীস বর্ণনা করেন। আমি তখন (নফল) সালাতে ছিলাম। আমার সালাত শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি উঠে চলে যান। তাকে যদি আমি পেতাম তবে আমি অবশ্যই তাকে সতর্ক করে দিতাম সে রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের মত দ্রুত কথা বলতেন না (বরং তিনি ধীরস্থির ও স্পষ্টভাবে কথা বলতেন)।

## ٢٠٧٤ . بَابُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ تَنَامُ عَيْنِهِ وَلَا يَنْمِ قَلْبُهُ ، رَوَاهُ سَعِيدٌ بْنُ مِيَّنَاءَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২০৭৪. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর চোখ বদ্ধ থাকত কিন্তু তাঁর অঙ্গুর থাকত বিনিজ্ঞ। সা'ঈদ ইবন মীনাআ (র) জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন

[ ٣٣١٦ ]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنْمِ قَلْبِي -

[ ৩৩১৬ ] আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) ..... আবু সালামা ইবন আবদুর রাহমান (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি 'আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, রামাযান মাসে (রাতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত কিভাবে ছিল ? 'আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ রামাযান মাসে ও অন্যান্য সব মাসের রাতে এগার রাক'আতের বেশী সালাত আদায় করতেন না। প্রথমে চার রাক'আত পড়তেন। এ চার রাক'আত আদায়ের সৌন্দর্যের ও দৈর্ঘ্যের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করোনা। (ইহা বর্ণনাতীত।) তারপর আরো চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন। এ চার রাক'আতের সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্যের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না। তারপর তিনি রাক'আত (বিতর) আদায় করতেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনি বিত্র সালাত আদায়ের পূর্বে ঘুমিয়ে পড়েন ? নবী ﷺ বললেন, আমার চক্ষু ঘুমায় তবে আমার অঙ্গুর ঘুমায় না।

٣٣١٧

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكَ يُحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَةِ أَسْرِيَ بِالنَّبِيِّ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٌ قَبْلَ أَنْ يُوْحَى إِلَيْهِ، وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ أَوْلَاهُمْ أَيُّهُمْ هُوَ؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ : هُوَ خَيْرُهُمْ ، وَقَالَ أَخْرُهُمْ خُذُوا خَيْرَهُمْ ، فَكَانَتْ تِلْكَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى جَاؤُهُمْ لَيْلَةً أُخْرَى فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ وَالنَّبِيُّ ﷺ نَائِمٌ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ فَتَوَلَّهُ جِبْرِيلُ ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ -

٣٣١٨

ইসমাইল (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মাসজিদে কাঁবা থেকে রাতে অনুষ্ঠিত ইসরা-এর ঘটনা বর্ণনা করছিলেন, যে তিনি ব্যক্তি (ফিরিতা) তাঁর নিকট হায়ির হলেন মিরাজ সম্পর্কে ওহী অবতরণের পূর্বে। তখন তিনি মাসজিদুল হারামে ঘূর্মন্ত ছিলেন। তাঁদের প্রথম জন বলল, তাদের (তিনি জনের) কোন জন তিনি? (যেহেতু নবীজীর পাশে হাময়া ও জাফর শুয়ে ছিলেন) মধ্যম জন উত্তর দিল, তিনিই (নবী ﷺ) তাদের শ্রেষ্ঠ জন। আর শেষজন বলল, শ্রেষ্ঠ জনকে নিয়ে চল। এ রাতে এতটুকুই হলো, এবং নবী ﷺ ও তাদেরকে আর দেখেন নাই। অতঃপর আর এক রাতে তাঁরা আগমন করল। নবী করীম ﷺ-এর অন্তর তা দেখতে পাচ্ছিল। যেহেতু নবী করীম ﷺ-এর চোখ ঘূর্মাত কিন্তু তাঁর অন্তর সদা জাগ্রত থাকত। সকল আবিয়ায়ে কেরাম এর অবস্থা এক্সপাই ছিল যে, তাঁদের চোখ ঘূর্মাত কিন্তু অন্তর সদা জাগ্রত থাকত। তারপর জিব্রাইল (আ) (অমগ্নের) দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং নবী ﷺ-কে নিয়ে আকাশের দিকে চড়তে লাগলেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## ٢٠٧٥ . بَابُ عَلَامَاتِ النَّبُوَةِ فِي الإِسْلَامِ

২০৭৫. পরিচ্ছেদ ৪: ইসলাম আগমনের পর নবুওয়্যাতের নির্দর্শনসমূহ

٣٣١٩

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءَ قَالَ

حَدَّثَنَا عُمَرَ أَبْنَ حُصَيْنٍ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَسِيرٍ  
 فَأَدْلَجُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ عَرَسُوا فَغَلَبَتْهُمْ  
 أَعْيُنُهُمْ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ  
 أَبُوبَكْرٌ، وَكَانَ لَا يُوقَظُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَنَامِهِ حَتَّى يَسْتَيْقَظَ،  
 فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ فَقَعَدَ أَبُوبَكْرٌ عِنْدَ رَأْسِهِ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ  
 حَتَّى اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَزَلَ وَصَلَّى بِنَا الْفَدَاةَ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ  
 الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَافْلَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّ  
 مَعَنَا؟ قَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةً فَأَمْرَهُ أَنْ يَتَيَّمَ بِالصَّعِيدِ ثُمَّ صَلَّى  
 وَجَعَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَكُوبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَدْ عَطَشْنَا عَطْشًا  
 شَدِيدًا فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِإِمْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رَجَلَيْهَا بَيْنَ  
 مَزَادَتَيْنِ، فَقُلْنَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ فَقَالَتْ: أَئْهُ لَا مَاءَ، فَقُلْنَا: كَمْ بَيْنَ  
 أَهْلَكَ وَبَيْنَ الْمَاءِ؟ قَالَتْ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، فَقُلْنَا: أَنْطَلَقْنَا إِلَى رَسُولِ  
 اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: وَمَا رَسُولُ اللَّهِ؟ فَلَمْ تُمْلِكْهَا مِنْ أَمْرِهَا حَتَّى  
 اسْتَقْبَلَنَا بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثَتْهُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَنَا، غَيْرَ أَنَّهَا  
 حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا مُؤْتَمَةٌ فَأَمَرَ بِمَزَادَتِهَا، فَمَسَحَ فِي الْعَزْلَاوَيْنِ، فَشَرِبَنَا  
 عَطَاشًا أَرْبَعُونَ رَجُلًا حَتَّى رَوِينَا، فَمَلَانَا كُلُّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَادِاؤَةٍ غَيْرَ  
 أَئْهُ لَمْ تَشْقِبْعِيرًا وَهِيَ تَكَادُ تَنْضُفُ مِنَ الْمُلْءِ، ثُمَّ قَالَ: هَاتُوا  
 مَا عِنْدَكُمْ، فَجَمِيعَ لَهَا مِنَ الْكِسْرِ وَالثَّمَرِ، حَتَّى أَتَتْ أَهْلَهَا، فَقَالَتْ

لَقِيتُ أَسْحَرَ النَّاسِ، أَوْ هُوَ نَبِيٌّ كَمَا زَعَمُوا، فَهَدَى اللَّهُ ذَكَرَ الصِّرْمَ  
بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا -

**৩০১৮** আবুল ওয়ালিদ (র) ..... ইমরান ইবন হৃসাইন (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক সফরে (খায়বার যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে) তাঁরা নবী ﷺ-এর সাথে ছিলেন। সারারাত পথ চলার পর যখন তোর নিকটবর্তী হল, তখন বিশ্রাম গ্রহণের জন্য থেমে গেলেন এবং গভীর নিদ্যায় ঘুমিয়ে পড়লেন। অবশেষে সূর্য উদিত হয়ে অনেক উপরে উঠে গেল, (কিন্তু কেউই জাগলেন না।) (ইমরান (রা) বলেন) যিনি সর্বপ্রথম ঘুম থেকে জাগলেন তিনি হলেন আবু বক্র (রা)। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বেচ্ছায় জাগ্রত না হলে তাঁকে জাগানো হত না। তারপর ‘উমর (রা) জাগলেন। আবু বকর (রা) তাঁর শিয়ারের নিকট গিয়ে বসে উচ্চস্থরে ‘আল্লাহ আকবার’ বলতে লাগলেন। অবশেষে নবী ﷺ জেগে উঠলেন এবং অন্যত্র চলে গিয়ে অবতরণ করে আমাদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। তখন এক ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে সালাত আদায় না করে দূরে দাঁড়িয়ে রইল। নবী ﷺ যখন সালাত শেষ করলেন তখন বললেন হে অমুক, আমাদের সাথে সালাত আদায় করতে কিসে বাধা দিল? লোকটি বলল, আমি অপবিত্র হয়েছি। (গোসলের প্রয়োজন হয়েছিল) নবী ﷺ তাকে পাক মাটি দ্বারা তৈয়ারুম করার আদেশ দিলেন, তারপর সে সালাত আদায় করল। (ইমরান (রা) বলেন) নবী ﷺ আমাকে অগ্রগামী দলের সাথে পাঠিয়ে দিলেন এবং আমরা ভীষণ ত্রুট্য হয়ে পড়লাম। এমতাবস্থায় আমরা পথ চলছি। হঠাৎ এক উদ্বারাহিনী মহিলা আমাদের নয়ের পড়ল। সে পানি ভর্তি দু'টি মশকের মধ্য খানে পা ঝুলিয়ে বসে ছিল। আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, পানি কোথায়? সে বলল, (আশেপাশে) কোথায়ও পানি নেই। আমরা বললাম, তোমার ও পানির জায়গার মধ্যে দূরত্ব কতটুকু? সে বলল একদিন ও একরাতের দূরত্ব। আমরা তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহর ﷺ নিকট চল। সে বলল, রাসূলুল্লাহ কি? আমরা তাকে যেতে না দিয়ে তাকে নবী ﷺ-এর খেদমতে নিয়ে গেলাম। নবী ﷺ-এর খেদমতে এসেও ঐ জাতীয় কথাবর্তাই বলল যা সে আমাদের সঙ্গে বলেছিল। তবে সে তাঁর নিকট বলল, সে কয়েকজন ইয়াতীম সন্তানের মাতা। নবী ﷺ তার মশক দু'টি নামিয়ে ফেলতে আদেশ করলেন। তারপর তিনি মশক দুটির মুখে হাত বুলালেন। আমরা ত্রুট্যকাতর চল্লিশ জন মানুষ পান করে পিপাসা নিবারণ করলাম। তারপর আমাদের সকল মশক, বাসনপত্র পানি ভর্তি করে নিলাম। তবে উটগুলিকে পানি পান করান হয় নাই। এত সবের পরও মহিলার মশকগুলি এত পানি ভর্তি ছিল যে তা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। তারপর নবী ﷺ বললেন, তোমাদের নিকট (খাবার জাতীয়) যা কিছু আছে উপস্থিত কর। কিছু খেজুর ও রসটির টুকরা জমা করে তাকে দেয়া হল। এ নিয়ে মহিলা আনন্দের সাথে তার গৃহে ফিরে গেল। গৃহে গিয়ে সকলের কাছে সে বলল, আমার সাক্ষাত হয়ে ছিল, এক মহাযাদুকরের সাথে অথবা মানুষ যাকে নবী বলে ধারণা করে তার সাথে। আল্লাহ এই মহিলার মাধ্যমে এ বন্তিবাসীকে হেদায়েত দান করলেন। মহিলাটি নিজেও ইসলাম গ্রহণ করল এবং বন্তিবাসী সকলেই ইসলাম গ্রহণে ধন্য হল।

٣٣١ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا إِبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِإِنَاءٍ وَهُوَ بِالزَّوْرَاءِ فَوَضَعَ يَدِهِ فِي الْإِنَاءِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبَغِي مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ ، قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لِأَنَسِ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَلَاثَمَائَةٌ أَوْ زُهْاءَ ثَلَاثَمَائَةٍ -

৩৩১ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম صلوات الله عليه وآله وسلامه-এর নিকট একটি পানির পাত্র আনা হল, তখন তিনি (মদীনার নিকটবর্তী) যাওয়া নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। নবী صلوات الله عليه وآله وسلامه তাঁর হাত মোবারক ঐ পাত্রে রেখে দিলেন আর তখনই পানি অঙ্গুলির ফাঁক দিয়ে উপচে পড়তে লাগল। ঐ পানি দিয়ে উপস্থিত সকলেই অজু করে নিলেন। কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের লোক সংখ্যা কত ছিল ? তিনি বললেন, আমরা তিনশ' অথবা তিনশ' এর কাছাকাছি ছিলাম।

٣٣٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ، فَأَتَمَّ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّأُوا مِنْهُ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبَغِي مِنْ تَحْتِ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّأُوا مِنْ عِنْدِ أَخِرِهِمْ -

৩৩২ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম صلوات الله عليه وآله وسلامه-কে (এমন অবস্থায়) দেখতে পেলাম যখন আসরের সালাতের সময় নিকটবর্তী। সকলেই পেরেশান হয়ে পানি খুঁজছেন কিন্তু পানি পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন নবী صلوات الله عليه وآله وسلامه-এর নিকট অযুর পানি (একটি পাত্রসহ আনা হল।) নবী صلوات الله عليه وآله وسلامه সে পাত্রে তাঁর হাত মোবারক রেখে দিলেন এবং সকলকে এ পাত্রের পানি দ্বারা অজু করতে আদেশ দিলেন। আমি দেখলাম তাঁর হাত মোবারকের নীচ হতে পানি সজোরে উথলে পড়ছিল। কাফিলার শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত সকলেই এই পানি দিয়ে অজু করে নিলেন।

٣٣٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُبَارَكَ حَدَّثَنَا حَزْمٌ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَعْضِ مَخَارِجِهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَانطَلَقُوا يَسِيرُونَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً يَتَوَضَّؤُنَّ، فَانطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِقَدْحٍ مِنْ يَسِيرٍ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ مَدَ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ عَلَى الْقَدْحِ، ثُمَّ قَالَ : قُومُوا فَتَوَضُّوْا فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ حَتَّى بَلَغُوا فِيمَا يُرِيدُونَ مِنَ الْوَضُوءِ وَكَانُوا سَبْعِينَ أَوْ نَحْوَهُ -

৩৩২১ আবদুর রাহমান ইব্ন মুবারক (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কোন এক সফরে বের হয়েছিলেন। তাঁর সাথে সাহাবায়ে কেরামও ছিলেন। তারা চলতে লাগলেন, তখন সালাতের সময় হয়ে গেল, কিন্তু অজু করার জন্য কোথাও পানি পাওয়া গেলনা। কাফিলার এক ব্যক্তি (আনাস (রা) নিজেই) সামান্য পানিসহ একটি পেয়ালা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত করলেন। তিনি পেয়ালাটি হাতে নিয়ে তারই পানি দ্বারা অজু করলেন এবং তাঁর হাতের চারটি আংগুল পেয়ালার মধ্যে সোজা করে ধরে রাখলেন। আর বললেন, উঠ তোমরা সকলে অজু কর। সকলেই ইচ্ছামত অজু করে নিলেন। তাঁদের সংখ্যা সত্তর বা এর কাছাকাছি ছিল।

٣٣٢٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنْيِرٍ سَمِعَ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدًا عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ مِنَ الْمَسْجِدِ يَتَوَضَّأُ وَبَقِيَ قَوْمٌ فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ فَوَضَعَ كَفَهُ فَصَرَفَ الْمِخْضَبَ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَهُ، فَضَمَ أَصَابِعَهُ فَوَضَّهَا فِي الْمِخْضَبِ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ جَمِيعًا قُلْتُ : كَمْ كَانُوا ؟ قَالَ : ثَمَانُونَ رَجُلًا -

৩৩২২ আবদুল্লাহ ইব্ন মুনীর (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালাতের সময় উপস্থিত হল (কিন্তু পানির ব্যবস্থা ছিল না) যাদের বাড়ী মসজিদের নিকটে ছিল তারা অজু করার জন্য নিজ

নিজ বাড়ীতে চলে গেলেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক থেকে গেলেন। (যাদের অজুর কোন ব্যবস্থা ছিলনা।) তখন নবী ﷺ-এর সামনে প্রস্তর নির্মিত একটি (ছোট্ট) পাত্র আনা হল। এতে সামান্য পানি ছিল। নবী করীম ﷺ ঐ পাত্রে তাঁর হাত মোবরক রাখলেন। কিন্তু পাত্রটি ছোট বিধায় হাতের আঙুলগুলো প্রসারিত করতে পারলেন না বরং একত্রিত করে রেখে দিলেন। তারপর উপস্থিত সকলেই ঐ পানি দ্বারাই অজু করে নিল। হুমাইদ (একজন রাবী) (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বললেন, আশি জন।

٣٣٢٣

حَدَّثَنَا مُؤْسِى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ  
حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ عَطِيشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ يَدَيْهِ  
رَكْوَةً فَتَوَضَّأَ فَجَهَشَ النَّاسُ نَحْوَهُ قَالَ مَالُكُمْ؟ قَالُوا : لَيْسَ عِنْدَنَا  
مَاءً نَتَوَضَّأُ وَلَا نَشْرَبُ إِلَّا مَابَيْنَ يَدَيْكَ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ فَجَعَلَ  
الْمَاءُ يَثْوُرُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعَيْوَنِ فَشَرِبُنَا وَتَوَضَّأْنَا قُلْتُ : كُمْ  
كُنْتُمْ؟ قَالَ : لَوْكُنَا مِائَةً أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَا خَمْسَ عَشَرَةَ مِائَةً -

**৩৩২৩** মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হৃদায়বিয়ায় অবস্থান কালে একদিন সাহাবা কেরাম পীপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। নবী ﷺ-এর সম্মুখে একটি (চামড়ার) পাত্রে অল্প পানি ছিল। তিনি অজু করলেন। তাঁর নিকট পানি আছে মনে করে সকলে ঐদিকে ধাবিত হলেন। নবী ﷺ বললেন, তোমাদের কি হয়েছে? তাঁরা বললেন, আপনার সম্মুখস্থ পাত্রের সামান্য পানি ব্যতীত অজু ও পান করার মত পানি আমাদের নিকট নাই। নবী ﷺ ঐ পাত্রে তাঁর হাত রাখলেন। তখনই তাঁর হাত উপচিয়ে ঝর্ণা ধারার ন্যায় পানি ছুটিয়ে বের হতে লাগলো। আমরা সকলেই পানি পান করলাম ও অজু করলাম। সালিম (একজন রাবী) বলেন, আমি জাবির (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বললেন, আমরা যদি এক লক্ষ ও হ্তাম ত্বুও আমাদের জন্য পানি যথেষ্ট হত। তবে আমরা ছিলাম মাত্র পনরশ'।

٣٣٢٤

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ عَنِ  
الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ أَرْبَعَ عَشَرَةَ مِائَةً  
[www.alqurans.com](http://www.alqurans.com)

وَالْحُدَيْبِيَّةَ بِئْرٌ فَنَزَّلْنَاهَا حَتَّى لَمْ نَتْرُكْ فِيهَا قَطْرَةً، فَجَلَسَ النَّبِيُّ  
عَلَى شَفِيرِ الْبَئْرِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمِضَ وَمَجَ فِي الْبَئْرِ، فَمَكَثَنَا  
غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ أَسْتَقَيْنَا، حَتَّى رَوَيْنَا، وَرَوَيْتُ أَوْ صَدَرَتُ رَكَائِنَا -

**৩৩২৪** মালিক ইবন ইসমাঈল (র) ..... বারা'আ (ইবন আয়ির) (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে হৃদায়বিয়ায় 'চৌদশ' লোক ছিলাম। হৃদায়বিয়া একটি কৃপ, আমরা তা হতে পানি এমনভাবে উঠিয়ে নিলাম যে তাতে এক ফেঁটা পানি ও বাকী থাকল না। নবী ﷺ কৃপের কিনারায় বসে কিছু পানি আনার জন্য আদেশ করলেন। (সামান্য পানি আনা হলো) তিনি কুণ্ডি করে ঐ পানি কৃপে নিষ্কেপ করলেন। কিছু সময় অপেক্ষা করলাম। তখন কৃপটি পানিতে ভরে গেল। আমরা পান করে তৃষ্ণি লাভ করলাম, আমাদের উটগুলোও পানি পানে তৃষ্ণ হল। অথবা বলেছেন আমাদের উটগুলো পানি পান করে প্রত্যাবর্তন করল।

**৩৩২৫** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِشْحَاقِ بْنِ عَبْدِ  
اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لَأُمِّ  
سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ  
فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتْ نَعَمْ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ ثُمَّ  
أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَتِ الْخِبْرَزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ يَدِي وَلَا تَنْتَنِي  
بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ،  
فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقَمْتُ عَلَيْهِمْ  
فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلْتَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ  
بِطَعَامٍ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ قُومُوا،  
فَانْطَلَقُوا وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جَئْتُ أَبَا طَلْحَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ  
أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا

মান্তعমুমْ ؟ فَقَالَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَانطَّلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَسِيحَةَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ هَلْمَى يَا أُمَّ سُلَيْمَ مَا عِنْدَكِ فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْرَ فَأَمْرَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَفَتَّ وَعَصَرَتْ أُمَّ سُلَيْمَ عُكَّةً فَادْمَتْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةِ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِّعُوا ، ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةِ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِّعُوا ، ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةِ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِّعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةِ فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِّعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا -

**৩৩২৫** আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু তালহা (রা) তদীয় (পত্নী) উম্মে সুলায়মকে বললেন, আমি নবী ﷺ-এর কঠস্বর দুর্বল শুনেছি। আমি তাঁর মধ্যে ক্ষুধা বুঝতে পেরেছি। তোমার নিকট খাবার কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে। এই বলে তিনি কয়েকটা যবের রুটি বের করলেন। তারপর তাঁর একখানা ওড়না বের করে এর কিয়দংশ দিয়ে রুটিগুলো মুড়ে আমার হাতে গোপন করে রেখে দিলেন ও ওড়নার অপর অংশ আমার শরীর জড়িয়ে দিলেন এবং আমাকে নবী ﷺ-এর খেদমতে পাঠালেন। রাবী আনাস বলেন, আমি তাঁর নিকট গেলাম। ঐ সময় তিনি কতিপয় লোকসহ মসজিদে অবস্থান করছিলেন। আমি গিয়ে তাঁদের সম্মুখে দাঁড়ালাম। নবী ﷺ আমাকে দেখে বললেন, তোমাকে আবু তালহা পাঠিয়েছে? আমি বললাম, জি, হ্যাঁ। নবী ﷺ বললেন, খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে পাঠিয়েছে? আমি বললাম, জি-হ্যাঁ। তখন নবী ﷺ সঙ্গীদেরকে বললেন, চল, আবু তালহা আমাদেরকে দাও'আত করেছে। আমি তাঁদের আগেই চলে গিয়ে আবু তালহা (রা)-কে নবী ﷺ-এর আগমন বার্তা শুনালাম। ইহা শুনে আবু তালহা (রা) বলেন, হে উম্মে সুলাইম, নবী ﷺ তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে নিয়ে আসছেন। তাঁদেরকে খাওয়ানোর মত কিছু আমাদের নিকট নেই। উম্মে সুলায়ম (রা) বললেন, আল্লাহু ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। আবু তালহা (রা) তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বাড়ী হতে কিছুদূর অগ্রসর হলেন এবং নবী ﷺ-এর সাক্ষাত করলেন এবং নবী ﷺ আবু তালহা (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ঘরে আসলেন, আর বললেন, হে উম্মে সুলায়ম। তোমার নিকট যা কিছু আছে নিয়ে এসো। তিনি যবের ঐ রুটিগুলি হায়ির করলেন এবং তাঁর নির্দেশে রুটিগুলো টুক্ৰা টুক্ৰা করা হল। উম্মে সুলায়ম ঘিয়ের পাত্র ঝেড়ে মুছে কিছু ঘি বের করে তা তুরকানী স্বরূপ পেশ করলেন। এরপর নবী করীম

পাঠ করে তাতে ফুঁ দিলেন এরপর দশজনকে নিয়ে আসতে বললেন। তাঁরা দশজন আসলেন এবং রুটি খেয়ে পরিত্পত্তি হয়ে বেরিয়ে গেলেন। তারপর আরো দশজনকে আসার কথা বলা হল। তারা আসলেন এবং তৃষ্ণি সহকারে রুটি খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। আবার আরো দশজনকে আসতে বলা হল। তাঁরাও আসলেন এবং পেটভরে খেয়ে নিলেন। অনুরূপভাবে সমবেত সকলেই রুটি খেয়ে পরিত্পত্তি হলেন। লোকজন সর্বমোট সত্ত্ব বা আশিজন ছিলেন।

٣٣٢٦

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُئْنَى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا  
إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا  
نَعْدُ الْأَيَّاتِ بَرَكَةً وَأَنْتُمْ تَعْدُونَهَا تَخْوِيفًا ، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ  
فِي سَفَرٍ ، فَقَلَّ الْمَاءُ فَقَالَ اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ ، فَجَاؤُ بَنَاءُ فِيهِ  
مَاءٌ قَلِيلٌ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْبَنَاءِ ثُمَّ قَالَ : حَيٌّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ  
وَالْبَرَكَةِ مِنَ اللَّهِ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبَغِي مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ  
ﷺ وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَشْبِيهَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ

৩৩২৬ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (সাহাবাগণ) অলৌকিক ঘটনাসমূহকে বরকত ও কল্যাণকর মনে করতাম আর তোমরা (যারা সাহাবী নও) এ সব ঘটনাকে ভীতিকর মনে কর। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। আমাদের পানি কমিয়ে আসল। তখন নবী ﷺ বললেন, অতিরিক্ত পানি তালাশ কর। (তালাশের পর) সাহাবাগণ একটি পাত্র নিয়ে আসলেন যার ভিতর সামান্য পানি ছিল। নবী ﷺ তার হাত মোবারক এ পাত্রের ভিতর চুকায়ে দিলেন এবং ঘোষণা করলেন, বরকতময় পানি নিতে সকলেই এসো। এ বরকত আল্লাহু তাআলার পক্ষ হতে দেয়া হয়েছে। তখন আমি দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আঙুলের ফাঁক দিয়ে পানি উপচে পড়ছে। সময় বিশেষে আমরা খাদ্য-দ্রব্যের তাস্বীহ পাঠ শুনতাম আর তা খাওয়া হত।

٣٣٢٧

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرٌ حَدَّثَنِي  
جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَاهُ تُوفِيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ  
فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا مَا يُخْرِجُ نَخْلَهُ وَلَا يَبْلُغُ  
مَا يُخْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ ، فَانْطَلَقَ مَعِي لِكُنْ لَا يُفْحِشَ عَلَى الْغُرَمَاءِ

فَمَشَى حَوْلَ بَيْدِرِ مِنْ بَيَادِ الرَّتْمِ فَدَعَا ثُمَّ أَخْرَجَ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ، فَقَالَ  
نَزِعُوهُ فَأَوْفَاهُمُ الَّذِي لَهُمْ وَبَقِيَ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُمْ

**৩০২৭** আবু নু'আদিম (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ) (রা) ওহোদ যুদ্ধে ঝণ রেখে শাহাদাত বরণ করেন। তখন আমি নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললাম, আমার পিতা অনেক ঝণ রেখে গেছেন। আমার নিকট বাগানের উৎপন্ন কিছু খেজুর ব্যতীত অন্য কোন সম্পদ নেই। কয়েক বছরের উৎপাদিত খেজুর একত্রিত করলেও তদ্বারা তাঁর ঝণ শোধ হবে না। আপনি দয়া করে আমার সাথে চলুন, যাতে পাওনাদারগণ (আপনাকে দেখে) আমার প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ না করে। নবী ﷺ তাঁর সাথে গেলেন এবং খেজুরের একটি স্তুপের চারদিক ঘুরে দু'আ করলেন। এরপর অন্য স্তুপের নিকটে গেলেন এবং এর নিকটে বসে পড়লেন এবং জাবির (রা)-কে বললেন, খেজুর বের করে দিতে থাক। অতঃপর সকল পাওনাদারের প্রাপ্য শোধ করে দিলেন অথচ পাওনাদারদের যা দিলেন তার সমপরিমাণ রয়ে গেল।

**٣٣٢٨** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أَنَاسًا فُقَرَاءَ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ اثْنَيْنِ فَلَيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ أَرْبَعَةٍ فَلَيَذْهَبْ بِخَامِسٍ أَوْ بِسَادِسٍ أَوْ كَمَا قَالَ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةً وَأَنْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشَرَةً وَأَبُو بَكْرٍ ثَلَاثَةً، قَالَ فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأَمِّي وَلَا أَدْرِي هَلْ قَالَ أَمْرَأَتِي وَخَادِمِي بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ بَعْدَ مَامَضِي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَتْ لَهُ أُمِّ رَأْتَهُ : مَا حَبَسَكَ مِنْ أَضْيَافِكَ أَوْ ضَيْفِكَ ؟ قَالَ : أَوْ عَشَيْتِهِمْ ؟ قَالَتْ : أَبُوا حَتَّى تَجِيءَ قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ

فَغَلَبُوهُمْ فَذَهَبْتُ فَأَخْتَبَأْتُ ، فَقَالَ يَا ، غُثْرُ فَجَدَعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُّوا  
وَقَالَ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا قَالَ وَأَيْمُ اللَّهِ : مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنَ الْلُّقْمَةِ إِلَّا رَبَا مِنْ  
أَسْفَلَهَا ، أَكْثَرُ مِنْهَا حَتَّى شَبَعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلُ فَنَظَرَ  
أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا شَيْءَ ، أَوْ أَكْثَرُ فَقَالَ لَامْرَأِهِ : يَا أَخْتَ بَنِي فِرَاسٍ ، قَالَتْ  
لَا : وَقُرْرَةٌ عِينِي لَهِيَ الآنَ أَكْثَرُ مِمَّا قَبْلُ بِثَلَاثٍ مِرَارٍ ، فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو  
بَكْرٍ وَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي ، يَمِينَهُ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا الْقُمَّةَ ،  
ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عَنْهُ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ  
فَمَضَى الْأَجْلُ فَتَفَرَّقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَاسٌ اللَّهُ  
أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ غَيْرُ أَنَّهُ بَعْثَ مَعْهُمْ قَالَ أَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ أَوْ  
كَمَا قَالَ -

**৩৩২৮** মূসা ইব্ন ইসমাইল (র) ..... আবদুর রাহমান ইব্ন আবু বকর (রা) বর্ণনা করেন, আসহাবে  
সুফ্ফায় কতিপয় অসহায় দরিদ্র লোক ছিলেন। নবী করীম ﷺ একবার বললেন, যার ঘরে দু'জনের  
পরিমাণ খাবার আছে সে যেন এদের মধ্য থেকে তৃতীয় একজন নিয়ে যায়। আর যার ঘরে চার জনের  
পরিমাণ খাবার রয়েছে সে এদের মধ্য থেকে পঞ্চম একজন বা ষষ্ঠ একজনকে নিয়ে যায় অথবা নবী ﷺ  
যা বলেছেন। আবু বকর (রা) তিনজন নিলেন। আর নবী ﷺ নিলেন দশজন এবং আবু বকর (রা)  
তিনজন। আবদুর রহমান (রা) বলেন, (আমরা বাড়ীতে ছিলাম তিনজন।) আমি আমার আববা ও আম্মা।  
আবু উসমান (রা) রাবী বলেন, আমার মনে নাই আবদুর রাহমান (রা) কি ইহাও বলেছিলেন যে আমার স্ত্রী ও  
আমাদের পিতা-পুত্রের একজন গৃহভৃত্যও ছিল। আবু বাকর (রা) ঐ রাতে নবীজীর বাড়ীতেই থেঁয়ে নিলেন  
এবং ইশার সালাত পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন। ইশার সালাতের পর পুনরায় তিনি নবী ﷺ গৃহে  
গমন করলেন। নবী ﷺ-এর রাতের আহার গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তথায়ই অবস্থান করলেন। অনেক  
রাতের পর গৃহে ফিরলেন। তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, মেহমান পাঠিয়ে দিয়ে আপনি এতক্ষণ কোথায়  
ছিলেন? তিনি বললেন, তাদের কি এখনো রাতের আহার দেওনি। স্ত্রী বললেন, আপনার না আসা পর্যন্ত  
তারা আহার খেতে রায়ি হননি। তাদেরকে ঘরের লোকজন আহার দিয়েছিল। কিন্তু তাদের অসম্ভিতির নিকট  
আমাদের লোকজনকে হার মানতে হয়েছে। আবদুর রাহমান (রা) বলেন, আমি (অবস্থা বেগতিক দেখে)  
তাড়াতাড়ি কেটে পড়লাম। আবু বকর (রা) (আমাকে উদ্দেশ্য করে) বললেন, ওরে বেওকুফ! আহম্মক!

আরো কিছু কড়া কথা বলে ফেললেন। তারপর মেহমান পক্ষকে সঙ্গে সঙ্গে করে বললেন, আপনারা থেরে নিন। আমি কিছুতেই খাবনা। (মধ্যে আরো কিছু কথা কাটাকাটি হয়ে গেল অবশেষে সকলেই থেতে বসলেন।) আবদুর রহমান (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, আমরা যখন গ্রাস তুলে নেই তখন দেখি পাত্রের খাবার অনেক বেড়ে যায়। খাওয়ার শেষে আবু বকর (রা) লক্ষ্য করলেন যে পরিত্পত্তিভাবে আহারের পরও পাত্রে খাবার পূর্বাপেক্ষা অধিক রয়ে গেছে। তখন স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, হে বনী ফিরাস গোত্রের বোন, ব্যাপার কি? তিনি বললেন, হে আমার নয়নমনি। খাদ্যের পরিমাণ এখন তিনগুণের চেয়েও অধিক রয়েছে। আবু বকর (রা) তা থেকে কয়েক গ্রাস খেলেন এবং বললেন, আমার কসম শয়তানের প্ররোচনায় ছিল। তারপর অবশিষ্ট খাদ্য নবী ﷺ -এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং ভোর পর্যন্ত ঐ খাদ্য নবী ﷺ -এর হেফায়তে রাইল। রাবী বলেন, আমাদের (মুসলমানদের) ও অন্য একটি গোত্রের মধ্যে সঞ্চি ছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়াতে তাদের মোকাবেলা করার জন্য আমাদের বার জনকে নেতো মনোনীত করা হল। প্রত্যেক নেতার অধীনে আবার কয়েক জন করে লোক ছিল। আল্লাহই ভাল জানেন তাদের প্রত্যেকের সাথে কতজন করে দেয়া হয়েছিল! আবদুর রহমান (রা) বলেন, এদের প্রত্যেকেই এ খাবার থেকে থেরে নিলেন। অথবা তিনি যা বলেছেন।

٣٣٢٩

حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسٍ وَعَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَحْطًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةً إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْكُرَاعُ هَلَكَتِ الشَّاهُ فَادْعُ اللَّهَ يَسْقِينَا فَمَدَّ يَدِيهِ وَدَعَا قَالَ أَنَسٌ : وَإِنَّ السَّمَاءَ لَمِثْلُ الزُّجَاجَةِ فَهَا جَتَ رِيحٌ أَنْشَأَتْ سَحَابًا ثُمَّ اجْتَمَعَ ثُمَّ أَرْسَلَتِ السَّمَاءُ عَزَالَيْهَا ، فَخَرَجَنَا نَخُوضُ الْمَاءَ حَتَّى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا فَلَمْ نَزِلْ نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى ، فَقَامَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبَيْوتُ ، فَادْعُ اللَّهَ يَخْبِسُهُ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ : حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا ، فَنَظَرَتُ إِلَى السَّحَابِ تَصَدَّعَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ كَانَهَا إِكْلِيلٌ ۔

৩৩২৯ মুসাদাদ (র) ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে একবার মদীনাবাসী অনাবৃষ্টির দরুম (দুর্ভিক্ষে) পতিত হল। ঐ সময় কোন এক জুম'আর দিনে নবী ﷺ খুত্বা [www.alqurans.com](http://www.alqurans.com)

দিয়েছিলেন, তখন এক ব্যক্তি উঠে দাঢ়াল, এবং বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ! (অনাবৃষ্টির কারণে) ঘোড়াগুলো নষ্ট হয়ে গেল, বকরীগুলো ধ্রংস হয়ে গেল। আল্লাহর দরবারে বৃষ্টির জন্য দু'আ করুন। নবী ﷺ তৎক্ষণাৎ দু'হাত উঠায়ে দু'আ করলেন। আনাস (রা) বলেন, তখন আকাশ স্ফটিক সদৃশ্য নির্মল ছিল। হঠাৎ মেঘ সৃষ্টিকারী বাতাস বইতে শুরু করল এবং মেঘ ঘনিভূত হয়ে গেল। তারপর শুরু হল প্রবল বারিপাত যেন আকাশ তার দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। আমরা (সালাত শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে) পানি ভেঙ্গে বাড়ী পৌছলাম। পরবর্তী শুক্রবার পর্যন্ত অনবরত বৃষ্টিপাত হল। ঐ শুক্রবারে জুমুআর সময় ঐ ব্যক্তি বা অন্য কেউ দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, (অতিবৃষ্টির কারণে) গৃহগুলো বিধ্বস্ত হয়ে গেল। বৃষ্টি বন্ধের জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন। তখন নবী ﷺ (তাঁর কথা শুনে) মুচকি হাঁসলেন এবং বললেন, (হে আল্লাহ!) আমাদের আশে পাশে বৃষ্টি হটুক। আমাদের উপর নয়। (আনাস (রা) বলেন,) তখন আমি দেখলাম, মদীনার আকাশ থেকে মেঘমালা চতুর্দিক সরে গেছে আর মদীনা (যেন মেঘমুক্ত হয়ে) মুকুটের ন্যায় শোভা পাচ্ছে।

٣٣٣

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّشِّنِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو غَسَانَ  
 حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ وَأَسْمَهُ عُمَرُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخُو أَبِي عَمْرٍو بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ  
 سَمِعْتُ نَافِعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ  
 يَخْطُبُ إِلَى جَذَعٍ فَلَمَّا أَتَحْذَدَ الْمِنْبَرُ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ فَحَنَّ الْجَذَعُ فَأَتَاهُ  
 فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَمِيدَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا  
 مُعاذُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَادٍ عَنْ  
 نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৩৩০ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ..... ইবন 'উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী করীম (সালাম আলাইকুম) (মসজিদে) খেজুরের একটি কাণের সাথে (হেলান দিয়ে) খুত্বা প্রদান করতেন। যখন মিস্ত্র তৈরী করে দেয়া হল। তখন তিনি মিস্ত্রের উঠে খুত্বা দিতে লাগলেন। কাণটি তখন (নবী ﷺ-এর বিরহে) কাঁদতে শুরু করল। নবী ﷺ কাণটির নিকটে গিয়ে হাত বুলাতে লাগলেন। (তখন শক্তি শান্ত হল।) উপরোক্ত হাদীসটি আবদুল হামিদ ও আবু 'আসিম (র) ..... ইবন 'উমর (রা) সূত্রে ..... নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٣٣١

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي  
 عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيًّا ﷺ كَانَ يَقُومُ يَوْمَ

الْجَمْعَةِ إِلَى شَجَرَةِ أَوْنَخْلَةٍ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ أُولَئِكُمْ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَجْعَلُ لَكَ مِنْبَرًا قَالَ إِنْ شِئْتُمْ فَجَعَلُوا لَهُ مِنْبَرًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ دُفِعَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصَّبَّى ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ تَثِينًا أَنِّي الصَّبَّى الَّذِي يُسْكِنُ قَالَ كَانَتْ تَبَكِّي عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ عِنْدَهَا -

**৩৩৩১** আবু নু'আঙ্গেম (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ একটি বৃক্ষের উপর কিংবা একটি খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডের উপর (হেলান দিয়ে) শুক্রবারে খৃত্বা প্রদানের জন্য দাঁড়াতেন। এমতাবস্থায় একজন আনসারী মহিলা অথবা একজন পুরুষ বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার জন্য একটি মিস্বর তৈরী করে দেব কি? নবী ﷺ বললেন, তোমাদের ইচ্ছে হলে দিতে পার। অতঃপর তারা একটি কাঠের মিস্বর তৈরী করে দিলেন। যখন শুক্রবার এল নবী ﷺ মিস্বরে আসন গ্রহণ করলেন, তখন কান্তি শিশুর ন্যায় চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। নবী ﷺ মিস্বর হতে নেমে এসে উহাকে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু কান্তি (আবেগ আপুত কঠে) শিশুর মত আরো ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগল। রাবী বলেন, কান্তি এজন্য কাঁদছিল যেহেতু সে খৃত্বাকালে অনেক যিক্রি শুন্তে পেত।

**৩৩৩২** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أُخْرَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كَانَ الْمَسْجِدُ مَسْقُوفًا عَلَى جُذُوعِ مِنْ نَخْلٍ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَطَبَ يُقْوَمُ إِلَى جُذُوعِ مِنْهَا، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ فَكَانَ عَلَيْهِ فَسَمِعْنَا لِذَلِكَ الْجُذُوعَ صَوْتًا كَصَوْتِ الْعِشَارِ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ -

**৩৩৩৩** ইসমাইল (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন যে, প্রথম দিকে খেজুরের কয়েকটি কাণ্ডের উপর মসজিদে নববীর ছাদ করা হয়েছিল। নবী ﷺ যখনই খৃত্বা প্রদানের ইচ্ছা করতেন, তখন একটি কাণ্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন। অতঃপর তাঁর জন্য মিস্বর তৈরী করে দেওয়া হলে তিনি সেই মিস্বর উঠে দাঁড়াতেন। ঐ সময় আমরা কান্তির ভিতর থেকে দশমাসের গর্ভবতী উদ্ধৃতির স্বরের

ন্যায় কান্নার আওয়ায শুনলাম। অবশেষে নবী ﷺ তার নিকটে এসে তাকে হাত বুলিয়ে সোহাগ করলেন। তারপর কান্তি শান্ত হল।

**٢٣٣٣** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ الْفِتْنَةَ؟ وَحَدَّثَنِي بِشَرِبَنُ خَالِدٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا فَائِلَ يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ قَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْفِتْنَةَ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةَ أَنَا أَحْفَظُ كَمَا قَالَ : قَالَ هَاتِ إِنَّكَ لَجَرِيءٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكَرِ، قَالَ لَيَسْتَ هَذِهِ وَلْكِنِ التَّيْ تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا إِنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلِقًا، قَالَ يُفْتَحُ الْبَابُ أَوْ يُكْسَرُ؟ قَالَ لَا بَلْ يُكْسَرُ، قَالَ ذَاكَ أَحْرَى أَنْ لَا يُغْلِقَ، قُلْنَا عَلِمْ عَمْرُو الْبَابَ؟ قَالَ نَعَمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ غَدِ لَيْلَةً، إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِبِطِ - فَهَبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ وَأَمْرَنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنِ الْبَابُ؟ قَالَ عُمَرُ -

**৩৩৩৩** মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ও বিশ্র ইব্ন খালিদ ..... উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কে নবী ﷺ-এর (ভবিষ্যতের) ফিত্না সম্পর্কীয় হাদীস স্মরণ রেখেছে? যেমনভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন। হ্যায়ফা (রা) বললেন, আমিই সর্বাধিক স্মরণ রেখেছি। উমর (রা) বললেন, বর্ণনা কর, তুমি তো, অত্যন্ত সাহসী ব্যক্তি। হ্যায়ফা (রা) বললেন, নবী ﷺ বলেছেন, মানুষের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ এবং প্রতিবেশী দ্বারা সৃষ্টি ফিত্না-ফাসাদের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে সালাত, সাদকা এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রদানের দ্বারা। উমর (রা) বললেন, আমি এ জাতীয় ফিত্না সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিনি বরং উদ্বেগিত সাগর তরঙ্গের ন্যায় ভীষণ আঘাত হানে ঐ জাতীয় ফিত্না সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

করেছি। হ্যায়ফা (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! এ জাতীয় ফিত্না সম্পর্কে আপনার শক্তি হওয়ার কোন কারণ নেই। আপনার এবং এ জাতীয় ফিতনার মধ্যে একটি সুদৃঢ় কপাট বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, এ কপাটটি কি (সাধারণ নিয়মে) খোলা হবে, না (জোরপূর্বক) ভেঙ্গে ফেলা হবে? হ্যায়ফা (রা) বলেন, (জোরপূর্বক) ভেঙ্গে ফেলা হবে। উমর (রা) বললেন, তা হলে এ কপাটটি আর সহজে বন্ধ করা যাবে না। আমরা (সাহাবীগণ) হ্যায়ফাকে জিজ্ঞাসা করলাম, উমর (রা) কি জানতেন, এ কপাট দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে? তিনি বললেন, অবশ্যই; যেমন নিশ্চিতভাবে জানতেন আগামী দিনের পূর্বে, অদ্য রাতের আগমন অনিবার্য। আমি তাঁকে এমন একটি হাদিস শুনিয়েছি, যাতে ভুল-ভুন্তির অবকাশ নেই। আমরা (সাহাবীগণ) হ্যায়ফাকে ভয়ে জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাইনি, তাই মাসরুককে বললাম, (তুমি জিজ্ঞাসা কর) মাসরুক (র) জিজ্ঞেস করলেন, এ বন্ধ কপাট দ্বারা উদ্দেশ্য কে? হ্যায়ফা (রা) বললেন, উমর (রা) স্বয়ং।

٤٣٤

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ  
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ  
السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالَهُمُ الشَّعْرُ وَحَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرَكَ  
صِفَارَ الْأَعْيُنِ حُمَرَ الْوُجُوهِ ذَالِفَ الْأَنْوُفِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ  
الْمُطْرَقَةُ، وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَّةً لِهَذَا الْأَمْرِ حَتَّى  
يَقُعَ فِيهِ، وَالنَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِي الإِسْلَامِ،  
وَلَيَائِتِينَ عَلَى أَحَدَكُمْ زَمَانٌ لَأَنَّ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلٌ  
أَهْلِهِ وَمَالِهِ -

৩৩৩৪ আবুল ইয়ামান (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম صلوات الله عليه وسلم বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না ততক্ষণ, যতক্ষণ না তোমাদের যুদ্ধ হবে এমন এক জাতির সঙ্গে যাদের পায়ের জুতা হবে পশ্চের এবং যতক্ষণ না তোমাদের যুদ্ধ হবে তুর্কদের সহিত যাদের চক্ষু ক্ষুদ্রাকৃতি, নাক চেপ্টা, চেহারা লাল বর্ণ যেন তাদের চেহারা পেটানো ঢাল। তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ হবে যারা নেতৃত্বে ও শাসন ক্ষমতায় জড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত একে অত্যন্ত সৃগ্রা ও অপছন্দ করবে। মানুষ খনির ন্যায় (এতে ভাল মন্দ সবই আছে) যারা জাহিলিয়াতের যুগে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম, ইসলাম গ্রহণের পরও তারা শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। তোমাদের নিকট এমন যুগ আসবে যখন তোমাদের পরিবার-পরিজনরা, ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়ার চাইতেও আমার সাক্ষাত লাভ তার কাছে অত্যন্ত প্রিয় মনে হবে।

٣٣٣٥ [ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا خُوَزًا وَكِرْمَانَ مِنَ الْأَعَاجِمِ حُمَرَ الْوُجُوهِ فُطْسَ الْأَنُوفِ ، صِفَارَ الْأَعْيُنِ وَجُوْهُمُ الْمَجَانُ الْمُطَرَّقَةُ نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ تَابَعَهُ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ - ]

৩৩৩৫ ইয়াহুইয়া (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবেনা যে পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ না হবে খুব ও কিরমান নামক স্থানে (বসবাসরত) অনারব জাতিগুলির সাথে, যাদের চেহারা লালবর্ণ, চেহারা যেন পিটানো ঢাল, নাক চেপ্টা, চক্ষু স্কুদ্রাকৃতি এবং জুতা পশমের। ইয়াহুইয়া ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ ও আদুর রাজ্ঞাক (র) থেকে পূর্বের হাদীস বর্ণনায় তার অনুসরণ করেছেন।

٣٣٣٦ [ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ قَالَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِيْ قَيْسٌ قَالَ أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ صَاحِبُتِ رَسُولَ اللَّهِ تَلَاقَتِ سَنِينَ لَمْ أَكُنْ فِي سِنِّيْ أَحْرَصَ عَلَىْ أَنْ أَعِيَ الْحَدِيثَ مِنِّيْ فِيهِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ وَهُوَ هَذَا الْبَارِزُ \* وَقَالَ سُفِّيَانُ مَرَّةً وَهُمْ أَهْلُ الْبَارِزِ - ]

৩৩৩৬ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাহচর্যে তিনটি বছর কাটিয়েছি। আমার জীবনে হাদীস মুখস্থ করার আগ্রহ এ তিনি বছরের চেয়ে অধিক আর কখনো ছিল না। আমি নবী ﷺ-কে হাত দ্বারা এভাবে ইশারা করে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের পূর্বে তোমরা (পরবর্তীরা) এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ করবে যাদের জুতা হবে পশমের এরা হবে পারস্যবাসী অথবা পাহাড়বাসী অনারব।

٣٣٣٧ [ حَدَّثَنَا سُلَيْমَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

يَقُولُ بَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا يَنْتَهِلُونَ الشَّعْرَ، وَتُقَاتِلُونَ  
قَوْمًا كَانَ وُجُوهُهُمُ الْمُطَرَّقَةَ -

**৩৩৩৭** সুলায়মান ইবন হারব (র) ..... আমর ইবন তাগলিব (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা কিয়ামতের পূর্বে এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ করবে যারা পশমের জুতা ব্যবহার করে এবং তোমরা এমন এক জাতির সাথে যুদ্ধ করবে যাদের চেহারা হবে পিটানো ঢালের ন্যায়।

**৩৩৩৮** حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِيَ  
سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ فَتُسَلِّطُونَ عَلَيْهِمْ، حَتَّى  
يَقُولُ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمٌ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَأَيْتُ فَاقْتُلَهُ -

**৩৩৩৮** হাকাম ইবন নাফে' (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ইয়াহুদীরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিঙ্ঘ হবে। তখন বিজয়ী হবে তোমরাই। (এমনকি পাথরের আড়ালে কোন ইয়াহুদী আঞ্চলিক করে থাকলে) স্বয়ং পাথরই বলবে, হে মুসলিম, এই ত ইয়াহুদী; আমার পিছনে আঞ্চলিক করেছে, একে হত্যা কর।

**৩৩৩৯** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِرٍ،  
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ  
زَمَانٌ يَغْزُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ فِيهِمْ مِنْ صَاحِبِ الرَّسُولِ ﷺ فَيَقُولُونَ  
نَعَمْ فَيُفْتَحُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يَغْزُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ : هَلْ فِيهِمْ مِنْ صَاحِبِ  
الرَّسُولِ ﷺ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ -

**৩৩৩৯** কুতায়বা (র) ..... আবু সাইদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, (ভবিষ্যতে) মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে যে, তারা জিহাদ করবে। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছেন কি? যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন! তখন তারা বলবে, হঁ (আছেন)। তখন (ঐ সাহচর্য বরকতে) তাদেরকে জয়ী করা হবে। এরপরও তারা আরো

জিহাদ করবে। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি সাহাবা কেরামের সাহচর্য লাভ করেছেন? তখন তারা বলবে, হাঁ (আছেন)। তখন (ঐ তাবেয়ীর তুফায়েলে) তাদেরকে জয়ী করা হবে।

٣٣٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمَ أَخْبَرَنَا التَّضْرُّ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ أَخْبَرَنَا سَعْدُ الطَّائِيُّ أَخْبَرَنَا مُحْلِّبُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَّا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ جَاءَهُ أَخْرُ فَشَكَّا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ يَا عَدِيًّا: هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ؟ قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أَنْبَيْتُ عَنْهَا، قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً لَتَرَيَنَ الظُّعِينَةَ تَرْحَلُ مِنَ الْحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي، فَأَيْنَ دُعَارُ طَيِّبِي، الَّذِينَ قَدْ سَعَرُوا الْبِلَادَ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً لَتُفْتَحَ كُنُوزُ كِسْرَى، قُلْتُ كِسْرَى، بَنُ هُرْمُز؟ قَالَ كِسْرَى بَنُ هُرْمُز، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً لَتَرَيَنَ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلَءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَسْوَفَهُ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبِلُهُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبِلُهُ مِنْهُ، وَلَيَلْقَيْنَ اللَّهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَلَيَسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ يُتَرَجِّمُ لَهُ فَلَيَقُولُنَّ لَهُ أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلَّغَكَ فَيَقُولُ بَلِي فَيَقُولُ أَلَمْ أَعْطَكَ مَالًا وَوَلَدًا وَأَفْضَلَ عَلَيْكَ، فَيَقُولُ بَلِي فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَايِرَى إِلَّا جَهَنَّمَ وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ، فَلَايِرَى إِلَّا جَهَنَّمَ، قَالَ عَدِيٌّ سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ إِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٍّ تَمَرَّةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقًّا تَمَرَّةً، فَبِكَلْمَةٍ طَيِّبَةٍ قَالَ عَدِيٌّ: فَرَأَيْتُ الظُّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهُ

تَعَالَى وَكُنْتُ فِيْمَ افْتَتَحَ كَنُورَ كِسْرَى بْنِ هُرْمَزَ ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ  
حَيَاةً لَتَرَوْنَ مَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَبُو الْقَاسِمِ يُخْرِجُ مِلَءَ كَفِّهِ -

**৩৩৪০** মুহাম্মদ ইবনুল হাকাম (র) ..... আদি ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর মজলিসে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করল। তারপর আর এক ব্যক্তি এসে ডাকাতের উৎপত্তের কথা বলে অনুযোগ করল। নবী ﷺ বললেন, হে আদী, তুমি কি হীরা নামক স্থানটি দেখেছ! আমি বললাম, দেখি নাই, তবে স্থানটি আমার জানা আছে। তিনি বললেন, তুমি যদি দীর্ঘজীবী হও তবে দেখতে পাবে একজন উট সওয়ার হাওদানশীন মহিলা হীরা থেকে রওয়ানা হয়ে বায়তুল্লাহ শরীফে তাওয়াফ করে যাবে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করবেন। আমি মনে মনে বলতে লাগলাম তাঁই গোত্রের ডাকাতগুলো কোথায় থাকবে যারা ফিত্না ফাসাদের আগুন জুলিয়ে দেশকে ছারখার করে দিচ্ছে। তিনি বললেন, তুমি যদি দীর্ঘজীবী হও, তবে নিচ্যয়ই দেখতে পাবে যে-  
কিস্রার (পারস্য স্বাট) ধনভাণ্ডার কবজা করা হয়েছে। আমি বললাম, কিস্রা ইবন হুরমুয়ের? নবী ﷺ বললেন, হাঁ, কিস্রা ইবন হুরমুয়ের। তোমার আয় যদি দীর্ঘ হয় তবে অবশ্যই তুমি দেখতে পাবে, লোকজন মুষ্টিভরা যাকাতের স্বর্ণ-রৌপ্য নিয়ে বের হবে এবং এমন ব্যক্তিকে তালাশ করে বেড়াবে যে তাদের এ মাল গ্রহণ করে। কিন্তু গ্রহণকারী একটি মানুষও পাবেন। তোমাদের প্রত্যেকটি মানুষ কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহর সাক্ষাত লাভ করবে। তখন তার ও আল্লাহর মাঝে অন্য কোন দোভাস্তি থাকবেন যিনি ভাষান্তর করে বলবেন। আল্লাহ বলবেন, আমি কি (দুনিয়াতে) তোমার নিকট আমার বাণী পৌছানোর জন্য রাসূল প্রেরণ করিনি? সে বলবে হাঁ, প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাকে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি দান করিনি এবং দয়া মেহেরবাণী করিনি? তখন সে বলবে, হাঁ, দিয়েছেন। তারপর সে ডান দিকে নয়র করবে, জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পাবে না। আবার সে বাম দিকে নয়র করবে, তখনো সে জাহান্নাম ব্যতীত কিছুই দেখবে না। আদী (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, অর্ধেকটি খেজুর দান করে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে নিজকে রক্ষা কর আর যদি তাও করার তোফিক না হয় তবে মানুষের জন্য মঙ্গলজনক সৎ ও ভাল কথা বলে নিজেকে আগুন থেকে রক্ষা কর। আদী (রা) বলেন, আমি নিজে দেখেছি, এক উট সওয়ার মহিলা হীরা থেকে একাকী রওয়ানা হয়ে কাঁ'বাহু শরীফ তাওয়াফ করেছে। সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করেন। আর পারস্য স্বাট কিস্রা ইবন হুরমুয়ের ধনভাণ্ডার যারা দখল করেছিল, তাদের মধ্যে আমি একজন ছিলাম। যদি তোমরা দীর্ঘজীবী হও, তবে নবী ﷺ যা বলেছেন, তা স্বচক্ষে দেখতে পাবে। (অর্থাৎ মুষ্টিভরা স্বর্ণ দিতে চাইলে কিন্তু কেউ নিতে চাইবেন।)

**৩৩৪১** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُرَحِيلٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ  
عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أَحْدٍ  
www.alqurans.com

صَلَاتُهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : إِنِّي فَرِطْكُمْ  
وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ إِنِّي وَاللَّهِ لَا نَظُرٌ إِلَى حَوْضِي الْآنَ وَإِنِّي قَدْ أَعْطَيْتُ  
مَفَاتِيحَ خَزَائِنَ الْأَرْضِ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ مِنْ بَعْدِي أَنْ تُشْرِكُوا  
وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا -

**৩৩৪১**      সাঈদ ইবন শুরাহবিল (র) ..... উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, একবার নবী করীম ﷺ বের হয়ে মৃত ব্যক্তির সালাতে জানায়ার ন্যায় ওহোদ যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী সাহাবায়ে কেরামের কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর ফিরে এসে মিস্বরে আরোহণ করে বললেন, আমি তোমাদের জন্য অগ্রগামী ব্যক্তি, আমি তোমাদের পক্ষে আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য প্রদান করব। আল্লাহর কসম, আমি এখানে বসে থেকেই আমার হাউয়ে কাওসার দেখতে পাচ্ছি। পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডারের চাবি আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম আমার ওফাতের পর তোমরা মুশ্রিক হয়ে যাবে এ আশঙ্কা আমার নেই। তবে আমি তোমাদের সম্পর্কে এ ভয় করি যে পার্থিব ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও মোহ তোমাদেরকে আঘাতকলাহে লিঙ্গ করে তুলবে।

**৩৩৪২** حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوْةَ عَنْ أَسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ عَلَى أَطْمَمِ مِنَ الْإِطَامِ ، فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى أَرَى الْفِتْنَ تَقْعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ مَوَاقِعَ الْقَطْرِ

**৩৩৪২**      আবু নু'আমের (র) ..... উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একদিন মদীনায় একটি উচু টিলায় আরোহণ করলেন, তারপর (সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে) বললেন, আমি যা দেখছি, তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ? আমি দেখছি বারি ধারার ন্যায় ফাসাদ চুকে পড়ছে তোমাদের ঘরে ঘরে।

**৩৩৪৩** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوْةُ أَبْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفِيَّانَ حَدَّثَتْهَا عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ دَخَلَ عَلَيْهَا فَرِغَّا يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَلْعَرَبَ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتْحٍ

الْيَوْمَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَقَ بِاَصْبَعِهِ وَبِالْتِيْهَا  
، فَقَالَتْ زَيْنَبُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّهُمْ كُوْفَيْنَا الصَّالِحُونَ ؟ قَالَ  
نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخَبْثُ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي هَذِهِ بَيْنَتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ  
سَلَمَةَ قَالَتْ اسْتَيْقَظَتِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنْ  
الْخَزَائِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتْنَ -

**৩৩৪৩** আবুল ইয়ামান (র) ..... যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা) হতে বর্ণিত। একদিন নবী করীম ﷺ ভীত-সন্ত্রন্ত অবস্থায় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়তে পড়তে তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন এবং বলতে লাগলেন, অচিরেই একটি দাঙ্গা-হঙ্গামা সৃষ্টি হবে। এতে আরবের ধর্ম অনিবার্য। ইয়াজুজ ও মাজুজের দেখালে এতটুকু পরিমাণ ছিদ্র হয়ে গিয়েছে, এ কথা বলে দু'টি আঙুল গোলাকৃতি করে দেখালেন। যায়নাব (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি ধর্ম হয়ে যাব, অথচ আমাদের মাঝে অনেক নেক লোক রয়েছেন? নবী ﷺ বললেন, হাঁ, যখন অশ্লীলতা (ফিস্ক ও কুফর এবং ব্যাভিচার) বেড়ে যাবে। অন্য একটি বর্ণনায় উল্লেখ সালামা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ জেগে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন, সুবাহানাল্লাহ, আজ কী অফুরন্ত ধনভাণ্ডার অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারই সাথে অগণিত ফিত্না-ফাসাদ নাখিল করা হয়েছে।

**৩৩৪৪** حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبْنُ  
الْمَاجِشُونَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ  
الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِي إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَتَتَخَذُهَا  
فَأَصْلِحْهَا وَأَصْلِحْ رُعَامَهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ يَا أَيُّهَا عَلَى  
النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ الْغَنَمُ فِيهِ خَيْرٌ مَا لِلْمُسْلِمِ يَتَبَعَّ بِهَا شَعْفٌ  
الْجِبَالِ أَوْ سَعْفَ الْجِبَالِ فِي مَوَاقِعِ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتْنَ -

**৩৩৪৪** আবু নু'আঙ্গৈম (র) ..... আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু সা'আতকে বললেন, তোমাকে দেখছি তুমি বকরীকে অত্যন্ত পছন্দ করে এদেরকে সর্বদা লালন-পালন কর, তাই তোমাকে বলছি, তুমি এদের যত্ন কর এবং রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে চিকিৎসা কর। আমি নবী করীম [www.alqurans.com](http://www.alqurans.com)

কোরআন-কে বলতে শুনেছি, এমন এক যামানা আসবে, যখন বকরীই হবে মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্পদ। ইহাকে নিয়ে পর্বত শিখের বারি বর্ষণের স্থানে চলে যাবে এবং রক্ষা করবে তাঁদের দীনকে ফিত্না ফাসাদ থেকে।

٣٣٤٥

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْأَوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحِ بْنِ  
كَيْسَانَ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ الرَّحْمَنِ أَنَّ  
أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَامُونَ فِتْنَةٌ  
الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِيِّ وَالْمَاشِيِّ  
فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِيِّ وَمَنْ تُشَرِّفَ لَهَا يَسْتَشْرِفُهُ وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَاءً  
أَوْ مَعَاذًا فَلَيَعْذِبْهُ \* وَعَنْ أَبْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطَيْعٍ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ  
مُعَاوِيَةَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا، إِلَّا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ يَزِيدُ مِنَ الصَّلَاةِ  
صَلَاةً مَنْ فَاتَتْهُ فَكَانَمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ -

৩৩৪৫ আবদুল আয়ীয় ওয়াইসী (র) ..... আবৃ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন। রাসূলে করীম বলেছেন, অচিরেই অসংখ্য সর্বগ্রাসী ফিত্না ফাসাদ আসতে থাকবে। ঐ সময় বসা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম (নিরাপদ), দাঁড়ানো ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি হতে অধিক রক্ষিত আর চলমান ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তির চেয়ে অধিক বিপদমুক্ত। যে ব্যক্তি ফিত্নার দিকে চোখ তুলে তাকাবে ফিত্না তাকে গ্রাস করবে। তখন যদি কোন ব্যক্তি তার দীন রক্ষার জন্য কোন ঠিকানা অথবা নিরাপদ আশ্রয় পায়, তবে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত হবে। ইব্ন শিহাব যুহরী (র) ..... নাওফাল ইব্ন মু'আবিয়া (রা) হতে আবৃ হুরায়রা (রা) এর হাদীসের অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। তবে অতিরিক্ত আর একটি কথাও বর্ণনা করেছেন যে এমন একটি সালাত রয়েছে (আসর) যে ব্যক্তির ঐ সালাত কায়া হয়ে গেল, তার পরিবার-পরিজন ধন-সম্পদ সবই যেন ধ্বংস হয়ে গেল।

٣٣٤٦

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفِّيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ  
بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ سَلَامٌ قَالَ سَتَكُونُ

أَئِرَةٌ وَأَمْوَرٌ تُنْكِرُونَهَا ، قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ تُؤَدُّنَ  
الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ -

**৩৩৪৬** মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র) ..... ইবন মাসউদ (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অচিরেই স্বজনপ্রীতি প্রকাশ পাবে এবং এমন সব কর্মকাণ্ড ঘটবে যা তোমরা পছন্দ করতে পারবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তদাবস্থায় আমাদের কী করতে বলেন? নবী ﷺ বললেন, তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন কর তোমাদের প্রাপ্তের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ কর।

**৩৩৪৭** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ  
إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَبِي  
زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُهْلِكُ  
النَّاسَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ : لَوْاْنَ النَّاسَ  
اعْتَزَلُوهُمْ ، قَالَ مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا أَبُو دَاؤِدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي  
الْتَّيَّاحِ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا  
عَمَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَمْوَى عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَأَبِي  
هُرَيْرَةَ فَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ  
هَلَّاكُ أَمْتَى عَلَى يَدِي غَلْمَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالَ مَرْوَانُ غَلْمَةً قَالَ أَبُو  
هُرَيْرَةَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُسَمِّيَّهُمْ بِنِي فُلَانٍ وَبْنِي فُلَانٍ -

**৩৩৪৮** মুহাম্মদ ইবন আবদুর রাহিম (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুরাইশ গোত্রের এ লোকগুলি (যুবকগণ) জনগণকে ধ্বংস করে দিবে। সাহাবা কেরাম আরয় করলেন, তখন আমাদেরকে আপনি কী করতে বলেন? তিনি বললেন, জনগণ যদি এদের সংশ্রব ত্যাগ করে দিত তবে ভালই হত। আহমদ ইবন মুহাম্মদ মাক্কী (র) ..... সাইদ উমাকৰী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আবু হুরায়রা (রা) এবং মারওয়ানের (রা) কাছে ছিলাম (তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও বিষম্বন্ত) আবু হুরায়রা (রা) বলতে দাগলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমার উচ্চতের ধ্বংস কুরাইশের কতিপয় অল্পবয়ক ছেলেদের হাতে। এবং মারওয়ান বললেন, অল্প বয়ক ছেলেদের হাতে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি ইচ্ছা করলে তাদের নামও বলতে পারি, অমুকের ছেলে অমুক,

[ ٣٤٨ ]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي بُشَّرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْخَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسُ الْخَوَلَانِيُّ ، أَتَهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ : كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ، قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ ، قَالَ نَعَمْ وَفِيهِ دَخْنٌ ، قُلْتُ وَمَا دَخْنُهُ ؟ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدَبِيٍّ تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنَكِّرُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ ، دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مِنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَفَهُمْ لَنَا ، فَقَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَنَا ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا ، قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْأَكَنِي ذَلِكَ ، قَالَ تَلَزِّمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ، قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةً وَلَا إِمَامًا قَالَ فَاعْتَرِزْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلُّهَا وَلَوْ أَنْ تَعْضُ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ ، حَتَّى يُدْرِكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ -

[ ٣٤٩ ]

ইয়াহুইয়া ইবন মুসা (র) ..... হ্যায়ফা ইবন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন নবী করীম ﷺ-কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন আর আমি তাঁকে অকল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম; এ আশংকায় যেন আমি ঐ সবের মধ্যে নিপতিত না হই। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমরা জাহিলিয়াতে অকল্যাণকর পরিস্থিতিতে জীবন ধাপন করতাম এরপর আল্লাহ আমাদের এ কল্যাণ দান করেছেন। এ কল্যাণকর অবস্থার পর কোন প্রকার অঙ্গলের আশঙ্কা আছে কি? তিনি বললেন, হঁ, আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ অঙ্গলের পর কোন কল্যাণ আছে কি? তিনি বললেন, হঁ, আছে। তবে তা মন্দ মিশ্রিত। আমি বললাম, যে মন্দ মিশ্রিত কি? তিনি বললেন, এমন একদল লোক যারা আমার আদর্শ ত্যাগ করে অন্যথে পরিচালিত হবে। তাদের কাজে ভাল-মন্দ সবই ধাকবে। আমি আবার জিজ্ঞাসা

করলাম, এরপর কি আরো অঙ্গল আছে ? তিনি বললেন, হাঁ তখন জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারীদের আগমন ঘটবে। যারা তাদের ডাকে সারা দিবে তাকেই তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এদের পরিচয় বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তারা আমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত এবং কথা বলবে আমাদেরই ভাষায়। আমি বললাম, আমি যদি এ অবস্থায় পতিত হই তবে আপনি আমাকে কি করতে আদেশ দেন ? তিনি বললেন, মুসলমানদের (বৃহৎ) দল ও তাদের ইমামকে আঁকড়িয়ে ধরবে। আমি বললাম, যদি মুসলমানদের এহেন দল ও ইমাম না থাকে ? তিনি বলেন, তখন তুমি তাদের সকল দল উপদলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে এবং মৃত্যু না আসা পর্যন্ত বৃক্ষমূল দাঁতে আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে এবং তোমার দীনকে রক্ষা করবে।

٣٣٤٩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتْنَى قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ  
إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَعْلَمَ أَصْحَابِي  
الْخَيْرَ وَتَعْلَمْتُ الشَّرَّ -

**৩৩৪৯** মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ..... ভ্যায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার সঙ্গীগণ কল্যাণ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন আর আমি জানতে চেয়েছি ফিত্না ফাসাদ সম্পর্কে।

٣٣٥٠

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي  
أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقْتَلَ فِتَّانٌ دَعَوْاهُمَا وَاحِدَةً -

**৩৩৫০** হাকাম ইবন নাফি' (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত এমন দুটি দলের মধ্যে যুদ্ধ না হবে যাদের দাবী হবে এক। অর্থাৎ উভয় পক্ষ নিজেদেরকে সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী করবে।

٣٣٥١

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ  
عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ  
السَّاعَةُ حَتَّى تُقْتَلَ فِتَّانٌ فَتَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةً عَظِيمَةً دَعَوْاهُمَا  
وَاحِدَةً، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَالُونَ كَذَابُونَ قَرِيبًا مِنْ  
ثَلَاثَيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

**৩৩৫৯** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত দু'টি দলের মধ্যে যুদ্ধ না হবে। তাদের মধ্যে হবে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। তাদের দাবী হবে অভিন্ন। আর কিয়ামত কায়েম হবেনা যে পর্যন্ত প্রায় ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আর্বিভাব না হবে। এরা সবাই নিজেকে আল্লাহর রাসূল বলে দাবী করবে।

**٣٢٥٢** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمِنِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا سَعِيدَ الْخُدْرَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُسِّمُ قِسْمًا أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصَرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ فَقَالَ وَيَلَكَ وَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، قَدْ خَبَتْ وَخَسِرَتْ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلْ فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبْ عُنْقَهُ فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُونَ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَّهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيرِهِ وَهُوَ قَدْ حَدَّ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذْدِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ أَيْتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضْدَيْهِ مِثْلُ ثَدِي الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرَّدُ، وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِّنَ النَّاسِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتَّمِسَ فَأَتَى بِهِ، حَتَّى نَظَرَتْ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي نَعْتَهُ -

**৩৩৫২** আবুল ইয়ামান (র) ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ -এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তিনি কিছু গনীমতের মাল বন্টন করছিলেন। তখন বানু তামীম গোত্রের জুলখোয়াইসিরাহ নামে এক ব্যক্তি এসে হায়ির হল এবং বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি (বন্টনে) ইন্সাফ করুন। তিনি বললেন তোমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি ইন্সাফ না করি, তবে ইন্সাফ করবে কে? আমি তো নিষ্ফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হব যদি আমি ইন্সাফ না করি। উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন আমি এর গর্দান উড়িয়ে দিই। তিনি বললেন, একে যেতে দাও। তার এমন কিছু সঙ্গী সাথী রয়েছে তোমাদের কেউ তাদের সালাতের তুলনায় নিজের সালাত এবং সিয়াম তুচ্ছ বলে মনে করবে। এরা কুরআন পাঠ করে, কিন্তু কুরআন তাদের কষ্টনালীর নিম্নদেশে প্রবেশ করবে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে (দ্রুত) বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। তীরের অগ্রভাগের লোহা দেখা যাবে কিন্তু (শিকারের) কোন চিহ্ন পাওয়া যাবে না। কাঠের অংশটুকু দেখলে তাতেও কিছু পাওয়া যাবে না। মধ্যবর্তী অংশটুকু দেখলে তাতেও কিছু পাওয়া যাবে না। তার পালক দেখলে তাতেও কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। অথচ তীরটি শিকারী জন্মুর নাড়িভুঁড়ি ভেদ করে রক্তমাংস অতিক্রম করে বেরিয়ে গেছে। এদের নির্দর্শন হল এমন একটি কাল মানুষ যার একটি বাহু মেয়ে লোকের স্তনের ন্যায় অথবা মাংস টুকরার ন্যায় নড়াচড়া করবে। তারা লোকদের মধ্যে বিরোধ কালে আত্মপ্রকাশ করবে। আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ -এর নিকট থেকে একথা শুনেছি। আমি এ-ও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আলী ইবন আবু তালিব (রা) এদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। আমিও তার সঙ্গে ছিলাম। তখন আলী (রা) এ ব্যক্তিকে তালাশ করে বের করতে আদেশ দিলেন। তালাশ করে যখন আনা হল। আমি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করে তার মধ্যে ঐ সব চিহ্নগুলি দেখতে পেলাম, যা নবী করীম - বলেছিলেন।

**٣٣٥٣**

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفِّيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ سُوِيدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ عَلَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَانَ أَخْرَىٰ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَأْتِي فِي أَخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَائِيَّ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِرُ أَيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَإِيَّنَمَا لَقِيَتُمُوهُمْ فَاقْتَلُوهُمْ فَإِنْ قَتَلْتُهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

**৩০৫৬** মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র) ..... সুয়াইদ ইবন গাফালা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, আমি যখন তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন হাদীস বর্ণনা করি, তখন আমার এ অবস্থা হয় যে তাঁর উপর মিথ্যা আরোপ করার চেয়ে আকাশ থেকে পড়ে ধৰ্ষস হয়ে যাওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় এবং আমরা পরম্পরে যখন আলোচনা করি তখন কথা হল এই যে, যুদ্ধ ছল-চাতুরী মাত্র। আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, শেষ যামানায় একদল তরঙ্গের আবির্ভাব ঘটবে যারা হবে স্তুলবৃক্ষের অধিকারী। তারা নীতিবাক্যগুলো আওড়াতে থাকবে। তারা ইসলাম থেকে (এমন দ্রুত গতিতে ও চিহ্নিনভাবে) বেরিয়ে যাবে যেভাবে তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান গলদেশ অতিক্রম করে (অন্তরে প্রবেশ) করবে না। যেখানেই এদের সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাত হবে, এদেরকে তোমরা হত্যা করে ফেলবে। এদের হত্যাকারীদের জন্য এই হত্যার প্রতিদান রয়েছে কিয়ামাতের দিন।

٣٣٥٤

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُئْنِي حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا  
 قَيْسٌ عَنْ خَبَابِ بْنِ الْأَرَاتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى النَّبِيِّ  
 وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بِرَدَّةٍ لَهُ فِي ظَلِّ الْكَعْبَةِ، فَقُلْنَا أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا، أَلَا  
 تَدْعُونَا اللَّهُ لَنَا، قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحَفَّرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ  
 فَيُجْعَلُ فِيهَا فِيْجَاءُ بِالْمَنْشَارِ فَيُوَضِّعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِإِثْنَيْنِ وَمَا  
 يَصْدُهُ عَنْ دِينِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَطِ الْحَدِيدِ مَادُونَ لَحْمَهُ مِنْ عَظْمٍ أَوْ  
 عَصَبٍ وَمَا يَصْدُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهُ لَيُتَمَّنَ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ  
 الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهُ أَوِ الذِّئْبَ عَلَى  
 غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ -

**৩০৫৮** মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ..... খাবাব ইবন আরত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে (কাফিরদের পক্ষ থেকে যে সব নির্যাতন ভোগ করছিলাম এসবের) অভিযোগ করলাম। তখন তিনি নিজের চাদরকে বালিশ বানিয়ে কাঁবা শরীফের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য (আল্লাহ'র নিকট) সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি আমাদের (দুঃখ দুর্দশা লাঘবের) জন্য আল্লাহ'র নিকট দু'আ করবেন না? তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী (ঈমানদার) গণের অবস্থা ছিল এই, তাদের জন্য মাটিতে গর্ত খনন করা হত এবং ঐ গর্তে তাকে পুঁতে রেখে করাত দিয়ে তার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করা হত। এ (আমানুষিক নির্যাতনও) তাদেরকে দীন থেকে বিচ্ছুত করতে পারতনা। লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচ্ছিয়ে শরীরের হাঁড় পর্যন্ত মাংস ও শিরা-উপশিরা সব কিছু

ছিন্নভিন্ন করে দিত। এ (লোমহর্ষক নির্যাতন) তাদেরকে দীন থেকে বিমুখ করতে পারেনি। আল্লাহর কসম, আল্লাহ্ এ দীনকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন (এবং সর্বত্র নিরাপদ ও শান্তিময় অবস্থা বিরাজ করবে।) তখনকার দিনের একজন উষ্ট্রারোহী সান'আ থেকে হায়ারামাউত পর্যন্ত (নিরাপদে) ভ্রমণ করবে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করবে না। অথবা তার মেষপালের জন্য নেকড়ে বাঘের আশংকাও করবে না। কিন্তু তোমরা (এ সময়ের অপেক্ষা না করে) তাড়াছড়া করছ।

٣٣٥٥

حَدَّثَنَا عَلَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنَى  
 قَالَ أَنْبَأَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَلِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ  
 النَّبِيَّ ﷺ افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْلَمُ  
 لَكَ عِلْمَهُ فَأَتَاهُ فَوْجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنْكِسًا رَأْسَهُ فَقَالَ مَا شَاءْتُكَ  
 فَقَالَ شَرٌّ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُهُ  
 وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَتَى الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ  
 مُوسَى بْنُ أَنَسٍ فَرَجَعَ الْمَرْأَةُ الْآخِرَةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ  
 إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلَكِنْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ -

٣٣٥٦

আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ সাবিত ইবন কায়েস (রা)-কে (কয়েকদিন) তাঁর মজলিসে অনুপস্থিত পেলেন। তখন এক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তার সম্পর্কে জানি। তিনি গিয়ে দেখলেন সাবিত (রা) তাঁর ঘরে নত মস্তকে (গভীর চিন্তায়মগ্ন অবস্থায়) বসে আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে সাবিত, কি অবস্থা তোমার? তিনি বললেন, অত্যন্ত করুণ। বস্তুতঃ তার গলার স্বর নবী করীম ﷺ-এর গলার স্বর থেকে উঁচু হয়েছিল। কাজেই (কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী) তার সব নেক আমল বরবাদ হয়ে গেছে। সে জাহানামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এই ব্যক্তি ফিরে এসে নবী ﷺ-কে জানালেন সাবিত(রা) এমন এমন বলেছে। মুসা ইবন আনাস (র) (একজন রাবী) বলেন, এই সাহাবী পুনরায় এ মর্মে এক মহাসুসংবাদ নিয়ে হায়ির হলেন (সাবিতের খেদমতে) যে নবী ﷺ বলেছেন, তুমি যাও সাবিতকে বল, নিশ্চয়ই তুমি জাহানামীদের অন্তর্ভুক্ত নও বরং তুমি জাহানাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।

٣٣٥٧

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي  
 إِسْحَاقَ سَمِعَتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَرَا رَجُلٌ

الْكَهْفَ وَفِي الدَّارِ الدَّابَّةَ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ فَسَلَمَ فَإِذَا ضَبَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ  
غَشِّيَّتْهُ فَذَكَرُهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَقْرَأْ فُلَانٌ فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ نَزَّلتَ  
لِلْقُرْآنِ، أَوْ تَنْزَلَتْ لِلْقُرْآنِ -

**[৩৩৫৬]** মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) ..... বার'আ ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সাহাবী (উসায়দ ইবন হ্যায়ব) (রাত্রি কালে) সূরা কাহফ তিলাওয়াত করছিলেন। তাঁর বাড়িতে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। ঘোড়াটি তখন (আত্মকিংবল হয়ে) লাফালাফি করতে লাগল। তখন ঐ সাহাবী শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন। তারপর তিনি দেখতে পেলেন, একখন্ড মেঘ এসে তাকে ঢেকে ফেলেছে। তিনি নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর দরবারে বিষয়টি আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, হে অমুক! তুমি এভাবে তিলাওয়াত করতে থাকবে। ইহা তো সাকীনা-প্রশান্তি ছিল, যা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে নাখিল হয়েছিল।

**[৩৩৫৭]** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ  
أَبُو الْحَسَنِ الْحَرَانِيِّ حَدَّثَنَا زُهِيرُ بْنُ مَعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ  
سَمِعَتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي  
فِي مَنْزِلِهِ فَأَشْتَرَى مِنْهُ رَحْلًا ، فَقَالَ لِعَازِبٍ ابْعِثْ إِبْنَكَ يَحْمِلُهُ مَعِي ،  
قَالَ فَحَمَلَتْهُ مَعَهُ وَخَرَجَ أَبِي يَنْتَقِدُ شَمَنَةً ، فَقَالَ لَهُ أَبِي يَا أَبَا بَكْرٍ  
حَدَّثَنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِينَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ  
أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَمِنَ الْفَدِ حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ وَخَلَا الطَّرِيقُ لَا  
يَمْرُفِيهِ أَحَدٌ ، فَرَفِعَتُ لَنَا صَخْرَةً طَوِيلَةً لَهَا ظِلٌّ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهَا  
الشَّمْسُ ، فَنَزَّلْنَا عَنْهُ وَسَوَيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَكَانًا بِيَدِي يَنَامُ عَلَيْهِ ،  
وَبَسَطْتُ عَلَيْهِ فَرِوةً وَقَلْتُ نَمْ يَارَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا أَنْفَضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ  
فَنَامَ وَخَرَجَتْ أَنْفُضُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعِ مُقْبِلٍ بِغَنَمَةٍ إِلَى

الصَّخْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا ، فَقُلْتُ لَهُ لَمَنْ أَنْتَ يَاغْلَامُ ؟  
 فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ ، قُلْتُ أَفِي غَنَمِكَ لَبَنٌ ، قَالَ نَعَمْ  
 قُلْتُ أَفْتَحْلُبُ قَالَ نَعَمْ ، فَأَخَذَ شَاءَ فَقُلْتُ انْفُضِ الضَّرَعَ مِنَ التُّرَابِ  
 وَالشَّعْرِ وَالْقَذْى قَالَ فَرَأَيْتُ الْبَرَاءَ يَضْرِبُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى  
 يَنْفُضُ فَحَلَبَ فِي قَعْبِ كُشْبَةَ مِنْ لَبَنٍ وَمَعَى إِدَاؤَهُ حَمَلَتْهَا لِلنَّبِيِّ  
 ﷺ يَرْتَوِي مِنْهَا يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَرِهَتْ أَنْ  
 أُوقِظَهُ فَوَافَقْتُهُ حِينَ اسْتَيْقَظَ فَضَبَّبَتْ مِنَ الْمَاءِ عَلَى الْلَّبَنِ حَتَّى  
 بَرَدَ أَشْفَلَهُ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَشَرَبَ حَتَّى رَضِيَتْ ، ثُمَّ  
 قَالَ أَلَمْ يَأْنَ لِلرَّاحِيلِ قُلْتُ بَلَى ، قَالَ فَارْتَحَلْنَا بَعْدَ مَا مَالَتِ الشَّمْسُ  
 وَاتَّبَعْنَا سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ أَتَيْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ لَا تَحْزَنْ إِنَّ  
 اللَّهَ مَعَنَا ، فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَارْتَطَمَتْ بِهِ فَرْسَهُ إِلَى بَطْنِهَا  
 أَرَى فِي جَلَدِ مِنَ الْأَرْضِ شَكْرُ زُهَيرٌ ، فَقَالَ إِنِّي أَرَكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا  
 عَلَىَّ ، فَادْعُوا اللَّهَ لِي فَاللَّهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا الْطَّلبَ ، فَدَعَاهُ  
 النَّبِيُّ ﷺ فَنَجَّا ، فَجَعَلَ لَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا قَالَ قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَاهُنَا ، فَلَا  
 يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا رَدَهُ ، قَالَ وَوَفِيَ لَنَا -

৩৩৫৭] মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) ..... বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন  
 আবৃ বক্র (রা) আমার পিতার নিকট আমাদের বাড়ীতে আসলেন। তিনি আমার পিতার নিকট থেকে একটি  
 হাওদা ক্রয় করলেন এবং আমার পিতাকে বললেন, তোমার ছেলে বারাকে আমার সাথে হাওদাটি বয়ে নিয়ে  
 যেতে বল। আমি হাওদাটি বহন করে তাঁর সাথে চললাম। আমার পিতাও উহার মূল্য প্রহণের জন্য  
 আমাদের সঙ্গী হলেন। আমার পিতা তাঁকে বললেন, হে আবৃ বক্র, দয়া করে আপনি আমাদেরকে বলুন,  
 আপনারা কি করেছিলেন, যে রাতে (হিজরতের সময়) আপনি নবী ﷺ-এর সাথী ছিলেন? তিনি বললেন,

হঁ, অবশ্যই। আমরা (সাওর গুহা থেকে বের হয়ে) সারারাত চলে পর -দিন দুপুর পর্যন্ত চললাম। যখন রাস্তাঘাট জনশূন্য হয়ে পড়ল, রাস্তায় কোন মানুষের যাতায়াত ছিল না। হঠাৎ একটি লম্বা ও চওড়া পাথর আমাদের নথরে পড়লো, যার পতিত ছায়ায় সূর্যের তাপ প্রবেশ করছিল না। আমরা সেখানে গিয়ে অবতরণ করলাম। আমি নবী করীম ﷺ-এর জন্য নিজ হাতে একটি জায়গা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নিলাম, যাতে সেখানে তিনি ঘুমাতে পারেন। আমি ঐ স্থানে একটি চামড়ার বিছানা পেতে দিলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি আপনার নিরাপত্তার জন্য পাহারায় নিযুক্ত রাইলাম। তিনি শুয়ে পড়লেন। আর আমি চারপাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম, একজন মেষ রাখাল তার মেষপাল নিয়ে পাথরের দিকে ছুটে আসছে। সেও আমাদের মত পাথরের ছায়ায় আশ্রয় নিতে চায়। আমি বললাম, হে যুবক, তুমি কার অধীনস্থ রাখাল? সে মদীনার কি মক্কার এক ব্যক্তির নাম বলল, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার মেষপালে কি দুঃখবতী মেষ আছে? সে বলল, হঁ আছে। আমি বললাম, তুমি কি দোহন করে দিবে? সে বলল, হঁ। তারপর সে একটি বক্রী ধরে নিয়ে এল। আমি বললাম, এর স্তন ধূলা-বালু, পশ্চম ও ময়লা থেকে পরিষ্কার করে নাও। রাবী আবু ইসহাক (র) বলেন, আমি বারা (রা)-কে দেখলাম এক হাত অপর হাতের উপর রেখে বাড়ছেন। তারপর ঐ যুবক একটি কাঠের বাটিতে কিছু দুধ দোহন করল। আমার সাথেও একটি চামড়ার পাত্র ছিল। আমি নবী করীম ﷺ-এর অঙ্গুর পানি ও পান করার পানি রাখার জন্য নিয়ে ছিলাম। আমি দুধ নিয়ে নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসলাম। (তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন) তাঁকে জাগানো উচিত মনে করলাম না। কিছুক্ষণ পর তিনি জেগে উঠলেন। আমি দুধ নিয়ে হায়ির হলাম। আমি দুধের মধ্যে সামান্য পানি ঢেলেছিলাম তাতে দুধের নীচ পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি দুধ পান করুন। তিনি পান করলেন, আমি তাতে সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। তারপর নবী ﷺ বললেন, এখন কি আমাদের যাত্রা শুরুর সময় হয়নি? আমি বললাম, হঁ হয়েছে। পুনরায় শুরু হল আমাদের যাত্রা। ততক্ষণে সূর্য পঞ্চিম আকাশে ঢেলে পড়েছে। সুরাক্ষা ইব্ন মালিক (অশ্বারোহণে) আমাদের পশ্চাদ্বাবন করছিল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের অনুধাবনে কে যেন আসছে। তিনি বললেন, চিন্তা করোনা, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন। তখন নবী করীম ﷺ তার বিরঞ্জে দু'আ করলেন। তৎক্ষণাৎ আরোহীসহ ঘোড়া তার পেট পর্যন্ত মাটিতে ধেবে গেল, শক্ত মাটিতে। রাবী যুহায়র এই শক্তি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন আমার ধারণা এর পশ্চ বলেছিলেন। সুরাক্ষা বলল, আমার বিশ্বাস আপনারা আমার বিরঞ্জে দু'আ করেছেন। আমার (উদ্বারের) জন্য আপনারা দু'আ করে দিন। আল্লাহর কসম আপনাদের অনুসন্ধানকারীদেরকে আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাব। নবী করীম ﷺ তার জন্য দু'আ করলেন। সে রেহাই পেল। ফিরে যাওয়ার পথে যার সাথে তার সাক্ষাৎ হত, সে বলত (এদিকে গিয়ে পশুশ্রম করো না!) আমি সব দেখে এসেছি। যাকেই পেয়েছে, ফিরিয়ে নিয়েছে। আবু বক্র (রা) বলেন, সে আমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছে।

٣٣٥٨

حَدَّثَنَا مُعَلِّي بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ

عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيْضٍ يَعُودُهُ  
قَالَ لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ  
فَقَالَ قُلْتَ طَهُورٌ كَلَّا : بَلْ هِيَ حُمُّى تَفُورُ ، أَوْ تَثُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ ،  
تُزِيرُهُ الْقَبُورَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَعَمْ إِذَا -

**৩৩৫৪**    مু'আল্লা ইবন আসাদ (র) ..... ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ একদিন  
অসুস্থ একজন বেদুইনকে দেখতে (তার বাড়ীতে) গেলেন। রাবী বলেন, নবী করীম ﷺ-এর অভ্যাস  
ছিল যে, পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে গেলে বলতেন, কোন দুচ্ছিন্নার কারণ নেই, ইনশাআল্লাহ (পীড়াজনিত  
দুঃখকষ্টের কারণে) গোনাহ থেকে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। ঐ বেদুইনকেও তিনি বললেন। চিন্তার কারণ  
নেই শুনাহ থেকে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। বেদুইন বলল, আপনি বলেছেন গোনাহ থেকে তুমি  
পবিত্র হয়ে যাবে। তা তো নয়। বরং এতো এমন এক জুর যা বয়ঃবৃদ্ধের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।  
তাকে কবরের সাক্ষাৎ ঘটিয়ে ছাড়বে। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তাই হউক (পরদিন অপরাহ্নে সে  
মারা গেল।)

**৩৩৫৯**    حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ  
أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَجُلٌ نَصَرَانِيًّا فَأَسْلَمَ وَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ  
عُمَرَانَ فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَعَادَ نَصَرَانِيًّا فَكَانَ يَقُولُ مَا يَدْرِي  
مُحَمَّدٌ إِلَّا مَا كَتَبَ لَهُ ، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ فَدَفَنُوهُ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ ،  
فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لِمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ ، نَبَشُوا عَنْ  
صَاحِبِنَا فَأَلْقَوْهُ فَحَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا  
فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ ، فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ نَبَسُوا  
عَنْ صَاحِبِنَا لِمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ ، فَأَلْقَوْهُ فَحَفَرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا لَهُ فِي  
الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا فَأَصْبَحَ وَلَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ قَعِلْمُوا أَنَّهُ لَيْسَ  
مِنَ النَّاسِ فَأَلْقَوْهُ -

**৩৩৫** آبُو مَامَارَ (ر) ..... آنَاسَ (رَا) هَذِهِ بَرْيَةٌ، تِبْيَانٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ إِذَا هَلَّ كَسْرَى فَلَا كَسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَّ كَيْصَرُ فَلَا كَيْصَرُ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفَسَ مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ -

আবু মামার (র) ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক খৃষ্টান ব্যক্তি মুসলমান হল এবং সুরা বাকারা ও সুরা আলে-ইমরান শিখে নিল। নবী করীম صلوات الله عليه وسلم -এর জন্য সে অহী লিপিবদ্ধ করত। তারপর সে পুনরায় খৃষ্টান হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, আমি মুহাম্মদ صلوات الله عليه وسلم -কে যা লিখে দিতাম তার চেয়ে অধিক কিছু তিনি জানেন না। (নাউজুবিল্লাহ) কিছুদিন পর আল্লাহ তাকে মৃত্যু দিলেন। খৃষ্টানরা তাকে যথারীতি দাফন করল। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল, কররের মাটি তাকে বাইরে নিষ্কেপ করে দিয়েছে। তা দেখে খৃষ্টানরা বলতে লাগল-এটা মুহাম্মদ صلوات الله عليه وسلم এবং তাঁর সাহাবীদেরই কাজ। যেহেতু আমাদের এ সাথী তাদের থেকে পালিয়ে এসেছিল। এ জন্যই তারা আমাদের সাথীকে কবর থেকে উঠিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে। তাই যতদূর সম্ভব গভীর করে কবর খুঁড়ে তাতে তাকে পুনরায় দাফন করল। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল, কররের মাটি তাকে (গ্রহণ না করে) আবার বাইরে ফেলে দিয়েছে। এবারও তারা বলল, এটা মুহাম্মদ صلوات الله عليه وسلم ও তাঁর সাহাবীদের কাও। তাদের নিকট থেকে পালিয়ে আসার কারণে তারা আমাদের সাথীকে কবর থেকে উঠিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে। এবার আরো গভীর করে কবর খনন করে সমাহিত করল। পরদিন ভোরে দেখা গেল কররের মাটি এবারও তাকে বাইরে নিষ্কেপ করেছে। তখন তারাও বুঝতে পারল, এটা মানুষের কাজ নয়। কাজেই তারা শবদেহটি বাইরেই ফেলে রাখল।

**৩৩৬.** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَئِمَّةُ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِنِ شِهَابٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا هَلَّ كَسْرَى فَلَا كَسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَّ كَيْصَرُ فَلَا كَيْصَرُ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفَسَ مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ -

**৩৩৬০** ইয়াহ্যায়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ صلوات الله عليه وسلم বলেছেন, যখন কিস্রা (পারস্য সম্রাটের উপাধি) ধ্রংস হবে, তারপর অন্য কোন কিস্রার আবির্ভাব হবে না। যখন কায়সার (রোম সম্রাটের উপাধি) ধ্রংস হবে তখন আর কোন কায়সারের আবির্ভাব হবে না। (তিনি صلوات الله عليه وسلم এও বলেছেন) ঐ সন্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ নিশ্চয়ই এ দুই সাম্রাজ্যের ধন-ভান্ডার তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে।

**৩৩৬১** حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ إِذَا هَلَّ كَسْرَى فَلَا كَسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَّ كَيْصَرُ فَلَا كَيْصَرُ بَعْدَهُ وَذَكَرَ وَقَالَ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ -

**৩৩৬১** কাবীসা (র) ..... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম صلوات الله عليه وسلم বলেছেন, কিস্রা ধ্রংস হয়ে যাওয়ার পর আর কোন কিস্রার আগমন হবে না। এবং কায়সার ধ্রংস হয়ে যাওয়ার পর আর

কোন কায়সারের আগমন হবে না। রাবী উল্লেখ করেন যে, (তিনি আরো বলেছেন) নিশ্চয়ই তাদের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হবে।

**٣٣٦٢** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدْمٌ مُسَيْلَمَةُ الْكَذَابُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ يَقُولُ إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْزَمْ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعَتُهُ وَقَدَّمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَاقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنُ شَمَاسٍ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِطْعَةً جَرِيدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلَمَةَ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ لَوْ سَأَلْتُنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلَنْ تَعْدُوا أَمْرَ اللَّهِ فِيهِ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لِيَعْقِرَنِكَ اللَّهُ وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَارَأَيْتُ، فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدِي سِوَارِيَنِ مِنْ ذَهَبٍ فَأَهْمَنِي شَانُهُمَا فَأُوْحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنِ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا وَلَتُهُمَا كَذَابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي، فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ وَالْآخَرُ مُسَيْلَمَةُ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ -

**٣٣٦٢** আবুল ইয়ামান (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -এর যামানায় মুসায়লামাতুল কায়্যাব আসল এবং (সাহাবা কেরামের নিকট) বলতে লাগল, মুহাম্মদ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ যদি তাঁর পর আমাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন, তাহলে আমি তাঁর অনুসরণ করব। তার স্বজাতির এক বিরাট বাহিনী সঙ্গে নিয়ে সে এসেছিল। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ তাঁর নিকট আসলেন। আর তাঁর সাথী ছিলেন সাবিত ইবন কায়েস ইবন শাখাস (রা)। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -এর হাতে খেজুরের একটি ডাল ছিল। তিনি সাথী দ্বারা বেষ্টিত মুসায়লামার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন, তুমি যদি আমার নিকট খেজুরের এই ডালটিও চাও, তবুও আমি তা তোমাকে দিব না। তোমার সম্বন্ধে আল্লাহর যা ফায়সালা তা তুমি লংঘন করতে পারবেন। যদি তুমি কিছু দিন বেঁচেও থাক তবুও আল্লাহ তোমাকে অবশ্যই ধ্বংস করে দিবেন। নিঃসন্দেহে তুমি ঐ ব্যক্তি যার সম্বন্ধে স্বপ্নে আমাকে সব কিছু দেখান হয়েছে। (ইবন আব্বাস (র) .....  
[www.alqurans.com](http://www.alqurans.com)

বলেন,) আবু হুরায়রা (রা) আমাকে জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (একদিন) আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখতে পেলাম আমার দু'হাতে সোনার দু'টি বালা শোভা পাচ্ছে। বালা দু'টি আমাকে ভাবিয়ে তুলল। স্বপ্নেই আমার নিকট অঙ্গী এল, আপনি ফুঁদিন। আমি তাই করলাম। বালা দু'টি উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি স্বপ্নের ব্যাখ্যা এভাবে করলাম, আমার পর দু'জন কায়্যাব (চরম মিথ্যাবাদী) আবির্ভূত হবে। এদের একজন আসওয়াদ আনসী, অপরজন ইয়ামামার বাসিন্দা মুসায়লামাতুল কায়্যাব।

٣٣٦٣

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرَدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرَدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَرَاهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضِ بَهَ نَخْلُ فَذَهَبَ وَهَلَى إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ، أَوَالْهَجَرُ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَشْرِبُ وَرَأَيْتُ فِي رُؤُيَايِّ أَنِّي هَزَّزْتُ سَيِّفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُوَ مَا أَصْبَبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أَحْدِثُمْ هَزَّتْهُ أَخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَاجِأَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقْرًا وَاللَّهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أَحْدِثُ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَابُ الصِّدِّيقِ الَّذِي أَتَانَا اللَّهُ بَعْدَ يَوْمَ بَدْرٍ -

৩৩৬৩ মুহাম্মদ ইবন আলা (র) ..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, আমি মক্কা থেকে হিজরত করে এমন এক স্থানে যাচ্ছি যেখানে প্রচুর খেজুর গাছ রয়েছে। তখন আমার ধারণা হল, এ স্থানটি ইয়ামামা অথবা হায়র হবে। পরে বুরাতে পেলাম, স্থানটি মদীনা ছিল। যার পূর্বনাম ইয়াস্রিব। স্বপ্নে আমি আরো দেখতে পেলাম যে আমি একটি তরবারী হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। হঠাৎ তার অগ্রভাগ ভেঙ্গে গেল। ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল এটা তা-ই। তারপর দ্বিতীয় বার তরবারীটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম তখন তরবারীটি পূর্বাবস্থার চেয়েও অধিক উত্তম হয়ে গেল। এর তাৎপর্য হল যে, আল্লাহ মুসলমানগণকে বিজয়ী ও একত্রিত করে দিবেন। আমি স্বপ্নে আরো দেখতে পেলাম, একটি গরু (যা যবাই করা হচ্ছে) এবং শুনতে পেলাম আল্লাহ্ যা করেন সবই ভাল। এটাই হল ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের শাহাদাত বরণ। আর খায়ের হল -- আল্লাহ্ তরফ হতে আগত ঐ সকল কল্যাণই কল্যাণ এবং সত্যবাদিতার পূরকার যা আল্লাহ্ আমাদেরকে বদর যুদ্ধের পর দান করেছেন।

٣٣٦٤ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاً عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِيَ كَأَنَّ مِشِيَّتَهَا مَشِيُّ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَحِبًا بِابْنَتِيْ، ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ أَسْرَ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ، فَقُلْتُ لَهَا لَمْ تَبْكِيْنَ ثُمَّ أَسْرَ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَضَحَّكَتْ، فَقُلْتُ مَارَأَيْتُ كَالِيرْمَ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لِفِشِيْ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلْتُهَا فَقَالَ أَسْرَ إِلَى إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارِضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنَ وَلَا أَرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِيْ وَإِنَّكَ أَوْلَ أَهْلِ بَيْتِيْ لِحَاقًا بِيْ، فَبَكَيْتُ فَقَالَ أَمَا تَرْضِيْنَ أَنْ تَكُونِيْ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَضَحَّكَتُ لِذَلِكَ -

৩৩৬৪ আর নু'আঙ্গে (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর চলার ভঙ্গিতে চলতে চলতে ফাতিমা (রা) আমাদের নিকট আগমন করলেন। তাঁকে দেখে নবী করীম ﷺ বললেন, আমার স্নেহের কন্যাকে অনেক অনেক মোবারকবাদ। তারপর তাঁকে তার ডানপাশে অথবা বামপাশে (রাবির সন্দেহ) বসালেন এবং তাঁর সাথে চুপিচুপি (কি যেন) কথা বললেন। তখন তিনি (ফাতিমা) (রা) কেঁদে দিলেন। আমি (আয়েশা (রা) তাঁকে বললাম!) কাঁদছেন কেন? নবী করীম ﷺ পুনরায় চুপিচুপি তার সাথে কথা বললেন। তিনি (ফাতিমা (রা)) এবার হেসে উঠলেন। আমি (আয়েশা (রা)) বললাম, আজকের মত দুঃখ ও বেদনার সাথে সাথে আনন্দ ও খুশী আমি আর কখনো দেখিনি। আমি তাকে (ফাতিমা (রা)) কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি (নবী করীম ﷺ) কী বলেছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোপন কথাকে প্রকাশ করব না। পরিশেষে নবী করীম ﷺ-এর ইস্তিকাল হয়ে যাওয়ার পর আমি তাঁকে (আবার) জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি বলেছিলেন? তিনি বললেন, তিনি (নবী ﷺ) প্রথম বার আমাকে বলেছিলেন, জিব্রাইল (আ) প্রতি বছর একবার আমার সঙ্গে পরম্পর কুরআন পাঠ করতেন, এ বছর দু'বার একবার পড়ে শুনিয়েছেন। আমার মনে হয় আমার বিদায় কাল ঘনিয়ে এসেছে

এবং এরপর আমার পরিবারের মধ্যে তুমি সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। তা শুনে আমি কেঁদে দিলাম। দ্বিতীয়বার বলেছিলেন, তুম কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, জান্নাতবাসি মহিলাদের অথবা মু'মিন মহিলাদের তুমি সরদার (নেতৃ) হবে। এ কথা শুনে আমি হেসেছিলাম।

٣٣٦٥

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ  
ابْنَتَهُ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَسَارَهَا بِشَاءِ فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعَاهَا  
فَسَارَهَا فَضَحَّكَتْ، قَالَتْ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ سَارَنِي النَّبِيُّ  
ﷺ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجْهِ الَّذِي بُوفِي فِيهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ  
سَارَنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أُولَئِكَ بَيْتِهِ أَتَبْعَهُ فَضَحَّكَتْ -

৩৩৬৫ ইয়াহুইয়া ইবন কায়া'আ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম صلوات الله عليه وسلم অস্তি রোগকালে তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা)কে ডেকে পাঠালেন। এরপর চুপিচুপি কি যেন বললেন। ফাতিমা (রা) তা শুনে কেঁদে ফেললেন। তারপর আবার ডেকে তাঁকে চুপিচুপি আরো কি যেন বললেন। এতে ফাতিমা (রা) হেসে উঠলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি হাসি-কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, (প্রথম বার) নবী করীম صلوات الله عليه وسلم আমাকে চুপে চুপে বলেছিলেন, যে রোগে তিনি আক্রান্ত হয়েছেন এ রোগেই তাঁর ওফাত হবে; তাই আমি কেঁদে দিয়েছিলাম। এরপর তিনি চুপিচুপি আমাকে বলেছিলেন, তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম তাঁর সাথে মিলিত হব, এতে আমি হেসে দিয়েছিলাম।

٣٣٦٦

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَةَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَنْ أَبِيهِ بِشْرٍ عَنْ  
سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ يُدَنِّي أَبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِنَّ لَنَا أَبْنَاءَ  
مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ، فَسَأَلَ عُمَرُ أَبْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْأَيَّةِ :  
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، فَقَالَ أَجَلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْلَمُهُ إِيَّاهُ ،  
قَالَ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ -

**৩৩৬৬** مُعَذِّبُهُمْ إِبْرَاهِيمُ الْأَنْصَارِيُّ (ر) ..... إِبْرَاهِيمُ الْأَنْصَارِيُّ (ر) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইব্ন খাতাব (রা) (তাঁর সভাসদদের মধ্যে) ইব্ন আবু আবাস (রা)-কে বিশেষ মর্যাদা দান করতেন। একদিন আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রা) তাঁকে বললেন, তাঁর মত ছেলে ত আমাদেরও রয়েছে। এতে তিনি বললেন, এর কারণ ত আপনি নিজেও জানেন। তখন উমর (রা) ইব্ন আবু আবাস (রা)-কে ডেকে ইড়া<sup>إِذَا</sup> আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেন। ইব্ন আবু আবাস (রা) উত্তর দিলেন, এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ওফাত নিকটবর্তী বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। উমর (রা) বললেন, আমিও এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই জানি, যা তুমি জান।

**٣٣٦٧** حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٌ حَدَّثَنَا الرَّحْمَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنُ حَنْظَلَةَ بْنِ الْفَسِيلِ حَدَّثَنَا عَكْرَمَةُ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرْضِيهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِمَأْخَفَةٍ قَدْ عَصَبَ بِعَصَابَةِ دَسْمَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَشْتَرَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَيَقُلُّ الْأَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا فِي النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمُلْحِنِ فِي الطَّعَامِ فَمَنْ وَلَى مِنْكُمْ شَيْئًا يَضُرُّ فِيهِ قَوْمًا وَيَنْفَعُ فِيهِ أَخْرِينَ فَلَيَقْبَلْ مِنْ مُحَسِّنِهِمْ وَيَتَجَازَ عَنْ مُسِيَّهِمْ فَكَانَ أَخْرَ مَجْلِسٍ جَلَسَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ -

**৩৩৬৭** আবু নু'আইম (র) ..... ইব্ন আবু আবাস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্তিম রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর (একদিন বৃহস্পতিবার) একটি চাদর পরিধান করে এবং মাথায় একটি কাল কাপড় দিয়ে পত্তি বেঁধে ঘর থেকে বের হয়ে সোজা মিস্বরের উপর গিয়ে বসলেন। আল্লাহ তা'আলার হাম্দ ও সানা পাঠ করার পর বললেন, আশ্চা বাদ। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে, আর আনসারদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। ক্রমান্বয়ে তাদের অবস্থা লোকের মাঝে এ রকম দাঁড়াবে যেমন খাদ্যের মধ্যে লবণ। তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মানুষকে উপকার বা ক্ষতি করার মত ক্ষমতা লাভ করবে তখন সে যেন আনসারদের ভাল কার্যাবলী করুল করে এবং তাদের ভুল-ভাস্তি ক্ষমার চোখে দেখে। এটাই ছিল নবী কর্তৃম بِعَذِيبَةِ الْأَنْصَارِيِّ - এর সর্বশেষ মজলিস।

**٣٣٦٨** حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا حُسْنِي الْجَعْفِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

أَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمِ الْحَسَنَ فَصَعِدَ بِهِ عَلَى الْمِثْبَرِ فَقَالَ ابْنُهُ  
هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتَّيْنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ -

**৩৩৬৮** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একদিন হাসান (রা)-কে নিয়ে বেরিয়ে এলেন এবং তাঁকে সহ মিথারে আরোহণ করলেন। তারপর বললেন, আমার এ ছেলেটি (নাতি) সাইয়েদ (সরদার)। নিচ্যই আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে বিবদমান দু'দল মুসলমানের আপোস (সমরোতা) করিয়ে দিবেন।

**৩৩৬৯** حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ  
حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ  
نَعِيَ جَعْفَراً وَزَيْدًا قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ خَبْرُهُمَا وَعَيْنَاهُ تَذَرِفَانِ -

**৩৩৭০** সুলায়মান ইবন হারব (র) ..... আনাস ইবন মালিক (র) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ (মৃতার যুক্ত শাহাদাত বরণকারী) জাফর এবং যারেদ (ইবন হারিস (রা)) এর শাহাদাত লাভের সংবাদ (আমাদেরকে) জানিয়ে দিয়েছিলেন, (যুক্তক্ষেত্র থেকে) তাদের উভয়ের শাহাদাত লাভের সংবাদ আসার পূর্বেই। তখন তাঁর চক্ষুযুগল অশ্রু বর্ষণ করছিল।

**৩৩৭১** حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ  
مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ  
لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ ؟ قُلْتُ : وَأَنِّي يَكُونُ لَنَا الْأَنْمَاطُ ، قَالَ إِمَّا إِنَّهُ سَيَكُونُ  
لَكُمُ الْأَنْمَاطُ ، فَإِنَّا أُقْتُلُ لَهَا يَعْنِي امْرَأَتَهُ أُخْرِيَ عَنِّي أَنْمَاطَكِ ، فَتَقُولُ  
أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ فَأَدَعُهَا -

**৩৩৭১** আমর ইবন আবাস (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের নিকট আনমাত (গালিচার কার্পেট) আছে কি? আমি বললাম আমরা তা পাব কোথায়? তিনি বললেন, অচিরেই তোমরা আনমাত লাভ করবে। (আমার স্ত্রী যখন আমার শয়ায় তা বিছিয়ে দেয়) তখন আমি তাকে বলি, আমার বিছানা থেকে এটা সরিয়ে নাও। তখন সে বলল, নবী করীম ﷺ কি তা বলেন নাই যে, অচিরেই তোমরা আনমাত পেয়ে যাবে? তখন আমি তা (বিছান অবস্থায়) থাকতে দেই।

٣٣٧١ حَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْيَدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا  
إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِيهِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ سَعْدُ بْنُ مَعَاذٍ مُعْتَمِرًا ، قَالَ فَنَزَلَ  
عَلَى أُمِيَّةَ بْنِ خَلْفٍ أَبِيهِ صَفْوَانَ ، وَكَانَ أُمِيَّةُ إِذَا انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ  
بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ ، فَقَالَ أُمِيَّةُ لِسَعْدٍ انْتَظِرْ حَتَّى إِذَا انتَصَفَ  
النَّهَارُ وَغَفَلَ النَّاسُ انْطَلَقْتُ فَطُفْتُ فَبَيْنَا سَقْدٌ يَطُوفُ إِذَا أَبُو جَهْلٍ  
فَقَالَ مَنْ هَذَا الَّذِي يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ ؟ فَقَالَ سَعْدٌ أَنَا سَعْدٌ فَقَالَ أَبُو  
جَهْلٍ تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ أَمِنًا وَقَدْ أَوْيَتُمْ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ ، فَقَالَ نَعَمْ  
فَتَلَاحِيَ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ أُمِيَّةُ لِسَعْدٍ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَى أَبِي الْحَكْمِ فَإِنَّهُ  
سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِيِّ ، ثُمَّ قَالَ سَعْدٌ وَاللَّهِ لَئِنْ مَنَعْتَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ  
لَا قَطَعْنَ مَتْجَرَكَ بِالشَّامِ ، قَالَ فَجَعَلَ أُمِيَّةُ يَقُولُ لِسَعْدٍ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ  
وَجَعَلَ يُمْسِكُهُ ، فَغَضِبَ سَعْدٌ فَقَالَ دَعْنَا عَنْكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدًا  
يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلُكَ ، قَالَ إِيَّاَيِّ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ وَاللَّهِ مَا يَكْذِبُ  
مُحَمَّدٌ إِذَا حَدَّثَ فَرَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ أَمَاتُعْلَمِينَ مَا قَالَ لِي أَخِي  
الْيَثْرِبِيُّ ، قَالَتْ وَمَا قَالَ ؟ قَالَ زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدًا يَزْعُمُ أَنَّهُ  
قَاتَلَنِي ، قَالَتْ ، فَوَاللَّهِ مَا يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ ، قَالَ فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى بَدْرٍ ،  
وَجَاءَ الصَّرِيقُ ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ ، أَمَاذَكَرْتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَثْرِبِيُّ  
قَالَ فَأَرَادَ أَنْ لَا يَخْرُجُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ إِنَّكَ مِنْ أَشْرَافِ الْوَادِيِّ  
فَسَرِّبِنَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَسَارَ مَعْهُمْ فَقَتَلَهُ اللَّهُ -

**৩৩১**      আহমদ ইবন ইসহাক (রা) ..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাদ ইবন মু'আয (রা) (আনসারী) 'ওমরা আদায় করার জন্য (মক্কা) গমন করলেন এবং সাফ্ওয়ানের পিতা উমাইয়া ইবন খালাফ এর বাড়ীতে তিনি অতিথি হলেন। উমাইয়াও সিরিয়ায় গমনকালে (মদীনায়) সাদ (রা)-এর বাড়ীতে অবস্থান করত। উমাইয়া সা'দ (রা)-কে বলল, অপেক্ষা করুন, যখন দুপুর হবে এবং যখন চলাফেরা কমে যাবে, তখন আপনি যেয়ে তাওয়াফ করে নিবেন। (অবসর মুহূর্তে) সাদ (রা) তাওয়াফ করছিলেন। এমতাবস্থায় আবু জেহেল এসে হায়ির হল। সা'দ (রা)-কে দেখে জিজ্ঞাসা করল, এ ব্যক্তি কে? যে কা'বার তাওয়াফ করছে? সাদ (রা) বললেন, আমি সাদ। আবু জেহেল বলল, তুমি নির্বিশ্বে কা'বার তাওয়াফ করছ? অথচ তোমরাই মুহাম্মদ صلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ও তাঁর সাথীদেরকে আশ্রয় দিয়েছ? সাদ (রা) বললেন, হাঁ। এভাবে দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। তখন উমাইয়া সা'দ (রা)-কে বলল, আবুল হাকামের সাথে উচ্চস্থরে কথা বল না, কেননা সে মক্কাবাসীদের (সর্বজন মান্য) নেতা। এরপর সা'দ (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি যদি আমাকে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে বাধা প্রদান কর, তবে আমিও তোমার সিরিয়ার সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের রাস্তা বন্ধ করে দিব। উমাইয়া সা'দ (রা)-কে তখন বলতে লাগল, তোমার স্বর উঁচু করো না এবং সে তাঁকে বিরত করতে চেষ্টা করতে লাগল। তখন সা'দ (রা) ক্রোধাপ্ত হয়ে বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি মুহাম্মদ صلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ-কে বলতে শুনেছি, তারা তোমাকে হত্যা করবে। উমাইয়া বলল, আমাকেই? তিনি বললেন হাঁ (তোমাকেই)। উমাইয়া বলল, আল্লাহর কসম মুহাম্মদ صلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। এরপর উমাইয়া তাঁর স্ত্রীর কাছে ফিরে এসে বলল, তুমি কি জান, আমার ইয়াসরিবী ভাই (মদীনা) আমাকে কি বলেছে? স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল কি বলেছে? উমাইয়া বলল, সে মুহাম্মদ صلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ-কে বলতে শুনেছে যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। তাঁর স্ত্রী বলল, আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ صلَّى اللّٰহُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ত মিথ্যা বলেন না। যখন মক্কার মুশরিকরা বদরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল এবং আহবানকারী আহবান চালাল। তখন উমাইয়ার স্ত্রী তাঁকে শ্রবণ করিয়ে দিল, তোমার ইয়াসরিবী ভাই তোমাকে যে কথা বলছিল সে কথা কি তোমার শ্রবণ নেই? তখন উমাইয়া (বদরের যুদ্ধে) না যাওয়াই সিদ্ধান্ত নিল। আবু জেহেল তাঁকে বলল, তুমি এ অঞ্চলের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা। (তুমি যদি না যাও তবে কেউ-ই যাবে না) আমাদের সাথে দুই একদিনের পথ চল। (এরপর না হয় ফিরে আসবে।) উমাইয়া তাঁদের সাথে চলল। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় (বদর প্রান্তে মুসলমানদের হাতে) সে নিহত হল।

২২৭৮

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ  
الْمُفَিরَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ  
اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ مُجَتمِعِينَ  
فِي صَعِيدٍ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي بَعْضِ نَزَعَهُ  
ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ أَخْذَهَا عَمَرُ، فَأَسْتَحَالَتْ بَيْدِهِ غَرَبًا ، فَلَمَّا أَرَ

عَبْقَرِيًّا فِي النَّاسِ يَفْرِي فَرِيًّةً، حَتَّىٰ ضَرَبَ النَّاسَ بَعْطَنِ \* وَقَالَ  
هَمَّامٌ سَمِعْتُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَنَزَعَ أَبُو بَكْرٍ ذُنُوبَيْنِ -

**৩৩৭১** আবদুর রহমান ইবন শায়বা (র) ..... আবদুল্লাহ (ইবন উমর) (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, একদা (স্বপ্নে) লোকজনকে একটি মাঠে সমবেত দেখতে পেলাম। তখন আবু বক্র (রা) উঠে দাঢ়ালেন এবং (একটি কৃপ থেকে) এক অথবা দুই (রাবির সন্দেহ) বালতি পানি উঠালেন। পানি উঠাতে তিনি দুর্বলতা বোধ করছিলেন। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন। তারপর উমর (রা) বালতিটি হাতে নিলেন। বালতিটি তখন বৃহদাকার হয়ে গেল। আমি মানুষের মধ্যে পানি উঠাতে উমরের মত দক্ষ ও শক্তিশালী ব্যক্তি কখনো দেখিনি। অবশেষে উপস্থিত লোকেরা তাদের উটগুলিকে পানি পান করিয়ে উটশালায় নিয়ে গেল। হাশাম (র) (একজন রাবী) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি আবু বক্র দু'বালতি পানি উঠালেন।

**৩৩৭৩** حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ التَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ  
أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ قَالَ أَنْبَيْتُ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيِّ  
ﷺ وَعِنْدَهُ أُمَّ سَلَمَةَ فَجَعَلَ تُحَدِّثُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأُمَّ  
سَلَمَةَ مَنْ هَذَا أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ قَاتَلَتْ هَذَا دِحْيَةُ فَقَاتَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ أَيْمَ  
اللَّهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ حَتَّىٰ سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ يُخْبِرُ  
جِبْرِيلَ أَوْ كَمَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا قَالَ مِنْ  
أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ -

**৩৩৭৩** আবাস ইবন ওয়ালীদ (র) ..... আবু উসমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে জানানো হল যে, একবার জিবরাইল (আ) নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসলেন। তখন উম্মে সালামা (রা) তাঁর নিকট ছিলেন। তিনি এসে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলেন। তারপর উঠে গেলেন। নবী করীম ﷺ উম্মে সালামাকে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটিকে চিনতে পেরেছ কি? তিনি বললেন, এতো দেহাইয়া। উম্মে সালামা (রা) বলেন, আল্লাহর কসম। আমি দেহাইয়া বলেই বিশ্বাস করছিলাম কিন্তু নবী করীম ﷺ-কে তাঁর খুত্বায় জিবরাইল (আ)-এর আগমনের কথা বলতে শুনলাম। (সুলায়মান (রাবী) বলেন) আমি আবু উসমানকে জিজ্ঞাসা করলাম এ হাদীসটি আপনি কার কাছে শুনেছেন? তিনি বললেন, উসামা ইবন যায়েদ (রা)-এর নিকট শুনেছি।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২০৭৬ . بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : يَعْرِفُونَ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

২০৭৬. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : কাফিরগণ নবী করীম ﷺ-কে সেৱন কিন্তু সেৱন করে যেকে তারা তাদের সজ্ঞানদেরকে চিনে, এবং তাদের এক দল জেনে শুনেই সত্য গোপন করে থাকে। (২: ১৪৬)

٣٣٧٤

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جَاؤُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأً زَيَّنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَجِدُونَ فِي التُّورَاةِ فِي شَأنِ الرَّجْمِ، فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجلِّدُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتُوا بِالْتُّورَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ارْفِعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالُوا صَدَقَ يَامُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمْرَبِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَاً قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيْهَا الْحِجَارَةَ -

৩৩৭৪ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, ইয়াতুন্দীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে এসে বলল, তাদের একজন পুরুষ ও একজন মহিলা ব্যভিচার করেছে। নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা সম্পর্কে তাওরাতে কি বিধান পেয়েছে? তারা বলল, আমরা এদেরকে লাপ্তি করব এবং তাদের বেত্তাঘাত করা হবে। আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা)

বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছ। তাওরাতে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যার বিধান রয়েছে। তারা তাওরাত নিয়ে এসে বাহির করল এবং প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা সংক্রান্ত আয়াতের উপর হাত রেখে তার পূর্বে ও পরের আয়াতগুলি পাঠ করল। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বললেন, তোমার হাত সরাও। সে হাত সরাল। তখন দেখা গেল তথায় প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করার বিধান রয়েছে। তখন ইয়াহুদিদের বলল, হে মুহাম্মদ! তিনি (আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম) সত্যই বলছেন। তাওরাতে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যার বিধানই রয়েছে। তখন নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ প্রস্তর নিক্ষেপে দু'জনকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি (প্রস্তর নিক্ষেপকালে) এ পুরুষটিকে মেয়েটির দিকে ঝুকে পড়তে দেখেছি। সে মেয়েটিকে প্রস্তরের আঘাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিল।

## ٢٠٧٧. بَابُ سُوَالِ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُرِيهِمُ النَّبِيُّ ﷺ آيَةً فَأَرَاهُمْ اِنْشِقَاقَ الْقَمَرِ

২০৭৭. পরিচ্ছেদ ৪: মুশরিকরা মুজিয়া দেখানোর জন্য নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর নিকট আহ্বান জানালে তিনি চাঁদ দু'টুকরা করে দেখালেন

[ ٣٣٧٥ ]

حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي أَبِي  
نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ قَالَ انْشَقَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِقَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
إِشْهَدُوا -

[ ৩৩৭৫ ] সাদাকা ইব্ন ফায়ল (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর যুগে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। তখন নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক।

[ ٣٣٧٦ ]

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ  
قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ \* وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ  
حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثُهُمْ أَنَّ أَهْلَ  
مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرِيهِمْ آيَةً فَأَرَاهُمْ اِنْشِقَاقَ الْقَمَرِ -

৩৩৭৬ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ও খালীফা (র) ..... আনাস (ইবন মালিক) (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কাবাসী কাফিররা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মুজিয়া দেখানোর জন্য দাবী জানালে তিনি তাদেরকে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করে দেখালেন।

٢٣٧٧

حَدَّثَنِيْ خَلْفُ بْنُ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضْرَبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاقِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْقَمَرَ اتَّشَقَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৩৭৭ খালাফ ইবন খালিদ আল-কুরায়শী (র) ..... ইবন আব্রাহিম (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ-এর যামানায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল।

٢٠٧٨ بَابٌ

২০৭৮. পরিচ্ছেদ :

٢٣٧٨

حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّيْ حَدَّثَنَا مُعاذٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةً وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمَصْبَاحَيْنِ يُضِيَّانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا ، فَلَمَّا افْتَرَقا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ -

৩৩৭৮ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ..... আনাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর দু'জন সাহাবী (আব্রাহিম ইবন বিশ্র ও উসাইদ ইবন হ্যাইর (রা) অঙ্ককার রাতে নবী করীম ﷺ-এর দরবার হতে বের হলেন, তখন তাদের সাথে দু'টি বাতির ন্যায় কিছু তাদের সম্মুখভাগ আলোকিত করে চলল। যখন তারা পৃথক হয়ে গেলেন তখন প্রত্যেকের সাথে এক একটি বাতি চলতে লাগল। অবশেষে তারা নিজ নিজ বাড়ীতে পৌছে গেলেন।

٣٣٧٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَشْوَدِ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ الْمُفِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّىٰ يَأْتِيهِمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ -

৩৩৭৯ আবদুল্লাহ ইবন আবুল আসওয়াদ (র) ..... মুগিরা ইবন শুবা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম বলেন আমার উচ্চতের একটি দল সর্বদা বিজয়ী থাকবে। এমন কি কিয়ামত আসবে তখনও তারা বিজয়ী থাকবে।

٣٣٨٠ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ، قَالَ عُمَيْرٌ بْنُ هَانِيٍّ فَقَالَ مَالِكٌ بْنُ يُخَامِرٍ قَالَ مُعَاذًا وَهُمْ بِالشَّامِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ هَذَا مَالِكٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ وَهُمْ بِالشَّامِ -

৩৩৮০ হমায়দী (র) ..... মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম -কে বলতে শুনেছি, আমার উচ্চতের একটি দল সর্বদা আল্লাহর দীনের উপর অটল থাকবে। তাদেরকে যারা সাহায্য না করবে অথবা তাদের বিরোধীতা করবে, তারা তাদের কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি কিয়ামত আসা পর্যন্ত তাঁরা তাদের অবস্থার উপর ম্যবুত থাকবে। উমাইর ইবন হানী (র) মালিক ইবন ইউখামিরের (র) বরাত দিয়ে বলেন, মু'আয় (রা) বলেছেন, ঐ দলটি সিরিয়ার অবস্থান করবে। মু'আবিয়া (র) বলেন, মালিক (র)-এর ধারণা যে ঐ দলটি সিরিয়ায় অবস্থান করবে বলে মু'আয় (রা) বলেছেন।

٣٣٨١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفِّيَانُ حَدَّثَنَا شَبَّابُ بْنُ غَرْقَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَىَ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ هُوَ الْبَارِقِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاءَ فَشَتَّرَ لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ

إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاءَ فَدَعَالَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ  
لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِيعَ فِيهِ، قَالَ سُفِيَّانَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ  
جَاءَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ شَبِيبَ مِنْ عُرُوَةَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ  
شَبِيبٌ إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ عُرُوَةَ، قَالَ سَمِعْتُ الْخَيْرَ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ  
وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي  
الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِي دَارِهِ سَبْعِينَ فَرَسًا ، قَالَ  
سُفِيَّانُ يَشْتَرِي لَهُ شَاءَ كَائِنًا أَضْحِيَّةً -

**৩৩৮১** আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... উরওয়া বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ-একটি বকরী ক্রয় করে দেয়ার জন্য তাকে একটি দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) দিলেন। তিনি ঐ দীনার দিয়ে দু'টি বকরী ক্রয় করলেন। তারপর এক দীনার মূল্যে একটি বকরী বিক্রি করে দিলেন এবং নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে একটি বকরী ও একটি দীনার নিয়ে হায়ির হলেন। তা দেখে তিনি তার ব্যবসা বাণিজ্য বরকত হওয়ার জন্য দু'আ করে দিলেন। এরপর তার অবস্থা এমন হল যে, ব্যবসার জন্য যদি মাটিও তিনি খরীদ করতেন তাতেও তিনি লাভবান হতেন। সুফিয়ান (র) শাবীর (র) (একজন রাবী) বলেন, আমি উরওয়া (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে বরকত ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত। রাবী বলেন, আমি তার গৃহে সন্তুষ্ট ঘোড়া দেখেছি। সুফিয়ান (র) বলেন, নবী ﷺ-এর জন্য যে বকরীটি ক্রয় করা হয়েছিল, তা ছিল কুরবানীর উদ্দেশ্যে।

**৩৩৮২** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ  
عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ  
فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

**৩৩৮২** مুসান্দাদ (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেন, ﷺ ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ ও বরকত নিহিত রয়েছে।

**৩৩৮৩** حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ  
مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ -

**৩৩৮৩** কায়স ইবন হাফ্স (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী কর্মীম رض বলেন, ঘোড়ার কপালে কল্যাণ ও বরকত নিহিত রয়েছে।

**৩৩৮৪** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زِيدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي  
صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ  
الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِرَّ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَإِنَّمَا الَّذِي لَهُ  
أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا  
أَصَابَتْ فِي طِيلَاهَا مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ وَلَوْ أَنَّهَا  
قَطَعَتْ طِيلَاهَا فَأَسْتَنَتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ أَرْوَاثَهَا حَسَنَاتٌ لَهُ  
وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ حَسَنَاتٌ  
وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغْنِيَا وَسِترًا وَتَعْفُفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا  
وَظُهُورِهَا فَهِيَ لَهُ كَذَلِكَ سِترٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ  
الْإِسْلَامِ فَهِيَ وِزْرٌ لَهُ، وَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْحُمْرِ، فَقَالَ مَا أُنْزِلَ  
عَلَىٰ فِيهَا إِلَّا هُذِهِ الْأَيْةُ الْجَامِعَةُ الْفَادِهُ : فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا  
يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ -

**৩৩৮৫** আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কর্মীম رض বলেছেন, ঘোড়া তিন প্রকার। (ঘোড়া পালন) একজনের জন্য পুণ্য, আর একজনের জন্য (দারিদ্র্য দেকে রাখার) আবরণ ও অন্য আর একজনের জন্য পাপের কারণ। সে ব্যক্তির জন্য পুণ্য, যে আল্লাহর  
রাস্তায় (জিহাদ করার উদ্দেশ্যে) ঘোড়াকে সদা প্রস্তুত রাখে এবং সে ব্যক্তি যখন লম্বা দড়ি দিয়ে ঘোড়াটি  
কোন চারণভূমি বা বাগানে বেঁধে রাখে তখন ঐ লম্বা দড়ির মধ্যে চারণভূমি অথবা বাগানের যে অংশ পড়বে

তত পরিমাণ সাওয়াব সে পাবে। যদি ঘোড়াটি দড়ি ছিড়ে ফেলে এবং দুই একটি টিলা পার হয়ে কোথাও চলে যায় তার পরে তার লেদাগুলিও নেকী বলে গণ্য হবে। যদি কোন নদী-নালায় গিয়ে পানি পান করে, মালিক যদিও পান করানোর ইচ্ছা করে নাই তাও তার নেক আমলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের স্বচ্ছতা দারিদ্রের গ্রানি ও পরমুখাপেক্ষিতা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ঘোড়া পালন করে এবং তার গর্দান ও পিঠে আল্লাহর যে হক রয়েছে তা ভুলে না যায়। (অর্থাৎ তাঁর ধাকাত আদায় করে) তবে এই ঘোড়া তার জন্য আয়াব থেকে আবরণ স্বরূপ। অপর এক ব্যক্তি যে অহংকার, লোক দেখানো এবং আহলে ইসলামের সাথে শক্তার কারণে ঘোড়া লালন-পালন করে এ ঘোড়া তার জন্য পাপের বোৰা হবে। নবী কর্রাম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -কে গাধা (পালন) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন, এ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোন আয়াত আমার নিকট অবজীর্ণ হয়নি। তবে ব্যাপক অর্ধবোধক অনুপম আয়াতটি আমার নিকট নাখিল হয়েছে: যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ নেক আমল করবে সে তার প্রতিফল অবশ্যই দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সেও তার প্রতিফল দেখতে পাবে। (১৯৯: ৭৮)

٣٣٨٥

حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ  
 سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ صَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 خَيْبَرَ بُكْرَةً وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمَسَاجِيْدِ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ  
 وَالْخَمِيسُ وَأَحَالُوا إِلَى الْحِصْنِ يَسْعَوْنَ فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدِيهِ وَقَالَ  
 اللَّهُ أَكْبَرُ خَرَبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَّلْنَا بِسَاحَةِ قَبْوِ فَسَاءَ صَبَّاحُ  
 الْمُنْذَرِيْنَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ دَعْ فَرَقَعَ يَدِيهِ فَإِنِّي أَخْتَىْ أَنْ لَا تَكُونَ  
 مَحْفُوظًا وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَرَقَعَ يَدِيهِ فَإِنَّهُ عَرِيبٌ جَدًا -

৩৩৮৫] আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ খুব ভোরে খায়বারে পৌছলেন। তখন খায়বারবাসী কোদাল নিয়ে ঘর থেকে বের হচ্ছিল। তাঁকে صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -কে দেখে তারা বলতে লাগল, মুহাম্মদ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ পুরা সৈন্য বাহিনী নিয়ে এসে পড়েছে। (এ বলে) তারা দৌড়ানোড়ি করে তাদের সুরক্ষিত কিল্লায় চুকে পড়ল। নবী কর্রাম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ দু'হাত উপরে উঠিয়ে বললেন, “আল্লাহ আকবার” খায়বার ধ্রংস হোক, আমরা যখন কোন জাতির (বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে), তাদের আঙ্গনায় অবতরণ করি তখন এসব আতঙ্কহস্ত লোকদের প্রভাতটি অত্যন্ত অশুভ হয়। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) (র) বলেন, ফর্কটি বর্জন করুন। কেননা আমার ধারণা যে, এ শব্দটি বিশুদ্ধ বর্ণনায় পাওয়া যায় না। যদি পাওয়াও যায় তবে তা নিশ্চয়ই অপ্রসিদ্ধ হবে।

٣٣٨٦ حَدَّثَنِي أَبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُتَذَرِّ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي الْفَدَىكِ عَنْ أَبْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا فَأَنْسَاهُ قَالَ أُبْسُطْ رِدَاءَكَ فَبَسَطْتُ فَغَرَفَ بِيَدِهِ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ ضُمِّهُ فَخَمَّمْتُهُ فَمَا نَسِيْتُ حَدِيثًا بَعْدُ -

৩৩৮৭ ইব্রাহীম ইবন মুনফির (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলল্লাহ ! আপনার থেকে অনেক হাদীস আমি শুনেছি, তবে তা আমি ভুলে যাই । তিনি সংস্কৃত সহজেই বললেন, তোমার চাদরটি বিছাও । আমি চাদরটি বিছিয়ে দিলেম । তিনি তার হাত দিয়ে চাদরের মধ্যে কি যেন রাখলেন এবং বললেন, চাদরটি (গুটিয়ে তোমার বুকে) চেপে ধর । আমি (বুকের সাথে) চেপে ধরলাম, তারপর আমি আর কোন হাদীস ভুলি নাই ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২০৭৯ . بَابُ فَضَائِلِ اصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ صَاحِبَ النَّبِيَّ ﷺ  
أُورَاهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مِنْ اصْحَابِهِ

২০৭৯. পরিচ্ছেদ : নবী কর্মী কর্মী-এর সাহাবা কেরামের ফর্মালত । মুসলমানদের মধ্য থেকে নবী কর্মী কর্মী-এর সাহচর্য পেয়েছেন অথবা তাকে যিনি দেখেছেন তিনি তাঁর সাহাবী

৩৩৮৭ حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ أَبْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ بْنِ الْخُدَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِيُ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُونَ

فَيَأْمَنُ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ هَلْ فِيهِمْ مَنْ صَاحِبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِيُ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فَيَأْمَنُ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ هَلْ فِيهِمْ مَنْ صَاحِبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَأْتِيُ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فَيَأْمَنُ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ هَلْ فِيهِمْ مَنْ صَاحِبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ -

**৩০৮৭** آলী ইবন আবদুল্লাহ (রা) ..... আবু সাউদ খুদুরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বলেছেন, জনগণের উপর এমন এক সময় আসবে যখন তাদের বিরাট সৈন্যবাহিনী জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন? (অর্থাৎ সাহাবী) তাঁরা বলবেন, হঁ আছেন। তখন (ঐ সাহাবীর বরকতে) তাদেরকে জয়ী করা হবে। তারপর জনগণের উপর পুনরায় এমন এক সময় আসবে যখন তাদের বিরাট বাহিনী (শত্রুদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধে লিঙ্গ থাকবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভে ধন্য কিংবা কোন ব্যক্তির (সাহাবীর) সাহচর্য লাভ করেছেন? (অর্থাৎ তাবেয়ী) তখন তাঁরা বলবেন, হঁ আছেন। তখন (ঐ তাবেয়ীর বরকতে) তাদেরকে জয়ী করা হবে। এরপর লোকদের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের বিরাট বাহিনী জিহাদে অংশগ্রহণ করবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণের সাহচর্য লাভকারী কোন ব্যক্তির (তাবেয়ীর) সাহচর্য লাভ করেছেন? (অর্থাৎ তাবে'-তাবেয়ী) বলা হবে আছেন। তখন তাদেরকে (ঐ তাবে'-তাবেয়ীর বরকতে) জয়ী করা হবে।

**٣٢٨٨** حَدَّثَنِي أَشْحَقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضْرِبَ سَمِعْتُ عُمَرَانَ بْنَ حُصَيْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرٌ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوَنُهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوَنُهُمْ، قَالَ عُمَرَانُ فَلَا أَدْرِي أَذْكَرَ بَعْدَ قَرْنِي قَرْنِيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهِدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمِنُونَ، وَيَنْدِرُونَ وَلَا يَفْوَنَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمْنُ -

**[৩০৮]** ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ (র) ..... ইমরান ইবন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন, আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার (সাহাবীগণের) যুগ। এরপর তৎসংলগ্ন যুগ (তাবেয়ীদের যুগ)। এরপর তৎসংলগ্ন যুগ (তাবে'-তাবেয়ীদের যুগ)। ইমরান (রা) বলেন, তিনি তাঁর যুগের পর দ্বৃয়ুগ অথবা তিনি যুগ বলছেন তা আমার স্মরণ নেই। তারপর (তোমাদের যুগের পর) এমন লোকের আগমন ঘটবে যারা সাক্ষ্য প্রদানে আগ্রহী হবে অথচ তাদের নিকট সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে তাদেরকে কেউ বিশ্বাস করবে না। তারা মানত করবে কিন্তু তা পূরণ করবে না। পার্থিব ভোগ বিলাসের কারণে তাদের মাঝে চর্বিযুক্ত স্তুলদেহ প্রকাশ পাবে।

**[৩২৮]** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ، قَرِنَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوَنُهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلْوَنُهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْقِي شَهَادَةً أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ \* قَالَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانُوا يَضْرِبُونَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِفَارٌ -

**[৩০৯]** মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেন, আমার উম্মতের সর্বোচ্চম মানুষ আমার যুগের মানুষ (সাহাবীগণ)। এরপর তৎসংলগ্ন যুগ। তারপর তৎসংলগ্ন যুগ। তারপর এমন লোকদের আগমন হবে যাদের কেউ কেউ সাক্ষ্য প্রদানের পূর্বে কসম এবং কসমের পূর্বে সাক্ষ্য প্রদান করবে। (মিথ্যাকে প্রমাণিত করার জন্য সাক্ষ্য, হলফ ইত্যাদি নির্ধিধায় করতে থাকবে।) ইব্রাহীম (নাখ্যী; রাবী) বলেন, ছোট বেলায় আমাদের মুরুবীগণ আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য এবং ওয়াদা-অঙ্গীকার করার কারণে আমাদেরকে মারধর করতেন।

২০৮. بَابُ مَنَاقِبِ الْمُهَاجِرِينَ وَقَضَلِيهِمْ ، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ التَّبَيْمِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : لِلْفَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الْأَيْةُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ أَلْيَةٌ قَالَتْ عَائِشَةٌ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَارِ

২০৮০. পরিচ্ছেদ : মুহাজিরগণের মর্যাদা ও ফর্যীলত তাদের মধ্য থেকে আবৃ বক্র আবদুল্লাহ ইবন আবৃ কুহাফা তায়মী (রা)। মহান আল্লাহর বাণী : এ সম্পদ অভাবগত মুহাজিরদের জন্য ... .. (৫৯ : ৮) এবং মহান আল্লাহর বাণী যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর তবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন। (৯ : ৪০) আয়েশা, আবু সাউদ ও ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আবৃ বক্র (রা) নবী ﷺ-এর সাথে সাওর পর্বতের শুহায় ছিলেন

٣٣٩٠

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءَ حَدَّثَنَا أَسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ أَشْتَرَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ عَازِبٍ رَحْلًا بِثَلَاثَةِ عَشَرَ دِرْهَمًا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعَازِبٍ مُرِّ الْبَرَاءَ فَلَيَحْمِلْ إِلَيَّ رَحْلَى ، فَقَالَ عَازِبٌ لَأَحَدِي تُحَدِّثَنَا كَيْفَ صَنَعْتَ أَنْتَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ خَرَجْتُمَا مِنْ مَكَّةَ وَالْمُشْرِكُونَ يَطْلَبُونَكُمْ؟ قَالَ أَرْتَحَلْنَا مِنْ مَكَّةَ فَأَحْبَيْنَا أَوْ سَرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتَّى أَظْهَرْنَا وَقَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ فَرَمَيْتُ بِبَصَرِيْ هَلْ أَرَى مِنْ ظِلٍّ فَأَوْيَ إِلَيْهِ فَإِذَا صَخْرَةً أَتَيْتُهَا ، فَنَظَرَتُ بِقِيَّةً ظِلٌّ لَهَا فَسَوَيْتُهُ ثُمَّ فَرَشَتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِيهِ ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ اصْطَبِعْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَاصْطَبَعَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ انْطَلَقْتُ أَنْظُرُ مَاحَوْلِيْ هَلْ أَرَى مِنَ الطَّلْبِ أَحَدًا ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعِيْ غَنَمٍ يَسْوُقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا الذِيْ أَرَدَنَا ، فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ لِمَنْ أَنْتَ يَاغْلَامْ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَاهُ فَعَرَفَتُهُ ، فَقُلْتُ فَهَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنِ؟ قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ فَهَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لَبَنًا؟ قَالَ نَعَمْ ، فَأَمْرَتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاهَ مِنْ غَنَمِهِ ثُمَّ أَمْرَتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرَعَهَا مِنَ الْغُبَارِ ، ثُمَّ أَمْرَتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفِيَّهِ فَقَالَ هَكَذَا ضَرَبَ أَحَدُ كَفِيَّهِ بِالْأُخْرَى ، فَحَلَبَ لَيْ

كُثُبَةُ مِنْ لَبَنٍ، وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِدَوَةً عَلَى فَمِهَا خَرْفَةً  
 فَصَبَبَتُ عَلَى الْلَبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ، فَأَنْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 فَوَافَقْتُهُ قَدْ اسْتَيْقَظَ، فَقُلْتُ أَشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَشَرَبَ حَتَّى  
 رَضِيَتْ، ثُمَّ قُلْتُ قَدْ أَنَّ الرَّحِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَلَى، فَأَرْتَحَلْنَا  
 وَالْقَوْمُ يَطْلَبُونَا فَلَمْ يُدْرِكُنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ غَيْرُ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكَ بْنِ  
 جُعْشَمٍ عَلَى فَرَسِهِ، فَقُلْتُ هَذَا الْطَّلْبُ قَدْ لَحِقَنَا يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ  
 لَا تَحْزُنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا -

**৩৩৯০** আবদুল্লাহ ইব্ন রাজা (র) ..... বারা (ইব্ন আযিব) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবৃ বকর (রা) আযিব (রা)-এর নিকট থেকে তের দিরহাম মূল্যের একটি হাওদা ক্রয় করলেন। আবৃ বকর (রা) আযিবকে বললেন, তোমার ছেলে বারাকে হাওদাটি আমার কাছে পৌছে দিতে বল। আযিব (রা) বললেন, আমি বারাকে বলব না যতক্ষণ আপনি আমাদেরকে (হিজরতের ঘটনা) সবিস্তার বর্ণনা করে শুনাবেন যে আপনি ও নবী করীম صلوات الله عليه وسلم কি করছিলেন যখন আপনারা (হিজরতের উদ্দেশ্যে) মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন; আর মক্কার মুশর্রিকগণ আপনাদের পিছু ধাওয়া করেছিল। আবৃ বকর (রা) বললেন, আমরা মক্কা থেকে বেরিয়ে সারারাত এবং পরের দিন দুপুর পর্যন্ত অবিরাম চললাম। যখন ঠিক দুপুর হয়ে গেল, এবং উত্তাপ তীব্রতর হলো আমি চারিদিকে চেয়ে দেখলাম কোথাও কোন ছায়া দেখা যায় কিনা, যেন আমরা সেখানে বিশ্রাম নিতে পারি। তখন একটি বৃহদাকার পাথর নয়ের পড়ল। এই পাথরটির পাশে কিছু ছায়াও আছে। আমি সেখানে আসলাম এবং ঐ ছায়াবিশিষ্ট স্থানটি সমতল করে নবী করীম صلوات الله عليه وسلم-এর জন্য বিছানা করে দিলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর নবী, আপনি এখানে শুয়ে পড়ুন, তিনি শুয়ে পড়লেন। আমি চতুর্দিকের অবস্থা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম, আমাদের তালাশে কেউ আসছে কিনা? ঐ সময় আমি দেখতে পেলাম, একজন মেষ রাখাল তার ডেড় ছাগল হাঁকিয়ে ঐ পাথরের দিকে আসছে। সেও আমাদের মত ছায়া তালাশ করছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে যুবক, তুমি কার রাখাল? সে একজন কুরাইশের নাম বলল, আমি তাকে চিনতে পারলাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বক্রীর পালে দুঃখবর্তী বক্রী আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ, আছে। আমি বললাম, তুমি কি আমাদেরকে দুধ দোহন করে দিবে? সে বলল, হ্যাঁ, দিব। আমি তাকে তা দিতে বললাম তৎক্ষণাত্মে বক্রীর পাল থেকে একটি বক্রী ধরে নিয়ে এল। এবং পিছনের পা দুটি বেঁধে নিল। আমি তাকে বললাম, বক্রীর স্তন দুটি খেড়ে যুক্ত ধূলাবালি থেকে পরিষ্কার করে নেও এবং তোমার হাত দুটি পরিষ্কার কর। তিনি এক হাত অন্য হাতের উপর মেরে (পরিষ্কারের পদ্ধতিটিও) দেখালেন। এরপর সে আমাদিগকে পাত্রভরে দুধ এনে দিল। আমি নবী করীম صلوات الله عليه وسلم-এর জন্য এমন একটি চামড়ার পাত্র সাথে রেখে ছিলাম যার মুখ কাপড় দ্বারা বাঁধা

ছিল। আমি দুধের মধ্যে সামান্য পানি মিশিয়ে দিলাম যেন দুধের নিম্নভাগও ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এরপর আমি দুধ নিয়ে নবী করীম ﷺ খেদমতে হাথির হয়ে দেখলাম তিনি জেগেছেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি দুধ পান করুন। তিনি দুধ পান করলেন; আমি খুশী হলাম। তারপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের রওয়ানা হয়ে যাওয়ার সময় হয়েছে কি? তিনি বললেন, হাঁ হয়েছে। আমরা রওয়ানা হয়ে পড়লাম। মক্কাবাসী মুশরিকরা আমাদের অনুসন্ধানে ছুটাছুটি করছে। কিন্তু সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জশাম ব্যক্তিত আমাদের সন্ধান তাদের অন্য কেউ পায়নি। সে ঘোড়ায় চড়ে আসছিল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অনুসন্ধানকারী আমাদের নিংকটবর্তী। তিনি বললেন, চিন্তা করনা, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ আমাদের সাথে রয়েছেন।

٣٣٩١

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَإِنِّي فِي الْفَارِلَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدْمَيْهِ لَا بُصَرَنَا فَقَالَ مَا ظَنْتُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِإِثْنَيْنِ اللَّهِ ثَالِثُهُمَا -

**৩৩৯১** মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (র) ..... আবু বক্র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন (সাওর) গুহায় আঞ্চলিক পোন করেছিলাম। তখন আমি নবী করীম ﷺ-কে বললাম, যদি কাফেরগণ তাদের পায়ের নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করে তবে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, হে আবু বক্র, এ দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা হয়ঃ আল্লাহ্ যাঁদের তৃতীয় জন।

২০৮১. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ سُدُوا الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ قَالَهُ  
ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২০৮১. পরিছেদ ৪ নবী করীম ﷺ-এর উক্তি: আবু বক্র (রা) এর দরজা ব্যক্তিত সব দরজা ব্যক্তি করে দাও। এ বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা) নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন

٣٣٩٢

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ  
قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضِيرِ عَنْ بُشَّرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ  
الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسُ وَقَالَ إِنَّ  
اللَّهَ خَيْرٌ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عَنِدَهُ فَاخْتَارَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مَا عَنِدَ اللَّهِ

قَالَ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ فَتَعَجَّبَنَا لِبَكَائِهِ أَنَّ يُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَبْدٍ خَيْرٍ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الْمُخَيْرُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَمْنِ النَّاسِ عَلَىٰ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ أُخْوَةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ لَا يَبْقَيْنَ فِي الْمَسْجِدِ بَابُ الْأَسْدَ الْأَبَابُ أَبِي بَكْرٍ -

**৩৩৯২** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... আবু সাউদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একদিন সাহাবীদের উদ্দেশ্যে খুত্বা প্রদানকালে বললেন, আল্লাহর তাঁর এক প্রিয় বান্দাকে পার্থিব ভোগ বিলাস এবং তাঁর নিকট রক্ষিত নিয়ামতসমূহ এ দুয়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার দান করেছেন এবং ঐ বান্দা আল্লাহর নিকট রক্ষিত নিয়ামতসমূহ গ্রহণ করেছে। রাবী বলেন তখন আবু বকর (রা) কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্না দেখে আমরা আশ্র্যান্বিত হলাম। নবী করীম ﷺ এক বান্দার খবর দিচ্ছেন যাকে এভাবে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে (তাতে কান্নার কী কারণ থাকতে পারে?) কিন্তু পরে আমরা বুঝতে পারলাম, ঐ বান্দা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন এবং আবু বকর (রা) আমাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি তাঁর ধন-সম্পদ দিয়ে, তাঁর সাহচর্য দিয়ে আমার উপর সর্বাধিক ইহসান করেছে সে ব্যক্তি হল আবু বকর (রা)। আমি যদি আমার রব ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বক্সুরপে গ্রহণ করতাম, তবে অবশ্যই আবু বকরকে করতাম। তবে তাঁর সাথে আমার দীনি ভাত্তু, আন্তরিক মহববত রয়েছে। মসজিদের দিকে আবু বকরের দরজা ব্যতীত অন্য কোন দরজা খোলা রাখা যাবে না।

## ২০৮২. بَابُ قَصْلِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ

২০৮২. পরিচ্ছেদ ৪: নবী করীম ﷺ-এ পরেই আবু বকরের মর্যাদা

**৩৩৯৩** حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الخطَّابِ ثُمَّ

عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -

**৩৩৯৩** আবদুল আয়ীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় সাহাবীগণের পরম্পরের মধ্যে মর্যাদা নিরূপণ করতাম। আমরা সর্বাপেক্ষা মর্যাদা দিতাম আবু বকর (রা)-কে তারপর উমর ইব্ন খাতাব (রা)-কে, তারপর উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-কে।

٢٠٨٣ . بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ

২০৮৩. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ-এর উক্তি : আমি যদি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। আবু সাঈদ (রা) এটা বর্ণনা করেছেন

**৩৩৯৪** حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ ابْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي -

**৩৩৯৫** মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, আমি আমার উম্মতের কাউকে যদি অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম। তবে তিনি আমার (দীনি) ভাই ও সাহাবী।

**৩৩৯৫** حَدَّثَنَا مُعْلَى بْنُ أَسَدٍ وَمُوسَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُوبَ وَقَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا وَلَكِنْ أَخْوَةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَيُوبَ مِثْلُهُ -

**৩৩৯৫** মু'আল্লা ইব্ন আসাদ ও মুসা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আইযুব (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ (বলেন, আমি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে তাকেই (আবু বকরকেই) অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু ইসলামী ভাতৃত্বই সর্বোত্তম। কৃতায়বা (র) ..... আইযুব (র) থেকে অনুৰূপ বর্ণনা করেন।

**٣٣٩٦** حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلِيكَةَ قَالَ كَتَبَ أَهْلُ الْكُوفَةَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيرِ فِي الْجَدِّ فَقَالَ أَمَا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْكُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَأَتَخَذَتُهُ أَنْزَلَهُ أَبَا يَعْنَى أَبَا بَكْرٍ -

**৩৩৯৬** সুলায়মান ইবন হারব (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন আবু মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুফাবাসীগণ দাদার (মিরাস) সম্পর্কে জানতে চেয়ে ইবন যুবায়রের নিকট পত্র পাঠালেন, তিনি বললেন, এ মহান ব্যক্তি যাঁর সম্পর্কে নবী করীম ﷺ বলেছেন, এ উচ্চতের কাউকে যদি অন্তরঙ্গ বস্তুরপে গ্রহণ করতাম, তবে তাকেই করতাম, (অর্থাৎ আবু বকর (রা)) তিনি দাদাকে মিরাসের ক্ষেত্রে পিতার সম্পর্যায়ভূক্ত করেছেন।

## ٢٠٨٤ . بَابٌ

২০৮৪. পরিচ্ছেদ ৪

**٣٣٩٧** حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيرٍ بْنِ مُطْعَمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَتْ أَمْرَأَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَأَمْرَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، قَالَتْ أَرَأَيْتَ أَنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ كَائِنًا تَقُولُ الْمَوْتَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ -

**৩৩৯৭** হমাইদী ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... জুবায়র ইবন মুত্তাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মহিলা নবী করীম ﷺ -এ খেদমতে এল। (আলোচনা শেষে যাওয়ার সময়) তিনি তাঁকে আবার আসার জন্য বললেন। মহিলা বলল, আমি এসে যদি আপনাকে না পাই তবে কি করব? একথা দ্বারা মহিলাটি নবী ﷺ -এর ওফাতের প্রতি ঈঙ্গিত করেছিল। তিনি ﷺ বললেন, যদি আমাকে না পাও তবে আবু বকরের নিকট আসবে।

**٣٣٩٨** حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الطَّيْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ

عَمَّارًا يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ الْأَخْمَسَةُ أَعْبُدُ  
وَأَمْرَأَتَانِ وَأَبُو بَكْرٍ -

**৩৩৯৮**      আহমদ ইব্ন আবু তৈয়েব (র) ..... আম্বার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি  
রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমন অবস্থায় দেখেছি যে তাঁর সাথে মাত্র পাঁচজন গোলাম, (বিলাল, যায়েদ ইব্ন  
হারিসা, আমির ইব্ন ফুহাইরা, আবু ফুকীহা ও আম্বারের পিতা ইয়াসির) দু'জন মহিলা (খাদীজা ও সুমাইয়া)  
এবং আবু বকর (রা) ব্যতীত অন্য কেউ ছিল না।

**৩৩৯৯** حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ  
وَاقِدٍ عَنْ بُشْرٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِذِ اللَّهِ أَبِي إِدْرِيسِ عَنْ أَبِي الدَّرَداءِ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ  
آخِذًا بِطَرَفِ ثُوبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكُبَتِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَآمَّا  
صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ فَسَلَمَ، وَقَالَ أَنِّي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبْنِ الْخَطَابِ  
شَيْءٌ، فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَدَمْتُ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرْ لِي فَأَبْلَى عَلَى ذَلِكَ  
فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ، فَقَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَنْ عُمَرَ نَدَمَ  
فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ، فَسَأَلَ أَثَمَ أَبُو بَكْرٍ؟ قَالُوا لَا، فَأَتَى إِلَى النَّبِيِّ  
ﷺ فَسَلَمَ فَجَعَلَ وَجْهَ النَّبِيِّ ﷺ يَتَمَرَّ حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ فَجَئَ  
عَلَى رُكُبَتِيهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ مَرْتَيْنِ، فَقَالَ  
النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ اللَّهَ بَعْثَنِي إِلَيْكُمْ، فَقُلْتُمْ، كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ  
وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَأْكُولُونِي صَاحِبِي مَرْتَيْنِ فَمَا  
أُوذِيَ بَعْدَهَا -

**৩৩৯১** হিশাম ইব্ন আম্বার (র) ..... আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী কর্ণীম  
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় আবু বকর (রা) পরিহিত কাপড়ের একপাশ এমনভাবে ধরে  
[www.alqurans.com](http://www.alqurans.com)

রেখে আসলেন যে তার উভয় হাঁটু বেরিয়ে পড়ছিল। নবী করীম ﷺ বললেন, তোমাদের এ সাথী এইমাত্র কারো সাথে ঝগড়া করে আসছে। (এমন সময় আবৃ বকর (রা) মজলিসে উপস্থিত হয়ে) তিনি সালাম করলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার এবং উমর ইব্ন খাতাবের মাঝে একটি বিষয়ে কিছু বচসা হয়ে গেছে। আমিই প্রথম কষ্ট কথা বলেছি। তারপর আমি লজ্জিত হয়ে তার নিকট ক্ষমা চেয়েছি। কিন্তু তিনি ক্ষমা করতে অঙ্গীকৃতি জানিয়েছেন। এখন আমি আপনার খেদমতে হায়ির হয়েছি। নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহু তোমাকে ক্ষমা করবেন, হে আবৃ বকর (রা)। একথাটি তিনি তিনবার বললেন। এরপর উমর (রা) লজ্জিত ও অনুত্ত হয়ে আবৃ বকর (রা)-এর বাড়ীতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আবৃ বকর কি বাড়ীতে আছেন? তারা বলল, 'না'। তখন উমর (রা) নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে চলে আসলেন। (তাকে দেখে) নবী করীম ﷺ-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। আবৃ বকর (রা) ভীত হয়ে নতজানু হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমিই প্রথম অন্যায় করেছি। একথাটি তিনি দু'বার বললেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহু যখন আমাকে তোমাদের নিকট রাসূল রূপে প্রেরণ করেছেন তখন তোমরা সবাই বলছ, তুমি মিথ্যা বলছ আর আবৃ বকর বলেছে, আপনি সত্য বলছেন। তাঁর জান মাল সর্বস্ব দিয়ে আমার প্রতি যে সহানুভূতি দেখিয়েছে তা নয়ীরবিহীন। তোমরা কি আমার খাতিরে আমার সাথীকে অব্যাহতি প্রদান করবে? এ কথাটি তিনি দু'বার বলেছেন। এরপর আবৃ বকর (রা)-কে আর কখনও কষ্ট দেয়া হয় নি।

٣٤٠٠

حَدَّثَنَا مُعْلَى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ  
خَالِدُ الْحَذَاءُ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعْثَةَ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِيلِ  
فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَئِ النَّاسُ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ عَائِشَةُ فَقُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ؟  
قَالَ أَبُوهَا، قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَعَدَ رِجَالًا -

৩৪০০

মু'আল্লা ইব্ন আসাদ (র) ..... আমর ইব্ন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ তাঁকে যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধের সেনানায়ক করে পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, মানুষের মধ্যে কে আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বললেন, আয়েশা। আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বললেন, আয়েশার পিতা (আবৃ বকর) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কোন লোকটি! তিনি বললেন, উমর ইব্ন খাতাব তারপর আরো কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেন।

٣٤٠١

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو  
سَلَمَةَ أَبْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَمَا رَاعٍ فِي غَنَمٍ عَدَا عَلَيْهِ الدَّبْرُ  
فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِي فَالْتَّفَتَ إِلَيْهِ الدَّبْرُ فَقَالَ مَنْ لَهَا يَوْمَ  
السَّبْعِ يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِيْ، وَبَيْنَمَا رَجُلٌ يَسْوُقُ بَقْرَةً قَدْ حَمَلَ  
عَلَيْهَا فَالْتَّفَتَ إِلَيْهِ فَكَلَمَتُهُ فَقَالَتْ أَنِّي لَمْ أُخْلُقْ لَهُذَا وَلَكِنِّيْ خُلِقْتُ  
لِلْحَرْثِ، قَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِنِّيْ أُوْمِنُ  
بِذَلِكَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعَمْرُ بْنُ الْخَطَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -

**৩৪০১** আবুল ইয়ামান (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলগ্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি; একদা একজন রাখাল তার বকরীর পালের কাছে ছিল। এমতাবস্থায় একটি নেকড়ে বাঘ আক্রমণ করে পাল থেকে একটি বকরী নিয়ে গেল। রাখাল নেকড়ে বাঘের পিছনে ধাওয়া করে বকরীটি ছিনিয়ে আনল। তখন বাঘটি তাকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি বকরীটি ছিনিয়ে নিলে? হিংস্র জঙ্গুর আক্রমণের দিন কে তাকে রক্ষা করবে, যেদিন তার জন্য আমি ব্যতীত অন্য কোন রাখাল থাকবে না। একদা এক ব্যক্তি একটি গাভীর পিঠে আরোহণ করে সেটিকে হাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন গাভীটি তাকে লক্ষ্য করে বলল, আমি এ কাজের জন্য সৃষ্টি হয় নি। বরং আমি কৃষি কাজের জন্য সৃষ্টি হয়েছি। একথা শুনে সকলেই বিশ্বায়ের সাথে বলতে লাগল “সুবহানাল্লাহ”! (কি আশ্চর্য গাভী কথা বলে! বাঘ কথা বলে!) নবী করীম ﷺ বললেন, আমি আবু বকর এবং উমর ইব্ন খাতাব এ কথা বিশ্বাস করি (এ সময়ে তাঁরা দু’জন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।)

**৩৪০২** حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ  
أَخْبَرَنِي أَبْنُ الْمُسَيْبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيلٍ عَلَيْهَا دَلْوٌ  
فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا أَبْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنْبَهَا  
أَوْ ذَنْبَيْهِ وَفِي ذَنْبِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ  
غَرْبًا فَأَخَذَهَا أَبْنُ الْخَطَابِ فَلَمْ أَرْ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزَعُ ذَنْبَهُ عَمَرًا  
حَتَّى ضَرَبَ النَّاسَ بِعَطَنِ -

**৩৪০২** আবদান (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে আমি আমাকে এমন একটি কৃপের কিনারায় দেখতে পেলাম যেখানে বালতিও রয়েছে, আমি কৃপ থেকে পানি উঠালাম যে পরিমাণ আল্লাহু ইছ্বা করলেন। তারপর বালতিটি ইব্ন আবু কুহাফা (আবু বকর) নিলেন এবং এক বা দু'বালতি পানি উঠালেন। তার উঠানোতে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহু তার দুর্বলতাকে ক্ষমা করে দিবেন। তারপর উমর ইব্ন খাতাব বালতিটি তার হাতে নিলেন। তার হাতে বালতিটির আয়তন বেড়ে গেল। আমি কোন দক্ষ, শক্তিশালী বাহাদুর ব্যক্তিকে উমরের ন্যায় পানি উঠাতে দেখিনি। অবশেষে মানুষ (তৎস্ম হয়ে) নিজ নিজ আবাসে অবস্থান নিল।

**৩৪.৩** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَرَّ ثُوبَةً خُلَاءً لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّ أَحَدَ شِقَقِ ثُوبَى يَسْتَرْخَى إِلَّا أَنْ اتَّعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُلَاءً ، قَالَ مُوسَى : قُلْتُ لِسَالِمٍ أَذْكُرْ عَبْدَ اللَّهِ مَنْ جَرَّ ازْارَةً ، قَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ ذَكْرَ الْأَثْوَبَةِ .

**৩৪০৩** মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি গর্বের সাথে পরিহিত কাপড় টাখ্নুর নিম্নভাগে ঝুলিয়ে চলাফ্রিয়া করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহু তার প্রতি রহমতের নথর করবেন না। এ শুনে আবু বকর (রা) বললেন, আমার অজ্ঞাতসারে কাপড়ের একপাশ কোন কোন সময় নীচে নেমে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তো গর্বের সাথে তা করছ না। মূসা (র) বলেন, আমি সালিমকে জিজাসা করলাম, আবদুল্লাহ (রা) কি 'যে ব্যক্তি তার লুঙ্গী ঝুলিয়ে চলল' বলেছেন? সালিম (র) বললেন, আমি তাকে শুধু কাপড়ের কথা উল্লেখ করতে শুনেছি।

**৩৪.৪** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ يَعْنِي الْجَنَّةَ يَاعْبُدَ اللَّهَ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّيَامِ، بَابِ الرِّيَانِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا عَلِيٌّ هَذَا الَّذِي يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، وَقَالَ هَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلُّهَا أَحَدٌ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ -

**৩৪০৪** আবুল ইয়ামান (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন জিনিসের জোড়া জোড়া আস্তাহুর রাস্তায় ব্যয় করবে (পরকালে) তাকে জান্নাতে প্রবেশের জন্য সকল দরজা থেকে আহ্বান করা হবে। বলা হবে, হে আস্তাহুর বাস্তা, এ দরজাই উত্তম। যে ব্যক্তি (অধিক নফল) সালাত আদায়কারী হবে তাকে সালাতের দরজা দিয়ে প্রবেশের আহ্বান জানানো হবে। যে ব্যক্তি জিহাদকারী হবে তাকে জিহাদের দরজা থেকে আহ্বান করা হবে। যে ব্যক্তি (অধিক নফল) সাদকাদানকারী হবে, তাকে সাদকার দরজা দিয়ে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি (অধিক নফল) সাওয়ম আদায়কারী হবে তাকে সাওয়মের দরজা বাবুর রাইয়ান থেকে আহ্বান করা হবে। আবু বকর (রা) বললেন, কোন ব্যক্তিকে সকল দরজা দিয়ে ডাকা হবে এমনতো অবশ্য জরুরী নয়, তবে কি একপ কাউকে ডাকা হবে? নবী করীম ﷺ বললেন, হঁ, আছে। আমি আশা করছি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে, হে আবু বকর।

**৩৪০৫** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَاتَ وَأَبُو بَكْرٍ بِالسُّنْنَحُ قَالَ إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي بِالْعَالِيَةِ فَقَامَ عُمَرُ يَقُولُ وَاللَّهِ مَآمَاتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ وَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ مَا كَانَ يَقُولُ فِي نَفْسِي إِلَّا ذَاكَ وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِي رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ

اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَبْلَهُ قَالَ يَا بْنَ أَنْتَ وَأَمِّيْ طِبْتَ حَيَا وَمَيِّتًا وَالَّذِي نَفْسِي  
بِيَدِهِ لَا يُذِيقُكَ اللَّهُ الْمَوْتَيْنِ أَبَدًا ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ أَيُّهَا الْحَالِفُ عَلَىٰ  
رِسْلِكَ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ جَلَسَ عُمَرُ فَحَمَدَ اللَّهَ أَبُو بَكْرٍ وَآثَنَى عَلَيْهِ  
وَقَالَ أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَاتَ وَمَنْ كَانَ  
يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَقَالَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَأَنَّهُمْ مَيِّتُونَ وَقَالَ  
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أُوْقُتُلَ  
أَنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَتَّقْلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا  
وَسَيَجُزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ، قَالَ فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ قَالَ وَاجْتَمَعَتِ  
الْأَنْصَارُ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فَقَالُوا مَنْ أَمِيرٌ  
وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ  
الْجَرَاحِ فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ فَأَسْكَنَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ : وَاللَّهِ  
مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنِّي قَدْهَيَّاتُ كَلَامًا قَدْ أَعْجَبَنِي خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْلُغَهُ  
أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَتَكَلَّمَ أَبْلَغَ النَّاسِ فَقَالَ فِي كَلَامِهِ نَحْنُ  
الْأَمْرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ ، فَقَالَ حُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ لَا وَاللَّهِ لَا نَفْعَلُ مَنَا  
أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا : وَلَكُنَا الْأَمْرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ هُمْ  
أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارُوا وَأَغْرَبُهُمْ أَحْسَابًا ، فَبَأْيَعُوا عُمَرًا أوَ أَبَا عُبَيْدَةَ فَقَالَ  
عُمَرُ بْلَ نُبَايِعُكَ أَنْتَ فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  
عَلَيْهِ فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَبَأْيَعَهُ وَبَأْيَعَهُ النَّاسُ فَقَالَ قَاتِلٌ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ  
عُبَادَةَ قَالَ عُمَرُ قَتَلَهُ اللَّهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ شَخْصٌ بَصَرَ النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَقَصَّ الْحَدِيثَ قَالَتْ فَمَا كَانَتْ مِنْ خُطْبَتِهِمَا مِنْ خُطْبَةِ الْأَنْفَعِ اللَّهُ بِهَا لَقَدْ خَوَفَ عُمَرُ النَّاسَ وَإِنَّ فِيهِمْ لِنَفَاقًا فَرَدَهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ ، ثُمَّ لَقَدْ بَصَرَ أَبُو بَكْرَ النَّاسَ الْهَدَى وَعَرَفُوهُمُ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ وَخَرَجُوا بِهِ يَتَّلَوْنَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ..... إِلَى الشَّاكِرِينَ -

**৩৪০৫** ইসমাইল ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... নবী সহধর্মী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যখন ওফাত হয়, তখন আবু বকর (রা) (স্বীয় বাসগৃহ) সুন্হ-এ ছিলেন। ইসমাইল (রাবী) বলেন, সুন্হ মদীনার উচু এলাকার একটি স্থানের নাম। (ওফাতের সংবাদ শুনার সাথে সাথে) উমর (রা) দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত হয় নাই। আয়েশা (রা) বলেন, উমর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম, তখন আমার অন্তরে এ বিশ্বাসই ছিল (তাঁর ওফাত হয় নাই) আল্লাহ অবশ্যই তাঁকে পুনরায় জীবিত করবেন। এবং তিনি কিছু সংখ্যক লোকের (মুনাফিকের) হাত-পা কেঁটে ফেলবেন। তারপর আবু বকর (রা) এলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মোবারক থেকে আবরণ সরিয়ে তাঁর ললাটে চুম্ব থেলেন এবং বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান। আপনি জীবনে মরণে পৃত পবিত্র। এ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ আপনাকে কখনও দু'বার মৃত্যুর স্বাদ প্রহণ করাবেন না। তারপর তিনি বেরিয়ে আসলেন এবং (উমর (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন) হে হলফকারী, ধৈর্যধারণ কর। আবু বকর (রা) যখন কথা বলতে লাগলেন, তখন উমর (রা) বসে পড়লেন। আবু বকর (রা) আল্লাহ পাকের হামদ ও সানা বর্ণনা করে বললেন, যারা মুহাম্মদ ﷺ-এর ইবাদতকারী ছিলে তারা জেনে রাখ, মুহাম্মদ ﷺ ইন্তিকাল করেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করতে তারা নিশ্চিত জেনে রাখ আল্লাহ ত্বরজ্ঞীব, তিনি অমর। তারপর আবু বকর (রা) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেনঃ নিচ্যই আপনি মরণশীল আর ত্বার সকল মরণশীল। (৩৯: ৩০) আরো তিলাওয়াত করলেনঃ মুহাম্মদ ﷺ একজন রাসূল মাত্র। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন। তাই যদি তিনি মারা যান অথবা তিনি নিহত হন তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না। (৩: ১৪৪) আল্লাহ তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। রাবী বলেন, আবু বকর (রা)-এর এ কথাগুলি শুনে সকলই ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। রাবী বলেন, আনসারগণ সাকীফা বন্ধু সায়িদায়ে সাদ ইব্ন উবাইদা (রা)-এর নিকট সমবেত হলেন এবং বলতে লাগলেন, আমাদের (আনসারদের) মধ্য হতে একজন আমীর হবেন এবং তোমাদের (মুহাজিরদের) মধ্য হতে একজন আমীর হবেন। আবু বকর (রা), উমর ইব্ন খাস্তাব, আবু উবাইদা ইব্ন জাররাহ (রা)-এ তিনজন আনসারদের নিকট গমন করলেন।

উমর (রা) কথা বলতে চাইলে, আবু বকর (রা) তাকে থামিয়ে দিলেন। উমর (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, আমি বক্তব্য রাখতে চেয়েছিলাম এই জন্য যে, আমি আনসারদের মহফিলে বলার জন্য চিন্তা-ভাবনা করে এমন কিছু চমৎকার ও যুক্তিপূর্ণ কথা তৈরী করেছিলাম। যার প্রেক্ষিতে আমার ধারণা ছিল হয়তঃ আবু বকর (রা)-এর চিন্তা ভাবনা এতটা গভীরে নাও পৌছতে পারে। কিন্তু আবু বকর (রা) অত্যন্ত জোরাল ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য পেশ করলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বললেন, আমীর আমাদের (মুহাজিরদের) মধ্য হতে একজন হবেন এবং তোমাদের মধ্য হতে (আনসারদের) হবেন উষ্ণীর। তখন হ্রবাব ইবন মুনয়ির (আনসারী) (র) বললেন, আল্লাহর কসম। আমরা একুশ করব না। বরং আমাদের মধ্যে একজন ও আপনাদের মধ্যে একজন আমীর হবেন। আবু বকর (রা) বললেন, না, এমন হয় না। আমাদের মধ্য হতে খলীফা এবং তোমাদের মধ্য হতে উষ্ণীর হবেন। কেননা কুরাইশ গোত্র অবস্থানের (মক্কা) দিক দিয়ে যেমন আরবের মধ্যস্থানে, বৎশ ও রক্তের দিকে থেকেও তারা তেমনি শ্রেষ্ঠ। তাঁরা নেতৃত্বের জন্য যোগ্যতায় সবার শীর্ষে। “তোমরা উমর (রা) অথবা আবু উবায়দা ইবন জাররাহ (রা)-এর হাতে বায়‘আত করে নাও। উমর (রা) বলে উঠলেন, আমরা কিন্তু আপনার হাতেই বায়‘আত করব। আপনিই আমাদের নেতা। আপনিই আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আমাদের মাঝে আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয়তম ব্যক্তি। এ বলে উমর (রা) তাঁর হাত ধরে বায়‘আত করে নিলেন। সাথে সাথে উপস্থিত সকলেই বায়‘আত করলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বলে উঠলেন, আপনারা সাদ ইবন উবায়দা (রা)-কে মেরে ফেললেন? উমর (রা) বললেন, আল্লাহ তাকে মেরে ফেলেছেন। আবদুল্লাহ ইবন সালিম ..... আয়েশা (রা) বলেন, ওফাতের সময় নবী করীম ﷺ-এর চোখ দুটি বার বার উপর দিকে উঠছিল এবং তিনি বার বার বলছিলেন, (হে আল্লাহ) সর্বোচ্চ বস্তুর (আল্লাহর) সাক্ষাতের আমি অগ্রহী। আয়েশা (রা) বলেন, আবু বকর ও উমর (রা)-এর খুত্বা দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা এ চরম মুহূর্তে উম্মতকে রক্ষা করেছেন। উমর (রা) জনগণকে পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এমন কিছু মানুষ আছে যাদের অন্তরে কপটতা রয়েছে আল্লাহ তাদের ফাঁদ থেকে উম্মতকে রক্ষা করেছেন। এবং আবু বকর (রা) লোকদিগকে সত্য সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। হক ও ন্যায়ের পথ নির্দেশ করেছেন, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্বরূপ করিয়ে দিয়েছেন। তারপর সাহাবা কেরাম এ আয়াত পড়তে পড়তে প্রস্থান করলেনঃ মুহাম্মদ ﷺ একজন রাসূল মাত্র। তাঁর পূর্বে বহু রাসূলগণ গত হয়েছেন ..... কৃতজ্ঞ বান্দাদের। (৩ : ১৪৪)

٣٤.٦

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفِيَّانُ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لَأَبِي أَيْتَ الْنَّاسُ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرٍ، قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ، وَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ عُثْمَانُ قُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ؟ قَالَ مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ -

**৩৪০৬** মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র) ..... মুহাম্মদ ইবন হানাফীয়া (রা) বলেন, আমি আমার পিতা আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম ﷺ-এর পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ কে ? তিনি বললেন, আবু বকর (রা)। আমি বললাম, এরপর কে ? তিনি বললেন, উমর (রা)। আমার আশংকা হল যে, এরপর তিনি উসমান (রা)-এর নাম বলবেন, তাই (তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে) আমি বললাম, তারপর আপনি ? তিনি বললেন, না, আমি তো মুসলিমদের একজন।

**٣٤.٧** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَاتَتْ خَرْجَنًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ اِنْقَطَعَ عِقْدُنِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى التِّمَاصِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءً فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ فَقَالُوا أَلَا تَرَى مَا صَنَعْتَ عَائِشَةَ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءً، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي، قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءً، قَالَتْ فَعَاتَبَنِي وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعَنُنِي بِيَدِهِ فِي خَصِيرَتِي فَلَا يَمْتَغِنُنِي مِنَ التَّحْرُكِ إِلَّا مَكَانٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَيَّهَا التَّيْمُونَ فَتَيَمَّمُوا، فَقَالَ أَسَيْدُ بْنُ الْحُضَيرِ : مَا هِيَ بِأَوْلِ بَرَكَتِكُمْ بِالْأَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ بْنُ الْحُضَيرِ : بَعْثَنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوْجَدْنَا الْعِقدَ تَحْتَهُ -

**৩৪০৭** কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক যুদ্ধ সফরে গিয়েছিলাম। আমরা যখন বায়দা অথবা যাতুল জায়েশ নামক স্থানে গিয়েছিলাম; তখন আমার হারাটি গলা থেকে ছিঁড়ে যায়। হার তালাশ করার জন্য নবী করীম ﷺ সেখানে

অবস্থান করেন। এজন্য সাহাবীগণও তার সঙ্গে সেখানে অবস্থান করেন। যেখানে পানি ছিল না এবং তাদের সাথেও পানি ছিল না। তাই সাহাবীগণ আবু বকর (রা)-এ নিকট এসে বললেন, আপনি কি দেখছেন না, আয়েশা (রা) কি করলেন? তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তার সঙ্গে সাহাবীগণকে এমন স্থানে অবস্থান করালেন যেখানে পানি নেই এবং তাদের সাথেও পানি নেই। তখন আবু বকর (রা) আমার নিকট আসলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার উরুর উপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। তিনি (আবু বকর (রা)) আমাকে বলতে লাগলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এবং সাহাবীগণকে এমন এক স্থানে আটকিয়ে রেখেছ, যেখানে পানি নেই এবং তাদের সাথেও পানি নেই। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি আমাকে অনেক ভর্সনা করলেন। এক পর্যায়ে তিনি হাত দ্বারা আমার কোমরে খোচা মারতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার উরুর উপর মাথা রেখে শুয়ে থাকার কারণে আমি নড়াচড়াও করতে পারছিলাম না। এরপে পানি না থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তোর পর্যন্ত ঘুমিয়ে রইলেন। (ফজরের সালাতের সময় হল অথচ পানির কোন ব্যবস্থা নেই।) তখন আল্লাহ পাক তায়ামুমের আয়াত নাফিল করলেন এবং সকলেই তাইয়ামুম করলেন। উসাইদ ইবন হ্যাইর (রা) বলেন, হে আবু বকর (রা)-এর পরিবারবর্গ, এটা আপনাদের প্রথম (একমাত্র) বরকত নয়; (ইতিপূর্বেও আমরা এ পরিবার দ্বারা আরো বরকত পেয়েছি।) আয়েশা (রা) বলেন, এরপর আমরা সে উটচিকে উঠালাম যে উটের উপর আমি সাওয়ার ছিলাম। তখন হারটি তার নীচে পাওয়া গেল।

٣٤.٨

حَدَّثَنَا أَدْمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ  
سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْخُدَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحَدٍ  
ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ تَابَعَهُ جَرِيرٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاؤِدَ  
وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُحَاجِرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ -

**৩৪০৮** আদম ইবন আবু ইয়াস (র) ..... আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাঁর উম্মতকে লক্ষ্য করে) বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ করো না। তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড় সমান দৰ্জ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর, তবে তাদের একমুদ বা অধ্যমুদ-এর সমপরিমাণ সাওয়ার হবে না। জরীর আবদুল্লাহ ইবন দাউদ, আবু মুয়াবিয়া ও মুহাফির (র) আমাশ (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় শোবা (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

٣٤.٩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِشْكِينٍ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَانَ  
حَدَّثَنَا سُلَيْমَانُ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ

أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ هُمْ خَرَجَ فَقُلْتُ  
لَا لِزَمْنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا كُونَنَ مَعَهُ يَوْمٌ هُذَا ، قَالَ فَجَاءَ الْمَسْجِدَ  
فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالُوا خَرَجَ وَوَجَهَ هَاهُنَا فَخَرَجَتُ عَلَى إِثْرِهِ .  
أَسْأَلَ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بِثَرَ أَرِيسٍ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنْ  
جَرِيدٍ حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَاجَةَ فَتَوَضَّأَ ، فَقَمَتْ إِلَيْهِ ، فَإِذَا  
هُوَ جَالِسٌ عَلَى بِثَرَ أَرِيسٍ وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا ، وَكَثُفَ عَنْ سَاقِيهِ وَدَلَاهُما  
فِي الْبِئْرِ فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ اتَّصَرَّفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ  
لَا كُونَنَ بَوَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْيَوْمَ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ ،  
فَقُلْتُ مَنْ هُذَا ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ، فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ ، فَقُلْتُ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ ؟ فَقَالَ ائْذُنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ،  
فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لَأَبِي بَكْرٍ ادْخُلْ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ ،  
فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَعَهُ فِي الْقُفْ وَدَلَى  
رِجْلِيهِ فِي الْبِئْرِ كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَكَشَفَ عَنْ سَاقِيهِ ثُمَّ رَجَعَتُ  
فَجَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ أَخْرَى يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي ، فَقُلْتُ أَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِفُلَانِ  
خَيْرًا يُرِيدُ أَخَاهُ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ فَإِذَا اتَّسَانَ يُحَرِّكُ الْبَابَ ، فَقُلْتُ مَنْ  
هُذَا ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابَ ، فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى  
رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْتَأْذِنُ ؟  
فَقَالَ ائْذُنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ، فَجِئْتُ وَقَلْتُ ادْخُلْ وَبَشِّرْكَ رَسُولُ اللَّهِ  
عَلَيْهِ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ

وَدَلِيْلٌ رِّجَلَيْهِ فِي الْبَئْرِ ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَجَلَسَتْ فَقُلْتُ أَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِفِلَانٍ  
خَيْرًا يَأْتِ بِهِ فَجَاءَ ، أَنْسَنْ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ  
عُثْمَانُ بْنُ عَفَانُ ، فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ، وَجَئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ  
فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَئْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ ، فَجِئْتُهُ  
فَقُلْتُ لَهُ ادْخُلْ وَبَشِّرْكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُكَ ،  
فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِيءَ فَجَلَسَ وُجَاهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ ، قَالَ  
شَرِيكٌ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ فَأَوْلَتُهَا قُبُورُهُمْ -

**৩৪০৯** মুহাম্মদ ইবন মিসকীন (র) ..... আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একদিন ঘরে অজু করে বের হলেন এবং (মনে মনে স্থির করলেন) আমি আজ সারাদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কাটাব, তার থেকে পৃথক হব না। তিনি মসজিদে গিয়ে নবী করীম ﷺ-এর খবর নিলেন, সাহাবীগণ বললেন, তিনি এদিকে বেরিয়ে গেছেন। আমিও ঐ পথ ধরে তাঁর অনুগমন করলাম। তাঁর খুঁজে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলাম। তিনি শেষ পর্যন্ত আরীস কৃপের নিকট গিয়ে পৌছলেন। আমি (কৃপে প্রবেশের) দরজার নিকট বসে পড়লাম। দরজাটি খেজুরের শাখা দিয়ে তৈরী ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর প্রয়োজন (ইষ্টিনজা) সেরে অযু করলেন। তখন আমি তাঁর নিকটে দাঁড়ালাম এবং দেখতে পেলাম তিনি আরীস কৃপের কিনারার বাঁধের মাঝখানে বসে হাঁটু পর্যন্ত পা দুটি খুলে কৃপের ভিতরে ঝুলিয়ে রেখেছেন, আমি তাঁকে সালাম করলাম। এবং ফিরে এসে দরজায় বসে রাইলাম এবং মনে মনে স্থির করে নিলাম যে আজ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দারোয়ানরূপে (পাহারাদারের) দায়িত্ব পালন করব। এ সময় আবু বকর (রা) এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে? তিনি বললেন, আবু বকর! আমি বললাম থামুন, (আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে আসি) আমি গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবু বকর (রা) ভিতরে আসার অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, ভিতরে আসার অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি ফিরে এসে আবু বকর (রা) কে বললাম, ভিতরে আসুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। আবু বকর (রা) ভিতরে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ডানপাশে কৃপের কিনারায় বসে দু'পায়ের কাপড় হাঁটু পর্যন্ত উঠায়ে নবী করীম ﷺ-এর ন্যায় কৃপের ভিতর ভাগে পা ঝুলিয়ে দিয়ে বসে পড়েন। আমি ফিরে এসে (দরজার পাশে) বসে পড়লাম। আমি (ঘর হতে বের হওয়ার সময়) আমার ভাইকে অযু করছে অবস্থায় রেখে এসেছিলাম। তারও আমার সাথে মিলিত হওয়ার কথা ছিল। তাই আমি (মনে মনে) বলতে লাগলাম, আল্লাহ যদি তার (ভাইয়ের) মঙ্গল চান তবে তাকে নিয়ে আসুন। এমন সময় এক ব্যক্তি দরজা নাড়তে লাগল। আমি বললাম, কে? তিনি বললেন, আমি

উমর ইবন খাতাব। আমি বললাম, অপেক্ষা করুন, (আমি আপনার জন্য অনুমতি নিয়ে আসি।) রাসূলগ্রাহ এর খেদমতে সালাম পেশ করে আরয করলাম, ইয়া রাসূলগ্রাহ! উমর ইবন খাতাব (ভিতরে আসার) অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, তাকে ভিতরে আসার অনুমতি এবং জান্নাতের সুসংবাদ জানিয়ে দাও। আমি এসে তাকে বললাম, ভিতরে আসুন। রাসূলগ্রাহ আপনাকে জান্নাতের সু-সংবাদ দিচ্ছেন। তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং রাসূলগ্রাহ বামপাশে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় উঠিয়ে কৃপের ভিতরের দিকে পা ঝুলিয়ে বসে গেলেন। আমি আবার ফিরে আসলাম এবং বলতে থাকলাম আল্লাহ যদি আমার ভাইয়ের মঙ্গল চান, তবে যেন তাকে নিয়ে আসেন। এরপর আর এক ব্যক্তি এসে দরজা নাড়তে লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে? তিনি বললেন, আমি উসমান ইবন আফ্ফান। আমি বললাম, থামুন (আমি অনুমতি নিয়ে আসছি) নবী করীম এর খেদমতে গিয়ে জানালাম। তিনি বললেন, তাকে ভিতরে আসতে বল এবং এবং তাকেও জান্নাতের সু-সংবাদ দিয়ে দাও। তবে (দুনিয়াতে তার উপর) কঠিন পরীক্ষা হবে। আমি এসে বললাম; ভিতরে আসুন, রাসূলগ্রাহ আপনাকে জান্নাতের সু-সংবাদ দিচ্ছেন; তবে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে। তিনি ভিতরে এসে দেখলেন, কৃপের কিনারায় খালি জায়গা নাই। তাই তিনি নবী এর সম্মুখে অপর এক স্থানে বসে পড়লেন। শরীক (র) বলেন, সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (র) বলেছেন, আমি এর দ্বারা (পরবর্তী কালে) তাদের কবর এরূপ হবে এই অর্থ করেছি।

**٣٤١٠** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَرٌ وَعُمَرُ وَعُثْمَانَ فَرَجَفَ بِهِمْ فَقَالَ أَثْبِتُ أَحَدًا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصَدِيقٌ وَشَهِيدٌ -

**৩৪১০** مুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একবার) নবী করীম আবু বকর, উমর, উসমান (রা) ওহোদ পাহাড়ে আরোহণ করেন। পাহাড়টি (তাঁদেরকে ধারণ করে আনন্দে) নড়ে উঠল। রাসূলগ্রাহ বললেন, হে ওহোদ, ছির হও। তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্ধীক ও দু'জন শহীদ রয়েছেন।

**٣٤١١** حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا صَخْرٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا أَنَا عَلَى بِئْرٍ أَنْزَعُ مِنْهَا جَاءَنِي أَبُو بَكْرٌ وَعُمَرٌ فَأَخْذَ أَبُو بَكْرٍ الدَّلْوَ فَنَزَعَ ذَنْبُهَا أَوْ ذَنْبَيْنِ وَفِي ذَنْبِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ

يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ أَخْذَهَا ابْنُ الْخَطَابِ مِنْ يَدِ أَبِيهِ بَكْرٍ فَاسْتَحْالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا ، فَلَمْ أَرْ عَبْقَرِيًّا فَلَمْ أَرْ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيًّهُ ، فَنَزَعَ حَتَّىٰ ضَرَبَ النَّاسَ بِعَطْنٍ \* قَالَ وَهُبَّ : الْعَطْنُ مَبْرُكٌ الْأَبْلِ يَقُولُ حَتَّىٰ رَوَيْتِ الْأَبْلِ فَانْخَاثَ -

**৩৪১১** আহমদ ইবন সাঈদ আবু আবদুল্লাহ (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একদা (স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে) আমি একটি কৃপ থেকে (বালতি দিয়ে) পানি টেনে তুলছি। তখন আবু বকর ও উমর (রা) আসলেন। আবু বকর (রা) আমার হাত থেকে বালতি তার হাতে নিয়ে এক বালতি কি দু'বালতি পানি টেনে তুললেন। তার উঠানোতে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। তারপর (উমর) ইবন খাতাব (রা) বালতিটি আবু বকরের হাত থেকে নিলেন, তার হাতে যাওয়ার সাথে সাথে বালতিটি বৃহদাকার হয়ে গেল। কোন শক্তিশালী বাহাদুরকে তার মত পানি উঠাতে আমি দেখিনি। লোকজন তাদের উটগুলিকে তৃষ্ণি ভরে পানি পান করিয়ে উটশালায় নিয়ে গেল। ওয়াহাব (রাবী) বলেন, “অর্থ উটশালা। এমনকি উটগুলি পানি পানে তৃষ্ণ হয়ে বসে পড়ল।

**৩৪১২** حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ الْمَكِّيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلِيقَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنِّي لَوَاقِفٌ فِي قَوْمٍ فَدَعَوْا اللَّهَ لِعُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ وَقَدْ وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ إِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي قَدْ وَضَعَ مِرْفَقَةً عَلَى مَنْكَبِي يَقُولُ رَحْمَكَ اللَّهُ أَنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبِيْكَ لَا نَّيِّرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُنْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعَمْرًا وَفَعْلَتْ وَأَبُو بَكْرٍ وَعَمْرًا وَأَنْطَلَقْتُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعَمْرًا وَأَنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا فَأَلْتَفَتُ فَإِذَا عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ -

**৩৪১২** অলীদ ইব্ন সালিহ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও ঐ দলের সাথে দু'আয় রত ছিলাম, যারা উমর ইব্ন খাতাবের জন্য দু'আ করেছিল। তখন তাঁর মরদেহটি খাটের উপর রাখা ছিল। এমন সময় এক ব্যক্তি হঠাতে আমার পিছন দিক থেকে তাঁর কনুই আমার কাঁধের উপর রেখে উমর (রা)-কে লক্ষ্য করে বলল, আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন। আমি অবশ্য এ আশা পোষণ করি যে, আল্লাহ্ আপনাকে আপনার উভয় সঙ্গীর সাথেই রাখবেন। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বহুবার বলতে শুনেছি, আমি এবং আবু বকর ও উমর এক সাথে ছিলাম, আমি এবং আবু বকর ও উমর এ কাজ করেছি। আমি ও আবু বকর এবং উমর (একসাথে) চলেছি। আমি এ আশাই পোষণ করি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে তাদের উভয়ের সঙ্গেই রাখবেন। আমি পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি হলেন, আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)।

٤١٣

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ  
 عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ  
 قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو عَنْ أَشَدِّ مَا صَنَعَ الْمُشْرِكُونَ  
 بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ عُقَبَةَ بْنَ أَبِي مُعْيَطٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ  
 ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَوَضَعَ رِدَاءَهُ فِي عُنْقِهِ قَحْنَقَهُ خَنِقًا شَدِيدًا فَجَاءَ  
 أَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَفَعَهُ عَنْهُ فَقَالَ أَتَقْتَلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ  
 جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ -

**৩৪১৩** মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ কুফী (র) ..... উরওয়া ইব্ন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সর্বাধিক কঠোর আচরণ কি করেছিল? তিনি বললেন, আমি উক্বা ইব্ন আবু মুআইতকে দেখেছি; সে নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসল যখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। সে নিজের চাদর দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গলদেশে জড়িয়ে শক্তভাবে চেপে ধরল। আবু বকর (রা) এসে উকবাকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও, যিনি বলেন, একমাত্র আল্লাহই আমার রব। যিনি তাঁর দাবীর সত্যতার স্বপক্ষে তোমাদের রবের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি (মুজিয়া) সঙ্গে নিয়ে এসেছেন?

## ٢٠٨٥ . بَابُ مَنَاقِبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ أَبِي حَفْصِ الْقُرَشِيِّ الْعَدَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

২০৮৫. পরিচ্ছেদ : উমর ইবন খাতাব আবু হাফস কুরাইশী-আদবী (রা)-এর ফর্মীলত ও মর্যাদা

**٣٤٦** حَدَّثَنَا حَاجَاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ الْمَاجِشُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُنِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِالرُّمِيَّصَاءِ امْرَأَةٌ أَبِي طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ خَشْفَةً فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ هَذَا بِلَالٌ وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةً، فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظَرْتُهُ إِلَيْهِ، فَذَكَرَتُ غَيْرَتَكَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنَ أَبِي وَأُمِّي يَارَسُولَ اللَّهِ أَعْلَمُكَ أَغَارُ -

**٣٤١٤** হাজাজ ইবন মিনহাল (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি স্বপ্নে আমাকে দেখতে পেলাম যে, আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি। হঠাৎ আবু তালহা (রা)-এর স্ত্রী রূমায়সাকে দেখতে পেলাম এবং আমি পদচারণার শব্দও শুনতে পেলাম। তখন আমি বললাম, এই ব্যক্তি কে? এক ব্যক্তি বলল, তিনি বিলাল (রা)। আমি একটি প্রাসাদও দেখতে পেলাম যার আঙিনায় এক মহিলা রয়েছে। আমি বললাম, এই প্রাসাদটি কার? এক ব্যক্তি বলল, প্রাসাদটি উমর ইবন খাতাবের (রা)। আমি প্রাসাদটিতে প্রবেশ করে (সব কিছু) দেখার ইচ্ছা করলাম। তখন তোমার (উমর (রা)) সুস্ম মর্যাদাবোধের কথা স্বরণ করলাম। উমর (রা) (এ কথা শনে) বললেন, আমার বাপ-মা আপনার উপর কুরবান, ইয়া রাসূলল্লাহ! আপনার কাছেও কি মর্যাদাবোধ প্রকাশ করতে পারি?

**٣٤١٥** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرِيمَ أَخْبَرَنَا الْلَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّبَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، إِذْ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ

رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ ، فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا  
الْقَصْرُ ؟ قَالُوا لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَيْتُ مُدْبِرًا فَبَكَى عُمَرٌ وَقَالَ  
أَعْلَمُكَ أَغْرُ يَارَسُولَ اللَّهِ -

**৩৪১৫** সাঈদ ইবন আবু মারইয়াম (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, একবার আমি ঘুমিয়েছিলাম। স্বপ্নে আমি নিজেকে জান্নাতে দেখতে পেলাম। আমি দেখলাম, একজন মহিলা একটি প্রাসাদের আঙিনায় (বসে) অবৃ করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ প্রাসাদটি কার? ফিরিশ্তাগণ বললেন, তা উমর (রা)-এর। আমি উমর (রা) সূক্ষ্ম মর্যাদা বোধের স্বরণ করে ফিরে এলাম। উমর (রা) (তা শুনে) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আপনার কাছে কি মর্যাদাবোধ দেখাব ইয়া রাসূলুল্লাহ ?

**৩৪১৬** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلَّى أَبُو جَعْفَرٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا أَبْنُ  
الْمُبَارَكَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ حَمْزَةُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ شَرِيْتُ يَعْنِي الْبَنَ حَتَّى انْظَرَ  
إِلَى الرَّوْيِّ يَجْرِي فِي ظُفْرِيْ أَوْ فِي أَظْفَارِيْ ثُمَّ نَاوَلْتُ عُمَرَ قَالُوا فَمَا  
أَوْلَتْ قَالَ الْعِلْمَ -

**৩৪১৬** মুহাম্মদ ইবন সালত আবু জাফর-কুফী (র) ..... হামযা (র)-এর পিতা (আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। (স্বপ্নে) দুধ পান করতে দেখলাম যে তৃষ্ণির চিহ্ন যেন আমার নখগুলির মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছিল। তারপর দুধ (পান করার জন্য) উমর (রা)-কে দিলাম। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন? তিনি বললেন, ইল্ম.

**৩৪১৭** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثُمَيرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ  
حَدَّثَنَا عَبْيَدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ  
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ  
أَنِّي أَنْزَعُ بِدَلْوِ بَكْرَةً عَلَى قَلْبِي ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنْبَيْنِ  
www.alqurans.com

نَزَعًا ضَعِيفًا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ  
غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِي فَرِيهُ حَتَّى رَوَى النَّاسُ وَضَرَبُوا بِعَطْنٍ،  
قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ الْعَبَقَرِيُّ عَتَاقُ الزَّرَابِيُّ وَقَالَ يَحْيَى : الْزَّرَابِيُّ  
الظَّنَافِسُ لَهَا خَمْلٌ رَقِيقٌ مَبْتُوْثٌ كَثِيرٌ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَوْمِ أَغْنِيَ  
الْعَبَقَرِيُّ -

**৩৪১৭** মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমাইর (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, একটি কুপের পাড়ে বড় বালতি দিয়ে পানি তুলছি। তখন আবু বকর (রা) এসে এক বালতি বা দু'বালতি পানি তুললেন। তবে পানি তোলার মধ্যে তাঁর দুর্বলতা ছিল আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন। তারপর উমর ইবন খাতাব (রা) এলেন। বালতিটি তাঁর হাতে গিয়ে বৃহদাকারে পরিণত হল। তাঁর মত এমন বলিষ্ঠভাবে পানি উঠাতে আমি কোন বাহাদুরকেও দেখিনি। এমনকি লোকেরা পরিত্পরি সঙ্গে পানি পান করে আবাসে বিশ্রাম নিল। ইবন জুবাইর (র) বলেন, হল العنقي উন্নত মানের সুন্দর বিছানা। ইয়াতইয়া (র) বলেন, হল الزَّرَابِيُّ মখমলের সূক্ষ্ম সূতার তৈরী বিছানা। অর্থ অর্থ ম্বিতুষ্ঠে। আর হল গোত্র নেতা।

**৩৪১৮** حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ح  
وَحَدَّثَنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ ابْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ  
صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ  
مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ  
الْخَطَّابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمُهُ  
وَيَسْتَكْثِرُهُ عَالِيَةً أَصْوَاتِهِنَّ عَلَى صَوْتِهِ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ  
الْخَطَّابِ قُمِنَ فَبَادَرَنَ الْحِجَابَ فَأَذَنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ عُمَرُ وَ  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْحَكُ، فَقَالَ عُمَرُ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنِّكَ يَارَسُولَ اللَّهِ

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَجِبْتُ مِنْ هُؤُلَاءِ الَّذِي كُنَّ عِنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ  
صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ، فَقَالَ عُمَرُ : فَإِنَّ أَحَقَّ أَنْ يَهْبِنَ يَا رَسُولَ  
اللهِ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : يَا عَدُوَاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهْبِنَنِي وَلَا تَهْبِنَ رَسُولَ اللهِ  
ﷺ فَقُلْنَ نَعَمْ، أَنْتَ أَفَظُّ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ  
اللهِ ﷺ إِيَّاهَا يَا ابْنَ الْخَطَابِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِكَ الشَّيْطَانُ  
سَالِكًا فَجَأَقَطُ لَا سَلَكَ فَجَأَ غَيْرَ فَجَكَ -

**৩৪১৮** আবদুল আয়িয ইব্ন আবদুল্লাহ ও আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... সাদ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার উমর ইব্ন খাতাব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর সঙ্গে কুরাইশের কতিপয় মহিলা কথা বলছিলেন এবং তাঁরা বেশী পরিমাণ দাবী দাওয়া করতে গিয়ে তাঁর আওয়ায়ের চেয়ে তাদের আওয়ায় উচ্চকর্তৃ ছিল। যখন উমর ইব্ন খাতাব প্রবেশের অনুমতি চাইলেন তখন তাঁরা (মহিলাগণ) উঠে দ্রুত পর্দার অন্তরালে চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। আর উমর (রা) ঘরে প্রবেশ করলেন, রাসূলে করীম ﷺ হাসছিলেন। উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে সদা হাস্য রাখুন ইয়া রাসূলুল্লাহ। নবী করীম ﷺ বললেন, মহিলাদের কান্দ দেখে আমি অবাক হচ্ছি, তাঁরা আমার কাছে ছিল, অথচ তোমার আওয়ায় শুনা মাত্র তারা সব দ্রুত পর্দার অন্তরালে চলে গেল। উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনাকেই-ত অধিক ভয় করা উচিত। তারপর উমর (রা) ঐ মহিলাগণকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে নিজ ক্ষতিসাধনকারী মহিলাগণ, তোমরা আমাকে ভয় কর, অথচ আল্লাহুর রাসূলকে ভয় কর না! তারা উত্তরে বললেন, আপনি রাসূল করীম ﷺ থেকে অনেক কুঢ় ভাষী ও কঠিন হৃদয়ের। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হাঁ ঠিকই হে ইব্ন খাতাব! যে সন্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম, শয়তান যখনই কোন পথে তোমাকে দেখতে পায় সে তখনই তোমার ভয়ে এ পথ ছেড়ে অন্যপথে চলে যায়।

**৩৪১৯** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتْنَى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا  
قَيْسٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ -

**৩৪১৯** মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যেদিন উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন, সেদিন থেকে আমরা অতিশয় বলবান ও মর্যাদাশীল হয়ে আসছি।

٣٤٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبْنِ أَبِي مُلِيقَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ وُضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ وَأَنَا فِيهِمْ فَلَمْ يَرْعَنِي إِلَّا رَجُلٌ آخَذَ مَنْكِبِي فَإِذَا عَلَى فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ مَا خَلَفْتَ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنَّ الَّهَ أَقَى اللَّهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ، وَأَيْمُ اللَّهِ أَنْ كُنْتُ لَأَظُنَّ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبِيْكَ، وَحَسِبْتُ أَنِّي كُنْتُ كَثِيرًا أَشْمَعُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ -

৩৪২০ আবদান (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা)-এর লাশ খাটের উপর রাখা হল। খাটটি কাঁধে তোলে নেয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত লোকজন তা ঘিরে দু'আ পাঠ করছিল। আমিও তাদের মধ্যে একজন ছিলাম। হঠাৎ একজন আমার কাঁধের উপরে হাত রাখায় আমি চমকে উঠলাম। চেয়ে দেখলাম, তিনি আলী (রা)। তিনি উমর (রা)-এর জন্য আল্লাহর অশেষ রহমতের দু'আ করছিলেন। তিনি বলছিলেন, হে উমর, আমার জন্য আপনার চেয়ে অধিক প্রিয় এমন কোন ব্যক্তি আপনি রেখে যাননি, যার আমলের অনুসরণ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করব। আল্লাহর কসম। আমার এ বিশ্বাস যে আল্লাহ আপনাকে (জান্নাতে) আপনার সঙ্গীত্বের সাথে রাখবেন। আমার মনে আছে, আমি বহুবার নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমি, আবু বকর ও উমর গেলাম। আমি, আবু বকর ও উমর প্রবেশ করলাম এবং আমি, আবু বকর ও উমর বের হলাম ইত্যাদি।

٣٤٢١ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ أَبِي عُرَوِيَّةَ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ وَكَهْمَسُ بْنُ الْمَنْهَالِ قَالَ أَحَدُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ أَحَدًا وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ فَقَالَ أَثْبِتْ أَحَدً فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ وَصَدِيقٌ أَوْ شَهِيدٌ -

**৩৪২১** মুসাদ্দাদ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী করীম  
ওহোদ পাহাড়ের উপর আরোহণ করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবু বকর উমর ও উসমান (রা)।  
তাদেরকে (ধারণ করতে পেরে) নিয়ে পাহাড়টি (আনন্দে) নেচে উঠল। রাসূলুল্লাহ পাহাড়কে পায়ে  
আঘাত করে বললেন, হে ওহোদ, স্থির হও। তোমার উপর নবী, সিদ্ধীক ও শহীদ ব্যতীত অন্য কেউ নেই।

৩৪২২

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ  
حَدَّثَنِي عُمَرُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ  
سَأَلْتُنِي أَبْنُ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ شَائِئِهِ يَعْنِي عُمَرَ فَأَخْبَرَتُهُ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ  
أَحَدًا قَطُّ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ حِينَ قُبِضَ كَانَ أَجَدُ وَأَجْوَدُ حَتَّى  
أَنْتَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -

**৩৪২২** ইয়াহুইয়া ইব্ন সুলায়মান (র) ..... আসলাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা)  
আমাকে উমর (রা)-এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমি তাকে সে সম্পর্কে অবহিত করলাম।  
তখন তিনি (ইব্ন উমর (রা)) বললেন, রাসূলুল্লাহ -এর ইস্তিকালের পরে কাউকে (এ সব গুণের  
অধিকারী) আমি দেখি নি। তিনি (উমর (রা)) অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত দানশীল ছিলেন। এসব শুগাবলী ষেন উমর  
(রা) পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে।

৩৪২৩

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ مَتَّ  
السَّاعَةُ ؟ قَالَ: وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا ؟ قَالَ لَا شَيْءَ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ ﷺ فَقَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنَسُ: فَمَا فَرَحْنَا بِشَيْءٍ  
فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، قَالَ أَنَسُ: فَإِنَّا أُحِبُّ  
النَّبِيِّ ﷺ وَآبَاءَ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّيِّ إِيَّاهُمْ وَإِنْ  
لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ -

**৩৪২৪** সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একব্যক্তি নবী করীম  
জিজ্ঞাসা করল, কিয়ামত কখন হবে? তিনি বললেন, তুমি কিয়ামতের জন্য কি (পাখেয়) সংগ্রহ করেছ?

সে বলল, কোন কিছুই সংগ্রহ করতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (আন্তরিকভাবে) মহবত করি। তখন তিনি বললেন, তুমি (কিয়ামতের দিন) তাঁদের সাথেই থাকবে যাঁদেরকে তুমি মহবত কর। আনাস (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ-এর এ কথা দ্বারা আমরা এত আনন্দিত হয়েছি যে, অন্য কোন কথায় এত আনন্দিত হইনি। আনাস (রা) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে মহবত করি এবং আবু বকর ও উমর (রা)-কেও। আশা করি তাঁদেরকে আমার মহবতের কারণে তাদের সাথে জাল্লাতে বসবাস করতে পারব; যদিও তাঁদের আমলের মত আমল করতে পারিনি।

**٣٤٢٤** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدْ كَانَ فِيمَا كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدِّثُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ زَادَ زَكَرِيَاءَ بْنَ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ كَانَ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالٌ يُكَلِّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِياءً فَإِنْ يَكُونُ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا مُحَدِّثٍ -

**৩৪২৪** ইয়াহুয়া ইব্ন কায়াআ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে অনেক মুহাদ্দাস (যার অন্তরে সত্য কথা অবতীর্ণ হয়) ব্যক্তি ছিলেন। আমার উম্মতের মধ্যে যদি কেউ মুহাদ্দাস হন তবে সে ব্যক্তি উমর। যাকারিয়া (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে অতিরিক্ত বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী বনী ইসরাইলের মধ্যে এমন কতিপয় লোক ছিলেন, যাঁরা নবী ছিলেন না বটে তবে ফিরিশ্তাগণ তাঁদের সাথে কথা বলতেন। আমার উম্মতে এমন কোন লোক হলে সে হবে উমর (রা)। ইব্ন আব্বাস (রা) (কুরআনের আয়াতে) অতিরিক্ত বলেছেন।

**٣٤٢٥** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ حَدَّثَنَا عَقِيلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا

رَأَعْ فِيْ غَنَمِهِ عَدَا الذِّئْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاءَ فَطَلَبَهَا حَتَّى اسْتَنْقَذَهَا فَالْتَّفَتَ إِلَيْهِ الذِّئْبُ فَقَالَ لَهُ مَنْ وَلَهَا يَوْمَ السَّبُعِ لَيْسَ لَهَا رَاعٌ غَيْرِيْ فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِنِّي أُوْمِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعَمْرُ وَمَا ثَمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعَمْرُ -

**৩৪২৫** আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলেমু বলেছেন, একদিন এক রাখাল তার বকরীর পালের সাথে ছিল। হঠাৎ একটি নেকড়ে বাঘ পাল আক্রমণ করে একটি বকরী নিয়ে গেল। রাখাল বাঘের পিছনে ধাওয়া করে বকরীকে উদ্ধার করে আনল। তখন বাঘ রাখালকে বলল, যখন আমি ছাড়া অন্য কেউ থাকবেনা তখন হিংস্র জন্মদের আক্রমণ থেকে তাদেরকে কে রক্ষা করবে? (তা শুনে) সাহাবীগণ বললেন, সুবহানাল্লাহ। (বাঘ কথা বলে) তখন নবী করীম সল্লাল্লাহু বললেন, আমি তা বিশ্বাস করি এবং আবু বকর ও উমরও বিশ্বাস করে। অথচ তাঁরা কেউই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

**৩৪২৬** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عُقِيلٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ بْنُ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ عَرِضُوا عَلَىٰ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدِيَ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذِلِكَ وَعَرِضَ عَلَىٰ عُمَرَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ أَجْتَرَهُ قَالُوا فَمَا أَوْلَتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الدِّينَ -

**৩৪২৭** ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র) ..... আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু-কে বলতে শুনেছি যে, একদিন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। (স্বপ্নে) দেখতে পেলাম, অনেক লোককে আমার সামনে উপস্থিত করা হল। তাদের গায়ে (বিভিন্ন রকমের) জামা ছিল। কারো কারো জামা এত ছোট ছিল যে, কোন প্রকারে বুক পর্যন্ত পৌছেছে। আবার কারো জামা এর চেয়ে ছোট ছিল। আর উমর (রা)-কেও আমার সামনে পেশ করা হল। তাঁর শরীরে এত লম্বা জামা ছিল যে, সে জামাটি হেঁচড়াইয়া চলতেছিল। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এ স্বপ্নের কি তাৰীফ (ব্যাখ্যা) করলেন। তিনি বললেন, দীনদারী (ধর্মপ্রায়ণতা)।

٣٤٢٧

حَدَّثَنَا الصَّلَتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ ابْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا  
 أَيُوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلِيكَةَ عَنِ الْمَسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ لَمَّا طَعِنَ عُمَرُ  
 جَعَلَ يَأْلَمُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَانَهُ يُجَزِّعُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَئِنْ  
 كَانَ ذَلِكَ لَقَدْ صَحَّبَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَحْسَنْتَ صَحْبَتَهُ ثُمَّ فَارَقْتَهُ  
 وَهُوَ عَنْكَ رَاضٌ ثُمَّ صَحَّبَتْ أَبَا بَكْرٍ فَأَحْسَنْتَ صَحْبَتَهُ ثُمَّ فَارَقْتَهُ  
 وَهُوَ عَنْكَ رَاضٌ ثُمَّ صَحَّبَتْهُمْ فَأَحْسَنْتَ صَحْبَتَهُمْ وَلَئِنْ  
 فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقْنَهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ ، قَالَ أَمَا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صَحْبَةِ  
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِضَاهُ ، فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى مَنْ بِهِ عَلَىَّ  
 وَأَمَا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صَحْبَةِ أَبِي بَكْرٍ وَرِضَاهُ فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنْ مِنَ اللَّهِ جَلَّ  
 ذَكْرُهُ مَنْ بِهِ عَلَىَّ وَأَمَا مَا تَرَى مِنْ جَزَعِي فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ وَأَجْلِ  
 أَصْبَاحِكَ وَاللَّهُ لَوْ أَنَّ لِي طِلَاعَ الْأَرْضِ ذَهَبًا ، لَا فَتَدِيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ  
 اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ أَرَأَهُ ، قَالَ حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنِ ابْنِ  
 أَبِي مُلِيكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلَتْ عَلَىٰ عُمَرَ بِهِذَا -

**৩৪২৭**   সালত ইবন মুহাম্মদ (র) ..... মিসওয়ার ইবন মাখারামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন উমর (রা) (আবু লুলু গোলামের খঞ্জরের আঘাতে) আহত হলেন, তখন তিনি বেদনা অনুভব করছিলেন। তখন তাঁকে সাম্মনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ ইবন আবুস (রা) বলতে লাগলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, এ আঘাত জনিত কারণে (আল্লাহ না করুন) যদি আপনার কিছু (মৃত্যু) ঘটে (তাতে চিন্তা-ভাবনা) বা দুঃখের কোন কারণ নেই। আপনি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর সাহচর্যের হক উত্তরণে আদায় করেছেন। এরপর (তাঁর থেকে) আপনি এ অবস্থায় পৃথক হয়েছেন, তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট। তারপর আপনি আবু বকর (রা)-এর সাহচর্য লাভ করেন এবং এর হকও উত্তরণে আদায় করেন। এরপর (তাঁর থেকে) আপনি এ অবস্থায় পৃথক হয়েছেন যে, তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট। তারপর আপনি (খলীফা মনোনীত হয়ে) সাহাবা কেরামের সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাদের হকও উত্তরণে আদায় করেছেন। যদি আপনি তাদের থেকে পৃথক হয়ে পড়েন তবে আপনি অবশ্যই তাদের

থেকে এমন অবস্থায় পৃথক হবেন যে তাঁরাও আপনার প্রতি সন্তুষ্ট । উমর (রা) বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ -এর সাহচর্য ও সন্তুষ্টি লাভ সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছ, তাতো আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, যা তিনি আমার প্রতি করেছেন । এবং আবু বকর (রা) এর সাহচর্য ও সন্তুষ্টি লাভের ব্যাপারে যা তুমি উল্লেখ করেছ তাও একমাত্র মহান আল্লাহর অনুগ্রহ যা তিনি আমার উপর করেছেন । আর আমার যে অস্ত্রিতা তুমি দেখছ তা তোমার এবং তোমার সাথীদের কারণেই । আল্লাহর কসম, আমার নিকট যদি দুনিয়া ভর্তি স্বর্ণ থাকত তবে আল্লাহর আয়াব দেখার পূর্বেই তা হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য ফিদয়া হিসাবে এসব বিলিয়ে দিতাম । হাম্মাদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-এর কাছে প্রবেশ করলাম ..... ।

٣٤٢٨

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي  
عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ مِّنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، فَجَاءَ  
رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، فَفَتَحْتُ لَهُ  
فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ فَبَشِّرْتُهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَدَ اللَّهَ، ثُمَّ جَاءَ  
رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، فَفَتَحْتُ لَهُ  
فَإِذَا هُوَ عُمَرُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَدَ اللَّهَ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ  
رَجُلٌ فَقَالَ لِي افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ، فَإِذَا عُثْমَانُ  
فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ।

৩৪২৮ ইউসুফ ইব্ন মুসা (র) ..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনার কোন একটি বাগানের ভিতর আমি নবী করীম -এর সঙ্গে ছিলাম । তখন এক ব্যক্তি এসে বাগানের দরজা খুলে দেওয়ার জন্য বলল । নবী করীম - বললেন, তার জন্য দরজা খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও । আমি তার জন্য দরজা খুলে দিয়ে দেখলাম যে, তিনি আবু বকর (রা) । তাঁকে আমি রাসূলুল্লাহ - প্রদত্ত সুসংবাদ দিলাম । তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন । এরপর আরেক ব্যক্তি এসে দরজা খোলার জন্য বলল । নবী করীম - বললেন, তার জন্য দরজা খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও । (রাবী বলেন) আমি তার জন্য দরজা খুলে দিয়ে দেখতে পেলাম যে, তিনি উমর (রা) । তাঁকে আমি নবী করীম - প্রদত্ত সুসংবাদ জানিয়ে দিলাম । তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন । এরপর আর একজন দরজা খুলে দেয়ার জন্য বললেন । নবী করীম - বললেন, দরজা খুলে দাও এবং তাঁকে জান্নাতের

সু-সংবাদ জানিয়ে দাও। কিন্তু তার উপর কঠিন বিপদ আসবে। (দরজা খুলে) দেখলাম যে, তিনি উসমান (রা)। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন, আমি তাকে তা বলে দিলাম। তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন আর বললেন, **أَللَّهُ الْمُسْتَعْنُ** আল্লাহই সাহায্যকারী।

**٣٤٢٩** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْমَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ  
خَلِيلٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبُدٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ  
بْنَ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ أَخْذُ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

**৩৪২৯** ইয়াহুইয়া ইব্ন সুলায়মান (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। নবী করীম ﷺ উমর ইব্ন খাতাব (রা)-এর হাত ধরা অবস্থায় ছিলেন।

. ২০৮৬ . بَابُ مَنَاقِبِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ أَبِي عُمَرِ وَنِ الْقَرْشِيِّ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يُحْفَرُ بِثَرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَحَفَرَهَا  
عُثْمَانُ وَقَالَ مَنْ جَهَزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَجَهَزَهُ عُثْمَانُ

২০৮৬. পরিচ্ছেদ : উসমান ইব্ন আফ্ফান আবু আমর কুরায়শী (রা)-এর ফয়েলত ও মর্যাদা। নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে বলেন, কুমা কৃপটি যে খনন করে দিবে তার জন্য জান্নাত। উসমান (রা) তা খনন করে দিলেন। নবী ﷺ আরো বলেন, যে সংকটপূর্ণ যুদ্ধে (তাবুক যুদ্ধে) যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করবে তাঁর জন্য জান্নাত। উসমান (রা) তা করে দেন

**٣٤٣٠** حَدَّثَنَا سُلَيْমَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِيهِ  
عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا  
وَأَمْرَنِيْ بِحِفْظِ بَابِ الْحَائِطِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ  
وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَ أَخْرُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ  
وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا عُمَرُ، ثُمَّ جَاءَ أَخْرُ يَسْتَأْذِنُ فَسَكَتَ هُنَيْهَةً  
ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلَوَى سَتْصِيبَهُ فَإِذَا عُثْমَانُ بْنُ

عَفَّانَ، قَالَ حَمَادٌ وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ وَعَلَى بْنُ الْحَكَمِ سَمِعَا أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى بِنْ حَوْهَ وَزَادَ فِيهِ عَاصِمٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ قَاعِدًا فِي مَكَانٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْ انْكَشَفَ عَنْ رُكْبَتِهِ أَوْ رُكْبَتِهِ فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانَ غَطَّاهَا -

**৩৪৩০** সুলায়মান ইবন হারুব (র) ..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ একটি বাগানে প্রবেশ করলেন এবং বাগানের দরজা পাহাড়া দেওয়ার জন্য আমাকে আদেশ করলেন। তখন এক ব্যক্তি এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। নবী করীম ﷺ বললেন, তাকে আসতে দাও এবং তাকে জান্নাতের সু-সংবাদ দাও। আমি (দরজা খুলে) দেখলাম যে, তিনি আবু বকর (রা)। তারপর আর একজন এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি ﷺ বললেন, তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সু-সংবাদ জানিয়ে দাও। (দরজা খুলে) দেখতে পেলেন, তিনি উমর (রা) তারপর আর একজন এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। নবী করীম ﷺ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পরে বললেন, তাঁকেও প্রবেশের অনুমতি দাও এবং অচিরেই তাঁর উপর বিপদ আসবে একথাটির সাথে জান্নাতের সু-সংবাদ জানিয়ে দাও। (দরজা খুলে) দেখতে পেলাম যে, তিনি উসমান ইবন আফ্ফান (রা)। হাশ্বাদ (র) ..... আবু মূসা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। আসিম (র) (একজন রাবী) উক্ত বর্ণনায় আরো বলেন, নবী করীম ﷺ বাগানের এমন এক জায়গায় বসাছিলেন যেখানে পানি ছিল এবং তাঁর হাঁটু অথবা এক হাঁটুর উপর অতিরিক্ত ছিলনা। যখন উসমান (রা) আসলেন তখন হাঁটু কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেললেন।

**৩৪৩১** حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ شَبَّابِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ أَبْنُ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدَى بْنَ الْخِيَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمَسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنَ عَبْدِ يَغْوِثَ قَالَ أَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُكَلِّمَ عُثْمَانَ لِأَخِيهِ الْوَلِيدِ فَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِيهِ فَقَصَدَتْ لِعُثْمَانَ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ أَنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً وَهِيَ نَصِيحةٌ لَكَ، قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَرءُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَرَاهُ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَانْصَرَفَتْ فَرَجَعَتْ إِلَيْهِمْ إِذْ جَاءَ رَسُولُ عُثْمَانَ فَأَتَيْتَهُ فَقَالَ مَا نَصِيحةَكَ؟ فَقُلْتُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بَعْثَ مُحَمَّداً ﷺ

بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتَ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ  
فَهَا جَرَتِ الْهِجْرَةِ وَصَاحَبَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَأَيْتَ هَدِيهِ وَقَدْ أَكْثَرَ  
النَّاسُ فِي شَانِ الْوَلِيدِ قَالَ أَدْرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قُلْتُ لَا وَلَكِنْ خَلَصَ  
إِلَيْهِ مِنْ عِلْمِهِ مَا يَخْلُصُ إِلَى الْعَذَرَاءِ فِي سِرِّهَا ، قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ  
اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً عَلَيْهِ بِالْحَقِّ فَكُنْتَ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ  
وَأَمْنَتْ بِمَا بُعِثَ بِهِ وَهَا جَرَتِ الْهِجْرَةِ كَمَا قُلْتَ وَصَاحَبَتْ رَسُولَ  
اللَّهِ عَلَيْهِ وَبَأْيَاعَتْهُ فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتَهُ وَلَا غَشَشْتَهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ  
أَبُو بَكْرٍ مِثْلُهُ ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُهُ ثُمَّ اسْتُخْلَفْتُ أَفَلَيْسَ لِي مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ  
الَّذِي لَهُمْ ؟ قُلْتُ بَلِي ، قَالَ فَمَا هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُمْ أَمَا  
مَا ذَكَرْتَ مِنْ شَانِ الْوَلِيدِ فَسَنَأْخُذُ فِيهِ بِالْحَقِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِ  
فَأَمْرَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ -

**৩৪৩১** আহমদ ইবন শাবীর ইবন সাইদ (র) ..... উবায়দুল্লাহ ইবন আদী ইবন খিয়ার (র) থেকে  
বর্ণিত যে, মিসওয়ার ইবন মাখরামা ও আবদুর রাহমান ইবন আসওয়াদ ইবন আবদ ইয়াগুস (র) আমাকে  
বললেন যে, উসমান (রা)-এর সাথে তাঁর (বৈপিত্রিয় ভাই) অলীদের বিষয় আলোচনা করতে তোমাকে কি  
সে বাঁধা দেয় ? জনগণ তার সম্পর্কে নানারূপ কথাবার্তা বলছে। উসমান (রা) যখন সালাত আদায়ের  
উদ্দেশ্যে বের হলেন। তখন আমি তাঁর নিকটে গিয়ে বললাম, আপনার সাথে আমার একটি প্রয়োজন আছে  
এবং তা আমি আপনার কল্যাণের জন্যই বলবো। উসমান (রা) বললেন, ওহে, আমি তোমা থেকে আল্লাহর  
নিকট পানাহ চাছি। আমি তাদের কাছে ফিরে আসলাম। তৎক্ষণাতে উসমান (রা)-এর দৃত এসে হাফির  
হলো। আমি তার খেদমতে গেলাম। তিনি (আমাকে দেখে) বললেন, বল, তোমার নসিহত (উপদেশ)  
কি? আমি বললাম, আল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ-কে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন। কুরআনে করীম তাঁর ﷺ উপর  
অবরীর করেছেন। আপনি ঐ সকল (মহামানব)-এর অন্যতম যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আহ্বানে সাড়া  
দিয়েছেন। আপনি (হাবসা ও মদীনা) উভয় (স্থানে) হিজরত করেছেন এবং আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর  
সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর চরিত্র মাধুর্য প্রত্যক্ষ করেছেন। (আপনার ভাই) অলীদ সম্পর্কে জনগণ  
নানারূপ কথাবার্তা বলাবলি করছে। (সে বিষয় অতি সত্ত্বর ব্যবস্থা করা কর্তব্য)। উসমান (রা) আমাকে

বললেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাত লাভ করেছ? আমি বললাম না। তবে তাঁর ইলম আমার পর্দানশীল কুমারীগণের কাছে যখন পৌছেছে তখন আমার কাছে অবশ্যই পৌছেছে। উসমান (রা) হামদ ও সানা বর্ণনা করে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ-কে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দানকারীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তাঁর আনীত শরীয়তের উপর আমিও ঈমান এনেছি। (হাবসা এবং মদীনায়) আমি উভয় হিজরত করেছি, যেমন তুমি বলছ। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছি, তাঁর হাতে বায়'আত করেছি। আল্লাহর কসম, আমি তাঁর নাফরমানী করি নি ও তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করি নি। অবশেষে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে দুনিয়া হতে নিয়ে গিয়েছেন। তারপর আবু বকর (রা)-এর সাথে অনুরূপ সম্পর্ক ছিল। এরপর উমর (রা)-এর সঙ্গেও অনুরূপ সম্পর্ক ছিল। তারপর আমার কাঁধে খিলাফতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমার কি ত্রি সকল অধিকার নেই যা তাঁদের ছিল? আমি বললাম হাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন, তাহলে তোমাদের পক্ষ থেকে কী সব কথাবার্তা আমার নিকট পৌছেছে? অবশ্য অলীদ সম্পর্কে তুমি যা বলছ অতি সত্ত্বর আমি সে সম্পর্কে সঠিক পদক্ষেপ নিব। এ বলে তিনি আলী (রা)-কে ডেকে এনে অলীদকে বেত্রাঘাত করার জন্য আদেশ দিলেন। আলী (রা) তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করলেন।

[৩৪৩২] حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ بَزِيرٍ حَدَّثَنَا شَاذَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ  
الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي  
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَعْدِلُ بِأَبِي  
بَكْرٍ أَحَدًا ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ نَتَرُكَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ لَا نُفَاضِلُ  
بَيْنَهُمْ تَابِعَةً عَبْدُ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ -

[৩৪৩২] মুহাম্মদ ইবন হাতিম ইবন বায়ী' (র) ..... ইবন উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর মর্যাদায় (মর্যাদায়) আবু বকর (রা)-এর সমকক্ষে কাউকে মনে করতাম না, তারপর উমর (রা)-কে তারপর উসমান (রা)-কে (মর্যাদা দিতাম) তারপর সাহাবাগণের মধ্যে কাউকে কারও উপর প্রাধান্য দিতাম না। আবদুল্লাহ ইবন সালিহ (র) আবদুল আয়ীয় (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় শায়ান (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

[৩৪৩৩] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ هُوَ  
ابْنُ مَوْهَبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَوَاحَ الْبَيْتَ فَرَأَى قَوْمًا  
جُلُوسًا فَقَالَ مَنْ هُؤُلَاءِ الْقَوْمُ؟ قَالَ هُؤُلَاءِ قُرَيْشٌ قَالَ فَمَنِ الشَّيْخُ  
[www.alqurans.com](http://www.alqurans.com)

فِيهِمْ ؟ قَالُوا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ : انِّي سَأَتْلُكَ عَنْ شَيْءٍ فَحَدَثَنِي هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ أُحْدٍ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَقَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهُدْ ؟ قَالَ نَعَمْ : قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهُدْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : تَعَالِ أَبْيَنْ لَكَ ، أَمَا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحْدٍ فَأَشَهُدُ أَنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ وَأَمَا تَغَيَّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بَنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ مَرْضَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لَكَ أَجْرًا رَجُلٌ مِّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَةً ، وَأَمَا تَغَيَّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَوْ كَانَ أَحَدًا أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُثْمَانَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْدِهِ الْيُمْنَى هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ ، فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ فَقَالَ هَذِهِ لِعْنُ عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ اذْهَبْ بِهَا أَلَّا مَعَكَ -

**৩৪৩৩** মূসা ইব্ন ইসমাইল (র) ..... উসমান ইব্ন মাওহাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক মিসরবাসী মুকায় এসে হজ্জ সম্পাদন করে দেখতে পেল যে, কিছু সংখ্যক লোক একত্রে বসে আছে। সে বলল, এ লোকজন কারা? তাকে জানানো হল এরা কুরাইশ বংশের লোকজন। সে বলল, তাদের মধ্যে ঐ শায়েখ ব্যক্তিটি কে? তারা বললেন, ইনি আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)। সে ব্যক্তি (তাঁর নিকট এসে) বলল, হে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা), আমি আপনাকে একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব; আপনি আমাকে বলুন, (১) আপনি কি এটা জানেন যে, উসমান (রা) ওহোদ যুদ্ধ (চলাকালে) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ। (২) সে বলল, আপনি জানেন কি উসমান (রা) বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন? ইব্ন উমর (রা) উত্তরে বললেন, হাঁ। (৩) আপনি জানেন কি বায়'আতে রিয়ওয়ানে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন? ইব্ন উমর (রা) বললেন, হাঁ। লোকটি বলে উঠল, আল্লাহ আকবার। ইব্ন উমর (রা) তাকে বললেন, এস, তোমাকে প্রকৃত ঘটনা বলে দেই। উসমান (রা)-এর ওহোদ যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাঁকে মাফ করে দিয়েছেন ও ক্ষমা করে দিয়েছেন। (কুরআনে

কারীমে এ বিষয়ে উল্লেখ আছে) আর তিনি বদর যুক্তে এজন্য অনুপস্থিত ছিলেন যে, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ-এর কন্যা তাঁর স্ত্রী (রুক্মাইয়া (রা)) রোগঘন্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ তাঁকে বললেন, বদরের অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তির সম্পরিমাণ সাওয়ার ও গনীমতের অংশ মিলবে। আর বায়'আত রিয়ওয়ান থেকে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ হল, মুক্তার বুকে তাঁর (উসমান (রা)) চেয়ে সজ্ঞান, অন্য কেউ যদি থাকতো তবে তাকেই তিনি উসমানের পরিবর্তে পাঠাতেন। অতঃপর রাসূল করীম<sup>صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ</sup> (রা)-কে মুক্তায় প্রেরণ করেন। এবং তাঁর চলে যাওয়ার পর বায়'আতে রিয়ওয়ান অনুষ্ঠিত হয়। তখন রাসূল করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ তাঁর ডান হাতের প্রতি দ্রুতিক করে বললেন, এটি উসমানের হাত। তারপর ডান হাত বাম হাতে স্থাপন করে বললেন যে, এ হল উসমানের বায়'আত। ইব্ন উমর (রা) ঐ (মিসরীয়) লোকটিকে বললেন, তুমি এস এই জবাব নিয়ে যাও।

**٣٤٣٤** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنْسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعَمْرُو وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ فَقَالَ اسْكُنْ أَحَدًا أَظْنَهُ ضَرَبَةً بِرِجْلِهِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ وَصَدِيقٌ وَشَهِيدٌ -

**৩৪৩৪** مুসান্দাদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ ওহোদ পাহাড়ে আরোহণ করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আবু বকর, উমর ও উসমান (রা) তাঁদেরকে পেয়ে পাহাড়টি (আনন্দে) কেঁপে উঠল। তিনি (রাসূল صَلَّى اللّٰহُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ) বললেন, তে ওহোদ স্থির হও। (আনাস (রা) বলেন) আমার মনে হয় তিনি পা দিয়ে পাহাড়কে আঘাত করলেন। তারপর রাসূল صَلَّى اللّٰহُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ বললেন, তোমার উপর একজন নবী ও একজন সিদ্ধীক ও দু'জন শহীদ ব্যক্তিত আর কেউ নেই।

**২০৮৭.** بَابُ قَصَّةِ الْبَيْعَةِ وَالْأِتِّفَاقِ عَلَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ رَضِيَ اللَّهُ وَفِيهِ مَقْتُلُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ

২০৮৭. পরিচ্ছেদ : উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর প্রতি বায়'আত ও তাঁর উপর (জনগণের) একমত্য হওয়ার ঘটনা এবং এতে উমর ইব্ন খাতাব (রা)-এর শাহাদতের বর্ণনা

**৩৪৩৫** حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّامِ بِالْمَدِينَةِ وَقَفَ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ

حُنَيْفٌ، قَالَ كَيْفَ فَعَلْتُمَا أَتَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا قَدْ حَمَلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا  
 تُطِيقُ قَالَا حَمَلْنَاهَا أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ مَا فِيهَا كَبِيرٌ فَضُلِّلَ قَالَ انْظُرْنَا  
 أَنْ تَكُونَا حَمَلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ قَالَا لَا، فَقَالَ عُمَرُ : لَئِنْ سَلَمْنَى  
 اللَّهُ لَدَنْ أَرَأَمْلَ أَهْلَ الْعَرَاقِ لَا يَحْتَجِنَ إِلَى رَجُلٍ بَعْدِي أَبَدًا ، قَالَ  
 فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا رَابِعَةً حَتَّى أَصِيبَ قَالَ إِنِّي لِقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ  
 إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ غَدَاءَ أَصِيبَ وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ  
 اسْتَوْوَا ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَرْفِيْهِنَّ خَلَالًا تَقْدَمَ فَكَبَرَ ، وَرَبِّمَا قَرَأَ بِسُورَةِ  
 يُوسُفَ أَوِ النَّحْلَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ  
 فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ كَبَرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَتَلْنَى أَوْ أَكَلْنَى الْكَلْبُ حِنْ طَعْنَةٌ  
 فَطَارَ الْعِلْجُ بِسِكِينِ ذَاتِ طَرْفَيْنِ ، لَا يُمْرُّ عَلَى أَحَدٍ يَمْيِنًا وَلَا شَمَالًا إِلَّا  
 طَعْنَةٌ حَتَّى طَعَنَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ  
 رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا ، فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ  
 نَحْرَ نَفْسَهُ وَتَنَوَّلَ عُمَرُ يَدِ الرَّحْمَنِ إِبْنِ عَوْفٍ فَقَدَمَهُ ، فَمَنْ يَلِي  
 عُمَرَ ، فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى ، وَمَمَّا نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ  
 غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ  
 اللَّهِ فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ صَلَاةً خَفِيفَةً ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا  
 قَالَ يَا إِبْنَ عَبَّاسٍ نِإِنْظُرْ مَنْ قَتَلَنَى فَجَاءَ سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ غُلَامُ  
 الْمُغَيْرَةَ قَالَ الصَّنْعُ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَاتَلَهُ اللَّهُ لَقَدْ أَمْرَتُ بِهِ مَعْرُوفًا  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مِيَتَتِي بِيَدِ رَجُلٍ يَدْعُى الْإِسْلَامَ قَدْ كُنْتَ أَنْتَ

وَأَبُوكَ تُحِبُّانِ أَنْ تَكْثُرَ الْعُلُوجُ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ الْعَبَاسُ أَكْثَرُهُمْ  
رَقِيقًا فَقَالَ أَنْ شِئْتَ فَعَلْتُ، أَيْ أَنْ شِئْتَ قَتَلْنَا، قَالَ كَذَبْتَ بَعْدَ مَا  
تَكَلَّمُوا بِلِسَانِكُمْ، وَصَلَوَا قِبْلَاتِكُمْ وَجَجُوا حَجَّكُمْ، فَاحْتَمِلْ إِلَى بَيْتِهِ  
فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ وَكَانَ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُجِيبَةً قَبْلَ يَوْمَئِذٍ فَقَاتِلَ لَا  
بَأْسَ وَقَاتِلَ يَقُولُ أَخَافُ عَلَيْهِ، فَأَتَى بِنَبِيِّذِ فَشَرَبَهُ، فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ  
ثُمَّ أَتَى بِلَبَنِ فَشَرَبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ مَيْتٌ فَدَخَلُنا  
عَلَيْهِ، وَجَاءَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَتَّهُونَ عَلَيْهِ، وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌ فَقَالَ أَبْشِرُ  
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللَّهِ لَكَ مِنْ صَحَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدَمَ  
فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، ثُمَّ وَلَيْتَ فَعَدْلَتْ، ثُمَّ شَهَادَةً قَالَ وَدِدْتُ أَنْ  
ذَلِكَ كَفَافٌ لَا عَلَىٰ وَلَا لِيٰ، فَلَمَّا أَدْبَرَ إِذَا ازْرَاهُ يَمْسُّ الْأَرْضَ، قَالَ رُدُّوا  
عَلَىٰ الْغُلَامَ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي ارْفِعْ ثُوبَكَ فَإِنَّهُ أَنْقَلَ لِثُوبِكَ، وَأَتَقَى  
لِرَبِّكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ انْظُرْ مَا عَلَىٰ مِنَ الدِّينِ، فَحَسَبُوهُ فَوْجَدُوهُ  
سِتَّةً وَشَمَائِيلَ أَلْفَافًا أَوْ نَحْوَهُ، قَالَ أَنْ وَفِي لَهُ مَالٌ أَلِّ عُمَرَ فَأَدَهُ مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ، وَالْأَفْسَلُ فِي بَنِي عَدَىٰ ابْنِ كَعْبٍ فَانْ لَمْ تَفِ أَمْوَالُهُمْ فَسَلَّ  
فِي قُرَيْشٍ وَلَا تَعْدُهُمُ إِلَى غَيْرِهِمْ فَادْعُنَّ هَذَا الْمَالَ، انْطَلَقَ إِلَى  
عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلَّ يَقْرَأُ عَلَيْكَ عُمَرُ السَّلَامُ، وَلَا تَقُلْ أَمِيرُ  
الْمُؤْمِنِينَ فَإِنِّي لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا، وَقُلْ يَسْتَاذُنُ عُمَرُ بْنُ  
الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبِيِّهِ، فَسَلَّمَ وَاسْتَاذَنَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا  
فَوَجَدَهَا قَاعِدَةَ تَبَكِّيَ، فَقَالَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السَّلَامُ

وَيَسْتَأْذِنُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبِيهِ، فَقَالَتْ كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي، وَلَا وُثْرَنَ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي، فَلَمَّا أَقْبَلَ قِيلَ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ قَالَ ارْفَعُونِي فَأَشْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ الَّذِي تُحِبُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ أَذْنَتْ، قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا كَانَ شَيْءٌ أَهْمَ الْيَوْمَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا أَنَا قُبِضْتُ فَأَحْمَلُونِي، ثُمَّ سَلَّمَ فَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ فَإِنْ أَذْنَتْ لِي فَأَدْخُلُنِي وَإِنْ رَدَّتْنِي فَرُدُونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، وَجَاءَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ وَالنِّسَاءُ تَشْيِرُ مَعَهَا، فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا قُمْنَا، فَوَلَجْتُ عَلَيْهِ، فَبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، وَاسْتَأْذَنَ الرِّجَالُ فَوَلَجْتُ دَاخِلًا لَهُمْ فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنَ الدَّاخِلِ، فَقَالُوا أَوْصِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَخْلَفْ، قَالَ مَا أَجُدُ أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هُؤُلَاءِ النَّفَرِ أَوِ الرَّهْطِ الَّذِينَ تُوْفَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَسَمِّيَ عَلَيْاً وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدًا وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَقَالَ يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ كَهْيَةٌ التَّعْزِيَةُ لَهُ، فَإِنَّ أَصَابَتِ الْأُمَرَةُ سَعْدًا، فَهُوَ ذَاكَ وَالْأَوَّلُ فَلَيَسْتَعْنَ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِرَ، فَإِنَّ لَمْ أَعْزِلْهُ مِنْ عَجَزٍ وَلَا خِيَانَةً، وَقَالَ أُوْصِيَ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ، أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَيَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ، وَأُوْصِيَهُ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَأَنْ يُعْفَى عَنْ مُسِيئِهِمْ وَأُوْصِيَهُ بِاَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ رِءَةُ الْإِسْلَامِ، وَجُبَاهُ الْمَالِ وَغَيْظُ الْعَدُوِّ وَأَنْ لَا يُؤْخَذُ

مِنْهُمْ، إِلَّا فَضَلَّهُمْ عَنِ الرِّضَا هُمْ، وَأُوْصِيَهُمْ بِالْأَعْرَابِ خَيْرًا فَإِنَّهُمْ، أَصْلُ الْعَرَبِ، وَمَادَةُ الْإِسْلَامِ، أَنْ يُؤْخَذُ مِنْ حَوَافِشِ أَمْوَالِهِمْ، وَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ وَأُوْصِيَهُمْ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ ﷺ أَنْ يُؤْفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَآنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَلَا يُكَلِّفُوا إِلَّا طَاقَتْهُمْ فَلَمَّا قُبِضَ خَرَجَنَاهُ فَانْطَلَقَنَا نَمْشِي فَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ يَسْتَأْذِنُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَتْ آدْخُلُوهُ فَادْخُلْ فَوْضِعَ هُنَالِكَ مَعَ صَاحِبِيهِ فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ دَفْنِهِ اجْتَمَعَ هُؤُلَاءِ الرَّهْطُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ اجْعَلُوهُ أَمْرَكُمُ إِلَى ثَلَاثَةِ مِنْكُمْ قَالَ الزُّبَيرُ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلَيِّ، فَقَالَ طَلْحَةُ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ وَقَالَ سَعْدٌ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَيُّكُمَا تَبَرَّأُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ فَنَجَعَلُهُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِسْلَامُ لَيَنْظُرُنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ فَاسْكُنْ الشَّيْخَانِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ أَنْ لَا أَلُوْهُ عَنْ أَفْضَلَكُمْ، قَالَ أَنَّعَمْ فَأَخَذَ بِيَدِ أَخِدِهِمَا فَقَالَ لَكَ قَرَابَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقَدْمُ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَاللَّهُ عَلَيْكَ لَئِنْ أَمْرَتُكَ لِتَعْدِلَنَّ وَلَئِنْ أَمْرَتُ عُثْمَانَ لِتَسْمَعَنَ وَلَتُطِيعَنَ ثُمَّ خَلَا بِالْأَخْرِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَلَمَّا أَخَذَ الْمِيَثَاقَ قَالَ ارْفَعْ يَدَكَ يَا عُثْمَانَ فَبَأْيَعَهُ، فَبَأْيَعَ لَهُ عَلَىٰ وَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَأْيَعُوهُ -

৩৪৩৫] মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) ..... আমর ইব্ন মায়মূন (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর ইব্ন খাতাব (রা)-কে আহত হওয়ার কিছুদিন পূর্বে মদীনায় দেখেছি যে তিনি হ্যায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) ও উসমান ইব্ন হনায়ফ (র)-এর নিকট দাঁড়িয়ে তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন, (ইরাক বাসীর উপর কর

ধার্যের ব্যাপারে) তোমরা এটা কী করলে ? তোমরা কী আশঙ্কা করছ যে তোমরা ইরাক ভূমির উপর যে কর ধার্য করেছ তা বহনে ঐ ভূখণ্ড অক্ষম ? তারা বললেন, আমরা যে পরিমাণ কর ধার্য করেছি, ঐ ভূ-খণ্ড তা বহনে সক্ষম । এতে অতিরিক্ত কোন বোৰা চাপান হয়নি । তখন উমর (রা) বললেন, তোমরা পুনঃচিন্তা করে দেখ যে তোমরা এ ভূখণ্ডের উপর যে কর আরোপ করেছ তা বহনে সক্ষম নয় ? বর্ণনাকারী বলেন, তাঁরা বললেন, না (সাধ্যাতীত কর আরোপ করা হয় নি) এরপর উমর (রা) বললেন, আল্লাহ যদি আমাকে সুস্থ রাখেন তবে ইরাকের বিধবাগণকে এমন অবস্থায় রেখে যাব যে তারা আমার পরে কখনো অন্য কারো মুখ্যেক্ষণী না হয় । বর্ণনাকারী বলেন, এরপর চতুর্থ দিন তিনি (ঘাতকের আঘাতে) আহত হলেন । যেদিন প্রত্যুষে তিনি আহত হন, আমি তাঁর কাছে দাঁড়িয়েছিলাম এবং তাঁর ও আমার মাঝে আবদুল্লাহ ইব্ন আবাস (রা) ব্যতীত অন্য কেউ ছিল না । উমর (রা) (সালাত শুরু করার প্রাক্কালে) দু'কাতারের মধ্য দিয়ে চলার সময় বলতেন, কাতার সোজা করে নাও । যখন দেখতেন কাতারে কোন ঝটি নেই তখন তাকবীর বলতেন । তিনি অধিকাংশ সময় সূরা ইউসুফ, সূরা নাহল অথবা এ ধরনের (দীর্ঘ) সূরা (ফজরের) প্রথম রাক'আতে তিলাওয়াত করতেন, যেন অধিক পরিমাণে লোক প্রথম রাকআতে শরীক হতে পারেন । (সেদিন) তাকবীর বলার পরেই আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, একটি কুকুর আমাকে আঘাত করেছে অথবা বলেন, আমাকে আক্রমণ করেছে । ঘাতক “ইলজ” দ্রুত পলায়নের সময় দু'ধারী খঞ্জর দিয়ে ডানে বামে আঘাত করে চলছে । এভাবে তের জনকে আহত করল । এদের মধ্যে সাতজন শহীদ হলেন । এ অবস্থা দৃষ্টে এক মুসলিম তার লম্বা চাদরটি ঘাতকের উপর ফেলে দিলেন । ঘাতক যখন বুঝতে পারল সে ধরা পড়ে যাবে তখন সে আঘাত্যা করল । উমর (রা) আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)-এর হাত ধরে আগে এগিয়ে দিলেন । উমর (রা)-এর নিকটবর্তী যারা ছিল শুধুমাত্র তারাই ব্যাপরটি দেখতে পেল । আর মসজিদের প্রান্তে যারা ছিল তারা ব্যাপরটি এর বেশী বুঝতে পারল না যে উমর (রা)-এর কঠস্বর শুনা যাচ্ছে না । তাই তারা “সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ” বলতে লাগলেন । আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) তাঁদেরকে নিয়ে সংক্ষেপে সালাত আদায় করলেন । যখন মুসল্লীগণ চলে গেলেন, তখন উমর (রা) বললেন, হে ইব্ন আবাস (রা) দেখ তো কে আমাকে আঘাত করল । তিনি কিছুক্ষণ অনুসন্ধান করে এসে বললেন, মুগীরা ইব্ন শো'বা (রা)-এর গোলাম (আবু লুলু) । উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ কারীগর গোলামটি ? তিনি বললেন, হঁ । উমর (রা) বললেন, আল্লাহ তার মৃত্যু ইসলামের দাবীদার কোন ব্যক্তির হাতে ঘটান নি । হে ইব্ন আবাস (রা) তুমি এবং তোমার পিতা মদীনায় কাফির গোলামের সংখ্যা বৃক্ষি পছন্দ করতে । আবাস (রা)-এর নিকট অনেক অমুসলিম গোলাম ছিল । ইব্ন আবাস (রা) বললেন, যদি আপনি চান তবে আমি কাজ করে ফেলি অর্থাৎ আমি তাঁদেরকে হত্যা করে ফেলি । উমর (রা) বললেন, তুমি ভুল বলছ । (তুমি তা করতে পার না) কেননা তাঁরা তোমাদের ভাষায় কথা বলে তোমাদের কেবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করে, তোমাদের ন্যায় হজ্জ করে । তাঁরপর তাঁকে তাঁর ঘরে নেয়া হল । আমরা তাঁর সাথে চললাম । মানুষের অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল, ইতিপূর্বে তাঁদের উপর এতবড় মুসীবত আর আসেনি । কেউ কেউ বলছিলেন, ভয়ের কিছু নেই । আবার কেউ বলছিলেন, আমি তাঁর সম্পর্কে আশংকাবোধ করছি । তাঁরপর খেজুরের শরবত আনা হল তিনি তা পান করলেন । কিন্তু তা তাঁর পেট থেকে বেরিয়ে পড়ল । এরপর দুধ আনা হল,

তিনি তা পান করলেন; তাও তার পেট থেকে বেরিয়ে পড়ল। তখন সকলই বুঝতে পারলেন, মৃত্যু তাঁর অবশ্যিক। আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। অন্যান্য লোকজনও আসতে শুরু করল। সকলেই তার প্রশংসা করতে লাগল। তখন যুবক বয়সী একটি লোক এসে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন। আপনার জন্য আল্লাহ'র সু-সংবাদ রয়েছে; আপনি তা গ্রহণ করুন। আপনি নবী করীম<sup>স</sup> -এ সাহচর্য গ্রহণ করেছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগেই আপনি তা গ্রহণ করেছেন, যে সম্পর্কে আপনি নিজেই অবগত আছেন তারপর আপনি খলীফা হয়ে ন্যায় বিচার করেছেন। তারপর আপনি শাহাদাত লাভ করেছেন। উমর (রা) বললেন, আমি পছন্দ করি যে তা আমার জন্য ক্ষতিকর বা লাভজনক না হয়ে সমান সমান হয়ে যাক। যখন যুবকটি চলে যেতে উদ্যত হল তখন তার (পরিহিত) লুঙ্গিটি মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছিল। (এ দেখে) উমর (রা) বললেন, যুবকটিকে আমার নিকট দেকে আন। (ছেলেটি আসল) তিনি বললেন- হে ভাতিজা, তোমার কাপড়টি উঠিয়ে নাও। এটা তোমার কাপড়ের পরিচ্ছন্নতার উপর এবং তোমার রবের নিকটে পছন্দীয়। (তারপর তিনি বললেন) হে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর তুমি হিসাব করে দেখ আমার ঝণের পরিমাণ কত। তাঁরা হিসাব করে দেখতে পেলেন ছিয়াশি হাজার (দিরহাম) বা এর কাছাকাছি। তিনি বললেন, যদি উমরের পরিবার পরিজনের মাল দ্বারা তা পরিশোধ হয়ে যায়, তবে তা দিয়ে পরিশোধ করে দাও। অন্যথায় আদি ইব্ন কা'ব এর বৎসরদের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ কর। তাদের মাল দিয়েও যদি ঝণ পরিশোধ না হয় তবে কুরাইশ কবিলা থেকে সাহায্য গ্রহণ করবে এর বাহিরে কারো সাহায্য গ্রহণ করবে না। আমার পক্ষ থেকে তাড়াতাড়ি ঝণ আদায় করে দাও। উশুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর খেদমতে তুমি যাও এবং বল উমর আপনাকে সালাম পাঠিয়েছে। আমীরুল মু'মিনীন, শব্দটি বলবে না। কেননা এখন আমি মু'মিনগণের আমীর নই। তাঁকে বল উমর ইব্ন খাত্তাব তাঁর সাথীদ্বয়ের পাশে দাফন হওয়ার অনুমতি চাচ্ছেন। ইব্ন উমর (রা) আয়েশা (রা)-এর খেদমতে গিয়ে সালাম জানিয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, প্রবেশ কর, তিনি দেখলেন, আয়েশা (রা) বসে বসে কাঁদছেন। তিনি গিয়ে বললেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং তাঁর সাথীদ্বয়ের পাশে দাফন হওয়ার জন্য আপনার অনুমতি চেয়েছেন। আয়েশা (রা) বললেন, তা আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু আজ আমি এ ব্যাপারে আমার উপরে তাঁকে অগ্রাধিকার প্রদান করছি। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) যখন ফিরে আসছেন তখন বলা হল- এই যে আবদুল্লাহ ফিরে আসছে। তিনি বললেন, আমাকে উঠিয়ে বসাও। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে ঠেস দিয়ে বসিয়ে ধরে রাখলেন। উমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, কি সংবাদ? তিনি বললেন, আমীরুল মু'মিনীন, আপনি যা আকাঙ্ক্ষা করেছেন, তাই হয়েছে, তিনি অনুমতি দিয়েছেন। উমর (রা) বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। এর চেয়ে গুরুতুপর্ণ কোন বিষয় আমার নিকট ছিল না। যখন আমার ওফাত হয়ে যাবে তখন আমাকে উঠিয়ে নিয়ে, তাঁকে (আয়েশা (রা)) আমার সালাম জানিয়ে বলবে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আপনার অনুমতি চাচ্ছেন। যদি তিনি অনুমতি দেন, তবে আমাকে প্রবেশ করাবে আর যদি তিনি অনুমতি না দেন তবে আমাকে সাধারণ মুসলমানদের গোরস্থানে নিয়ে যাবে। এ সময় উশুল মু'মিনীন হাফসা (রা)-কে কতিপয় মহিলাসহ আসতে দেখে আমরা উঠে পড়লাম। হাফসা (রা) তাঁর কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ কাঁদলেন। তারপর পুরুষগণ এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলে, তিনি ঘরের ভিতর চলে (গেলেন) ঘরের ভেতর হতেও আমরা তাঁর কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনি

ওয়াসিয়াত করুন এবং খলীফা মনোনীত করুন। উমর (রা) বললেন, খিলাফতের জন্য এ কয়েকজন ব্যক্তিত অন্য কাউকে আমি যোগ্যতম পাছি না, যাদের প্রতি নবী করীম ﷺ তার ইন্তিকালের সময় রাখী ও খুশী ছিলেন। তারপর তিনি তাঁদের নাম বললেন, আলী, উসমান, যুবায়র, তালহা, সাদ ও আবদুর রাহমান ইবন আউফ (রা) এবং বললেন, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) তোমাদের সাথে থাকবে। কিন্তু সে খিলাফত লাভ করতে পারবে না। তা ছিল শুধু সাত্ত্বনা হিসাবে। যদি খিলাফতের দায়িত্ব সাদের (রা) উপর ন্যস্ত করা হয় তবে তিনি এর জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। আর যদি তোমাদের মধ্যে অন্য কেউ খলীফা নির্বাচিত হন তবে তিনি যেন সর্ব বিষয়ে সাঁদের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করেন। আমি তাঁকে (কুফার গভর্নরের পদ থেকে) অযোগ্যতা বা খিয়ানতের কারণে অপসারণ করি নি। আমার পরে (নির্বাচিত) খলীফাকে আমি ওয়াসিয়াত করছি, তিনি যেন প্রথম যুগের মুহাজিরগণের হক সম্পর্কে সচেতন থাকেন, তাদের মান-সম্মান রক্ষায় সচেষ্ট থাকেন। এবং আমি তাঁকে আনসার সাহাবীগণের যাঁরা মুহাজিরগণের আগমনের পূর্বে এই নগরীতে (মদীনায়) বসবাস করে আসছিলেন এবং ঈমান এনেছেন, তাঁদের প্রতি সম্মত করার করার ওয়াসিয়াত করছি যে তাঁদের মধ্যে নেককারগণের ওয়ার আপন্তি যেন গ্রহণ করা হয় এবং তাঁদের মধ্যে কারোর ভুলক্ষণ্ঠা হলে তা যেন ক্ষমা করে দেয়া হয়। আমি তাঁকে এ ওয়াসিয়াতও করছি যে, তিনি যেন রাজ্যের বিভিন্ন শহরের আধিবাসীদের প্রতি সম্মত করার করেন। কেননা তাঁরাও ইসলামের হেফায়তকারী। এবং তারাই ধন-সম্পদের যোগানদাতা। তারাই শক্রদের চোখের কাঁটা। তাদের থেকে তাদের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে কেবলমাত্র তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ যাকাত আদায় করা হয়। আমি তাঁকে পল্লীবাসীদের সহিত সম্মত করার ওয়াসিয়ত করছি। কেননা তারাই আরবের ভিত্তি এবং ইসলামের মূল শক্তি। তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ এনে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া হয়। আমি তাঁকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ জিজ্ঞাসীদের (অর্থাৎ সংখ্যা লয় সম্পদায়) বিষয়ে ওয়াসিয়াত করছি যে, তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার যেন পুরো করা হয়। (তারা কোন শক্ত দ্বারা আক্রান্ত হলে) তাদের পক্ষাবলম্বনে যেন যুদ্ধ করা হয়, তাদের শক্তি সামর্থ্যের অধিক জিয়িয়া (কর) যেন চাপানো না হয়। উমর (রা)-এর ইন্তিকাল হয়ে গেলে আমরা তাঁর লাশ নিয়ে পায়ে হেঁটে চললাম। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) আয়েশা (রা)-কে সালাম করলেন এবং বললেন, উমর ইবন খাত্বাব (রা) অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি (আয়েশা (রা)) বললেন, তাকে প্রবেশ করাও। এরপর তাঁকে প্রবেশ করান হল এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের পার্শ্বে দাফন করা হল। যখন তাঁর দাফন কার্য সম্পন্ন হল, তখন ঐ ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হলেন। তখন আবদুর রাহমান (রা) বললেন, তোমরা তোমাদের বিষয়টি তোমাদের মধ্য থেকে তিনজনের উপর ছেড়ে দাও। তখন যুবায়র (রা) বললেন, আমি, আমরা বিষয়টি আলী (রা)-এ উপর অর্পণ করলাম। তালহা (রা) বললেন, আমার বিষয়টি আবদুর রাহমান ইবন আউফ (রা)-এর উপর ন্যস্ত করলাম। তারপর আবদুর রাহমান (রা), উসমান ও আলী (রা)-কে বললেন, আপনাদের দু'জনের মধ্য থেকে কে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে ইচ্ছা করেন? (একজন অব্যাহতি দিলে) এ দায়িত্ব অপর জনার উপর অর্পণ করব। আল্লাহ ও ইসলামের হক আদায় করা তাঁর অন্যতম দায়িত্ব হবে। কে অধিকতর যোগ্য সে সম্পর্কে দু'জনেরই চিন্তা করা উচিত। ব্যক্তিদ্বয় (উসমান ও আলী (রা)) নীরব থাকলেন। তখন আবদুর রাহমান (রা) নিজেই বললেন, আপনারা এ দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করতে পারেন কি? আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আপনাদের

মধ্যকার যোগ্যতম ব্যক্তিকে নির্বাচিত করতে একটুও ত্রুটি করব না। তাঁরা উভয়ে বললেন, হাঁ। তাদের একজনের (আলী (রা)-এর) হাত ধরে বললেন, রাসূল করীম ﷺ-এর সাথে আপনার যে ঘনিষ্ঠ আঘায়তা এবং ইসলাম গ্রহণে অগ্রামীতা রয়েছে তা আপনিও ভালভাবে জানেন। আল্লাহর ওয়াক্তে এটা আপনার জন্য জরুরী হবে যে যদি আপনাকে খলীফা মনোনীত করি তাহলে আপনি ইন্সাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। আর যদি উসমান (রা)-কে মনোনীত করি তবে আপনি তাঁর কথা শুনবেন এবং তাঁর প্রতি অনুগত থাকবেন। তারপর তিনি অপরজনের (উসমানের (রা)-এর) সঙ্গে একান্তে অনুরূপ কথা বললেন। এভাবে অঙ্গীকার গ্রহণ করে, তিনি বললেন, হে উসমান (রা) আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। তিনি (আবদুর রাহমান (রা)), তাঁর হাতে বায়'আত করলেন। তারপর আলী (রা) তাঁর (উসমান (রা)-এর বায়'আত করলেন)। এরপর মদীনাবাসীগণ অগ্রসর হয়ে সকলেই বায়'আত করলেন।

٢٠٨٨ . بَابُ مَنَاقِبِ عَلَىٰ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَبِي الْحَسِينِ الْفَرَشِيِّ  
الْهَاشِمِيِّ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلَىٰ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ وَقَالَ عُمَرُ  
بْوَفِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُ رَاضٌ

২০৮৮. পরিচ্ছেদ ৪: আবুল হাসান আলী ইবন আবু তালিব কুরাইশী হাশিমী (রা)-এর মর্যাদা নবী কর্মী মুহাম্মদ আলী (রা)-কে বলেছেন, তুমি আমার ঘনিষ্ঠ আপনজন আমি তোমার একান্ত শ্রদ্ধাভাজন। উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওফাত পর্যন্ত তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন

٣٤٣٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعْيَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ  
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَأَعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ  
غَدَّا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَذِيهِ ، قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدْوُكُونَ لَيْلَتَهُمْ  
أَيُّهُمْ يُعْطِاهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُّهُمْ  
يَرْجُو أَنْ يُعْطِاهَا فَقَالَ أَيْنَ عَلَىٰ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالُوا يَشْتَكِي  
عَيْنِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأَتَوْنَاهُ بِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ بَصَقَ  
فِي عَيْنِيهِ فَدَعَاهُ ، فَبَرَآ حَتَّىٰ كَانَ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجْعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّأْيَةَ  
فَقَالَ عَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَاتَهُمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا مِثْنَا ، فَقَالَ أَنْفَذْ عَلَىٰ

رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَأَنَّ يَهْدِي اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرًا لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمُرُ النَّعْمَ -

**৩৪৩৬** কুতায়বা ইবন সাইদ (র) ..... সাহল ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি আগামীকাল এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দিব যাঁর হাতে আল্লাহ্ বিজয় দান করবেন। রাবী বলেন, তারা এই আগ্রহ ভরে রাত্রি যাপন করলেন যে, কাকে এ পতাকা দেয়া হবে। যখন সকাল হল তখন সকলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এ নিকট গিয়ে হায়ির হলেন। তাদের প্রত্যেকেই এ আশা পোষণ করছিলেন যে পতাকা তাকে দেয়া হবে। তারপর তিনি বললেন, আলী ইবন আবু তালিব কোথায়? তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনি চক্ষু রোগে আক্রান্ত। তিনি বললেন, কাউকে পাঠিয়ে তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এস। যখন তিনি এলেন, তখন রাসূল ﷺ তাঁর দু'চোখে খুখু লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দু'আও করলেন। এতে তিনি এমন সুস্থ হয়ে গেলেন যেন তাঁর চোখে কোন রোগই ছিল না। রাসূলে করীম ﷺ তাঁকে পতাকাটি দিলেন। আলী (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মত না হয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কি তাদের সাথে যুদ্ধ চলিয়ে যাব। তিনি বললেন, তুমি সোজা অহসর হতে থাক এবং তাদের আঙিনায় উপনীত হয়ে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দাও। তাদের উপর আল্লাহ্ র যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তাবে তাও তাদেরকে জানিয়ে দাও। আল্লাহ্ র কসম, তোমার দ্বারা যদি একটি মানুষও হিদায়েত প্রাপ্ত হয়, তা হবে তোমার জন্য লালু রঙের উট প্রাপ্তির চেয়েও অধিক উত্তম।

**৩৪৩৭** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عَبْدِيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ عَلَىٰ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَيْرٍ وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ عَلَىٰ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءً الْلَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَّمَّ اللَّهُ فِي صَبَاحِهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَطِيَّنَ الرَّأْيَ أَوْ لِيَأْخُذَنَ الرَّأْيَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْ قَالَ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ وَمَا نَرْجُوهُ، فَقَالُوا هَذَا عَلَىٰ فَاعْطِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ -

**৩৪৩৮** কুতায়বা (র) ..... সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা) নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে খায়বার যুদ্ধে যান নি। কেননা তাঁর চোখে অসুখ ছিল। এতে তিনি (মনে মনে) বললেন, আমি কি

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে (জিহাদে) যাব না । তারপর তিনি বেড়িয়ে পড়লেন এবং নবী ﷺ -এর সাথে মিলিত হলেন । যেদিন সকালে আল্লাহ বিজয় দান করলেন, তার পূর্বে রাত্রে (সন্ধিয়ায়) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আগামী কাল সকালে আমি এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা প্রদান করব, অথবা বলেছিলেন যে এমন এক ব্যক্তি খান্ড করবে যাকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ ভালবাসেন, অথবা বলেছিলেন, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে । তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করাবেন । তারপর আমরা দেখতে পেলাম তিনি হলেন আলী (রা), অথচ আমরা তাঁর সম্পর্কে এমনটি আশা করি নি । তাই সকলেই বলে উঠলেন, এই যে আলী (রা) । রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকেই (পতাকা) দিলেন এবং তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলা বিজয় দিলেন ।

[ ٣٤٣٨ ]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ  
 عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ هَذَا فُلَانٌ لَّا مِيرٌ  
 الْمَدِينَةِ يَدْعُونَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَنْبِرِ قَالَ، فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ؟ يَقُولُ لَهُ أَبُو  
 تُرَابٍ، فَضَحِّكَ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا سَمَّاهُ إِلَّا النَّبِيُّ ﷺ وَمَا كَانَ لَهُ اسْمٌ  
 أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْهُ فَأَسْتَطَعْتُ الْحَدِيثَ سَهْلًا، وَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبَاسٍ  
 كَيْفَ ذَالِكَ؟ قَالَ دَخَلَ عَلَىٰ فَاطِمَةَ ثُمَّ خَرَجَ فَاضْطَجَعَ فِي  
 الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيْنَ أَبْنُ عَمِّكَ، قَالَتْ فِي الْمَسْجِدِ،  
 فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سَقطَ عَنْ ظَهِيرَهِ وَخَلَصَ التُّرَابُ إِلَى ظَهِيرَهِ،  
 فَجَعَلَ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهِيرَهِ فَيَقُولُ أَجِلْشِ يَا أَبَا تُرَابٍ مَرَّتَيْنِ -

[ ৩৪৩৮ ] আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলাহা (র) ..... আবু হাযিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সাহল ইব্ন সাদ (রা)-এর খেদমতে হাযিম হয়ে বললেন, মদীনার অমুক আমীর মিস্রের নিকটে বসে আলী (রা) সম্পর্কে অপ্রিয় কথা বলছে । তিনি বললেন, সে কি বলছে ? সে বলল, সে তাকে আবু তুরাব (রা) বলে উল্লেখ করছে । সাহল (রা) (একথা শুনে ) হেসে দিলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম, তাঁর এ নাম নবী করীম ﷺ -ই রেখে ছিলেন । এ নাম অপেক্ষা তাঁর নিকট অধিক প্রিয় আর কোন নাম ছিল না । আমি (নাম রাখার) ঘটনাটি জানার জন্য সাহল (রা) এর নিকট আগ্রহ প্রকাশ করলাম এবং তাকে বললাম, হে আবু আবাস, এটা কিভাবে হয়েছিল । তিনি বললেন, (একদিন) আলী (রা) ফাতিমা (র) এর নিকট গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এস মসজিদে শুয়ে রইলেন । (অল্লক্ষণ পর) নবী করীম ﷺ এসে জিজ্ঞাসা

করলেন, তোমার চাচাত ভাই (আলী) কোথায় ? তিনি বললেন, মসজিদে। রাসূলে করীম ﷺ তাঁর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। পরে তিনি তাঁকে এমন অবস্থায় পেলেন যে তাঁর চাঁদর পিঠ থেকে সরে গিয়েছে। তাঁর পিঠে ধুলা-বালি লেগে গেছে। রাসূল করীম ﷺ তাঁর পিঠ থেকে ধুলা-বালি ঝাড়তে ঝাড়তে বলতে লাগলেন, উঠে বস হে আবু তুরাব। এ কথাটি তিনি দুবার বলেছিলেন।

٢٤٣٩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ حَصَيْنِ  
عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ عُثْمَانَ  
فَذَكَرَ عَنْ مَحَاسِنِ عَمَلِهِ قَالَ لَعَلَّ ذَاكَ يَسُوْؤُكَ ، قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَارْغِمْ  
اللَّهُ بِإِنْفِكَ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ عَلَيِّ فَذَكَرَ مُحَاسِنَ عَمَلِهِ قَالَ هُوَ ذَاكَ بَيْتُهُ  
أَوْسَطُ بُيُوتِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّ ذَاكَ يَسُوْؤُكَ ؟ قَالَ أَجَلْ قَالَ  
فَارْغِمَ اللَّهُ بِإِنْفِكَ ، اِنْطَلِقْ فَاجْهُدْ عَلَى جَهْدِكَ -

**৩৪৩৯** মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র) ..... সাদ ইব্ন উবাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট এসে উসমান (রা)-এর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করল। তিনি উসমান (রা)-এর কতিপয় ভাল গুণ বর্ণনা করলেন। ইব্ন উমর (রা) ঐ ব্যক্তিকে বললেন, মনে হয় এটা তোমার কাছে খারাপ লাগছে। সে বলল, হ্যাঁ। ইব্ন উমর (রা) বললেন, আল্লাহ (তোমাকে) অপমানিত করুন! তারপর সে ব্যক্তি আলী (রা)-এর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি তাঁরও কতিপয় ভাল গুণ বর্ণনা করলেন এবং বললেন, ঐ দেখ। তাঁর ঘরাটি নবী করীম ﷺ-এর ঘরগুলির মধ্যে অবস্থিত এরপর তিনি বললেন, মনে হয় এসব কথা শুনতে তোমার খারাপ লাগছে। সে বলল, হ্যাঁ। ইব্ন উমর (রা) বললেন, আল্লাহ তোমাকে লাঙ্ঘিত করুন। যাও, আমার বিরুদ্ধে তোমার শক্তি ব্যয় কর।

٢٤٤٠

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ  
سَمِعْتُ ابْنَ أَبِيهِ لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَلَىٰ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا  
شَكَّتْ مَاتَلْقَى مِنْ أَثْرِ الرَّحَّا فَأَتَى النَّبِيِّ ﷺ سَبِّيْ سَبِّيْ فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ  
تَجِدْهُ فَوَجَدَتْ عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةَ  
بِمَجْئِهِ فَاطِمَةَ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْنَا وَقَدْ أَخْذَنَا مَضَاجِعَنَا

فَذَهَبْتُ لِأَقُومَ فَقَالَ عَلَىٰ مَكَانِكُمَا ، فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّىٰ وَجَدُ بَرَدَ قَدَمَيْهِ عَلَىٰ صَدْرِيٍّ وَقَالَ أَلَا أَعْلَمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمْنَا إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تُكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثَيْنَ ، وَتُسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثَيْنَ وَتَحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثَيْنَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ -

**৩৪৪০** মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা (রা) যাঁতা চালানোর কষ্ট সম্পর্কে একদিন (আমার নিকট) অভিযোগ প্রকাশ করলেন। এরপর নবী করীম ﷺ-এর নিকট কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী আসল। ফাতিমা (রা) (এক জন গোলাম পাওয়ার আশা নিয়ে) নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে গেলেন। কিন্তু তাঁকে না পেয়ে, আয়েশা (রা)-এর কাছে তাঁর কথা বলে আসলেন। নবী করীম ﷺ যখন ঘরে আসলেন তখন ফাতিমা (রা) এর আগমন ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আয়েশা (রা) তাঁকে অবহিত করলেন। (আলী (রা) বলেন।) নবী করীম ﷺ আমাদের এখানে আসলেন, যখন আমরা বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। তাঁকে দেখে আমি উঠে বসতে চাইলাম। কিন্তু তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় থাক এবং তিনি আমাদের মাঝখানে এমনভাবে বসে পড়লেন যে আমি তাঁর পদদ্বয়ের শীতলতা আমার বক্ষে অনুভব করলাম। তিনি বললেন, আমি কি তোমরা যা চেয়েছিলে তার চেয়েও উত্তম জিনিস শিক্ষা দিবনা? (তা হল) তোমরা যখন ঘুমানোর উদ্দেশ্যে বিছানায় যাবে তখন চৌক্রিক বার “আল্লাহু আক্বার” তেক্রিশবার “সুবহানাল্লাহ” তেক্রিশবার “আলু হামদুল্লাহ” পড়ে নিবে। এটা খাদিম (যা তোমরা চেয়েছিলে) অপেক্ষা অনেক উত্তম।

**৩৪৪১** حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ  
قَالَ سَمِعْتُ ابْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ  
أَمَاتَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ -

**৩৪৪১** মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ (তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে) আলী (রা)-কে বলেছিলেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, যেভাবে হারন (আ) মুসা (আ) এর প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা লাভ করেছিলেন, তুমও আমার নিকট সেই মর্যাদা লাভ কর।

**৩৪৪২** حَدَّثَنَا عَلَىٰ أَبْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبْنِ سِيرِينَ  
عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ

فَإِنَّ أَكْرَهَ الْأَخْتِلَافَ حَتَّىٰ يَكُونَ النَّاسُ جَمَاعَةً أَوْ أَمْوَاتٍ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرُى أَنَّ عَامَةً مَا يُرَاوِي عَنْ عَلَىٰ الْكَذِبِ -

**৩৪৪২** আলী ইবনুল জাদ (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা পূর্ব থেকে যেভাবে ফয়সালা করে আসছ সেভাবেই কর কেননা পারম্পরিক বিবাহ আমি অপছন্দ করি। যেন সকল লোক এক দল ভুক্ত হয়ে থাকে। অথবা আমি এমতাবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় হই যেভাবে আমার সাধীগণ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। (মুহাম্মদ) ইবন সীরীন (র) এ ধারণা পোষণ করতেন যে, আলী (রা) এর (১ম খলীফা হওয়া সম্পর্কে) যে সব কথা তার থেকে (রাফেয়ী সম্প্রদায় কর্তৃক) বর্ণিত তার অধিকাংশই ভিত্তিহীন।

٢٠٨٩ . مَنَاقِبُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْهَاشِمِيِّ وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ  
اَشَبَّهْتَ خَلْقِيَ وَخَلْقِيَ

২০৮৯. পরিচ্ছেদ : জাফর ইবন আবু তালিব হাশিমী (রা) এর মর্যাদা। নবী ﷺ তাঁকে বলেছিলেন, তুমি আকৃতি ও চরিত্রে আমার সদৃশ

**৩৪৪৩** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ دِينَارٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجُهْنِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَقُولُونَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَّهُ كُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشِبْعٍ بَطْنِيَ حَتَّىٰ لَا أَكُلُ الْخَمِيرَ وَلَا أَبْسُ الْحَبِيرَ، وَلَا يَخْدُمُنِي فُلَانٌ وَلَا فَلَانَةٌ وَكُنْتُ الصِّقُ بَطْنِيَ بِالْحَصْبَاءِ مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ لَا سَتَقْرِي الرَّجُلُ أَلْيَةً هِيَ مَعِيَ كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي، وَكَانَ أَخْيَرَ النَّاسِ لِلْمِسْكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ، حَتَّىٰ إِنْ كَانَ لِيُخْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ فَيَسْقُهَا فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا -

**৩৪৪৩** آهْمَدُ إِبْنُ أَبِيْ بَكْرٍ (ر) ..... آبُو حَرَّاَرَى (ر) থেকে বর্ণিত, লোকজন (অভিযোগের সুরে) বলে থাকেন যে, آبُو حَرَّاَرَى (ر) অনেক বেশী হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। বস্তুতঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে আস্ত্রণ্তি নিয়ে পড়ে থাকতাম। ঐ সময়ে আমি সুস্থাদু রংটি ভক্ষণ করি নি, দার্মী বস্ত্র পরিধান করি নি। তখন কেউ আমার খেদমত করত না। এবং আমি ক্ষুধার জ্ঞালায় পাথরময় যামনের সাথে পেট চেপে ধরতাম। কোন কোন সময় কুরআনে কারীমের আয়াত বিশেষ, আমার জানা থাকা সত্ত্বেও অন্যদেরকে জিজাসা করতাম যেন, তারা আমাকে তাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে কিছু আহারের ব্যবস্থা করেন। গরীব মিসকীনদের জন্য সর্বাপেক্ষা উচ্চম ব্যক্তি ছিলেন জাফর ইবন আবু তালিব (রা)। তিনি প্রায়ই আমাকে নিজ ঘরে নিয়ে যেতেন এবং যা ঘরে থাকত তাই আমাকে আহার করিয়ে দিতেন। (কোন সময় এমন হত যে তাঁর ঘরে কিছুই থাকেনা) ঘরের শূন্য পাত্র এনে তিনি আমাদের সামনে তা ভেঙ্গে দিতেন আর তা চেটে খেতাম।

**٣٤٤٤** حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ عَلَىٰ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِيْ خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ نِيَ الْجَنَاحَيْنَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَقَالُ كُنْ فِي جَنَاحِيْ كُنْ فِي نَاحِيْتِيْ كُلُّ جَابِنِيْنِ جَنَاحَانِ -

**৩৪৪৪** আম্র ইবন আলী (র) ..... শাবী (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) যখন জাফর (রা) এর ছেলে (আবদুল্লাহ) কে সালাম করতেন তখন বলতেন, হে, দু'বাহ বিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্র।<sup>১</sup> আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী (র)) বলেন, বলা হয় কুন ফি জনাহি অর্থ তুমি আমার পাশে থাক। প্রত্যেক বস্তুর দু'পাশকে দু'বাহ বলা হয়।

## ٢٠٩. ذِكْرُ الْعَبَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

২০৯০. আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব (রা) এর আলোচনা

**٣٤٤٥** حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبِيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْمُتَّشِّنِ عَنْ ثَمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ عَنْ

১. মতা যুক্তে প্রথমে জাফর (রা)-এর এক বাহ কর্তৃত হয়, তারপর অপর বাহ। এরপর তিনি শহীদ হন। নবী করীম (সা) জান্নাতে তাঁর বাহ সংযোজনের সুস্থিতি দান করেন।

أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قَطَحُوا اسْتَشْقَى  
بِالْعَبَاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا  
عَلَيْهِ السَّلَامُ فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعِمَّ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَسْقِنَا فَيُسْقَوْنَ -

**৩৪৪৫** হাসান ইবন মুহাম্মদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) (এর খিলাফত কালে) অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে আকবাস ইবন আব্দুল মুত্তলিব (রা) এর ওয়াসিলা নিয়ে বৃষ্টি বর্ষণের দু'আ করতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমরা অনাবৃষ্টি দেখা দিলে আমাদের নবীর عَلَيْهِ السَّلَامُ ওয়াসিলা নিয়ে দু'আ করতাম তুমি (আমাদের দু'আ করুন করে) বৃষ্টি বর্ষণ করতে, এখন আমরা আমাদের নবী عَلَيْهِ السَّلَامُ এর চাচা আকবাস (রা)-এর ওয়াসিলায় বৃষ্টি বর্ষণের দু'আ করছি। তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। তখন বৃষ্টি হত।

**২০৯১** بَابُ مَنَاقِبِ قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْقَبَةِ فَاطِمَةِ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهَا بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

২০৯১. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর নিকট আজীয়দের মর্যাদা এবং ফাতিমা (রা) বিন্তে নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর মর্যাদা। নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেছেন, ফাতিমা (রা) জাগ্রাতবাসী মহিলাগণের সরদার

**৩৪৪৬** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي  
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَرْسَلَتْ إِلَى  
أَبِيهِ بَكْرٍ تَسْأَلَهُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
شَطَّلُبُ صَدَقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكِ وَمَا بَقَى مِنْ خُمُسِ  
خَيْرِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْوَرَثُ مَاتَرَكْنَا فَهُوَ  
صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ أَلْ مُحَمَّدٌ مِنْ هَذَا الْمَالِ يَعْنِي مَالَ اللَّهِ لَيُسَلِّمَ لَهُمْ أَنْ  
يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكُلِ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَلَا عَمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَشَهَّدُ عَلَيْهِ، ثُمَّ

قَالَ أَنَا قَدْ عَرَفْنَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَضِيلَاتَكَ وَذَكْرَ قَرَابَتِهِمْ مِنَ رَسُولِ اللَّهِ  
عَلَيْهِ وَحْقَهُمْ فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةِ رَسُولِ  
اللَّهِ عَلَيْهِ أَحَبُّ إِلَى أَنْ أَصِلَّ مِنْ قَرَابَتِي -

**3446** আবুল ইয়ামান (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর (রা) এর নিকট  
ফাতিমা (রা) নবী করীম صلوات الله عليه وسلم থেকে তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অংশ দাবী করলেন যা আল্লাহ্ তা'আলা  
তাঁকে বিনাযুক্তে দান করেছিলেন, যা তিনি সাদ্কা স্বরূপ মদীনা, ফাদাকে রেখে গিয়েছিলেন এবং খায়বারের  
এক-পথগ্রাম হতে যে অবশিষ্ট ছিল তাও। আবু বকর (রা) (তার উত্তরে) বললেন, রাসূলুল্লাহ صلوات الله عليه وسلم  
বলেছেন, আমাদের (নবীগণের মালের ওয়ারিস কেউ হয় না। আমরা যা কিছু রেখে যাই তা সবই সাদ্কা।  
মুহাম্মদ صلوات الله عليه وسلم-এর পরিবারবর্গ এ মাল থেকে অর্থাৎ আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ মাল থেকে খেতে পারবে। তবে (আহারের  
জন্য) প্রয়োজনের অধিক নিতে পারবে না। আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ মাল, আমি নবী করীম صلوات الله عليه وسلم-এর পরিত্যক্ত মালে  
তাঁর যুগে যেমন নিয়ম ছিল তার পরিবর্তন করব না। আমি অবশ্যই তা করব যা রাসূলুল্লাহ صلوات الله عليه وسلم-কের  
গেছেন। এরপর আলী (রা) শাহাদত (হামদ-সানা) পাঠ করে বললেন, হে আবু বকর ! আমরা আপনার  
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবহিত এবং রাসূলুল্লাহ صلوات الله عليه وسلم-এর সাথে তাঁদের যে আঙীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা রয়েছে  
তা এবং তাঁদের অধিকারের কথাও উল্লেখ করলেন। আবু বকর (রা)ও এ বিষয়ে উল্লেখ করে বললেন,  
আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ মাল صلوات الله عليه وسلم-এর আঙীয়দের সাথে সদাচরণ করার চেয়ে রাসূলুল্লাহ صلوات الله عليه وسلم-এর  
আঙীয়দের সাথে সদাচরণ করা আমি অধিক পছন্দ করি।

**3447** أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعبَةُ  
عَنْ وَاقِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثَ عَنْ أَبِنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُمْ قَالَ ارْقُبُوا مُحَمَّداً صلوات الله عليه وسلم فِي أَهْلِ بَيْتِهِ -

**3447** **3448** **3449** **3450** **3451** **3452** **3453** **3454** **3455** **3456** **3457** **3458** **3459** **3460** **3461** **3462** **3463** **3464** **3465** **3466** **3467** **3468** **3469** **3470** **3471** **3472** **3473** **3474** **3475** **3476** **3477** **3478** **3479** **3480** **3481** **3482** **3483** **3484** **3485** **3486** **3487** **3488** **3489** **3490** **3491** **3492** **3493** **3494** **3495** **3496** **3497** **3498** **3499** **3500** **3501** **3502** **3503** **3504** **3505** **3506** **3507** **3508** **3509** **3510** **3511** **3512** **3513** **3514** **3515** **3516** **3517** **3518** **3519** **3520** **3521** **3522** **3523** **3524** **3525** **3526** **3527** **3528** **3529** **3530** **3531** **3532** **3533** **3534** **3535** **3536** **3537** **3538** **3539** **3540** **3541** **3542** **3543** **3544** **3545** **3546** **3547** **3548** **3549** **3550** **3551** **3552** **3553** **3554** **3555** **3556** **3557** **3558** **3559** **3560** **3561** **3562** **3563** **3564** **3565** **3566** **3567** **3568** **3569** **3570** **3571** **3572** **3573** **3574** **3575** **3576** **3577** **3578** **3579** **3580** **3581** **3582** **3583** **3584** **3585** **3586** **3587** **3588** **3589** **3590** **3591** **3592** **3593** **3594** **3595** **3596** **3597** **3598** **3599** **3600** **3601** **3602** **3603** **3604** **3605** **3606** **3607** **3608** **3609** **3610** **3611** **3612** **3613** **3614** **3615** **3616** **3617** **3618** **3619** **3620** **3621** **3622** **3623** **3624** **3625** **3626** **3627** **3628** **3629** **3630** **3631** **3632** **3633** **3634** **3635** **3636** **3637** **3638** **3639** **3640** **3641** **3642** **3643** **3644** **3645** **3646** **3647** **3648** **3649** **3650** **3651** **3652** **3653** **3654** **3655** **3656** **3657** **3658** **3659** **3660** **3661** **3662** **3663** **3664** **3665** **3666** **3667** **3668** **3669** **3670** **3671** **3672** **3673** **3674** **3675** **3676** **3677** **3678** **3679** **3680** **3681** **3682** **3683** **3684** **3685** **3686** **3687** **3688** **3689** **3690** **3691** **3692** **3693** **3694** **3695** **3696** **3697** **3698** **3699** **3700** **3701** **3702** **3703** **3704** **3705** **3706** **3707** **3708** **3709** **3710** **3711** **3712** **3713** **3714** **3715** **3716** **3717** **3718** **3719** **3720** **3721** **3722** **3723** **3724** **3725** **3726** **3727** **3728** **3729** **3730** **3731** **3732** **3733** **3734** **3735** **3736** **3737** **3738** **3739** **3740** **3741** **3742** **3743** **3744** **3745** **3746** **3747** **3748** **3749** **3750** **3751** **3752** **3753** **3754** **3755** **3756** **3757** **3758** **3759** **3760** **3761** **3762** **3763** **3764** **3765** **3766** **3767** **3768** **3769** **3770** **3771** **3772** **3773** **3774** **3775** **3776** **3777** **3778** **3779** **3780** **3781** **3782** **3783** **3784** **3785** **3786** **3787** **3788** **3789** **3790** **3791** **3792** **3793** **3794** **3795** **3796** **3797** **3798** **3799** **3800** **3801** **3802** **3803** **3804** **3805** **3806** **3807** **3808** **3809** **3810** **3811** **3812** **3813** **3814** **3815** **3816** **3817** **3818** **3819** **3820** **3821** **3822** **3823** **3824** **3825** **3826** **3827** **3828** **3829** **3830** **3831** **3832** **3833** **3834** **3835** **3836** **3837** **3838** **3839** **3840** **3841** **3842** **3843** **3844** **3845** **3846** **3847** **3848** **3849** **3850** **3851** **3852** **3853** **3854** **3855** **3856** **3857** **3858** **3859** **3860** **3861** **3862** **3863** **3864** **3865** **3866** **3867** **3868** **3869** **3870** **3871** **3872** **3873** **3874** **3875** **3876** **3877** **3878** **3879** **3880** **3881** **3882** **3883** **3884** **3885** **3886** **3887** **3888** **3889** **3890** **3891** **3892** **3893** **3894** **3895** **3896** **3897** **3898** **3899** **3900** **3901** **3902** **3903** **3904** **3905** **3906** **3907** **3908** **3909** **3910** **3911** **3912** **3913** **3914** **3915** **3916** **3917** **3918** **3919** **3920** **3921** **3922** **3923** **3924** **3925** **3926** **3927** **3928** **3929** **3930** **3931** **3932** **3933** **3934** **3935** **3936** **3937** **3938** **3939** **3940** **3941** **3942** **3943** **3944** **3945** **3946** **3947** **3948** **3949** **3950** **3951** **3952** **3953** **3954** **3955** **3956** **3957** **3958** **3959** **3960** **3961** **3962** **3963** **3964** **3965** **3966** **3967** **3968** **3969** **3970** **3971** **3972** **3973** **3974** **3975** **3976** **3977** **3978** **3979** **3980** **3981** **3982** **3983** **3984** **3985** **3986** **3987** **3988** **3989** **3990** **3991** **3992** **3993** **3994** **3995** **3996** **3997** **3998** **3999** **4000** **4001** **4002** **4003** **4004** **4005** **4006** **4007** **4008** **4009** **4010** **4011** **4012** **4013** **4014** **4015** **4016** **4017** **4018** **4019** **4020** **4021** **4022** **4023** **4024** **4025** **4026** **4027** **4028** **4029** **4030** **4031** **4032** **4033** **4034** **4035** **4036** **4037** **4038** **4039** **4040** **4041** **4042** **4043** **4044** **4045** **4046** **4047** **4048** **4049** **4050** **4051** **4052** **4053** **4054** **4055** **4056** **4057** **4058** **4059** **4060** **4061** **4062** **4063** **4064** **4065** **4066** **4067** **4068** **4069** **4070** **4071** **4072** **4073** **4074** **4075** **4076** **4077** **4078** **4079** **4080** **4081** **4082** **4083** **4084** **4085** **4086** **4087** **4088** **4089** **4090** **4091** **4092** **4093** **4094** **4095** **4096** **4097** **4098** **4099** **4100** **4101** **4102** **4103** **4104** **4105** **4106** **4107** **4108** **4109** **4110** **4111** **4112** **4113** **4114** **4115** **4116** **4117** **4118** **4119** **4120** **4121** **4122** **4123** **4124** **4125** **4126** **4127** **4128** **4129** **4130** **4131** **4132** **4133** **4134** **4135** **4136** **4137** **4138** **4139** **4140** **4141** **4142** **4143** **4144** **4145** **4146** **4147** **4148** **4149** **4150** **4151** **4152** **4153** **4154** **4155** **4156** **4157** **4158** **4159** **4160** **4161** **4162** **4163** **4164** **4165** **4166** **4167** **4168** **4169** **4170** **4171** **4172** **4173** **4174** **4175** **4176** **4177** **4178** **4179** **4180** **4181** **4182** **4183** **4184** **4185** **4186** **4187** **4188** **4189** **4190** **4191** **4192** **4193** **4194** **4195** **4196** **4197** **4198** **4199** **4200** **4201** **4202** **4203** **4204** **4205** **4206** **4207** **4208** **4209** **4210** **4211** **4212** **4213** **4214** **4215** **4216** **4217** **4218** **4219** **4220** **4221** **4222** **4223** **4224** **4225** **4226** **4227** **4228** **4229** **4230** **4231** **4232** **4233** **4234** **4235** **4236** **4237** **4238** **4239** **4240** **4241** **4242** **4243** **4244** **4245** **4246** **4247** **4248** **4249** **4250** **4251** **4252** **4253** **4254** **4255** **4256** **4257** **4258** **4259** **4260** **4261** **4262** **4263** **4264** **4265** **4266** **4267** **4268** **4269** **4270** **4271** **4272** **4273** **4274** **4275** **4276** **4277** **4278** **4279** **4280** **4281** **4282** **4283** **4284** **4285** **4286** **4287** **4288** **4289** **4290** **4291** **4292** **4293** **4294** **4295** **4296** **4297** **4298** **4299** **4300** **4301** **4302** **4303** **4304** **4305** **4306** **4307** **4308** **4309** **4310** **4311** **4312** **4313** **4314** **4315** **4316** **4317** **4318** **4319** **4320** **4321** **4322** **4323** **4324** **4325** **4326** **4327** **4328** **4329** **4330** **4331** **4332** **4333** **4334** **4335** **4336** **4337** **4338** **4339** **4340** **4341** **4342** **4343** **4344** **4345** **4346** **4347** **4348** **4349** **4350** **4351** **4352** **4353** **4354** **4355** **4356** **4357** **4358** **4359** **4360** **4361** **4362** **4363** **4364** **4365** **4366** **4367** **4368** **4369** **4370** **4371** **4372** **4373** **4374** **4375** **4376** **4377** **4378** **4379** **4380** **4381** **4382** **4383** **4384** **4385** **4386** **4387** **4388** **4389** **4390** **4391** **4392** **4393** **4394** **4395** **4396** **4397** **4398** **4399** **4400** **4401** **4402** **4403** **4404** **4405** **4406** **4407** **4408** **4409** **4410** **4411** **4412** **4413** **4414** **4415** **4416** **4417** **4418** **4419** **4420** **4421** **4422** **4423** **4424** **4425** **4426** **4427** **4428** **4429** **4430** **4431** **4432** **4433** **4434** **4435** **4436** **4437** **4438** **4439** **4440** **4441** **4442** **4443** **4444** **4445** **4446** **4447** **4448** **4449** **4450** **4451** **4452** **4453** **4454** **4455** **4456** **4457** **4458** **4459** **4460** **4461** **4462** **4463** **4464** **4465** **4466** **4467** **4468** **4469** **4470** **4471** **4472** **4473** **4474** **4475** **4476** **4477** **4478** **4479** **4480** **4481** **4482** **4483** **4484** **4485** **4486** **4487** **4488** **4489** **4490** **4491** **4492** **4493** **4494** **4495** **4496** **4497** **4498** **4499** **4500</**

**৩৪৪৮** آبُو وَيَالِيدٍ (ر) ..... مِسْوَّلَةُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ  
বলেন, ফাতিমা আমার (দেহের) টুকরা। যে তাঁকে কষ্ট দিবে, সে যেন আমাকে কষ্ট দিল।

**৩৪৪৯** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَّاعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ  
ابْنَتَهُ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهَا فَسَارَهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعَاهَا  
فَسَارَهَا فَضَحَّكَتْ، قَالَتْ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ سَرَّنِي النَّبِيُّ ﷺ  
فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجْهِ الَّذِي تُؤْفَى فِيهِ فَبَكَيْتْ، ثُمَّ سَارَتِي  
فَأَخْبَرَنِي إِلَى أَوْلَ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتَبَعَهُ فَضَحَّكَتْ

**৩৪৪৯** ইয়াহুইয়া ইব্ন কায়া'আ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর ওফাতের সময় যে রোগে আক্রান্ত হন তখন তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা)কে ডেকে পাঠালেন। (তিনি আসলে) চুপিচুপি কি যেন তাঁকে বললেন, তিনি এতে কাঁদতে লাগলেন। তারপর তিনি তাঁকে ডেকে পুনরায় চুপিচুপি কি যেন বললেন, এবারে তিনি হাসতে লাগলেন। আমি তাঁকে এ (হাসি-কানার) কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ-এর আমাকে জানালেন যে, তিনি এ রোগে ওফাত লাভ করবেন, এতে আমি কাঁদতে শুরু করি। এরপর তিনি চুপেচুপে বললেন, আমি তাঁর পরিবার বর্গের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর সাথে মিলিত হব, তখন আমি হাসতে শুরু করি।

**২০১২** مَنَاقِبُ الزَّبِيرِ بْنِ الْعَوَامِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ حَوَارِيُّ النَّبِيِّ  
سُمِّيَ الْحَوَارِيُّونَ لِبِيَاضِ ثِيَابِهِمْ

২০১২. পরিচ্ছেদ ৪: যুবায়ের ইব্ন আওয়াম (রা) এর মর্যাদা। ইব্ন আব্রাস (রা) বলেন, তিনি নবী করীম ﷺ-এর হাওয়ারী ছিলেন। (বিশেষ সাহায্যকারী) (কুরআন মজীদে উল্লেখিত) হাওয়ারীকে তাদের কাপড় সাদা হওয়ার কারণে এই নামকরণ করা হয়েছে

**৩৪৫০** حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ مُشَهِّرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ  
عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمَ قَالَ أَصَابَ عُثْمَانَ بْنَ  
عَفَانَ رُعَافَ شَدِيدًا سَنَةَ الرُّعَافَ حَتَّىٰ حَبَسَهُ عَنِ الْحَجَّ وَأَوْصَى فَدَخَلَ

عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ اسْتَخْلَفْ فَقَالَ وَقَالُوا هُوَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَنْ؟ فَسَكَتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ أَخْرُ أَحْسِبَهُ الْحَارِثَ فَقَالَ اسْتَخْلَفْ ، فَقَالَ عُثْمَانُ وَقَالُوا فَقَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَنْ هُوَ ؟ قَالَ فَسَكَتَ قَالَ فَلَعْنَاهُمْ قَالُوا الزُّبِيرُ ، قَالَ نَعَمْ قَالَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَخَيْرٌ هُمْ مَا عَلِمْتُ ، وَإِنْ كَانَ لَأَحَبُّهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

**৩৪৫০** খালিদ ইবন মাখলাদ (র) ..... মারওয়ান ইবন হাকাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসমান (রা) কঠিন নাকের পীড়ায় (নাক দিয়ে রক্তপাত) আক্রান্ত হলেন (একত্রিশ হিজরী) সনে যে সনকে নাকের পীড়ার সন বলা হয় এ কারণে তিনি ঐ বছর হজ্জ পালন করতে পারলেন না এবং ওসিয়াত করলেন। ঐ সময় কুরাইশের এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, আপনি কাউকে আপনার খলীফা মনোনীত করুন। উসমান (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, জনগণ কি একথা বলেছে ? সে বললো, হাঁ, উসমান (রা) বললেন, বলতো কাকে (মনোনীত করব) ? রাবী বলেন তখন সে ব্যক্তি নীরব হয়ে গেল। তারপর অপর এক ব্যক্তি আসল, (রাবী বলেন) আমার ধারণা সে হারিস (ইবন হাকাম মারওয়ানের ভাই) ছিল। সেও বলল, আপনি খলীফা মনোনীত করুন। উসমান (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, জনগণ কি চায় ? সে বলল, হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কাকে ? রাবী বলেন সে নীরব হয়ে গেল। উসমান (রা) বললেন, সম্ভবতঃ তারা যুবায়র (রা) এর নাম প্রস্তাব করেছে। সে বলল, হাঁ। উসমান (রা) বললেন, ঐ সম্ভাব কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার জানামতে তিনিই সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং নবী করীম ﷺ-এর সর্বাধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন।

**৩৪৫১** حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنِيَ  
أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مَرْوَانَ يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ  
اسْتَخْلَفْ قَالَ وَقِيلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ الزُّبِيرُ ، قَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنَّكُمْ  
لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ خَيْرُكُمْ ثَلَاثًا -

**৩৪৫১** উবায়দ ইবন ইসমাইল (র) ..... মারওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উসমান (রা) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বলল, আপনি খলীফা মনোনীত করুন। তিনি বললেন, তা কি বলাবলী হচ্ছে ? সে বলল, হাঁ, তিনি হচ্ছেন যুবায়র (রা)। এই শুনে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম তোমরা নিশ্চয়ই জান যে যুবায়র (রা) তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। একথাটি তিনি তিনবার বললেন।

**٣٤٥٢** حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ هُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيَ الزُّبَيْرِ -

**৩৪৫২** মালিক ইবন ইসমাঈল (র) ..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অত্যেক নবীরই হাওয়ারী (বিশেষ সাহায্যকারী) ছিলেন। আর আমার হাওয়ারী হলেন যুবায়র (রা)।

**٣٤٥٣** حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فِي النِّسَاءِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِالزُّبَيْرِ عَلَى فَرَسِهِ يَخْتَالُ إِلَيِّي بَنِي قُرَيْظَةَ مَرَّتِينِ أَوْ ثَلَاثَةَ فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ يَا أَبَتِ رَأَيْتُكَ تَخْتَالُ فَقَالَ أَوْ هَلْ رَأَيْتِنِي يَا بُنْيَءَى ، قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَأْتِ بَنِي قُرَيْظَةَ فَيَأْتِيَنِي بِخَبَرِهِمْ فَإِنْطَلَقْتُ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَوِيَهِ فَقَالَ فِدَاكَ أَبِي وَأَمِي -

**৩৪৫৪** আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধ চলাকালে আমি এবং উমর ইবন আবু সলামা (স্বল্প বয়সের কারণে) মহিলাদের দলে চলছিলাম। হঠাৎ (আমার পিতা) যুবায়েরকে দেখতে পেলাম যে, তিনি অশ্঵ারোহণ করে বনী কুরায়া গোত্রের দিকে দুর্বার অথবা তিনি বার আসা যাওয়া করছেন। যখন ফিরে আসলাম তখন বললাম, হে আবু আমি আপনাকে (বনী কুরায়ার দিকে) কয়েকবার যাতায়াত করতে দেখেছি। তিনি বললেন, হে প্রিয় পুত্র, তুমি কি আমাকে দেখতে পেয়েছিলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন কে বনী কুরায়া গোত্রের নিকট গিয়ে তাদের খবরা-খবর জেনে আসবে? তখন (সে কাজে) আমিই গিয়ে ছিলাম। (সংবাদ নিয়ে) যখন আমি ফিরে আসলাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার জন্য তাঁর মাতা-পিতাকে একজু করে বললেন, আমার মাতাপিতা তোমার জন্য কুরবান হোক।

٣٤٥٤

حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا لِلزُّبَيرِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ إِنَّا تَشَدُّ فَنَشَدُ مَعَكَ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ فَضْرَبُوهُ ضَرَبَتِينِ عَلَىٰ عَاتِقِهِمْ بَيْنَهُمَا ضَرَبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ عُرْوَةُ فَكُنْتَ أُدْخِلُ أَصَابِيعِي فِيٰ تِلْكَ الْضَّرَبَاتِ الْأَعْبُ وَأَنَا صَغِيرٌ -

৩৪৫৪ আলী ইবন হাফস (র) ..... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, ইয়ারমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণ যুবায়েরকে বললেন, আপনি কি আক্রমণ কঠোরতর করবেন না? তা হলে আমরাও আপনার সাথে (সর্বশক্তি নিয়ে) আক্রমণ করব। এবার তিনি ভীষণভাবে আক্রমণ করলেন। শক্ররা তাঁর কাঁধে দুটি আঘাত করল। ক্ষতদ্বয়ের মধ্যে আরো একটি ক্ষতের চিহ্ন ছিল যা বদর যুদ্ধে হয়েছিল। উরওয়া (র) বলেন, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ঐ ক্ষতস্থানগুলিতে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে খেলা করতাম।

٢٩٣      بَابُ ذِكْرِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ عُمَرُ تُوفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ

২০৯৩. পরিচ্ছেদ ৪: তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা)-এর মর্যাদা। উমর (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ আম্বৃত্য তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন

٣٤٥٥

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَقْدَمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ لَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيٰ بَعْضِ تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٌ عَنْ حَدِيثِهِمَا -

৩৪৫৫ মুহাম্মদ ইবন আবু বকর মুকাদ্দামী (র) ..... আবু উসমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যেসব যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্য থেকে এক যুদ্ধ (ওহোদ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংগে কোন এক সময় তালহা ও সাদ (রা) ব্যতীত অন্য কেউ ছিলেন না। আবু উসমান (রা) তাঁদের উভয় থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

**٣٤٥٦** حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ الْتَّقِيِّ وَقَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ قَدْ شَكَّ -

**٣٤٥٦** مুসাদাদ (র) ..... কাইস ইবন আবু হাযিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তালহা (রা)-এর এই হাতকে অবশ অবস্থায় দেখেছি, যে হাত দিয়ে (ওহোদ যুদ্ধে শক্রদের আক্রমণ হতে) নবী করীম ﷺ-কে হিফায়ত করেছিলেন।

**٢٠٩٤** . بَابُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ الزُّهْرِيِّ وَبَنْو زُهْرَةَ أخْوَانِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ سَعْدُ بْنُ مَلِكٍ

২০৯৪. পরিচ্ছেদ : সা'দ ইবন আবু ওকাস যুহরীর (রা) মর্যাদা। বনু যুহরা নবী করীম ﷺ-এর মামার বংশ। তিনি হলেন সা'দ ইবন মালিক

**٣٤٥٧** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُئْنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحِيَّى قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ جَمْعَ لِي النَّبِيِّ ﷺ أَبَوِيهِ يَوْمَ أَحْدٍ -

**٣٤٥٧** مুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওহোদ যুদ্ধে নবী ﷺ তাঁর মাতা-পিতাকে একত্র করে (বলে) ছিলেন, (তোমার উপর আমার মাতা-পিতা কুরবান হটক)।

**٣٤٥٨** حَدَّثَنَا مَكْيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَآتَانِي ثُلُثُ الْإِسْلَامِ-

**٣٤٥٨** মাক্কী ইবন ইবরাহীম (র) ..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমাকে খুব ভালভাবে জানি, ইসলাম গ্রহণে আমি ছিলাম তৃতীয় ব্যক্তি। (পুরুষদের মধ্যে)

**٣٤٥٩** حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ بْنُ هَاشِمٌ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ يَقُولُ : مَا أَسْلَمَ أَحَدًا لِلْيَوْمِ

الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَأَنِّي لِثَلَاثَةِ الْإِسْلَامِ \* تَابَعَهُ  
أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ -

**৩৪৫৯।** ইব্রাহীম ইবন মূসা (র) ..... সাদ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (আমার জানা মতে) যে দিন আমি ইসলাম গ্রহণ করি সেদিন (এর পূর্বে খাদীজা (রা) ও আবু বকর (রা) ব্যক্তিত) অন্য কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। আমি সাতদিন এমনিভাবে অতিবাহিত করেছি যে আমি ইসলাম গ্রহণে তৃতীয় ব্যক্তি ছিলাম।

**৩৪৬।** حَدَّثَنَا عَمَرُ بْنُ عَوْنَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ  
عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِنِّي لَأَوَّلُ الْغَرَبَ  
رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكُنَّا نَفْزُوْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا  
وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّىٰ إِنْ أَحَدَنَا لِيَضَعُ كَمَا يَضَعُ الْبَعِيرُ أَوَ الشَّاةُ مَا لَهُ  
خَلْطٌ ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُوا أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الْإِسْلَامِ لَقَدْ خِبَتْ إِذَا وَضَلَّ  
عَمَلِي وَكَانُوا وَشَوَّابِهِ إِلَى عُمَرٍ قَالُوا لَا يُحْسِنُ يُصْلِيٌّ قَالَ أَبُو عَبْدِ  
اللَّهِ ثَلَاثَةِ إِسْلَامٍ يَقُولُ وَإِنَّا ثَالِثَ ثَلَاثَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ -

**৩৪৬০।** আম্র ইবন আওন (র) ..... কায়েস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাদ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আরবদের মধ্যে আমিই সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় প্রথম তীর নিক্ষেপ করেছে। আমরা নবী করীম ﷺ-এর সৎগে থেকে লড়াই করেছি। তখন গাছের পাতা ব্যক্তিত আমাদের কোন আহার্য ছিল না এমনকি আমাদেরকে (কোষ্ঠকাঠিন্য হেতু) উট অথবা ছাগলের ন্যায় বড়ির মত মল ত্যাগ করতে হত। আর এখন (এ অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে,) বনু আসাদ আমাকে ইসলামের ব্যাপারে লজ্জা দিচ্ছে। আমি তখন অভ্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হব এবং আমার আমলসমূহ বৃথা যাবে। বনু আসাদ উমর (রা) এর নিকট সাদ (রা)-এর বিরুদ্ধে যথা নিয়মে সালাত আদায় না করার অভিযোগ করছেন। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (র) বলেন ইসলামের তৃতীয় ব্যক্তি একথা দ্বারা তিনি বলতে চান যে নবী ﷺ-এর সঙ্গে যারা প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করে আমি এদের তিনজনের তৃতীয়।

## . ২০৯৫ . بَابُ ذِكْرٍ أَصْهَارِ النَّبِيِّ مِنْهُمْ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ

২০৯৫. পরিচ্ছেদ ৪ : নবী কর্ম  -এর জামাতা সম্পর্কে বর্ণনা। আবুল আস ইবন রাবী (র) তাদের মধ্যে একজন

[ ৩৪৬১ ]

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانُ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي  
 عَلَىٰ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ الْمَسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ إِنَّ عَلَيَا خَطَبَ بِنْتَ جَهْلِ  
 فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ  
 لَا تَفْضِبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلَىٰ تَاكِحٍ بِنْتِ أَبِي جَهْلٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ  
 ﷺ فَسَمِعَتْهُ حِينَ تَشَهَّدُ يَقُولُ أَمْ بَعْدُ فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ  
 الرَّبِيعِ، فَحَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةً مِنِّي وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنَّ  
 يَسُوءَهَا وَاللَّهُ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ  
 رَجُلٍ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلَىٰ الْخُطْبَةِ، وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو بْنُ حَلَّةَ عَنِ  
 ابْنِ شِهَابٍ عَنِ عَلَىٰ عَنْ مَسْوَرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَ صِهْرًا  
 لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهِرَتِهِ إِيمَاهُ فَأَخْسَنَ قَالَ  
 حَدَّثَنِي فَصِدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوْقَى لِي -

[ ৩৪৬২ ] আবুল ইয়ামান (র) ..... মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু জেহলের কন্যাকে আলী (রা) বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে পাঠালেন। ফাতিমা (রা) এই সংবাদ শুনতে পেরে রাসূলুল্লাহ  -এর খেদমতে এসে বললেন, আপনার গোত্রের লোকজন মনে করে যে, আপনি আপনার মেয়েদের খাতিরে রাগাবিত হন না। আলী তো আবু জেহলের কন্যাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ  (এ শুনে) খুত্বা দিতে প্রস্তুত হলেন। (মিসওয়ার বলেন) তিনি যখন হামড ও সানা পাঠ করেন, তখন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, আমি আবুল আস ইবন রাবির নিকট আমার মেয়েকে শাদী দিয়েছিলোম। সে আমার সাথে যা বলেছে সত্যই বলেছে। আর (শোন) ফাতিমা আমার (মেহের) টুকরা; তাঁর কোন কষ্ট হোক তা আমি কখনও পছন্দ করি না। আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসূলের মেয়ে এবং

আল্লাহর চরম দুশ্মনের মেয়ে একই ব্যক্তির কাছে একত্রিত হতে পারে না। (একথা শুনে) আলী (রা) তাঁর বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাহার করলেন। মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হালহালা (র) ..... মিসওয়ার (র) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করে বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বনী আবদে শামস গোত্রে তাঁর এক জামাতা সম্পর্কে অত্যন্ত প্রশংসা করতে শুনেছি। নবী ﷺ বলেন, সে আমাকে যা বলেছে- সত্য বলেছে। যা অঙ্গীকার করেছে, তা পূরণ করেছে।

**٢٠٩٦ . بَابُ مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلَى النَّبِيِّ وَقَالَ الْبَرَا  
عَنِ النَّبِيِّ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا**

২০৯৬. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ-এর মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) যায়েদ ইব্ন হারিসা (রা) এর মর্যাদা। বারা (র) বলেন নবী করীম ﷺ তাঁকে বলেছেন, তুমি আমাদের ভাই ও আমাদের বক্তু

**٣٤٦٢** حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلُدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعْثَ النَّبِيِّ ﷺ بَعْثًا وَأَمْرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمَارَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلٍ وَآتَيْتُ اللَّهَ أَنِّي كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ -

**৩৪৬২** খালিদ ইব্ন মাখ্লাদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ (মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর) একটি সেনাবাহিনী প্রেরণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন, এবং উসামা ইব্ন যায়েদ (রা)কে উক্ত বাহিনীর অধিনায়ক মনোনীত করেন। কিছু সংখ্যক শোক তাঁর অধিনায়কত্বের উপর মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগলো। (ইহা শুনে) নবী করীম ﷺ বললেন, তাঁর নেতৃত্বের প্রতি তোমাদের সমালোচনা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কেননা, এরপূর্বে তাঁর পিতার (যারেদের) নেতৃত্বের প্রতি তোমরা সমালোচনা করেছ। আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই সে (যায়েদ) নেতৃত্বের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি ছিল এবং আমার প্রিয়জনদের মধ্যে একজন ছিল। তাঁরপর তাঁর পুত্র (উসামা) আমার প্রিয়তম ব্যক্তিদের অন্যতম।

**٣٤٦٣** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ  
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَىٰ قَائِفَ وَالنَّبِيِّ  
شَاهِدًا وَأَسَامَةً بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدًا بْنَ حَارِثَةَ مَضْطَجِعًا فَقَالَ أَنَّ  
هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ قَالَ فَسُرْ بِذَلِكَ النَّبِيُّ وَأَعْجَبَهُ  
فَأَخْبَرَهُ عَائِشَةَ -

**٣٤٦٤** إِيَّاهُ إِيَّاهُ إِبْنُ كَيْمَا' 'আ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জনেক  
কায়ফ (রেখা চিহ্ন বিশেষজ্ঞ) আসে, সে সময় নবী করীম ﷺ উপস্থিত ছিলেন। উসামা (রা) ও তাঁর  
পিতা (পা বাইরে রেখে উভয়ই একটি চাদরে শরীর আবৃত করে) শয়ে ছিলেন। কায়ফ (তাদের শধু পা  
দেখে বলে উঠল, এ পাঞ্চলো একটি অন্যটির অংশ। রাবী বলেন নবী করীম ﷺ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে  
(কায়ফের মন্তব্যটি) আয়েশা (রা) কেও অবহিত করলেন।<sup>۱</sup>

## ২০৯৭. بَابُ ذِكْرِ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

২০৯৭. পরিচ্ছেদ ৪: উসামা ইবন যায়েদ (রা)-এর আলোচনা

**٣٤٦٤** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ  
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهْمَمُهُمْ شَانُ ارءَ الْمَخْزُومِيَّةِ  
فَقَالُوا مَنْ يَجْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ -

**৩৪৬৪** কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, মাখযুম গোত্রের এক মহিলার  
চুরির ঘটনায় কুরাইশগণ ভীষণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়ল। তারা পরম্পরে বলাবলি করতে লাগল, রাসূলুল্লাহ  
ﷺ-এর প্রিয় পাত্র উসামা ইবন যায়েদ (রা) ব্যক্তিত কে আর তাঁর নিকট (সুপারিশ করার) সাহস করবে?

**৩৪৬৫** وَحَدَّثَنَا عَلَىٰ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ قَالَ ذَهَبَتْ أَسَالُ الزُّهْرِيِّ عَنْ

১. ব্যাপার ছিল এই যে, জাহেলী যুগে উসামা (রা) এর পিতৃত্ব সম্পর্কে কেউ কেউ সদেহ পোষণ করত, যেহেতু  
উসামা (রা) ছিলেন কাল এবং তাঁর পিতা যায়েদ (রা) ছিলেন গৌরবৰ্ণ। নবী করীম (সা) আনন্দিত হলেন  
একারণে যে, যেহেতু তারা কায়ফের মন্তব্যে বিশ্বাসী ছিল। সেহেতু তার বক্তব্যে তাদের সদেহ ও ভাস্ত ধারণা  
দ্বৰাভূত হয়ে গেল।

حَدَّيْثُ الْخَزُومِيَّةِ فَصَاحَ بْنُ قُلْتُ لِسُفِيَّانَ فَلَمْ تَحْتَمِلْهُ عَنْ أَحَدٍ قَالَ  
وَجَدْتُهُ فِي كِتَابٍ كَانَ كَتَبَهُ أَيُوبُ بْنُ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِرْوَةِ  
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ ، فَقَالُوا  
مَنْ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ فِيهَا فَلَمْ يَجْتَرِيْ أَحَدٌ أَنْ يُكَلِّمَهُ لِكَلْمَهُ أَسَامَةَ بْنَ  
زَيْدٍ ، فَقَالَ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا  
سَرَقَ مِنْهُمُ الْضَّعِيفُ قَطَعُوهُ ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا -

**৩৪৬৫** আলী (র) ..... আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাখযুম গোত্রের জনেকা মহিলা চুরি করেছিল। তখন তারা বলল, দেখত, এ ব্যাপারে কে নবী করীম ﷺ-এর সাথে কথা বলতে পারবে? কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ-ই কথা বলার সাহস করল না। উসামা (রা) এ ব্যাপারে তাঁর সাথে আলোচনা করলেন। তখন তিনি ﷺ বললেন, বনী ইসরাইল তাদের সন্ত্রাস পরিবারের কেউ চুরি করলে তাকে (বিচার না করে) ছেড়ে দিত। এবং দুর্বল কেউ চুরি করলে তারা তার হাত কেটে দিত। (আমার কন্যা) ফাতিমা (রা) (চুরির অপরাধে দোষিণী) হলেও (আল্লাহ তাঁর হিফায়ত করুন) তবে অবশ্যই আমি তাঁর হাত কেটে ফেলতাম।

**৩৪৬৬** حَدَّيْثُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبَادٍ يَحْيَى بْنُ عَبَادٍ  
حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ نَظَرَ أَبْنُ عُمَرَ يَوْمًا  
وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى رَجُلٍ يَسْحَبُ ثِيَابَهُ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ  
فَقَالَ انْظُرْ مَنْ هَذَا ؟ لَيْئَتْ هَذَا عِنْدِي ، قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ ، أَمَا تَعْرِفُ هَذَا  
يَا أَبَا عَبَدِ الرَّحْمَنِ ، هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسَامَةَ قَالَ فَطَأَطَأَ أَبْنُ عُمَرَ رَأْسَهُ  
وَنَقَرَ بِيَدِيهِ فِي الْأَرْضِ ، ثُمَّةَ قَالَ لَوْ رَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا حَبَّةَ -

**৩৪৬৭** হাসান ইবন মুহাম্মাদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন দিনার (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন উমর (র) এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন যে, মসজিদের এক কোণে তার কাপড় টেনে নিছে, তিনি বললেন, দেখতো, লোকটি কে? সে যদি আমার নিকট থাকত (তবে আমি তাকে সদুপদেশ দান করতাম) তখন একজন তাঁকে বলল, হে আবু আব্দুর রাহমান, আপনি কি তাকে চিনতে পেরেছেন? তিনি উসামা

(রা)-এর পুত্র মুহাম্মদ। এ কথা শুনে ইব্ন উমর (রা) মাথা নীচু করে দুঃহাত দিয়ে মাটি আছড়তে লাগলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে দেখলে নিচ্ছয়ই আদর করতেন।

**٣٤٦٧** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ ، فَيَقُولُ اللَّهُمَّ أَحَبُّهُمَا فَأَنِّي أَحَبُّهُمَا ، وَقَالَ نَعِيمٌ عَنِ ابْنِ الْمَبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي مَوْلَى لِأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ الْحَجَاجَ بْنَ أَيْمَنَ بْنِ أَمْ أَيْمَنَ ، وَكَانَ أَيْمَنُ أَخَا أَسَامَةَ لَمْ يَرَهُ وَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَأَهُ ابْنُ عُمَرَ لَمْ يُتِمْ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَقَالَ أَعْدُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَحَدَّثَنِي سُلَيْমَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا الْوَلَيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ مَوْلَى أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ الْحَجَاجُ بْنَ أَيْمَنَ فَلَمْ يُتِمْ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَقَالَ أَعْدُ فَلَمَّا وَلِي قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ مَنْ هَذَا ؟ قُلْتُ : الْحَجَاجُ بْنُ أَيْمَنَ بْنِ أَمْ أَيْمَنَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَوْ رَأَى هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَاحَبَّهُ فَذَكَرَ جُبَّةً وَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّ أَيْمَنَ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَزَادَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي عَنْ سُلَيْমَانَ وَكَانَ حَاضِنَةَ النَّبِيِّ ﷺ -

**৩৪৬৭** মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) ..... উসামা ইব্ন যায়েদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন নবী করীম ﷺ তাঁকে এবং হাসান (রা)-কে এক সাথে (কোলে) তুলে নিতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি এদেরকে ভালবাস। আমিও এদেরকে ভালবাসি। মু'আইয (র) উসামা (রা)-এর আয়াদকৃত গোলাম (হারমালা) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন সে আবদুল্লাহ ইব্ন উমরের (র) এর সঙ্গে ছিল। তখন (উসামা (রা) এর বৈপিকীয়) তাই হাজাজ ইব্ন আয়মান (মসজিদে) প্রবেশ করল, এবং সালাতে ঝুকু ও সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করেন। ইব্ন উমর (রা) তাঁকে বললেন, সালাত পুনরায় আদায় কর। যখন সে

চলে গেল তখন ইব্ন উমর (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যক্তি কে ? আমি বললাম, হাজ্জাজ ইব্ন আয়মন ইব্ন উম্মে আয়মান। ইব্ন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি তাকে দেখতেন তবে মেহ করতেন। তারপর এ পরিবারের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কত ভালবাসা ছিল তা বর্ণনা করতে লাগলেন এবং উম্মে আয়মানের সন্তানদের কথাও বললেন। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন আমার কোন কোন সাথী আরো বলেছেন যে উম্মে আয়মান (রা) নবী করীম ﷺ-কে শিশুকালে কোলে নিয়েছেন। হাজ্জাজ ইব্ন আয়মন ইব্ন উম্মে আয়মান (র) আর আয়মান ছিলেন উসামা (র) এ বৈপিত্রীয় ভাই হাজ্জাজ হলেন এক আনন্দসন্ধারী ব্যক্তি। ইব্ন উমর (রা) তাকে দেখলেন যে সে সালাতে কর্কু সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করছেন না। তখন তিনি তাকে বললেন, পুনরায় সালাত আদায় কর। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী (র)) বলেন সুলায়মান ইব্ন আবদুর রহমান (র).... হারমালা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি ছিলেন নবী ﷺ-এর ধাত্রী।

## ٢٠٩٨. بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

২০৯৮. পরিচ্ছেদ : আবদুল্লাহ ইব্ন উমর ইব্ন খাতাব (রা) এর মর্যাদা

**٤٦٨** حَدَّثَنَا إِشْحَقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَمَنَّى تُأْنِي رُؤْيَا أَقْصَهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًا أَغْزَبَ وَكَثُرَ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَانَ مَلَكَيْنِ أَخْذَانِي فَذَهَبَاهُمَا إِلَى النَّارِ ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةً كَطَى الْبِئْرِ ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَفَرْنَانِ الْبِئْرِ وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ أُخْرُ ، فَقَالَ لِي لَئِنْ تُرَعَ ، فَقَمَسْتَهَا عَلَى حَفْصَةَ ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ نِعَمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

**৩৪৬৮** ইসহাক ইব্ন নাসর (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর জীবনকালে কেউ কোন স্বপ্ন দেখলে, তা নবী করীম ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করতেন। আমি ও স্বপ্ন দেখার জন্য আকাঙ্ক্ষা করতাম এ উদ্দেশ্যে যে তা নবী করীম ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করব। আমি ছিলাম অবিবাহিত একজন তরুণ যুবক। তাই আমি নবী করীম ﷺ-এর যুগে মসজিদেই ঘূমাতাম। এক রাতে স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, যেন দু'জন ফিরিশ্তা আমাকে ধরে জাহানামের নিকট নিয়ে গেলেন। আমি দেখতে পেলাম যে কৃপের ন্যায় তার দু'টি উচু পাড়ও রয়েছে। তাতে এমন এমন মানুষও রয়েছে যাদেরকে আমি ছিনতে পারলাম। তখন আমি **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ** (জাহানামের আগুন থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি) বার বার পাঠ করতে লাগলাম। তখন তৃতীয় একজন ফিরিশ্তা তাদের দু'জনের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তিনি আমাকে বললেন, 'তুম করোনা (এরপর আমি জেগে গেলাম) স্বপ্নটি (আমার বোন) হাফসা (রা)-এর নিকট বললাম। তিনি তা নবী করীম ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, আবদুল্লাহ অত্যন্ত ভাল মানুষ। যদি সে শেষ রাতে (তাহাজুদের) সালাত আদায় করত (তবে আরও ভাল হত) (তাঁর পুত্র) সালিম (র) বলেন, এরপর আবদুল্লাহ (রা) রাতে অতি অল্প সময়েই ঘূমাতেন।

**٣٤٦٩** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ عَنْ أَخْتِهِ حَفَصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ -

**৩৪৬৯** ইয়াহুইয়া ইব্ন সুলায়মান (র) ..... হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাঁর নিকট বলেছেন যে, আবদুল্লাহ অত্যন্ত নেক ব্যক্তি।

## ২০১৯. بَابُ مَنَاقِبِ عَمَارٍ وَحَذِيقَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

২০১৯. পরিচ্ছেদ : আসার ও হ্যারকা (ব্রা)-এর মর্মাদা

**৩৪৭০** حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَشْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قُلْتُ : أَللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيْسًا صَالِحًا فَاتَّيْتُ قَوْمًا فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ ، فَإِذَا شَيْخٌ قَدْ جَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْهِ ، قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا : أَبُو الدَّرَداءِ ، فَقُلْتُ إِنِّي دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسِّرِ لِي جَلِيْسًا صَالِحًا ، فَيَسِّرْكَ لِي ، قَالَ

মِمْنُ أَنْتَ ؟ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قَالَ أَوْ لَيْسَ عِنْدَكُمْ أَبْنُ أُمٌّ عَبْدٍ  
صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطَهَرَةِ وَلَيْسَ فِيْكُمُ الَّذِي أَجَارُهُ اللَّهُ مِنْ  
الشَّيْطَانِ يَعْنِي عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ أَوْ لَيْسَ فِيْكُمْ صَاحِبُ سِرِّ النَّبِيِّ  
الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَحَدًا غَيْرَهُ ، ثُمَّ قَالَ : كَيْفَ يَقْرَأُ عَبْدُ اللَّهِ ، وَاللَّيْلُ إِذَا  
يَغْشِي فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشِي وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّ وَالْذَّكَرُ  
وَالْأَنْثَى ، قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَقْرَأْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِيهِ إِلَى فِي -

**৩৪৭০** মালিক ইব্ন ইসমাঈল (র) আলকামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় গমন করলাম (সেখানে পৌছে) দু' রাকআত (নফল) সালাত আদায় করে দু'আ করলাম, হে আল্লাহ, আপনি আমাকে একজন নেক্কার সাথী মিলিয়ে দিন। তারপর আমি একটি জামাআতের নিকট এসে তাদের নিকট বসলাম। তখন একজন বৃক্ষ লোক এসে আমার পাশেই বসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইনি কে? তারা উত্তরে বললেন, ইনি আবু দারদা (রা)। আমি তখন তাঁকে বললাম, একজন নেক্কার সাথীর জন্য আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করেছিলাম। আল্লাহ আপনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন, তুমি কোথাকার বাসিন্দা? আমি বললাম, আমি কুফার বাসিন্দা। তিনি বললেন, (নবী করীম ﷺ-এর) জুতা, বালিশ এবং অজুর পাত্র বহনকারী সর্বক্ষণের সহচর ইব্ন উম্মে আবদ (রা) কি তোমাদের ওখানে নেই? তোমাদের মাঝে কি ঐ ব্যক্তি নেই যাকে আল্লাহ শয়তান থেকে নিরাপদ করে দিয়েছেন? (অর্থাৎ আশার ইব্ন ইয়াসির (রা) তোমাদের মধ্যে কি নবী করীম ﷺ-এর গোপন তথ্য অভিজ্ঞ লোকটি নেই? যিনি ব্যতীত অন্য কেউ এসব রহস্য জানেন না) (অর্থাৎ হ্যায়ফা (রা) তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) সূরা কি ভাবে পাঠ করতেন? তখন আমি তাকে সুরাটি পড়ে শুনলাম এবং তাকে সুরাটি পড়ে শুনলাম আমাকে সুরাটি সরাসরি এ ভাবেই শিক্ষা দিয়েছিলেন।

**৩৪৭১** حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمِ  
قَالَ ذَهَبَ عَلَقَمَةً إِلَى الشَّامَ فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي  
جَلِيسًا صَالِحًا فَجَلَسَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِمْنُ أَنْتَ؟

১. প্রচলিত কিরাআতে সুরাটির এ অংশে আছে: কিন্তু আবদুল্লাহ ইব্ন আবু দারদা (রা)-এর কিরাআতে সুরাটি নাই। অবশ্য এতে অর্থের কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি।

قَالَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قَالَ أَلَيْسَ فِيْكُمْ أَوْ مِنْكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَىٰ  
لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ يَعْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي عَمَّارًا ، قُلْتُ بَلِّي قَالَ أَلَيْسَ  
فِيْكُمْ أَوْ مِنْكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ يَعْنِي حُذْيَفَةَ ، قُلْتُ  
بَلِّي ، قَالَ أَوْ لَيْسَ فِيْكُمْ أَوْ مِنْكُمْ صَاحِبُ السِّوَادِ أَوِ السَّوَادِ ؟ قَالَ  
بَلِّي ، قَالَ كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْرَأُ وَاللَّيْلَ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا  
تَجَلَّى عُلْتُ وَالذَّكَرُ وَالْأَنْثَى قَالَ مَا زَالَ بِنِ هَوْلَاءِ حَتَّىٰ كَادُوا  
يَسْتَنْزِلُونَ عَنْ شَئِءٍ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ -

**৩৪৭১** সুলায়মান ইব্ন হারব (র)..... ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলকাম্য (র) একবার সিরিয়ায় গেলেন। যখন মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ, আমাকে একজন নেক্কার সাথী মিলিয়ে দিন। তখন তিনি আবু দারদা (রা)-এর নিকট গিয়ে বসলেন, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথাকার বাসিন্দা। আমি বললাম, কুফার বাসিন্দা। তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে কি ঐ ব্যক্তিটি নেই যাকে আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-এর জবানীতে শয়তান থেকে নিরাপদ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ আমার (ইবন ইয়াসির) (রা)। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে নবী করীম ﷺ-এর পোপন তথ্যভিজ্ঞ ব্যক্তিটি কি নেই যিনি ব্যতীত অন্য কেউ এ সব গোপন রহস্যাদি জানেন না? অর্থাৎ হ্যায়ফা (রা)। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন তোমাদের মধ্যে কি নবী করীম ﷺ-এর মিসওয়াক ও সামান বহনকারী (নিয়ত সহচর আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)) নেই? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আবদুল্লাহ কিভাবে পাঠ করেন। আমি বললাম পড়েন। তখন তিনি বললেন, (এভাবে পড়ার কারণে) নবী করীম ﷺ থেকে যেভাবে শুনেছিলাম এরা (সিরিয়াবাসী) তা থেকে আমাকে সরিয়ে দেয়ার সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করেছে।

## ٢١٠. بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

২১০০. পরিচ্ছেদ : আবু উবাইদা ইবন জাবরাহ (রা)-এর মর্যাদা

**৩৪৭২** حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَىٰ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَلَدٌ عَنْ أَبِي  
قِلَّابَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَّسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ

أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيْتُهَا الْأَمْمَةُ أَبُو عَبْيَدَةَ بْنُ الْجَرَاحَ -

**৩৪৭২** আমর ইবন আলী (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলপ্রাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক উচ্চতের মধ্যে একজন আমীন (অত্যন্ত বিশ্বস্ত) ব্যক্তি থাকেন আর আমাদের এই উচ্চতের মধ্যে আমীন ব্যক্তি হচ্ছে আবু উবাইদা ইবন জাররাহ (রা)।

**৩৪৭৩** حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ عَنْ صَلَةِ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَهْلِ نَجْرَانَ لَا يَبْعَثُنَّ حَقًّا أَمِينًِ ، فَأَشْرَفَ أَصْحَابَهُ فَبَعَثَ أَبَا عَبْيَدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

**৩৪৭৩** মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র) ..... হ্যায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নাজরানবাসীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন; আমি (তোমাদের ওখানে) এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাব যিনি হবেন অত্যন্ত আমীন ও বিশ্বস্ত। একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরে তিনি ﷺ আবু উবাইদা (রা)-কে পাঠালেন।

## ٢١٠١. بَابُ ذِكْرِ مُضَعَّبٍ بْنِ عُمَيْرٍ

২১০১. পরিচ্ছেদ : মুস'আব ইবন উমায়ের (রা)-এর বর্ণনা

**২১০২.** بَابُ مَنَاقِبِ الْمُحْسِنِ وَالْمُحْسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَافِعٌ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَانَقَ النَّبِيَّ ﷺ الْمُحْسَنَ

২১০২. পরিচ্ছেদ : হাসান ও হসাইন (রা)-এর মর্যাদা। নাকি ইবন জুবাইর (র) আবু হুয়ায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ হাসান (রা)-এর সাথে আলিঙ্গন করেছেন

**৩৪৭৪** حَدَّثَنَا صَدَقَةٌ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرَةَ سَمِعَتُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ إِلَى جَنْبِهِ يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَالْيَتَّمِ مَرَّةً وَيَقُولُ أَبْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُصلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتَنَيْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ -

**৩৪৭৪** سَادَكَا (إِبْنُ فَهْلَلْ) (ر) ..... آبُو بَكْرٌ (ر) থেকে বর্ণিত, আমি নবী করীম ﷺ-কে মিশ্রের উপর বলতে শুনেছি, ঐ সময় হাসান (রা) তাঁর পাশে ছিলেন। তিনি একবার উপস্থিত লোকদের দিকে আবার হাসান (রা)-এর দিকে তাকালেন এবং বললেন, আমার এ সন্তান (পৌত্র) সায়েদ (নেতা) আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে বিবাদমান দু'দল মুসলমানের মধ্যে আপোন মীমাংসা করিয়ে দিবেন।

**٣٤٧٥** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَاخْذُهُ وَالْحَسَنَ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحِبُّهُمَا فَأَحِبْهُمَا -

**৩৪৭৫** مুসাদাদ (র) ..... উসামা ইব্ন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাঁকে এবং হাসান (রা)-কে এক সাথে কোলে তুলে নিয়ে বলতেন, হে আল্লাহ! আমি এদের দু'জনকে মহবত করি, আপনিও এদেরকে মহবত করুন। অথবা এরপ কিছু বলেছেন।

**٣٤٧٦** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُتِيَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ بِرِئَاسِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَعَلَ فِي طَسْتَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْئًا فَقَالَ أَنَسُّ كَانَ أَشْبَهُهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ مَخْضُوبًا بِالْوَسْمَةِ -

**৩৪৭৬** مুহাম্মদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদের সম্মুখে হুসাইন (রা)-এর (বিজেদকৃত) মন্তক আনা হল এবং একটি বড় পাত্রে তা রাখা হল। তখন ইব্ন যিয়াদ তাঁর (নাকে মুখে) খুচাতে লাগল এবং তাঁর রূপ লাবণ্য সম্পর্কে কাটুকি করল। আনাস (রা) বললেন, (নবী করীম ﷺ-এর পরিবার বর্গের মধ্যে) হুসাইন (রা) গঠন ও আকৃতিতে নবী করীম ﷺ-এর অবয়বের সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। (শাহাদত বরণকালে) তাঁর চুল ও দাঢ়িতে ওয়াসমা (এক প্রকার পাতার রস) দ্বারা কল্প লাগানো ছিল।

**٣٤٧٧** حَدَّثَنَا حَاجَاجُ بْنُ الْمَنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ وَالْحَسَنَ بْنَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحِبُّهُ فَأَحِبْهُ -

**৩৪৭৭** হাজাজ ইবন মিনহাল (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হাসানকে নবী -এর কাঁধের উপর দেখেছি। তখন তিনি بِنْ عَوْنَاحٍ বলেছিলেন, হে আল্লাহ! আমি একে ভালবাসি, তুমও তাকে ভালবাস।

**৩৪৭৮** حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ أَبْنِ أَبِي مُلِيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَحَمَلَ الْحَسَنَ وَهُوَ يَقُولُ بِأَبِي شَبِيْهِ بِالنَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيْهٌ بِعَلِيٍّ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ -

**৩৪৭৯** আবদান (র) ..... উক্বা ইবন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু বক্র (রা)-কে দেখলাম, তিনি হাসান (রা)-কে কোলে তুলে নিলেন এবং বলতে লাগলেন, এ-ত নবী করীম -এর সদৃশ, আলীর সদৃশ নয়। তখন আলী (রা) (নিকটেই দাঁড়িয়ে) হাঁসছিলেন।

**৩৪৭৯** حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعْيَنٍ وَصَدَقَةً قَالَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَرْقُبُوا مَحَمْدًا عَلَيْهِ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ -

**৩৪৮০** ইয়াহুয়া ইবন মায়ীন ও সাদাকা (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর (রা) বললেন, মুহাম্মদ -এর সন্তুষ্টি তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্জন কর।

**৩৪৮০** حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هَشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَشْبَهُ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا أَنَسٌ -

**৩৪৮০** ইব্রাহীম ইবন মুসা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম -এর পরিবারে হাসান ইবন আলী (রা)-এর চেয়ে নবী -এর অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কেউ ছিলেন না। আবদুর রায়কাক (র) ..... আনাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত।

**৩৪৮১** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي ثُعَيْمٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ

رَجُلٌ عَنِ الْمُحْرِمِ قَالَ شَعْبَةُ أَحْسِبَهُ يَقْتُلُ الدُّبَابَ ، فَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ  
يَسْأَلُونَ عَنْ قَتْلِ الدُّبَابِ ، وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ بَنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ  
النَّبِيُّ ﷺ هُمَا رَيْحَانَتَاهُ مِنَ الدُّنْيَا

**৩৪৮১** মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাকে ইরাকের জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইহুমের অবস্থায় মশা-মাছি মারা জায়েয় আছে কি? তিনি বললেন, ইরাকবাসী মশা-মাছি মারা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে অথচ তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাতীকে হত্যা করেছে। নবী ﷺ বলতেন, হাসান ও হুসাইন (রা) আমার কাছে দুনিয়ার দুটি পুল বিশেষ।

٢١٠٣ بَابُ مَنَاقِبِ بَلَالَ بْنِ رَبَاحٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَمِعْتُ دَفَّ تَعْلِيَكَ بَيْنَ يَدَيْنِي فِي الْجَنَّةِ

২১০৩. পরিচ্ছেদ : আবু বকর (রা)-এর মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) বিলাল ইবন রাবাহ (রা)-এর মর্যাদা। নবী করীম ﷺ বলেন, (হে বিলাল) জাগ্রাতে আমি তোমার জুতার শব্দ আমার আগে আগে শুনেছি

**৩৪৮২** حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ  
بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ عُمُرُ  
يَقُولُ أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَأَعْتَقَ سَيِّدُنَا يَعْنِي بِلَالًا -

**৩৪৮২** আবু নু'আঙ্গম (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) বলতেন, আবু বকর (রা) আমাদের নেতা এবং মুক্ত করেছেন আমাদের একজন নেতা বিলাল (রা)-কে।

**৩৪৮৩** حَدَّثَنَا أَبْنُ نُعَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ  
أَنَّ بِلَالًا قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : إِنْ كُنْتَ أَنْمَّا اشْتَرَيْتَنِي لِنَفْسِكَ فَامْسِكْنِي  
وَإِنْ كُنْتَ أَنْمَّا اشْتَرَيْتَنِي لِلَّهِ فَدَعْنِي وَعَمَلَ اللَّهِ -

**৩৪৮৩** ইবন নুমাইর (র) ..... কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত যে, বিলাল (রা) আবু বকর (রা)-কে বললেন, আপনি যদি আপনার ব্যক্তিগত কাজের জন্য আমাকে ত্রয় করে থাকেন তবে আপনার খেদমতেই

আমাকে রাখুন আর যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের (আয়াদ করার) আশায় আমাকে ক্রয় করে থাকেন, তাহলে আমাকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বন্দেগী করার সুযোগ দান করুন।

## ٢١٠٤ . مَنَاقِبُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

২১০৪. পরিচ্ছেদ ৪ : (আবদুল্লাহ) ইবন আব্বাস (রা) এর মর্যাদা

**٣٤٨٤** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى صَدَرِهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عِلْمُ الْحِكْمَةِ -

**٣৪৮৪** 3484 مُوسَى الدَّاد (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাকে তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ, তাকে হিক্মত শিক্ষা দান করুন।

**٣٤٨٥** حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عِلْمُ الْكِتَابِ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ مِثْلَهُ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَالْحِكْمَةُ الْأَصَابَةُ فِي غَيْرِ النَّبُوَةِ -

**৩৪৮৫** 3485 আবু মামার (র) ..... আবদুল ওয়ারিস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (নবী করীম ﷺ এ কথাটিও বলেছিলেন) ইয়া আল্লাহ, তাকে কিতাবের (কুরআনের) জ্ঞান দান করুন। মূসা (রা) ..... খালিদ (র) থেকে অনুকরণ বর্ণনা করেছেন। ইমার বুখারী (র) বলেন অর্থ নবুওয়াতের বিষয় ব্যতিত অন্যান্য বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছা।

## ٢١٠٥ . بَابُ مَنَاقِبِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

২১০৫. পরিচ্ছেদ ৫ : খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা) এর মর্যাদা

**٣٤٨٦** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيًّا ﷺ نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَأَبْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهِمْ خَبَرُهُمْ فَقَالَ أَخْذُ الرَّأْيَةَ زَيْدٌ

فَأَصِيبَ ثُمَّ جَعْفَرٌ فَأَصِيبَ ثُمَّ أَخْذَابِنُ رَوَاحَةَ فَأَصِيبَ وَعَيْنَاهُ  
تَذَرْفَانِ حَتَّى أَخْذَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ -

**৩৪৮৬** আহমদ ইবন ওয়াকিদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ (মৃতা যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী যায়েদ (ইবন হারিসা) জাফর (ইবন আবু তালিব) ও (আবদুল্লাহ) ইবন রাওয়াহা (রা)-এর মৃত্যু সংবাদ যুক্তক্ষেত্র থেকে সংবাদ আসার পূর্বেই আমাদিগকে শুনিয়ে ছিলেন। তিনি বলছিলেন, যায়েদ (রা) পতাকা ধারণ করে শাহাদাত বরণ করেছেন। তারপর জাফর (রা) পতাকা ধারণ করে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করলেন। এরপর আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) পতাকা হাতে নিয়ে শাহাদাত বরণ করলেন। তিনি যখন এ কথাগুলি বলছিলেন তখন তাঁর উভয় চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। (এরপর বললেন) আল্লাহ তা'আলার অন্যতম বিশিষ্ট তরবারী (খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা)) পতাকা উঠিয়েছেন অবশ্যে আল্লাহ মুসলমানগণকে বিজয় দান করেছেন।

## ২১০৬. بَابُ مَنَاقِبِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

২১০৬. পরিচ্ছেদ ৪: আবু হ্যায়ফা (রা)-এর মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) সালিম (রা)-এর মর্যাদা

**৩৪৮৭** حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْءَةَ  
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ ذُكِرَ عَبْدُ اللَّهِ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو  
فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ  
اسْتَقْرِرُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَبَدَأْبِهِ وَسَالِمٍ  
مَوْلَى أَبِي حُذِيفَةَ وَأَبِي بْنِ كَعْبٍ وَمُعاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ لَا أَدْرِي بِدَأْ  
بِأَبِي أَوْ بِمُعاذِ -

**৩৪৮৭** সুলায়মান ইবন হারিস (র) ..... মাসজিদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)-এর মজলিসে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর আলোচনা হলে তিনি বললেন, আমি এই ব্যক্তিকে ঐদিন থেকে অত্যন্ত ভালবাসি যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা চার ব্যক্তি থেকে কুরআন শিক্ষা কর, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ সর্বপ্রথম তাঁর নাম উল্লেখ করলেন, আবু হ্যায়ফা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম সালিম, উবাই ইবন কাব (রা) ও মু'আয ইবন জাবাল (রা) থেকে। শেষোক্ত দু'জনের মধ্যে কার নাম আগে উল্লেখ করলেন শুধু এ কথাটুকু আমার শ্বরণ নেই।

## ٢١٧. مَنَاقِبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

২১০৭. পরিচ্ছেদ : আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর মর্যাদা

**২৪৮৮** حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلَ قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَقَالَ إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحَسَّنَكُمْ أَخْلَاقًا ، وَقَالَ اسْتَقْرِئُ الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ : مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حَذِيفَةَ ، وَأَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَمَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -

**৩৪৮৮** হাফস ইবন উমর (র) ..... মাসজিদ তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জন্মগতভাবে বা ইচ্ছাকৃতভাবে অশুলীল ভাষ্য ছিলেন না; তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এই ব্যক্তিই আমার সর্বাধিক প্রিয় যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি আরো বলেছেন, তোমরা চার ব্যক্তির নিকট হতে কুরআন শিক্ষা কর, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ, সালিম মাওলা আবু হৃয়ায়ফা, উবাই ইবন কাব ও মু'আয ইবন জাবাল (রা)।

**২৪৮৯** حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي مُغِيرَةَ عَنْ أَبِي رَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ الشَّلَامَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيلًا صَالِحًا فَرَأَيْتُ شَيْخًا مُقْبِلًا فَلَمَّا دَنَا قُلْتُ أَرْجُوا أَنْ يَكُونَ اسْتَجَابًا ، قَالَ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قَالَ : أَفَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوَسَادِ وَالْمِطَهَرَةِ ، أَوْلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ الَّذِي أُجِيرَ مِنْ الشَّيْطَانِ ، أَوْلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ صَاحِبُ سِرِّ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ ، كَيْفَ قَرَأَ أَبْنُ أَمِّ عَبْدِ وَاللَّئِلِ إِذَا يَغْشِي فَقَرَأَتُ وَاللَّئِلِ إِذَا يَغْشِي وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّ وَالذِّكْرَ وَالآتِشَّى ، قَالَ أَقْرَأْنِيهَا النَّبِيُّ ﷺ فَإِنَّهُ فِيْ فَمَّا زَالَ هَؤُلَاءِ حَتَّى كَادُوا يَرْدُونَ -

**৩৪৮** مُوسَى (ر) ..... آلِکَامَة (ر) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সিরিয়া গেলাম, মসজিদে দুর্বাকআত (নফল) সালাত আদায় করে দু'আ করলাম, হে আল্লাহ, আমাকে একজন সৎ সাথী মিলিয়ে দিন। তখন আমি একজন বৃক্ষকে আসতে দেখলাম। তিনি ছিলেন আবু দারদা (রা)। তিনি যখন আমার নিকটে আসলেন, তখন আমি বললাম, আশা করি আমার দু'আ করুল হয়েছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন স্থানের বাসিন্দা? আমি বললাম, আমার ঠিকানা কুফায়। তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে নবী করীম ﷺ-এর জুতা, বালিস ও অঙ্গুর পাত্র বহনকারী (আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)) কি বিদ্যমান নেই? তোমাদের মাঝে ঐ ব্যক্তি কি নেই, যাকে শয়তান থেকে নিরাপদ করে দেয়া হয়েছে? (অর্থাৎ আম্বার (রা))। তোমাদের মাঝে কি গোপন তথ্যভিজ্ঞ ব্যক্তিটি (হ্যায়ফা (রা)) নেই, যিনি ব্যক্তিত এসব গোপন রহস্য অন্য কেউ জানে না। (আমি বললাম, আছেন) তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ইব্ন মাসউদ (রা) **وَاللَّيْلَ إِذَا يَغْشِيَ وَالنَّهَارَ إِذَا تَجْلِيَ**, কিভাবে পড়েন? আমি পড়লাম, **وَاللَّيْلُ** **إِذَا بَوَأَ** এভাবে পড়েন। তিনি বললেন, নবী ﷺ আমাকে সূরাটি সরাসরি এভাবে পড়তে শিখিয়েছেন। কিন্তু এসব লোক বার বার বলে আমাকে এ থেকে বিচুতি ঘটানোর উপক্রম করেছে।

**٣٤٩** حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْنَا حُذِيفَةَ عَنْ رَجُلٍ قَرِيبِ السَّمْتِ وَالْهَدَىِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّىٰ نَأْخُذَ عَنْهُ فَقَالَ : مَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَقْرَبَ سَمْتًا وَهَذِيَا وَدَلَا بِالنَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَبْنِ أُمِّ عَبْدٍ -

**৩৪৯** সুলায়মান ইব্ন হারব (র) ..... আবদুর রাহমান ইব্ন ইয়াবীদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হ্যায়ফা (রা)-কে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দিতে অনুরোধ করলাম যার আকার আকৃতি, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার এবং স্বভাব-চরিত্রে নবী করীম ﷺ-এর সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্য আছে, আমরা তাঁর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব। হ্যায়ফা (রা) বললেন, আকার-আকৃতি, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার এবং স্বভাব-চরিত্রে নবী ﷺ-এর সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্য রাখেন এমন ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) ব্যক্তিত অন্য কাউকে আমি জানি না।

**٣٤١** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَدِمْتُ أَنَا

وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ فَمَكَثْنَا حِينًا مَا نَرَى إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودَ رَجُلٌ  
مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ لَمَّا نَرَى مِنْ دُخُولِ أُمِّهِ عَلَى النَّبِيِّ -

**৩৪৯১** মুহাম্মদ ইবন আলা (র) ..... আসওয়াদ ইবন ইয়ায়িদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু মূসা আশআরী (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি এবং আমার ভাই ইয়ামান থেকে মদীনায় আগমন করি এবং বেশ কিছুদিন মদীনায় অবস্থান করি। তখন আমরা মনে করতাম যে, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) নবী ﷺ -এর পরিবারেরই একজন সদস্য। কেননা আমরা তাঁকে এবং তাঁর মাকে অহরহ নবী করীম ﷺ -এর ঘরে যাতায়াত করতে দেখতাম।

## ٢١٠٨ . ذِكْرُ مُعاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

২১০৮. পরিচ্ছেদ ৪ মু'আবিয়া (রা)-এর আলোচনা

**৩৪৯২** حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا الْمُعَاوِيَةُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَادِ  
عَنْ ابْنِ أَبِي مُلِيْكَةَ قَالَ أَوْتَرَ مُعاوِيَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرِكَعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلَى  
لِابْنِ عَبَّاسِ فَاتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّهُ قَدْ صَاحَبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

**৩৪৯৩** হাসান ইবন বিশ্র (র) ..... ইবন আবু মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার মু'আবিয়া (রা) ইশার সালাতের পর এক রাকআত মিলিয়ে বিতরের সালাত আদায় করেন। তখন তাঁর নিকট ইবন আবাসের আযাদকৃত গোলাম উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইবন আবাস (রা)-এর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করেন, তখন ইবন আবাস (রা) বলেন, তাঁকে কিছু বলোনা, কেননা, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন।

**৩৪৯৩** حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرِيمَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي  
مُلِيْكَةَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعاوِيَةَ فَإِنَّهُ مَا  
أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ قَالَ أَصَابَ إِنَّهُ فَقِيهٌ -

**৩৪৯৪** ইবন আবু মারইয়াম (র). ..... ইবন আবু মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত, ইবন আবাস (রা)-কে বলা হল, আপনি আমীরুল মু'মিনীন মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে এ বিষয় আলাপ করবেন কি? যেহেতু তিনি বিতর সালাত এক রাকআত মিলিয়ে আদায় করেছেন। ইবন আবাস (রা) বলেন, তিনি (তাঁর দৃষ্টিতে) ঠিকই করেছেন, কেননা তিনি নিজেই একজন ফকীহ।

٣٤٩٤ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ  
عَنْ أَبِي التَّيَّابِ قَالَ سَمِعْتُ حُمَرَانَ بْنَ أَبَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ لَتُصْلَوْنَ صَلَادَةً لَقَدْ صَحَّبْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَمَا رَأَيْنَاهُ  
يُصْلَيْهَا وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا يَعْنِي الرُّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ -

৩৪৯৪ আমর ইবন আকবাস (র) ..... মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা এমন এক  
সালাত আদায় কর, আমরা (দীর্ঘদিন) নবী ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছি আমরা তাঁকে তা আদায় করতে  
দেখিনি বরং তিনি এ দু'রাকাআত সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ আসরের পর দু' রাকাআত  
(নফল)।

১১০. ٢١٠٩ . مَنَاقِبُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةُ  
سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

২১০৯. পরিষেদ ৪ ফাতিমা (রা)-এর স্বামী। নবী করীম ﷺ বলেছেন, ফাতিমা (রা)  
জাগ্রাতবাসী মহিলাদের নেতৃত্ব

٣٤٩٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ  
أَبْنِ أَبِي مُلِيْكَةَ عَنِ الْمُسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ ﷺ قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَةُ مِنِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا فَقَدْ أَغْضَبَنِي -

৩৪৯৫ আবুল ওয়ালীদ (র) ..... মিসওরার ইবন মাখবারা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ  
বলেছেন, ফাতিমা আমার (দেহের) অংশ। যে তাঁকে অসমুষ্ট করল সে আমাকেই অসমুষ্ট করল।

٣٤٩٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزْعَةَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ  
عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ أَبْنَتَهُ  
فِي شَكْوَاهُ الَّتِي قُبِضَ فِيمَا فَسَارَهَا بِشَيْءٍ فَبَكَّتْ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَهَا  
فَفَسَحَكَتْ قَالَتْ فَسَأَلَتْهَا عَنْ ذَالِكَ فَقَالَتْ سَارَلِي النَّبِيُّ ﷺ

فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجْهِ الَّذِي تُوفَى فِيهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَتِي  
فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوْلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتَبَعَهُ فَضَحَكتُ -

**৩৪৯৬** ইয়াহ্বে ইবন কায়া'আ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে রোগে নবী  
করীম ﷺ ওফাত লাভ করেন সে সময়ে তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা)-কে ডেকে আনলেন এবং তার সাথে  
চুপে চুপে কিছু বললেন। এতে ফাতিমা (রা) কেঁদে দিলেন। এরপর আবার কাছে ডেকে এনে তার  
সাথে চুপে চুপে কিছু বললেন। এতে তিনি হেসে দিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এ ব্যাপারে  
ফাতিমা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ আমাকে চুপে চুপে অবহিত  
করলেন যে তিনি এ রোগে ওফাত লাভ করবেন। এতে আমি কেঁদে ছিলাম। তারপর আবার আমাকে  
চুপে চুপে জানালেন যে আমি তাঁর পরিবার পরিজনের প্রথম ব্যক্তি যে তাঁর সাথে মিলিত হব। এতে আমি  
হেসে ছিলাম।

## ٢١١. فَضْلٌ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

২১১০. পরিচ্ছেদ : আয়েশা (রা)-এর ফর্মীলত

**৩৪৯৭** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ  
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
يَوْمًا يَأْعَايشُ هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ ، فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ  
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَا لَأَرَى تُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

**৩৪৯৮** ইয়াহ্বে ইবন বুকায়র (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদিন) রাসূলুল্লাহ  
ﷺ বললেন, হে আয়েশা, জিবরাইল (আ) তোমাকে সালাম বলেছেন। আমি উত্তরে বললাম, “ওয়া  
আলাইহিস্স সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আপনি যা দেখতে পান (জিবরাইলকে) আমি তা  
দেখতে পাই না। এ কথা ধারা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বুঝিয়েছেন।

**৩৪৯৮** حَدَّثَنَا أَدَمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ  
عَمْرُو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمْلُ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ ، وَلَمْ يَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
[www.alqurans.com](http://www.alqurans.com)

إِلَّا : مَرِيمٌ بَنْتُ عُمَرَانَ ، وَأَسِيَّةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ التَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ -

**৩৪৯৮** آদম و آمرار (র) ..... آবু مূসা آশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামিল হয়েছে, কিন্তু মহিলাদের মধ্যে মারইয়াম বিনতে ইমরান (ঈসা আলাইহিস্সালামের মাতা) ও ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া (র) ব্যতিত অন্য কেউ তাদের মত কামিল হননি। আর আয়েশা (রা)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য মহিলাদের উপর এমন যেমন সারীদ (গোশ্ত এবং রুটি দ্বারা তৈরী খাদ্য বিশেষ) এর শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর উপর।

**৩৪৯৯** حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ التَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ -

**৩৫০০** آবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, আয়েশা (রা)-এর মর্যাদা মহিলাদের উপর এমন যেমন সারীদের মর্যাদা অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর উপর।

**৩৫০১** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَكَتْ فَجَاءَ أَبْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا أَمَّا الْمُؤْمِنِينَ تَقَدَّمُونَ عَلَى فَرَطٍ صِدْقٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى أَبْنِي بَكْرٍ -

**৩৫০২** মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) ..... কাসিম ইবন মুহাম্মদ (রা) থেকে বর্ণিত, আয়েশা (রা) যখন (মৃত্যু) রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তখন ইবন আবাস (রা) এসে বললেন, হে উস্মুল মুমিনীন, আপনি সত্য পূর্বগামী রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা)-এর নিকট যাচ্ছেন।

**৩৫০৩** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَ عَلَىٰ عَمَارًا وَالْحَسَنَ إِلَى الْكُوفَةِ

لِيَسْتَنْفِرُهُمْ خَطْبَ عَمَّارٍ فَقَالَ : إِنِّي لَا عُلِّمْ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ وَلِكِنَّ اللَّهَ أَبْتَلَكُمْ لِتَتَبَعُوهُ أَوْ إِيَّاهَا -

**৩৫০১** মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... আবু ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা)-এর স্বপক্ষে জিহাদে সাহায্য করার জন্য লোক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আশ্চার ও হাসান (রা)-কে কুফায় প্রেরণ করেন। আশ্চার (রা) তাঁর ভাষণে একদিন বললেন, এ কথা আমি ভালভাবেই জানি যে, আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুনিয়া ও আধিরাতের সম্মানিত সহধর্মী। কিন্তু এখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরীক্ষা করছেন যে তোমরা কি আলী (রা)-এর আনুগত্য করবে না, আয়েশা (রা)-এর আনুগত্য করবে।

**৩৫০২** حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قَلَادَةً فَهَلَّكَتْ  
فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا فَأَدْرَكَتْهُمْ  
الصَّلَاةُ فَهَلَّكَتْ، فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا آتَوْا النَّبِيَّ ﷺ شَكَوُا ذَلِكَ  
إِلَيْهِ، فَنَزَّلَتْ آيَةُ التَّئِيمِ، قَالَ أَسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَّاكَ اللَّهُ خَيْرًا  
فَوَاللَّهِ مَا نَزَّلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ  
لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً -

**৩৫০৩** উবায়দ ইবন ইসমাইল (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি (তাঁর বোন) আসমা (রা)-এর নিকট থেকে একটি হার চেয়ে নিরেছিলেন। পরে হারটি হারিয়ে যায়। এর অনুসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু সংখ্যক সাহাবীকে পাঠালেন। ইতিমধ্যে সালাতের সময় হয়ে গেলে তাঁরা পানিন অভাবে অযু ছাড়াই সালাত আদায় করলেন। তাঁরা বৰ্তুলুস্তুরি -এর কাছে এসে এই বিবরে অভিযোগ পেশ করলেন। তখন তায়াইস্তুরের আয়াত নাখিল হল। উসাইদ ইবন হ্যায়র (রা) বললেন, (হে আয়েশা) আল্লাহ্ আপনাকে উভয় প্রতিদানে পুরস্কৃত করুন। আল্লাহ্ কসম! বখনই আপনি কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা এর সমাধান করে দিয়েছেন এবং মুসলমানদের জন্য এর মধ্যে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

**৩৫০৩** حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ اسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ  
أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا كَانَ فِي مَرْضِيهِ جَعَلَ يَدُورُ فِي نِسَائِهِ  
[www.alqurans.com](http://www.alqurans.com)

وَيَقُولُ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا حِرْصًا عَلَى بَيْتِ عَائِشَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ سَكَنَ -

**[৩৫০৩]** উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মৃত্যু রোগে আক্রান্ত তখন (পূর্বৰীতি অনুযায়ী) সহধর্মীগণের ঘরে ঘরে ধারাবাহিকভাবে অবস্থান করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রা)-এর ঘরে অবস্থানের আগ্রহে এ কথাটি বলতেন, “আগামীকাল আমি কার ঘরে থাকব ? আগামীকাল আমি কার ঘরে থাকব ? আয়েশা (রা) বলেন, আমার ঘরে অবস্থানের নির্ধারিত দিনই নবী ﷺ ইত্তিকাল করেন।

**[৩৫.৪]** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا هَشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَاجْتَمَعَ صَوَاحِبِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَقُلْنَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ وَاللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَحْرَوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَإِنَّا نُرِيدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرِيدُهُ عَائِشَةُ فَمُرِئِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْمُرُ النَّاسَ أَنْ يَهْدُوا إِلَيْهِ حَيْثُمَا كَانَ أَوْ حَيْثُمَا دَارَ ، قَالَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ أُمَّ سَلَمَةَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ فَأَعْرَضْ عَنِّي فَلَمَّا عَادَ إِلَيْيَ ذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنِّي ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ ذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ لَا تُؤْذِنِي فِي عَائِشَةَ ، فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَأْنَزَلَ عَلَى الْوَحْىِ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةً مُكْنَفِيَ غَيْرِهَا -

**[৩৫০৪]** আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল ওয়াহাব (র) ..... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাদীয়া প্রদানের জন্য আয়েশা (রা)-এর গৃহে তাঁর অবস্থানের দিন তালাশ করতেন। আয়েশা (রা) বলেন, একদিন আমার সতীনগণ উষ্মে সালামা (রা)-এর নিকট সমবেত হয়ে বলেন, হে উষ্মে সালামা ! আল্লাহর কসম, লোকজন তাদের হাদীয়াসমূহ প্রেরণের জন্য আয়েশা (রা)-এর গৃহে অবস্থানের দিন তালাশ করেন। আয়েশা (রা)-এর নায় আমরাও কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করি। আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলুন, তিনি যেন লোকদের বলে দেন, তারা যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ যেদিন যেখানেই অবস্থান করেন সেখানেই তারা হাদীয়া পাঠিয়ে দেন। উষ্মে সালামা (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। উষ্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কথা শুনে মুখ ব্যাখ্যা শরীফ (৬) — ৪৩

ফিরিয়ে নিলেন। পরে আমার গৃহে অবস্থানের জন্য পুনরায় আসলে আমি এই কথা তাঁকে বলি। এবারও তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তৃতীয়বারেও আমি এই কথা তাঁকে বললাম, তিনি বললেন, হে উম্মে সালামা! আয়েশা (রা)-এর ব্যাপারে তোমরা আমাকে কষ্ট দিবে না। আল্লাহর কসম, তোমাদের মধ্যে আয়েশা (রা) ব্যতীত অন্য কারো শয্যায় শায়িত অবস্থায় আমার উপর ওহী নায়িল হয়নি।

٢١١ . بَابُ مَنَاقِبِ الْأَنْصَارِ ، وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ  
قَبْلِهِمْ يَحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً  
مِمَّا أُتُوا

২১১. পরিচ্ছেদ ৪ আনসারগণের মর্যাদা। (আল্লাহ তা'আলা বলেন) : আর ষাঠা মুহাজিরগণের আগমনের পূর্ব হতেই এ নগরীতে (মদীনাতে) বসবাস করেছে ও ইমান এনেছে এবং মুহাজিরগণকে ভালবাসে আর মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তাঁরা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। (৫৯ : ৯)

٣٥.٥

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا  
غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ قُلْتُ لَأَنَسٍ أَرَأَيْتَ أَشْمَ الْأَنْصَارِ كُنْتُمْ تُسْمَوْنَ بِهِ  
أَمْ سَمَّاكُمُ اللَّهُ؟ قَالَ بَلْ سَمَّانَا اللَّهُ، كَنَّا نَدْخُلُ عَلَى أَنَسٍ فَيُحَدِّثُنَا  
مَنَاقِبَ الْأَنْصَارِ وَمَشَاهِدَهُمْ وَمِقْبِلُ عَلَى أَوْ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَزْدِ،  
فَيَقُولُ فَعَلَ قَوْمُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا -

৩৫০৫] মুসা ইবন ইসমাইল (র) ..... গায়লান ইবন জারীর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের আনসার নামকরণ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? এ নাম কি আপনারা করেছেন না আল্লাহ, আপনাদের এ নামকরণ করেছেন? আনাস (রা) বললেন, বরং আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ নামকরণ করেছেন। (গায়লান (র) বলেন) আমরা (বসরায়) যখন আনাস (রা)-এর নিকট যেতাম, তখন তিনি আমাদেরকে আনসারদের গুণবলী ও কীর্তিসমূহ বর্ণনা করে শুনাতেন। তিনি আমাকে অথবা আব্দ গোত্রের এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলতেন, তোমার গোত্র অমুক দিন অমুক (কৃতিত্বপূর্ণ) কাজ করেছেন, অমুক দিন অমুক (সাহসীকতা পূর্ণ) কাজ করেছেন।

**٣٥.٦** حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُعَاثَ يَوْمًا قَدْمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ ﷺ فَقَدِمَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ افْتَرَقَ مَلَأُهُمْ وَقُتِلَتْ سَرَوَاتُهُمْ وَجَرِحُوا فَقَدْمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ ﷺ فِي دُخُولِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ -

**٣٥٠٦** উবায়দ ইবন ইসমাইল (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বু'আস যুদ্ধ (যা আউস ও খায়রাজ গোত্রয়ের মধ্যে সংঘটিত হয়ে দীর্ঘ একশ বিশ বছর স্থায়ী ছিল) এমন একটি যুদ্ধ ছিল, যা আল্লাহ তা'আলা (মদীনার পরিবেশকে) তাঁর (রাসূলের অনুকূল করার জন্য) মদীনা আগমনের পূর্বেই ঘটিয়ে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন সেখানকার সন্ন্যাস ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ নানা দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এ যুদ্ধে নিহত ও আহত হয়েছিল। তাদের ইসলাম গ্রহণকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-এর জন্য অনুকূল করে দিয়েছিলেন।

**٣٥.٧** حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الثَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَأَعْطَى قُرَيْشًا وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَاءِ قُرَيْشٍ، وَغَنَائِمُنَا تُودُّ عَلَيْهِمْ، فَبَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَعَا الْأَنْصَارَ قَالَ فَقَالَ مَا الَّذِي بَلَّنِي عَنْكُمْ وَكَانُوا لَا يَكْذِبُونَ، فَقَالُوا هُوَ الَّذِي بَلَّغَكَ قَالَ أَوَلَّا تَرَضُونَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالْغَنَائمِ إِلَى بُيُوتِهِمْ وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى بُيُوتِكُمْ، لَوْسَلَكْتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًّا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ -

**٣٥٠٧** আবুল ওয়ালীদ (র) ..... আবু তাইয়্যাহ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদেরকে মালে গন্মিত দিলে কতিপয় আনসার বলেছিলেন যে, এ বড় আশ্চর্যের বিষয় যে, তিনি কুরাইশদের আমাদের গন্মিতের মাল

দিলেন অথচ আমাদের তরবারী থেকে তাদের রক্ত এখনও ঝরছে। নবী করীম ﷺ-এর নিকট এ কথা পৌছলে তিনি আনসারদেরকে ডেকে বললেন, আমি তোমাদের থেকে যে কথাটি শুনতে পেলাম, সে কথাটি কি ছিল? যেহেতু তাঁরা মিথ্যা কথা বলতেন না, সেহেতু তাঁরা বললেন, আপনার নিকট যা পৌছেছে তা সত্যই। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে লোকজন গনীমতের মাল নিয়ে তাদের ঘরে প্রত্যাবর্তন করবে আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন করবে। যদি আনসারগণ উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে চলে তবে আমি আনসারদের উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়েই চলব।

**٢١١٢. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ مِنَ الْأَنْصَارِ  
قَالَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ**

২১১২. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ-এর উক্তি : যদি হিজরত না হত তবে আমি একজন আনসার-ই হতাম। আবদুল্লাহ ইবন যামেদ (রা) নবী করীম ﷺ থেকে একধা বর্ণনা করেছেন

[ ৩০.৮ ]

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ  
بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ قَالَ أَبُو  
الْقَاسِمِ ﷺ لَوْلَا الْأَنْصَارَ سَلَكُوا وَادِيًّا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ فِي وَادِيٍّ  
الْأَنْصَارِ، وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا  
ظَلَمَ بِأَبِيٍّ وَأَمْيَّ آوَّهُ وَنَصَرُوهُ أَوْ كَلِمَةً أُخْرَى -

[ ৩৫০.৮ ] মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ অথবা তিনি বলেছেন আবুল কাসিম বলেন, আনসারগণ যদি কোন উপত্যকা বা গিরিপথে চলে তবে আমি আনসারদের উপত্যকা দিয়েই চলব। যদি হিজরত (এর বিধান) না হত, তবে আমি আনসারদেরই একজন হতাম। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ এ কথায় কোন অভ্যন্তর করেন নাই। আমার মাতা-পিতা তাঁর উপর কুরবান হউক তারা তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন, সর্বতোভাবে সাহায্য-সহায়তা করেছেন। অথবা একপ কিছু বলেছেন।

## ٢١١٣ . بَابُ إِخَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

২১১৩. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ কর্তৃক মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন

**٣٥.٩** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ أَخْيَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنِّي أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالًا فَأَقْسِمُ مَا لِي نِصْفَيْنِ وَلِي امْرَأَتَانِ فَانظُرْ أَعْجَبَهُمَا إِلَيْكَ فَسَمِّهَا لِي أَطْلَقَهَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا قَالَ بَارِكِ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ أَيْنَ سُوقُكُمْ؟ فَدَلَّوْهُ عَلَى سُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَمَا انْقَلَبَ إِلَّا وَمَعَهُ فَضْلٌ مِنْ أَقْطِ وَسَمْنٍ ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ ثُمَّ جَاءَ يَوْمًا وَبِهِ أَثْرٌ صُفْرَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَهِيمٌ قَالَ تَزَوَّجْتُ، قَالَ كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ نَوَّاً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَزْنَ نَوَّاً شَكَّ أَبْرَاهِيمُ -

**৩৫০৯** ইসমাইল ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মুহাজিরগণ মদীনায় আগমন করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ ও সাঁদ ইব্ন রাবী (রা) এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন। তখন তিনি (সাঁদ (রা)) আবদুর রাহমান (রা) কে বললেন, আনসারদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে অধিক সম্পদশালী ব্যক্তি। আপনি আমার সম্পদকে দু'ভাগ করে নিন। আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছে, আপনার যাকে পছন্দ হয় বলুন, আমি তাকে তালাক দিয়ে দিব। ইন্দিতাণ্ডে আপনি তাকে বিয়ে করে নিবেন। আবদুর রাহমান (রা) বললেন, আল্লাহ আপনার পরিবারে এবং সম্পদে বরকত দান করুন। (আমাকে দেখিয়ে দিন) আপনাদের (স্থানীয়) বাজার কোথায়? তারা তাঁকে বনু কায়নুকার বাজার দেখিয়ে দিলেন। (কয়েক দিন পর) যখন ঘরে ফিরলেন তখন (ব্যবসায় মুনাফা হিসেবে) কিছু পর্নীর ও কিছু ধী সাথে নিয়ে ফিরলেন। এরপর প্রত্যহ সকাল বেলা বাজার যেতে লাগলেন। একদিন নবী করীম ﷺ-এর কাছে এমতাবস্থায় আসলেন যে, তাঁর শরীর ও কাপড়ে হলুদ রং এর চিহ্ন ছিল। নবী করীম ﷺ বললেন, ব্যাপার কি! তিনি (আবদুর রাহমান) (রা) বললেন, আমি (একজন আনসারী মহিলাকে) বিয়ে করেছি। নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তাকে কি পরিমাণ মোহর দিয়েছি? তিনি বললেন, খেজুরের এক আটির পরিমাণ অথবা খেজুরের এক আটির উজ্জন পরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি।

[ ٣٥١ ]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَآخِي  
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الْرَّبِيعِ وَكَانَ كَثِيرًا الْمَالِ، فَقَالَ  
 سَعْدٌ قَدْ عَلِمْتُ الْأَنْصَارَ أَنِّي مِنْ أَكْثَرِهَا مَالًا سَاقَسُ مَا لِي بَيْنِي  
 وَبَيْنَكَ شَطَرَيْنِ وَلِي امْرَأَتَانِ فَانظُرْ أَعْجَبَهُمَا إِلَيْكَ فَأُطْلَقُهَا حَتَّى إِذَا  
 حَلَّتْ تَزَوْجَتْهَا، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ فَلَمْ يَرْجِعْ  
 يَوْمَئِذٍ حَتَّى أَفْضَلَ شَيْئًا مِنْ سَمْنٍ وَأَقْطَطْ فَلَمْ يَلْبِثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى  
 جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ وَضَرَّ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ  
 ﷺ مَهِيمٌ، قَالَ تَزَوْجَتْ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ مَا سُقْتَ فِيهَا،  
 قَالَ وَزْنُ نَوَاهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ نَوَاهِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاءَ -

[ ٣٥٢ ]      কৃতায়বা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রা) হিজরত করে আমাদের কাছে এলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ও সাদ ইব্ন রাবী (রা)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন করে দিলেন। তিনি (সাদ (রা) ছিলেন অধিক সম্পদশালী ব্যক্তি। সাদ (রা) বললেন, সকল আনসারগণ জানেন যে আমি তাঁদের মধ্যে অধিক বিস্তবান ব্যক্তি। আমি অচিরেই আমার ও তোমার মাঝে আমার সম্পত্তি ভাগাভাগি করে দিব দুই ভাগে। আমার দু'জন কন্তী রয়েছে; তোমার যাকে পছন্দ হয় বল, আমি তাকে তালাক দিয়ে দিব। ইন্দ্রত পালন শেষ হলে তুমি তাকে বিয়ে করে নিবে। আবদুর রাহমান (রা) বললেন, আল্লাহ্ আপনার পরিবার পরিজনের মধ্যে বরকত দান করুন। (এরপর তিনি বাজারে গিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেন) বাজার থেকে মুনাফা স্বরূপ ঘি ও পনীর সাথে নিয়ে ফিরলেন। অল্প কয়েকদিন পর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হায়ির হলেন। তখন তাঁর শরীরে ও কাপড়ে হলুদ রংয়ের চিহ্ন ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজাসা করলেন, ব্যাপার কি? তিনি বললেন, আমি একজন আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাঁকে কি পরিমাণ মোহর দিয়েছ? তিনি বললেন, খেজুরের এক আটির ওজন পরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি অথবা (বলেছেন) একটি আটি পরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, একটি বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালীমা কর।

**٣٥١١** حَدَّثَنَا الصَّلَتُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَاتَ الْأَنْصَارُ أَقْسِمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ التَّخْلُّقَ قَالَ لَا قَاتَ تَكْفُونَ الْمَؤْنَةَ وَتُتَشْرِكُونَا فِي أَمْرٍ قَاتُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا -

**৩৫১২** সালত ইবন মুহাম্মদ আবু হাসাম (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণ বললেন, (হে আল্লাহর রাসূল) আমাদের খেজুরের বাগানগুলি আমাদের এবং তাদের (মুহাজিরদের) মাঝে বন্টন করে দিন। তিনি (নবী করীম ﷺ) বললেন, না, (ভাগ করে দেয়ার প্রয়োজন নেই।) তখন আনসারগণ (মুহাজিরগণকে লক্ষ্য করে) বললেন, আপনারা বাগানগুলির রক্ষণাবেক্ষণে আমাদের সহায়ক হউন এবং উৎপাদিত ফসলের অংশীদার হয়ে যান। মুহাজিরগণ বললেন, আমরা ইহা (সর্বান্তকরণে) মেনে নিলাম।

## ১১৪. بَابُ حُبِّ الْأَنْصَارِ

২১১৪. পরিচ্ছেদ : আনসারদের প্রতি ভালবাসা

**٣٥١٢** حَدَّثَنَا حَاجَاجُ بْنُ مَنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْأَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمُ الْأَمْوَالُ وَلَا يُبَغْضُهُمُ الْأَمْوَالُ مُنَافِقٌ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ -

**৩৫১২** হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মু'মিন ছাড়া আনসারগণকে কেউ ভালবাসবে না এবং মুনাফিক ছাড়া কেউ তাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে না। যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসবে আল্লাহ'তা'আলা তাকে ভালবাসবেন আর যে ব্যক্তি তাদের সাথে হিংসা-বিদ্রো পোষণ করবে আল্লাহ'তা'আলা তাকে ঘৃণা করবেন।

**٣٥١٣** حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَيَّهُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَأَيَّهُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ -

**৩৫১৩** مُسْلِمٌ إِبْنُ إِبْرَاهِيمَ (ر) ..... آنাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেন, আনসারদের প্রতি মুহর্বত দ্বিমানেরই নির্দেশ এবং তাঁদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা মুনাফেকীর পরিচায়ক।

## ٢١١٥. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْأَنْصَارِ أَنْتُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ

২১১৫. পরিচ্ছেদ : আনসারদের সক্ষ্য করে নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -এর উক্তি : মানুষের মাঝে তোমরা আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়

**৩৫১৪** حَدَّثَنَا أَبُو مُعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ النِّسَاءَ وَالصِّبِّيَانَ مُقْبَلِينَ قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ عُرُسٍ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مُمْثِلاً فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ ، قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ -

**৩৫১৪** আবু মামার (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (আনসারের) কতিপয় বালক-বালিকা ও মহিলাকে রাবী বলেন, আমার মনে হয়- তিনি বলেছিলেন, কোন শাদীর অনুষ্ঠান শেষে ফিরে আসতে দেখে নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ তাঁদের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহু সাক্ষী, তোমরাই আমার সবচেয়ে প্রিয়জন। একথাটি তিনি তিনবার বললেন।

**৩৫১৫** حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَكَلَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْكُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ مَرَّتَيْنِ -

**৩৫১৫** ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম ইবন কাসীর (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন আনসারী মহিলা তার শিশুসহ রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -এর খেদমতে হায়ির হলেন। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ তার সঙ্গে আলাপ করলেন এবং বললেন, ঐ সন্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, লোকদের মধ্যে তোমরাই আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন। একথাটি তিনি দু'বার বললেন।

## ٢١٦ . بَابُ اتِّبَاعُ الْأَنْصَارِ

২১৬. পরিচ্ছেদ : আনসারদের অনুসারিগণ

**٣٥١٦** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَتِ الْأَنْصَارِ يَارَسُولَ اللَّهِ لِكُلِّ نَبِيٍّ اتِّبَاعٌ وَإِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَا فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ اتِّبَاعَنَا مِنَّا فَدَعَابِهِ فَنَمِيتُ ذَلِكَ إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قَدْ زَعَمَ ذَلِكَ زَيْدٌ -

**৩৫১৬** مুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (রা) ..... যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদিন কতিপয়) আনসার বললেন, ইয়া রাসূলগ্রাহ! প্রত্যেক নবীরই অনুসারী ছিলেন। আমরাও আপনার অনুসারী। আপনি আমাদের উত্তরসূরিদের জন্য দু'আ করুন যেন তারা (সর্বতোভাবে) আপনার অনুসারী হয়। তিনি (আকাঞ্চক্ষা অনুযায়ী) দু'আ করলেন। (আমর একজন রাবী বলেন) আমি এই হাদীসটি (আবদুর রাহমান) ইব্ন আবু লায়লার নিকট বর্ণনা করলাম, তিনি বললেন, যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা) এ ভাবেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

**٣٥١٧** حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ اتِّبَاعًا وَإِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاكَ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ اتِّبَاعَنَا مِنَّا ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ اجْعَلْ اتِّبَاعَهُمْ مِنْهُمْ ، قَالَ عَمْرُو فَذَكَرَهُ لِابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قَدْ زَعَمَ ذَاكَ زَيْدٌ قَالَ شُعْبَةُ أَظْنَهُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ -

**৩৫১৭** আদম (র) ..... আবু হাময়া (রা) নামক একজন আনসারী থেকে বর্ণিত, কতিপয় আনসার (রাসূলগ্রাহ صلوات الله عليه وسلم -কে) বললেন, প্রত্যেক জাতির মধ্যে (তাদের রাসূলের) অনুসরণকারী একটি দল থাকে। ইয়া রাসূলগ্রাহ! আমরাও আপনার অনুসরণ করছি। আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যেন আমাদের পরবর্তীগণ (সর্বক্ষেত্রে) আমাদের (মত আপনার একনিষ্ঠ) অনুসারী হয়। নবী করীম صلوات الله عليه وسلم বললেন, হে আল্লাহ, তাদের পরবর্তীগণকে (সম্পূর্ণ) তাদের মত করে দাও। আমর (র) বলেন। আমি হাদীসটি আবদুর রাহমান ইব্ন আবু লায়লা (রা)-কে বললাম। তিনি বললেন, যায়েদও এইভাবে হাদীসটি বলেছেন। শুবা (র) বলেন, আমার ধারণা, ইনি যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা)-ই হবেন।

## ٢١١٧ . بَابُ فَضْلٍ دُورِ الْأَنْصَارِ

২১১৭. পরিচ্ছেদ : আনসার গোত্রগুলোর মর্যাদা

**٣٥١٨** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي أَسِيَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ ابْنُ حَزَرَجٍ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ، فَقَالَ سَعْدٌ مَا أَرَى النَّبِيًّا ﷺ إِلَّا قَدْ فَضَلَّ عَلَيْنَا ؟ فَقَيْلَ قَدْ فَضَلَّكُمْ عَلَى كَثِيرٍ، وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ أَبُو أَسِيَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهِذَا وَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ -

**٣٥١٨** মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... আবু উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, সর্বোত্তম গোত্র হল বানু নাজ্ঞার, তারপর বানু আবদুল আশহাল তারপর বনু হারিস ইব্ন খায়রাজ তারপর বানু সায়িদা এবং আনসারদের সকল গোত্রের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। এ শুনে সাদ (রা) বললেন, নবী করীম ﷺ অন্যদেরকে আমাদের উপর প্রাধান্য দান করেছেন? তখন তাকে বলা হল; তোমাদেরকে তো অনেক গোত্রের উপর প্রাধান্য দান করেছেন। আবদুস সামাদ (র) ..... আবু উসাইদ (রা) সুন্নে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। ..... সাদ ইব্ন উবাদা (রা) বলেছেন।

**٣٥١٩** حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانٌ حَدَّثَنَا عَنْ يَحْيَى قَالَ أَبُو سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو أَسِيَّهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيًّا ﷺ يَقُولُ خَيْرُ الْأَنْصَارِ أَوْ قَالَ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَارِ وَبَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَبَنُو الْحَارِثِ وَبَنُو سَاعِدَةَ -

**٣৫১৯** সাদ ইব্ন হাফস (র) ..... আবু উসাইদ (রা) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আনসারদের মধ্যে বা আনসার গোত্রগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম গোত্র হল বানু নাজ্ঞার, বানু আবদুল আশহাল, বানু হারিস ও বানু সায়িদা।

৩৫২.

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلُدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ خَيْرَ دُورِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَارِ ، ثُمَّ عَبْدُ الْأَشْهَلِ ، ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ ، ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ فَلَحْقَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ أَمْ تَرَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ خَيْرَ الْأَنْصَارِ فَجَعَلَنَا أَخْيَرًا ، فَادْرَكَ سَعْدُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ خَيْرٌ دُورُ الْأَنْصَارِ فَجَعَلْنَا أَخْرَى ، فَقَالَ أَوْلَئِسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تُكُونُوا مِنَ الْخِيَارِ -

৩৫২০. খালিদ ইবন মাখলাদ (রা) ..... আবু হুমায়দ (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ গোত্র হল বানু নাজার, তারপর বানু আবদুল আশহাল, তারপর বানু হারিস এরপর বানু সায়দিন। আনসারদের সকল গোত্রে রয়েছে কল্যাণ। (আবু হুমায়দ (রা) বলেন,) আমরা সাদ ইবন উবাদা (রা)-এর নিকট গোলাম। তখন আবু উসায়দ (রা) বললেন, আপনি কি শোনেননি যে, নবী করীম ﷺ আনসারদের পরম্পরের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে আমাদেরকে সকলের শেষ পর্যায়ে স্থান দিয়েছেন? তা শুনে সাদ (রা) নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আনসার গোত্রগুলোকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে সকলের শেষ পর্যায়ে স্থান দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমরাও শ্রেষ্ঠদের অভিভুক্ত হয়েছে?

১১৮. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْأَنْصَارِ اصْبِرُوا حَتَّىٰ تَلَقَّوْنِي عَلَيْهِ الْحَوْضِ قَالَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২১১৮. পরিচ্ছেদ : আনসারদের সম্পর্কে নবী করীম ﷺ-এর উক্তি : তোমরা ধৈর্যধারণ করবে অবশ্যে আমার সংগে হাওয়ে কাউসারের নিকট সাক্ষাত করবে। এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবন যায়েদ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন

৩৫২১

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَسَيْدِ بْنِ حُسَيْرٍ أَنَّهُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ

قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فَلَأَنِّي  
بَعْدِي أُثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ -

**৩৫১৯** مুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... উসায়দ ইবন হ্যায়র (রা) থেকে বর্ণিত, একজন আনসারী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কি আমাকে অমুকের ন্যায় দায়িত্বে নিয়োজিত করবেন না ? তিনি صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বললেন, তোমরা আমার ওফাতের পর অপরকে অগাধিকার দেওয়া দেখতে পাবে, তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে অবশ্যে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তোমাদের সাথে সাক্ষাতের স্থান হল হাউয়ে কাউসার।

**৩৫২২** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ  
سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ خَرَجَ مَعَهُ إِلَى الْوَلِيدِ قَالَ  
دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ إِلَى أَنْ يُقْطِعُ لَهُمُ الْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا لَا : إِلَّا أَنْ  
تُقْطِعَ لِأَخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَهَا قَالَ أَمَّا لَا : فَاصْبِرُوا حَتَّى  
تُلْقَوْنِي فَإِنَّهُ سَيُصِيبُكُمْ أُثْرَةً بَعْدِي -

**৩৫২৩** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... ইয়াহইয়া ইবন সাওদ (র) থেকে বর্ণিত তিনি যখন আনাস ইবন মালিক (রা)-এর সঙ্গে ওয়ালীদ (ইবন আবদুল মালিক)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বাসরা থেকে দামেক সফর করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বাহ্রাইনের জমি তাদের জন্য (জায়গীর হিসাবে) বরাদ্দ করার উদ্দেশ্যে আনসারদিগকে আহবান করলে তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদের মুহাজির ভাইদের জন্য একপ জায়গীর বরাদ্দ না করা পর্যন্ত আমরা তা গ্রহণ করব না । নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বললেন, তোমরা যদি তা গ্রহণ করতে না চাও, তবে (কিয়ামতের ময়দানে) হাউয়ে কাউসারের নিকটে আমার সাথে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করতে থাক । কেননা অচিরেই তোমরা দেখতে পাবে, আমার পরে তোমাদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে ।

## ১১৯. بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ أَصْلِحْ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

২১১৯. পরিষেদ : নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর দু'আ (হে আল্লাহ !) আনসার ও মুহাজিরদের মঙ্গল করন

**৩৫২৩** حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِيَّاسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ

فَأَصْلِحْ أَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ  
وَقَالَ فَاغْفِرْ أَنْصَارَ -

**৩৫২৬** আদম (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। হে আল্লাহ! আনসার ও মুহাজিরদের মঙ্গল করুন। কাতাদা (র) আনাস (রা) সুত্রে নবী করীম ﷺ থেকে একরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন হে আল্লাহ! আনসারকে ক্ষমা করে দিন।

**৩৫২৭** حَدَّثَنَا أَدْمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الطَّوِيلِ سَمِعْتُ أَنَسَّ بْنَ  
مَâكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُولُونَ :  
نَحْنُ الَّذِينَ بَأْيَعُوا مُحَمَّداً \* عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيَّنَا أَبْدَا  
فَاجْبَاهُمُ اللَّهُمَّ لَا عِيشَ لِأَعْيَشُ الْآخِرَةِ ، فَأَكْرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةِ -

**৩৫২৮** আদম (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণ খনক যুদ্ধের পরিখা খননকালে বলছিলেন, আমরা হলাম ঐ সমস্ত লোক যারা মুহাম্মদ ﷺ-এর হাতে জিহাদের জন্য বায়'আত করেছি যত দিন আমরা বেঁচে থাকব। এর উত্তরে নবী করীম ﷺ বললেন, হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। (হে আল্লাহ) আনসার ও মুহাজিরদের সশান বৃক্ষ করে দিন।

**৩৫২৯** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ  
أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْخَنْدَقَ  
وَنَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْتَابِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ لَا عِيشَ لِأَ  
عِيشُ الْآخِرَةِ ، فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ -

**৩৫২৫** মুহাম্মদ ইবন ওবায়দুল্লাহ (র) ..... সাহল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন পরিখা খনন করে আমাদের কাঁধে করে মাটি বহন করছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ! প্রকৃত জীবন একমাত্র আখিরাতের জীবনই। মুহাজির ও আনসারদেরকে আপনি ক্ষমা করে দিন।

## ۲۱۲. بَابُ وَيَؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

২১২০. পরিচ্ছেদ : (আল্লাহর বাণী) : আর তারা (আনসারগণ) নিজেরা অভাবগত হওয়া সত্ত্বেও অন্যদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় (৫৯ : ৯)

[ ۳۵۲۶ ]

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاؤَدَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزَوانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ نِسَاءً فَقُلْنَ مَا مَعَنَا الْأَمْلَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَضُمُّ أَوْ يُضِيِّفُ هَذَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ أَنَا فَأَنْطَلَقَ بِهِ إِلَيْهِ أَمْرَأَتِهِ، فَقَالَ أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوتُ صِبِيَانِي، فَقَالَ هَيْئَ طَعَامَكِ، وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ وَنَوْمِي صِبِيَانَكِ، إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً فَهَيَّأْ طَعَامَهَا، وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا، وَنَوَمَتْ صِبِيَانَهَا، ثُمَّ قَامَتْ كَانَهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطْفَاتُهُ فَجَعَلَاهُ يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلُانِ فَبَاتَا طَاوِيَّيْنِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدًا إِلَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِكَ اللَّهُ اللَّيْلَةُ أَوْ عَجِيبٌ مِّنْ فَعَالِكُمَا فَأَنْرَلَ اللَّهُ : وَيَؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأَلْئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ -

[ ۳۵۲۷ ] মুসাদ্দাদ (র) ..... আবু ছরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, জনেক (কৃধার্ত) ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে এল। তিনি ﷺ-খাদ্য দ্রব্য কিছু আছে কিনা তা জানার জন্য। তাঁর সহধর্মীদের কাছে লোক পাঠালেন। তাঁরা জানালেন, আমাদের নিকট পানি ব্যতীত অন্য কিছুই নেই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-বললেন, কে আছ যে এই (কৃধার্ত) ব্যক্তিকে মেহমান হিসাবে নিয়ে নিজের সাথে খাওয়াতে পার? তখন জনেক আনসারী সাহাবী (আবু তালহা (রা) বললেন, আমি (পারব)। এ বলে তিনি মেহমানকে নিয়ে (বাড়িতে) গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মেহমানকে সম্মান কর। স্ত্রী বললেন, বাচ্চাদের আহার্য ব্যতীত আমাদের ঘরে অন্য কিছুই নেই। আনসারী বললেন, তুমি আহার প্রস্তুত কর এবং বাতি জুলাও এবং বাচ্চারা খাবার চাইলে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। (স্বামীর কথা অনুযায়ী) সে বাতি

ଜ୍ଞାଲାଲ, ବାଚ୍ଚାଦେରକେ ସୁମ ପାଡ଼ାଳ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଖାବାର ଯା ତୈରି ଛିଲ ତା ଉପସ୍ଥିତ କରଲ । (ତାରପର ମେହମାନ ସହ ତାରା ଧେତେ ବସଲେନ) ବାତି ଠିକ କରାର ବାହାନା କରେ ଶ୍ରୀ ଉଠେ ଗିଯେ ବାତିଟି ନିଭିଯେ ଦିଲେନ । ତାରପର ତାରା ଦ୍ୱାମୀ-ଶ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ ଅନ୍ଧକାରେର ମଧ୍ୟେ ଆହାର କରାର ମତ ଶବ୍ଦ କରତେ ଲାଗଲେନ ଏବଂ ମେହମାନକେ ବୁଝାତେ ଲାଗଲେନ ଯେ ତାରାଓ ସଙ୍ଗେ ଥାଚେନ । ତୁରା ଉଭୟଙ୍କ (ବାଚ୍ଚାରାସହ) ସାରାରାତ ଅଭୁତ ଅବସ୍ଥାଯ କାଟାଲେନ । ତୋରେ ଯଥନ ତିନି ରାସୂଲୁହାହ صلوات الله عليه وآله وسالم ନିକଟ ଗେଲେନ, ତଥନ ତିନି صلوات الله عليه وآله وسالم ବଲେନ, ଆଲ୍‌ହାହ ତୋମାଦେର ଗତ ରାତେର କାର୍ଯ୍ୟକଲାପ ଦେଖେ ହେସ ଦିଯେଛେ ଅଥବା ବଲେଛେ ଖୁଶି ହେସିଛେ ଏବଂ ଏ ଆୟାତ ନାଯିଲ କରେଛେ । (ଆନସାରଦେର ଅନ୍ୟତମ ଶୁଣ ହୁଲ ଏଇ) : ତାରା ଅଭାବହନ୍ତ ହେଁଯା ସତ୍ତ୍ଵେ ନିଜେଦେର ଉପର ଅନ୍ୟଦେରକେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଯେ ଥାକେ । ଆର ଯାଦେରକେ ଅନ୍ତରେର କାର୍ପଣ୍ୟ ଥେକେ ମୁକ୍ତ ରାଖା ହେଁଯେ, ତାରାଇ ସଫଳକାମ । (୫୯:୯)

## ٢١٢١ . بَابُ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ اقْبَلُوا مِنْ مُحَسِّنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ

୨୧୨୧. ପରିଚେଦ : ନବୀ କରୀମ صلوات الله عليه وآله وسالم-ଏଇ ଉତ୍ତି : ତାଦେର (ଆନସାରଦେର) ନେକ୍କାରଦେର ପକ୍ଷ ହତେ (ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ) କବୁଲ କର, ଏବଂ ତାଦେର ଦ୍ରୁଟି-ବିଚ୍ୟତିକାରୀଦେର କ୍ଷମା କରେ ଦାଓ

[ ୩୫୨୭ ]

ହَدَّى نَّبِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو عَلَىٰ حَدَّى نَا شَادَانُ أَخُو عَبْدَانَ  
حَدَّى نَا أَبِي أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَاجِ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ  
أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : مَرَأَ أَبُو بَكْرٍ وَالْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  
بِمَجَلسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يَبْكُونَ فَقَالَ مَا يَبْكِيْكُمْ ؟ قَالُوا  
ذَكَرْنَا مَجَلسَ النَّبِيِّ صلوات الله عليه وآله وسالم مِنَّا فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلوات الله عليه وآله وسالم فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ  
قَالَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلوات الله عليه وآله وسالم وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةً بُرْدٍ قَالَ فَصَعَدَ  
الْمِنْبَرَ وَلَمْ يَصْعَدْ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمَ ، فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ :  
أُوصِيْكُمْ بِالْأَنْصَارِ فَإِنَّهُمْ كَرِشِيُّ وَعَيْبَتِيُّ وَقَدْ قَضَوُ الْذِي عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ  
الْذِي لَهُمْ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحَسِّنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ -

[ ୩୫୨୮ ]      ମୁହାମ୍ମଦ ଇବନ ଇୟାହେଇୟା ଆବୁ ଆଲୀ (ର) ..... ଆନାସ ଇବନ ମାଲିକ (ରା) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ,  
ତିନି ବଲେନ, ନବୀ କରୀମ صلوات الله عليه وآله وسالم ଯଥନ ଅନ୍ତିମ ରୋଗେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ତଥନ ଆବୁ ବକର ଓ ଆବାସ (ରା) ଆନସାରଦେର  
www.alqurans.com

কোন একটি মজলিসের পাশ দিয়ে যাওয়ার কালে দেখতে পেলেন যে, তারা (সকলেই বসে বসে) কাঁদছেন। তাঁদের একজন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কাঁদছেন কেন? তাঁরা বললেন, আমরা নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর সাথে আমাদের মজলিস অবরণ করে কাঁদছি। তারা নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর নিকট এসে আনসারদের অবস্থা বললেন, রাবী বললেন, (তা শুনে) নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ চাদরের কিনারা দিয়ে মাথা বেঁধে (ঘর থেকে) বেরিয়ে আসলেন এবং মিস্বরে উঠে বসলেন। এ দিনের পর আর তিনি মিস্বরে আরোহণ করেন নি। তরপর হামদ ও সানা পাঠ করে সমবেত সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আনসারগণের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার জন্য তোমাদিগকে নির্দেশ দিছি; কেননা তাঁরাই আমার অতি আপনজন, তাঁরাই আমার বিশ্বস্ত লোক। তারা তাঁদের উপর আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিপূর্ণভাবে পালন করেছে। তাঁদের যা প্রাপ্য তা তাঁরা এখনো পায়নি। তাঁদের নেক লোকদের উত্তম কার্যকলাপ সাদরে গ্রহণ করবে এবং তাঁদের ক্রটি বিচুতি ক্ষমা করবে।

٣٥٢٨

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْفَسِيلِ سَمِعْتُ عَكْرِمَةَ  
يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ مَلَحَفَةً مُتَعَطِّفًا بِهَا عَلَى مَنْكِبِيهِ وَعَلَيْهِ عِصَابَةً دَسَمَاءً  
حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَشْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ أَيُّهَا  
النَّاسُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَتَقْلُلُ الْأَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا كَالْمُلْجَفِينَ  
الْطَّعَامُ، فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ أَمْرًا يَضْرُرُ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعُهُ، فَلَيَقْبَلَ مِنْ  
مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِئِهِمْ -

৩৫২৮ আহমদ ইবন ইয়াকুব (র) ..... ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (অস্তিম পীড়ায় আক্রান্তকালে) একখানা চাদর গায়ে জড়িয়ে, চাদরের দু-প্রান্ত দু'কাধে পেঁচিয়ে এবং মাথায় একটি কাল রঙের পাগড়ি বেঁধে (ঘর থেকে) বের হলেন এবং মিস্বরে উঠে বসলেন। হামদ ও সানার পর বললেন, হে লোক সকল, জনসংখ্যা উত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর আনসারগণের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে যাবে! এমনকি তারা খাদ্য-দ্রব্যে লবণের মত (সামান্য পরিমাণে) পরিগত হবে। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এমন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করে সে ইচ্ছা করলে কারো উপকার বা অপকার করতে পারে, তখন সে যেন নেক্কার আনসারদের নেক্ কার্যাবলী কবুল করে এবং তাদের ক্রটি-বিচুতি ক্ষমা করে দেয়।

**٣٥٢٩** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْأَنْصَارُ كَرِشِيٌّ وَعَيْبَتِيٌّ وَالنَّاسُ سَيَكْثُرُونَ وَيَقْلُونَ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوِزُوا عَنْ مُسِيَّئِهِمْ -

**৩৫২৯** মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ-কে বলেন, আনসারগণ আমার অতি আপনজন ও বিশ্বস্ত লোক। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর তাদের সংখ্যাহ্রাস পেতে থাকবে। তাই তাদের নেক্কারদের উত্তম কার্যাবলী করুন এবং তাদের ক্রটি-বিচুতি ক্ষমা করে দাও।

**২১২২.** بَابُ مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ مُعاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

২১২২. পরিচ্ছেদ : সাদ ইবন মু'আয (রা)-এর মর্যাদা

**٣٥٣٠** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ حُلُّهُ حَرِيرٍ فَجَعَلَ أَصْحَابَهُ يَمْسُوْنَهَا وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِيْنِهَا ، فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ لِيْنِ هَذِهِ لِمَنْ أَدِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعاذٍ خَيْرٌ مِنْهَا أَوْ أَلَيْنُ رَوَاهُ قَتَادَةُ وَالزُّهْرِيُّ سَمِعَا أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

**৩৫৩০** মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-কে এক জোড়া রেশমী কাপড় হাদীয়া ব্রহ্মপুর দেয়া হল। সাহাবা কেরাম (রা) তা স্পর্শ করে এর কোমলতায় অবাক হয়ে গেলেন। নবী করীম ﷺ-কে বলেন, এর কোমলতায় তোমরা অবাক হচ্ছ। অথচ সাদ ইবন মু'আয (রা)-এর (জান্নাতে প্রদত্ত) ঝুমাল এর চেয়ে অনেক উত্তম, অথবা বলেছেন অনেক মূলায়েম। হাদিসটি কাতাদা ও যুহুরী (র) আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন।

**٣٥٣١** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتْنَى حَدَّثَنَا فَضْلُ بْنُ مُسَاعِرٍ خَتَنُ أَبِي عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيًّا ﷺ يَقُولُ اهْتَزَ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، وَعَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ فَإِنَّ الْبَرَاءَ يَقُولُ اهْتَزَ السَّرِيرُ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ بَيْنَ هَذِينَ الْحَيَّيْنِ ضَفَائِنُ سَمِعْتُ النَّبِيًّا ﷺ يَقُولُ اهْتَزَ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ -

**৩৫৩১**      মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ..... জাবির (রা) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি সাদ ইবন মু'আয় (রা)-এর মৃত্যুতে আল্লাহু তা'আলার আরশ কেঁপে উঠে ছিল। আমাশ (র) ..... নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, একব্যক্তি জাবির (রা)-কে বলল, বারা ইবন আযিব (রা) তো বলেন, জানাযার খাট নড়েছিল। তদুত্তরে জাবির (রা) বললেন, সাদ ও বারা (রা)-এর গোত্রদ্বয়ের মধ্যে কিছুটা বিরোধ ছিল, (কিন্তু এটা ঠিক নয়) কেননা, আমি নবী করীম ﷺ-কে অর্থাৎ উরশুর রাহমান অর্থাৎ আল্লাহুর আরশ সাদ ইবন মু'আয়ের (মৃত্যুতে) কেঁপে উঠল বলতে শুনেছি।

**৩৫৩২**      حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَعَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ ابْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُزَيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا نَزَلُوا عَلَى حَكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قُومُوا إِلَى خَيْرِكُمْ أَوْ سَيِّدِكُمْ فَقَالَ يَا سَعْدُ إِنَّ هُؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ قَالَ فَإِنِّي أَحَدُكُمْ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلُهُمْ وَتُشْبَى ذَرَارِيُّهُمْ قَالَ حَكْمُتَ بُحْكُمِ اللَّهِ أَوْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ -

**৩৫৩৩**      মুহাম্মদ ইবন আর'আরা (র) ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, কতিপয় লোক (বনী কুরায়্যার ইয়াহুনীগণ) সাদ ইবন মু'আয় (রা)-কে সালিশ মেনে (দুর্গ থেকে) নেমে আসে (তিনি আহত ছিলেন) তাঁকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠানো হল। তিনি গাধায় সাওয়ার হয়ে আসলেন। যখন (যুদ্ধকালীন অস্থায়ী) মসজিদের নিকটে আসলেন, তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তোমাদের শ্রেষ্ঠতম

ব্যক্তি অথবা (বললেন) তোমাদের সরদার আসছেন তাঁর দিকে দাঁড়াও। তারপর তিনি বললেন, হে সাদ! তারা (বনী কুরায়ার ইয়াহুদীগণ) তোমাকে সালিশ মেনে (দুর্গ থেকে) বেরিয়ে এসেছে। সাদ (রা) বললেন, আমি তাদের সম্পর্কে এ ফয়সালা দিছি যে, তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হোক এবং শিশু ও মহিলাদেরকে বন্দী করে রাখা হোক। (তাঁর ফয়সালা শব্দে) নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ বললেন, তুমি আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালা অনুযায়ী ফয়সালা দিয়েছ অথবা (বলে ছিলেন) তুমি বাদশাহর (আল্লাহ্ র) ফয়সালা অনুযায়ী ফয়সালা করেছ।

**২১২৩. بَابُ مَنْقَبَةِ أَسِيدِ بْنِ حُضَيْرٍ وَعَبَادِ بْنِ بِشَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا**

২১২৩. পরিচ্ছেদ : উসায়দ ইবন হ্যায়র ও আব্বাদ ইবন বিশ্র (রা)-এর মর্যাদা

**৩৫৩. حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَامٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مُظْلَمَةً وَإِذَا نُورٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَتَّىٰ تَفَرَّقَا فَتَفَرَّقَ النُّورُ مَعَهُمَا وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَسِيدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ حَمَادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ كَانَ أَسِيدُ وَعَبَادُ بْنُ بِشَرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ -**

**৩৫৩৩.** আলী ইবন মুসলিম (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, দু' ব্যক্তি অঙ্ককার রাতে নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ-এর নিকট থেকে বের হলেন। হঠাৎ তারা তাদের সম্মুখে একটি উজ্জ্বল আলো দেখতে পেলেন। রাস্তায় তাঁরা যখন ভিন্ন হয়ে পড়লেন তখন আলোটিও তাঁদের উভয়ের সাথে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। মামার (র) সাবিত (র) মাধ্যমে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এদের একজন উসায়দ ইবন হ্যায়র (রা) এবং অপরজন এক আনসারী ব্যক্তি ছিলেন এবং হাস্বাদ (র) সাবিত (র)-এর মাধ্যমে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উসায়দ (ইবন হ্যায়র) ও আব্বাদ ইবন বিশ্র (রা) নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ-এর নিকট ছিলেন।

**২১২৪. بَابُ مَنَاقِبِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**

২১২৪. পরিচ্ছেদ : মু'আয ইবন জাবাল (রা)-এর মর্যাদা

**৩৫৩৪. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَالَ شُعْبَةُ**

عَنْ عَمِّرٍو عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمِّرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ اسْتَقْرُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ : مِنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبْنِ حُذِيفَةَ ، وَأَبْنِي ، وَمُعاذِ بْنِ جَبَلِ -

**৩৫৩৪** মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -কে বলতে শুনেছি যে, কুরআন পাঠ শিক্ষা কর চারজনের নিকট থেকে : ইবন মাসউদ, আবু হৃয়ায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালিম, উবাই (ইবন কাব) ও মু'আয ইবন জাবাল (রা) থেকে।

১১২৫. **مَنْقَبَةُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا**

১১২৫. পরিচ্ছেদ ৪ সাদ ইবন উবাদা (রা)-এর মর্যাদা। আয়েশা (রা) বলেন, তিনি এর পূর্বে নেক লোক ছিলেন।

**৩৫৩৫** حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو أَسِيدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَارِ ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَرَاجِ ، ثُمَّ بَنُو سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَكَانَ ذَاقَدَمٌ فِي الْإِسْلَامِ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ فَضَلَ عَلَيْنَا فَقِيلَ لَهُ قَدْ فَضَلْتُمْ عَلَى نَاسٍ كَثِيرٍ -

**৩৫৩৬** ইসহাক (র) ..... আবু উসাইদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেছেন, আনসার গোত্রগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম গোত্র হল, বানু নাজার, তারপর বানু আবদ-ই-আশহাল, তারপর বানু হারিস ইবন খায়রাজ তারপর বানু সায়িদা। আনসারদের সকল গোত্রের মধ্যেই খায়র ও কল্যাণ রয়েছে। তখন সাদ ইবন উবাদা (রা) বললেন, তিনি ছিলেন প্রথম যুগের অন্যতম মুসলমান। আমার ধারণা হয় যে, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ অন্যদেরকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন (তদুওরে তাঁকে বলা হল, আপনাদেরকে বহু গোত্রের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

## ٢١٢٦ . بَابُ مَنَاقِبِ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

২১২৬. পরিচ্ছেদ : উবাই ইবন কা'ব (রা)-এর মর্যাদা

**٣٥٣٦** حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ ذُكِرَ عَبْدُ اللَّهِ أَبْنُ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لَا يَأْزَلُ أَحَبَّهُ سَمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَبَدَا بِهِ وَسَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذِيفَةَ وَمُعاذٌ بْنٌ جَبَلٍ وَأَبْيَ بْنٌ كَعْبٍ -

**৩৫৩৬** আবুল ওয়ালিদ (র) ..... মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)-এর মজলিসে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর আলোচনা চলছিল। তখন তিনি বললেন ; তিনি সে ব্যক্তি যাকে নবী করীম ﷺ-এর বক্তব্য শুনার পর থেকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি। নবী ﷺ বলেছেন, কুরআন শিক্ষা কর চারজনের নিকট থেকে, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (সর্ব প্রথম তিনি এ নামটি বললেন)। সালিম আর হ্যাইফার আযাদকৃত গোলাম, মু'আয ইবন জাবাল ও উবাই ইবন কা'ব (রা)।

**٣٥٣٧** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا قَالَ غُنْدَرٌ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبْيِ إِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ قَالَ لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ وَسَمَّانِيْ -

**৩৫৩৭** মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (রা) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ উবাই ইবন কা'ব (রা)-কে বললেন, আল্লাহ "সূরা লَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا" তোমাকে পড়ে শুনানোর জন্য আমাকে আদেশ করেছেন। উবাই ইবন কা'ব (রা) জিঞ্জাসা করলেন আল্লাহ আমার নাম উচ্চারণ করেছেন ? নবী করীম ﷺ বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি (আনন্দের আতিশয়ে) কাঁদলেন।

## ٢١٢٧. بَابُ مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

২১২৭. পরিচ্ছেদ : যায়েদ ইবন সাবিত (রা)-এর মর্যাদা

**٣٥٣٨** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ  
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَمِيعَ الْقُرْآنِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ  
أَرْبَعَةَ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ أُبَيٌّ وَمُعاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبُو زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ  
قُلْتُ لِأَنَسٍ مِنْ أَبُو زَيْدٍ ؟ قَالَ أَحَدُ عُمُومَتِيْ -

**٣৫৩৮** مুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ -এর যুগে  
(সর্বপ্রথম) যে চার ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুরআনুল কারীম হিফ্য করেছিলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন আনসারী। (তাঁরা  
হলেন) উবাই ইবন কাব (রা), মু'আয ইবন জাবাল (রা) আবু যায়েদ (রা) যায়েদ ইবন সাবিত (রা)।  
কাতাদা (রা) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আবু যায়েদ কে ? তিনি বললেন, উনি আমার  
চাচাদের মধ্যে একজন।

## ٢١٢٨. بَابُ مَنَاقِبِ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

২১২৮. পরিচ্ছেদ : আবু তালহা (রা)-এর মর্যাদা

**٣٥٣٩** حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ  
الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحْدَانِهِزَمَ النَّاسُ  
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدِي النَّبِيِّ ﷺ مُجَوِّبٌ بِهِ عَلَيْهِ  
بِحَجَفَةِ لَهُ ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَأِيمًا شَدِيدَ الْقَدْرِ يَكْسِرُ يَوْمَئِذٍ  
قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَمْرُرُ مَعَهُ الْجَمْعَةُ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُولُ  
إِنْ شَرُّهَا لِأَبِي طَلْحَةَ فَأَشْرَفَ النَّبِيِّ ﷺ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ أَبُو  
طَلْحَةَ يَا أَبَيَ اللَّهِ بَأْبَيَ أَثْتَ وَأَمْيَ لَا تُشَرِّفُ يُصِيبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ

الْقَوْمَ نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سَلَيْمٍ  
وَإِنَّهُمَا لَمُشْمَرَّتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تُنْقِزَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا ،  
تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَأْنَهَا ثُمَّ تَجِيَانِ فَتُفْرِغَانِهِ  
فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدِي أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ  
وَإِمَّا ثَلَاثَةً -

**[৩৫৩]** আবু মার্মার (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওহোদ যুদ্ধের এক পর্যায়ে  
সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম ﷺ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তখন আবু তালহা (রা) ঢাল হাতে  
নিয়ে নবী করীম ﷺ-এর সম্মুখে প্রাচীরের ন্যায় অটল হয়ে দাঁড়ালেন। আবু তালহা (রা) সুদক্ষ তীরন্দায়  
ছিলেন। অনবরত তীর ছুড়তে থাকায় তাঁর হাতে ঐদিন দু' বা তিনটি ধনুক ভেঙ্গে যায়। ঐ সময় তীর ভর্তি  
শরাধার নিয়ে যে কেউ তাঁর নিকট দিয়ে যেতো নবী করীম ﷺ তাকেই বলতেন, তোমরা তীরগুলি আবু  
তালহার জন্য রেখে দাও। এক সময় নবী করীম ﷺ মাথা উঁচু করে শক্রদের অবস্থা অবলোকন করতে  
চাইলে আবু তালহা (রা) বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমার মাতা পিতা আপনার জন্য কুরবান হটক, আপনি  
মাথা উঁচু করবেন না। হয়ত শক্রদের নিষ্কিঞ্চ তীর এসে আপনার গায়ে লাগতে পারে। আমার বক্ষ  
আপনাকে রক্ষা করার জন্য ঢাল স্বরূপ। আনাস (রা) বলেন, ঐদিন আমি আবু বকর (রা)-এর কন্যা আয়েশা  
(রা)-কে এবং (আমার মাতা) উষ্মে সুলায়মকে দেখতে পেলাম যে, তাঁরা পরিধেয় কাপড় এতটুকু পরিমাণ  
তুলে ফেলেছেন যে, তাঁদের পায়ের খাড়ু আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। তাঁরা পানির মশক ভরে নিজেদের পিঠে  
বহন করে এনে আহতদের মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। পুনরায় ফিরে গিয়ে পানি ভরে নিয়ে আহতদেরকে  
পান করাচ্ছিলেন। ঐ সময় আবু তালহা (রা)-এর হাত থেকে (তন্দ্রাবেশে) তাঁর তরবারীখানা দু'বার অথবা  
তিনবার পড়ে গিয়েছিল।

## ٢١٢٩. بَابُ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

২১২৯. পরিচ্ছেদ ৪: আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা)-এর মর্যাদা

**[৩৫৪]** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ  
النَّضْرِ مَوْلَى عَمَّرِ أَبْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ  
عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ

إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدٍ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ وَفِيهِ نَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ  
وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْآيَةَ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ مَالِكٌ الْآيَةُ أَوْ  
فِي الْحَدِيثِ -

**৩৫৪০** আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) ..... সাদ ইবন আবু ওয়াকাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ-কে আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) ব্যতীত ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী কারো সম্পর্কে একথাটি বলতে শুনিনি যে, ‘নিশ্চয়ই তিনি জানাতবাসী’। সাদ (রা) বলেন, তাঁরই সম্পর্কে সূরা আহকাফের এ আয়াত নাযিল হয়েছে: “এ বিষয়ে বনী ইসরাইলের মধ্য থেকেও একজন সাক্ষ্য প্রদান করেছে।

**৩৫৪১** حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَانُ عَنِ ابْنِ  
عَوْنَى عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ  
الْمَدِينَةِ فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَى وَجْهِهِ أَثْرُ الْخُشُوعِ فَقَالُوا هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ  
الْجَنَّةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزُ فِيهِمَا ثُمَّ خَرَجَ وَتَبَعَّثَ فَقُلْتُ أَنَّكَ حِينَ  
دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ قَالُوا هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، قَالَ وَاللَّهِ مَا يَتَبَغِي لَأَهْدِ  
أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ وَسَأَحْدِثُكَ لِمَ ذَاكَ رَأَيْتُ رُؤْيَاً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ  
فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ كَائِنِي فِي رَوْضَةٍ ذَكَرَ مِنْ سَعْتِهَا وَخُضْرَتِهَا  
وَسُطْهَا عَمَودٌ مِنْ حَدِيدٍ أَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ فِي أَعْلَاهُ  
عُرْوَةُ فَقِيلَ لِي ارْقَهُ قُلْتُ لَا أَسْتَطِيعُ فَأَتَانِي مِنْصَافٌ فَرَفَعَ ثِيَابِي  
مِنْ خَلْفِي فَرَقِيَّتْ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَاهَا ، فَأَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ ، فَقِيلَ لَهُ  
اسْتَمْسِكْ فَاسْتَيْقَظْتُ وَأَنَّهَا لِفِي يَدِي فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ تِلْكَ الرَّوْضَةُ الْأَسْلَامُ ، وَذَلِكَ الْعُمُودُ عَمُودُ الْأَسْلَامِ ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ  
عُرْوَةُ الْوُثْقَى ، فَأَثْتَ عَلَى الْأَسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ وَذَاكَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ

بْنُ سَلَامٍ \* وَقَالَ لِي خَلِيفَةً حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنَى عَنْ مُحَمَّدٍ  
حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ عَنْ ابْنِ سَلَامٍ قَالَ وَصِيفٌ مَكَانٌ مَنْصِفٌ -

**৩৫৪১** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... কায়েস ইবন উবাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনায় মসজিদে বসা ছিলাম। তখন এমন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলেন যার চেহারায় বিনয় ও ন্যূনতার ছাপ ছিল। (তাঁকে দেখে) লোকজন বলতে লাগলেন, এই ব্যক্তি জান্নাতগণের একজন। তিনি, সংক্ষিপ্তাকারে দু'রাকআত সালাত আদায় করে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম এবং তাঁকে বললাম, আপনি যখন মসজিদে প্রবেশ করছিলেন তখন লোকজন বলাবলি করছিল যে, ইনি জান্নাতবাসিগণের একজন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম কারো জন্য এমন কথা বলা উচিত নয়, যা সে জানেন। আমি তোমাকে প্রকৃত ঘটনাটি বলছি কেন ইহা বলা হয়। আমি নবী করীম ﷺ-এর জীবন্দশায় একটি স্বপ্ন দেখে তাঁর নিকট বর্ণনা করলাম। আমি দেখলাম যে, আমি যেন একটি বাগানে অবস্থানরত; বাগানটি বেশ প্রশস্ত, সবুজ, (সুন্দর ও শোভাময়)। বাগানের মধ্যে একটি লোহার স্তুপ যার নিম্নভাগ মাটিতে এবং উর্ধ্বভাগ আকাশ স্পর্শ করেছে; স্তুপের উর্ধ্বে একটি শক্তকড়া সংযুক্ত রয়েছে। আমাকে বলা হল, উর্ধ্বে আরোহণ কর। আমি বললাম, ইহাতো আমার সামর্থ্যের বাইরে। তখন একজন খাদিম এসে পিছন দিক থেকে আমার কাপড় সমেত চেপে ধরে আমাকে আরোহণে সাহায্য করলেন। আমি চড়তে লাগলাম এবং উপরে গিয়ে আংটাটি ধরলাম। তখন আমাকে বলা হল, শক্তভাবে আংটাটি আঁকড়ে ধর। তারপর কড়াটি আমার হাতের মোঠায় ধারণ অবস্থায় আমি জেগে গেলাম। নবী করীম ﷺ-এর নিকট স্বপ্নটির (তা'বীর হিসাবে) বললেন, এ বাগান হল ইসলাম, আর স্তুপটি হল ইসলামের খুটিসমূহ (করণীয় মৌলিক বিষয়াদি) কড়াটি হল (কুরআনে করীমে উল্লিখিত) “উরয়াতুল উস্কা” (শক্ত ও অটুট কড়া) এবং তুমি আজীবন ইসলামের উপর অটুট থাকবে। (রাবী বলেন) এই ব্যক্তি হলেন, আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা)। খলীফা (র) ও চীফ মন্সিফ এর স্থলে ও চীফ মন্সিফ বলেছেন।

**৩৫৪২** حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ شَعِيدِ بْنِ أَبِي  
بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
قَالَ أَلَا تَجِيءُ فَأَتَعْمِكَ سَوِيقَةً وَتَمْرًا وَتَدْخُلُ فِي بَيْتٍ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ  
بِأَرْضِ الرِّبَابِيَّةِ فَاشِإِنَّكَ عَلَى رَجْلِ حَقٍّ فَأَهَدَى إِلَيْكَ حَمْلَ  
تِبْنَ أَوْ حَمْلَ شَعِيدٍ أَوْ حَمْلَ قَتَ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّظَرُ  
وَأَبُو دَاؤُودَ وَوَهْبَ عَنْ شُعْبَةِ الْبَيْتِ -

**৩৫৪২** سُلَيْمَانُ إِبْنُ هَارِبٍ (ر) ..... آبُو بُرَدَا (ر) বলেন, আমি মদীনায় গেলাম; আবদুল্লাহ ইব্ন সালামের সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমাদের এখানে আসবে না? তোমাকে আমি খেজুর ও ছাতু খেতে দেব এবং একটি (মর্যাদাপূর্ণ) ঘরে থাকতে দেব। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি এমন স্থানে (ইরাকে) বসবাস কর, যেখানে সুদের কারবার অত্যন্ত ব্যাপক। যখন কোন মানুষের নিকট তোমার কোন প্রাপ্য থাকে আর সেই মানুষটি যদি তোমাকে কিছু ঘাস, খড় অথবা খড়ের ন্যায় নগণ্যবস্তুও হাদীয়া পেশ করে তার তা গ্রহণ করো না, যেহেতু তা সুদের অন্তর্ভুক্ত। নয়র (রা), আবু দাউদ (র) ও ওয়াহাব (র) শু'বাহ (র) থেকে **بَيْتُ شَكْرِيَّة** বর্ণনাকরেন নি।

## ٢١٣. بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ ﷺ خَدِيْجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقَضَلَهَا

২১৩০. পরিচ্ছেদ : নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর সাথে খাদীজাহ (রা)-এর বিবাহ এবং তাঁর ফয়লত

**٣٥٤٣** حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلَيْا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حَدَّثَنِي صَدَقَةً قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرِيمٌ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةَ -

**৩৫৪৩** صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ মুহাম্মদ ও সাদাকা (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলছেন, মারিয়াম (আ) ছিলেন (তৎকালীন) নারী সমাজের শ্রেষ্ঠতমা নারী। আর খাদীজা (রা) (এ উচ্চতের) নারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

**٣٥٤٤** حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَئِمَّةُ قَالَ كَتَبَ إِلَى هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غَرَّتْ عَلَى امْرَأَةٍ لِنَبِيِّ ﷺ مَا غَرَّتْ عَلَى خَدِيْجَةَ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي لِمَا كُنْتُ أَسْمَعْهُ يَذْكُرُهَا وَأَمْرُهَا اللَّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهَدِّيَ فِي خَلَائِلِهَا مِنْهَا مَا يَسْعَهُنَّ -

**৩৫৪৪** সাঈদ ইবন উফাইর (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম صلوات الله علیه و سلام-এর কোন সহধর্মীর প্রতি এতটুকু অভিমান প্রদর্শন করিনি; যতটুকু খাদীজা (রা)-এর প্রতি করেছি। কেননা, আমি নবী করীম صلوات الله علیه و سلام-কে তাঁর কথা বারবার আলোচনা করতে শুনেছি, অথচ আমাকে বিবাহ করার পূর্বেই তিনি ইস্তেকাল করেছিলেন। খাদীজা (রা)-কে জান্নাতে মণি-মুক্তা খচিত একটি প্রাসাদের সু-সংবাদ দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা নবী করীম صلوات الله علیه و سلام-কে আদেশ করেন। কোন দিন বকরী যবেহ হলে খাদীজা (রা)-এর বাঙ্গাবীদের নিকট তাদের প্রত্যেকের আবশ্যক পরিমাণ গোশ্ত নবী করীম صلوات الله علیه و سلام হাদীয়া স্বরূপ পাঠিয়ে দিতেন।

**৩৫৪৫** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَاغِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَاغِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِيَّاهَا قَالَتْ وَتَزَوَّجَنِي بَعْدَهَا بِثَلَاثِ سِنِينَ وَأَمْرَهُ رَبُّهُ عَزَّوَجَلَّ أَوْ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصْبٍ

**৩৫৪৫** কৃতায়বা ইবন সাঈদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম صلوات الله علیه و سلام-এর অন্য কোন সহধর্মীর প্রতি এতটুকু ঈর্ষ্য প্রকাশ করিনি, যতটুকু খাদীজা (রা)-এর প্রতি করেছি। যেহেতু নবী করীম صلوات الله علیه و سلام তাঁর আলোচনা অধিক করতেন। তিনি (আরো) বলেন, খাদীজা (রা)-এর (ইস্তেকালের) তিন বছর পর তিনি আমাকে বিবাহ করেন। আল্লাহ স্বয়ং অথবা জিব্রাইল (আ) নবী করীম صلوات الله علیه و سلام-কে আদেশ করলেন যে, খাদীজা (রা)-কে জান্নাতে মণিমুক্তা খচিত একটি প্রাসাদের সু-সংবাদ দিন।

**৩৫৪৬** حَدَّثَنِي عَمْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَسَنٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَاغِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَاغِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَا وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا وَرُبُّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقْطِعُهَا أَعْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ، فَرُبُّمَا قُلْتُ لَهُ كَانَتْ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيجَةُ فَيَقُولُ أَنْهَا كَانَتْ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ

**৩৫৪৬** উমর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাসান (র) ..... আয়েশাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম صلوات الله علیه و سلام-এর অন্য কোন সহধর্মীর প্রতি এতটুকু অভিমান করিনি যতটুকু খাদীজা (রা)-এর প্রতি করেছি। অথচ আমি তাঁকে দেখিনি। কিন্তু নবী করীম صلوات الله علیه و سلام তাঁর কথা অধিক সময় আলোচনা করতেন। কোন কোন সময় বকরী যবেহ করে গোশ্তের পরিমাণ বিবেচনায় হাঁড়-মাংসকে ছোট ছেট টুকরা করে হলেও খাদীজা (রা)-এর বাঞ্ছিবীদের ঘরে পৌছে দিতেন। আমি কোন সময় অভিমানের সূরে নবী করীম صلوات الله علیه و سلام -কে বলতাম, (আপনার অবস্থা দৃষ্টে) মনে হয়, খাদীজা (রা) ব্যতীত পৃথিবীতে যেন আর কোন নারী নাই। প্রতি উন্নরে তিনি صلوات الله علیه و سلام বলতেন, হঁ। তিনি এমন ছিলেন, এমন ছিলেন তাঁর গর্ভে আমার স্বত্ত্বান জন্মেছিল।

**৩৫৪৭** حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ اسْمَاعِيلَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَشَرَ النَّبِيَّ ﷺ خَدِيجَةَ قَالَ نَعَمْ بِبَيْتٍ مِّنْ قَصَبٍ لَا صَخْبَ فِيهِ وَلَا نَصْبَ -

**৩৫৪৮** মুসাদাদ (র) ..... ইসমাইল (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আর্মি আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আউফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম صلوات الله علیه و سلام খাদীজা (রা)-কে জানাতের সু-সংবাদ দিয়েছিলেন কি? তিনি বলেন, হঁ। এমন একটি সুরম্য প্রাসাদের সু-সংবাদ দিয়েছিলেন, যে প্রাসাদটি তৈরী করা হয়েছে এমন মুত্তী দ্বারা যার ভিতরদেশ ফাঁকা। আর সেখানে থাকবে না হৈ হল্লোড, কোন প্রকার ক্রেশ ও ক্লান্তি।

**৩৫৪৯** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا أَنَاءً فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرِأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخْبَ فِيهِ وَلَا نَصْبَ وَقَالَ اسْمَاعِيلُ ابْنُ خَلِيلٍ أَخْبَرَنَا عَلَىٰ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هَشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَسْتَأْنَتْ هَالَةً خُوَيْلِدٍ أَخْتَ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَرَفَ أَسْتَأْنَانَ خَدِيجَةَ فَأَرْتَاهُ لِذَلِكَ، فَقَالَ اللَّهُمَّ هَالَةٌ قَالَتْ فَغَرَّتْ، فَقُلْتُ مَا تَذَكَّرُ مِنْ عَجُوزٍ مِّنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ، حَمْرَاءِ الشَّدَقَيْنِ هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا -

**৩৫৪৮** কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, জিব্রাইল (আ) নবী ﷺ -এর খেদমতে হায়ির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! এই যে খাদীজা (রা) একটি পাত্র হাতে নিয়ে আসছেন। এই পাত্রে তরকারী, অথবা খাবার দ্রব্য অথবা পানীয় ছিল। যখন তিনি পৌছে যাবেন তখন তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকেও সালাম জানাবেন আর তাঁকে জান্নাতের এমন একটি সুরম্য প্রাসাদের সু-সংবাদ দিবেন যার ভিতরদেশ ফাঁকা-মুত্তি দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। সেখানে থাকবে না কোন প্রকার হটগোল; না কোন প্রকার ক্লেশ ও ক্লান্তি। ইসমাইল ইব্ন খলীল (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার খাদীজার বোন হালা বিন্তে খুওয়ায়লিদ রাসূল ﷺ -এর নিকট আসার অনুমতি চাইলেন। রাসূল ﷺ মনে করলেন খাদীজার অনুমতি প্রার্থনার কথা। এজন্য তিনি খুশী হয়ে বললেন, ইয়া আল্লাহ, হালা (এর কি খবর)? আয়েশা (রা) বললেন এতে আমি অভিমান করে বললাম, আপনি কি কুরায়শ বংশের লাল গণ্ডারী এক বৃদ্ধার স্বরণ করছেন, যে অনেক আগে মৃত্যু বরণ করেছে? আল্লাহ তো আপনাকে তার চেয়ে উত্তম মহিলা দান করেছেন!

**২১৩। بَابِ ذِكْرِ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**

২১৩১. পরিচ্ছেদ : জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ বাজাশী (রা)-এর আলোচনা

**৩৫৪৯** حَدَّثَنَا اسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَأَنِي إِلَّا ضَحَكَ، وَعَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْخَلَصَةِ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَّةُ وَالْكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ أَنْتَ مُرِيْحٌ مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ، قَالَ فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ فِي خَمْسِينَ وَمَائَةً فَارِسٍ أَحْمَسَ قَالَ فَكَسَرْنَا، وَقَاتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ، فَأَتَيْنَاهُ فَأَخْبَرْنَاهُ فَدَعَالَنَا وَلَا حِمْسَ -

**৩৫৪৯** ইসহাক আল ওয়াসিতী (র).....জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর গৃহে প্রবেশ করতে কোনদিন আমাকে বাঁধা প্রদান করেন নি এবং যখনই আমাকে দেখেছেন, মুচকি হাসি দিয়েছেন। জারীর (রা) আরো বলেন, জাহিলী যুগে (খাস'আম গোত্রের একটি প্রতীমা রক্ষিত মন্দির) যুল-খালাসা নামে একটি ঘর ছিল। যাকে কা'বায়ে ইয়ামানী ও

কা'বায়ে শামী বলা হত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি কি যুল-খালাসার ব্যাপারে আমাকে শান্তি দিতে পার? জারীর (রা) বলেন, আমি আহমাস গোত্রের একশ পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলাম এবং (প্রতীমা ঘরটি) বিধ্বস্ত করে দিলাম। সেখানে যাদেরকে পেলাম হত্যা করে ফেললাম। ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সংবাদ শুনালাম। তিনি (অত্যন্ত খুশী হয়ে) আমাদের জন্য এবং আহমাস গোত্রের জন্য দু'আ করলেন।

## ٢١٣٢ . بَابُ حُذْيَفَةَ بْنِ الْيَمَانِ الْعَبَّاسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

২১৩২. পরিচ্ছেদ ৪: হ্যায়ফা ইবনুল ইয়ামান ‘আব্বাসী (রা) এর আলোচনা

٣٥٥

**حَدَّثَنِي أَشْمَعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لِمَا كَانَ يَوْمُ أُحْدِ هُزْمَ الْمُشْرِكُونَ هَزِيمَةً بَيْنَهُ فَصَاحَ إِبْلِيسُ أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ عَلَى أَخْرَاهُمْ، فَاجْتَلَدُتْ أُخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذْيَفَةَ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ فَنَادَى أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أَبِي أَبِي فَقَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا احْتَجَرُوا حَتَّى قَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذْيَفَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ قَالَ أَبِي فَوَاللَّهِ مَا زَالَتْ فِي حُذْيَفَةَ مِنْهَا بَقِيَّةٌ خَيْرٌ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ -**

**৩৫ ৫০** ইসমাইল ইবন খালীল (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওহোদ যুদ্ধে (প্রথম দিকে) মুশরিকগণ যখন চরমভাবে পরাজিত হয়ে পড়লো, তখন ইব্লীস চীৎকার করে (মুসলমানগণকে) বলল, হে আল্লাহর বান্দাগণ! পিছনের দিকে লক্ষ্য কর। তখন অগ্রবর্তী দল পিছন দিকে ফিরে (শক্রদল মনে করে) নিজদলের উপর আক্রমণ করে বসল এবং একে অন্যকে হত্যা করতে লাগল। এমন সময় হ্যায়ফা (রা) পিছনের দলে তাঁর পিতাকে দেখতে পেয়ে চীৎকর করে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ, এই যে আমার পিতা, এই যে আমার পিতা। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, কিন্তু তারা কেহই বিরত থাকেনি। শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করে ফেলল। হ্যায়ফা (রা) বললেন, আল্লাহ তোমাদিগকে মাফ করে দিন। আমার পিতা উরওয়া (র) বলেন, আল্লাহর কসম, এ কথার কারণে হ্যায়ফা (রা)-এর মধ্যে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মঙ্গলের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল।

٢١٣٣. بَابُ ذِكْرٍ هَنْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقَالَ عَبْدَانُ أخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أخْبَرَنَا يُوئِسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرُوهَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هَنْدٌ بْنَتُ عُتْبَةَ قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِ خَبَاءٍ أَحَبَّ إِلَى أَنْ يَذْلِلُوا مِنْ أَهْلِ خَبَائِكَ، ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خَبَاءٍ أَحَبُّ إِلَى أَنْ يَعْزُوا مِنْ أَهْلِ خَبَائِكَ قَالَ وَإِيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ أَنَّ أَبَا سُفِيَّانَ رَجُلٌ مُسِيقٌ فَهُلْ عَلَى حَرجٍ أَنْ أَطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالٌ ، قَالَ لَا أَرَاهُ إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ

২১৩৩. পরিচ্ছেদ ৪ : ‘উত্বা ইব্ন রাবী’ আর কন্যা হিন্দ-এর আলোচনা। ‘আবদান (র).... আয়েশা (রা) বলেন, উত্বার মেয়ে হিন্দ (রা) এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ এক সময় আমার মনের অবস্থা (এত খারাপ ছিল যে) পৃথিবীর বুকে কোন পরিবারের শাহিত হতে দেখা আমার নিকট আপনার পরিবারের শাহিত হতে দেখার চেয়ে অধিক আকাঙ্ক্ষিত ছিল না। কিন্তু এখন আমার অবস্থা এমন হয়েছে যে দুনিয়ার বুকে কোন পরিবারের সম্মানিত হতে দেখা আমার নিকট আপনার পরিবারের সম্মানিত দেখার চেয়ে অধিকতর প্রিয় নয়। তিনি বললেন, সেই স্তুতির কসম, যার হাতে আমার প্রাণ। তারপর সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু সুফিয়ান (রা) একজন কৃপণ ব্যক্তি। (অনুমতি ব্যক্তিত) যদি তার মাল আমি ছেলে-মেয়েদের জন্য ব্যয় করি তবে তাতে কি আমার কিছু (গুনাহ) হবে? তিনি বললেন, না, কিন্তু প্রয়োজন মত (যথাযথভাবে) ব্যয় করা হলে (আপনি নেই)

٢١٣٤. بَابُ حَدِيثٍ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ

২১৩৪. পরিচ্ছেদ ৪ : যায়েদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল (রা)-এর ঘটনা

٣٥٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرُو بْنَ نُفَيْلٍ بِاسْفَلِ بَلْدَةٍ قَبْلَ  
أَنْ يَنْزَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْوَحْيَ فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ النَّبِيِّ ﷺ سُفْرَةً،  
فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ زَيْدٌ أَنِّي لَسْتُ أَكُلُّ مِمَّا تَذَبَّحُونَ عَلَى  
أَنْصَابِكُمْ، وَلَا أَكُلُّ إِلَّا مَا ذُرَّ كِرَاسِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرُو كَانَ  
يَعِيبُ عَلَى قُرِيشٍ ذَبَائِحَهُمْ وَيَقُولُ الشَّاةُ خَلَقَهَا اللَّهُ وَأَنْزَلَ لَهَا مِنَ  
السَّمَاءِ الْمَاءَ، وَأَثْبَتَ لَهَا مِنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ تَذَبَّحُونَهَا عَلَى غَيْرِ اسْمِ  
اللَّهِ اثْكَارًا لِذَلِكَ وَأَعْظَامًا لَهُ قَالَ مُؤْسِي حَدَّثَنِي سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ  
وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يُحَدِّثُ بِهِ عَنِ ابْنِ عَمْرٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرُو بْنَ نُفَيْلٍ خَرَجَ  
إِلَى الشَّامَ يَسْأَلُ عَنِ الدِّينِ وَيَتَبَعُهُ، فَلَقِيَ عَالِمًا مِنَ الْيَهُودِ فَسَأَلَهُ  
عَنِ دِينِهِمْ، فَقَالَ أَنِّي لَعَلَى أَنِّي أَدِينَ دِينَكُمْ فَأَخْبَرَنِي، فَقَالَ لَا تَكُونُ  
عَلَى دِينِنَا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ، قَالَ زَيْدٌ : مَا أَفْرُ إِلَّا  
مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَلَا أَحْمِلُ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ شَيْئًا أَبَدًا ، وَأَنَا أَسْتَطِيعُ  
فَهُلْ تَدْلُنِي عَلَى غَيْرِهِ ، قَالَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَنِيفًا ، قَالَ زَيْدٌ :  
وَمَا الْحَنِيفُ ؟ قَالَ دِينُ ابْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانِيًا وَلَا يَعْبُدُ  
إِلَّا اللَّهَ ، فَخَرَجَ زَيْدٌ فَلَقِيَ عَالِمًا مِنَ النَّصَارَى فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَقَالَ  
لَئِنْ تَكُونَ عَلَى دِينِنَا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ، قَالَ مَا أَفْرُ  
إِلَّا مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ ، وَلَا أَحْمِلُ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ ، وَلَا مِنْ غَضَبِهِ شَيْئًا أَبَدًا ،  
وَأَنَا أَسْتَطِيعُ ، فَهُلْ أَنِّي تَدْلُنِي عَلَى غَيْرِهِ ، قَالَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ  
حَنِيفًا ، قَالَ وَمَا الْحَنِيفُ ؟ قَالَ دِينُ ابْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًا

وَلَا نَصْرَانِيَا وَلَا يَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ فَلَمَّا رَأَى زَيْدَ قَوْلَهُمْ فِي ابْرَاهِيمَ عَلَيْهِ  
السَّلَامُ خَرَجَ فَلَمَّا بَرَزَ رَفِعَ يَدِيهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهُدُ أَنِّي عَلَى دِينِ  
ابْرَاهِيمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ كَتَبَ إِلَيَّ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيهِ  
بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ عَمْرُو بْنَ ثُقَيْلٍ قَائِمًا  
مُسْنِدًا ظَهَرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَقُولُ : يَا مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ ، وَاللَّهُ مَا مِنْكُمْ عَلَى  
دِينِ ابْرَاهِيمَ غَيْرِيْ ، وَكَانَ يُحِبِّي الْمَوْهُدَةَ ، يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ  
يَقْتُلَ ابْنَتَهُ ، لَا تَقْتُلْهَا أَنَا أَكْفِيكَهَا مَؤْنَتَهَا فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا تَرْعَرَعَتْ قَالَ  
لِأَبِيهَا أَنْ شِئْتَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ وَإِنْ شِئْتَ كَفَيْتُكَ مَؤْنَتَهَا -

৩৫১। মুহাম্মদ ইবন আবু বকর (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, ওহী নাখিল হওয়ার পূর্বে একদা নবী করীম ﷺ মক্কার নিম্নাঞ্চলের বালদা নামক স্থানে যায়েন ইবন 'আমর ইবন নুফায়েলের সাথে সাক্ষাত করলেন। তখন নবী করীম ﷺ-এর সম্মুখে আহার্য পূর্ণ একটি 'খানচা' পেশ করা হল। তিনি তা থেকে কিছু খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। এরপর যায়েন (রা) বললেন, আমিও ঐ সব জন্তুর গোশ্ত খাই না যা তোমরা তোমাদের দেব-দেবীর নামে যবাই কর। আল্লাহর নামে যবাইকৃত ছাড়া অন্যের নামে যবাই করা জন্তুর গোশ্ত আমি কিছুতেই খাইন। যায়েন ইবন 'আমর কুরাইশের যবাইকৃত জন্তু সম্পর্কে তাদের উপর দোষারোপ করতেন এবং বলতেন; বকরীকে সৃষ্টি করলেন আল্লাহ, তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করলেন। তুমি থেকে উৎপন্ন করলেন, তৃণ-লতা অথচ তোমরা আল্লাহ তা'আলার সমৃদ্ধদান অস্বীকার করে প্রতিমার প্রতি সম্মান করে আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করছ। মুসা (সনদসহ) বলেন, সালিম ইবন আবদুল্লাহ (র) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। মুসা (র) বলেন, আমার জানা মতে তিনি ইবন উমর (রা) থেকে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন যে, যায়েন ইবন 'আমর সঠিক তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত দীনের তালাশে সিরিয়ায় গমন করলেন। সে সময় একজন ইয়াহুদী আলেমের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তিনি তাঁর নিকট তাদের দীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন এবং বললেন, হয়ত আমি তোমাদের দীনের অনুসারী হব, আমাকে সে সম্পর্কে অবহিত কর। তিনি বললেন, তুমি আমাদের দীন গ্রহণ করবেন। গ্রহণ করলে যে পরিমাণ গ্রহণ করবে সে পরিমাণ আল্লাহর গ্যব তোমার উপর আপত্তি হবে। যায়েন বললেন, আমি তো আল্লাহর গ্যব থেকে পালিয়ে আসছি। আমি যথাসাধ্য আল্লাহর সামান্যতম গ্যবকেও আমি বহন করব না। আর আমার কি ইহা বহনের শক্তি-সামর্থ্য আছে? তুমি কি আমাকে এ ছাড়া অন্য কোন পথের সঙ্কান দিতে পার? সে বলল, আমি তা জানি না, তবে তুমি দীনে হানীফ গ্রহণ করে নাও।

যায়েদ জিজ্ঞাসা করলেন। (দীনে) হানীফ কি? সে বলল, তাহল ইব্রাহীম (আ)-এর দীন। তিনি ইয়াহূদীও ছিলেন না নাসারাও ছিলেন না। তিনি আল্লাহু ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করতেন না। তখন যায়েদ বের হলেন এবং তাঁর সাথে একজন খৃষ্টান আলিমের সাক্ষাত হল। ইয়াহূদী 'আলীমের নিকট ইতিপূর্বে তিনি যা যা বলেছিলেন তার কাছেও তা বললেন। তিনি বললেন, তুমি আমাদের দীন গ্রহণ করবেন। গ্রহণ করলে যে পরিমাণ গ্রহণ করবে সে পরিমাণ আল্লাহুর লা'ন্ত তোমার উপর আপত্তি হবে। যায়েদ বললেন, আমি তো আল্লাহুর লা'ন্ত থেকে পালিয়ে আসছি। আর আমি যথাসাধ্য সামান্যতম আল্লাহুর লা'ন্ত ও গ্যব ও বহন করব না। তিনি বললেন, আমাদের ধর্মের যে পরিমাণ তুমি গ্রহণ করবে সে পরিমাণ আল্লাহুর লা'ন্ত তোমার উপর পড়বে। যায়েদ (রা) বললেন, আমি তো আল্লাহুর লা'ন্ত থেকে পালিয়ে এসেছি, এবং আমি আল্লাহুর লা'ন্ত ও গ্যবের সামান্যতম অংশ বহন করতে রায়ী নই, এবং আমি কি তা বহনের শক্তি রাখি? তুমি কি আমাকে এছাড়া অন্য কোন পথের সঙ্কলন দেবে সে বলল, আমি অন্য কিছু জানিনা। শুধু এতটুকু বলতে পারি যে, তুমি দীনে হানীফ গ্রহণ কর। তিনি বললেন, হানীফ কী? উত্তরে তিনি বললেন, তাহল ইব্রাহীম (আ)-এর দীন, তিনি ইয়াহূদীও ছিলেন না এবং খৃষ্টানও ছিলেন না এবং আল্লাহু ছাড়া আর কারো ইবাদত করতেন না। যায়েদ যখন ইব্রাহীম (আ) সম্পর্কে তাদের মন্তব্য জানতে পারলেন, তখন তিনি বেরিয়ে পড়ে দু'হাত উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আমি তোমাকে সাক্ষী রেখে বলছি আমি দীনে ইব্রাহীম (আ)-এর উপর আছি। লায়স (র) বলেন হিশাম তাঁর পিতাসূত্রে তিনি আসমা বিন্ত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে আমার কাছে লিখছেন যে, তিনি (আসমা) বলেন, আমি দেখলাম যায়েদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়লকে কাঁবা শরীফের দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং বলছেন, হে কুরাইশ গোত্র, আল্লাহুর কসম, আমি ব্যতীত তোমাদের কেউ-ই দীনে ইব্রাহীমের উপর নেই। আর তিনিত যেসব কন্যা সন্তানকে জীবন্ত করব দেওয়ার জন্য নেওয়া হত তাদেরকে তিনি বাঁচাবার ব্যবস্থা করতেন। যখন কোন লোক তার কন্যা সন্তানকে হত্যা করার জন্য ইচ্ছা করত, তখন তিনি এসে বলতেন, হত্যা করো না আমি তার জীবিকার ব্যবস্থার ব্যয়ভার গ্রহণ করবো। এ বলে তিনি শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতেন। শিশুটি বড় হলে পর তার পিতাকে বলতেন, তুমি যদি তোমার কন্যাকে নিয়ে যেতে চাও, তাহলে আমি দিয়ে দেব। আর তুমি যদি নিতে ইচ্ছুক না হও, তবে আমিই-এর যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে থাকব।

## بَابُ بُنْيَانُ الْكَعْبَةِ ٢١٣٥

২১৩৫. পরিষেদ : কা'বা গৃহের নির্মাণ

٣٥٢

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ  
 قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ  
 عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا بُنِيتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَبَاسُ يَنْقَلَانِ  
 www.alqurans.com

الْحِجَارَةَ، فَقَالَ عَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَجِعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ يَقِيقَكَ مِنَ الْحِجَارَةِ، فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ : إِزَارِي إِزَارِي فَشُدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ -

**৩৫২** মাহমুদ (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কা'বা গৃহ পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছিল। তখন নবী করীম ﷺ ও আববাস (রা) (অন্যদের সাথে) পাথর বয়ে আনছিলেন। আববাস (রা) নবী করীম ﷺ-কে বললেন, তোমার লুঙ্গিটি কাঁধের উপর রাখ, পাথরের ঘর্ষণ হতে তোমাকে রক্ষা করবে। (লুঙ্গিটি খোলার সাথে সাথে) তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁর চোখ দুটি আকাশের দিকে নিরিষ্ট ছিল। (কিছুক্ষণ পর) তাঁর চেতনা ফিরে এল, তখন তিনি বলতে লাগলেন, আমার লুঙ্গি দাও। আমার লুঙ্গি দাও। তৎক্ষণাৎ তাঁর লুঙ্গি পরিয়ে দেয়া হল।

**৩০৫৩** حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَعَبْيَدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ قَالَ لَمْ يَكُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَوْلَ الْبَيْتِ حَائِطٌ كَانُوا يُصَلِّونَ حَوْلَ الْبَيْتِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَبْنُى حَائِطًا قَالَ عَبْيَدُ اللَّهِ جَدْرَهُ قَصِيرٌ فَبَنَاهُ ابْنُ الزُّبَيرِ -

**৩৫৩** আবু নুমান (র) ..... 'আম্র ইবন দীনার ও 'উবায়দুল্লাহ ইবন আবু ইয়ায়ীদ (র) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, নবী করীম ﷺ-এর যুগে কা'বা গৃহের চতুর্পার্শে কোন প্রাচীর ছিল না। লোকজন কা'বা গৃহকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে সালাত আদায় করত। উমর (রা) (তাঁর খিলাফত কালে) কা'বার চতুর্পার্শে প্রাচীর নির্মাণ করেন। উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, এ প্রাচীর ছিল নীচু, আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) (তাঁর যুগে দীর্ঘ ও উচু) প্রাচীর নির্মাণ করেন।

## ২১৩৬. بَابُ أَيَامِ الْجَاهِلِيَّةِ

২১৩৬. পরিচ্ছেদ : জাহিলিয়াতের (ইসলাম পূর্ব) যুগ

**৩০৫৪** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ هِشَامٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمَ تَصُومَهُ قَرِيشٌ فِي

الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمْرَ  
بِصِيَامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ مِنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمِنْ شَاءَ لَا يَصُومُهُ

**৩৫৪** মুসান্দাদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলি যুগে আশুরার দিন  
কুরাইশগণ ও নবী করীম ﷺ সাওম পালন করতেন। যখন হিজরত করে মদীনায় আগমন করলেন,  
তখন তিনি নিজেও আশুরার সাওম পালন করতেন এবং অন্যকেও তা পালনে আদেশ দিতেন। যখন  
রম্যানের সাওম ফরয করা হল, (তখন ‘আশুরার সাওম ঐচ্ছিক করে দেয়া হল)। তখন যার ইচ্ছা রোয়া  
রাখতেন আর যার ইচ্ছা রোয়া রাখতেন না।

**৩৫৫** حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاؤُسٍ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمُرَةَ فِي  
أَشْهُرِ الْحَجَّ مِنَ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ وَكَانُوا يُسَمِّونَ الْمُحْرَمَ صَفَرًا  
وَيَقُولُونَ : إِذَا بَرَأَ الدَّبَرُ ، وَعَفَا الْآثَرُ حَلَتِ الْعُمُرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ ، قَالَ  
فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ رَأْبِعَةً مُحْلِّيْنَ بِالْحَجَّ وَأَمْرُهُمُ النَّبِيُّ  
ﷺ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمَرَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الْحُلُّ كُلُّهُ -

**৩৫৫** মুসলিম (র) ..... ইব্ন আবুবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজ্জের মাসগুলোতে ‘উমরা  
পালন করাকে কুরাইশগণ পাপ কাজ বলে মনে করত। তারা মুহাররম মাসের নামকে পরিবর্তন করে সফর  
মাস নামে আখ্যায়িত করত এবং বলত, (উটের) যখন যখন শুকিয়ে যাবে এবং পদচিহ্ন মুছে যাবে তখন  
উমরা পালন করা হালাল হবে যারা তা পালন করতে চায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সঙ্গী সাথীগণ যিলহাজ  
মাসের চতুর্থ তারিখে হজ্জের তালিবিয়া (লাবায়েক আল্লাহয়া লাবায়েক) পড়তে পড়তে মক্কায় হায়ির  
হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে বললেন, তোমরা (তোমাদের তালিবীয়াকে) উমরায় পরিণত  
করে নেও। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের জন্য কোন কোন বিষয় হালাল হবে?  
তিনি বললেন, যাবতীয় বিষয় হালাল হয়ে যাবে।

**৩৫৬** حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ كَانَ عَمَرُو يَقُولُ  
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ سَيْلٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ  
فَكَسَامًا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ ، قَالَ سُفِيَّانُ وَيَقُولُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثُ لَهُ شَأنٌ -

**৩৫৫৬** আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَبُو الْعَوَادَةَ عَنْ بَيْانِ أَبِيهِ بِشْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيهِ حَازِمٍ قَالَ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ فَرَأَهَا لَا تَكَلَّمُ فَقَالَ مَا لَهَا لَا تَكَلَّمُ قَاتُلُوا حَجَّتْ مُصْمَتَةً قَالَ لَهَا تَكَلَّمِي فَانْهَى هَذَا لَا يَحِلُّ هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَكَلَّمَتْ فَقَالَتْ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ أَمْرُؤُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ قَالَتْ أَيُّ الْمُهَاجِرِينَ؟ قَالَ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَتْ مِنْ أَيِّ قُرَيْشٍ أَنْتَ؟ قَالَ أَنْكَ لَسْؤُلُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَتْ مَا بَقَاؤُنَا عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بِكُمْ أَئْمَتُكُمْ، قَالَتْ وَمَا الْأَئْمَةُ؟ قَالَ أَمَا كَانَ لِقَوْمِكَ رُؤُسٌ وَأَشْرَافٌ يَأْمُرُونَهُمْ فَيُطِيعُونَهُمْ قَالَتْ بَلِّي، قَالَ فَهُمُ أُولَئِكَ عَلَى النَّاسِ -

**৩৫৫৭** আবু নুমান (র) ..... কাইস ইবন আবু হাযিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আবু বকর (রা) আহমাস গোত্রের যায়নাব নামী জনৈক মহিলার নিকট গমন করলেন। তিনি শিয়ে দেখতে পেলেন, মহিলাটি কথাবার্তা বলছেন। তিনি (লোকজনকে) জিজ্ঞাসা করলেন, মহিলাটির এ অবস্থা কেন, কথাবার্তা বলছে না কেন? তারা তাঁকে জানালেন, এ মহিলা নীরব থেকে থেকে হজ্জ পালন করে আসছেন। আবু বকর (রা) তাঁকে বললেন, কথা বল কেন না ইহা হাশাল নর। ইহা জাহেলিয়াত যুগের কাজ। তখন মহিলাটি কথাবার্তা বলল, জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে? আবু বকর (রা) উত্তরে বললেন, আমি একজন মুহাজির ব্যক্তি। মহিলাটি জিজ্ঞাসা করল, আপনি কোন গোত্রের মুহাজির? আবু বকর (রা) বললেন, কুরাইশ গোত্রের। মহিলাটি জিজ্ঞাসা করলেন, কোন কুরাইশের কোন শাখার আপনি? আবু বকর (রা) বললেন, তুমি তো অভ্যধিক উত্তম প্রশ্নকারীণি। আমি আবু বকর। তখন মহিলাটি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, জাহেলিয়াত যুগের পর যে উত্তম দীন ও কল্যাণময় জীবন বিধান আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন সে দীনের উপর আমরা কতদিন সঠিকভাবে ঢিকে থাকতে পারব? আবু বকর (রা) বললেন, যতদিন তোমাদের

ইমামগণ তোমাদেরকে নিয়ে দীনের উপর অবিচল ধাকবেন। মহিলা জিজ্ঞাসা করল, ইমামগণ কারা? আবু বকর (রা) বললেন, তোমাদের গোত্রে ও সমাজে এমন সংজ্ঞান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কি দেখনি। যারা আদেশ করলে সকলেই তা মেনে চলে। মহিলা উত্তর দিল, হ্যাঁ। আবু বকর (রা) বললেন, এরাই হলেন জনগণের ইমাম।

٣٥٥٨

حَدَّثَنِيْ فَرُوْهُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلَىٰ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ  
هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَسْلَمَتْ امْرَأَةٌ  
سَوْدَاءُ لِبَعْضِ الْعَرَبِ وَكَانَ لَهَا حِفْشٌ فِي الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَكَانَتْ  
تَأْتِيَنَا فَتَحَدَّثُ عِنْدَنَا فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَدِيثِهَا قَالَتْ :  
وَيَوْمُ الْوِسَاجِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا \* أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفَّرِ أَنْجَانِيْ  
فَلَمَّا أَكْثَرَتْ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةَ وَمَا يَوْمُ الْوِسَاجِ ؟ قَالَتْ خَرَجَتْ  
جُوَيْرِيَةَ لِبَعْضِ أَهْلِيِّ وَعَلَيْهَا وِسَاجٌ مِنْ أَدَمَ فَسَقَطَ مِنْهَا فَانْحَطَتْ  
عَلَيْهِ الْحَدِيَّاً وَهِيَ تَحْسِبُهُ لَحْمًا فَأَخَذَتْ فَاتِهِمُونِيْ بِهِ فَعَذَّبُونِيْ بِهِ  
حَتَّىٰ بَلَغَ مِنْ أَمْرِي أَنَّهُمْ طَلَبُوا فِي قُبْلِي فَبَيْنَا هُمْ حَوْلِيْ وَأَنَا فِي  
كَرْبَلَى إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَدِيَّاً حَتَّىٰ وَازَّتْ بِرُؤُسِنَا ثُمَّ الْقَتَّهُ فَأَخْذَذُوهُ فَقُلْتُ  
لَهُمْ هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ -

৩৫৫৮ ফারওয়া ইব্ন আবুল মাগরা (র) ..... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আরবের কোন এক গোত্রের জনেকা (মুক্তিপ্রাপ্ত) কৃষ্ণকায় মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেন। (বসবাসের জন্য) মসজিদের পাশে ছিল তার একটি ছোট ঘর। আয়েশা (রা) বলেন, সে আমাদের নিকট আসত এবং আমাদের সাথে (নানা রকমের) কথাবার্তা বলত, যখন তার কথাবার্তা শেষ হত তখন প্রায়ই বলতো, ইয়াওমুল বিশাহ (মনিমুক্ত খচিত হারের দিন) আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আশৰ্যজনক ঘটনাবলীর একটি দিন জেনে রাখুন! আমার প্রতিপালক আমাকে কুফর এর দেশ থেকে নাজাত দিয়েছেন। সে এ কথাটি প্রায়ই বলত। একদিন আয়েশা (রা) ঐ মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়ামুল বিশাহ' কী? তখন সে বলল, যে আমার মুনীবের পরিবারের জনেকা শিশু কন্যা ঘর থেকে বের হল। তার গলায় চামড়ার (উপর মনিমুক্ত খচিত) একটি হার ছিল। হারটি (ছিড়ে) গলা থেকে পড়ে গেল। তখন একটি চিল একে গোশ্তের টুকরা মনে করে হেঁ

মেরে নিয়ে গেল। তারা আমাকে হার চুরির সন্দেহে শাস্তি ও নির্যাতন করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তারা আমার লজ্জাস্থানে তল্লাশী চালাল। যখন তারা আমার চারপাশে ছিল এবং আমি চরম বিষাদে ছিলাম। এমন সময় একটি চিল কোথা হতে উড়ে আসল এবং আমাদের মাথার উপরে এসে হারটি ফেলে দিল। তারা হারটি তুলে নিল। তখন আমি বললাম, এটা সেই হার যে হার চুরির অপরাধে আমার উপর অপবাদ দিয়েছ, অথচ এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

٣٥٥٩

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَشْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلَمْ يَكُنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَخْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِأَبَائِهَا فَقَالَ لَا تَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ -

**৩৫৫৯** কুতায়বা (র) ..... ইব্ন উমর (রা) সুত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাবধান! যদি তোমাদের শপথ করতে হয় তবে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য করো নামে শপথ করো না। লোকজন তাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করত। তিনি বললেন, সাবধান! বাপ-দাদার নামে শপথ করো না।

٣٥٦٠

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنَ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدِيِ الْجَنَازَةِ وَلَا يَقُومُ لَهَا وَيُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ لَهَا يَقُولُونَ إِذَا رَأَوْهَا كُنْتِ فِي أَهْلِكِ مَا أَنْتِ مَرْتَيْنِ -

**৩৫৬০** ইয়াহুয়া ইব্ন সুলায়মান (র) ..... ‘আমর (রা) হতে বর্ণিত যে, আবদুর রাহমান ইব্ন কাসিম (রা) তার কাছে বলেছেন যে, কাসিম জানায়া বহনকালে আগে আগে চলতেন। জানায়া দেখলে তিনি দাঁড়াতেন না এবং তিনি বর্ণনা করছেন যে, আয়েশা (রা) বলতেন, জাহিলী যুগে মুশর্রিকগণ জানায়া দেখলে দাঁড়াত এবং মৃত ব্যক্তির ক্রহকে লক্ষ্য করে বলত, তুমি তোমার আপনজনদের সাথেই রয়েছ যেমন তোমার জীবন্দশ্যায় ছিলে। এ কথাটি তারা দুঁবার বলত।

٣٥٦١

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي اسْحَاقِ عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيظُونَ مِنْ جَمِيعِ حَتَّىٰ تَشَرُّقَ الشَّمْسُ  
عَلَىٰ ثَبِيرٍ فَخَالَفُهُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ -

**৩৫৬১** 'আমর ইব্ন 'আবাস (র) ..... 'আমর ইব্ন মায়মূন (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইব্নুল খাতাব (রা) বলেন, মুশরিকগণ সাবীর পাহাড়ের উপর সূর্যকিরণ পতিত না হওয়া পর্যন্ত মুয়দালাফা থেকে রাওয়ানা হত না। নবী করীম ﷺ সূর্যোদয়ের পূর্বে রাওয়ানা হয়ে তাদের প্রথার বিরোধিতা করেন।

**৩৫৬১** حَدَّثَنِي إِشْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِيهِ أُسَامَةَ حَدَّثُكُمْ يَحْيَى  
بْنُ الْمُهَلَّبِ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عِكْرِمَةَ وَكَائِسًا دَهَاقًا قَالَ مَلَائِي  
مُتَتَابِعَةً \* قَالَ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ أَبِيهِ يَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ  
اَسْقَنَا كَائِسًا دَهَاقًا -

**৩৫৬২** ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... ইকরিমা (র) বলেন, আল্লাহর বাণী তাফসীর প্রসংগে বলেন, শরাব পরিপূর্ণ এবং একের পর এক পেয়ালা। ইব্ন আবুরাস (রা) বলেন, আমার পিতা আবুরাস (রা)-কে ইসলাম পূর্ব যুগে বলতে শুনেছি, আমাদেরকে পাত্রপূর্ণ শরাব একের পর এক পান করাও।

**৩৫৬৩** حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ  
عَنْ أَبِيهِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ  
أَصْدَقُ كَلْمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلْمَةٌ لَبَيْدٌ : أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَّ اللَّهُ بَاطِلٌ \*  
وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِيهِ الصَّلَتِ أَنْ يُشْلِمَ -

**৩৫৬৪** آবু নুয়াইম (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, সর্বাধিক সঠিক বাক্য যা কোন কবি বলেছেন তা হল লাবীদ এর এ পংক্ষিটি- সাবধান, আল্লাহ ব্যতীত সকল জিনিসই বাতিল ও অসার। এবং কবি উমাইয়া ইব্ন আবু সালত (তার কথাবার্তার মধ্য দিয়ে) ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কাছাকাছি পোঁছে গিয়েছিল।

**৩৫৬৫** حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ  
سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ لَأُبَيِّ بَكْرٌ غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٌ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٌ، فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ : تَدْرِي مَا هَذَا ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٌ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ كُنْتُ تَكْهَنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أَخْسِنُ الْكَهَانَةَ إِلَّا أَتَيْتُ خَدْعَتَهُ فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٌ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ .

**৩৫৬৪** ইসমাইল (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর (রা)-এর একজন কীভাস ছিল। সে প্রত্যহ তার উপর নির্ধারিত কর আদায় করত। আর আবু বকর (রা) তার দেওয়া কর থেকে আহার করতেন। একদিন সে কিছু খাবার জিনিস এনে দিল। তা থেকে তিনি আহার করলেন। তারপর গোলাম বলল, আপনি জানেন কি ইহা কিভাবে উপার্জন করা হয়েছে যা আপনি খেয়েছেন? তিনি বললেন, বলত ইহা কি? গোলাম উত্তরে বলল, আমি জাহিলী যুগে এক ব্যক্তির ভবিষ্যৎ গণনা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু ভবিষ্যৎ গণনা করা আমার উত্তমরূপে জানা ছিল না। তথাপি প্রতারণামূলকভাবে ইহা করেছিলাম। (কিন্তু ভাগ্যচক্রে আমার গণনা সঠিক হল।) আমার সাথে তার সাক্ষাৎ হলে গণনার বিনিময়ে এ দ্রব্যাদি সে আমাকে হাদীয়া দিল যা থেকে আপনি আহার করলেন। আবু বকর (রা) ইহা শুনামাত্র মুখের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বমি করে দিলেন এবং পাকস্থলীর মধ্যে যা কিছু ছিল সবই বের করে দিলেন।

**৩৫৬৫** حَدَثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَاعِيُّونَ لِحُومَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، قَالَ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نُتْجَعَتْ فَنَهَا مُهُمُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ .

**৩৫৬৬** মুসাদ্দাদ (র) ..... ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইসলাম পূর্ব যুগের মানুষ 'হাবালুল হাবালা' রূপে উটের গোশ্ত ক্রয়-বিক্রয় করত। রাবী বলেন, হাবালুল হাবালার অর্ধে হল-তারা উট ক্রয়-বিক্রয় করত এই শর্তে যে কোন নির্দিষ্ট গর্ভবতী উটনী বাচ্চা প্রসব করলে পর ঐ প্রসবকৃত বাচ্চা যখন গর্ভবতী হবে তখন উটের মূল্য পরিশোধ করা হবে। নবী করীম ﷺ তাদেরকে একই ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করে দিলেন।

**٣٥٦١** حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ قَالَ غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ كَذَّا  
نَأْتَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ فَيُحَدِّثُنَا عَنِ الْأَنْصَارِ وَكَانَ يَقُولُ لِي فَعَلَ  
قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، وَفَعَلَ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا -

**٣٥٦٢** آবু نুমান (র) ..... গাল্লান ইবন জারীর (র) থেকে বর্ণিত, আমরা আনাস ইবন  
মালিক(রা) এর কাছ থেকে তিনি আমাদের কাছে আনসারদের ঘটনা বর্ণনা করতেন। রাবী বলেন,  
আমাকে লক্ষ্য করে তিনি বলতেন, তোমার ব্রজাতি অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কাজ করেছে, অমুক  
অমুক দিন অমুক অমুক কাজ করেছে।

## (الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ)

জাহিলী যুগের কাসামা (হত্যাকারীর গোত্রের পঞ্চাশ জনের শপথ গ্রহণ)

**٣٥٦٢** حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قَطْنَ أَبُو  
الْهَيْئَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْمَدْنَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ قَسَامَةً كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَفِينَا بَنِي هَاشِمٍ  
كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ اسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخَدِ أُخْرَى  
فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي أَبِلٍ فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، قَدْ انْقَطَعَتْ عُرُوهَةُ  
جُوَالِقِهِ، فَقَالَ أَغْنِنِي بِعِقَالٍ أَشُدُّ بِهِ عُرُوهَةَ جُوَالِقِي لَا تَنْفِرُ أَبِيلُ،  
فَأَعْطَاهُ عِقَالًا فَشَدَّ بِهِ عُرُوهَةَ جُوَالِقِهِ، فَلَمَّا نَزَلُوا عُقْلَتِ الْأَبِيلُ إِلَّا بَعِيرًا  
وَاحِدًا ، فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ مَا شَاءَنُ هَذَا الْبَعِيرُ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ  
الْأَبِيلِ؟ قَالَ لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ قَالَ فَأَيْنَ عِقَالُهُ؟ قَالَ فَحَدَّفَهُ بِعَصَمِ  
فِيهَا أَجْلَهُ ، فَمَرَبَّهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ أَتَشَهَّدُ الْمَوْسِمَ؟ قَالَ  
مَا أَشَهَّدُ وَرَبِّمَا شَهِدْتُهُ قَالَ هَلْ أَثْتَ مُبْلِغٌ عَنِي رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ

قالَ نَعَمْ، قَالَ فَكُنْتَ إِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِيَا أَلْ قُرَيْشَ، فَإِذَا  
أَجَابُوكَ فَنَادِيَأَلْ بَنِي هَاشِمَ فَإِنْ أَجَابُوكَ، فَسَئَلَ عَنْ أَبِي طَالِبٍ  
فَأَخْبَرَهُ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي فِي عِقَالٍ وَمَاتَ الْمُسْتَاجَرُ، فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي  
اسْتَاجَرَهُ أَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ، فَقَالَ مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا؟ قَالَ مَرِضَ،  
فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ، فَوَلِيَتُ دَفْنَهُ، قَالَ قَدْ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ،  
فَمَكُثَ حِينًا، ثُمَّ أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبْلِغَ عَنْهُ وَافَى  
الْمَوْسِمَ فَقَالَ يَا أَلْ قُرَيْشٍ قَالُوا هَذِهِ قُرَيْشٌ، قَالَ يَا أَلْ بَنِي هَاشِمٍ؟  
قَالُوا هَذِهِ بَنُو هَاشِمٍ قَالَ أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ؟ قَالُوا هَذَا أَبُو طَالِبٍ، قَالَ  
أَمْرَنِي فُلَانٌ أَنْ أُبَلِّغَ رِسَالَةً أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ فِي عِقَالٍ، فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ  
فَقَالَ أَخْتَرْمِنَا أَحَدَى ثَلَاثٍ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تُودِيَ مِائَةً مِنَ الْأَبْلِيلِ فَإِنَّكَ  
قَتَلْتَ صَاحِبَنَا، وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ أَنْكَ لَمْ تَقْتُلْهُ،  
فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ، فَأَشَى قَوْمَهُ فَقَالُوا نَحْلَفُ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي  
هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ، فَقَالَتْ يَا أَبَا طَالِبٍ أَحِبُّ  
أَنْ تُجِيزَ أَبْنِي هَذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِينَ، وَلَا تُصِيرَ يَمِينَهُ حَيْثُ تُصِيرُ  
الْأَيْمَانَ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلًا  
أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مَائَةَ مِنَ الْأَبْلِيلِ، يُصِيبُ كُلُّ رَجُلٍ بَعِيرَانٍ، هَذَا نِ  
بَعِيرَانٍ فَاقْبَلُهُمَا عَنِّي وَلَا تُصِيرُ يَمِينَيِّ حَيْثُ تُصِيرُ الْأَيْمَانَ فَقَبَلُهُمَا  
وَجَاءَ ثَمَانِيَّةً وَأَرْبَعُونَ فَحَلَفُوا، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ  
مَا خَالَ الْحَوْلُ، وَمِنَ الثَّمَانِيَّةِ وَأَرْبَعِينَ عَيْنَ تَطْرِفُ -

**৩৫৬৭** আবু মা'মার (র) ..... ইবন আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম কাসামা হত্যাকারী গোত্রের লোকের (শপথ গ্রহণ) জাহিলী যুগে অনুষ্ঠিত হয় আমাদের হাশেম গোত্রে। (এতদ্সম্পর্কীয় ঘটনা হল এই) কুরাইশের কোন একটি শাখা গোত্রের একজন লোক বনু হাশিমের একজন মানুষ (উমর ইবন 'আলকামা) কে মজুর হিসাবে নিয়োগ করল। ঐ মজুর তার সাথে উটগুলির নিকট গমন করল। ঘটনাক্রমে বনু হাশিমের অপর এক ব্যক্তি তাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের নিকটবর্তী হওয়ার পর খাদ্যভূক্তি বস্তার বাঁধন ছিড়ে গেল। তখন সে মজুর ব্যক্তিটিকে বলল, আমাকে একটি রশি দিয়ে সাহায্য কর, যেন তা দিয়ে আমার বস্তার মুখ বাঁধতে পারি এবং উটটিও যেন পালিয়ে যেতে না পারে। মজুর তাকে একটি রশি দিল। ঐ ব্যক্তি তার বস্তার মুখ বেঁধে নিল। যখন তারা অবতরণ করল তখন একটি ব্যক্তিত সকল উট বেঁধে রাখা হল। মজুর নিয়ন্ত্রকারী ব্যক্তি মজুরকে জিজ্ঞাসা করল, সকল উট বাঁধা হল কিন্তু এ উটটি বাঁধা হল না কেন? মজুর উত্তরে বলল, এ উটটি বাঁধার কোন রশি নেই। তখন সে বলল, এই উটটির রশি কোথায়? রাবী বলেন, একথা শুনে মালিক মজুরকে লাঠি দিয়ে এমনভাবে আঘাত করল যে শেষ পর্যন্ত এ আঘাতেই তার মৃত্যু হল। আহত মজুরটি যখন মুর্মুর্মুর অবস্থায় মৃত্যুর প্রহণ শুনছিল, তখন ইয়ামানের একজন লোক তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। আহত মজুর তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি এবার হজ্জে যাবেন? সে বলল, না, তবে অনেকবার গিয়েছি। আহত মজুরটি বলল, আপনি কি আমার সংবাদটি আপনার জীবনের যে কোন সময় পৌছে দিতে পারেন? ইয়ামানী লোকটি উত্তরে, বলল, হ্যাঁ তা পারব। তারপর মজুরটি বলল, আপনি যখন হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় উপস্থিত হবেন তখন হে কুরাইশের লোকজন বলে ঘোষণা দিবেন। যখন তারা আপনার ডাকে সাড়া দিবে, তখন আপনি বনু হাশিম গোত্রকে ডাক দিবেন, যদি তারা আপনার ডাকে সাড়া দেয়, তবে আপনি তাদেরকে আবু তালিব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন এবং তাকে পেলে জানিয়ে দিবেন যে, অমুক ব্যক্তি (উটের মালিক) একটি রশির কারণে আমাকে হত্যা করেছে। কিছুক্ষণ পর আহত মজুরটি মৃত্যুবরণ করল। মজুর নিয়োগকারী ব্যক্তিটি যখন মক্কায় ফিরে এল। তখন আবু তালিব তার নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। আমাদের ভাইটি কোথায়? তার কি হয়েছে? এখনও ফিরছেন কেন? সে বলল, আপনার ভাই হাত্যাকাণ্ডে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত মারা গেছে। আমি যথাসাধ্য সেবা শুশ্রায় করেছি (কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে মারাই গেল)। মারা যাওয়ার পর আমি তাকে যথারীতি সমাহিত করেছি। আবু তালিব বললেন, তুমি এক্সেপ্ট করবে আমরা এ আশাই পোষণ করি। এভাবে কিছুদিন কেটে গেল। তারপর ঐ ইয়ামানী ব্যক্তি যাকে সংবাদ পৌছে দেয়ার জন্য মজুর ব্যক্তিটি অসিয়াত করেছিল, হজ্জব্রত পালনে মক্কায় উপস্থিত হল এবং (পূর্ব অঙ্গীকার অনুযায়ী) হে কুরাইশগণ বলে ডাক দিল। তখন তাকে বলা হল, এই যে, কুরাইশ। সে আবার বলল, হে বনু হাশিম, বলা হল; এই যে, বনু হাশিম। সে জিজ্ঞাসা করল, আবু তালিব কোথায়? লোকজন আবু তালিবকে দেখিয়ে দিল। তখন ইয়ামানী লোকটি বলল, আপনাদের অমুক ব্যক্তি আপনার নিকট এ সংবাদটি পৌছে দেয়ার জন্য আমাকে অসিয়াত করেছিল যে অমুক ব্যক্তি মাঝে একটি রশির কারণে তাকে হত্যা করেছে। (সে ঘটনাটিও সর্বিস্তারে বর্ণনা করল) এ কথা শুনে আবু তালিব মজুর নিয়োগকারী ব্যক্তির নিকট গমন করে বলল; (তুমি আমাদের ভাইকে হত্যা করেছ) কাজেই আমাদের তিনটি প্রস্তাবের যে কোন একটি তোমাকে মেনে নিতে হবে। তুমি হয়ত হত্যার বিনিময় স্বরূপ একশ উট দিবে অথবা তোমার গোত্রের বিশ্বাসযোগ্য পঞ্জাশ জন লোক

হলফ করে বলবে যে তুমি তাকে হত্যা করনি। যদি তুমি এসব করতে অস্বীকার কর তবে আমরা তোমাকে হত্যার বিনিময়ে হত্যা করব। তখন হত্যাকারী ব্যক্তিটি স্ব-গোত্রীয় লোকদের নিকট গমন করলে ঘটনা বর্ণনা করল। ঘটনা শুনে তারা বলল, আমরা হলফ করে বলব। তখন বনু হাশিম গোত্রের জনেক মহিলা যার বিবাহ হত্যাকারীর গোত্রে হয়েছিল এবং তার একটি সন্তানও হয়েছিল, আবু তালিবের নিকট এসে বলল, হে আবু তালিব, আমি এ আশা নিয়ে এসেছি যে, আপনি পঞ্চাশজন হলফকারী থেকে আমার এ সন্তানটিকে রেহাই দিবেন এবং ঐ স্থানে তার হলফ নিবেননা যে স্থানে হলফ নেয়া হয়। (অর্থাৎ রূক্মনে ইয়ামীনী ও মাকামে ইব্রাহীমের মধ্যবর্তী স্থান) আবু তালিব তার আবদারটি মনজুর করলেন। তারপর হত্যাকারীর গোত্রের জনেক পুরুষ আবু তালিবের নিকট এসে বলল, হে আবু তালিব, আপনি একশ' উটের পরিবর্তে পঞ্চাশ জনের হলফ নিতে চাচ্ছেন, এ হিসাব অনুযায়ী প্রতিটি হলফকারীর উপর দু'টি উট পড়ে। আমার দু'টি উট গ্রহণ করুন এবং আমাকে যেখানে হলফ করার জন্য দাঁড় করানো হয় সেখানে দাঁড় করানো থেকে আমাকে অব্যাহতি দেন। অপর আট চালিশজন এসে যথাস্থানে হলফ করল। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, হলফ করার পর একটি বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই ঐ আটচালিশ জনের একজনও বেঁচে ছিলনা।

٣٥٦٨

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ اسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هَشَامٍ  
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمَ بُعَاثٍ يَوْمٌ قَدْمَهُ  
 اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ ﷺ فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ افْتَرَقَ  
 مَلَوْهُمْ وَقُتِلَتْ سَرَوَاتُهُمْ وَجَرِحُوْا قَدْمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ ﷺ فِي دُخُولِهِمْ  
 فِي الْإِسْلَامِ \* وَقَالَ أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْجَجِ أَنَّ  
 كُرِيبًا مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ  
 لَيْسَ السَّعْيُ بِبَطْنِ الْوَادِيِّ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سُنْتُهُ، إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ  
 الْجَاهِلِيَّةِ يَسْعَوْنَهَا وَيَقُولُونَ لَا نُجِيزُ الْبَطْحَاءَ الْأَشْدَادًا -

৩৫৬৮ উবায়দু ইব্ন ইসমাইল (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বু'আস যুদ্ধ এমন একটি যুদ্ধ ছিল যা আল্লাহু তা'আলা তাঁর রাসুলের ﷺ অনুকূলে (হিজরতের পূর্বেই সংঘটিত করেছিলেন। এযুদ্ধের কারণে তারা (মদীনাবাসীরা) বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছিল এবং এদের মেত্তানীয় ব্যক্তিবর্গ এই যুদ্ধে নিহিত ও আহত হয়েছিল। আল্লাহু তা'আলা এ যুদ্ধ ঘটিয়ে ছিলেন এ কারণে মেন তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। ইব্ন উহাব (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, সাফা ও মারওয়ার

মধ্যবর্তী বাতনে ওয়াদী নামক স্থানে সাঈ (দৌড়ান) করা সুন্নত নয়। জাহেলী যুগের লোকেরাই শুধু সেখানে সাঈ করত এবং বলত, আমরা বাতহা নামক স্থানটি দ্রুত দৌড়িয়ে অতিক্রম করব।

**٣٥٦٩** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدَ الْجُعْفَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ  
أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُ أَبَا السُّفَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُمَا يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مِنِّي مَا أَقُولُ لَكُمْ وَاسْمَعُونِي  
مَا تَقُولُونَ وَلَا تَذَهَّبُوا فَتَقُولُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ  
فَلَيَطُوفَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ ، وَلَا تَقُولُوا الْحَطِيمُ فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ  
كَانَ يَحْلِفُ فَيُلْقِي سَوْطَهُ أَوْ نَعْلَهُ أَوْ قَوْسَهُ -

**٣٥٦٩** [আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল-জুফী (র) ..... আবুস্মাফর (র) বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা) কে এ কথা বলতে শুনেছি, হে লোক সকল! আমি যা বলছি তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর-এবং তোমরা যা বলতে চাও তাও আমাকে শুনাও এবং এমন যেন না হয় যে তোমরা এখান থেকে চলে গিয়ে বলবে ইবন 'আব্বাস এরূপ বলেছেন। (অতঃপর ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন,) যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করতে ইচ্ছা করে সে যেন হিজর এর বাহির থেকে তাওয়াফ করে এবং এ স্থানকে হাতীম বলবেনা কারণ, জাহেলীয়াতের যুগে কোন ব্যক্তি ঐ জায়গাটিতে তার চাবুক, জুতা তীর ধনু ইত্যাদি নিষ্কেপ করে হলফ করত।]

**٣٥٧٠** حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَادٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ  
مَيْمُونٍ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرَدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةً قَدْ زَانَتْ  
فَرَجَمُوهَا فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ -

**٣٥٧٠** [নুয়াইম ইবন হাম্মাদ (র) ..... আমর ইবন মাইমুন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাহিলিয়াতের যুগে দেখেছি, একটি বানর ব্যভিচারে লিঙ্গ হওয়ার কারণে অনেকগুলো বানর একত্রিত হয়ে প্রত্বর নিষ্কেপে তাকে হত্যা করল। আমিও তাদের সাথে প্রত্বর নিষ্কেপ করলাম।]

**٣٥٧١** حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ سَمِعَ ابْنَ  
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَلَالٌ مِنْ خَلَالِ الْجَاهِلِيَّةِ الطُّفْنُ فِي

الْأَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةِ وَنَسِيَ الْثَالِثَةِ، قَالَ سُفِيَّانُ : وَيَقُولُونَ إِنَّهَا  
الْأَسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ -

৩৫৭১] আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... ইব্ন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলী যুগের  
কার্যাবলীর মধ্যে অন্যতম হলঃ কারো বংশ-কুল নিয়ে খুঁটা দেওয়া (কারো মৃত্যু উপলক্ষে শোক প্রকাশার্থে)  
বিলাপ করা। তৃতীয় কথাটি (রাবী উবায়দুল্লাহ) ভুলে গেছেন। তবে সুফিয়ান (র) বলেন, তৃতীয় কার্যটি হল,  
নক্ষত্রের সাহায্যে বৃষ্টি কামনা করা।

٢١٣٧ . بَابُ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ  
بْنِ هَاشِمٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ مَرْرَةَ كَعْبَ بْنِ لَوَيْ بْنِ  
غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ حُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ  
إِيلَيْسَ بْنِ مُضْرَبَ بْنِ نَزَارٍ بْنِ مَعْدِ بْنِ عَدْنَانَ

২১৩৭. পরিচ্ছেদ ৪ : নবী করীম ﷺ-এর নবুয়াত শাও। মুহাম্মদ ﷺ ইব্ন আবদুল্লাহ, ইব্ন  
আবদুল মুভালিব ইব্ন হাশিম ইব্ন আবদ মানাফ ইব্ন কুসাই ইব্ন কিলাব ইব্ন মুররা ইব্ন  
কাব ইব্ন লুজাই ইব্ন গালিব ইব্ন কিহর ইব্ন মালিক ইব্ন নায়র ইব্ন কিনানা ইব্ন খুয়াইমা  
ইব্ন মুদরাকা ইব্ন ইশিয়াস ইব্ন মুখার ইব্ন নায়ার ইব্ন মাল্ক ইব্ন আদনান

٣٥٧٢] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ  
عِكْرِمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ  
ﷺ وَهُوَ أَبْنُ أَرْبَعِينَ فَمَكَثَ بِمَكْكَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ  
فَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَكَثَ بِهَا عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ تُوْفِيَ عليه السلام

৩৫৭২] আহমদ ইব্ন আবু রাজা (র) ..... ইব্ন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম  
ﷺ-এর উপর যখন (ওহী) নায়িল করা হয় তখন তাঁর বয়স ছিল চাল্লিশ বছর। এরপর তিনি মক্কায় তের  
বছর অবস্থান করেন। তারপর তাঁকে হিজরতের আদেশ দেওয়া হয়। তিনি হিজরত করে মদিনায় চলে  
গেলেন এবং তথায় দশ বছর অবস্থান করলেন, তারপর তাঁর ওফাত হয়।

## ٢١٣٨ . بَابُ مَالْقِي النَّبِيِّ ﷺ وَاصْحَابِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ

২১৩৮. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ ও সাহাবীগণ মকাবাসী মুশরিকদের পক্ষ থেকে যে সব নির্যাতন ভোগ করেছেন তার বিবরণ

٣٥٧٣

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَيَانٌ  
 وَأَسْمَعِيلُ قَالَا سَمِعْنَا قَيْسًا يَقُولُ سَمِعْتُ خَبَابًا يَقُولُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ  
 ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بِرَدَّةٍ وَهُوَ فِي ظَلِّ الْكَعْبَةِ وَقَدْ لَقِيَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ  
 شَدَّةً، فَقُلْتُ أَلَا تَدْعُ اللَّهَ فَقَعَدَ وَهُوَ مُحْمَرٌ وَجْهُهُ، فَقَالَ لَقَدْ كَانَ مَنْ  
 قَبْلَكُمْ لَيُمْشِطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيدِ، مَادُونَ عَظَامِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا  
 يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُوَضِّعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَيُشَقِّ  
 بِإِثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَلَيُتَمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ  
 الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهُ \* زَادَ بَيَانًا  
 وَالذِئْبُ عَلَى غَنَمِهِ -

**৩৫৭৪** আল-হুমায়দী (র) ..... খাব্বাব (রা) বলেন, আমি (একবার) নবী করীম ﷺ খেদমতে হায়ির হলাম। তখন তিনি তাঁর নিজের চাদরকে বালিশ বানিয়ে কাঁবা গৃহের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন। (যেহেতু) আমরা মুশরিকদের পক্ষ থেকে কঠিন নির্যাতন ভোগ করছিলাম। তাই আমি বললাম, আপনি কি (আমাদের শাস্তি ও নিরাপত্তার) জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন না? তখন তিনি উঠে বসলেন এবং তাঁর চেহারা রক্তিম বর্ণ হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদারদের মধ্যে কারো কারো শরীরের হাড় পর্যন্ত সমস্ত মাংস ও শিরো উপশিরাগুলি লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়ে বের করে ফেলা হত। কিন্তু এসব নির্যাতনও তাদেরকে দীন থেকে বিমুক্ত করতে পারত না। তাঁদের মধ্যে কারো মাথার মধ্যবর্তী স্থানে করাত স্থাপন করে তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হত। কিন্তু এ নির্যাতনও তাঁদেরকে তাঁদের দীন থেকে ফিরাতে পারত না। আল্লাহর কসম, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই দীনকে পরিপূর্ণ করবেন, ফলে একজন উদ্ঘারোহী সান'আ (শহর) থেকে হায়ারামাউত পর্যন্ত একাকী ভ্রমণ করবে। আল্লাহ ব্যক্তিত অন্য কাউকে সে ভয় করবে না। রাবী (র) আরো অতিরিক্ত বর্ণনা করেন এবং তাঁর মেষ পালের উপর নেকড়ে বাঘের আক্রমণে সে ভয় করবে না।

**৩৫৭৪** حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ عَنِ  
الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ النَّجْمَ فَسَاجَدَ  
فَمَا بَقَى أَحَدٌ إِلَّا سَاجَدَ إِلَّا رَجُلٌ رَأَيْتُهُ أَخْذَ كَفَامِنْ حَصَانًا فَرَفَعَهُ فَسَاجَدَ  
عَلَيْهِ، وَقَالَ هَذَا يَكْفِيْنِي فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ قُتْلَ كَافِرًا بِاللَّهِ -

**৩৫৭৪** سুলায়মান ইবন হারব (রা) ..... আবদুল্লাহ (রা) (ইবন মাসউদ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সূরা আন-নাজ্ম তিলাওয়াত করে সিজ্দা করলেন। তখন এক ব্যক্তি ব্যতীত (উপস্থিত) সকলেই সিজ্দা করলেন। ঐ ব্যক্তিকে আমি দেখলাম, সে এক মুষ্টি কংকর তুলে নিয়ে তার উপর সিজ্দা করল এবং সে বলল, আমার জন্য একপ সিজ্দা করাই যথেষ্ট। (আবদুল্লাহ (রা) বলেন) পরবর্তীকালে আমি তাকে কাফির অবস্থায় (বদর যুদ্ধে) নিহত হতে দেখেছি।

**৩৫৭৫** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنَدْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ  
عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ  
بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي  
مُعِيطٍ بِسَلَى جَزُورٍ فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهَرِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ  
فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَخْذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ  
صَنَعَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشٍ أَبَا جَهَلِ بْنَ  
هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ وَأَبَى بْنَ  
خَلَفٍ ، شُعْبَةَ الشَّاكِ فَرَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ فَأَلْقُوا فِي بِيرِ غَيْرِ  
أُمَيَّةَ ، أَوْ أَبَى تَقَطَّعَتْ أَوْصَائِلُهُ ، فَلَمْ يُلْقَ فِي الْبِئْرِ -

**৩৫৭৬** মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... আবদুল্লাহ (ইবন মাস'উদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ সিজ্দা করলেন। তার আশেপাশে কুরাইশের কয়েকজন লোক বসেছিল। এমন সময় উক্বা ইবন আবু মুয়াইত (যবাইকৃত) উটের নাড়িভুঁড়ি নিয়ে উপস্থিত হল এবং নবী করীম ﷺ-এর পিঠের উপর নিক্ষেপ করল। ফলে তিনি তাঁর মাথা উঠাতে পারলেন না। (সংবাদ পেয়ে) ফাতিমা (রা) এসে তাঁর

পিঠের উপর থেকে তা সরিয়ে দিলেন এবং যে এ কাজটি করেছে তার জন্য বদ দু'আ করেলেন। এরপর নবী করীম ﷺ (মাথা উঠিয়ে) বললেন, ইয়া আল্লাহ! পাকড়াও কর কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে— আবু জেহেল ইব্ন হিশাম, উৎবা ইব্ন রাবিয়া, শায়বা ইব্ন রাবিয়া, উমাইয়া ইব্ন খালফ অথবা উবাই ইব্ন খালফ। উমাইয়া ইব্ন খালফ না উবাই ইব্ন খালফ এ বিষয়ে (শো'বা রাবী সন্দেহ করেন) (ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন) আমি এদের সবাইকে বদর যুক্তে নিহত অবস্থায় দেখেছি। উমাইয়া অথবা উবাই ব্যতীত এদের সবাইকে সে দিন একটি কৃপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তার গ্রন্থিগুলি এমনভাবে ছিন্নভিন্ন হয়েছিল যে তাকে কৃপে নিক্ষেপ করা যায় নি।

٣٥٧٦

حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ  
 حَدَّثَنِي سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْرٍ أَوْ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ  
 أَمْرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبْزَى قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْأَيْتَيْنِ مَا  
 أَمْرَهُمَا ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا  
 فَسَأَلْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمَّا أُنْزِلَتِ الْتِي فِي الْفُرْقَانِ قَالَ مُشْرِكُو  
 أَهْلِ مَكَّةَ ، فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ وَدَعَوْنَا مَعَ اللَّهِ الْهَا أَخْرَى  
 وَقَدْ أَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمَنَ الْآيَةَ فَهَذِهِ  
 لِأُولَئِكَ وَأَمَّا الْتِي فِي النِّسَاءِ الرَّجُلُ إِذَا عَرَفَ الْإِسْلَامَ وَشَرَأَعَةَ ، ثُمَّ  
 قَتَلَ فَجَزَوَاهُ جَهَنَّمُ فَذَكَرَتُهُ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ إِلَّا مَنْ نَدَمَ -

৩৫৭৬ ‘উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ..... সাইদ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুর রাহমান ইব্ন আবিয়া (রা) একদিন আমাকে আদেশ করলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আবাস (রা) কে এ আয়াত দু'টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর, এর অর্থ কী? আয়াতটি হল এই “আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করবে না।” এবং “যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করে।” আমি ইব্ন আবাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি বললেন, যখন সূরা আল-ফুরকানের আয়াতটি নাযিল করা হল তখন মক্কার মুশ্রিকরা বলল, আমরা তো মানুষকে হত্যা করেছি যা আল্লাহ হারাম করেছেন এবং আল্লাহর সাথে অন্যকে মাঝে হিসাবে শরীক করেছি। আরো নানা জাতীয় অঙ্গীকার কাজ কর্ম করেছি। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, “কিন্তু যারা তওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে .....” সুতরাং এ আয়াতটি তাদের জন্য প্রযোজ্য। আর সূরা নিসার যে আয়াতটি রয়েছে তা। ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে ইসলাম ও তার বিধি-বিধানকে জেনে বুঝে কবৃ করার পর কাউকে (ইচ্ছাকৃত) হত্যা করেছে।

তখন তার শাস্তি, জাহানাম। তারপর মুজাহিদ (র) কে আমি এ বিষয় জানালাম। তিনি বললেন, তবে যদি কেউ অনুত্তম হয় ..... ।

**٣٥٧٧** حَدَّثَنَا عَيْاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي  
الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ  
الثَّئِيمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبِيرِ قَالَ سَأَلْتُ أَبْنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ  
أَخْبَرَنِي بِأَشَدِ شَيْءٍ صَنَعَهُ الْمُشْرِكُونَ بِالنَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ  
ﷺ يُصَلِّي فِي حِجْرِ الْكَعْبَةِ إِذَا قَبَلَ عُقْبَةً بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ، فَوَضَعَ  
ثُوبَةَ فِي عُنْقِهِ فَخَنَقَهُ خَنَقاً شَدِيداً، فَاقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى أَخْذَ بِمَنْكِبِهِ  
وَدَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ الْأَعَلَى \*  
تَابَعَهُ أَبْنُ اسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ  
بْنِ عَمْرُو \* وَقَالَ عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قِيلَ لِعَمْرُو بْنِ الْعَاصِ  
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو عَنْ أَبِيهِ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ -

**٣٥٧٨** ‘আইয়াশ ইবনুল ওয়ালিদ (র) ..... ‘উরাওয়া ইবন যুবায়র (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন  
‘আমর ইবনুল ‘আস (রা) এর নিকট বললাম, মক্কার মুশ্রিক কর্তৃক নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে সর্বাপেক্ষা  
কঠোর আচরণের বর্ণনা দিন। তিনি বললেন, একদিন নবী করীম ﷺ-কা’বা শরীফের (পশ্চিম পার্শ্ব)  
হিজর নামক স্থানে সালাত আদায় করছিলেন। তখন ‘উকবা ইবন আবু মু’য়াইত এল এবং তার চাদর দিয়ে  
নবী করীম ﷺ-এর কঠনালী পেটিয়ে শ্বাসরুক্ষ করে ফেলল। তখন আবু বকর (রা) এগিয়ে এসে  
‘উকবাকে কাঁধে ধরে নবী করীম ﷺ-এর নিকট থেকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমরা এমন  
ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও যিনি বলেন, একমাত্র আল্লাহ তা’আলাই আমাদের প্রতিপালক।

২১৩৯. بَابُ إِسْلَامِ أَبِي بَكْرٍ بِالصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

২১৩৯. পরিচ্ছেদ : আবু বকর সিন্ধীক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

**٣٥٧٩** حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمَادٍ نَّالْمَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ

مَعِينٍ حَدَّثَنَا أَسْمَعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ هَمَامَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ إِلَّا خَمْسَةً أَعْبُدُ وَأَمْرَأَتَانِ وَأَبُو بَكْرٍ

**৩৫৭৮** আবদুল্লাহ ইবন হাম্মাদ আমুলী (র) ..... আমি রাসূলুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (রা)-এর সাথে এমন অবস্থায় (ইসলাম গ্রহণের জন্য) সাক্ষাত করলাম যে, তখন তাঁর সঙ্গে (ইসলাম গ্রহণ করেছেন) এমন পাঁচজন কৃতদাস, দু'জন মহিলা ও আবু বকর (রা) ব্যক্তিত অন্য কেউ ছিল না।

## ২১৪. بَابُ إِسْلَامِ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

২১৪০. পরিচ্ছেদ : সাঁদ (ইবন আবু উয়াকাস (রা))-এর ইসলাম গ্রহণ

**৩৫৭৯** حَدَّثَنِي إِشْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِشْحَاقَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ : مَا أَسْلَمَ أَحَدًا إِلَّا فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَتُ فِيهِ ، وَلَقَدْ مَكْثَتْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِنِّي لَئِلَّا أَسْلَمْتُ -

**৩৫৭৯** ইসহাক (র) ..... সাঁদ ইবন আবু উয়াকাস (রা) বলেন, যেদিন আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম সেদিনের পূর্বে অন্য কেউ ইসলাম গ্রহণ করে নি। আর আমি সাতদিন পর্যন্ত বয়স্কদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণকারী হিসাবে তৃতীয় ব্যক্তি ছিলাম।

## ২১৪১. بَابُ ذِكْرِ الْجِنِّ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ أَشْتَمَعَ نَفْرٌ مِنَ الْجِنِّ

২১৪১. পরিচ্ছেদ : জিনদের আলোচনা এবং আল্লাহর বাণীঃ (হে রাসূল ﷺ) বলুন আমার নিকট ওহী এসেছে যে, একদল জিন মনোযোগ সহকারে (কুরআন) প্রবণ করছে.....

**৩৫৮০** حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا

مِسْعَرٌ عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَأَلْتُ مَسْرُوقًا مَنْ أَذْنَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْجِنِّ لَيْلَةً اسْتَمْعُوا الْقُرْآنَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُوكَ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ أَنَّهُ أَذْنَتْ بِهِمْ شَجَرَةً -

**৩৫৮০** উবায়দুল্লাহ ইবন সাদ (র) ..... আবদুর রাহমান (র) বলেন, আমি মাসরুক (র) কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাতে জিন্নার মনোযোগের সাথে কুরআন শ্রবণ করেছিল এই রাতে নবী করীম ﷺ-কে তাদের উপস্থিতি সম্পর্কে সংবাদটি কে দিয়েছিল? তিনি বললেন, তোমার পিতা আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ (রা)) আমাকে বলেছেন যে, তাদের উপস্থিতির সংবাদ একটি বৃক্ষ দিয়েছিল।

**৩৫৮১** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِدَاؤَ لِوَضْوَئِهِ وَحَاجَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَتَبَعَّهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ أَبْغَنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضُ بِهَا وَلَا تَأْتِنِي بَعْظُمْ وَلَا بِرَوْثَةٍ فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمَلُهَا فِي طَرَفٍ ثُوَبِيٍّ حَتَّى وَضَعَتُ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ انْصَرَفَتْ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ، فَقُلْتُ مَابَالْعَظْمِ وَالرَّوْثَةِ، قَالَ هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ، وَإِنَّهُ أَتَانِي وَفَدُ جِنِّ نَصِيبِيْنَ وَنَعْمَ الْجِنُّ فَسَأَلْوْنِي الزَّادَ فَدَعَوْتُ اللَّهَ لَهُمْ أَنْ لَا يَمْرُوَا بَعْظُمْ وَلَا بِرَوْثَةٍ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا -

**৩৫৮২** মূসা ইবন ইসমাইল (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করীম ﷺ-এর অজু ও ইন্তিন্জার কাজে ব্যবহারের জন্য পানি ভর্তি একটি পাত্র বহন করে পিছনে পিছনে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তিনি তাকিয়ে বললেন, কে? আমি বললাম, আমি আবু হুরায়রা। তিনি বললেন, আমাকে কয়েকটি পাথর তালাশ করে দাও। আমি উহা দ্বারা ইন্তিন্জা করব। তবে, হাঁড় এবং গোবর আনবে না। আমি আমার কাপড়ের কিনারায় করে কয়েকটি পাথর এনে তাঁর নিকটে রেখে দিলাম এবং আমি তথা হতে কিছুটা দূরে সরে গোলাম। তিনি যখন ইন্তিন্জা থেকে অবসর হলেন, তখন আমি অগ্রসর হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হাঁড় ও গোবর এর বিষয় কি? তিনি বললেন, এগুলো জিন্নের খাদ্য। আমার নিকট নাসীবীন<sup>১</sup> নামক জায়গা

থেকে জিনের একটি প্রতিনিধি দল এসেছিল। তারা উভয় জুন ছিল। তারা আমার কাছে খাদ্যদ্রব্যের প্রার্থনা জানাল। তখন আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করলাম যে, যখন কোন হাড় বা গোবর (তাদের) হস্তগত হয় তখন যেন উহাতে তাদের খাদ্যদ্রব্য পায়।

## ٢١٤٢ . بَابُ إِسْلَامُ أَبِي ذِرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

২১৪২. পরিষেদ : আবু যাব (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

**٣٥٩٢** حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُتَّنِّى عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذِرٍّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِأَخِيهِ ارْكِبْ إِلَى هَذَا الْوَادِيِّ فَاعْلَمْ لِئِنْ عِلْمَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ يَأْتِيهِ الْخَبْرُ مِنَ السَّمَاءِ وَأَشْمَعَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ اتَّبَعَ فَانطَّلَقَ الْأَخُ حَتَّى قَدِمَهُ وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي ذِرٍّ، فَقَالَ لَهُ : رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَكَلَّمَا مَا هُوَ بِالشَّعْرِ، فَقَالَ مَا شَفَيْتَنِي مِمَّا أَرَدْتُ فَتَزَوَّدْ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيهَا مَاءً حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَالْتَّمَسَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يَعْرِفُهُ وَكَرِهُ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ بَعْضُ الْلَّيْلِ إِضْطَاجَعَ فَرَأَهُ عَلَى فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ، فَلَمَّا رَأَهُ تَبَعَّهُ فَلَمْ يَسْأَلْ وَاحِدًا مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ، حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ أَحْتَمَلَ قَرْبَتَهُ وَزَادَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَظَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمُ وَلَا يَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَمْسَى، فَعَادَ إِلَى مَضْجَعِهِ فَمَرَبَّهُ عَلَى، فَقَالَ أَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ، فَأَقَامَهُ فَذَهَبَ بِهِ مَعْهُ لَا يَسْأَلُ وَأَعِدَّ مِنْهَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ، فَعَادَ عَلَى

مِثْلَ ذَلِكَ فَأَقَامَ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ إِلَّا تُحَدِّثُنِي مَا الَّذِي أَقْدَمْتَ ، قَالَ أَنَّ  
أَعْطَيْتَنِي عَهْدًا وَمِيثَاقًا لِتُرْشِدَنِي فَعَلَتْ فَفَعَلَ فَأَخْبَرَهُ قَالَ فَإِنَّهُ حَقٌّ  
، وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَاتِّبِعْنِي فَإِنِّي أَنَا رَأَيْتُ شَيْئًا  
أَخَافُ عَلَيْهِ قُمْتُ كَانِيْ أُرِيقُ الْمَاءَ فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتِّبِعْنِي حَتَّى تَدْخُلَ  
مَدْخَلِي فَفَعَلَ فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَدَخَلَ مَعَهُ  
فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ اِرْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ  
فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ أَمْرِيْ ، قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا ضُرُخَنَ بِهَا  
بَيْنَ ظَهَرَانِيهِمْ ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ  
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، ثُمَّ قَامَ الْقَوْمُ فَخَرَبُوهُ  
حَتَّى أَضْجَعُوهُ وَأَتَى الْعَبَاسُ فَأَكَبَ عَلَيْهِ قَالَ وَيَلْكُمُ الْشَّتُّمُ تَعْلَمُونَ  
أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ وَأَنَّ طَرِيقَ تُجَارِكُمْ إِلَى الشَّامِ فَانْقَذَهُمْ ثُمَّ عَادَ مِنَ  
الْغَدِيرِ مِثْلَهَا فَضَرَبُوهُ ثَارُوا إِلَيْهِ فَأَكَبَ الْعَبَاسُ عَلَيْهِ -

**৩৫৮২** 'আমর ইবন 'আব্বাস (র) ..... ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম رض-এর আবির্ভাবের সংবাদ যখন আবু যার (রা) এর নিকট পৌছল, তখন তিনি তাঁর ভাই (উনাইস) কে বললেন, তুম এই উপত্যকায় যেয়ে ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে জেনে আস যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবী করছেন ও তাঁর কাছে আসমান থেকে সংবাদ আসে। তাঁর কথাবার্তা মনোযোগ সহকারে শুন এবং ফিরে এসে আমাকে শুনাও। তাঁর ভাই (মক্কাভিমুখে) রওয়ানা হয়ে ঐ ব্যক্তির নিকট পৌছে তাঁর কথাবার্তা শুনলেন। এরপর তিনি আবু যারের নিকট প্রত্যাবর্তন করে বললেন, আমি তাঁকে দেখেছি যে, তিনি উন্ম স্বভাব অবলম্বন করার জন্য (লোকদেরকে) নির্দেশ দান করছেন এবং এমন কালাম (পড়তে শুনলাম) যে পদ্য নয়। এতে আবু যার (রা) বললেন, আমি যে উদ্দেশ্যে তোমাকে পাঠিয়েছিলাম সে বিষয়ে তুমি আমাকে সন্তোষজনক উন্ম দিতে পারলেন। আবু যার (রা) সফরের উদ্দেশ্যে যৎসামান্য পাথেয় সংগ্রহ করলেন এবং একটি ছোট পানির মশকসহ মক্কায় উপস্থিত হলেন। মসজিদে হারামে প্রবেশ করে নবী করীম رض-কে তালাশ করতে লাগলেন। তিনি তাঁকে (নবী করীম رض-কে) চিনতেন না। আবার

কাউকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাও পছন্দ করলেন না। এমতাবস্থায় রাত হয়ে গেল। তিনি (মসজিদে) শুয়ে পড়লেন। আলী (রা) তাঁকে দেখে বুঝতে পারলেন যে, লোকটি বিদেশী মুসাফির। যখন আবু যার আলী (রা)-কে দেখলেন, তখন তিনি তাঁর পিছনে পিছনে গেলেন। কিন্তু সকাল পর্যন্ত একে অন্যকে কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না। আবু যার (রা) পুনরায় তাঁর পাথেয় ও মশক নিয়ে মসজিদে হারামের দিকে চলে গেলেন। এ দিনটি এমনিভাবে কেটে গেল, কিন্তু নবী করীম ﷺ তাকে দেখতে পেলেন না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। তিনি (পূর্ব দিনের) শোয়ার জায়গায় ফিরে গেলেন। তখন আলী (রা) তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এখন কি মুসাফির ব্যক্তির গন্তব্য স্থানের সন্ধান লাভের সময় হয়নি? সে এখনও এ জায়গায় অবস্থান করছে। তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। (পথিমধ্যে) কেউ কাউকে কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না। এমতাবস্থায় তৃতীয় দিন হয়ে গেল। আলী (রা) পূর্বের ন্যায় তাঁর পাশ দিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। এরপর তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তুমি কি আমাকে বলবেনা কি জিনিস এখানে আসতে তোমাকে উদ্ব�ৃক্ষ করেছে? আবু যার (রা) বললেন, তুমি যদি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শনের পাকা পোক্ত অঙ্গীকার কর তবেই আমি তোমাকে বলতে পারি। আলী (রা) অঙ্গীকার করলেন এবং আবু যার (রা) ও তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন। আলী (রা) বললেন, তিনি সত্য, তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন ভোর হয়ে যাবে তখন তুমি আমার অনুসরণ করবে। তোমার জন্য ভয়ের কারণ আছে এমন যদি কোন কিছু আমি দেখতে পাই তবে আমি রাস্তায় পাশে চলে যাব যেন আমি পেশাব করতে চাই। আর যদি আমি সোজা চলতে থাকি তবে তুমিও আমার অনুসরণ করতে। থাকবে এবং যে ঘরে আমি প্রবেশ করি সে ঘরে তুমিও প্রবেশ করবে। আবু যার (রা) তাই করলেন আলী (রা) নবী করীম ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করলেন এবং তিনিও তাঁর (আলীর) সাথে প্রবেশ করলেন। তিনি (নবী করীম ﷺ)-এর কথাবার্তা শুনলেন এবং ঐ স্থানেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি তোমার স্বগোত্রে ফিরে যাও এবং আমার নির্দেশ না পোছা পর্যন্ত আমার ব্যাপারে তাদেরকে অবহিত করবে। আবু যার (রা) বললেন, ঐ সন্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আমি আমার ইসলাম গ্রহণকে মুশরিকদের সম্মুখে উচ্ছবে ঘোষণা করব। এই বলে তিনি বেরিয়ে পড়লেন ও মসজিদে হারামে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং উচ্চকচ্ছে ঘোষণা করলেন, **إِنَّمَا أَنْهَاكُمْ عَنِ الْجَنَاحِ لَمَّا وَأَشْهَدْتُمُ اللَّهَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ** (ইহা শুনামাত্র মুশরিক) লোকজন (উন্নেজিত হয়ে) তাঁর উপর ঝাঁপয়ে পড়ল এবং প্রহার করতে করতে তাঁকে মাটিতে ফেলে দিল। এমন সময় আব্রাস (রা) এসে তাঁকে আগলিয়ে রাখলেন এবং বললেন, তোমাদের বিপদ অনিবার্য। তোমরা কি জাননা, এ লোকটি গিফার গোত্রে? আর তোমাদের ব্যবসায়ী দলগুলিকে গিফার গোত্রের নিকট দিয়েই সিরিয়া যাতায়াত করতে হয়। একথা বলে তিনি তাদের হাত থেকে আবু যারকে রক্ষা করলেন। পরদিন ভোরে তিনি অনুরূপ বলতে লাগলেন। লোকেরা তাঁর উপর ঝাঁপয়ে পড়ে তাঁকে বেদম প্রহার করতে লাগল। আব্রাস (রা) এসে আজো তাঁকে রক্ষা করলেন।

## ٢١٤٣ . بَابُ إِسْلَامُ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

২১৪৩. পরিচ্ছেদ ৪ : সাইদ ইবন যায়েদ (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

**٣٥٨٣** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ أَسْمَعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدَ بْنَ عَمْرُو بْنَ ثَقِيلٍ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ يَقُولُ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّ عُمَرَ لَمُؤْتَقِّي عَلَى الْإِسْلَامِ ، قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عُمَرُ وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا أَرْفَضَ لِلَّذِي صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ لَكَانَ -

**৩৫৮৩** কুতায়বা ইবন সাইদ (র) ..... কায়স (রা) বলেন, আমি সাইদ ইবন যায়েদ ইবন 'আমর ইবন নুফায়ল (রা)-কে কৃষ্ণর মসজিদে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, 'উমরের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমার ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁর হাতে আমাকে বল্লী অবস্থায় দেখেছি। তোমরা উসমান (রা) এর সাথে যে ব্যবহার করলে এ কারণে যদি ওহোদ পাহাড় দীর্ঘ-বিদীর্ঘ হয়ে যায় তবে তা হওয়া সঙ্গতই হবে।

## ٢١٤٤ . بَابُ إِسْلَامُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

২১৪৪. পরিচ্ছেদ ৪ : উমর ইবনুল খাত্বাব (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

**٣٥٨٤** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفِيَّانُ عَنْ أَسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ اسْلَامَ عُمَرَ -

**৩৫৮৪** মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র)..... 'আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) যেদিন ইসলাম গ্রহণ করলেন ঐ দিন থেকে আমরা সর্বদা প্রভাব প্রতিপাদির আসনে সমাজীন রয়েছি।

**٣٥٨٥** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْমَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ فَأَخْبَرَنِي جَدِّي زَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ فِي الدَّلْرِ خَائِفًا أَذْجَاءُ الْعَاصُ بْنُ وَائِلِ نِسَمَهُ أَبُوهُ

عَمْرُو عَلَيْهِ حَلْلَةُ حِبَرَةٍ وَقَمِيصٌ مَكْفُوفٌ بِحَرِيرٍ، وَهُوَ مِنْ بَنْتِ سَهْمٍ  
وَهُمْ حُلْفَاؤُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ مَا بَالُكَ قَالَ رَعْمَ قَوْمُكَ أَنَّهُمْ  
سَيَقْتُلُونِي إِنْ أَسْلَمْتُ، قَالَ لَا سَبِيلَ إِلَيْكَ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا أَمْنَتُ فَخَرَجَ  
الْعَاصُ فَلَقِيَ النَّاسَ قَدْ سَأَلَ بِهِمُ الْوَادِيَ، فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ فَقَالُوا  
تُرِيدُ هَذَا ابْنَ الْخَطَابِ الَّذِي صَبَّا قَالَ لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ فَكَرَّ النَّاسُ -

**৩৫৮৫** ইয়াহইয়া ইবন সুলায়মান (র) ..... ইবন ‘উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর পিতা ‘উমর (রা) (ইসলাম গ্রহণের পর,) একদিন নিজ গৃহে ভীত-সন্ত্রষ্ট অবস্থায় অবস্থান করছিলেন। তখন আরু ‘আমর ‘আস ইবন ওয়াইল সাহমী তাঁর কাছে আসলেন তার গায়ে ছিল ধারিদার চাদর ও রেশমী জরির জামা। তিনি বানু সাহম গোত্রের লোকছিলেন। জাহেলী যুগে তারা আমাদের হালীফ (বিপদ কালে সাহায্যের চুক্তি যাদের সাথে করা হয়) ছিল। ‘আস ‘উমর (রা) কে জিজ্ঞাসা করলেন আপনার অবস্থা কেমন? ‘উমর (রা) উত্তর দিলেন। তোমার গোত্রের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করার কারণে অচিরেই আমাকে হত্যা করবে। ইহা শুনে ‘আস (রা) বললেন, তোমাকে কোন কিছু করার শক্তি ও ক্ষমতা তাদের নেই। তার কথা শুনে ‘উমর (রা) বললেন, তোমার কথা শুনে আমি শক্তাহীন হলাম। ‘আস বেরিয়ে পড়লেন এবং দেখতে পেলেন, মক্কা ভূমি লোকে লোকারণ্য। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কোথায় যাচ্ছ? তারা বলল, আমরা ‘উমর ইবনুল খাতাবের নিকট যাচ্ছি, সে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে বিধর্মী হয়ে গেছে। ‘আস বললেন, তার নিকট যাওয়া, তাকে কোন কিছু করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। এতে লোকজন ফিরে গেল।

**৩৫৮৬** حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِنَارٍ  
سَمِعْتُهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمَّا أَسْلَمَ عَمْرُ  
اجْتَمَعَ النَّاسُ عِنْدَ دَارِهِ وَقَالُوا صَبَا عُمَرُ وَأَنَا غُلَامٌ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِيِّ  
فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيْبَاجٍ، فَقَالَ فَصَبَا عُمَرُ فَمَا ذَاكَ فَأَنَّا لَهُ  
جَارٌ قَالَ فَرَأَيْتُ النَّاسَ تَصَدَّعُوا عَنْهُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالُوا الْعَاصُ  
بْنُ وَائِلٍ -

**৩৫৮৭** আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, যখন উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন লোকেরা তাঁর গৃহের পাশে সমবেত হল এবং বলতে লাগল, উমর স্বধর্ম ত্যাগ [www.alqurans.com](http://www.alqurans.com)

করেছে। আমি তখন ছোট বালক। আমাদের ঘরের ছাদে দাঁড়িয়ে শুধু দেখতে ছিলাম। তখন একজন লোক এসে বলল, তার গায়ে রেশমী জুবরা ছিল, উমর স্বর্ধম ত্যাগ করেছে, (তাতে কার কি হল?) তবে এ সমাবেশ কিসের আমি তাকে আশ্রয় দিচ্ছি। ইব্ন উমর (রা) বলেন, তখন আমি দেখলাম, লোকজন চারিদিক ছ্রঙ্গ হয়ে চলে গেল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কে? লোকেরা বলল, ইনি 'আস ইব্ন ওয়াইল'।

٣٥٨٧

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي  
 عُمَرُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَا سَمِعْتُ عُمَرَ لِشَئِ  
 قَطُّ يَقُولُ إِنِّي لَأَظُنُّهُ كَذَا إِلَّا كَانَ كَمَا يَظُنُّ بَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسٌ إِذْ مَرَّ بِهِ  
 رَجُلٌ جَمِيلٌ، فَقَالَ لَقَدْ أَخْطَأَ ظَنِّي أَوْ إِنَّ هَذَا عَلَى دِينِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ  
 أَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِنُهُمْ، عَلَى الرَّجُلِ، فَدُعِيَ لَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَا  
 رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ اسْتُقْبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، قَالَ فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ إِلَّا  
 أَخْبَرْتَنِي قَالَ كَنْتُ كَاهِنُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ فَمَا أَعْجَبُ مَا جَاءَتْكَ  
 بِهِ جِنِّيَّتُكَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا فِي السُّوقِ إِذْ جَاءَتْنِي أَعْرِفُ فِيهَا  
 الْفَرَغَ، فَقَالَتِ الْمُتَرَاجِنَةُ وَابْلَاسِهَا وَيَائِسَهَا مِنْ بَعْدِ انْكَاسِهَا  
 وَلُوْحُوقَهَا بِالْقِلَاصِ وَأَحْلَاسِهَا قَالَ عُمَرُ صَدَقَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ عِنْدَ  
 الْهِتِّمِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بَعِجلٌ فَذَبَحَهُ فَصَرَخَ بِهِ صَارِخٌ، لَمْ أَشْمَعْ صَارِخًا  
 قَطُّ أَشَدَّ صَوْتاً مِنْهُ يَقُولُ : يَا جَلِيلُ أَمْرُ نَجِيْعٍ رَجُلٌ فَصِيْعٌ يَقُولُ : لَا  
 إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَوَّبَ الْقَوْمُ قُلْتُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَعْلَمَ مَا وَرَأَءَ هَذَا ثُمَّ نَادَى  
 يَا جَلِيلُ أَمْرُ نَجِيْعٍ رَجُلٌ فَصِيْعٌ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَمْتُ فَمَا نَشِبْنَا  
 أَنْ قِيلَ هَذَا نَبِيٌّ -

**৩৫৮৭** ইয়াহ্যাইয়া ইব্ন সুলায়মান (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখনই উমর (রা) কে কোন ব্যাপারে একথা বলতে শুনেছি যে, আমার ধারণা হয় ব্যাপারটি এমন হবে, তবে তার ধারণা মত ব্যাপারটি সংঘটিত হয়েছে। একবার উমর (রা) বসা ছিলেন, এমন সময় একজন সুদর্শন ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। উমর (রা) বললেন, আমার ধারণা ভুলও হতে পারে তবে আমার মনে হয় লোকটি জাহেলী ধর্মাবলম্বী অথবা ভবিষ্যৎ গণনাকারীও হতে পারে। লোকটিকে আমার কাছে নিয়ে এস। তাকে তাঁর কাছে ডেকে আনা হল। উমর (রা) তার ধারণার কথা তাকে শুনালেন। তখন সে বলল, একজন মুসলিমের পক্ষ থেকে বলা হল যা আজকার মত আর কোন দিন দেখেনি। উমর (রা) বললেন, আমি তোমাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি আমাকে তোমার ব্যাপারটা খুলে বল। সে বলল, জাহেলী যুগে আমি তাদের ভবিষ্যৎ গণনাকারী ছিলাম। উমর (রা) বললেন, জিনেরা তোমাকে যে সব কথাবার্তা বলেছে, তন্মধ্যে কোন কথাটি তোমার নিকট সর্বাধিক বিশ্বাসীয় ছিল। সে বলল, আমি একদিন বাজারে অবস্থান করছিলাম। তখন একটি মহিলা জিন আমার নিকট আসল। আমি তাকে ভীত-সন্ত্রন্ত দেখতে পেলাম। তখন সে বলল, তুমি কি জিন জাতির অবস্থা দেখছনা, তারা কেমন দুর্বল হয়ে পড়ছে? তাদের মধ্যে হতাশা ও বিমৃত হওয়ার চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছে। তারা ক্রমশঃ উটওয়ালাদের এবং চাদর জুবা পরিধানকারীদের (আরববাসী) অনুগত হয়ে পড়ছে। উমর (রা) বললেন, সে সত্য কথা বলেছে। আমি একদিন তাদের দেবতাদের কাছে ঘুমন্ত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি একটি গরুর বাহুর নিয়ে হায়ির হল এবং সেটা যবাই করে দিল। ঐ সময় এক ব্যক্তি এমন বিকট চীৎকার করে উঠল, যা আমি আর কখনও শুনিনি। সে চীৎকার করে বলছিল, হে জলীহ! একটি স্বাভাবিক কল্যাণময় ব্যাপার অচিরেই প্রকাশ লাভ করবে। তা হল— একজন বিশুদ্ধভাষী লোক বলবেন; **أَلَا لَمْ أَنْتَ** (এ ঘোষণা শুনে উপস্থিত) লোকজন ছুটাছুটি করে পলায়ন করল। আমি বললাম, এ ঘোষণার রহস্য উদয়াটন অবশ্যই করব। তারপর আবার ঘোষণা দেওয়া হল। হে জলীহ! একটি স্বাভাবিক ও কল্যাণময় ব্যাপার অতি সতৰ প্রকাশ পাবে। তাহল একজন বাগী ব্যক্তি **أَلَا لَمْ أَنْتَ** এর প্রকাশ্যে ঘোষণা দিবে। তারপর আমি উঠে দাঢ়ালাম। এর কিছুদিন পরেই বলা হল যে, তিনি নবী।

٣٥٨٨

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا  
اسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ لِلنَّاسِ لَقَدْ  
رَأَيْنَا مُؤْتَقِيًّا عُمَرَ عَلَى الْإِسْلَامِ أَنَا وَأُخْتِهُ وَمَا أَشْلَمْ وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا  
أَنْقَضَ لِمَا صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ لَكَانَ مَحْقُوقًا أَنْ يَنْقَضَ -

**৩৫৮৮** মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... কাইস (র) বলেন, আমি সাঈদ ইব্ন যায়েদ (রা)-কে তাঁর কওমকে লক্ষ্য করে একথা বলতে শুনেছি যে, আমি দেখেছি উমর (রা) আমাকে এবং তার বোন ফাতিমাকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে বেঁধে রেখেছেন। তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি।

তোমরা উসমান (রা)-এর সাথে যে অসদাচরণ করেছ তার কারণে যদি ওহোদ পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে তবে তা হওয়াটাই স্বাভাবিক।

## ٢١٤٥ . بَابُ إِنْشِقَاقُ الْقَمَرِ

২১৪৫. পরিষেদ ৪ চন্দ্র বি-খ্রিত হওয়া

**٣٥٨٩** حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ بْنُ الْمُفْضَلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ أَبِي عَرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرِيهِمْ آيَةً فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَتِينِ حَتَّى رَأُوا حِرَاءَ بَيْنَهُمَا -

**৩৫৮৯** আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল ওয়াহহাব (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কাবাসী রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর নবুওয়াতের নির্দশন হিসাবে কোনোপ মুজিয়া দেখানোর দাবী জানাল। তিনি তাদেরকে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করে দেখালেন। এমনকি তারা চাঁদের দু'খণ্ডের মধ্যখানে হেরা পর্বতকে দেখতে পেল।

**٣٥٩٠** حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انشقَ القَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنْيٍ فَقَالَ اشْهِدُوا وَذَهَبَتْ فِرْقَةٌ نَحْوَ الْجَبَلِ وَقَالَ أَبُو الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ انشقَ بِمَكَّةَ ، وَتَابِعَةُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبْنِ أَبِي نَجِيْعٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -

**৩৫৯০** আবদান (র) ..... আবদুল্লাহ (ইব্ন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয় তখন আমরা নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে মিনায় অবস্থান করছিলাম। তিনি আমাদিগকে বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক। তখন আমরা দেখলাম, চাঁদের একটি খণ্ড হেরা পর্বতের দিকে চলে গেল। আবু যুহা মাসজিদের বরাত দিয়ে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয় মক্কা শরীফে।

**৩৫৯১** حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضْرَبَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَّبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْقَمَرَ أَنْشَقَ عَلَى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

**৩৫৯২** উসমান ইব্ন সালিহ (র) ..... ইব্ন আবুসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে চাঁদ খণ্ডিত হয়েছিল।

**৩৫৯২** حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشׁ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنْشَقَ الْقَمَرُ

**৩৫৯২** উমর ইব্ন হাফস (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (নবী কর্মী) চাঁদ খণ্ডিত হয়েছিল।

২১৪৬. بَابُ هِجْرَةِ الْمَبَشَّةِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرِيتُ دَارَ مِجْرِيَكُمْ ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَا بَيْنَ ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قَبْلَ الْمَدِينَةِ وَرَجَعَ عَامَةً مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِإِرْضِ الْمَبَشَّةِ إِلَى الْمَدِينَةِ فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَأَسْمَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২১৪৬. পরিচ্ছেদ ৪ হাবশায় হিজরত। আরেকা (রা) বলেন, নবী কর্মী চাঁদ বলেছেন, তোমাদের হিজরতের স্থান আমাকে (হপ্পে) দেখান হয়েছে। বেখালে রয়েছে অচুর বৃক্ষ আর সে স্থানটি ছিল দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী। তখন হিজরতকারিগণ মদীনায় হিজরত করলেন এবং বাইরা ইতিপূর্বে হাবশায় হিজরত করেছিলেন তারাও মদীনায় কিরে আসলেন। এ সম্পর্কে আবু মুসা ও আসমা (রা) সূত্রে নবী কর্মী চাঁদ থেকে হাদিস বর্ণিত আছে।

**৩৫৯৩** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْجُعْفَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَىْرٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ

بْنَ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ  
 الْأَسْوَدِ بْنَ عَبْدِ يَغْوُثَ قَالَ لَهُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُكَلِّمَ خَالَكَ عُثْمَانَ فِي  
 أَخِيهِ الْوَلِيدِ بْنِ عَقْبَةَ وَكَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ فِيمَا فَعَلَ بِهِ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ  
 فَأَنْتَصَبْتُ لِعُثْمَانَ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً  
 وَهِيَ نَصِيحةٌ فَقَالَ أَيُّهَا الْمَرْءُ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَانْصَرَفَ فَلَمَّا  
 قَضَيْتُ الصَّلَاةَ جَلَسْتُ إِلَى الْمِسْوَرِ وَإِلَى ابْنِ عَبْدِ يَغْوُثَ فَحَدَّثَهُمَا  
 بِالذِّي قُلْتُ لِعُثْمَانَ وَقَالَ لِي : فَقَالَ أَقْدَمْتُ قَضَيْتَ الذِّي كَانَ عَلَيْكَ  
 فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعْهُمَا إِذْ جَاءَنِي رَسُولُ عُثْمَانَ، فَقَالَ أَلَيْ قَدْ  
 ابْتَلَاكَ اللَّهُ : فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ مَا نَصِيحةُكَ الَّتِي  
 ذَكَرْتَ أَنِّي؟ قَالَ فَتَشَهَّدْتُ ثُمَّ قُلْتُ : إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً عَلَيْهِ وَأَنْزَلَ  
 عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتَ مِنْ أَسْتَجَابَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ وَأَمْنَتْ بِهِ  
 وَهَا جَرَتِ الْهِجْرَةِ الْأَوَّلَيْنِ وَصَاحَبَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَأَيَتِ هَذِهِ  
 وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي شَأْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَقْبَةَ فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تُقْيِيمَ عَلَيْهِ  
 الْحَدَّ فَقَالَ لِي يَا ابْنَ أَخِي أَدْرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ قُلْتُ لَا وَلَكِنْ قَدْ  
 خَلَصَ إِلَيْ مِنْ عِلْمِهِ مَا خَلَصَ إِلَى الْعَذَرَاءِ فِي سِرِّهَا، قَالَ فَتَشَهَّدَ  
 عُثْمَانُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّداً عَلَيْهِ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ  
 وَكُنْتَ مِنْ أَسْتَجَابَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَمْنَتْ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّداً عَلَيْهِ  
 وَهَا جَرَتِ الْهِجْرَةِ الْأَوَّلَيْنِ، كَمَا قُلْتَ وَصَاحَبَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ  
 وَبَأَيْقَنِهِ وَاللَّهِ مَا عَصَيْتَهُ وَلَا غَشَّيْتَهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اسْتَخَلَفَ

اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتَهُ وَلَا غَشَّيْتَهُ ثُمَّ اسْتُخَلَفَ عُمَرُ، فَوَاللَّهِ  
مَا عَصَيْتَهُ وَلَا غَشَّيْتَهُ حَتَّى تُوقَاهُ اللَّهُ ثُمَّ اسْتُخَلَفْتُ أَفَلَيْسَ لِي  
عَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُمْ عَلَىٰ، قَالَ بَلٌ، قَالَ فَمَا هَذِهِ الْأَحَدِيَّةُ الَّتِي  
تَبَلْغُنِي عَنْكُمْ، فَإِمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ شَأْنِ الْوَلَيدِ بْنِ عَقْبَةَ فَسَنَاخْذُ فِيهِ  
إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِالْحَقِّ، قَالَ فَجَلَدَ الْوَلَيدَ أَرْبَعِينَ جَلْدًا وَأَمْرَ عَلَيَا أَنْ  
يَجْلَدَهُ وَكَانَ هُوَ يَجْلَدُهُ، وَقَالَ يُونُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ  
أَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُمْ -

**৩৫৯৪** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল-জু'ফী (র) ..... উবায়দুল্লাহ ইবন আদী ইবন খিয়ার (র) উরওয়া  
ইবন যুবায়িরকে বলেন যে, মিসওয়ার ইবন মাখরামা এবং আবদুর রাহমান ইবন আসওয়াদ ইবন আবদ  
ইয়াগুস (রা) উভয়ই তাকে বলেন, (হে উবায়দুল্লাহ)! তুমি তোমার মামা উসমান (রা)-এর সাথে তার  
(বৈপিত্রেয়) ভাই ওয়ালীদ ইবন উকবা সম্পর্কে কোন আলাপ-আলোচনা করছ না কেন? জনগণ তার  
বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করছে। উবায়দুল্লাহ বলেন, উসমান (রা) যখন সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে  
আসছিলেন তখন আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং তাঁকে উদ্দেশ্যে করে বললাম, আপনার সাথে  
আমার কথা বলার প্রয়োজন আছে এবং তা আপনার মঙ্গলার্থেই। তিনি বললেন, ওহে, আমি তোমা থেকে  
আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তখন ফিরে আসলাম এবং যখন সালাত সমাপ্ত করলাম, তখন  
মিসওয়ার ও ইবন আবদ ইয়াগুস (রা)-এর নিকট যেয়ে বললাম, এবং উসমান (রা) কে আমি যা বলেছি  
এবং তিনি যে উভয় দিয়েছেন তা উভয়কে শুনালাম। তারা বললেন, তোমার উপর যে দায়িত্ব কর্তব্য ছিল  
তা তুমি আদায় করেছ। আমি তাদের নিকট বসাই আছি এ সময় উসমান (রা) এর পক্ষ থেকে একজন দৃত  
আমাকে ডেকে নেয়ার জন্য আসলেন। তারা দু'জন আমাকে বললেন, আল্লাহ তোমাকে পরীক্ষায়  
ফেলেছেন। আমি চললাম এবং উসমান (রা) এর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,  
তোমার কি উপদেশ যা তুমি কিছুক্ষণ পূর্বে বলতে চেয়েছিলে? তখন আমি কালিমা শাহাদত পাঠ করে  
(তাঁকে উদ্দেশ্যে করে) বললাম, আল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ-কে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন, তাঁর উপর কিতাব  
অবতীর্ণ করেছেন। আর আপনি ঐ দলেরই অঙ্গরূপ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন,  
আপনি তাঁর উপর ঈমান এনেছেন, এবং প্রথম দু'হিজরতে (মদীনা ও হাবশা) আপনি অংশ গ্রহণ করেছেন,  
আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর স্বত্বাব-চরিত্র স্বচক্ষে দেখেছেন। জনসাধারণ  
ওয়ালীদ ইবন উকবার ব্যাপারে অনেক সমালোচনা করছে, আপনার কর্তব্য তাঁর উপর বিধান দণ্ড জারি  
করা। উসমান (রা) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ভাতিজা, তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পেয়েছে?  
আমি বললাম, না, পাইনি। তবে তাঁর বিষয় আমার নিকট এমনভাবে নিরক্ষুণ পৌছেছে যেমনভাবে কুমারী

মেয়েদের নিকট পর্দার অন্তরালে সংবাদ পৌছে থাকে। উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, উসমান (রা) কালিমা শাহাদত পাঠ করলেন, এবং বললেন, নিচয়ই আল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ -কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আমিও ছিলাম। হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে যা সহ প্রেরণ করা হয়েছিল আমি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি। ইসলামের প্রথম যুগের দু'হিজরতে অংশ গ্রহণ করেছি যেমন তুমি বলছ। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছি, তাঁর হাতে বায়'আত করেছি। আল্লাহর কসম, আমি তাঁর নাফরমানী করিনি। তাঁর সাথে প্রতারণা করিনি। এমতাবস্থায় তাঁর ওফাত হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ তা'আলা আবৃ বকর (রা) কে খলীফা নিযুক্ত করলেন। আল্লাহর কসম, আমি তাঁরও নাফরমানী করিনি, তাঁর সাথে প্রতারণা করিনি। অতঃপর উমর (রা) খলীফা মনোনীত হলেন। আল্লাহর কসম, আমি তাঁরও অবাধ্য হইনি, তাঁর সাথে প্রতারণা করিনি। তিনিও ওফাত প্রাপ্ত হলেন। এবং তারপর আমাকে খলীফা নিযুক্ত করা হল। আমার উপর তাঁদের বাধ্য থাকার যে ক্লিপ হক ছিল তোমাদের উপর তাঁদের ন্যায় আমার প্রতি বাধ্য থাকার কি কোন হক নাই? উবায়দুল্লাহ বললেন, হ্যাঁ। অবশ্যই হক আছে। উসমান (রা) বললেন, তাহলে এসব কথাবার্তা কি, তোমাদের পক্ষ থেকে আমার নিকট আসছে? আর ওয়ালীদ ইব্ন উকবা সম্পর্কে তুমি যা বললে, সে ব্যাপারে আমি অতিসত্ত্ব সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করব ইন্শাল্লাহ। অতঃপর তিনি ওয়ালীদকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করার রায় প্রদান করলেন এবং ইহা কার্যকরী করার জন্য আলী (রা) কে আদেশ করলেন। তৎকালে অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদানের দায়িত্বে আলী (রা) নিযুক্ত ছিলেন। ইউনুস এবং যুহরির ভাতিজা যুহরী সূত্রে যে বর্ণনা করেন তাতে রয়েছে; 'তোমাদের উপর আমার কি হক নেই যেমনটি হক ছিল তাঁদের জন্য।'

٣٥٩٤ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُئْنَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ  
حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ  
ذَكَرَتَا كَنِيسَةَ رَأَيْنَاهَا بِالْجَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرَ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ  
إِنَّ أُولَئِكَ اذْ كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوَا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا  
وَصَوْرُوا فِيهِ تِيكَ الصُّورَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৩৫৯৪ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন উম্মে হাবীবা ও উম্মে সালামা (রা) তাঁর সাথে আলোচনা করল যে তাঁরা হাবাশায় (ইথিওপিয়া) খৃষ্টানদের একটি গির্জা দেখে এসেছেন। সে গির্জায় নানা রকমের চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। তাঁরা দু'জন এসব কথা নবী করীম ﷺ -এর কাছে উল্লেখ করলেন। তখন তিনি বললেন, (এদের অভ্যাস ছিল যে) তাঁদের কোন নেক্কার লোক মারা গেলে তার কবরের উপর মসজিদ (উপাসনালয়) নির্মাণ করত এবং এসব ছবি অঙ্কিত করে রাখত, এরাই কিয়ামতের দিনে আল্লাহর নিকট সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসাবে পরিগণিত হবে।

**٣٥٩٥** حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ السَّعِيدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بْنِتِ خَالِدٍ قَالَتْ قَدِمْتُ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَأَنَّاجُوَرِيَّةَ فَكَسَانِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمِيسَةً لَهَا أَعْلَامَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ الْأَعْلَامَ بِيَدِهِ وَيَقُولُ : سَنَاهُ سَنَاهُ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ يَعْنِي حَسْنَ حَسْنَ -

**٣٥٩٤** هَمَائِدِي (র) ..... উষ্মে খালিদ (বিনত খালিদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখন হাবশা থেকে মদীনায় আসলাম তখন আমি ছেষ্টি বালিকা ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একটি চাদর পরিয়ে দিলেন যাতে ডোরা কাটা ছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ডোরাগুলির উপর হাত বুলাতে লাগলেন, এবং বলতে ছিলেন সানাহ-সানাহ : হমায়দী (র) বলেন, অর্থাৎ সুন্দর সুন্দর।

**٣٥٩٦** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَيَرُدُّ عَلَيْنَا ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدْ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَتَرَدَ عَلَيْنَا ؟ قَالَ أَنِّي فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتُ ؟ قَالَ أَرْدُ فِي نَفْسِي -

**٣٥٩٧** ইয়াহইয়া ইব্ন হাস্মাদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন (ইসলামের প্রাথমিক যুগে) সালাতে রত থাকা অবস্থায় নবী ﷺ-কে আমরা সালাম করতাম, তিনিও আমাদের সালামের উত্তর দিতেন। যখন আমরা নাজাশীর (হাবশা) কাছ থেকে ফিরে এলাম, তখন সালাতে রত অবস্থায় তাঁকে সালাম করলাম, কিন্তু তিনি সালামের জবাব দিলেন না। আমরা তাঁকে জিজাসা করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আমরা (সালাতের মধ্যে) আপনাকে সালাম করতাম এবং আপনিও সালামের উত্তর দিতেন। কিন্তু আজ আপনি আমাদের সালামের জবাব দিলেন না ? তিনি বললেন, সালাতের মধ্যে আল্লাহর দিকে নিবিষ্টতা থাকে। রাবী বলেন, আমি ইব্রাহীম নাখয়ীকে জিজাসা করলাম, (সালাতের মধ্যে কেউ সালাম করলে) আপনি কি করেন ? তিনি বললেন, আমি মনে মনে জবাব দিয়ে দেই।

٣٥٩٧

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمِنِ فَرَكِبْنَا سَفِينَةً فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتَنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْخَبْشَةِ فَوَافَقْنَا جَعْفَرُ بْنَ أَبِيهِ طَالِبٍ فَأَقْمَنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا، فَوَافَقْنَا النَّبِيِّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَكُمْ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ -

**৩৫৯৭** মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র) ..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের নিকট নবী করীম ﷺ-এর আবির্ভাবের সংবাদ এসে পৌছল। তখন আমরা ইয়ামানে অবস্থান করছিলাম। আমরা একটি নৌকায় আরোহণ করলাম। কিন্তু (প্রতিকূল বাতাসের কারণে) আমাদের নৌকা (গন্তব্যস্থানের দিকে না পৌছে) হাবশায় নাজাশীর নিকট নিয়ে গেল। সেখানে জাফর ইবন আবু তালিবের (রা) সাথে সাক্ষাৎ হল। আমরা তাঁর সাথে অবস্থান করতে লাগলাম কিছুদিন পর আমরা সেখান থেকে রওয়ানা হলাম। এবং নবী করীম ﷺ যখন খায়বর বিজয় করলেন তখন আমরা তাঁর সাথে মিলিত হলাম। আমাদেরকে দেখে তিনি বললেন, হে নৌকারোহীগণ, তোমাদের জন্য দুটি হিজরতের মর্যাদা রয়েছে।

## ٢١٤٧ . بَابُ مَوْتِ النَّجَاشِيِّ

২১৪৭. পরিচ্ছেদ ৪ বাদশাহ নাজাশীর মৃত্যু

٣৫৯৮

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ مَاتَ النَّجَاشِيُّ مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقُومُوا فَصَلُوْا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةَ

**৩৫৯৮** আবুর রাবী (র) ..... যাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নাজাশীর (আসহাম) মৃত্যু হল তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আজ একজন সৎ ব্যক্তি মারা গেছেন। উঠো, এবং তোমাদের (ধর্মীয়) ভাই আসহামার জন্য জানায়ার সালাত আদায় কর।

٣৫৯৯

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ عَطَاءً حَدَّثَهُمْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّجَاشِيِّ فَصَفَقَنَا وَرَأَءَهُ فَكُنْتُ فِي الصَّفَّ الْثَّانِيِّ أَوِ الْثَّالِثِ -

**৩৫৯৯** আবদুল আলা ইবন হাসান (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ আসহাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ নাজাশীর উপর জানায়ার সালাত আদায় করেন। আমরাও তাঁর পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমি দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় কাতারে ছিলাম।

**৩৬০০** حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سَلِيمٍ بْنِ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِيْنَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَامَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَرَ أَرْبَعًا تَابِعًا عَبْدُ الصَّمَدِ -

**৩৬০১** **আবদুল্লাহ ইবন আবু শায়বা (র)** ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ আসহাম নাজাশীর উপর জানায়ার সালাত আদায় করেন এবং চারবার তাক্বীর বলেন।

**৩৬০২** حَدَّثَنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنُ الْمُسَيْبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعِيَ لَهُمُ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْخَبَشَةَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوكُمْ لِأَخْيَكُمْ وَعَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفَّ بِهِمْ فِي الْمُصَلَّى فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا -

**৩৬০৩** যুহায়র ইবন হারব (র) ..... আবদুর রহমান ও ইবনুল মুসাইয়ার (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) তাদেরকে বলেছেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদেরকে হাবশা (ইথিওপিয়া)-এর বাদশাহ নাজাশীর মৃত্যু

সংবাদ সেদিন শুনালেন, যেদিন তিনি মারা গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের (দীনী) ভাই এর জন্য মাগফিরাত কামনা কর। আবু হুরায়রা (রা) থেকে এরূপও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবা কেরামকে নিয়ে ঈদগাহে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালেন এবং নাজাশীর উপর জানায়ার সালাত আদায় করলেন এবং তিনি চারবার তাকবীরও উচ্চারণ করলেন।

## ٢١٤٨. بَابُ تَقَاسُمُ الْمُشْرِكِينَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

২১৪৮. পরিচ্ছেদ ৪: নবী কর্মীর মৃত্যু-এর বিরুদ্ধে মুশরিকদের শপথ গ্রহণ

**٣٦٠٢** حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَرَادَ حُنَيْنًا ، مَنْزِلَنَا غَدًّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفٍ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفَرِ -

**৩৬০২** আব্দুল আয়ীয ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হৃনায়ন যুক্তে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি বললেন, আমরা আগামীকাল খায়কে বনী কেনানায অবতরণ করব 'ইনশা আল্লাহ' যেখানে তারা (কুরাইশ) সকলে কুফর ও শির্ক এর উপর অটল থাকার শপথ গ্রহণ করেছিল।

## ٢١٤٩. بَابُ قِصَّةِ أَبِي طَالِبٍ

২১৪৯. পরিচ্ছেদ ৪: আবু তালিবের ঘটনা

**٣٦٠٣** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفِيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمِّكَ فَإِنَّمَا كَانَ يَحْوِطُكَ وَيَغْضِبُ لَكَ قَالَ هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ ، وَلَوْلَا أَنَّ لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ -

**৩৬০৩** মুসান্দাদ (র) ..... আববাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা) বলেন, আমি একদিন নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আপনার চাচা আবু তালিবের কি উপকার করলেন অথচ তিনি (জীবিত থাকাবস্থায়) আপনাকে দুশ্মনের সকল আক্রমণ ও ঘড়্যন্ত প্রতিহত করে হিফায়ত করেছেন। (আপনাকে যারা কষ্ট দিয়েছে) তাদের বিরুদ্ধে তিনি অত্যন্ত স্ফুর্ক হতেন। তিনি বললেন, সে জাহানামে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত আগুনে আছে। যদি আমি না হতাম তবে সে জাহানামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করত।

٣٦.٤

حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا طَالِبَ لِمَّا حَضَرَتِهِ الْوَفَاءُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْهُ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ أَمَّا عَمُّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلْمَةُ أَحَاجِ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي أَمِيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ تَرْغَبُ عَنْ مِلَةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَمْ يَزَالَ يُكَلِّمَاهُ حَتَّى قَالَ أَخْرَ شَيْءٍ كَلَمْهُمْ بِهِ عَلَى مِلَةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَتَغْفِرُنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهَا عَنْكَ فَنَزَّلَتْ : مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَئِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، وَنَزَّلَتْ : إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحَبَّتْ -

**৩৬০৪** মাহমুদ (র) ..... ইবন মুসাইয়াব তার পিতা মুসাইয়াব (র) থেকে বর্ণনা করেন, যখন আবু তালিবের মূর্মুর অবস্থা তখন নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ তার নিকট গেলেন। আবু জেহেলও তার নিকট বসা ছিল। নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ তাকে লক্ষ্য করে বললেন, চাচাজান, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ কলেমাটি একবার পড়ুন, তাহলে আমি আপনার জন্য আল্লাহর নিকট কথা বলতে পারব। তখন আবু জেহেল ও আবদুল্লাহ ইবন আবু উমাইয়া বলল, হে আবু তালিব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে ফিরে যাবে? এরা দু'জন তার সাথে একথাটি বারবার বলতে থাকল। সর্বশেষ আবু তালিব তাদের সাথে যে কথাটি বলল, তাহল, আমি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাতের উপরেই আছি। এ কথার পর নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বললেন, আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব যে পর্যন্ত আপনার ব্যাপারে আমাকে নিমেধ করা না হয়। এ প্রসঙ্গে এ আয়াতটি নাযিল হলঃ আর্দ্ধায় স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনদের পক্ষে সংগত নয়- যখন তা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিশ্চিতই তারা জাহানামী। (৯ তওয়া ১১৩) আরো নাযিল হলঃ আপনি যাকে ভালবাসেন ইচ্ছ করলেই সংপথে আনতে পারবেন না। (২৮ কাসাস ৫৬)।

**٣٦.٥** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْهُ عَمَّهُ فَقَالَ لَعَلَهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا جُنَاحَ لِمَنْ يَأْتِي بِهِ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ -

**٣٦٠٥** آবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী করীম صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-কে বলতে শুনেছেন, যখন তাঁরই সামনে তাঁর চাচা আবু তালিবের আলোচনা করা হল, তিনিই বললেন, আশা করি কিয়ামতের দিনে আমার সুপারিশ তার উপকারে আসবে। অর্থাৎ আগন্তনের হালকা স্তরে তাকে নিষ্কেপ করা হবে, যা তার পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত পৌছবে এবং এতে তার মগ্য বলকাবে।

**٣٦.٦** حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَأْوَرِيُّ عَنْ يَزِيدَ بِهِذَا وَقَالَ تَغْلِي مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِهِ -

**٣٦٠٦** ইব্রাহীম ইবন হাময়া (র) ..... ইয়াযিদ (র)-ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং আরো বলেছেন, এর তাপে মস্তিষ্কের কেন্দ্র পর্যন্ত বলকাতে থাকবে।

**٢١٥.** بَابُ حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

২১৫০. পরিচ্ছেদ ৪ : ইসরার ঘটনা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর বাদ্যকে রজনীতে ভ্রমন করায়েছেন মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদে আক্সা পর্যন্ত

**٣٦.٧** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمَّا كَذَبَنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجَرِ وَجَلَ اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَافِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ -

৩৬০৭. ইয়াহুইয়া ইবন বুকায়ের (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছেন, যখন (মিরাজের ব্যাপারে) কুরাইশরা আমাকে অস্তীকার করল, তখন আমি কাঁবা শরীফের হিজর অংশে দাঁড়ালাম। আল্লাহ তাআলা তখন আমার সম্মুখে বায়তুল মুকাদ্দাসকে প্রকাশ করে দিলেন, যার ফলে আমি দেখে দেখে বায়তুল মুকাদ্দাসের সমৃহ নির্দশনগুলো তাদের কাছে বর্ণনা করছিলাম।

## ٢١٥١. بَابُ الْمِرَاجِ

২১৫১. পরিচ্ছেদ : মি'রাজের ঘটনা

৩৬.৮ حَدَّثَنَا هُدَبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرَى بِهِ بَيْنَمَا أَنَا فِي الْحَطَّيْمِ، وَرَبِّمَا قَالَ فِي الْحِجَرِ مُضْطَجِعًا، إِذَا تَأْتَنِي أَتٌ فَقَدْ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ، فَقَلْتُ لِلْجَارُودِ وَهُوَ إِلَى جَنْبِي مَا يَعْنِي بِهِ ؟ قَالَ مِنْ شُفْرَةِ نَحْرِهِ إِلَى شِغْرَتِهِ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مِنْ قَصَّةِ إِلَى شِعْرَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ اِيمَانًا فَغُسِّلَ قَلْبِي ثُمَّ حُشِّي ثُمَّ أُعِيدَ ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُوَنَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحَمَارِ أَبَيَضَ، فَقَالَ لَهُ الْجَارُودُ هُوَ الْبُرَاقُ يَا أَبَا حَمْزَةَ، قَالَ أَنَسٌ نَعَمْ يَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصى طَرَفِهِ فَحَمِلَتُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ مَنْ هَذَا ؟ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعِمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَفُتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، فَقَالَ هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِالْأَبْنِ

الصالح والنبي الصالح، ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح، فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابنا الخالة، قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فردا ثم قالا مرحبا بالآخر الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح، فلما خلصت إذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فردا ثم قال مرحبا بالآخر الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح، فلما خلصت إلى إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فردا ثم قال مرحبا بالآخر الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء، فلما خلصت فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه، فردا ثم قال مرحبا بالآخر الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل من

لَهَا؟ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَرْحَبَابِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصَتْ فَإِذَا مُوسَى قَالَ هَذَا مُوسَى فَسَلَمَ عَلَيْهِ فَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ فَرَدَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبَا بِالْأَخْ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، فَلَمَّا تَجَاوَزَتْ بَكَى قِيلَ لَهُ مَا يُبَكِّيْكَ؟ قَالَ أَبَكَيْتُ لَأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي، ثُمَّ صَعَدَبِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفَتَ حَاجَةً جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَرْحَبَابِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَلَمَّا خَلَصَتْ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ هَذَا أَبُوكَ فَسَلَمَ عَلَيْهِ قَالَ فَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ فَرَدَ السَّلَامَ قَالَ مَرْحَبَا بِالْأَبِنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ رُفِعَتْ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، فَإِذَا نَبِقُّهَا مِثْلُ قِلَالٍ هَجَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ أَذَانِ الْفِيلَةِ قَالَ هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهَرَانِ بِاطِنَانِ وَنَهَرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ أَمَا الْبَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَا الظَّاهِرَانِ فَالنَّيلُ وَالْفَرَاتُ ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ ثُمَّ أُتِيتُ بِأَنَاءِ مِنْ خَمْرٍ وَأَنَاءِ مِنْ لَبَنٍ وَأَنَاءِ عَسَلٍ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ هِيَ الْفَطْرَةُ أَنْتَ عَلَيْهَا وَأَمْتَكَ، ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَى الصَّلَوَاتِ خَمْسِينَ صَلَوةً كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أُمِرْتُ؟ قَالَ أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَوةً كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَوةً كُلَّ يَوْمٍ وَأَنِّي وَاللَّهِ قَدْ جَرَبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ

الْمُعَسَّلَةَ فَارْجَعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلَهُ التَّخْفِيفُ لِأَمْتَكَ فَرَجَعَتْ فَوَضَعَ  
عَنِّي عَشْرًا فَرَجَعَتْ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلُهُ فَرَجَعَتْ فَوَضَعَ عَنِّي  
عَشْرًا، فَرَجَعَتْ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلُهُ فَرَجَعَتْ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا ،  
فَرَجَعَتْ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلُهُ فَرَجَعَتْ فَأَمْرَتُ بِعَشْرِ صَلَواتٍ كُلَّ  
يَوْمٍ فَرَجَعَتْ فَقَالَ مِثْلُهُ فَرَجَعَتْ فَأَمْرَتُ بِخَمْسِ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْمٍ  
فَرَجَعَتْ إِلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أَمْرَتَ ؟ قُلْتُ أَمْرَتُ بِخَمْسِ صَلَواتٍ  
كُلَّ يَوْمٍ ، قَالَ أَنَّ أَمْتَكَ لَا تَسْتَطِعُ خَمْسَ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدْ  
جَرَبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةَ فَارْجَعْ  
إِلَى رَبِّكَ فَسَلَهُ التَّخْفِيفُ لِأَمْتَكَ قَالَ سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَخْيَيْتُ  
وَلَكِنِّي أَرْضَيْتُ وَأَسْلَمْتُ قَالَ فَلَمَّا جَاءَ زَتْ نَازِي مُنَادِيَ أَمْضَيْتُ فَرِيْضَتِي  
وَخَفَقْتُ عَنْ عِبَادِي -

**৩৬০৮** হৃদবা ইবন খালিদ (র) ..... মালিক ইবন সা'সা' (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর নবী ﷺ-কে যে রাতে তাঁকে ভ্রমণ করানো হয়েছে সে রাতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একদা আমি কা'বা ঘরের হাতিমের অংশে ছিলাম। কখনো কখনো রাবী (কাতাদা) বলেছেন, হিজরে শুয়েছিলাম। হঠাৎ একজন আগন্তুক আমার নিকট এলেন এবং আমার এস্থান থেকে সে স্থানের মধ্যবর্তী অংশটি চিরে ফেললেন। রাবী কাতাদা বলেন, আনাস (রা) কখনো কাদা (চিরলেন) শব্দ আবার কখনো শাক্কা (বিদীর্ণ) শব্দ বলেছেন। রাবী বলেন, আমি আমার পার্শ্বে বসা জারুদ (র) কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ দ্বারা কী বুঝিয়েছেন? তিনি বললেন, হলকুমের নিমদেশ থেকে নাভী পর্যন্ত। কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)কে এ-ও বলতে শুনেছি বুকের উপরিভাগ থেকে নাভির নীচ পর্যন্ত। তারপর (নবী ﷺ বলেন) আগন্তুক আমার হৃদপিণ্ড বের করলেন। তারপর আমার নিকট একটি স্বর্ণের পাত্র আনা হল যা ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। তারপর আমার হৃদপিণ্ডটি (যমযমের পানি দ্বারা) ধোত করা হল এবং ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করে যথাস্থানে পুনরায় রেখে দেয়া হল। তারপর সাদা রং এর একটি জন্ম আমার নিকট আনা হল। যা আকারে ঝচর থেকে ছোট ও গাধা থেকে বড় ছিল? জারুদ তাকে বলেন, হে আবু হামদ্যা, ইহাই কি বুরাক? আনাস (রা) বললেন, হাঁ। সে একেক কদম রাখে দৃষ্টির শেষ প্রাপ্তে। আমাকে তার উপর সাওয়ার

করানো হল। তারপর আমাকে নিয়ে জিবরাইল (আ) চললেন, প্রথম আসমানে নিয়ে এসে দরজা খোলে দিতে বললেন, জিজ্ঞাসা করা হল, ইনি কে? তিনি বললেন, জিবরাইল। আবার জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ। আবার জিজ্ঞাসা করা হল, তাকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। তখন বলা হল, তার জন্য খোশ-আমদেদ, উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তারপর আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হল। আমি যখন পৌছলাম, তখন তথায় আদম (আ) এর সাক্ষাত পেলাম। জিবরাইল (আ) বললেন, ইনি আপনার আদি পিতা আদম (আ) তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং বলবেন, নেক্কার পুত্র ও নেক্কার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। তারপর উপরের দিকে চলে দ্বিতীয় আসমানে পৌছে দরজা খুলে দিতে বললেন, জিজ্ঞাসা করা হল কে? তিনি বললেন, জিবরাইল। জিজ্ঞাসা করা হল আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ। জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ। তারপর বলা হল— তাঁর জন্য খোশ-আমদেদ। উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তারপর খুলে দেয়া হল। যখন তথায় পৌছলাম। তখন সেখানে ইয়াহুয়া ও ঈসা (আ) এর সাক্ষাত পেলাম। তাঁরা দু'জন ছিলেন পরম্পরের খালাত ভাই। তিনি (জিবরাইল) বললেন, এরা হলেন, ইয়াহুয়া ও ঈসা (আ)। তাঁদের প্রতি সালাম করুন। তখন আমি সালাম করলাম। তাঁরা জবাব দিলেন, তারপর বললেন, নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। এরপর তিনি আমাকে নিয়ে তৃতীয় আসমানের দিকে চললেন, সেখানে পৌছে জিবরাইল বললেন, খুলে দাও। তাঁকে বলা হল কে? তিনি উত্তর দিলেন, জিবরাইল (আ)। জিজ্ঞাসা করা হল আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ। জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। বলা হল, তাঁর জন্য খোশ-আমদেদ। উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তারপর দরজা খুলে দেওয়া হল। আমি তথায় পৌছে ইউসুফ (আ) কে দেখতে পেলাম। জিবরাইল বললেন, ইনি ইউসুফ (আ) আপনি তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম, তিনিও জবাব দিলেন এবং বললেন, নেক্কার ভাই, নেক্কার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। তারপর জিবরাইল (আ) আমাকে নিয়ে উর্ধ্ব-যাত্রা করলেন এবং চতুর্থ আসমানে পৌছলেন। আর (ফিরিশতাকে) দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাইল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ। জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। তখন বলা হল, তাঁর প্রতি খোশ-আমদেদ। উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তখন খুলে দেওয়া হল। আমি ইন্দীস (আ) এর কাছে পৌছলে জিবরাইল বললেন, ইনি ইন্দীস (আ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনিও জবাব দিলেন। তারপর বললেন, নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। এরপর তিনি (জিবরাইল) আমাকে নিয়ে উর্ধ্ব যাত্রা করে পঞ্চম আসমানে পৌছে হারান খুলতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাইল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি উত্তর দিলেন, মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰহُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ। জিজ্ঞাসা করা হল। তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হাঁ। বলা হল, তাঁর প্রতি খোশ-আমদেদ। উত্তম আগমনকারীর আগমন হয়েছে। তথায় পৌছে হারান (আ) কে পেলাম। জিবরাইল বললেন, ইনি হারান (আ) তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম; তিনিও জবাব দিলেন, এবং বললেন, নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। তাঁরপর আমাকে নিয়ে

যাত্রা করে ষষ্ঠ আকাশে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কে ? তিনি বললেন, জিবরাইল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল, তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ফিরিশ্তা বললেন, তার প্রতি খোশ-আমদেদ। উন্নত আগস্তুক এসেছেন। তথায় পৌছে আমি মূসা (আ) কে পেলাম। জিবরাইল (আ) বললেন, ইনি মূসা (আ)। তাকে সালাম করুন। আমি তাকে সালাম করলাম। তিনি জবাব দিলেন এবং বললেন, নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। আমি যখন অগ্রসর হলাম তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কিসের জন্য কাঁদছেন ? তিনি বললেন, আমি এজন্য কাঁদছি যে, আমার পর একজন যুবককে নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে, যার উচ্চত আমার উচ্চত থেকে অধিক সংখ্যায় জান্মাতে প্রবেশ করবে। তারপর জিবরাইল (আ) আমাকে নিয়ে সওম আকাশের দিকে গেলেন এবং দরজা খুলে দিতে বললেন, জিজ্ঞাসা করা হল এ কে ? তিনি উন্নত দিলেন, আমি জিবরাইল। আবার জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সাথে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞাসা করা হল, তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে কি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁর প্রতি খোশ-আমদেদ। উন্নত আগমনকারীর আগমন হয়েছে। আমি সেখানে পৌছে ইব্রাহীম (আ) কে দেখতে পেলাম। জিবরাইল (আ) বললেন, ইনি আপনার পিতা। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, নেক্কার পুত্র ও নেক্কার নবীর প্রতি খোশ-আমদেদ। তারপর আমাকে সিদ্রাতুল মুনতাহা পর্যন্ত উঠানো হল। দেখতে পেলাম, উহার ফল হাজর অঞ্চলের মটকার ন্যায় এবং তার পাতাগুলি এই হাতির কানের মত। আমাকে বলা হল, এ হল সিদ্রাতুল মুনতাহা (জড় জগতের শেষ প্রান্ত)। সেখানে আমি চারটি নহর দেখতে পেলাম, যাদের দু'টি ছিল অপ্রকাশ্য দু'টি ছিল প্রকাশ্য। তখন আমি জিবরাইল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ নহরগুলি কী ? তিনি বললেন, অপ্রকাশ্য দু'টি হল জান্মাতের দুইটি নহর। আর প্রকাশ্য দু'টি হল নীল নদী ও ফুরাত নদী। তারপর আমার সামনে 'আল-বায়তুল মামুর' প্রকাশ করা হল, এরপর আমার সামনে একটি শরাবের পাত্র, একটি দুধের পাত্র ও একটি মধুর পাত্র পরিবেশন করা হল। আমি দুধের পাত্রটি গ্রহণ করলাম। তখন জিবরাইল বললেন, এ-ই হয়েছে ফিতরাত (দীন-ই-ইসলাম)। আপনি ও আপনার উচ্চতগণ এর উপর প্রতিষ্ঠিত। তারপর আমার উপর দৈনিক ৫০ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হল। এরপর আমি ফিরে আসলাম। মূসা (আ) এর সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে কী আদেশ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমাকে দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের আদেশ করা হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উচ্চত দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে সমর্থ হবে না। আল্লাহর কসম। আমি আপনার আগে শোকদের পরীক্ষা করেছি এবং বনী ইসরাইলের হেদায়তের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি। তাই আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যান এবং আপনার উচ্চতের (বোঝা) হালকা করার জন্য আবেদন করুন। আমি ফিরে গেলাম। ফলে আমার উপর থেকে দশ (ওয়াক্ত সালাত) হ্রাস করে দিলেন। আমি আবার মূসা (আ) এর নিকট ফিরে এলাম তিনি আবার আগের মত বললেন, আমি আবার ফিরে গেলাম। ফলে আল্লাহ তা'আলা আরো দশ (ওয়াক্ত সালাত) কমিয়ে দিলেন। ফিরার ফথে মূসা (আ) এর নিকট পৌছলে, তিনি আবার পূর্বোক্ত কথা বললেন, আমি আবার ফিরে গেলাম। আল্লাহ তা'আলা আরো দশ (ওয়াক্ত) হ্রাস করলেন। আমি মূসা (আ) নিকট ফিরে

এলাম। তিনি আবার ঐ কথাই বললেন আমি আবার ফিরে গেলাম। তখন আমাকে প্রতিদিন দশ (ওয়াক্ত) সালাতের আদেশ দেওয়া হয়। আমি (তা নিয়ে) ফিরে এলাম। মূসা (আ) ঐ কথাই আগের মত বললেন। আমি আবার ফিরে গেলাম, তখন আমাকে পাঁচ (ওয়াক্ত) সালাতের আদেশ করা হয়। তারপর মূসার (আ) নিকট ফিরে এলাম। তিনি বললেন, আপনাকে কী আদেশ দেওয়া হয়েছে। আমি বললাম, আমাকে দৈনিক পাঁচ (ওয়াক্ত) সালাত আদায়ের আদেশ দেওয়া হয়েছে। মূসা (আ) বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পাঁচ সালাত আদায় করতেও সমর্থ হবে না। আপনার পূর্বে আমি লোকদের পরীক্ষা করেছি। বনী ইসরাইলের হোদয়েতের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি। আপনি আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য আরো সহজ করার আবেদন করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি আমার রবের নিকট (অনেকবার) আবেদন করেছি, এতে আমি লজ্জাবোধ করছি। আর আমি এতেই সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তা মেনে নিয়েছি। এরপর তিনি বললেন, আমি যখন (মূসা (আ) কে অতিক্রম করে) অগ্সর হলাম, তখন জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা দিলেন, আমি আমার অবশ্য পালনীয় আদেশটি জারি করে দিলাম এবং আমার বান্দাদের উপর লম্বু করে দিলাম।

**٣٦٩** حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ قَالَ عَمْرُو بْنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا إِلَّا أَرَيْنَاكَ الْأَفْتَنَةَ لِلنَّاسِ قَالَ هِيَ رُؤْيَا عَيْنِ أَرِيَهَارَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ قَالَ هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُومِ -

**৩৬০** [আল হুমাইদী (র) ..... ইব্ন আববাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলার বাণী “আর আমি যে দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি তা কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য” এর তাফসীরে বলেন, এটি হল চোখের দেখা চাক্ষুস যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সে রাতে দেখানা হয়েছে। যে রাতে তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছিল। ইব্ন আববাস (রা) আরো বলেন, কুরআন শরীফে যে অভিশপ্ত বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে, তা হল যাককুম বৃক্ষ।

**২১০** . بَادَ وَفُودُ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمِكَّةَ وَبَيْعَةُ الْعَقبَةِ

**২১২.** পরিচ্ছেদ ৪ মকাব (খাকাকাশীন) নবী ﷺ-এর কাছে আনসারের প্রতিনিধি দল এবং আকাবার বাস 'আত

**৩৬১** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ

شِهَابٍ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ  
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ  
مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ  
كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ  
بِطْوَلٍ قَالَ قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ وَلَقَدْ شَهَدَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ  
لِيَلَّةَ الْعَقْبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَا أَحِبُّ أَنْ لَيْ بِهَا مَشَهَدَ بَدْرٍ،  
وَأَنْ كَانَتْ بَدْرُ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا -

**৩৬১০** ইয়াহুইয়া ইবন বুকায়র (র) ..... ‘আবদুল্লাহ ইবন কা’ব (র) যিনি কা’ব এর পথ প্রদর্শক ছিলেন যখন কা’ব অঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি বলেন, আমি কা’ব ইবন মালিক (রা)-কে তাবুক যুদ্ধকালে নবী ﷺ থেকে তাঁর পশ্চাতে থেকে যাওয়ার ঘটনাটি সবিজ্ঞারে বর্ণনা করতে শুনেছি। ইবন বুকায়র তাঁর বর্ণনায় এ কথাটিও বলেন যে, কা’ব (রা) বলেছেন, আমি ‘আকাবার রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। যখন আমরা ইসলামের উপর অটল থাকার অঙ্গীকার করেছিলাম। সে রাত্রের পরিবর্তে বদর যুদ্ধে উপস্থিত হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয় নয়, যদিও বদর যুদ্ধ জনগণের মধ্যে ‘আকাবার তুলনায় অধিক আলোচিত ছিল।

**৩৬১১** حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا قَالَ سُفِيَّانُ قَالَ كَانَ عَمَرُ  
يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ شَهِدَ بِي خَالَى  
الْعَقْبَةِ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنِ عُيْنَةَ أَحَدُهُمَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ -

**৩৬১১** ‘আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... জাবির ইবন ‘আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আকাবা রাতে আমার দু’জন মামা আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইবন উয়ায়না বলেন, দু’জন মামার একজন হলেন বারা ‘ইবন মাজ্জার (রা)।

**৩৬১২** حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجَ  
أَخْبَرَهُمْ قَالَ عَطَاءُ قَالَ جَابِرٌ أَنَا وَأَبِي وَخَالِي مِنْ أَصْحَابِ الْعَقْبَةِ -

**৩৬১২** ইব্রাহীম ইবন মুসা (র) ..... ‘আতা (র) থেকে বর্ণিত যে, জাবির (রা) বলেন, আমি আমার পিতা আবদুল্লাহ এবং আমার মাঝা ‘আকাবায় (বায়’আতে) অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলাম।

**৩৬১৩** حَدَّثَنِي أَشْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ أَبْرَاهِيمْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخِي أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو ادْرِيسٍ عَائِدُ اللَّهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِيتِ مِنَ الَّذِينَ شَهِيدُوا بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمِنْ أَصْحَابِهِ لِيَلَّةَ الْعَقْبَةِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةً مِنْ أَصْحَابِهِ تَعَالَوْا بِأَيْغُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُونَ بِبُهْتَانٍ تَفْرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوَقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَاقِبَةٌ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، قَالَ فَبَأْيَعْتُهُ عَلَى ذَلِكَ -

**৩৬১৪** ইসহাক ইবন মানসুর (র) ..... আবু ইদরীস আইযুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত যে, উবাদা ইব্ন সামিত (রা) যিনি নবী ﷺ -এর সঙ্গে বদর যুক্তে এবং আকাবার রাতে উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে ছিলেন- তিনি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের একটি দলকে লক্ষ্য করে বললেন, এস তোমরা আমার কাছে একথার উপর বায়’আত কর বে, তোমরা আল্লাহ তা’আলার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, তোমরা চুরি করবে না, তোমরা ব্যাঙ্গিচার করবে না ; তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তোমরা (কারো প্রতি) অপবাদ আরোপ করবে না যা তোমরা নিজে থেকে বানিয়ে নাও, তোমরা নেক কাজে আমার নাফরমানী করবে না, তোমাদের মধ্যে যে ব্যাঙ্গি এসব শর্ত পূরণ করে চলবে সে আল্লাহর পাকের নিকট তার প্রতিদান অবশ্যই পাবে । আর যে এ সবের কোন কিছুতে লিঙ্গ হয় এবং তাকে এ কারণে দুনিয়াতে আইনানুগ শাস্তি দেয়া হয়, তবে এ শাস্তি তার জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে । আর যে ব্যাঙ্গি এ সবের কোনটিতে লিঙ্গ হল আর আল্লাহ তা গোপন রাখেন, তবে তার ব্যাপারটি আল্লাহ পাকের ওপর ন্যস্ত । তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন আর ইচ্ছা করলে মাফ করবেন । উবাদা (রা) বলেন, আমিও এসব শর্তের উপর নবী ﷺ হাতে বায়’আত করেছি ।

**٣٦١٤** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَأْيَاعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ بَأْيَعْنَاهُ عَلَى أَنَّ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَشْرِقَ وَلَا نَزِنَى وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا نَنْتَهِبَ وَلَا نَعُصِي بِالجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَإِنَّ غَشِيَّنَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ -

**৩৬১৪** কুতায়বা (র) ..... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ঐ মনোনীত প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বায়'আত গ্রহণ করেছিল। তিনি আরও বলেন, আমরা তাঁর কাছে বায়'আত গ্রহণ করেছিলাম জান্নাত লাভের জন্য যদি আমরা এই কাজগুলো করি এই শর্তে যে, আমরা আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করব না, ব্যভিচারে লিঙ্গ হব না, চুরি করব না। আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, তাকে না হক হত্যা করব না, ঝুটেরাজ করব না এবং নাফরমানী করব না। আর যদি আমরা এর মধ্যে কোনটিতে লিঙ্গ হই, তবে এর ফয়সালা আল্লাহ তা'আলার উপর ন্যস্ত।

### ٢١٥٣ . بَابُ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ ﷺ عَائِشَةَ وَقُدُومُهُ الْمَدِينَةَ وَبِنَاؤُهُ بِهَا

২১৫৩. পরিচ্ছেদ : আয়েশা (রা)-এর সঙ্গে নবী ﷺ-এর বিবাহ, তাঁর মদীনা আগমন এবং আয়েশা (রা)-এর সঙ্গে তাঁর বাসর যাগন

**٣٦١٥** حَدَّثَنِي فَرُوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجْنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتٍّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَاجٍ فَوَعِكْتُ فَمَرَّقَ شَعْرِي فَوَفَى جُمِيعَةً فَاتَّنِي أُمُّ رُومَانَ وَأَنِّي لَفِي أُرْجُوْحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبٌ لِي فَصَرَخَتْ بِي فَاتَّيْتُهَا مَا أَدْرِي

مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذْتُ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفْتُنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَأَنْهَى لَاتَّهُجْ  
حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ، ثُمَّ أَخَذْتُ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي  
وَرَأْسِي ، ثُمَّ أَدْخَلْتُنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ ، فَقُلْنَ  
عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ، وَغَلَى خَيْرٌ طَائِرٌ ، فَأَسْلَمْتُنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ  
مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرْعِنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضُحْنِي فَأَسْلَمْتُنِي إِلَيْهِ  
وَأَنَا يَوْمِئِذٍ بِنْتُ تِسْعَ سِنِينَ -

**৩৬১৫** ফারওয়া ইবন আবু মাগরা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন আমাকে বিবাহ করেন, তখন আমার বয়স ছিল ছয় বছর। তারপর আমরা মদীনায় এলাম এবং বনু হারিস গোত্রে অবস্থান করলাম। সেখানে আমি জুরে আক্রান্ত হলাম। এতে আমার চুল পড়ে গেল। (সুস্থ হওয়ার) পরে যখন আমার মাথার সামনের চুল জমে উঠল। সে সময় আমি একদিন আমার বাস্তুবীদের সাথে দোলনায় খেলা করছিলাম। তখন আমার মাতা উপরে ঝুমান আমাকে উচ্চস্থরে ডাকলেন। আমি তাঁর কাছে এলাম। আমি বুঝতে পারিনি, তার উদ্দেশ্য কি? তিনি আমার হাত ধরে ঘরের দরজায় এসে আমাকে দাঢ় করালেন। আর আমি হাঁফাছিলাম। অবশেষে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুটা স্থির হল। এরপর তিনি কিছু পানি নিলেন এবং এর দ্বারা আমার মুখমণ্ডল ও মাথা মাসেহ করে দিলেন। তারপর আমাকে ঘরের ভিতর প্রবেশ করালেন। সেখানে কয়েকজন আনসরী মহিলা ছিলেন। তাঁরা বললেন, (তোমার আগমন) কল্যাণময়, বরকতময় এবং সৌভাগ্যময় হটক। আমাকে তাদের কাছে সোপর্দ করে দিলেন। তাঁরা আমার অবস্থান ঠিকঠাক করে দিলেন, তখন ছিল পূর্বাহ । হাঁৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আগমন আমাকে সচকিত করে তুলল। তাঁরা আমাকে তাঁর কাছে সোপর্দ করে দিলেন। সে সময় আমি নয় বছরের বালিকা।

**৩৬১৬** حَدَّثَنَا مُعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا أَرِيْتُكِ فِي الْمَنَامِ  
مَرَّتِينِ أَرَى أَنِّي فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ وَيَقُولُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَاكْشِفُ  
عَنْهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ أَنِّيْكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِيْهِ -

**৩৬১৬** مু'আল্লা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে বলেন, দু'বার তোমাকে আমায় স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। আমি দেখলাম, তুমি একটি-রেশমী বস্ত্রে বেষ্টিত এবং আমাকে বলছে ইনি

আপনার স্ত্রী, আমি তার ঘুমটা সরিয়ে দেখলাম, সে মহিলা তুমই। তখন আমি (মনে মনে) বলছিলাম, যদি তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তবে তিনি তা কার্যকরী করবেন।

٣٦١٧

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ اسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تُوْفِيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثَ سِنِينَ فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعَ سِنِينَ -

৩৬১৭ উবায়েদ ইবন ইসমাইল (র) ..... হিশাম এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর মদীনার দিকে বেরিয়ে আসার তিন বছর আগে খাদীজা (রা)-এর ওফাত হয়। তারপর দু'বছর অথবা এর কাছাকাছি সময় অপেক্ষা করে তিনি আয়েশা (রা)-কে বিবাহ করেন। যখন তিনি ছিলেন হয় বছরের বালিকা, তারপর নয় বছর বয়সে বাসর উদ্ঘাপন করেন।

২১৫৪. بَابُ هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَاصْحَابِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ زَيْدٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَأَيْتُ فِي الْكَنَّامِ أَنِّي أَهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضِ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهَلَّى إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرْ فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَشْرِبُ

২১৫৪. পরিচ্ছেদ ৪: নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের মদীনায় হিজরত। আবদুল্লাহ ইবন যায়েদ ও আবু হুয়ায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যদি হিজরতের ফয়েলত না হত তবে আমি আনসারদেরই একজন হতাম। আবু মুসা (রা) নবী কর্যাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, আমি বাপ্পে দেখলাম যে, আমি মক্কা থেকে হিজরত করছি এমনস্থানে যেখানে খেজুর বাগান রয়েছে। আমার ধারণা হল যে, তা হবে ইয়ামামা কিংবা হাজর। পরে প্রকাশ পেল যে, তা মদীনা-ইয়াস্বাব

٣٦١٨

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ عُذْنَا خَبَابًا فَقَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نُرِيدُ

وَجْهَ اللَّهِ فَوْقَ أَجْرِنَا عَلَى اللَّهِ فَمَنَا مَنْ مَضِيَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَجْرِهِ  
شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعِبٌ بَنْ عَمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أَحُدٍ وَتَرَكَ نَمْرَةً فَكُنَّا إِذَا  
غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ بَدَأَ رِجْلَيْهِ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَأَ رَأْسَهُ فَأَمْرَنَا  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُفَطِّرِ رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ أُخْرِ  
وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعْتَ لَهُ ثَمَرَتَهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا -

**৩৬১৮** হুমায়দী (র) ..... আবু ওয়াইল (রা) বলেন, আমরা পীড়িত খাবাব (রা)-কে দেখতে গেলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে হিজরত করেছিলাম—আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। আল্লাহর নিকট আমাদের সাওয়াব রয়েছে। তবে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ কোন প্রতিদানের কিছু না নিয়েই চলে গেছেন। এদের মধ্যে ছিলেন মুস'আব ইব্ন উমায়ের (রা)। তিনি ওহোদের দিন শহীদ হন। তিনি একখানা চাদর রেখে যান। আমরা যখন (কাফন হিসাবে) এটি দিয়ে তাঁর মাথা ঢেকে দিতাম, তখন তাঁর মাথা বেরিয়ে পড়ত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিলেন যে, আমরা যেন তাঁর মাথা ঢেকে দিই এবং তাঁর পায়ের উপর কিছু ইয়খির (ঘাস) রেখে দিই। আর আমাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ রয়েছেন, যাদের ফল পরিপক্ক হয়েছে এবং তারা তা পেড়ে থাচ্ছেন।

**৩৬১৯** حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ  
مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ سَمِعَتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ  
إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ وَمَنْ  
كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ -

**৩৬১৯** মুসাদ্দাদ (র) ..... উমর (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আমলের ফলাফল নির্ভর করে নিয়াতের উপর। সুতরাং যার হিজরত হয় দুনিয়া লাভের জন্য কিংবা কোন স্তুলোককে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তবে তার হিজরত হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে তার। আর যার হিজরত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে, তবে তার হিজরত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরই জন্য।

**٣٦٢٠** حَدَّثَنِي إِشْحَقُ بْنُ يَزِيدَ الدَّمْشَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرُونَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبَرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَحَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ زَرَّتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْلَّيْثِيِّ فَسَأَلَنَا هَا عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَتْ لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَفِرُّونَ أَهْدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَالْيَوْمَ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ -

**٣٦٢١** ইসহাক ইবন ইয়াকীদ দামেশ্কী (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলতেন, (মুক্তা) বিজয়ের পর হিজরতের কোন প্রয়োজন নেই। আওয়ায়ী 'আতা (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি উবায়দ ইবন উমায়র লাইসী (রা)-এর সঙ্গে আয়েশা (রা) এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তারপর তাঁকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এখন হিজরতের কোন প্রয়োজন নেই। অতীতে মু'মিনদের কেউ তার দীনের জন্য তার প্রতি ফিত্নার ভয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি হিজরত করতেন আর আজ আল্লাহ ইসলামকে বিজয়ী করেছেন। এখন কোন মু'মিন তার রবের ইবাদত যেখানে ইচ্ছা (নির্বিস্তরে) করতে পারে। তবে জিহাদ ও নিয়াত (কল্যাণ ও ফর্মালতের) রয়েছে।

**٣٦٢١** حَدَّثَنِي زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ هِشَامٌ فَأَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ سَعْدًا قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَجَاهِدَهُمْ فِيْكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَبُوا رَسُولَكَ ﷺ وَأَخْرَجُوهُ ، اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ وَقَالَ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ مِنْ قَوْمٍ كَذَبُوا نَبِيًّكَ وَأَخْرَجُوهُ مِنْ قُرَيْشٍ -

**৩৬২১** যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহুয়া (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (খন্দকের যুদ্ধে  
মারাঞ্চকভাবে আহত হওয়ার পর) সাদ (রা) দু'আ করলেন, ইয়া আল্লাহ্ আপনি ত জানেন, আমার নিকট  
আপনার রাহে এ কাওমের বিরুদ্ধে, যারা আপনার রাসূলকে অবিশ্঵াস করেছে ও তাঁকে (মাতৃভূমি থেকে)  
বিতাড়িত করেছে জিহাদ করা এত প্রিয় যত্তুকু অন্য কারো বিরুদ্ধে নয়। ইয়া আল্লাহ্ আমার ধারণা আপনি  
আমদের ও তাদের মধ্যকার লড়াই খতম করে দিয়েছেন। আবান ইব্ন ইয়ায়ীদ (র) .... আয়েশা (রা)  
থেকে বর্ণিত যে, সে কাওম যারা তোমার নবী সুন্নত উচ্চারণ -কে অবিশ্বাস করেছে এবং তাঁকে (স্বদেশ থেকে)  
বের করে দিয়েছে, তারা কুরাইশ গোত্রে।

٣٦٢٢ حدَثَنِي مَطْرُبُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَثَنَا هَشَامٌ قَالَ حَدَثَنَا عَكْرِمَةُ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بُعْثَرَتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَرْبَعِينَ سَنَةً فَمَكُثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوحَى إِلَيْهِ ثُمَّ أَمْرَى الْهِجْرَةَ فَهَاجَرَ عَشْرَ سَنِينَ وَمَاتَ وَهُوَ أَبْنُ ثَلَاثَ وَسَتِينَ -

**৩৬২২** মাতার ইব্ন ফাযল (র) ..... ইব্ন আবিসাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ত্রয়োদশ জন্ম করেন এবং প্রথমে দেওয়া হয় চল্লিশ বছর বয়সে, এরপর তিনি তের বছর মৃত্যু অবস্থান করেন। এ সময় তার প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছিল। তারপর হিজরতের নির্দেশ পান। এবং হিজরতের পর দশ বছর (মদীনায়) অবস্থান করেন। আর তিনি তেষটি বছর বয়সে ইস্তিকাল করেন।

٣٦٢٣ حَدَّثَنِي مَطْرُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا رُوحٌ أَبْنُ هَبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَا بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دَيْنَارٍ عَنْ أَبْنِ عَبَاسٍ قَالَ مَكَّتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةً وَتُوْفِيَ وَهُوَ أَبْنُ ثَلَاثَ وَسَتِينَ

**৩৬২৬** মাতার ইবন ফাযাল (র) ..... ইবন 'আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ প্রবর্তন করেন যে মক্কায় তের বছর অবস্থান করেন। আর তিনি তিষ্ঠি বছর বয়সে ইষ্টিকাল করেন।

٣٦٢٤ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ  
مُولَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ يَعْنَى ابْنَ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ  
الْخُدْرَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ  
جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ :

إِنَّ عَبْدًا خَيْرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهِ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا  
عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ، فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: فَدَيْنَاكَ بِأَبَائِنَا  
وَأَمْهَاتِنَا فَعَجَبَنَا لَهُ وَقَالَ النَّاسُ انْظُرُوهُ إِلَى هَذَا الشَّيْخِ يُخْبِرُ  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَبْدٍ خَيْرٍ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهِ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا  
وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ وَهُوَ يَقُولُ فَدَيْنَاكَ بِأَبَائِنَا وَأَمْهَاتِنَا، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ  
ﷺ هُوَ الْمُخْيَرُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمُنَا بِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
إِنَّ مِنْ أَمْنِ النَّاسِ عَلَى فِي صُحْبَتِهِ وَمَا لِهِ أَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا  
خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَا تَخَذَنْ أَبَا بَكْرٍ إِلَّا خُلَّةُ الْإِسْلَامِ لَا يَبْقَيْنَ فِي الْمَسْجِدِ  
خَوْخَةً إِلَّا خَوْخَةً أَبِي بَكْرٍ -

**৩৬২৪** ইসমাইল ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিস্ত্রে বসলেন এবং বললেন, আল্লাহ তার এক বান্দাকে দুটি বিশয়ের একটির ইথিতিয়ার দিয়েছেন। তার একটি হল- দুনিয়ার ভোগ-সম্পদ আর একটি হল আল্লাহর নিকট যা রক্ষিত রয়েছে। তখন সে বান্দা আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তাই পছন্দ করলেন। একথা শুনে, আবু বকর (রা) কেঁদে ফেললেন, এবং বললেন, আমাদের পিতা-মাতাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করলাম। তাঁর অবস্থা দেখে আমরা বিশ্বিত হলাম। লোকেরা বলতে লাগল, এ বৃক্ষের অবস্থা দেখ রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বান্দা সম্বন্ধে খবর দিলেন যে, তাকে আল্লাহ পার্থিব ভোগ-সম্পদ দেওয়ার এবং তার কাছে যা রয়েছে, এ দু'য়ের মধ্যে ইথিতিয়ার দিলেন আর এই বৃক্ষ বলছে, আপনার জন্য আমাদের মাতাপিতা উৎসর্গ করলাম। (প্রকৃতপক্ষ) রাসূলুল্লাহ ﷺ -ই হলেন সেই ইথিতিয়ার প্রাপ্ত বান্দা। আর আবু বকর (রা)ই হলেন আমাদের মধ্যে সবচাইতে বিজ্ঞ ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি তার সাহচর্য ও মাল দিয়ে আমার প্রতি সর্বাধিক ইহসান করেছেন তিনি হলেন আবু বকর (রা)। যদি আমি আমার উম্মতের কোন ব্যক্তিকে অন্তরঙ্গ বস্তুরপে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বকরকেই করতাম। তবে তার সঙ্গে আমার ইসলামী ভাত্তের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মসজিদের দিকে আবু বকর (রা) এর দরজা ছাড়া অন্য কারো দরজা খোলা থাকবে না।

**৩৬২৫** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ أَبْنُ  
شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ

النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ لَمْ أَعْقُلْ أَبْوَى قَطُّ ، إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ ، وَلَمْ  
يَمْرُّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِيَنَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَرَفَ النَّهَارَ بُكْرَةً  
وَعَشِيَّةً ، فَلَمَّا ابْتَلَى الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوًا أَرْضِ  
الْحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرَكَ الْفَمَادِ لَقِيَهُ أَبْنُ الدَّغْنَةِ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ ،  
فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْرَجْنِي قَوْمِيْ ، فَأَرِيدُ أَنْ  
أَسْيَحَ فِي الْأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّيْ ، قَالَ أَبْنُ الدَّغْنَةِ فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا  
يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمُعْدَمَ وَتَصِيلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ  
وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتَعِينُ عَلَى نُوَائِبِ الْحَقِّ ، فَأَنَّالَكَ جَارٌ ، ارْجِعْ وَاعْبُدْ  
رَبُّكَ بِبَلَدِكَ ، فَرَجَعَ وَأَرْتَحَ مَعَهُ أَبْنُ الدَّغْنَةِ فَطَافَ أَبْنُ الدَّغْنَةِ  
عَشِيَّةً فِي أَشْرَافِ قُرَيْشٍ ، فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ مِثْلَهُ  
وَلَا يُخْرَجُ أَتُخْرِجُونَ رَجُلًا يَكْسِبُ الْمُعْدَمَ وَيَصِيلُ الرَّحْمَ وَيَحْمِلُ الْكَلَّ  
وَيَقْرِي الضَّيْفَ وَيَعِينُ عَلَى نُوَائِبِ الْحَقِّ ، فَلَمْ تُكَذِّبُ قُرَيْشٌ بِجَوَارِ  
أَبْنِ الدَّغْنَةِ وَقَالُوا لِأَبْنِ الدَّغْنَةِ مُرِّ أَبَا بَكْرٍ فَلَيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ  
فَلَيُصِيلْ فِيهَا وَلَيَقْرَأْ مَا شَاءَ وَلَا يُؤْذِنَا بِذَلِكَ وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِهِ  
فَأَنَّا نَخْشِي أَنْ يُفْتَنَ نِسَاءَنَا ، وَأَبْنَاءَنَا ، فَقَالَ ذَلِكَ أَبْنُ الدَّغْنَةِ لَا يَبْغِي  
بَكْرٍ ، فَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ بِذَلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِصَلَاتِهِ وَلَا  
يَقْرَأُ فِي غَيْرِ دَارِهِ ، ثُمَّ بَدَا لَبِي بَكْرٍ فَابْتَئَنَى مَسْجِدًا بِفَنَاءِ دَارِهِ وَكَانَ  
يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَتَقَدَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ  
وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَاءً لَا يَمْلِكُ

عَيْنِيهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ وَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ،  
 فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغْنَةَ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا إِنَّا كُنَّا أَجْرَتَنَا أَبَا بَكْرِ  
 بِجَوَارِكَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ فَابْتَنَى مَسْجِدًا  
 بِفِنَاءِ دَارِهِ فَاعْمَلَنَ بِالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهِ ، وَإِنَّا قَدْ خَشِيَّنَا أَنْ يَفْتَنَ  
 نِسَاءَنَا وَآيَنَاهُنَا فَانْهَهُ فَانَّ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي  
 دَارِهِ ، فَعَلَ وَإِنْ أَبْيَ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ بِذَلِكَ ، فَسَلَّمَهُ أَنْ يَرُدُّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ فَانِّي  
 قَدْ كَرِهْنَا أَنْ تُخْفِرَكَ ، وَلَسْنَا مُقْرِيْنَ لِأَبِي بَكْرٍ أَلِسْتَ عَلَانَ ، قَالَتْ  
 عَائِشَةُ فَأَتَى ابْنُ الدَّغْنَةِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَاقَدْتُ لِكَ  
 عَلَيْهِ ، فَإِنَّمَا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى ذِمَّتِي فَانِّي  
 لَا أَحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ اتِّي أَخْفِرْتُ فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ ، فَقَالَ أَبُو  
 بَكْرٍ فَانِّي أَرْدُدُ إِلَيْكَ جِوَارِكَ وَأَرْضِي بِجَوَارِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالثَّبِيْ  
 عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ بِمِكَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمُسْلِمِينَ اتِّي أُرِيَّتُ دَارَ هِجْرَتُكُمْ  
 ذَاتَ نَحْلٍ بَيْنَ لَا بَيْنَ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبْلَ الْمَدِيْنَةِ  
 وَرَجَعَ عَامَّةً مَنْ كَانَ هَاجَرَ بَارِضَ الْحَبَشَةِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَتَجَهَّزَ أَبُو  
 بَكْرٍ قِبْلَ الْمَدِيْنَةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رِسْلِكَ فَانِّي أَرْجُو أَنْ  
 يُؤْذَنَ لِي ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بَأَبِي أَنْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ ،  
 فَخَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيَضْحَبَهُ ، وَعَلَفَ  
 رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمْرُ وَهُوَ الْخَبْطُ أَرْبَعَةَ أَشْهَرٍ ، قَالَ ابْنُ  
 شِهَابٍ قَالَ عُرُوهَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسُ فِي بَيْتِ

أَبِي بَكْرٍ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَاتِلُ لَابْنِي بَكْرٍ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَقْنَعًا فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِدَاءُهُ أَبِي وَأُمِّي، وَاللَّهُ مَاجَأَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمْرٌ قَالَتْ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَابْنِي بَكْرٍ أَخْرِجْ مِنْ عِنْدِكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بِإِبْرِي أَنْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ، قَالَ فَانِي قَدْ أَذِنْ لِي فِي الْخُرُوقِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّحَابَةُ بِإِبْرِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَخُذْ بِإِبْرِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدِي رَاحَلَتِي هَاتَيْنِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالثَّمَنِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَجَهَزَنَا هُمَا أَحَثَ الْجِهَازِ وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَى فَمِ الْجِرَابِ، فَبِذَلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتُ النِّطَاقِ، قَالَتْ ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ فِي جَبَلِ شَوْرِ، فَكَمَنَا فِيهِ ثَلَاثَ لِيَالٍ يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌ ثَقِيفٌ لَقِنٌ فَيُدْلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحْرٍ فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ فَلَا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكْتَادَانِ بِهِ الْأَوْعَادُ حَتَّى يَأْتِيهِمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حَينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهْيَرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ فَيُرِيَحُهَا عَلَيْهِمَا حَينَ يَذَهَبُ سَاعَةً مِنَ الْعَشَاءِ فَيَبِيَّتَانِ فِي رِشْلٍ وَهُوَ لَبَنٌ مِنْحَتَهُمَا وَرَضِيَّفَهُمَا حَتَّى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهْيَرَةَ بِغَلَسٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ الْلِيَالِيِّ الْثَلَاثِ، وَأَشْتَأْجِرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي

الدِّيْلِ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدَىٰ هَادِيَا خَرِيْتَا ، وَالْخَرِيْتُ الْمَاهِرُ  
 بِالْهِدَايَةِ قَدْ غَمَسَ حِلْفًا فِي أَلِ الْعَاصِبِ بْنِ وَائِلِ السَّهْمِيِّ وَهُوَ عَلَى  
 دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ ، فَأَمِنَاهُ فَدَفَعْنَا إِلَيْهِ رَاحِلَتِهِمَا وَوَاعِدَاهُ غَارَ ثُورِ  
 بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتِهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ  
 فُهَيْرَةَ الدَّلِيلُ فَأَخَذَ بِهِمْ عَلَى طَرِيقِ السَّوَاحِلِ ، قَالَ ابْنُ شَهَابٍ  
 وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَالِكَ الْمَذْلُجِيُّ ، وَهُوَ ابْنُ أَخِي سُرَاقَةَ بْنِ  
 مَالِكٍ بْنِ جُعْشَمٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشَمَ يَقُولُ  
 جَاءَنَا رَسُولُ كُفَّارِ قُرَيْشٍ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَى وَآبَيِّ بَكْرِ دِيَةً  
 كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ قَتْلَهُ أَوْ أَسْرَهُ فَبَيْنَمَا آنَا جَالِسٌ فِي مَجَلِسٍ مِنْ  
 مَجَالِسِ قَوْمِيِّ بَنِي مُذْلِجٍ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ  
 جُلُوسٌ ، فَقَالَ يَا سُرَاقَةَ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنَّفَا أَسْوَدَةَ بِالسَّاحِلِ أَرَاهَا  
 مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ ، قَالَ سُرَاقَةُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ فَقُلْتُ لَهُ أَنَّهُمْ  
 لَيْسُو بِهِمْ وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا اِنْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا ثُمَّ لَبِثْتُ فِي  
 الْمَجَلِسِ سَاعَةً ، ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ فَأَمَرْتُ جَارِيَتِيَّ أَنْ تَخْرُجَ  
 بِفَرَسِيِّ وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكْمَةٍ فَتَخَبِّسَهَا عَلَىٰ وَأَخْذَتُ رُمْحِي فَخَرَجْتُ  
 بِهِ مِنْ ظَهَرِ الْبَيْتِ ، فَخَطَطْتُ بِزُجَّهُ الْأَرْضَ ، وَخَفَضْتُ عَالِيَّةً ، حَتَّى  
 أَتَيْتُ فَرَسِيِّ فَرَكِبْتُهَا فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّبَ بِي حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُمْ فَعَثَرْتُ  
 بِي فَرَسِيِّ فَخَرَرْتُ عَنْهَا فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِي إِلَى كِنَانَتِي  
 فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الْأَزْلَامَ فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا أَضْرُهُمْ أَمْ لَا ، فَخَرَجَ الْذِي

أَكْرَهُ فَرَكِبَتُ فَرَسِيًّا وَعَصَيَتُ الْأَزْلَامَ تُقْرِبُ حَتَّىٰ إِذَا سَمِعَتُ قِرَاءَةَ  
 رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ وَأَبُو بَكْرٍ يُكْثِرُ الْأَلْتَفَاتَ سَاخَّتْ يَدًا  
 فَرَسِيًّا فِي الْأَرْضِ حَتَّىٰ بَلَغَتَا الرُّكُبَيْنِ فَخَرَرَتْ عَنْهَا ثُمَّ زَجَرَتْهَا  
 فَنَهَضَتْ فَلَمْ تَكُنْ تُخْرِجُ يَدِيهَا فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً إِذَا لَا تِرْ يَدِيهَا  
 عَبَارٌ سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ فَاسْتَقْسَمَتْ بِالْأَزْلَامَ فَخَرَجَ  
 الَّذِي أَكْرَهُ فَنَادَيْتُهُمْ بِالْأَمَانِ فَوَقَفُوا فَرَكِبَتُ فَرَسِيًّا حَتَّىٰ جِئْتُهُمْ  
 وَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنَ الْحَبْسِ عَنْهُمْ أَنْ سَيَظْهَرُ  
 أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ أَنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيْكَ الدِّيَةَ  
 وَأَخْبَرْتُهُمْ أَخْبَارًا مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ  
 فَلَمْ يَرْزَأْنِي وَلَمْ يَسْأَلَنِي إِلَّا أَنْ قَالَ أَخْفِ عَنِّي ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي  
 كِتَابَ أَمْنٍ ، فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ فِي رُقْعَةٍ مِنْ آدَمٍ ثُمَّ مَضَى  
 رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ ابْنِ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ أَنَّ رَسُولَ  
 اللَّهِ عَلَيْهِ لَقِيَ الزُّبَيرَ فِي رَكْبِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا تِجَارًا قَافِلَيْنَ مِنَ  
 الشَّامَ ، فَكَسَى الزُّبَيرُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَبَا بَكْرٍ ثِيَابًا بَيَاضًا وَسَمِعَ  
 الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ مَخْرَجَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مَكَّةَ فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ  
 غَدَاءً إِلَى الْحَرَةِ ، فَيَنْتَظَرُونَهُ حَتَّىٰ يَرْدُهُمْ حَرَّ الظَّهِيرَةِ ، فَانْقَلَبُوا  
 يَوْمًا بَعْدَ مَا أطَالُوا انتِظارَهُمْ فَلَمَّا أَوْتُمُ إِلَيْهِ بُيُوتَهُمْ أَوْ فِي رَجُلٍ مِنْ  
 يَهُودَ عَلَى أُطْمِ منْ أطَامِهِمْ لِأَمْرٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَبَصَرَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ  
 وَآشْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ فَلَمْ يَمْلِكْ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ

بَاعْلَى صَوْتِهِ يَا مَعَاشِرَ الْغَرَبِ هُذَا جَدُّكُمُ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ، فَثَارَ  
 الْمُسْلِمُونَ إِلَى السَّلَاحِ فَتَلَقَّوْا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ بِظَهَرِ الْحَرَةِ، فَعَدَلَ  
 بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ وَذَلِكَ يَوْمُ  
 الْأَثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّاسِ وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ  
 عَلَيْهِ صَامِتًا، فَطَفَقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الْأَنْصَارِ، مِمْنُ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ  
 يَجِئُ أَبَا بَكْرٍ، حَتَّى أَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَاقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ  
 حَتَّى ظَلَلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْدَ ذَلِكَ  
 فَلَبِثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي بَنِي عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ بِضَعْ عَشَرَةَ لَيْلَةً  
 وَأَسَسَ الْمَسْجِدَ الَّذِي أَسِسَ عَلَى التَّقْوَى وَصَلَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ  
 ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ  
 الرَّسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ  
 الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ مَرْبِدًا لِلتَّمْرِ لِسُهْيَلٍ وَسَهْلِ غَلَامِينَ يَتَيَمَّمُونَ فِي  
 حَجَرِ أَسْعَدِ بْنِ زُرَارَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتَهُ  
 هُذَا اَنْ شَاءَ اللَّهُ الْمُنْتَزِلُ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْفَلَامِينَ فَسَأَوْمَهَمَا  
 بِالْمَرْبِدِ لِيَتَخَذَهُ مَسْجِدًا، فَقَالَ أَبُلْ نَهْبَهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ بَنَاهُ.  
 مَسْجِدًا، وَطَفَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْلَّبَنَ فِي بُنْيَانِهِ وَيَقُولُ  
 وَهُوَ يَنْقُلُ الْلَّبَنَ : هُذَا الْحَمَالُ لَأَحْمَالَ خَيْبَرَ، هُذَا أَبْرُرُ بَنَا وَأَطْهَرَ  
 وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ اِنَّ الْاجْرَ أَجْرُ الْآخِرَةِ، فَارْحَمْ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ  
 فَتَمَثَّلَ بِشِعْرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَّ لِئَلَّا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ

يَبْلُغُنَا فِي الْأَحَادِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَمَثَّلَ بِبَيْتٍ شِعْرٍ تَامٌ غَيْرَ  
هُذِهِ الْأَبْيَاتِ -

**৩৬২৫** ইয়াহইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... নবী সহস্রিংগী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার মাতা পিতাকে কখনো ইসলাম ব্যক্তিত অন্য কোন দীন পালন করতে দেখি নি এবং এমন কোন দিন অতিবাহিত হয়নি যেদিন সকালে কিংবা সন্ধ্যার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বাড়ীতে আসেন নি। যখন মুসলমানগণ (মুশ্রিকদের নির্যাতনে) অতিষ্ঠ হয়ে পড়লেন, তখন আবু বকর (রা) হিজরত করে আবিসন্নিয়ায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন। অবশেষে বারকুল গিমাদ (নামক স্থানে) পৌছলে ইব্ন দাগিনার সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। সে ছিল তার গোত্রের নেতা। সে বলল, হে আবু বকর, কোথায় যাচ্ছেন? উত্তরে আবু বকর (রা) বললেন, আমার স্ব-জাতি আমাকে বের করে দিয়েছে। তাই আমি মনে করছি, পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াব এবং আমার প্রতিপালকের ইবাদত করব। ইব্ন দাগিনা বলল, হে আবু বকর (রা) আপনার মত ব্যক্তি (দেশ থেকে) বের হতে পারে না এবং বের করাও হতে পারে না। আপনি তো নিঃস্বদের জন্য উপার্জন করে দেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অক্ষমদের বোৰা নিজে বহন করেন, মেহমানের মেহমানদারী করে থাকেন এবং সত্য পথের পথিকদের বিপদ আপনে সাহায্য করেন। সুতরাং আমি আপনাকে আশ্রয় দিছি, আপনাকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতার অঙ্গীকার করছি। আপনি ফিরে যান এবং নিজ শহরে আপনার রবের ইবাদত করুন। আবু বকর (রা) ফিরে এলেন। তাঁর সঙ্গে ইব্ন দাগিনাও এল। ইব্ন দাগিনা বিকেল বেলা কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নিকট গেল এবং তাদের বলল, আবু বকরের মত লোক দেশ থেকে বের হতে পারে না এবং তাকে বের করে দেওয়া যায় না। আপনারা কি এমন ব্যক্তিকে বের করবেন, যে নিঃস্বদের জন্য উপার্জন করেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অক্ষমের বোৰা নিজে বহন করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং ন্যায়ের উপর থাকার দরুন বিপদ এলে সাহায্য করেন। ইব্ন দাগিনার আশ্রয়দান কুরাইশগণ মেনে নিল, এবং তারা ইব্ন দাগিনাকে বলল, তুমি আবু বকরকে বলে দাও, তিনি যেন তাঁর রবের ইবাদত তাঁর ঘরে করেন। সালাত তথায়ই আদায় করেন, ইচ্ছা মাফিক কুরআন তিলাওয়াত করেন। কিন্তু এর দ্বারা আমাদের যেন কষ্ট না দেন। আর এসব যেন প্রকাশ্যে না করেন। কেবলমা, আমরা আমাদের যেয়েদের ও ছেলেদের ক্ষিত্ত্বায় পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করি। ইব্ন দাগিনা এসব কথা আবু বকর (রা)-কে বলে দিলেন। সে মতে কিছুকাল আবু বকর (রা) নিজের ঘরে তাঁর রবের ইবাদত করতে লাগলেন। সালাত প্রকাশ্যে আদায় করতেন না এবং ঘরেই কোরআন তিলাওয়াত করতেন। এরপর আবু বকরের মনে (একটি মসজিদ নির্মাণের কথা) উদিত হল। তাই তিনি তাঁর ঘরের পাশেই একটি মসজিদ তৈরী করে নিলেন। এতে তিনি সালাত আদায় করতে ও কুরআন পড়তে লাগলেন। এতে তার কাছে মুশর্রিক মহিলা ও যুবকগণ ঝীড় জমাতে লাগল। তারা আবু বকর (রা)-এর একাজে বিশ্বিত হত এবং তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকত। আবু বকর (রা) ছিলেন একজন ক্রন্দনশীল ব্যক্তি, তিনি যখন কুরআন পড়তেন তখন তাঁর চোখের অশ্রু সামলিয়ে রাখতে পারতেন না। এ ব্যাপারটি মুশর্রিকদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় কুরাইশদের আতঙ্কিত করে তুলল এবং তারা ইব্ন দাগিনাকে

ডেকে পাঠান। সে এল। তারা তাকে বলল, তোমার আশ্রয় প্রদানের কারণে আমরাও আবৃ বকরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। এই শর্তে যে, তিনি তাঁর রবের ইবাদত তাঁর ঘরে করবেন কিন্তু সে শর্ত তিনি লংঘন করেছেন এবং নিজ গৃহের পাশে একটি মসজিদ তৈরী করে প্রকাশ্যে সালাত ও তিলওয়াত আরম্ভ করেছেন। আমাদের তয় হচ্ছে, আমাদের মহিলা ও স্ত্রীরা ফিতনায় পড়ে যাবে। কাজেই তুমি তাঁকে নিষেধ করে দাও। তিনি তাঁর রবের ইবাদত তাঁর গৃহে সীমাবদ্ধ রাখতে পছন্দ করলে, তিনি তা করতে পারেন। আর যদি তিনি তা অঙ্গীকার করে প্রকাশ্যে তা করতে চান তবে তাঁকে তোমার আশ্রয় প্রদান ও দায় দায়িত্বকে প্রত্যাপণ করতে বল। আমরা তোমার আশ্রয় প্রদানের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করাকে অত্যন্ত অপছন্দ করি, আবার আবৃ বকরকেও এভাবে প্রকাশ্যে ইবাদত করার জন্য ছেড়ে দিতে পারিনা। আয়েশা (রা) বলেন, ইব্ন দাগিনা এসে আবৃ বকর (রা)-কে বলল, আপনি অবশ্যই জানেন যে, কী শর্তে আমি আপনার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলাম। আপনি হয়ত তাতে সীমিত থাকবেন অন্যথায় আমার জিম্মাদরী আমাকে ফিরত দিবেন। আমি এ কথা আদৌ পছন্দ করিনা যে আমার সাথে চুক্তিবদ্ধ এবং আমার আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ আরববাসীর নিকট প্রকাশিত হউক। আবৃ বকর (রা) তাকে বললেন, আমি তোমার আশ্রয় তোমাকে ফিরিয়ে দিছি। আমি আমার আল্লাহর আশ্রয়ের উপর সন্তুষ্ট আছি। এ সময় নবী ﷺ মকায় ছিলেন। নবী ﷺ মুসলিমদের বললেন, আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থান (স্বপ্নে) দেখান হয়েছে। সে স্থানে খেজুর বাগান রয়েছে এবং তা দুইটি প্রস্তরময় প্রাঞ্চরে অবস্থিত। এরপর যারা হিজরত করতে চাইলেন, তাঁরা মদীনার দিকে হিজরত করলেন। আর যারা হিজরত করে আবিশ্বিনিয়ায় চলে গিয়েছিলেন, তাদেরও অধিকাংশ সেখান থেকে ফিরে মদীনায় চলে আসলেন। আবৃ বকর (রা) ও মদীনায় দিকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি অপেক্ষা কর। আশা করছি আমাকেও অনুমতি দেওয়া হবে। আবৃ বকর (রা) বললেন, আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান! আপনিও কি হিজরতের আশা করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন আবৃ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভের জন্য নিজেকে হিজরত থেকে বিরত রাখলেন এবং তাঁর নিকট যে দু'টি উট ছিল এ দুটি চার মাস পর্যন্ত (ঘরে রেখে) বাবলা গাছের পাতা (ইত্যাদি) খাওয়াতে থাকেন।

ইব্ন শিহাব উরওয়া (রা) সূত্রে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইতিমধ্যে একদিন আমরা ঠিক দুপুর বেলায় আবৃ বকর (রা) এর ঘরে বসাইলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আবৃ বকরকে সংবাদ দিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা ঢাকা অবস্থার আসছেন। তা এমন সময় ছিল যে সময় তিনি পূর্বে কখনো আমাদের এখানে আসেননি। আবৃ বকর (রা) তাঁর আগমন বার্তা শুনে বললেন, আমার মাতাপিতা তাঁর প্রতি কুরবান। আল্লাহর কসম, তিনি এ সময় নিশ্চয় কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কারণেই আসছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ পৌছে (প্রবেশের) অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হল। প্রবেশ করে নবী ﷺ আবৃ বকরকে বললেন, এখানে অন্য যারা আছে তাদের বের করে দাও। আবৃ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান! আমি আপনার সফর সঙ্গী হতে ইচ্ছুক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ঠিক আছে। আবৃ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতামাতা কুরবান! আমার এ দু'টি উট থেকে আপনি যে কোন

একটি গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (ঠিক আছে) তবে মূল্যের বিনিময়ে। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা তাঁদের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা দ্রুততার সহিত সম্পন্ন করলাম এবং একটি থলের মধ্যে, তাঁদের খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করে দিলাম। আমার বোন আসমা বিনতে আবু বকর (রা) তার কোমর বন্ধের কিছু অংশ কেটে সে থলের মুখ বেঁধে দিলেন। এ কারণেই তাঁকে 'জাতুন নেতাক' (কোমর বন্ধ বিশিষ্ট) বলা হত। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা) (রওয়ান হয়ে) সাওর পর্বতের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। তাঁরা সেখানে তিনটি রাত অবস্থান করলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আবু বকর (রা) তাঁদের পাশেই রাত্রি যাপন করতেন। তিনি ছিলেন একজন তীক্ষ্ণ বৃক্ষিসম্পন্ন তরুণ। তিনি শেষ রাতে ওখান থেকে বেরিয়ে মকায় রাত্রি যাপনকারী কুরাইশদের সহিত ভোর বেলায় মিলিত হতেন এবং তাঁদের দু'জনের বিরুদ্ধে যে ঘড়্যন্ত করা হত তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, ও স্মরণ রাখতেন। যখন আঁধার ঘনিয়ে আসত তখন তিনি সংবাদ নিয়ে তাঁদের উভয়ের কাছে যেতেন। আবু বকর (রা)-এর গোলাম আমির ইব্ন ফুহাইরা তাঁদের কাছেই দুধালো বকরীর পাল চড়িয়ে বেড়াত। রাত্রের কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সে বকরীর পাল নিয়ে তাঁদের নিকটে যেত এবং তাঁরা দু'জন দুধ পান করে আরামে রাত্রিযাপন করতেন। তাঁরা বকরীর দুধ দোহন করে সাথে সাথেই পান করতেন। তারপর শেষ রাতে আমির ইব্ন ফুহাইরা বকরীগুলি হাঁকিয়ে নিয়ে যেত। এ তিনটি রাতের প্রত্যেক রাতে সে একলপই করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা) বনী আবদ ইব্ন আদি গোত্রের এক ব্যক্তিকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে 'খিরুরীত' পথ প্রদর্শক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। পারদর্শী পথ প্রদর্শককে 'খিরুরীত' বলা হয়। আদী গোত্রের সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল। সে ছিল কাফির কুরাইশের ধর্মাবলম্বী। তাঁরা উভয়ে তাকে বিশ্বস্ত মনে করে তাঁদের উট দু'টি তার হাতে দিয়ে দিলেন এবং তৃতীয় রাত্রের পরে সকালে উট দু'টি সাওর গুহার নিকট নিয়ে আসার প্রতিশ্রূতি গ্রহণ করলেন। আর সে যথা সময়ে তা পৌছিয়ে দিল। আর আমির ইব্ন ফুহাইরা ও পথপ্রদর্শক তাঁদের উভয়ের সঙ্গে চলল। প্রদর্শক তাঁদের নিয়ে উপকূলের পথ ধরে চলতে লাগল। ইব্ন শিহাব (র) ..... বলেন, আবদুর রাহমান ইব্ন মালিক মুদলেজী আমাকে বলেছেন, তিনি সুরাকা ইব্ন মালিকের ভ্রাতুল্পুত্র। তার পিতা তাকে বলেছেন, তিনি সুরাকা ইব্ন জু'শুমকে বলতে শুনেছেন যে, আমাদের নিকট কুরাইশী কাফিরদের দৃত আসল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ। ও আবু বকর (রা) এ দুই জনের যে কোন একজনকে যে হত্যা করবে অথবা বন্দী করতে পারবে তাকে (একশ উট) পুরক্ষার দেওয়ার ঘোষণা দিল। আমি আমার কওম বনী মুদলীজের এক মজলিসে বসা ছিলাম। তখন তাঁদের নিকট থেকে এক যাকি এসে আমাদের নিকটে দাঁড়াল। আমরা বসাই ছিলাম। সে বলল, হে সুরাকা, আমি এই মাত্র উপকূলের পথে কয়েকজন মানুষকে যেতে দেখলাম। আমার ধারণা, এরা মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সহগায়ীগণ হবেন। সুরাকা বলেন, আমি বুঝতে পারলাম যে এরা তাঁরাই হবেন। কিন্তু তাকে বললাম, এরা তাঁরা নয়, বরং তুমি অমুক অমুককে দেখেছ। এরা এই মাত্র আমাদের সম্মুখ দিয়ে চলে গেল। তারপর আমি কিছুক্ষণ মজলিসে অবস্থান করে (বাড়ি) চলে এলাম এবং আমার দাসীকে আদেশ করলাম, তুমি আমার ঘোড়াটি বের করে নিয়ে যাও এবং অমুক টিলার আড়ালে ঘোড়াটি ধরে দাঁড়িয়ে থাক। আমি আমার বর্ণা হাতে নিলাম এবং বাড়ির পিছন দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বর্ণাটির এক প্রান্ত হাতে ধরে অপর প্রান্ত মাটি সংলগ্ন অবস্থায় আমি টেনে নিয়ে চলছিলাম এবং অবস্থায় বর্ণার মাটি সংলগ্ন অংশ দ্বারা মাটির উপর রেখাপাত করতে করতে আমার ঘোড়ার নিকট গিয়ে

পৌছলাম এবং ঘোড়ায় আরোহণ করে তাকে খুব দ্রুত ছুটালাম। সে আমাকে নিয়ে ছুটে চলল। আমি প্রায় তাদের নিকট পৌছে গেলাম, এমন সময় আমার ঘোড়াটি হোচ্ট খেয়ে আমাকে নিয়ে পড়ে গেল। আমিও তার পিঠ থেকে ছিটকে পড়লাম। তারপর আমি উঠে দাঢ়ালাম এবং তুণের দিকে হাত বাঢ়ালাম এবং তা থেকে তীরগুলি বের করলাম ও তীর নিষ্কেপের মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষা করে নিলাম যে আমি তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবো কি না। তখন তীরগুলি দুর্ভাগ্যবশতঃ এমনভাবে বেরিয়ে এল যে, ভাগ্য নির্ধারণের বেলায় এমনটি হওয়া পছন্দ করি না। আমি পুনরায় ভাগ্য পরীক্ষার ফলাফল অমান্য করে অশ্বারোহণ করে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হতে শোগলাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এত নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যে তাঁর তিলাওয়াতের আওয়ায শুনতে পাচ্ছিলাম। তিনি (আমার দিকে) ফিরে তাকাচ্ছিলেন কিন্তু আবু বকর (রা) বার বার তাকিয়ে দেখছিলেন। এমন সময় হঠাৎ আমার ঘোড়ায় সামনের পা দুঁটি ইঁটু পর্যন্ত মাটিতে গেড়ে গেল এবং আমি তার উপর থেকে পড়ে গেলাম। তখন ঘোড়াটিকে ধর্মক দিলাম, সে দাঁড়াতে ইচ্ছা করল, কিন্তু পা দুঁটি বের করতে পারছিল না। অবশেষে যখন ঘোড়াটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, তখন হঠাৎ তার সামনের পা দুঁটি যেস্থানে গেড়ে ছিল সেস্থান থেকে ধূঁয়ার ন্যায় ধূলি আকাশের দিকে উঠতে লাগল। তখন আমি তীর দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করলাম। এবারও যা আমার অপছন্দনীয় তা-ই প্রকাশ পেল। তখন উচ্চস্বরে তাঁদের নিরাপত্তা চাইলাম। এতে তাঁরা থেমে গেলেন এবং আমি আমার ঘোড়ায় আরোহণ করে এলাম। আমি যখন ইত্যাকার অবস্থায় বার বার বাধাপ্রাণ ও বিপদে পতিত হচ্ছিলাম তখনই আমার অন্তরে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল যে রাসূল ﷺ-এর মিশনটি অচিরেই প্রভাব বিস্তার করবে। তখন আমি তাঁকে বললাম আপনার কওম আপনাকে ধরে দিতে পারলে একশ উট পুরস্কার ঘোষণা করেছে। মুক্তায় কাফিরগণ তাঁর সম্পর্কে যে ইচ্ছা করেছে তা তাঁকে জানালাম। এবং আমি তাদের জন্য কিছু খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী পেশ করলাম। তাঁরা তা থেকে কিছুই নিলেন না। আর আমার কাছে এ কথা ছাড়া কিছুই চাইলেন না, আমাদের সংবাদটি গোপন রেখ। এরপর আমি আমাকে একটি নিরাপত্তা লিপি লিখে দেওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলাম। তখন তিনি আমের ইব্ন ফুহাইরাকে আদেশ করলেন। তিনি একখন্ত চামড়ায় তা লিখে দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা দিলেন। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) আমাকে বলেছেন, পথিমধ্যে যুবায়রের সঙ্গে নবী ﷺ-এর সাক্ষাত হয়। তিনি মুসলমানদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে সিরিয়া থেকে ফিরছিলেন। তখন যুবায়র (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা) কে সাদা রঙের পোশাক দান করলেন। এদিকে মদীনায় মুসলিমগণ শুনলেন যে নবী ﷺ মুক্তা থেকে মদীনার পথে রওয়ানা হয়েছেন। তাই তাঁরা প্রত্যহ সকালে মদীনার (বাইরে) হারুরা পর্যন্ত গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন, দুপুরে রোদ প্রথর হলে তারা ঘরে ফিরে— আসতেন। একদিন তাঁরা পূর্বাপেক্ষা অধিক সময় অপেক্ষা করার পর নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। এমন সময় একজন ইয়াহুদী তার নিজ প্রয়োজনে একটি টিলায় আরোহণ করে এদিক ওদিক কি যেন দেখছিল। তখন সে নবী ﷺ ও তাঁর সাথী সঙ্গীদেরকে সাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায় মরুভূমির উপর দিয়ে আগমন করতে দেখতে পেল। ইয়াহুদী তখন নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে উচ্চস্বরে চীৎকার করে বলে উঠল, হে আরব সম্প্রদায়! এইতো সে ভাগ্যবান ব্যক্তি— যার জন্য তোমরা অপেক্ষা করছ। মুসলিমগণ তাড়াতাড়ি হাতিয়ার তুলে নিয়ে এবং মদীনার হারুরার উপকর্ত্তে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সঙ্গে মিলিত হলেন। তিনি

সকলকে নিয়ে ডানদিকে মোড় নিয়ে বনী আমর ইব্ন আউফ গোত্রে অবতরণ করলেন। এদিনটি ছিল রবিউল আউওয়াল মাসের সোমবার। আবু বকর (রা) দাঁড়িয়ে লোকদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব রইলেন। আনসারদের মধ্য থেকে যাঁরা এ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখেন নি তাঁরা আবু বকর (রা) এর কাছে সমবেত হতে লাগলেন, তারপর যখন রৌদ্রতাপ নবীজীর ﷺ উপর পড়তে লাগল এবং আবু বকর (রা) অগ্রসর হয়ে তাঁর চাদর দিয়ে নবী ﷺ উপর ছায়া করে দিলেন। তখন লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে চিনতে পারল। নবী ﷺ আমর ইব্ন আউফ গোত্রে দশদিনের চেয়ে কিছু বেশী সময় অতিবাহিত করলেন এবং সে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন, যা (কুরআনের ভাষায়) তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত! রাসূলুল্লাহ ﷺ এতে সালাত আদায় করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটে আরোহণ করে রওয়ানা হলেন। লোকেরাও তাঁর সঙ্গে চলতে লাগলেন। মদীনায় (বর্তমান) মসজিদে নবীর স্থানে পৌছে উটটি বসে পড়ল। সে সময় ঐ স্থানে কতিপয়ঁ মুসলিম সালাত আদায় করতেন। এ জায়গাটি ছিল আসআদ ইব্ন যুরারার আশ্রয়ে পালিত সাহল ও সুহায়েল নামক দু'জন ইয়াতীম বালকের খেজুর শুকাবার স্থান। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নিয়ে উটটি যখন এস্থানে বসে পড়ল, তখন তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ, এ স্থানটিই হবে মানবিল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই বালক দু'টিকে ডেকে পাঠালেন এবং মসজিদ নির্মাণের জন্য তাদের নিকট জায়গাটি মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়ের আলোচনা করলেন। তারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বরং এটি আমরা আপনার জন্য বিনামূল্যে দিচ্ছি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছ থেকে বিনামূল্যে গ্রহণে অসম্মতি জানালেন এবং অবশেষে স্থানটি তাদের থেকে খরীদ করে নিলেন। তারপর সেই স্থানে তিনি মসজিদ নির্মাণ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদ নির্মাণকালে সাহাবা কেরামের সঙ্গে ইট বহন করছিলেন এবং ইট বহনের সময় তিনি আবৃত্তি করছিলেন এ বোৰা খায়বারের (খাদ্রব্য) বোৰা বহন নয়। ইয়া রব, এর বোৰা অত্যন্ত পুণ্যময় ও অতি পবিত্র। তিনি আরো বলছিলেন, ইয়া আল্লাহ! পরকালের প্রতিদানই প্রকৃত প্রতিদান। সুতরাং আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। নবী ﷺ জনৈক মুসলিম কবির কবিতা আবৃত্তি করেন, যার নাম আমাকে বলা হয়নি। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কবিতাটি ছাঢ়া অপর কোন পূর্ণাঙ্গ কবিতা পাঠ করছেন বলে, কোন বর্ণনা আমার কাছে পৌছেনি।

٣٦٢٦

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَّةَ قَالَ  
 حَدَّثَنَا هَشَامٌ عَنْ أَبِيهِ وَفَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا صَنَعَتْ  
 سُفْرَةً لِلَّنْيَرِ عَلَيْهِ وَأَبِي بَكْرٍ حِينَ أَرَادَا الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ لِأَبِي مَا أَجِدُ  
 شَيْئًا أَرْبِطُهُ إِلَّا نِطَاقِيَ قَالَ فَشُفِّيَّهُ فَفَعَلْتُ فَسُمِّيَّتْ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ -

৩৬২৬ আবদুল্লাহ ইব্ন আবু শায়বা (র) ..... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এবং আবু বকর (রা) যখন মদীনায় যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন আমি তাঁদের জন্য সফরের খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত  
[www.alqurans.com](http://www.alqurans.com)

করলাম। আর আমার পিতাকে বললাম, থলের মুখ বেঁধে দেয়ার জন্য আমার কোমরবন্দ ব্যতীত অন্য কিছু পাছ্ছি না (এখন কি করি) তিনি বললেন, এটি তুমি টুকরো করে নাও। আমি তাই করলাম। এ কারণে আমার নাম হয়ে গেল, ‘যাতুন নেতাকাইন’ (কোমরবন্দ দুই ভাগে বিভক্তকারিণী)।

**٣٦٢٧** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا أَقْبَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الْمَدِينَةِ تَبِعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ جُعْشَمٍ فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَاخَطَهُ فَرَسَهُ قَالَ ادْعُ اللَّهَ لِيْ وَلَا أَضْرُكَ فَدَعَاهُ لَهُ قَالَ فَعَطَشَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَرَّ بِرَاعِعٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ فَأَخَذَتْ قَدْحًا فَحَلَبَتْ فِيهِ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فَأَتَيْتُهُ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيَتْ -

**৩৬২৭** مুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) ..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী মদীনার দিকে যাচ্ছিলেন তখন সুরাকা ইবন মালিক ইবন জুশাম তাঁর পশ্চাদ্বাবন করে। নবী করীম তার জন্য বদ্দু'আ করলেন। ফলে তার ঘোড়াটি তাকেসহ মাটিতে দেবে গেল। তখন সে বলল, আপনি, আল্লাহর কাছে আমার জন্য দু'আ করুন। আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না। নবী তার জন্য দু'আ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ পিপাসার্ত হলেন। তখন তিনি এক রাখালের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবৃ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, তখন আমি একটি পেয়ালা নিয়ে এতে কিছু দুধ দোহন করে নবী ﷺ কাছে নিয়ে এলাম, তিনি এমনভাবে তা পান করলেন যে, আমি তাতে খুশী হলাম।

**٣٦٢٨** حَدَّثَنِي زَكَرِيَاءُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَسَمَّةَ عَنْ هَشَامَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهَا حَمَلَتْ بَعْدَ اللَّهِ بْنِ الزَّبِيرِ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتَمِّمٌ فَاتَّيْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَّلْتُ بِقُبَابَهُ فَوَلَدْتُهُ بِقُبَابَهُ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَاهُ ثُمَّ دَعَاهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَاهُ فِي حَجْرِهِ

تَابَعَهُ خَالِدُ بْنُ مَخْلُدٍ عَنْ عَلَىٰ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا هَاجَرَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُلْمَىٰ -

**৩৬২৮** যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) ..... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তখন তাঁর গভে ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়ের, তিনি বলেন, আমি এমন সময় হিজরত করি যখন আমি আসন্ন প্রসব। আমি মদীনায় এসে কুবাতে অবতরণ করি। এ কুবায়ই আমি পুত্র সন্তানটি প্রসব করি। এরপর আমি তাকে নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁর কোলে দিলাম। তিনি একটি খেজুর আনালেন এবং তা চিবিয়ে তার মুখে দিলেন। কাজেই সর্বপ্রথম যে বস্তুটি আবদুল্লাহর পাকস্তলীতে প্রবেশ করল তা হল নবী ﷺ-এর থুথু। নবী ﷺ চিবান খেজুরের সামান্য অংশ নবজাতকের মুখের ভিতর-এর তালুর অংশে লাগিয়ে দিলেন। এরপর তাঁর জন্য দু'আ করলেন এবং বরকত কামনা করলেন। তিনি হলেন প্রথম নবজাতক সন্তান যিনি (হিজরতের পর) মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। খালিদ ইব্ন মাখলদ (র) উক্ত রেওয়াত বর্ণনায় যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) এর অনুসরণ করেছেন। এতে রয়েছে যে, আসমা (রা) গর্ভবস্থায় হিজরত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসেন।

**৩৬২৯** حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَوْلُودٍ وَلِدَ فِي الْإِسْلَامِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّبِيعِ أَتَوَابِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَرَّةً فَلَا كَهَّا ثُمَّ أَدْخَلَاهَا فِي فِيهِ فَأَوْلُ مَا دَخَلَ بَطْنَهُ رِيقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

**৩৬২৯** কৃতায়বা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মদীনায় হিজরতের পর) মুসলিম পরিবারে সর্বপ্রথম আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়েরই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা তাকে নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এলেন। তিনি একটি খেজুর নিয়ে তাঁর মুখে দিলেন। সুতরাং সর্বপ্রথম যে বস্তুটি তাঁর পেটে প্রবেশ করল তা নবী ﷺ-এর থুথু।

**৩৬৩০** حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صَهْيَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَابٌ لَا يُعْرَفُ قَالَ فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا

بَكْرٍ فَيَقُولُ يَا أَبَا بَكْرٍ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ ؟ فَيَقُولُ هَذَا  
 الرَّجُلُ يَهْدِي إِنِّي الطَّرِيقَ ، قَالَ فَيَخْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ أَنَّمَا يَعْنِي  
 الطَّرِيقَ وَأَنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ فَالْتَّفَتَ أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّا هُوَ بِفَارِسٍ قَدْ  
 لَحِقْهُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ هَذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَا فَالْتَّفَتَ نَبِيُّ  
 اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَصْرَعَهُ فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ ثُمَّ قَامَتْ ثُمَّ حَمْمُ  
 فَقَالَ يَا نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ مُرْنِي بِمَا شِئْتَ ، قَالَ فَقَفَ مَكَانَكَ لَا تَتَرَكَنَ أَحَدًا  
 يَلْحَقُ بِنَا قَالَ فَكَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكَانَ أَخْرِ  
 النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَهُ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ جَانِبَ الْحَرَةِ ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْ  
 الْأَنْصَارِ فَجَاءُوا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِمَا وَقَالُوا ارْكَابَا  
 أَمْنِينَ مُطَاعِينَ ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَحَفَّوَا دُونَهُمَا  
 بِالسِّلَاحِ ، فَقِيلَ فِي الْمَدِينَةِ : جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ  
 أَشْرَفُوا يَنْظَرُونَ وَيَقُولُونَ : جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ ، جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ فَاقْبَلَ  
 يَسِيرُ حَتَّى نَزَلَ جَانِبَ دَارِ أَبِي أَيُوبَ ، فَأَتَهُ لَيُحَدِّثُ أَهْلَهُ أَذَا سَمِعَ  
 بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ وَهُوَ فِي نَخْلٍ لِأَهْلِهِ يَخْتَرِفُ لَهُمْ فَعَجَلَ أَنْ يَضَعَ  
 الَّذِي يَخْتَرِفُ لَهُمْ فِيهَا فَجَاءَ وَهِيَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ ثُمَّ  
 رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ أَىْ بُيُوتَ أَهْلَنَا أَقْرَبُ ، فَقَالَ أَبُو  
 أَيُوبَ أَنَا يَا نَبِيُّ اللَّهِ هَذِهِ دَارِي وَهَذَا بَابِي ، قَالَ فَانْطَلَقَ فَهَبَّى لَنَا  
 مَقِيلًا ، قَالَ قُومًا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ ، فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ جَاءَ عَبْدُ  
 اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فَقَالَ أَشْهُدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّكَ جِئْتَ بِحَقٍّ وَقَدْ عَلِمْتَ

يَهُودُ أَنِّي سَيِّدُهُمْ وَابْنُ سَيِّدِهِمْ وَأَعْلَمُهُمْ وَابْنُ أَعْلَمِهِمْ ، فَادْعُهُمْ فَسَأْلُهُمْ عَنِّي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ فَإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ قَالُوا فِي مَا لَيْسَ فِي فَأَرْسَلَ نَبِيًّا اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَقْبَلُوا فَدَخَلُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ وَيَلْكُمْ اتَّقُوا اللَّهَ فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُو إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ حَقًا وَإِنِّي جِئْتُكُمْ بِحَقٍ فَأَسْلَمُوا قَالُوا مَا نَعْلَمُهُ قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ ، قَالَ فَأَئِيْ رَجُلٌ فِيْكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ، قَالُوا ذَاكَ سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا وَأَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا ، قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ قَالُوا حَاشِيَ اللَّهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ ، قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ ؟ قَالُوا حَاشِيَ اللَّهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ ، قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ ؟ قَالُوا حَاشِيَ اللَّهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ ، قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ فَخَرَجَ فَقَالَ يَمْعَشَرَ الْيَهُودِ التَّقُوا اللَّهُ فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُو إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ جَاءَ بِحَقٍ فَقَالُوا كَذَبْتَ فَأَخْرَجْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ -

**৩৬৩০** মুহাম্মদ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর নবী ﷺ যখন মদীনায় এলেন তখন উঠের পিঠে আবু বকর (রা) তাঁর পেছনে ছিলেন। আবু বকর (রা) ছিলেন বয়োজেষ্ট ও পরিচিত। আর নবী ﷺ ছিলেন (দেখতে) জাওয়ান এবং অপরিচিত তখন বর্ণনাকারী বলেন, যখন আবু বকরের সঙ্গে কারো সাক্ষাত হত, সে জিজ্ঞাসা করত হে আবু বকর (রা) তোমার সম্মুখে বসা এই ব্যক্তি কে ? আবু বকর (রা) বলতেন, তিনি আমার পথ প্রদর্শক। রাবী বলেন, প্রশ়নকারী সাধারণ পথ মনে করত এবং তিনি (আবু বকর) সত্যপথ উদ্দেশ্যে করতেন। তারপর একবার আবু বকর (রা) পিছনে তাকিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলেন একজন অশ্বারোহী তাদের প্রায় নিকটেই এসে পড়েছে। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এই যে একজন অশ্বারোহী আমাদের পিছনে প্রায় নিকটে পৌছে গেছে। তখন নবী ﷺ পিছনের দিকে তাকিয়ে দুঁ'আ করলেন, ইয়া আল্লাহ ! আপনি ওকে পাকড়াও করুন। তৎক্ষণাতঃ ঘোড়াটি তাকে নীচে ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে ত্রেষ্ণা রব করতে লাগল। তখন অশ্বারোহী বলল, ইয়া নবী আল্লাহ !

আপনার যা ইচ্ছা আমাকে আদেশ করুন। তখন নবী ﷺ বললেন, তুমি সেখানেই থেমে যাও। কেউ আমাদের দিকে আসতে চাইলে তুমি তাকে বাঁধা দিবে। বর্ণনাকারী বলেন, দিনের প্রথম ভাগে ছিল সে নবীর বিরুদ্ধে সৎসামকারী আর দিনের শেষ ভাগে হয়ে গেল তাঁর পক্ষ থেকে অন্ত ধারণকারী। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার হাররায় একপাশে অবতরণ করলেন। এরপর আনসারদের সংবাদ দিলেন। তাঁরা নবী ﷺ-এর কাছে এলেন এবং উভয়কে সালাম করে বললেন, আপনারা নিরাপদ ও মান্য হিসেবে আরোহণ করুন। নবী ﷺ ও আবু বকর (রা) উটে আরোহণ করলেন আর আনসারগণ অন্তে সজ্জিত হয়ে তাঁদের বেষ্টন করে চলতে লাগলেন। মদীনায় লোকেরা বলতে লাগল, আল্লাহর নবী এসেছেন, আল্লাহর নবী এসেছেন, লোকজন উচ্চ জায়গায় উঠে তাঁদের দেখতে লাগল। আর বলতে লাগল আল্লাহর নবী এসেছেন, আল্লাহর নবী এসেছেন। তিনি সামনের দিকে চলতে লাগলেন। অবশ্যে আবু আইয়ুব (রা)-এর বাড়ীর পাশে গিয়ে অবতরণ করলেন। আবু আইয়ুব (রা) ঐ সময় তাঁর পরিবারের লোকদের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন। ইতিমধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম তাঁর আগমনের কথা শুনলেন তখন তিনি তাঁর নিজের বাগানে খেজুর আহরণ করছিলেন। তখন তিনি তাড়াতাড়ি ফল আহরণ করা থেকে বিরত হলেন এবং আহরিত খেজুরসহ নবী ﷺ-এর খেদমতে হায়ির হলেন এবং নবী ﷺ-এর কিছু কথাবার্তা শুনে নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। নবী ﷺ বললেন, আমাদের লোকদের মধ্যে কার বাড়ী এখান থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী? আবু আইয়ুব (রা) বললেন, ইয়া নবী আল্লাহ ﷺ এই তো বাড়ী, এই যে তার দরজা। নবী ﷺ বললেন, তবে চল, আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা কর। তিনি বললেন, আপনারা উভয়েই চলুন। আল্লাহ বরকত দানকারী। যখন নবী ﷺ তাঁর বাড়ীতে এলেন। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) এসে হায়ির হলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দিছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল; আপনি সত্য নিয়ে এসেছেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইয়াহুনী সম্প্রদায় জানে যে আমি তাদের সর্দার এবং আমি তাদের সর্দারের পুত্র। আমি তাদের মধ্যে বেশী জ্ঞানী এবং তাদের বড় জ্ঞানীর সন্তান। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এ কথাটি জানাজানি হওয়ার পূর্বে আপনি তাদের ডাকুন এবং আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন, আমার সম্পর্কে তাদের ধারণা অবগত হউন। কেননা তারা যদি জানতে পারে যে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তবে আমার সম্বন্ধে তারা এমন সব অলিক উক্তি করবে যে সব আমার মধ্যে নেই। নবী ﷺ (ইয়াহুনী সম্প্রদায়কে) ডেকে পাঠালেন। তারা এসে তার কাছে হায়ির হল। রাসূল ﷺ তাদের বললেন, হে ইয়াহুনী সম্প্রদায়, তোমাদের উপর অভিশাপ! তোমরা সেই আল্লাহকে ভয় কর, তিনি ছাড়া মাঝে নেই। তোমরা নিশ্চয়ই জান যে আমি সত্য রাসূল। .সত্য নিয়েই তোমাদের নিকট এসেছি। সুতরাং তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। তারা উত্তর দিল, আমরা এসব জানিন। তারা তিনিবার একথা বলল। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) কেমন লোক? তাঁরা উত্তর দিল, তিনি আমাদের নেতা এবং আমাদের নেতার সন্তান। তিনি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আলিমএবং সর্বশ্রেষ্ঠ আলিমের সন্তান। নবী ﷺ বললেন, তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে তোমাদের মতামত কী হবে? তারা বলল, আল্লাহ হেফাজত করুন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেন তা কিছুতেই হতে পারে না। তিনি আবার বললেন, আচ্ছা বলতো, যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে তোমরা কী মনে করবে? তারা আবার বলল, আল্লাহ রক্ষা করুন, কিছুতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন না। নবী ﷺ আবার বললেন, আচ্ছা বলতো, তিনি যদি মুসলমান হয়েই যাবেন ইহা কিছুতেই সম্ভব নয়। তখন নবী ﷺ বললেন, হে ইব্ন সালাম, তুমি এদের সামনে বেরিয়ে আস। তিনি বেরিয়ে আসলেন

এবং বললেন, হে ইয়াহুদী সম্প্রদায় ! আল্লাহকে ভয় কর। ঐ আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। তোমরা নিশ্চয়ই জান তিনি সত্য রাসূল, হক নিয়েই আগমন করেছেন। তখন তারা বলে উঠল, তুমি মিথ্যা বলছ। তারপর নবী ﷺ তাদেরকে বের করে দিলেন।

**٣٦٣١** حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ  
قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ  
الْخَطَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَرْبَعَةَ  
آفَ فِي أَرْبَعَةٍ وَفَرَضَ لِابْنِ عُمَرَ ثَلَاثَةَ آفَ وَخَمْسَمَائَةَ فَقِيلَ لَهُ هُوَ  
مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَلَمْ نَقْصَتْهُ مِنْ أَرْبَعَةِ آفٍ فَقَالَ إِنَّمَا هَا جَرَبَهُ أَبُواهُ  
يَقُولُ لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَا جَرَ بِنَفْسِهِ -

**٣٦٣٢** **[** ইব্রাহীম ইবন মূসা (র) ..... উমর ইবন খাত্বাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজিরদের জন্য চার কিস্তিতে বাসসরিক চার হাজার দেরহাম ধার্য করলেন, এবং (তাঁর ছেলে) ইবন উমরের জন্য ধার্য করলেন তিন হাজার পাঁচশ। তাঁকে বলা হল, তিনিও তো মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর জন্য চার হাজার থেকে কম কেন করলেন ? তিনি বললেন, সে তো তার পিতামাতার সাথে হিজরত করেছে। কাজেই সে ঐ ব্যক্তির সমকক্ষ হতে পারেনা যে ব্যক্তি একাকী হিজরত করেছে।

**٣٦٣٣** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ  
أَبِي وَائِلٍ عَنْ خَبَابٍ قَالَ هَا جَرَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَ وَحَدَّثَنَا  
مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ  
قَالَ حَدَّثَنَا خَبَابٌ قَالَ هَا جَرَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَبْتَفِي وَجْهَ اللَّهِ  
وَوَجْبَ أَجْرِنَا عَلَى اللَّهِ فَمَنْ مَاضَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ  
مُصْعِبٌ بْنُ عَمِيرٍ قُتِلَ يَوْمَ أَحْدُ ، فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا نُكَفِّنُهُ فِيهِ الْأَنْمَرَةَ  
كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ فَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ  
رَأْسُهُ ، فَأَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُغَطِّي رَأْسَهُ بِهَا وَنَجْعَلَ عَلَى  
رِجْلَيْهِ إِذْخِرًا وَمِنْ أَيْنَعْتَ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا -

**৩৬৩২** مُحَمَّدٌ إِبْنُ خَلَّافَةَ الْمُسْلِمِينَ -  
মুহাম্মদ ইবন কাসীর ও মুসাদ্দাদ (র) ..... খাববাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ -এর সঙ্গে হিজরত করেছি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আমাদের প্রতিদান আল্লাহ'র নিকটই নির্ধারিত। আমাদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের ত্যাগ ও কুরবানীর ফল কিছুই ইহজগতে ভোগ না করে আখিরাতে চলে গিয়েছেন; তন্মধ্যে মুসআব ইবন উমায়ের (রা) অন্যতম। তিনি ওহোদ যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁকে কাফন দেয়ার জন্য তার একটি চাদর ব্যতীত আর অন্য কিছুই আমরা পাছলাম না। আমরা এ চাদরটি দিয়ে যখন তাঁর মাথা আবৃত করলাম তাঁর পা বের হয়ে গেল আর যখন তাঁর পা চাকতে গেলাম তখন মাথা বের হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ -  
আমাদের আদেশ করলেন, চাদরটি দিয়ে তাঁর মাথা ঢেকে দাও এবং পা দু'টির উপর ইয়াবির ঘাস রেখে দাও। আর আমাদের মধ্যে এমন রয়েছেন যাদের ফল পেকে গেছে এবং এখন তারা তা আহরণ করছেন।

**৩৬৩৩** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هَلْ تَدْرِي مَا قَالَ أَبِي لَابِيْكَ قَالَ قَلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّ أَبِيْكَ قَالَ لَابِيْكَ يَا أَبَا مُوسَى هَلْ يَسْرُكَ اسْلَامُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِجْرَتُنَا مَعَهُ وَجَاهَادُنَا مَعَهُ وَعَمَلْنَا كُلُّهُ مَعَهُ بِرَدَّلَنَا وَإِنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمَلْنَاهُ بَعْدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسِ ، فَقَالَ أَبِي لَا وَاللَّهِ قَدْ جَاهَدَنَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَصَلَّيْنَا وَصُمِّنَا وَعَمَلْنَا خَيْرًا كَثِيرًا وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرَ كَثِيرٌ وَإِنَّ لَنْرَجُونَدِلَكَ فَقَالَ أَبِي لَكِنِّي أَنَا وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيدهِ لَوْدِدُتُ أَنْ ذَلِكَ بَرَدَ لَنَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمَلْنَا بَعْدَ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسِ فَقَلْتُ إِنَّ أَبَاكَ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَبِي

**৩৬৩৪** ইয়াহ্বৈয়া ইবন বিশর (র) ..... আবু বুরদা ইবন আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) আমাকে বললেন, তুমি কি জান আমার পিতা তোমার পিতাকে কি বলেছিলেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আমার পিতা তোমার পিতাকে বলেছিলেন, হে আবু মুসা, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট আছ যে আমরা রাসূলুল্লাহ -এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছি, তাঁর সঙ্গে হিজরত করেছি, তাঁর সঙ্গে জিহাদ করেছি এবং তাঁর জীবন্দশ্যায় কৃত আমাদের প্রতিটি আমল যা করেছি তা আমাদের জন্য সঞ্চিত ধারুক। তাঁর ওফাতের পর, আমরা যে সব আমল করেছি, তা (জবাবদিই)

আমাদের জন্য সমান সমান, হটক। অর্থাৎ সাওয়াবও না হটক আয়াবও না হটক। তখন তোমার পিতা আবু মূসা (রা) বললেন, না (আমি এতে সন্তুষ্ট নই) কেননা, আল্লাহর কসম, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর জিহাদ করেছি, সালাত আদায় করেছি, সাওম পালন করেছি এবং বহু নেক আমল করেছি। আমাদের হাতে অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। আমরা এসব কাজের সাওয়াব-এর আশা রাখি। তখন আমার পিতা (উমর (রা)) বললেন, কিন্তু আমি ঐ সন্তার কসম, যাঁর হাতে উমরের প্রাণ, এতেই সন্তুষ্টি যে, (নবী ﷺ-এর জীবন্দশায় তাঁর সাথে কৃত আমল) আমাদের জন্য সঞ্চিত থাকুক আর তাঁর ওফাতের পর আমরা যে সব আমল করেছি তা থেকে যেন আমরা অব্যাহতি পাই সমান সমান ভাবে। তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম নিশ্চয়ই তোমার পিতা আমার পিতা থেকে উত্তম।

**٣٦٣٤** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ أَوْ بَلْغَنِي عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَسْمَعِيلُ  
عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ سَمِعْتُ أَبْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا قِيلَ  
لَهُ هَاجَرَ قَبْلَ أَبِيهِ يَغْضَبُ قَالَ قَدْمَتُ أَنَا وَعَمْرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ  
فَوَجَدْنَاهُ قَائِلًا فَرَجَعْنَا إِلَى الْمَنْزِلِ فَأَرْسَلْنَا عُمَرَ وَقَالَ اذْهَبْ  
فَانْظُرْ هَلْ أَسْتَيْقَظَ فَأَتَيْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَبَأْيَعْتُهُ ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى  
عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ قَدْ أَسْتَيْقَظَ فَانْطَلَقْنَا إِلَيْهِ نُهَرْوِلُ هَرَوْلَةً حَتَّى  
دَخَلَ عَلَيْهِ فَبَأْيَعْهُ ثُمَّ بَأْيَعْتُهُ -

**৩৬৩৪** **মুহাম্মদ ইবন সাববাহ (র)** ..... আবু উসমান (র) বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তাঁকে এ কথা বলা হলে, “আপনি আপনার পিতার আগে হিজরত করেছেন” তিনি রাগ করতেন। ইবন উমর (রা) বলেন, (প্রকৃত ঘটনা এই যে,) আমি এবং উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হায়ির হলাম। তখন তাঁকে কায়লুলা অবস্থায় (দুপুরের বিশ্রাম) পেলাম। কাজেই আমরা আমাদের আবাসস্থলে ফিরে এলাম। কিছুক্ষণ পর উমর (রা) আমাকে পাঠালেন এবং বললেন যাও; গিয়ে দেখ নবী ﷺ জেগেছেন কিনা? আমি এসে তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম এবং তাঁর কাছে বায়‘আত করলাম। তারপর উমর (রা) এর কাছে এসে তাঁকে খবর দিলাম যে, তিনি জেগে গেছেন। তখন আমরা তাঁর নিকট গেলাম দ্রুতবেগে। তিনি তাঁর কাছে প্রবেশ করে বায়‘আত করলেন। তারপর আমিও নবী ﷺ-এর হাতে (দ্বিতীয় বার উমর (রা)) বায়‘আত করলাম।

**৩৬৩৫** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُرِيفُ بْنُ مَسْلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا  
إِبْرَاهِيمَ بْنُ يُوسْفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ

يُحَدِّثُ قَالَ ابْنَاعَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ عَازِبٍ رَحْلًا فَحَمَلَتْهُ مَعَهُ قَالَ فَسَأَلَهُ عَازِبٌ عَنْ مَسِيرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَخْذَ عَلَيْنَا بِالرَّصْدِ فَخَرَجْنَا لَيْلًا فَأَخْبَيْنَا لَيْلَنَا وَيَوْمَنَا حَتَّى قَامَ قَائِمًا الظَّاهِيرَةِ، ثُمَّ رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةً فَأَتَيْنَاهَا وَلَهَا شَيْءٌ مِنْ ظَلٍّ قَالَ فَفَرَشْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرُوَةً مَعِيْهِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَنَطَقَتْ أَنْفُسُ مَا حَوْلَهُ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِعٍ قَدْ أَقْبَلَ فِي غُنْيَمَةٍ يُرِيدُ مِنَ الصَّخْرَةِ مِثْلَ الَّذِي أَرَدَنَا فَسَأَلَتْهُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ، فَقَالَ أَنَا لِفُلَانٍ، فَقَلَتْ لَهُ هَلْ فِي غَنْمَكَ مِنْ لَبَنٍ قَالَ نَعَمْ قَلَتْ لَهُ : هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ ؟ قَالَ نَعَمْ، فَأَخْذَ شَاءَ مِنْ غَنْمِهِ فَقَلَتْ لَهُ أَنْفُسُ الضَّرَعِ قَالَ فَحَلَبَ كُثُبَةً مِنْ لَبَنٍ وَمَعِيْهِ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ عَلَيْهَا خِرْقَةً قَدْ رَوَأَتُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَبَبَتْ عَلَى الْلَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلَهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَلَتْ أَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى رَضِيَتْ ثُمَّ ارْتَحَلَنَا وَالْتَّلَبُ فِي اِثْرِنَا قَالَ الْبَرَاءُ فَدَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ عَلَى أَهْلِهِ فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجَعَةً قَدْ أَصَابَتْهَا حُمُّى فَرَأَيْتُ أَبَاهَا فَقَبَلَ خَدَّهَا وَقَالَ كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنْيَةً -

**৩৬৩৫** আহমদ ইবন উসমান (র) ..... আবু ইসহাক (র) বলেন, আমি বারা (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আবু বকর (রা) আমার পিতা আযিব (রা)-এর নিকট হাওদা খরীদ করলেন। আমি আবু বকরের সাথে খরীদা হাওদাটি বহন করে নিয়ে চললাম। তখন আমার পিতা আযিব (রা) নবী ﷺ-এর সহিত তাঁর হিজরতের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন আবু বকর (রা) বললেন, আমাদের অনুসন্ধান করার জন্য মুশরিকরা লোক নিয়োগ করেছিল। অবশ্যে আমরা রাত্রিকালে বেরিয়ে পড়লাম এবং একরাত ও এক দিন অবিরাম চলতে থাকলাম। যখন দুপুর হয়ে গেল, তখন একটি বিরাটাকায় পাথর নয়েরে পড়ল। আমরা সেটির কাছে এলাম, পাথরটির কিছু ছায়া পড়ছিল। আমি সেখানে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য আমার সঙ্গের চামড়াখানি বিছিয়ে দিলাম। নবী ﷺ-এর উপর শুয়ে পড়লেন। আমি

এদিক-ওদিক পর্যবেক্ষণ করার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ এক বকরী রাখালকে দেখতে পেলাম। সে তার বকরীগুলো নিয়ে আসছে। সেও আমাদের মত পাথরের (ছায়ায়) আশ্রয় নিতে চায়। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কার গোলাম? সে বলল, আমি অমুকের। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বকরীর পালে দুধ আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ। আমি বললাম, তুমি কি (আমাদের জন্য) কিছু দোহন করে দিবে? সে বলল, হ্যাঁ। সে তার পাল থেকে একটি বকরী ধরে নিয়ে এল। আমি বললাম, বকরীর স্তন দুটি ঘেড়ে মুছে সাফ করে নাও। সে একপাত্র ভর্তি দুধ দোহন করল। আমার সাথে একটি পানির পাত্র ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য কাপড় দিয়ে তার মুখ বেঁধে রেখে ছিলাম। আমি তা থেকে দুধের মধ্যে কিছু পানি ঢেলে দিলাম। ফলে পাত্রের তলা পর্যন্ত শীতল হয়ে গেল। আমি তা নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললাম, পান করুন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এতখানি পান করলেন যে, আমি সন্তুষ্ট হলাম। এরপর আমরা রওয়ানা হলাম এবং অনুসন্ধানকারী আমাদের পিছনে ছিল। বারা (রা) বলেন, আমি আবু বকরের সঙ্গে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। তখন দেখলাম তাঁর মেয়ে আয়েশা (রা) বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁর জুর হয়েছে। তাঁর পিতা আবু বকর (রা)-কে দেখলাম তিনি মেয়ের গালে চুম্ব খেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, মা তুমি কেমন আছ?

٣٦٣٦

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيرٍ  
 قَالَ حَدَّثَنَا أَبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ وَسَاجِ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ  
 خَادِمِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَيْسَ فِي أَصْحَابِهِ أَشْمَطُ غَيْرَ  
 أَبِي بَكْرٍ فَغَلَفَهَا بِالْحِنَاءِ وَأَكْتَمَ \* وَقَالَ دُحِيمٌ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا  
 الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْيَدٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَاجِ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَكَانَ أَسْنَ أَصْحَابِهِ أَبُو  
 بَكْرٍ فَغَلَفَهَا بِالْحِنَاءِ وَأَكْتَمَ حَتَّى قَنَالُونَهَا -

**৩৬৩৬** সুলায়মান ইব্ন আবদুর রাহমান (র) ..... নবী ﷺ-এর খাদেম আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (মদীনায়) আগমন করলেন। এই সময় তাঁর সাহাবীদের মধ্যে সাদা কাল চুল বিশিষ্ট আবু বকর (রা) ব্যতীত অন্য কেউ ছিলেন না। তিনি তাঁর চুলে মেহদী ও কতম একত্র করে কলপ (এক প্রকার কালো ঘাসেলাগিয়েছিলেন। দোহায়েম অন্য সূত্রে আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ মদীনায় এলেন, তখন তাঁর সাহাবীদের মধ্যে আবু বকর (রা) ছিলেন সব চাইতে বয়স্ক। তিনি মেহদী ও কতম একত্র করে কলপ লাগিয়েছিলেন। এতে তাঁর সাদা চুল (ও দাঁড়ি) টকটকে লাল রং ধারণ করেছিল।

[৩৬২৭] حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ عَنْ يَوْنُسَ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ  
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَزَوَّجَ  
إِمْرَأَةً مِنْ كُلْبٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ بَكْرٍ ، فَلَمَّا هَاجَرَ أَبُو بَكْرٍ طَلَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا  
أَبْنُ عَمِّهَا هَذَا الشَّاعِرُ الَّذِي قَالَ هَذِهِ الْقَصِيدَةَ رَثِيَ كُفَّارَ قُرَيْشٍ :  
وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبٌ بَدْرٌ \* مِنَ الشَّيْزِيِّ تُزَيْنُ بِالسَّنَامِ  
وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبٌ بَدْرٌ \* مِنَ الْقَيَّنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكَرَامِ  
تُحَيَّيٌ بِالسَّلَامَةِ أُمُّ بَكْرٍ \* وَهَلْ لِي بَعْدَ قَوْمِيِّ مِنْ سَلَامٍ  
يُحَدِّثُنَا الرَّسُولُ بِأَنَّ سَنْحَرِيَ \* وَكَيْفَ حَيَا أَصْدَاءٍ وَهَامِ

[৩৬৩৭] আসবাগ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর (রা) কালব গোত্রের  
উষ্মে বাকর নাম একজন মহিলাকে শাদী করলেন। যখন আবু বকর (রা) হিজরত করেন, তখন তাকে  
তালাক দিয়ে যান। তারপর ঐ মহিলাকে তার চাচাত ভাই শাদী করে নিল। এই ব্যক্তিটি হল সেই কবি যে  
বদর মুদ্দে নিহত কুরাইশ কাফিরদের শোকগাঁথা রচনা করেছিল। “বদর প্রান্তে কালীব নামক কূপে নিষ্কিঞ্চ  
ঐ সব কাফিরগণ আজ কোথায় যাদের শিয়া নামক কাঠের তৈরী খাদ্য-পাত্রে উটের কুঁজের গোশতে  
সুসজ্জিত থাকত। বদরের কালীব কূপে নিষ্কিঞ্চ ব্যক্তিগণ আজ কোথায় যারা গায়িকা ও সম্মানিত  
মদ্যপানকারী নিয়ে নিমগ্ন ছিল। উষ্মে বাকর শান্তির স্থাগত জানাচ্ছে। আর আমার কাওমের (ধৰ্মস হয়ে  
যাওয়ার) পর আমার জন্য শান্তি কোথায়? রাসূল আমাদের বলেছেন যে, অচিরেই আমাদের জীবিত করা  
হবে। কিন্তু উড়ে যাওয়া আজ্ঞা ও মাথার খুলীর জীবন আবার কেমন করে?”

[৩৬২৮] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ  
عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْفَارِ  
فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِأَقْدَامِ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَا نَبِيُّ اللَّهُ لَوْ أَنَّ بَعْضَهُمْ  
طَأْطَأَ بَصَرَهُ رَأَنَا قَالَ اسْكُنْ يَا أَبَا بَكْرٍ إِثْنَانِ اللَّهُ ثَابِثُهُمَا -

[৩৬৩৮] মুসা ইবন ইসমাইল (র) ..... আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ  
সান্নাতুর মুহার (সাওর পর্বতের) গুহায় ছিলাম। আমি আমার মাথা তুলে উপরের দিকে তাকালাম এবং  
[www.alqurans.com](http://www.alqurans.com)

লোকের পা দেখতে পেলাম। তখন আমি বললাম, ইয়া নবী আল্লাহ! তাদের কেউ নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই আমাদের দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, হে আবু বকর! নীরব থাক। আমরা দু'জন আল্লাহ হলেন যাদের তৃতীয়।

٣٦٣٩ حَدَّثَنَا عَلَىُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلَيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْلَّيْثِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيَحْكُمُ ابْنَ الْهِجْرَةِ شَانُهَا شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ أَبْلِي ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَتُعْطِنِي صَدَقَتَهَا ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَتَحْلِبُهَا يَوْمَ وَرُودِهَا ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتَرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا

৩৬৩৯ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, একজন বেদুইন নবী -এর কাছে এল এবং তাকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, ওহে! হিজরত বড় কঠিন ব্যাপার। এরপর বললেন, তোমার কি উট আছে? সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি উটের সাদকা আদায় কর? সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি উটনীর দুধ অন্যকে পান করতে দাও। সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন, যেদিন পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে উটগুলি ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয় সেদিন কি তুম দুধ দোহন করে (ফকীর মিসকীনদের) দান কর? সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন, তবে তুমি সমুদ্রের ওপার থেকেই নেক আমল করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার আমলের কিছুই হাস করবেন না।

## ٢١٥٥ . بَابُ مَقْدَمَ النَّبِيِّ ﷺ وَاصْحَابِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

২১৫৫. পরিচ্ছেদ ৪: নবী - ও তাঁর সাহাবীগণের মদ্দিনায় শুভাগমন

٣٦٤. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلَيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو اسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعِبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أَمْمَكْتُومٍ ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَبَلَالٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -

**৩৬৪০** আবুল ওয়ালিদ (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম আমাদের মধ্যে (মদীনায়) আগমন করেন মুস'আব ইবন উমায়ের ও ইবন উমে মাকতুম (রা)। তারপর আমাদের কাছে আসেন, আশ্চর ইবন ইয়াসির ও বিলাল (রা)

**٣٦٤١** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيهِ اسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَوْلُ مَنْ قَدَمَ عَلَيْنَا مُصْعِبٌ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمٍّ مَكْتُومٍ وَكَانُوا يُقْرَئُونَ النَّاسَ فَقَدِمَ بِلَالٌ وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ بْنُ يَاسِرٍ ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عَشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةَ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرَاحُهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى جَعَلَ الْإِمَامَ يَقْلُنَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَا قَدِمَ حَتَّى قَرَأَتْ سَبِيعَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فِي سُورَةِ مِنَ الْمُفَصَّلِ -

**৩৬৪১** মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... বারা' ইবন আখিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম আমাদের মধ্যে (মদীনায়) আগমন করলেন মুস'আব ইবন উমায়ের এবং ইবন উমে মাকতুম। তারা লোকদের কুরআন পড়াতেন। তারপর আসলেন, বিলাল, সাদ ও আশ্চর ইবন ইয়াসির (রা) এরপর উমের ইবন খাতাব (রা) নবী ﷺ-এর বিশজন সাহাবীসহ মদীনায় আসলেন। তারপর নবী ﷺ আগমন করলেন। তাঁর আগমনে মদীনাবাসী যে পরিমাণ আনন্দিত হয়েছিল সে পরিমাণ আনন্দ হতে কখনো দেখিনি। এমনকি দাসীগণও বলছিল, নবী ﷺ শুভাগমন করেছেন। বারা (রা) বলেন, তাঁর আগমনের আগেই মুফাস্সালের কয়েকটি সূরাসহ আমি সূরা পর্যন্ত পড়ে ফেলেছিলাম।

**٣٦٤٢** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَلِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَعَلَى أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالَ قَالَتْ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَا أَبَةَ كَيْفَ تَجِدُكَ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَتْ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخْذَهُ الْحُمْمَى يَقُولُ :

كُلَّ مَرِيٍّ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ \* وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شَرَاكِ نَعْلِهِ  
 وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ الْحُمْمُ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ وَيَقُولُ : شَعْرٌ :  
 أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيَّتْنَ لَيْلَةً \* بِوَادٍ وَحَوْلِي اِذْخِرُ وَجَلِيلُ  
 وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةً \* وَهَلْ يَبْدُونَ لِي شَامَةَ وَطَفِيلُ  
 قَاتَلَتْ عَائِشَةَ فَجَئَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا  
 الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ حُبًّا وَصَحَّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاحِهَا  
 وَمُدِّهَا وَأَنْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ -

**৩৬৪২** আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন আবু বকর ও বিলাল (রা) ভীষণ জুরে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। আমি তাদেরকে দেখতে গেলাম এবং বললাম, আবুজান, কেমন আছেন? হে বিলাল, আপনি কেমন আছেন? আবু বকর (রা) জুরাক্রান্ত হলেই এ পঞ্জিশুলি আবৃত্তি করতেন। “প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজ পরিবারে শুপ্রভাত বলা হয় অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চাইতেও অধিক নিকটবর্তী।” আর বিলাল (রা) এর অবস্থা ছিল এই যখন তাঁর জুর ছেড়ে যেত তখন কঠস্বর উঁচু করে এ কবিতাটি আবৃত্তি করতেনঃ “হায়, আমি যদি জানতাম আমি ঐ মক্কা উপত্যকায় পুনরায় রাত্রি যাপন করতে পারব কিনা যেখানে ইয়াখির ও জঙ্গীল ঘাস আমার চারপাশে বিরাজমান থাকত। হায়, আর কি আমার ভাগ্যে জুটবে যে, আমি মজান্না নামক কৃপের পানি পান করতে পারব! এবং শামা ও তাফিল পাহাড় কি আর আমার দৃষ্টিগোচর হবে!” আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গিয়ে এ সংবাদ জানালাম। তখন তিনি এ দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! মদীনাকে আমাদের প্রিয় করে দাও যেমন প্রিয় ছিল আমাদের মক্কা বরং তাঁর চেয়েও অধিক প্রিয় করে দাও। আমাদের জন্য মদীনাকে স্বাস্থ্যকর বাসিয়ে দাও। মদীনার সা ও মুদ এর মধ্যে বরকত দান কর। আর এখানকার জুর রোগকে স্থানান্তর করে জুহফায় নিয়ে যাও।

**৩৬৪৩** حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدَى أَخْبَرَهُ دَخَلَتْ عَلَى عُثْمَانَ وَقَالَ بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْزُّبَيرِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدَى بْنَ خِيَارَ أَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلَتْ عَلَى عُثْمَانَ

فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ الْحَقُّ وَكَنْتُ مِنْ  
اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَمَّا بُعْثَ بِهِ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ الْحَقُّ ثُمَّ هَاجَرَتُ  
هِجْرَتَيْنِ وَنَلَّتُ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَبَايِعَتُهُ فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا  
غَشَّشَتُهُ حَتَّى تَوْفَاهُ اللَّهُ تَابَعَهُ اشْحَقُ الْكَلْبِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ مِثْلُهُ

**৩৬৪৩** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... ‘উবায়দুল্লাহ ইবন ‘আদী (র) বলেন, আমি ‘উসমান (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি আমার বক্তব্য শুনার পর তাশাহুদ পাঠের পর বললেন, আমা বাদু। আল্লাহ তা’আলা মুহাম্মদ ﷺ-কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আহবানে সাড়া দিয়েছিলেন, মুহাম্মদ ﷺ-কে যে সত্যসহ প্রেরণ করা হয়েছিল তৎপ্রতি ঈমান এন্টেছিলেন আমিও তাঁদের অস্তর্ভুক্ত ছিলাম। উভয় হিজরতে (হাবশায় ও মদীনায়) অংশ গ্রহণ করেছি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামাতা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি। আমি তাঁর হাতে বায়‘আত করেছি, আল্লাহর কসম আমি কখনো তাঁর নাফরমানী করিনি তাঁর সাথে প্রতারণামূলক কোন কিছু করিনি। এমতাবস্থায় তাঁর ওফাত হয়েছে। ইসহাক কালৰী শুয়ায়বের অনুসরণ করতঃ যুহুরী সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

**৩৬৪৪** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ  
وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْيَدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ  
أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنَ بْنَ عَوْفٍ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَهُوَ  
بِمِنْيٍ فِي أُخْرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ فَوَجَدَنِي فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ  
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَإِنِّي أَرَى أَنَّ  
تُمْهِلَ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنْنَةِ، وَتَخْلُصَ لِأَهْلِ  
الْفَقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ وَذَوِي رَأْيِهِمْ قَالَ عُمَرُ لَا قُومَنَّ فِي أَوْلِ مَقَامٍ  
أَقْوَمُهُ بِالْمَدِينَةِ -

**৩৬৪৫** ইয়াহুইয়া ইবন সুলায়মান (র) ..... ইবন ‘আকবাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, যে বছর উমর (রা) শেষ হজ্জ আদায় করেন সে বছর আবদুর রহমান ইবন ‘আউফ (রা) মিনায় তাঁর পরিবারের কাছে ফিরে আসেন এবং সেখানে আমার সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটে। ‘(উমর(রা) লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে

চাইলে) আবদুল রাহমান (রা) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন, হজ্জ মওসুমে বুদ্ধিমান ও নির্বোধ সব রকমের মানুষ একত্রিত হয়। তাই আমার বিবেচনায় আপনি ভাষণ দান থেকে বিরত থাকুন। এবং মদীনা গমন করে ভাষণ দান করুন। মদীনা হল দারুল হিজরত, (হিজরতের স্থান) রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতের পবিত্র ভূমি। সেখানে আপনি অনেক জানী, গুণী ও বুদ্ধিমান লোককে একান্তে পাবেন। 'উমর (রা) বললেন, মদীনায় গিয়েই সর্বপ্রথম আমার ভাষণটি অবশ্যই প্রদান করব।

**٣٦٤٥** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ شَهَابٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ بَأَيَّعَتِ النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونَ طَارَ لَهُمْ فِي السُّكْنَى حِينَ اقْتَرَعَتِ الْأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ، قَالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ : فَأَشْتَكَى عُثْمَانُ عِنْدَنَا فَمَرَضَتْهُ حَتَّى تُوْفَى وَجَعَلْنَاهُ فِي أَثْوَابِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ شَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ، قَالَتْ قُلْتُ لَا أَدْرِي، بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي يَارَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ قَالَ أَمَا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللَّهُ الْيَقِينُ وَاللَّهُ أَنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ وَمَا أَدْرِي وَاللَّهُ وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي قَالَتْ فَوَاللَّهِ لَا أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ، قَالَتْ فَأَحْرِزْنِي ذَلِكَ فَنَمِتْ فَرَأَيْتُ لِعْثَمَانَ بْنَ مَظْعُونَ عَيْنَা تَجْرِي فَجَئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ ذَلِكَ عَمَلُهُ -

**৩৬৪৫** মুসা ইব্ন ইসর্মাইল (র) ..... খারিজা ইব্ন যায়েদ ইব্ন সাবিত (রা) বলেন, উম্মুল 'আলা' (রা) নামক জনৈক আনসারী মহিলা নবী করীম ﷺ-এর হাতে বায়'আত করেন। তিনি বর্ণনা করেন, যখন মুহাজিরদের অবস্থানের ব্যাপারে আনসারদের মধ্যে লটারী অনুষ্ঠিত হল তখন উসমান ইব্ন মায় উনের বসবাস আমাদের ভাগে পড়ল। উম্মুল 'আলা'(রা) বলেন, এরপর তিনি আমাদের এখানে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমি তার সোবা শুশ্রায় করলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ওফাত হয়ে গেল। আমরা কাফনের ক্ষপড় পরিয়ে দিলাম। তারপর নবী করীম ﷺ আমাদের এখানে তাশরীফ আনলেন। ঐ সময় আমি 'উসমান' (রা)-কে লক্ষ্য করে বলছিলাম। হে আবু সায়িব ! তোমার উপর আল্লাহর রঁহমত বর্ষিত হোক। তোমার

ব্যাপারে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাকে সম্মানিত করেছেন। তখন নবী করীম ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেমন করে জানলে যে, আল্লাহ্ তাকে সম্মানিত করেছেন? আমি বললাম, আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো জানিনা। (তবে তাকে যদি সম্মানিত করা না হয়) তবে কাকে আল্লাহ্ সম্মানিত করবেন? নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম! উসমানের মৃত্যু হয়ে গেছে। আল্লাহর কসম! আমি তার সম্বন্ধে কল্যাণের আশা পোষণ করছি। আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জানিনা আল্লাহ তাঁর সাথে কি ব্যবহার করবেন। উম্মুল 'আলা' (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, আমি এ কথা শুনার পর আর কাউকে (দৃঢ়তার সহিত) পৃত-পবিত্র বলব না। উম্মুল 'আলা' (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ -এর এ কথা আমাকে চিন্তিত করল। এরপর আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, 'উসমান ইবন মায়উন' (রা) এর জন্য একটি নহর প্রবাহিত রয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গিয়ে আমার স্বপ্নটি ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, এ হচ্ছে তার (নেক) 'আমল'।

٣٦٤٦

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ  
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُعَاثٍ يَوْمًا قَدَمَهُ  
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ ﷺ فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِ الْمَدِينَةَ وَقَدِ  
اَفْتَرَقَ مَلَوْهُمْ وَقُتِلَتْ سَرَاتُهُمْ فِي دُخُولِهِمْ فِي الْاسْلَامِ -

**৩৬৪৬** উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বুআস যুদ্ধ এমন একটি যুদ্ধ ছিল যা আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ -এর অনুকূলে তাঁর হিজরতের পূর্বেই সংঘটিত করিয়েছিলেন, যা তাদের (মদীনাবাসীদের) ইসলাম গ্রহণের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। রাসূল ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন তাদের গোত্রগুলো ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং তাদের অনেক নেতৃবৃন্দ নিহত হয়েছিল।

٣٦٤٧

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ  
عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَالنَّبِيُّ ﷺ  
عِنْدَهَا يَوْمَ فَطَرٍ أَوْ أَضْحَى وَعِنْدَهَا قَيْنَاتَانِ تُغْنِيَانِ بِمَا تَعَادَفَتِ  
الْأَنْصَارِ يَوْمَ بُعَاثٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ  
النَّبِيُّ ﷺ دَعَهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَإِنَّ عِيْدَنَا هَذَا الْيَوْمُ -

**৩৬৪৭** মুহাম্মদ ইবন মুসাখা (র) ... ... .. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু বকর (রা) ঈদুল ফিত্র অথবা ঈদুল আযহার দিনে তাঁকে দেখতে এলেন। তখন নবী ﷺ 'আয়েশা (রা)-এর গৃহে অবস্থান  
www.alqurans.com

করছিলেন। ঐ সময় দু'জন অল্প বয়সী বালিকা এ কবিতাটি উচ্ছবে আবৃত্তি করছিল যা আনসারগণ বু'আস যুদ্ধে আবৃত্তি করেছিল। তখন আবু বাকর (রা) দু'বার বললেন, এ হল শয়তানের বাদ্যযন্ত্র। নবী ﷺ বললেন, হে আবু বাকর, তাদেরকে ছেড়ে দাও। কেননা প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই 'ঈদ রয়েছে আর আজকের দিন হল আমাদের 'ঈদের দিন।

٣٦٤٨

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ  
مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيهِ يُحَدِّثُ حَدَّثَنَا أَبُو  
الْتَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنِ الضَّبَاعِ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَّسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ نَزَلَ فِي عَلُوِّ الْمَدِينَةِ  
فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ قَالَ فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشَرَةَ  
لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى مَلَأِ بَنِي النَّجَارِ، قَالَ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِينَ سَيُوفَهُمْ  
قَالَ وَكَانَى انْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَاحْلَتِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ رَدَفَهُ  
وَمَلَأُ بَنِي النَّجَارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَقْتُلَى بَنِي أَيُوبَ، قَالَ فَكَانَ يُصَلَّى  
حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلَّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، قَالَ ثُمَّ أَنْهَ أَمْرَ  
بِبَنِي الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَأِ بَنِي النَّجَارِ، فَجَاءُوا فَقَالَ يَا بَنِي  
النَّجَارِ ثَامِنُونِي حَائِطَكُمْ هَذَا : فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَى  
اللَّهِ قَالَ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَتْ  
فِيهِ خَرَبٌ وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ  
فَنَبَشَتْ وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ قَالَ فَصَفَّوْا النَّخْلَ قِبْلَةَ  
الْمَسْجِدِ قَالَ وَجَعَلُوا عَصَادَتِيهِ حَجَارَةً قَالَ جَعَلُوا يَنْقُلُونَ ذَاكَ  
الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعْهُمْ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا

خَيْرٌ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ، فَانْصُرُ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ -

**৩৬৪৮** মুসাদ্দাদ ও ইসহাক ইবন মানসুর (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ খন্দ যখন মদীনায় আগমন করেন তখন মদীনার উচ্চ এলাকার 'আমর ইবন 'আউফ গোত্রে অবস্থান করলেন। আনাস (রা) বলেন, সেখানে তিনি চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন। এরপর তিনি বানু নাজারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট সংবাদ পাঠালেন। তারা সকলেই তরবারী ঝুলিয়ে উপস্থিত হলেন। আনাস (রা) বলেন, সেই দৃশ্য এখনো যেন আমি দেখতে পাচ্ছি। রাসূল খন্দ এবং আবু বাকর (রা) তাঁর পিছনে উপবিষ্ট রয়েছেন, আর বনু নাজারের প্রধানগণ রয়েছেন তাদের পার্শ্বে। অবশ্যে আবু আইউব (রা) -এর বাড়ীর চতুরে উটটি বসে পড়ল। রাবী বলেন, ঐ সময় রাসূল খন্দ যেখানেই সালাতের সময় হত সেখানেই সালাত আদায় করে নিতেন। এরং তিনি কোন কোন সময় ছাগল-ভেড়ার খোঘাড়েও সালাত আদায় করতেন। রাবী বলেন, তারপর তিনি মসজিদ নির্মালের আদেশ দিলেন। তিনি বনী নাজারের নেতাদের ডাকলেন এবং তারা এলে তিনি বললেন, তোমাদের এ বাগানটি আমার নিকট বিক্রি করে দাও। তারা বলল, আল্লাহর কসম, আমরা বিক্রি করব না। আল্লাহর কসম-এর বিনিময় আল্লাহর নিকটই চাই। রাবী বলেন এই স্থানে তখন ছিল মুশরিকদের পুরাতন কবর, বাড়ী ঘরের কিছু ভগ্নাবশেষ কয়েকটি খেজুরের গাছ। রাসূলুল্লাহ খন্দ-এর আদেশে মুশরিকদের কবরগুলি নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হল। ভগ্নাবশেষ সর্পতল করা হল, খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলা হল। রাবী বলে, কর্তিত খেজুর গাছের কান্দগুলি মসজিদের কেবলার দিকে এর খুঁটি হিসাবে এক লাইনে স্থাপন করা হল এবং খুঁটির ফাঁকা স্থানে রাখা হল পাথর। তখন সাহাবায়ে কেরাম পাথর বহন করে আনছিলেন এবং হন্দ যুক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন : আর রাসূল খন্দ তখন তাদের সঙ্গে ছিলেন এবং বলছেন, হে আল্লাহ ! প্রকৃত কল্যাণ একমাত্র আখিরাতের কল্যাণই। হে আল্লাহ ! তুমি মুহাজির ও আনসারদের সাহায্য কর।

## بَابُ اِقَامَةِ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ے ۲۱۵۶

২১৫৬. পরিচেদ : হজ্জ আদায়ের পর মুহাজিরগণের মক্কায় অবস্থান

**৩৬৪৯** حَدَّثَنِي أَبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
بْنِ حُمَيْدٍ بْنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ  
ابْنَ أَخْتِ النَّمَرِ مَا سَمِعْتَ فِي سُكُنِي مَكَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ  
الْحَضْرَمِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ -

**৩৬৪৯** ইব্রাহীম ইবন হাম্যা (র) ..... উমর ইবন আবদুল আয়ীয় (র) হতে বর্ণিত। তিনি সাইব ইবন উথতে নাম্র (রা) কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি (মুহাজিরদের হজ্জ সম্পাদনাত্তে) মক্কায় অবস্থান সম্পর্কে

কি শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি 'আলা ইবনুল হায়রামী (রা)-এর নিকট শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুহাজিরদের জন্য তাওয়াফে সদর আদায় করার পর তিন দিন মক্কায় অবস্থান করার অনুমতি রয়েছে।

## ٢١٥٧ . بَابٌ

২১৫৭. পরিচ্ছেদ :

**٣٦٥.** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا عَدُوا مَنْ مَبْعَثُ النَّبِيِّ ﷺ وَلَامِنْ وَفَاتِهِ مَاعِدُوا إِلَّا مِنْ مَقْدِمِهِ الْمَدِينَةَ -

**৩৬৫০** [আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) ..... সাহল ইবন সাদ (রা) বর্ণনা করেন, লোকেরা বছর গণনা নবী করীম ﷺ-এর নবৃযাত লাভের দিন থেকে করে নি এবং তাঁর ওফাত দিবস থেকেও করে নি বরং তাঁর মদীনায় হিজরত থেকে বছর গণনা করা হয়েছে।

**٣٦٥١** حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْأُولَى \* تَبَعَهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ -

**৩৬৫১** [মুসাদ্দাদ (র) ..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথম অবস্থায় দু' দু' রাক'আত করে সালাত ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর নবী করীম ﷺ যখন হিজরত করলেন, ঐ সময় সালাত চার রাক'আত করে দেয়া হয়। এবং সফর কালে পূর্বাবস্থায় অর্থাৎ দু' রাক'আত বহাল রাখা হয়। আব্দুর রাজজাক (র) মামর সুত্রে রেওয়ায়াত বর্ণনায় যাদীদ ইবন মুবায়-এর অনুসরণ করেছেন।

## ٢١٥٨ . بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ الْهُمَّ امْضِ لِاصْحَابِيِّ هِجْرَتَهُمْ وَمَرْثِيَتِهِ لِمَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ

২১৫৮. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ-এর উকি, হে আল্লাহ! আমার সাহাবাদের হিজরতকে বহাল রাখুন এবং মক্কায় মৃত সাহাবীদের জন্য শোক প্রকাশ

**٣٦٥٢** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ  
 عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ عَامَ حَجَّةَ  
 الْوَدَاعِ يَعْنِي مِنْ مَرَضٍ أَشْفَقَتْ مِنْهُ عَلَى مَوْتٍ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
 بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجْعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا أَبْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَا  
 تَصْدِقُ بِثُلَثَيْ مَالِيِّ؟ قَالَ لَا قَالَ فَأَتَصْدِقُ بِشَطْرِهِ: قَالَ التَّلْثُ يَاسِعُ  
 وَالْتَّلْثُ كَثِيرٌ أَنَّكَ أَنْ تَذَرِّرْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ أَنْ تَذَرِّرْ يَتَكَفَّفُونَ  
 وَلَسْتَ بِنَافِقٍ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ الْأَجْرَكَ اللَّهُ بِهَا حَتَّى  
 الْلُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِيِّ  
 قَالَ أَنَّكَ لَنْ تُخَلِّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ الْأَجْرَكَ بِهِ  
 دَرَجَةٌ وَرِفْعَةٌ وَلَعَلَكَ تُخَلِّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرِّبُكَ أَخْرُونَ،  
 اللَّهُمَّ امْضِ لِاصْحَابِيِّ هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدْهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لِكِنَّ الْبَئَسَ  
 سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَوَفَّى بِمِكَةَ وَقَالَ أَحْمَدُ  
 بْنُ يُونُسَ وَمَوْسَى عَنِ إِبْرَاهِيمَ أَنْ تَذَرَّرَ وَرَثَتْكَ -

**৩৬৫২** ইয়াহুইয়া ইব্ন কায়'আ (র) ..... সাদ ইব্ন আবু ওয়াক্স (রা) বলেন, বিদায় হজ্জের বছর  
 আমি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে পড়ি তখন রাসূল ﷺ আমাকে দেখতে  
 আসেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলপুরাহ! আমার রোগ কি পর্যায় পৌছেছে তা আপনি দেখতে  
 পাচ্ছেন। আমি একজন বিস্তুরান লোক। আমার ওয়ারিশ হচ্ছে একটি মাত্র কন্যা। আমি আমার সম্পদের  
 দুই-তৃতীয়াংশ আল্লাহর রাস্তায় সাদকা করে দিব? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে কি অর্ধেক?  
 তিনি বললেন, হে সাদ, এক তৃতীয়াংশ দান কর। এ তৃতীয়াংশই অনেক বেশী। তুমি তোমার  
 সন্তান-সন্ততিদেরকে বিস্তুরান রেখে যাও ইহাই উত্তম, এর চাইতে যে তুমি তাদেরকে নিঃস্ব রেখে গেলে  
 যে তারা অন্যের নিকট হাত পেতে ভিক্ষা করে। আহ্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... ইব্রাহীম (র) থেকে

একথাণ্ডলোও বর্ণনা করেছেন। তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের সম্পদশালী রেখে যাবে আর তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু ব্যয় করবে, আল্লাহ তার প্রতিদান তোমাকে দেবে। তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লোকমাটি তুলে দিবে এর প্রতিদানও আল্লাহ তোমাকে দেবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি আমার সাথী সঙ্গীদের থেকে পিছনে পড়ে থাকব? তিনি বললেন, তুমি কখনই পিছনে পড়ে থাকবে না আর এ অবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যে কোন নেক 'আমল করবে তাহলে তোমার সম্মান ও মর্যাদা আরো বেড়ে যাবে। সম্ভবতঃ তুমি পিছনে থেকে যাবে এবং এর ফলে তোমার দ্বারা অনেক মানুষ উপকৃত এবং অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ! আমার সাহাবীদের হিজরতকে অক্ষুণ্ণ রাখুন। তাদেরকে পশ্চাত্মুখী করে ফিরিয়ে নিবেন না। কিন্তু অভাবগ্রস্ত সা'দ ইবন খাওলার মকায় মৃত্যুর কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। আহমদ ইবন ইউনুস (র) ও মূসা (র) ইব্রাহীম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, অন্তর্দর্শনের করেন, ।

٢١٥٩٦ . بَابُ كَيْفَ أَخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ اصْحَابِهِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ  
بْنُ عَوْفٍ أَخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ لِمَا قَدِمْنَا  
الْمَدِينَةَ وَقَالَ أَبُو جُعْيَفَةَ أَخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّارِدَاءِ

২১৫৯. পরিচ্ছেদ : নবী কর্মী জন্মান্তর কিভাবে তাঁর সাহাবীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। আবদুর রাহমান ইবন 'আউফ (রা) বলেন, আমরা যখন মদীনা এলাম তখন আমার ও সা'দ ইবন রাবীর মধ্যে নবী জন্মান্তর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন এবং আবু জুহায়ফা (রা) বলেন, সালমান ও আবুদ দারদা (রা)-এর মধ্যে নবী জন্মান্তর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিয়েছিলেন

٣٦٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ  
أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ الْمَدِينَةَ فَأَخْيَ  
النَّبِيَّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنَّ  
يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ  
وَمَالِكِ دُلْنِي عَلَى السُّوقِ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقْطِ وَسَمِنٍ فَرَأَهُ النَّبِيُّ ﷺ  
بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرَّ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَهِيمٌ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ

، قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ فَمَا سُقْتَ فِيهَا  
قَالَ وَزْنُ نَوَّاهِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ -

**৩৬৫৩** মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবদুর রাহমান ইবন 'আউফ (রা) যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন নবী করীম ﷺ তাঁর ও সাঁদ ইবন রাবী' আনসারী (রা)-এর মধ্যে ভাত্তু স্থাপন করে দিলেন। সাঁদ (রা) তার সম্পত্তি ভাগ করে অর্ধেক সম্পত্তি এবং দু'জন স্ত্রীর যে কোন একজন নিয়ে যাওয়ার জন্য আবদুর রাহমানকে অনুরোধ করলেন। তিনি উভয়ের বলেন, আল্লাহু আপনার পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পদে বরকত দান করুন। আমাকে স্থানীয় বাজারের রাস্তাটি দেখিয়ে দিন। তিনি (বাজারে গিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করলেন এবং) মুনাফা স্বরূপ কিছু ধি ও পনীর লাভ করলেন। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পরে নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে তার সাক্ষাত হল। তিনি ﷺ তখন তার গায়ে ও কাপড়ে হলুদ রং-এর চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, হে আবদুর রাহমান, ব্যাপার কি! তিনি বললেন, আমি একজন আনসারী মহিলাকে বিবাহ করেছি। নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তাকে কি পরিমাণ মোহর দিয়েছ? তিনি বললেন, তাকে নাওয়াত (খেজুর বিটি) পরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, একটি বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালীমা করে নাও।

## ২১৬. بَابٌ

২১৬০. পরিচ্ছেদ :

**৩৬৫৪** حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بِشَرِّ بْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ  
قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ بَلَغَهُ مَقْدُمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ  
فَأَتَاهُ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءِ فَقَالَ أَنِّي سَأَئِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ  
مَا أَوْلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوْلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَمَا بَالُ الْوَلَدِ  
يَنْزَعُ إِلَى أَبِيهِ أَوِ الْأُمِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي بِهِ جِبْرِيلُ أَنِّي قَالَ أَبْنُ  
سَلَامٍ ذَلِكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، قَالَ أَمَّا أَوْلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ  
فَنَارٌ تَحْشِرُهُمْ مِنِ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ وَأَمَّا أَوْلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ  
الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِيدِ الْحُوتِ، وَأَمَّا الْوَلَدُ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ

نَزَعَ الْوَلَدُ وَإِذَا سَبَقَ مَاءَ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ نَزَعَتِ الْوَلَدُ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ  
بُهْتَ، فَسَأَلَهُمْ عَنِّي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِيِّ، فَجَاءَتِ الْيَهُودُ فَقَالَ  
النَّبِيُّ ﷺ أَئِ رَجُلٌ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فِيْكُمْ؟ قَالُوا خَيْرُنَا وَابْنُ  
خَيْرِنَا وَأَفْضَلُنَا وَابْنُ أَفْضَلِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ  
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ قَالُوا عَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ فَاعْمَادَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا مِثْلُ  
ذَلِكَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالُوا شَرِنَا وَابْنُ شَرِنَا وَتَنَقْصُوهُ قَالَ هَذَا كُنْتُ  
أَخَافُ يَا رَسُولَ اللَّهِ -

**৩৬৫৪** হামীদ ইব্ন উমর (র) ..... আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা)-এর নিকট  
নবী করীম ﷺ-এর মদীনায় আগমনের সংবাদ পৌছলে তিনি এসে তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। তিনি  
বললেন, আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করছি। এগুলোর সঠিক উত্তর নবী ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। (১)  
কিয়ামতের সর্বপ্রথম ‘আলামত ও লক্ষণ কি? (২) জান্নাতবাসীদের সর্বপ্রথম আহার্য কি? (৩) কি কারণে  
সন্তান আকৃতিতে কখনও পিতার অনুরূপ কখনো বা মায়ের অনুরূপ হয়? নবী করীম ﷺ বললেন,  
এবিষয়গুলি সম্পর্কে এই মাত্র জিভ্রাইল (আ) আমাকে জিনিয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা)  
একথা শুনে বললেন, তিনিই ফিরিশ্তাদের মধ্যে ইয়াহুদীদের শক্ত। নবী করীম ﷺ বললেন, (১)  
কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সর্ব প্রথম লক্ষণ হল লেলীহান আগুন যা মানুষকে পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে  
ধাওয়া করে নিয়ে যাবে এবং সবাইকে সমবেত করবে। (২) সর্বপ্রথম আহার্য যা জান্নাতবাসী ভক্ষণ করবে  
তা হল মাছের কলীজার অতিরিক্ত অংশ। (৩) যদি নারীর আগে পুরুষের বীর্যপাত ঘটে তবে সন্তান পিতার  
অনুরূপ হয় আর যদি পুরুষের আগে নারীর বীর্যপাত ঘটে তবে সন্তান মায়ের অনুরূপ হয়। ‘আবদুল্লাহ ইব্ন  
সালাম বললেন, আমি সাক্ষ্য দিছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোন মাসুদ নেই এবং নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর  
রাসূল। ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়াহুদীগণ এমন একটি সম্পদায় যারা অন্যের কুৎসা রটনায় অত্যন্ত পটু। আমার  
ইসলাম গ্রহণ প্রকাশ হওয়ার পূর্বে আমার অবস্থা সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। নবী করীম ﷺ  
তাদেরকে ডাকলেন, তারা হায়ির হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মাঝে ‘আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম  
কেমন লোক? তারা বলল, তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির পুত্র। তিনি  
আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পুত্র। নবী করীম ﷺ বললেন, আচ্ছা বলত, যদি

‘ଆ�ଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନ ସାଲାମ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେ ତବେ କେମନ ହବେ ? ତୋମରା ତଥନ କି କରବେ ? ତାରା ବଲଲ,  
ଆଲ୍ଲାହ ତାକେ ଏକାଜ ଥେକେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି । ନବୀ କରୀମ ପରମାତ୍ମା ଆବାର ଏକଥାତି ବଲଲେନ, ତାରାଓ ପୂର୍ବରାପ  
ଉତ୍ତର ଦିଲ । ତଥନ ‘ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନ ସାଲାମ ବେରିଯେ ଆସଲେନ, ଏବଂ ବଲଲେନ, اللّٰهُ أَكْبَرُ  
أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ ଇହା ଶୁଣେ ଇଯାହୁଦୀଗଣ ବଲତେ ଲାଗଲ, ସେ ଆମାଦେର ର୍ମଧ୍ୟେ ମନ୍ଦ ଲୋକ ଏବଂ  
ମନ୍ଦ ଲୋକେର ଛେଲେ । ଅତଃପର ତାରା ତାକେ ହେଯ ପ୍ରତିପନ୍ନ କରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆରୋ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତ ବଲଲ ।  
‘ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନ ସାଲାମ (ରା) ବଲଲେନ, ଇଯା ରାସୁଲୁଲ୍ଲାହ ! ଆମି ଇହାଇ ଆଶଂକା କରେଛିଲାମ ।

٣٦٥٥ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ أَبَا الْمُتَهَاجِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ بَاعَ شَرِيكٌ لِّيْذَرَاهِمَ فِي السُّوقِ نَسِيَّةً، فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَيَصْلُحُ هَذَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوقِ، فَمَا عَابَهُ أَحَدٌ فَسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نَتَبَايِعُ هَذَا الْبَيْعَ، فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بِأَسْ وَمَا كَانَ نَسِيَّةً فَلَا يَصْلُحُ، وَالْقَزِيدَ بْنَ أَرْقَمَ فَسَلَّهُ فَأَنَّهُ كَانَ أَعْظَمَنَا تِجَارَةً فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَ مِثْلِهِ \* وَقَالَ سُفِيَّانُ مَرَّةً فَقَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَتَبَايِعُ وَقَالَ نَسِيَّةً إِلَى الْمَوْسِمِ أَوِ الْحَجَّ -

**৩৬৫৫** ‘আলী ইব্ন ‘আবদুল্লাহ (র) .....‘আবদুর রাহমান ইব্ন মৃত্ত’ঈম (রা) বলেন, আমার ব্যবসায়ের একজন অংশীদার কিছু দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) বাজারে নিয়ে বাকীতে বিক্রি করে। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ। এরপ ক্রয়-বিক্রয় কি জায়িয় ? তিনিও বললেন, সুবহানাল্লাহ ! আল্লাহর কসম, আমি ইহা খোলা বাজারে বিক্রি করেছি তাতে কেউ ত আপত্তি করেন নি। এরপর আমি বারা‘ ইব্ন ‘আযিব (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি বললেন, নবী করীম সালাম যখন মদীনায় আগমন করেন তখন আমরা এরপ বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় করতাম; তখন তিনি বললেন যদি নগদ হয় তবে তাতে কোন বাঁধা নেই। আর যদি ধারে হয় তবে জায়িয় হবে না। তুমি যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা)-এর স্যাথে সাক্ষাৎ করে তাকে জিজ্ঞাসা করে নাও। কেননা তিনি আমাদের মধ্যে একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। এরপর আমি যায়েদ ইব্ন আরকামকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনিও অনুরূপ বললেন। সুফিয়ান (র) রাবী হাদীসটি কথনও এরপ বর্ণনা করেন নবী সালাম যখন মদীনায় আমাদের নিকট আসেন, তখন আমরা হজ্জের মৌসুম পর্যন্ত মিয়াদে বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় করতাম।

٢١٦١ . بَابُ اثِيَانِ الْيَهُودِ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ \* هَادُوا  
صَارُوا يَهُودًا وَأَمَا قَوْلُهُ هُدْنَا تُبْنَا هَادِنَّ تَائِبٌ

২১৬১. পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ -এর মদীনায় আগমনের পর তাঁর খেদমতে ইয়াহুদীদের উপস্থিতি। অর্থ আমরা তাওবা করেছি। অর্থ হান্দَنْ অর্থ তাওবাকারী

٣٦٥٦ حَدَّثَنَا مُشْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ  
أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ أَمِنَ بِي عَشَرَةُ مِنَ الْيَهُودِ لَأَمِنَ  
بِي الْيَهُودُ -

৩৬৫৬ মুসলিম ইবন ইব্রাহিম (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যদি আমার উপর দশজন ইয়াহুদী ঈমান আনত তবে সমস্ত ইয়াহুদী সম্পদায়ই ঈমান গ্রহণ করত।

٣٦٥٧ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ أَوْ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغُدَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ  
أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ  
عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَإِذَا  
أُنَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ يُعَظِّمُونَ عَاشُورَاءَ وَيَصُومُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ  
نَحْنُ أَحَقُّ بِصَوْمٍ فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ -

৩৬৫৭ আহমদ অথবা মুহাম্মদ ইবন উবায়দুল্লাহ আল-গুদানী (র) ..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন ইয়াহুদী সম্পদায়ের কিছু লোক আশুরা দিবসকে অত্যন্ত সম্মান করত এবং সেদিন তারা সাওম পালন করত। এতে নবী করীম ﷺ বললেন, ইয়াহুদীদের অপেক্ষা ঐ দিন সাওম পালন করার আমরা অধিক হকদার। তারপর তিনি সকলকে সাওম পালন করার আদেশ দিলেন।

٣٦٥٨ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَبُو بِشَرٍ عَنْ

سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ  
عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَدِينَةَ وَجَدَ النَّاسَ يَطْوُمُونَ عَاشُورَاءَ فَسُئَلُوا عَنِ ذَلِكَ  
فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى  
فِرْعَوْنَ وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيْمًا لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحْنُ أَوْلَى  
بِمُوسَى مِنْكُمْ ثُمَّ أَمْرَ بِصَوْمِهِ -

৩৬৫৮] যিয়াদ ইব্ন আইয়ুব (র) ..... ইব্ন আবাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম صلوات الله عليه وسلم যখন মদীনায় আগমন করেন তখন দেখতে পেলেন ইয়াতুনীগণ 'আশুরা দিবসে সাওম পালন করে। তাদেরকে সাওম পালনের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলল, এদিনই আল্লাহ্ তা'আলা মুসা (আ) ও বনী ইসরাইলকে ফিরাউনের উপর বিজয় দান করেছিলেন। তাই আমরা ঐ দিনের সম্মানার্থে সাওম পালন করে থাকি। রাসূলুল্লাহ صلوات الله عليه وسلم বললেন, তোমাদের চাইতে আমরা মুসা (আ)-এর অধিক নিকটবর্তী। এরপর তিনি সাওম পালনের আদেশ দেন।

٣٦٥٩ [ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ  
أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ  
عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ  
يَفْرُقُونَ رُؤْسَهُمْ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُؤْسَهُمْ وَكَانَ النَّبِيُّ  
عَلَيْهِ السَّلَامُ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمِرْ فِيهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَقَ النَّبِيُّ  
عَلَيْهِ السَّلَامُ رَأْسَهُ -

৩৬৫৯] আবদান (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম صلوات الله عليه وسلم চুলে সিঁথি না কেটে সোজা পিছনের দিকে ছেড়ে দিতেন। আর মুশরিকগণ তাদের চুলে সিঁথি কাট। আহলে কিতাব সিঁথি কাট না। নবী করীম صلوات الله عليه وسلم আল্লাহ্ র পক্ষ থেকে কোন আদেশ না আসা পর্যন্ত আহলে কিতাবের অনুকরণকে পছন্দ করতেন। তারপর (আদেশ আসলে) তাঁর মাথায় সিঁথি কাটলেন।

٣٦٦٠ [ حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ  
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ هُمْ أَهْلُ  
[www.alqurans.com](http://www.alqurans.com)

**الكتاب جزءٌ أجزاءً فَامْنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفُرُوا بِبَعْضِهِ -**

**৩৬৬০** যিয়াদ ইবন আইয়ুব (র) ... ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এরাই তো সেই আহলে কিতাব যারা (তাওরাত ও কুরআনকে) ভাগাভাগি করে ফেলেছে, কিছু অংশের উপর ঈমান এনেছে এবং কিছু অংশকে অবীকার করেছে।

٢١٦٢. بَابُ اسْلَامِ سَلْمَانَ الْفَارَسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

২১৬২. পরিচ্ছেদ ৩: সালমান ফারসী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

٣٦٦١ حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ أَبِي وَحَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَانَ الْفَارِسِيِّ أَنَّهُ تَدَاوَلَهُ بِضَعَةً عَشَرَ مِنْ رَبِّ الْإِلَهِ -

**[৩৬৬১]** হাসান ইবন 'উমর ইবন শাকীক (র) ..... সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত, আমি (অন্যায় ভাবে) দশজনের অধিক মালিকের হাত বদল হয়েছি।

٣٦٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْبَيْكَنْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَنَا مِنْ رَأْمَ هَرْمَزَ -

**৩৬৬২** মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) ..... আবু 'উসমান (রা) বলেন, আমি সালমান (রা)-কে বলতে শুনেছি ; তিনি বলেন, আমি (পারস্যের) রাম হৃষিমু শহরের অধিবাসী ।

٣٦٦٣ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ فَتَرَأَّفَ بَيْنَ عَيْسَى وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَمْائَةَ سَنَةٍ -

**৩৬৬৩** হাসান ইবন মুদরিক (র) ..... সালমান ফারসী (রা) বলেন, 'ঈসা এবং মুহাম্মদ প্রভুজ্ঞান প্রভুজ্ঞান -এর আগমনের মধ্যে ছয়শ' বছরের ব্যবধান ছিল।

كتاب المغازي  
অধ্যায় : মাগাযী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# كتاب المغازى

## অধ্যায় : মাগাযী

٢١٦٣ . بَابُ غَزَوَةِ الْعُشَيْرَةِ أَوِ الْعُسَيْرَةِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ أَوْلُ مَاغْزَانِ  
النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ بُوَاطَ ثُمَّ الْعُشَيْرَةِ

২১৬৩. পরিচ্ছেদ : ‘উশায়রা বা ‘উসায়রা’র যুদ্ধ। ইবন ইসহাক (র) বলেন, নবী ﷺ প্রথমতঃ আবওয়ার যুদ্ধ করেন, তারপর তিনি বুওয়াত তারপর ‘উশায়রা’র যুদ্ধ করেন

٢٦٦٤ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ  
عَنْ أَبِيهِ إِسْحَاقَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدٍ بْنِ أَرْقَمَ فَقِيلَ لَهُ كَمْ غَزَا النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزَوَةِ ؟ قَالَ تِسْعَ عَشَرَةَ قِيلَ كَمْ غَزَوَتْ أَنْتَ مَعَهُ ؟ قَالَ  
سَبْعَ عَشَرَةَ قِيلَتْ فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوْلَى ؟ قَالَ الْعُشَيْرَةُ أَوِ الْعُسَيْرَةُ فَذَكَرَتْ  
لِقَاتَادَةَ فَقَالَ الْعُشَيْرَةُ -

৩৬৬৪ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যায়েদ ইবন আরকামের পাশে ছিলাম। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, নবী ﷺ কয়টি যুদ্ধ করেছেন ? তিনি বললেন, উনিশটি। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল আপনি তাঁর সাথে কতটি যুদ্ধে শরীক ছিলেন ? তিনি বললেন, সতেরটিতে। (আবু ইসহাক বলেন) আমি বললাম, এসব যুদ্ধের মধ্যে সর্বপ্রথম সংঘটিত হয়েছিল কোনটি ? তিনি বললেন, ‘উশায়রা বা ‘উসায়রা। (বর্ণনাকারী বলেন) বিষয়টি আমি কাতাদা (র)-এর কাছে আলোচনা করলে তিনি বললেন, ‘উশায়রা (এর যুদ্ধই সর্বপ্রথম সংঘটিত হয়েছিল)।

## ۲۱۶۴. بَابُ ذِكْرِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ يُقْتَلُ بِبَدْرٍ

২১৬৪. পরিচ্ছেদ : বদর যুক্তি নিহতদের সম্পর্কে নবী ﷺ-এর ভবিষ্যৎ বাণী

**٣٦٦٥** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ إِشْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ صَدِيقًا لِأُمِّيَّةَ بْنِ خَلْفٍ وَكَانَ أُمِّيَّةً إِذَا مَرَّ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ وَكَانَ سَعْدًا إِذَا مَرَّ بِمَكَّةَ نَزَلَ عَلَى أُمِّيَّةَ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ انْطَلَقَ سَعْدٌ مُعْتَمِرًا فَنَزَلَ عَلَى أُمِّيَّةَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لِأُمِّيَّةَ انْظُرْلِي سَاعَةً خَلْوَةً لِعَلَى أَنْ أَطْوُفَ بِالْبَيْتِ، فَخَرَجَ بِهِ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ فَلَقِيَهُمَا أَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ يَا أَبَا صَفَوَانَ مَنْ هَذَا مَعَكَ فَقَالَ هَذَا سَعْدٌ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ أَلَا أَرَاكَ تَطْوِفُ بِمَكَّةَ أَمِنًا وَقَدْ أَوْيَتْمُ الصُّبَابَةَ وَزَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ تَنْصُرُونَهُمْ وَتُعِينُونَهُمْ أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّكَ مَعَ أَبِيهِ صَفَوَانَ مَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ سَالِمًا، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ وَرَفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْهِ أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ مَنَعْتَنِي هَذَا لَأَمْنَعَنَّكَ مَا هُوَ أَشَدُ عَلَيْكَ مِنْهُ طَرِيقَكَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ أُمِّيَّةُ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ يَا سَعْدُ عَلَى أَبِيهِ الْحَكَمِ سَيِّدِ أَهْلِ الْوَادِيِّ فَقَالَ سَعْدٌ دَعْنَا عَنْكَ يَا أُمِّيَّةُ فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّهُمْ قَاتِلُوكَ قَالَ بِمَكَّةَ قَالَ لَا أَدْرِي فَفَزَعَ لِذَلِكَ أُمِّيَّةُ فَزَعًا شَدِيدًا، فَلَمَّا رَجَعَ أُمِّيَّةُ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يَا أُمَّ صَفَوَانَ أَلَمْ تَرَى مَا قَالَ لِي سَعْدُ قَالَتْ

وَمَا قَالَ لَكَ قَالَ زَعْمَ أَنَّ مُحَمَّداً أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ قَاتِلِيُّ ، فَقُلْتُ لَهُ  
بِمَكَّةَ قَالَ لَا أَدْرِي فَقَالَ أُمَيَّةُ وَاللَّهُ لَا أَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ ، فَلَمَّا كَانَ  
يَوْمَ بَدْرٍ اسْتَنْفَرَ أَبُو جَهْلٍ النَّاسَ قَالَ أَدْرِكُوا عِيرَكُمْ فَكَرِهَ أُمَيَّةُ أَنْ  
يَخْرُجَ فَأَتَاهُ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ يَا أَبَا صَفْوَانَ إِنَّكَ مَتَّى يَرَاكَ النَّاسُ قَدْ  
تَخَلَّفَتْ وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِيِّ تَخَلَّفُوا مَعَكَ ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ أَبُو جَهْلٍ  
حَتَّى قَالَ أَمَا إِذْ غَلَبْتَنِي فَوَاللَّهِ لَا شَرِيكَ لِأَجُودَ بَعْيَرِ بِمَكَّةَ ، ثُمَّ قَالَ  
أُمَيَّةُ يَا أُمَّ صَفْوَانَ جَهْزِينِي فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا صَفْوَانَ وَقَدْ نَسِيْتَ مَا قَالَ  
لَكَ أَخُوكَ الْيَثْرَبِيُّ قَالَ لَا مَا أُرِيدُ أَنْ أَجُوزَ مَعْهُمْ إِلَّا قَرِيبًا فَلَمَّا خَرَجَ  
أُمَيَّةُ أَخَذَ لَيْنَزِلُ مَنْزِلًا إِلَّا عَقْلَ بَعِيرَهُ فَلَمْ يَزَلْ بِذَلِكَ حَتَّى قَتَلَهُ اللَّهُ  
عَزَّوَجَلَّ بِبَدْرٍ -

**৩৬৬৫** আহমাদ ইবন উসমান (র) ..... সাদ ইবন মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তাঁর ও উমাইয়া ইবন খালফের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। উমাইয়া মদীনায় আসলে সাদ ইবন মু'আয়ের অতিথি হত এবং সাদ (রা) মক্কায় গেলে উমাইয়ার আতিথেয়তা গ্রহণ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় হিজরত করার পর একদা সাদ (রা) উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কা গেলেন এবং উমাইয়ার বাড়ীতে অবস্থান করলেন। তিনি উমাইয়াকে বললেন, আমাকে এমন একটি নিরিবিলি সময়ের কথা বল যখন আমি (শান্তভাবে) বাযতুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারব। তাই দ্বি- প্রহরের সময় একদিন উমাইয়া তাঁকে সাথে নিয়ে বের হল, তখন তাদের সাথে আবৃ জেহেলের দেখা হল। তখন সে (আবৃ জেহেল উমাইয়াকে লক্ষ্য করে) বলল, হে আবৃ সাফ্ওয়ান ! তোমার সাথে ইনি কে ? সে বলল, ইনি সাদ (ইবন মু'আয)। তখন আবৃ জেহেল তাকে (সাদ ইবন মু'আযকে) লক্ষ্য করে বলল, আমি তোমাকে নিঃশেষ চিন্তে ও নিরাপদে মক্কায় (বাযতুল্লাহর) তাওয়াফ করতে দেখেছি অথচ তোমরা ধর্মত্যাগীদের আশ্রয় দান করেছ এবং তাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে চলছ। আল্লাহর কসম, (এ মুহূর্তে) তুমি আবৃ সাফ্ওয়ানের (উমাইয়া) সঙ্গে না থাকলে তোমার পরিজনদের কাছে নিরাপদে ফিরে যেতে পারতে না। সাদ (রা) এর চেয়েও অধিক উচ্চস্বরে বললেন, আল্লাহর কসম, তুমি এতে যদি আমাকে বাঁধা দাও তাহলে আমিও এমন একটি ব্যাপারে তোমাকে বাঁধা দেব যা তোমার জন্য এর চেয়েও ভীষণ কঠিন হবে। আর তা হল, মদীনার উপকণ্ঠ দিয়ে তোমার (ব্যবসা বাণিজ্যের বৃহত্তম কেন্দ্র সিরিয়ার) যাতায়াতের রাস্তা (বন্ধ করে দেব)। তখন উমাইয়া তাকে বলল,

হে সা'দ এ উপত্যকার প্রধান সর্দার আবুল হাকামের (আবু জেহেল) সাথে একুপ উচ্চস্থরে কথা বলিও না । তখন সা'দ (রা) বললেন, হে উমাইয়া! তুমি চূপ কর । আল্লাহর কসম, আমি রাসূলল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তারা তোমার হত্যাকারী । উমাইয়া জিজ্ঞাসা করল, মক্কার বুকে ? সা'দ (রা) বললেন, তা জানিনা । উমাইয়া এতে অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রিপ্ত হয়ে পড়ল । এরপর উমাইয়া বাড়ি গিয়ে তার (স্ত্রীকে ডেকে) বলল, হে উম্মে সাফওয়ান সা'দ আমার সম্পর্কে কি বলছে জান ? সে বলল, সা'দ তোমাকে কি বলেছে ? উমাইয়া বলল, সে বলেছে যে, মুহাম্মদ ﷺ তাদেরকে জানিয়েছেন যে, তারা আমার হত্যাকারী । তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তা কি মক্কায় ? সে (সা'দ) বলল, তা আমি জানিনা । এরপর উমাইয়া বলল, আল্লাহর কসম, আমি কখনো মক্কা থেকে বের হব না । কিন্তু বদর যুদ্ধের দিন সম্মগ্ন হলে আবু জেহেল সর্বস্তরের জনসাধারণকে সদলবলে বের হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলল, তোমরা তোমাদের কাফেলা রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হও । উমাইয়া (মক্কা ছেড়ে) বের হওয়াকে অপছন্দ করলে আবু জেহেল এসে তাকে বলল, হে আবু সাফওয়ান ! তুমি এ উপত্যকার অধিবাসীদের (একজন) নেতা, তাই লোকেরা যখন দেখবে (তুমি যুদ্ধ যাত্রায়) পেছনে রয়ে গেছ তখন তারাও তোমার সাথে এ বলে পেছনেই থেকে যাবে । এ বলে আবু জেহেল তার সাথে পীড়াগ্রীড়ি করতে থাকলে সে বলল, তুমি যেহেতু আমাকে বাধ্য করে ফেলছ তাই খোদার কসম অবশ্যই আমি এমন একটি উষ্ট্র ত্রয় করব যা মক্কার মধ্যে সবচাইতে ভাল । এরপর উমাইয়া (তার স্ত্রীকে) বলল, হে উম্মে সাফওয়ান; আমার সফরের ব্যবস্থা কর । তখন তার স্ত্রী তাকে বলল, হে আবু সাফওয়ান! তোমার মদীনাবাসী ভাই যা বলেছিলেন তা তুমি ভুলে গিয়েছ কি ? সে বলল, না । আমি তাদের সাথে কিছু দূর যেতে চাই মাত্র । রওয়ানা হওয়ার পর রাস্তায় যে মন্ধিলেই উমাইয়া কিছুক্ষণ অবস্থান করেছে সেখানেই সে তার উট বেঁধে রেখেছে, গোটা পথেই একুপ সে করল পরিশেষে বদর প্রান্তরে আল্লাহর হৃকুমে সে মারা গেল ।

٢١٦٥ . بَابُ قَصَّةِ غَزْوَةِ بَدْرٍ ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَلَقَدْ نَصَرْتُمُ  
 اللَّهَ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذْلَهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعْلَكُمْ تَشْكُرُونَ ، إِذَا تَقُولُونَ  
 لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا يُكَفِّرُكُمْ أَنْ يُمْدِكُمْ رِبُّكُمْ بِخَلَاثَةِ آلَافِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ  
 مَنْزَلِينَ ، بَلْ إِنَّمَا يَصْبِرُونَ وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ قَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ  
 رِبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرِّيَ  
 لَكُمْ وَلَتَطْمَئِنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْمُحْكِمِ ،  
 لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الظِّيَّنَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتُهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ، وَقَالَ

وَحَشِّيْ قَتَلَ حَمْزَةَ طَعِيْمَةَ بْنَ عَدِيْ بْنِ الْخَيَّارِ يَوْمَ بَدْرٍ وَقُولُهُ تَعَالَى :  
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ أَحَدُ الطَّاغِيْتَيْنَ إِنَّهَا لَكُمْ أَلْيَهَ -

২১৬৫. পরিচ্ছেদ ৪ : বদর যুদ্ধের ঘটনা । মহান আল্লাহর বাণীঃ এবং বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে আল্লাহ তো তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন । সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর । স্বরণ করুন, যখন আপনি মু'মিনদেরকে বলতেছিলেন, এ-কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক প্রেরিত তিন হাজার ফিরিশ্তা দ্বারা তোমাদেরকে সহায়তা করবেন? হাঁ, নিশ্চয়ই, যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং সাবধান হয়ে চল তবে তারা (কাফির বাহিনী) দ্রুতগতিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করলে আল্লাহ পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফিরিশ্তা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন । এ তো কেবল তোমাদের জন্য সু-সংবাদ ও তোমাদের চিন্ত প্রশান্তির হেতু আল্লাহ করেছেন এবং সাহায্য শুধু পরাক্রান্ত প্রভাব আল্লাহর নিকট হতেই হয়, কাফিরদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করার অথবা লাভ্যত করার জন্য; ফলে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায় । (৩ : ১২৩-১২৭) আলে ইমরান) ওয়াহশী (র) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন হাম্যা (রা) তু'আয়মা ইব্ন আদী ইব্ন খিলাফারকে হত্যা করেছিলেন । আল্লাহর বাণীঃ স্বরণ করুন, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রূতি দেন যে, দু'দলের একদল তোমাদের আয়তাধীন হবে । (৮ : আনফাল ৭)

٣٦٦٦ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ غَيْرَ أَنِّي تَخَلَّفْتُ عَنْ غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيَعادٍ

৩৬৬৬ ইয়াহ্যাইয়া ইব্ন বুকায়র (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন কাব (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি কাব ইব্ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সব যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন তন্মধ্যে তাবুকের যুদ্ধ ব্যতীত অন্য সব যুদ্ধে আমি শরীক ছিলাম । তবে বদর যুদ্ধেও আমি শরীক হইনি । কিন্তু বদর

যুদ্ধে যারা যোগদান করেননি তাদেরকে কোন প্রকার দোষালূপ করা হয়নি। কারণ প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলিমু বুখারী কুরাইশ কাফেলার পশ্চাদ্বাবন করার উদ্দেশ্যেই যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু পূর্বনির্ধারিত সময় ছাড়া আল্লাহ তা'আলা তাদের (মুসলমানদের) সাথে তাদের শক্তদের মুখামুখী করিয়ে দেন।

٢١٦٦ . بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : إِذْ تَسْتَغْيِثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنَّى مُمْدُّكُمْ بِالْفِتْنَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ، وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ الْأَبْشَرِيَّ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ، إِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ أَمْنَةً مِنْهُ وَيَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا يُلِطِّهِرُكُمْ بِهِ وَيُذَهِّبُ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ رَيْوَاتِ بَهِ الْأَقْدَامِ ، إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنَّى مَعَكُمْ فَشَبَّوْا الَّذِينَ آمَنُوا سَأْلَقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ ، فَاضْرِبُوهُمْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوهُمْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ، بِإِنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

২১৬৬. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণীঃ স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে; তিনি তা কবুল করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এক হাজার ফিরিশ্তা দিয়ে যারা একের পর এক আসবে। আল্লাহ তা করেন, কেবল সু-সংবাদ দেওয়ার জন্য এবং এ উদ্দেশ্যে, যাতে তোমাদের চিন্ত প্রশান্তি লাভ করে; এবং সাহায্য তো শুধু আল্লাহর নিকট থেকেই আসে; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। স্মরণ কর; যখন তিনি তাঁর পক্ষ থেকে ব্যক্তির জন্য তোমাদেরকে তদ্বায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন তা দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য, এবং তোমাদের থেকে শয়তানের কুমক্ষণা অপসারণের জন্য এবং তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করার জন্য এবং তোমাদের পা ছির রাখার জন্য। স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক ফিরিশ্তাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি সুতরাং মু’মিনগণকে অবিচলিত রাখ, যারা কুফরী করে আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব; সুতরাং তাদের কাঁধে ও সর্বাঙ্গে আঘাত কর ; তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ

ও তাঁর রাস্লের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করে এবং কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের বিরোধিতা করলে আল্লাহ তো শান্তিদানে কঠোর। (৮ : আনফাল : ৯-১৩)

٣٦٦٧ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقٍ  
بْنِ شَهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ شَهَدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ بْنِ  
الْأَسْوَدِ مَشْهَدًا لَآنَ أَكُونَ صَاحِبَةَ أَحَبِّ الَّذِي مِمَّا عُدِلَّ بِهِ أَتَى النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَدْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَالْآنَ لَا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى  
إِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، وَلَكُنَا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ  
يَدِيكَ وَخَلْفَكَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَقَ وَجْهَهُ وَسَرَّهُ يَعْنِي قَوْلَهُ -

৩৬৬৭ [আবু নু’আস্তাম (র) ..... ইবন মাস’উদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মিকদাদ ইবন আসওয়াদকে এমন একটি ভূমিকায় পেয়েছি যে, সে ভূমিকায় যদি আমি হতাম, তবে যা দুনিয়ার সব কিছুর তুলনায় আমার নিকট প্রিয় হত। তিনি নবী ﷺ -এর কাছে আসলেন, তখন তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে দু’আ করছিলেন। এতে তিনি (মিকদাদ ইবন আসওয়াদ) বললেন, মুসা (আ) এর কাওম যেমন বলেছিল যে, “তুমি (মুসা) আর তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর”। (৫ মায়েদা ২৪) আমরা তেমন বলব না, বরং আমরা তো আপনার ডানে, বামে সম্মুখে, পেছনে সর্বদিক থেকে যুদ্ধ করব। ইবন মাস’উদ (রা) বলেন, আমি দেখলাম, নবী ﷺ -এর মুখ্যমন্ত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং (একথা) তাঁকে খুব আনন্দিত করল।

٣٦٦٨ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ  
الْوَهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ اللَّهُمَّ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ : اللَّهُمَّ إِنِّي شَيْتَ لَمْ تُعْبَدْ ،  
فَاخْذْ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ حَسْبُكَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: سَيِّهِ زَمْ جَمْعُ  
وَيُؤْلِئُنَ الدُّبْرَ -

৩৬৬৮ [মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাওশাব (র) ..... ইবন আবুবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদরের দিন নবী ﷺ বলছিলেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার পূরণ করার

জন্য প্রার্থনা করছি, হে আল্লাহ! আপনি যদি চান (কাফিররা আমাদের উপর জয়লাভ করুক) আপনার ইবাদত করার লোক আর থাকবে না। এমতাবস্থায় আবু বকর (রা) তাঁর হাত চেপে বললেন, আপনার জন্য এ যথেষ্ট। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) এ আয়াত পড়তে পড়তে বের হলেন! “শক্তিদল শীত্যই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে।” (৫৪ কুমার ৪৫)

## ٢١٦٧. بَابٌ

২১৬৭. পরিচ্ছেদ :

**٣٦٦٩** حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجَ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّهُ سَمِعَ مِقْسَمًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ بَدْرٍ وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْرٍ -

**৩৬৬৯** ইব্রাহীম ইবন মূসা (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'মিনদের মধ্যে (যারা অক্ষম নন) অথচ ঘরে বসে থাকেন তারা সমান নন। অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং যারা বদরের যুদ্ধ থেকে বিরত রয়েছেন তারা সমান নন।

## ٢١٦৮. بَابٌ عِدَةٍ أَصْحَابٍ بَدْرٍ

২১৬৮. পরিচ্ছেদ : বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণের সংখ্যা

**٣٦٧٠** حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِشْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اسْتُصْغِرْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ حَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَبٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِشْحَاقِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَتُصْغِرْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرٍ نِيفًا عَلَى سِتِّينَ وَالْأَنْصَارُ نِيفًا وَأَرْبَعِونَ وَمَائَتَانِ -

৩৬৭০] مُوسَّلِيمٌ (র) وَ مَا هُمْ بِدُونَ ..... بَارَأً (رَا) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদরের দিন আমাকে ও ইব্ন উমরকে ছোট মনে করা হয়েছিল, এ যুদ্ধে মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল ষাটের বেশী এবং আনসারদের সংখ্যা ছিল দুইশ' চল্লিশেরও কিছু বেশী।

٣٦٧١ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِشْحَاقَ  
قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ  
مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا أَنَّهُمْ كَانُوا عِدَّةَ أَصْحَابٍ طَالُوتَ الَّذِينَ جَازُوا مَعَهُ  
النَّهَرَ بِضَعَةٍ عَشَرَ وَ ثَلَاثَمِائَةٍ قَالَ الْبَرَاءُ لَا وَاللَّهِ مَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهَرَ  
إِلَّا مُؤْمِنٌ -

৩৬৭১] আমর ইব্ন খালিদ (র) ..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর যে সব সাহাবী বদরে অংশ প্রাপ্ত করেছেন তারা আমর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তাদের সংখ্যা তালুতের যে সব সঙ্গী (জিহাদে শরীক হওয়ার নিমিত্তে তাঁর সাথে) নদী পার হয়েছিলেন তাদের সমান ছিল। তাদের সংখ্যা ছিল তিনশ' দশেরও কিছু বেশী। বারা' (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, ঈমানদার ব্যক্তিত আর কেউই তাঁর সাথে নদী অতিক্রম করেনি।

٣٦٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا اسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِشْحَاقِ  
عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ نَّتَحَدَّثُ أَنَّ عِدَّةَ أَصْحَابِ بَدْرٍ عَلَى  
عِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَازُوا مَعَهُ النَّهَرَ وَلَمْ يُجَاوِزْ مَعَهُ إِلَّا  
مُؤْمِنٌ بِضَعَةٍ عَشَرَ وَ ثَلَاثَمِائَةٍ -

৩৬৭২] আবদুল্লাহ ইব্ন রাজা (র) ..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবাগণ পরম্পর আলোচনা করতাম যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা তালুতের সঙ্গে নদী অতিক্রমকারী লোকদের সমানই ছিল এবং তিনশ' দশ জনের অধিক ঈমানদার ব্যক্তিই কেবল তাঁর সাথে নদী পার হয়েছিলেন।

٣٦٧٣ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفِّيَانَ  
عَنْ أَبِي إِشْحَاقِ عَنِ الْبَرَاءِ حَوْدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا  
سُفِّيَانُ عَنْ أَبِي إِشْحَاقِ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ  
[www.alqurans.com](http://www.alqurans.com)

أَصْحَابَ بَدْرٍ تَلْتَمِيَّةً وَبِضُعَّةٍ عَشْرَ بَعْدَهُ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ  
جَاؤَزُوا مَعَهُ النَّهَرَ وَمَا جَاؤَزُوا مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ -

**৩৬৭৩** আবদুল্লাহ ইবন আবু শায়বা (র) ও মুহাম্মদ ইবন কাসীর ..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা পরম্পর আলোচনা করতাম যে, বদর যুক্তে অংশ প্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা তালুতের সাথে নদী অতিক্রমকারী লোকদের অনুরূপ তিনশ' দশ জনেরও কিছু বেশী ছিল। আর মুমিনগণই কেবল তাঁর সাথে নদী পার হয়েছিলেন।

**২১৬৯.** بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى كُفَّارِ قُرَيْشٍ شَيْبَةَ وَعُتْبَةَ  
وَالْوَلِيدِ وَأَبِي جَهْلٍ بْنِ هِشَامٍ وَهَلَاكِيمٍ

২১৬৯. পরিচ্ছেদ : কুরাইশ কাফির তথা- শায়বা, উতবা, ওয়ালীদ এবং আবু জেহেল ইবন হিশামের বিরুদ্ধে নবী ﷺ-এর দু'আ এবং এদের খৎস হয়ে যাওয়া

**৩৬৭৪** حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَهْيرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو  
إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَشْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ قَالَ اسْتَقْبَلَ النَّبِيَّ ﷺ الْكَعْبَةَ فَدَعَ عَلَى نَفْرٍ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى  
شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عَتْبَةَ وَأَبِي جَهْلٍ بْنِ  
هِشَامٍ فَأَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرَاغِيْ قَدْ غَيَّرْتُهُمُ الشَّمْسَ  
وَكَانَ يَوْمًا حَارًا -

**৩৬৭৪** আমর ইবন খালিদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কাবার দিকে মুখ করে কুরাইশ গোত্রীয় কতিপয় লোক তথা-- শায়বা ইবন রাবী'আ, উতবা ইবন রাবী'আ, ওয়ালীদ ইবন উতবা এবং আবু জাহল ইবন হিশামের বিরুদ্ধে দু'আ করেন। (আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন) আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি, অবশ্যই আমি এ সমস্ত লোকদেরকে (বদরের রণাঙ্গনে) নিহত হয়ে বিস্ফিঙ্গভাবে পড়ে থাকতে দেখেছি। রোদের প্রচণ্ডতা তাদের দেহগুলোকে বিকৃত করে দিয়েছিল। বস্তুতঃ সে দিনটি ছিল প্রচণ্ড গরম।

## ۲۱۷. بَابُ قَتْلِ أَبْيَ جَهَلٍ

২১৭০. পরিচ্ছেদ : আবু জেহেল নিহত হওয়ার ঘটনা

[ ۳۶۷۵ ]

حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ  
أَخْبَرَنَا قَيْسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى أَبَا جَهَلٍ وَبِهِ رَمَقٌ  
يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ أَبُو جَهَلٍ هَلْ أَعْمَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ -

[ ۳۶۷۶ ]

ইবন নুমায়র (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, বদর যুদ্ধের দিন আবু জেহেল যখন মৃত্যুর মুখোমুখি তখন তিনি (আবদুল্লাহ) তার কাছে গেলেন। তখন আবু জেহেল বলল, (আজ) তোমরা তোমাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ এতে আমি কি আশ্র্যবোধ করব।

[ ۳۶۷۶ ]

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيرٌ حَدَّثَنَا سُلَيْমَانُ  
الْتَّيْمِيُّ أَنَّ أَنْسًا حَدَّثُهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَ وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ  
خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيرٌ عَنْ سُلَيْমَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مَنْ يَنْظُرُ مَاصِنَعَ أَبُو جَهَلٍ فَانْطَلَقَ أَبْنُ مَشْعُودٍ  
فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ أَبْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ قَالَ أَنْتَ أَبُو جَهَلٍ قَالَ فَأَخْذَ  
بِلِحْيَتِهِ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَحْمَدُ  
بْنُ يُونُسَ أَنْتَ أَبُو جَهَلٍ -

[ ۳۶۷۶ ]

আহমদ ইবন ইউনুস (র) ও আমর ইবন খালিদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, (বদরের দিন) নবী ﷺ বললেন, আবু জাহলের কি অবস্থা কেউ তা দেখে আসতে পার কি ? তখন ইবন মাসউদ (রা) তার খোজে বের হলেন এবং দেখতে পেলেন যে, 'আফ্রার দুই পুত্র তাকে এমনভাবে প্রহার করেছে যে, মূর্মুরু অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে। রাবী বলেনঃ আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) তার দাঁড়ি ধরে বললেন, তুমিই কি আবু জেহেল ? আবু জেহেল বললঃ যাকে (অর্থাৎ আবু জেহেল) তোমরা অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তার গোত্রের স্তোকেরা হত্যা করল তার চেয়ে বেশী আর কি ? আহমদ ইবন ইউনুস (র) বলেন, তুমিই কি আবু জেহেল !

**٣٦٧٧** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُتَّنِّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَىٰ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ بَدَرٍ مَنْ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ أَبُو جَهْلٍ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنًا عَفَرَاءَ حَتَّىٰ بَرَدَ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ قَالَ وَهُلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ أَوْ قَالَ قَتَلْتُمُوهُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُتَّنِّى أَخْبَرَنَا مُعاذُ بْنُ مُعاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَخْبَرَنَا أَنَّسُ بْنُ مَالِكٍ نَحْوَهُ -

**٣٦٧٨** مুহাম্মদ ইবন মুসাল্লা (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, (বদরের দিন) নবী করীম ﷺ বললেন, আবু জেহেল কি করল, কে তা খোঁজ নিয়ে আসতে পারে ? (একথা শুনে) ইব্ন মাসউদ (রা) চলে গেলেন এবং তিনি দেখতে পেলেন, আফরার দুই পুত্র তাকে এমনভাবে প্রহার করেছে যে, সে মুর্মুর অবস্থায় পড়ে আছে। তখন তিনি তার দাঁড়ি ধরে বললেন, তুম কি আবু জেহেল ? উত্তরে সে বলল, এক ব্যক্তিকে তার গোত্রের লোকেরা হত্যা করল অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) যাকে তোমরা হত্যা করলে ! এর চাইতে বেশী আর কি ? ইবন মুসাল্লা (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে অনুরূপ একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে।

**٣٦٧٩** حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَتَبْتُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْمَاجِشُونِ عَنْ صَالِحٍ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي بَدْرٍ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِي عَفَرَاءَ -

**٣٦٨٠** আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... ইব্রাহীমের দাদা থেকে বদর তথা আফরার দুই ছেলের সম্পর্কে এক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।

**٣٦٧٩** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْتُو بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَقَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ وَفِيهِمْ أُنْزِلَتْ : هَذَا

**خَصْمَانٌ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ، قَالَ هُمُ الَّذِينَ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ حَمْزَةُ وَعَلَىٰ وَعْبِيْدَةُ أَوْ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْحَارِثِ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِّيْعَةَ وَعُتْبَةُ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ -**

**3679** مুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ রংকাশী (র) ..... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন দয়াময়ের সামনে বিবাদের (মীমাংসার) জন্য হাঁটু গেড়ে বসব। কায়স ইবন উবাদ (রা) বলেন, এদের সম্পর্কেই কুরআন মজীদের হ্যাদুর খান খচ্মান খাত্তচমু এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে” (২২ হাজ- ১৯) আয়াতটি নাযিল হয়েছে। তিনি বলেন, (মুসলিম পক্ষের) তারা হল হাম্যা, আলী ও উবায়দা অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আবু উবায়দা ইবনুল হারিস (কাফির পক্ষের) শায়বা ইবন রাবীআ, উত্বা এবং ওয়ালীদ ইবন উত্বা।

**3680** **حَدَّثَنَا قَبِيْحَةُ حَدَّثَنَا قَالَ سُفَيْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي مِجْلِزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةِ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَزَّلَتْ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فِي سِتَّةٍ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَىٰ وَحَمْزَةُ وَعْبِيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِّيْعَةَ وَعُتْبَةُ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ -**

**3680** কাবীসা (র) ..... আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, “এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে” আয়াতটি কুরাইশ গোত্রীয় ছয়জন লোক (এদের তিনজন মুসলিম এবং তিনজন মুশরিক) সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। তারা হলেন, (মুসলিম পক্ষ) আলী, হাম্যা, উবায়দা ইবনুল হারিস (রা) ও (কাফির পক্ষে) শায়বা ইবন রাবী‘আ, উত্বা ইবন রাবী‘আ এবং ওয়ালীদ ইবন উত্বা।

**3681** **حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ ابْرَاهِيْمَ الصَّوَافُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ كَانَ يَنْزِلُ فِي بَنَى ضُبَيْعَةَ ، وَهُوَ مَوْلَى لِبَنَى سَدُوْسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّئِيْمِيُّ عَنْ أَبِي مِجْلِزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةِ قَالَ قَالَ عَلَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيْنَا نَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ -**

**৩৬৮১** ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম সাওয়াফ ..... কায়স ইব্ন উবাদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন **هَذَا نَحْنُ مَنْ أَخْتَصَّمُوا فِي رَبِّهِمْ** “এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ, তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে” আয়াতটি আমাদের সম্পর্কেই নাফিল হয়েছে।

**৩৬৮২** **حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِبْيَعٌ عَنْ سُفِّيَانَ عَنْ أَبِيهِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ عَبَادٍ سَمِعْتُ أَبَا زَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقْسِمُ لَنَزَلَ هُؤُلَاءِ الْآيَاتُ فِي هُولَاءِ الرَّهْطِ السِّتَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ نَحْوَهُ -**

**৩৬৮৩** ইয়াহুয়া ইব্ন জাফর (র) ..... কায়স ইব্ন উবাদ (র) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেছেন) আমি আবু যার (রা)-কে কসম করে বলতে শুনেছি যে, উপরোক্ত আয়াতগুলো উল্লেখিত বদরের দিন ঐ ছয় ব্যক্তি সম্পর্কে নাফিল হয়েছিল।

**৩৬৮৩** **حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرَ يُقْسِمُ قَسْمًا إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ : هَذَا نَحْنُ مَنْ أَخْتَصَّمُوا فِي رَبِّهِمْ نَزَلتَ فِي الَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ حَمْزَةَ وَعَلِيٍّ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَعَتْبَةَ وَشَيْبَةَ أَبْنَى رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عَتْبَةَ -**

**৩৬৮৪** ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... কায়স (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি আবু যার (রা)-কে কসম করে বলতে শুনেছি যে, **هَذَا نَحْنُ مَنْ أَخْتَصَّمُوا فِي رَبِّهِمْ** “এরা দু'টি বিবাদমান পক্ষ তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে” আয়াতটি বদরের দিন দ্বন্দ্যক্ষে অবতীর্ণ হামিয়া, আলী, উবাইদা ইবনুল হারিস, রাবীআর দুই পুত্র উত্বা ও শায়বা এবং ওয়ালীদ ইব্ন উত্বার সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।

**৩৬৮৫** **حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ إِسْحَاقَ سَأَلَ رَجُلٌ نَّالِبَرَاءَ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَيِّ بَدْرًا ؟ قَالَ بَارَزَ وَظَاهِرَ حَقًا -**

**୩୬୮୪** ଆହମଦ ଇବନ ସା'ଈଦ ଆବୁ 'ଆବଦୁଲ୍ଲାହ (ର) ..... ଆବୁ ଇସହାକ (ର) ଥିକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେ, ଆମି ଶୁଳମ, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବାରା' (ରା)-କେ ଜିଜାସା କରଲ, 'ଆଲି (ରା) କି ବଦର ଯୁଦ୍ଧେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରେଛିଲେନ ? ତିନି ବଲଲେନ, ଆଲୀ ତୋ ନିଃସନ୍ଦେହେ ମୁକାବିଲାୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରେଛିଲେନ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଲୌହ ପୋଶାକ ପରିଧାନ କରେଛିଲେନ ।

**୩୬୮୫** حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونَ عَنْ صَالِحٍ بْنِ ابْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كَاتَبَتْ أُمِّيَّةً بْنَ خَلْفًا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَذَكَرَ قَتْلَهُ وَقَتْلَهُ وَقَتْلَ أَبْنِهِ فَقَالَ بِلَالٌ : لَأَنْجُوتُ إِنْ نَجَّا أُمِّيَّةً -

**୩୬୮୫** 'ଆବଦୁଲ 'ଆଯିଯ ଇବନ 'ଆବଦୁଲ୍ଲାହ (ର) ..... 'ଆବଦୁର ରାହମାନ ଇବନ 'ଆଉଫ (ରା) ଥିକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲଲେନ, ଆମି ଉମାଇୟା ଇବନ ଖାଲଫ୍ର ସାଥେ ଏକଟି ଚୁକ୍କି କରେଛିଲାମ । ସଥିନ ବଦର ଦିବିସ ଉପାସିତ ହଲ, ଏରପର ତିନି ଉମାଇୟା ଇବନ ଖାଲଫ୍ ଓ ତାର ପୁତ୍ରେର ନିହତ ହୋଯାର କଥା ଉପ୍ରେତ୍ୟ କରିଲେନ । ସେଦିନ ବିଲାଲ (ରା) ବଲଲେନ, ଯଦି ଉମାଇୟା ଇବନ ଖାଲଫ୍ ପ୍ରାଣେ ବେଁଚେ ଯାଏ ତାହଲେ ଆମି ସଫଳ ହବ ନା ।

**୩୬୮୬** حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ وَالنَّجْمَ فَسَجَدَ بِهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ أَنْ شَيْخًا أَخَذَ كَفًا مِنْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبَهَتِهِ ، فَقَالَ يَكْفِيَنِي هَذَا ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ قُتْلِ كَافِرًا \* أَخْبَرَنِي ابْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مُعْمَرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرُوهَةَ قَالَ كَانَ فِي الزُّبَيْرِ ثَلَاثُ ضَرَبَاتٍ بِالسَّيْفِ احْدَاهُنَّ فِي عَاتِقِهِ قَالَ أَنْ كُنْتَ لَادْخُلُ أَصَابِعِي فِيهَا قَالَ ضُرِبَ ثِنَتِينِ يَوْمَ بَدْرٍ وَوَاحِدَةً يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ، قَالَ عُرُوهَةُ وَقَالَ لِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ حِينَ قُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَأْعُرُوهُ هَلْ تَعْرِفُ سَيْفَ الزُّبَيْرِ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَمَا فِيهِ ؟ قُلْتُ فِيهِ فَلَهُ

يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ صَدَقَتْ (بِهِنْ فُلُولٌ مِّنْ قِرَاءَعَ الْكَتَابِ) ثُمَّ رَدَهُ عَلَى عُرُوَةَ قَالَ هِشَامٌ فَاقَمْنَاهُ بَيْنَنَا ثَلَاثَةً الْأَفِ وَأَخَذَهُ بَعْضُنَا وَلَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ أَخْذَتُهُ -

**৩৬৮৬** আবদান ইবন ‘উসমান (র) ..... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি সূরা নাজ্ম তিলাওয়াত করলেন এবং (সাথে সাথে) সিজ্দা করলেন। এক বৃক্ষ ব্যতীত নবীজীর নিকট যারা উপস্থিত ছিলেন তারা সকলেই সিজ্দা করলেন। সে বৃক্ষ এক মুষ্টি মাটি উঠিয়ে কপালে লাগিয়ে বলল, আমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। ‘আবদুল্লাহ (রা) বলেন, কিছু দিন পর আমি তাকে কাফির অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি।

ইব্রাহীম ইবন মুসা ..... হিশামের পিতা (‘উরওয়া) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, (তার পিতা) যুবায়রের শরীরে তিনটি মারাঞ্চক আঘাতের চি হ বিদ্যমান ছিল। এর একটি ছিল তার কাঁধে। ‘উরওয়া বলেন, আমি আমার আঙুলগুলো ঐ ক্ষতস্থানে ঢুকিয়ে দিতাম, বর্ণনাকারী ‘উরওয়া বলেন, ঐ আঘাত তিনটির দুটি ছিল বদর যুদ্ধের এবং একটি ছিল ইয়ারমুক যুদ্ধের। ‘উরওয়া বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র শহীদ হলেন তখন আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান আমাকে বললেন, হে ‘উরওয়া, যুবায়রের তরবারি খানা তুমি কি চিন? আমি বললাম হাঁ চিনি। ‘আবদুল মালিক বললেন, এর কি কোন চিহ্ন (তোমার জানা) আছে? আমি বললাম, এর ধার পাশে এক জায়গায় ভাঙ্গা আছে যা বদর যুদ্ধের দিন ভেঙ্গে ছিল তখন তিনি বললেন, হাঁ তুমি সত্যি বলেছ, (তারপর তিনি একটি কবিতাংশ আবৃত্তি করলেন) سَبِّهْنَ فُلُولٌ مِّنْ قِرَاءَعَ الْكَتَابِ সে তরবারীর ভঙ্গন ছিল শক্র সেনাদের আঘাত করার কারণে। এরপর আবদুল মালিক তরবারী খানা ‘উরওয়ার নিকট ফিরিয়ে দিলেন, হিশাম বলেন, আমরা নিজেরা এর মূল্য নির্ধারণ করেছিলাম তিন হাজার দিরহাম। এরপর আমাদের এক ব্যক্তি তা (উত্তরাধিকার সূত্রে) নিয়ে নিল। আমার মনে বাসনা জাগল যে যদি আমি তরবারীটি নিয়ে নিতাম।

**৩৬৮৭** حَدَّثَنَا فَرُوْهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ مُحَلَّ بِفِضَّةٍ قَالَ هِشَامٌ وَكَانَ سَيْفُ عَرْوَةَ مُحَلَّ بِفِضَّةٍ -

**৩৬৮৭** ফারওয়া (র) ..... হিশামের পিতা (‘উরওয়া) (রা) থেকে বর্ণিত যে, যুবায়র (রা)-এর তরবারী রূপার কারুকার্য খচিত ছিল। হিশাম (র) বলেন, ‘উরওয়া (র)-এর তরবারীটিও রূপার কারুকার্য খচিত ছিল।

**৩৬৮৮** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا لِلزُّبَيْرِ يَوْمَ

الْيَرْمُوكِ أَلَا تَشْدُدُ فَنَشَدُ مَعَكَ فَقَالَ إِنِّي أَنْ شَدَتُ كَذَبْتُمْ فَقَالُوا لَا نَفْعَلُ  
فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ حَتَّى شَقَّ صُفُوفَهُمْ فَجَاؤَهُمْ وَمَا مَعَهُ أَحَدٌ ثُمَّ رَجَعَ مُقْبِلاً  
فَأَخْذُوا بِلِجَامِهِ فَضَرَبُوهُ ضَرَبَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا ضَرَبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ  
بَدْرٍ قَالَ عُرُوْةُ كُنْتُ أُدْخِلُ أَصَابِعِي فِي تِلْكَ الضَّرَبَاتِ الْعَبُّ وَأَنَا صَغِيرٌ  
\* قَالَ عُرُوْةُ وَكَانَ مَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْزَبِيرِ يَوْمَئِذٍ، وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ  
سِنِينَ فَحَمَلَهُ عَلَى فَرَسٍ وَكَلَّ بِهِ رَجْلًا -

**٣٦٨٨**      আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত যে, ইয়ারমুকের (যুদ্ধের) দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবাগণ যুবায়র (রা) কে বলেন যে, (মুশরিকদের প্রতি) আপনি কি আক্রমণ করবেন না তাহলে আমরাও আপনার সঙ্গে আক্রমণ করব। তখন তিনি বলেন, আমি যদি (তাদের প্রতি) আক্রমণ করি তখন তোমরা পিছে সরে পড়বে। তখন তারা বললেন, আমরা তা করব না। এরপর তিনি (যুবায়রের রা) তাদের উপর আক্রমণ করলেন। এমনকি শক্রদের কাতার ভেদ করে সামনে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু (এ সময়) তার সঙ্গে আর কেউই ছিলনা। মুখোমুখি হয়ে ফিরে আসার জন্য উদ্যত হলে শক্রগণ তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলে এবং তার কাঁধের উপর দুটি আঘাত করে, যে আঘাত দুটির মাঝেই বিদ্যমান রয়েছে বদর যুদ্ধের আঘাতের চিহ্ন। উরওয়া (র) বলেন, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ঐ ক্ষত চিহ্ন গুলোতে আমার সবগুলো আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে আমি খেলা করতাম। উরওয়া (রা) আরো বলেন, ঐদিন তার (যুবায়রের) সঙ্গে (তার পুত্র) আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) ও শরীক ছিলেন, তখন তার বয়স ছিল দশ বছর। যুবায়র (রা), তাকে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে নিলেন এবং এক ব্যক্তিকে তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিলেন।

**٣٦٨٩** حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعَ رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا  
سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي  
طَلْحَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَمْرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِارْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رِجْلًا مِنْ  
صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ فَقَذَفُوا فِي طَوِيلٍ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ وَكَانَ إِذَا  
ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ نِإِلَيْهِ الْيَوْمَ التَّالِي  
أَمْرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا

মানুর যিন্তেলেক্স আলিবেগ্জ হাজতে হতু কাম উলি শফে রকি, ফজেল  
যিনাদিহম বাসমাইহম, ও স্মাই বাইহম, যা ফুলান বিন ফুলান, ও যা ফুলান, বিন  
ফুলান আইসুরক্ম আনকুম আতেক্তুম ললা ও রসুলে, ফানা কড় ও জদ্দনা মাও উদ্দনা রিনা  
হচ্ছা ফেল ও জদ্দত মাও উদ রবকুম হচ্ছা, কাল ফেকাল উম্র যারসুল ললা মা  
তক্লিম মিন অজসাই লা আরওাখ লহা ফেকাল নবী উল্লে ও অল্লে নফস মুহাম্মদ  
বিদে মান্তম বাসমাই লিমা আকুল মিনহম\* কাল কতাদা : আহিয়াম ললা হতু  
আশম হুম কোলে, তুবিখা ও চেফিরা ও নকমা ও হস্তা ও নদমা -

**৩৬৮৯** 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) ..... আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত যে, বদর যুদ্ধের দিন  
আল্লাহর নবী ﷺ-এর নির্দেশে চবিশজন কুরাইশ সর্দারের লাশ বদর প্রাঞ্চের একটি কদর্য আবর্জনাপূর্ণ  
কৃপে নিক্ষেপ করা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করলে সে স্থানের উপকল্পে  
তিনি দিন অবস্থান করতেন। সে যতে বদর প্রাঞ্চের অবস্থানের পর তৃতীয় দিন তিনি তাঁর সাওয়ারী প্রস্তুত  
করার আদেশ দিলেন, সাওয়ারীর জিন কষে বাঁধা হল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পদব্রজে (কিছু দূর) এগিয়ে  
গেলেন। সাহাবগণও তাঁর পেছনে পেছনে চলছেন। তাঁরা বলেন, আমরা মনে করছিলাম, কোন প্রয়োজনে  
(হয়ত) তিনি কোথাও যাচ্ছেন। অবশেষে তিনি ঐ কৃপের কিনারে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং কুঁপে নিষ্কিঞ্চ ঐ  
নিহত ব্যক্তিদের নাম ও তাদের পিতার নাম ধরে এভাবে ডাকতে শুরু করলেন, হে অমুকের পুত্র অমুক, হে  
অমুকের পুত্র অমুক ! তোমরা কি এখন অনুভব করতে পারছ যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য  
তোমাদের জন্য পরম খুশীর বস্তু ছিল ? আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা  
তো তা সত্য পেয়েছি, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যা বলেছিলেন তোমরাও তা সত্য পেয়েছ কি ?  
বর্ণনাকারী বলেন, (এ কথা শনে) উমর (রা) বললেন, হে রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনি আস্তাহীন দেহগুলোকে  
সংযোগ করে কি কথা বলছেন ? নবী ﷺ বললেন, ঐ মহান সন্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ,  
আমি যা বলছি তা তাদের তুলনায় তোমরা অধিক শ্রবণ করছ না। কাতাদা (রা) বলেন, আল্লাহ তাঁর  
(রাসূল ﷺ-এর কথা শনাতে) তাদের ধমকি, লাঞ্ছনা, দুঃখ-কষ্ট, আফসোস এবং লজ্জা দেওয়ার জন্য  
(সাময়িকভাবে) দেহে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন।

**৩৬৯০** حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ  
عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفَّرُوا قَالَ هُمْ

وَاللَّهُ كُفَّارُ قُرَيْشٍ قَالَ عَمَّرُوهُمْ قُرَيْشٌ وَمُحَمَّدٌ نِعْمَةُ اللَّهِ وَأَحَلُوا  
قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، قَالَ النَّارُ يَوْمَ بَدْرٍ -

**৩৬৯০** হ্রমায়দী (র) ..... ইবন আকবাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে) ১৪ ইবরাহীম ২৮ আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহর কসম, এরা হল কাফির কুরাইশ সম্প্রদায়। 'আমর (র) বলেন, এরা হচ্ছে কুরাইশ সম্প্রদায় এবং মুহাম্মদ ﷺ হচ্ছেন আল্লাহর নিয়ামত। এবং (নিজেদের সম্প্রদায়কে তারা নামিয়ে আনে ধর্মসের ক্ষেত্রে) ১৪ ইবরাহীম ২৮ আয়াতাংশের মাঝে বর্ণিত এর অর্থ হচ্ছে দোষখ। (অর্থাৎ বদর যুদ্ধের দিন তারা তাদের কাওমকে দোষখে পৌছিয়ে দিয়েছে।)

**৩৬৯১** حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ اسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ  
أَبِيهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ إِلَى  
النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِكُلِّ أَهْلِهِ، فَقَالَتْ اِنَّمَا قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ وَأَنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ  
اِلَّا قَاتَلَ وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ قَاتَلَ عَلَى الْقَلِيلِ  
وَفَتِيَهُ قَاتَلَ بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ أَنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا  
أَقُولُ وَإِنَّمَا قَالَ أَنَّهُمْ اِلَّا لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ  
قَرَأْتُ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، يَقُولُ  
حِينَ تَبَوَّءُ مَقَابِدَهُمْ مِنَ النَّارِ -

**৩৬৯২** উবায়দ ইবন ইসমাইল (র) ..... হিশামের পিতা (উরওয়া) (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবার পরিজনদের কান্নাকাটি করার কারণে করে শান্তি দেওয়া হয়। ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ-এর কথাটি" আয়েশা (রা)-এর নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, রাসূল ﷺ-তো বলেছেন, মৃত ব্যক্তির অপরাধ ও গোনাহর কারণে তাকে (করে) শান্তি দেয়া হয়। অথচ তখনও তার পরিবারের লোকেরা তার জন্য দ্রুন্দন করছে। তিনি (রা) বলেন, এ কথাটি এ কথাটিরই অনুরূপ যা

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই কৃপের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, যে কৃপে বদর যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে যা বলার বললেন (এবং জানালেন) যে, আমি যা বলছি তারা তা সবই শুনতে পাচ্ছে। তিনি বললেন, এখন তারা খুব বুঝতে পারছে যে, আমি তাদেরকে যা বলছিলাম তা ছিল যথার্থ। এরপর 'আয়েশা (রা) তুমি তো মৃতকে শুনাতে পারবে না) (৩০ রূম: ৫২) (এবং তুমি শুনাতে সমর্থ হবে না তাদেরকে যারা কবরে রয়েছে) (৩৫ ফাতির: ২২) আয়াতাংশ দুটো তিলাওয়াত করলেন। উরওয়া (রা) বলেন, (এর অর্থ হল) জাহানামে যখন তারা তাদের আসন গ্রহণ করে নেবে।

[৩৬৯২]

حَدَّثَنِي عُثْمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَلِيبِ بَدْرٍ، فَقَالَ : هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدْ رَبَّكُمْ حَقًا ، ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمْ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ لَهُمْ فَذَكِّرْ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهُمْ الَّذِينَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ هُوَ الْحَقُّ ، ثُمَّ قَرَأَتْ : إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى حَتَّى قَرَأَتِ الْآيَةَ -

[৩৬৯১] উসমান (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বদরে অবস্থিত কৃপের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, (হে, মুশরিকগণ) তোমাদের রব তোমাদের নিকট যা ওয়াদা করেছিলেন তা তোমরা ঠিক মত পেয়েছ কি ? পরে তিনি বললেন, এ মুহূর্তে তাদেরকে আমি যা বলছি তারা তা সবই শুনতে পাচ্ছে। এ বিষয়টি আয়েশা (রা) এর সামনে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, নবী ﷺ যা বলেছেন তার অর্থ হল, তারা এখন খুঝতে পারছে যে, আমি তাদেরকে যা বলতাম তাই হক ছিল। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন তুমি তো মৃতকে শুনাতে পারবে না) এভাবে আয়াতটি সম্পূর্ণ তিলাওয়াত করলেন।

## ২১৭১. بَابُ فَضْلٍ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا

২১৭১. পরিচ্ছেদ : বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণের মর্যাদা

[৩৬৯৩]

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو اسْحَاقُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ

أُصِيبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ غَلَامٌ فَجَاءَتْ أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّي فَإِنِّي يَكُونُ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرُ وَأَحْتَسِبُ وَإِنِّي تَكُونُ الْآخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعُ ، فَقَالَ وَيَحْكِ أَوْ هَبِّلْتِ أَوْ جَنَّةً وَاحِدَةً هِيَ إِنَّهَا جَنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ -

**৩৬৯৩** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, হারিসা (রা) একজন নও জওয়ান লোক ছিলেন। বদর যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করার পর তার আস্থা নবী ﷺ নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ হারিসা আমার কত আদরের আপনি তো তা অবশ্যই জানেন। (বলুন) সে যদি জান্নাতী হয় তাহলে আমি দৈর্ঘ্য ধারণ করব এবং আল্লাহর নিকট সাওয়াবের আশা পোষণ করব। আর যদি এর অন্যথা হয় তাহলে আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন, আমি (তার জন্য) যা করছি। তখন তিনি ﷺ বললেন, তোমার কি হল, তুমি কি জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলে? বেহেশ্ত কি একটি? (না....না) বেহেশ্ত অনেকগুলি, সে তো জান্নাতুল ফিরদাউসে অবস্থান করছে।

**৩৬৯৪** حَدَّثَنِي إِشْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ادْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عَلَىِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعْثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَآبَا مَرْثَدِ وَالزُّبَيْرِ وَكُلُّنَا فَارِسٌ قَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاجٍ ، فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبِ إِلَى الْمُشْرِكِينَ ، فَأَدْرَكَنَا هَا تَسِيرًا عَلَى بَعِيرٍ لَهَا حَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا الْكِتَابَ ، فَقَالَتْ مَا مَعَنَا كِتَابٌ فَأَنْخَنَا هَا فَأَتَتْمَسَنَا فَلَمْ نَرَكِتَابًا فَقُلْنَا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَتُخْرِجَنَ الْكِتَابَ أَوْ لَنُجَرِّدَنَكَ فَلَمَّا رَأَتِ الْجِدَّ أَهْوَتِ إِلَى حُجْزَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ فَأَخْرَجَتْهُ فَأَنْطَلَقْنَا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، فَدَعَنِي فَلَأَضْرِبَ عَنْقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ

مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ حَاطِبٌ وَاللَّهُ مَا بَيْنَ أَنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِنًا  
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهَا  
عَنْ أَهْلِي وَمَالِي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَّا هُنَاكَ مِنْ عَشِيرَتِهِ  
مِنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ وَلَا تَقُولُوا لَهُ  
إِلَّا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ اِنَّهُ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَدَعَنِي  
لَا يُضَرِّبُ عُنْقَهُ، فَقَالَ أَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ لَعَلَّ اللَّهَ أَطْلَعَ إِلَىٰ أَهْلِ  
بَدْرٍ، فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شَئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ أَوْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ  
فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ، وَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ -

**৩৬৯৪** ইসহাক ইব্ন ইব্রাহিম (র) ..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু  
মারসাদ, যুবায়র ও আমাকে কোথাও পাঠিয়েছিলেন এবং আমরা সকলেই ছিলাম অশ্বারোহী। তিনি  
আমাদেরকে বললেন, তোমরা যাও। যেতে যেতে তোমরা 'রাওয়া খাখ' নামক স্থানে পৌছে তথায় একজন  
স্ত্রীলোক দেখতে পাবে। তার নিকট (মক্কায়) মুশ্রিকদের কাছে লিখিত হাতিব ইব্ন আবু বালতার একখানা  
পত্র আছে। (সে পত্রখানা ছিনিয়ে আনবে।) আলী (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশিত স্থানে  
গিয়ে তাকে ধরে ফেললাম। সে তখন স্বীয় একটি উটের উপর আরোহণ করে পথ অতিক্রম করছিল।  
আমরা তাকে বললাম, পত্রখানা আমাদের নিকট অর্পণ কর। সে বলল, আমার নিকট কোন পত্র নেই।  
আমরা তখন তার উটটিকে বসিয়ে তার তল্লাশী নিলাম। কিন্তু পত্রখানা উদ্ধার করতে পারলাম না। আমরা  
বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিথ্যা বলেন নি। তোমাকে পত্রখানা বের করতেই হবে। নতুনা আমরা  
তোমাকে উলঙ্গ করে ছাড়ব। যখন (আমাদের) কঠোর মনোভাব লক্ষ্য করল তখন স্ত্রীলোকটি তার  
কোমরের পরিধেয় বন্দের গিটে কাপড়ের পুঁটুলির মধ্য থেকে পত্রখানা বের করে দিল। আমরা তা নিয়ে  
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলাম (সব দেখে শুনে) উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ  
সে তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং মু’মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আপনি আমাকে অনুমতি  
দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। তখন নবী ﷺ (হাতিব ইব্ন আবু বালতা (রা) কে ডেকে) বললেন,  
তোমাকে একাজ করতে কিসে উদ্বৃক্ষ করল? হাতিব (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ ও তার  
রাসূলের আমি বিশ্বাসী নই, আমি একপ নই। বরং (এ কাজ করার পেছনে) আমার মূল উদ্দেশ্য হল  
(মক্কার শক্ত) কাওমের প্রতি কিছু অনুগ্রহ করা যাতে আল্লাহ এ উসিলায় (তাদের অনিষ্ট থেকে) আমার মাল  
এবং পরিবার ও পরিজনকে রক্ষা করেন। আর আপনার সাহাবীদের সকলেরই কোন না কোন আঘায়  
সেখানে রয়েছে, যার দ্বারা আল্লাহ তার ধন-সম্পদ ও পরিবারবর্গকে রক্ষা করছেন (এ কথা শুনে) নবী ﷺ

বললেন, সে সত্যই বলেছে। সুতরাং তোমরা তার ব্যাপারে ভাল ব্যতীত আর কিছু বলো না। তখন উমর (রা) বললেন, সে তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু’মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে কি বদরী সাহাবী নয়? নিচয়ই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে দেখে শুনেই আল্লাহ্ বলেছেনঃ “তোমাদের যা ইচ্ছা কর” তোমাদের জন্য জাল্লাত অবধারিত অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। (এ কথা শুনে) উমর (রা)-এর দু’চোখ তখন অশ্রু সজল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত।

## ٢١٧٢ . بَابٌ

২১৭২. পরিচ্ছেদ :

**٣٦٩٥** حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ الْجُعْفَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىٰ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنَ أَبِي أَسِيدٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ عَنْ أَبِي أَسِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ إِذَا أَكْثَبُوكُمْ فَارْمُوْهُمْ وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ -

**৩৬৯৫** আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল জু’ফী (র) ..... আবু উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন নবী ﷺ আমাদেরকে বলেছিলেন, শক্ত তোমাদের নিকটবর্তী হলে তোমরা তীর নিক্ষেপ করবে এবং তীর ব্যবহারে সংযমী হবে।

**٣٦٩٦** حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىٰ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ وَالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ عَنْ أَبِي أَسِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَارَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ إِذَا أَكْثَبُوكُمْ يَعْنِي كَثْرُوكُمْ فَارْمُوْهُمْ وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ -

**৩৬৯৬** মুহাম্মদ ইবন আবদুর রাহীম (র) ..... আবু উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তারা (শক্তরা) তোমাদের নিকটবর্তী হলে তোমরা তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করবে এবং তীর ব্যবহারে সংযমী হবে।

৩৬৯৭

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الرُّمَاءِ يَوْمَ أَحُدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيرٍ فَصَابُوا مِنَ سَبْعِينَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَاصْحَابُهُ أَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً سَتْعِينَ أَسِيرًا وَسَبْعِينَ قَتِيلًاً قَالَ أَبُو سُفْيَانَ يَوْمَ بَيْوْمٍ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ -

**৩৬৯৭** আমর ইব্ন খালিদ (র) ..... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওহোদ যুদ্ধের দিন নবী ﷺ আবদুল্লাহ ইব্ন জুবায়রকে তীরন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। (এ যুদ্ধে) তারা (মুশরিক বাহিনী) আমাদের সন্তুর জনকে শহীদ করে দেয়। বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীগণ মুশরিকদের একশ চল্লিশ জনকে নিহত ও প্রেক্ষতার করে ফেলেছিলেন। এর মধ্যে সন্তুর জন বন্দী হয়েছিল এবং সন্তুর জন নিহত হয়েছিল। (ওহোদ যুদ্ধের দিন যুদ্ধ সমাপনাত্তে কুফরী অবস্থায়) আবু সুফিয়ান (রা) বললেন, আজকের এদিন হল বদরের বদলা (বিজয়)। যুদ্ধ কৃপের বালতির ন্যায় হাত বদল হয়।

৩৬৯৮

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَإِذَا الْخَيْرُ مَاجِأَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ وَثَوَابُ الصِّدْقِ الَّذِي أَتَانَا اللَّهُ بَعْدَ يَوْمَ بَدْرٍ -

**৩৬৯৮** মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) ..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি স্বপ্নে যে কল্যাণ দেখতে পেয়েছিলাম সে তো ঐ কল্যাণ যা পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দান করেছেন। আর উত্তম প্রতিদান সম্বন্ধে যা দেখেছিলাম তা তো আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন বদর যুদ্ধের পর।

১. একদা রাসূলুল্লাহ (সা) স্বপ্নে কতকগুলো গুরু কুরআনী করতে দেখলেন এবং ইংগিত পেলেন কতকগুলো কল্যাণকর বিষয়ের। তিনি গুরু কুরআনী করাকে ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের শাহাদাত বরণ করার দ্বারা ব্যাখ্যা করলেন এবং দ্বিতীয় বদরের পর মুসলমানগণ যে দ্বিমান বল লাভ করেছিলেন সেটিকে তিনি স্বপ্নে দেখা কল্যাণ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। কেননা বদরের পূর্বে ভীতি সৃষ্টি করে মুসলমানদেরকে অবদমিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে তাদের ঈমান আরো ময্বৃত হয়ে যায় এবং মনোবল আরো দৃঢ় হয়ে যায়। আল-কুরআনে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

٣٦٩٩

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ  
 قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنِّي لَفِي الصَّفَّ يَوْمَ بَدْرٍ إِذَا التَّفَتَ  
 فَإِذَا عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي فَتَيَانٌ حَدِيثًا السِّنِ فَكَانُوا لَمْ آمِنْ  
 بِمَكَانِهِمَا إِذَا قَالَ لِي أَحَدُهُمَا سِرًا مِنْ صَاحِبِهِ يَأْمُمُ أَرْنِي أَبَا جَهْلٍ  
 فَقُلْتُ يَا أَبْنَى أَخِي وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ عَاهَدْتُ اللَّهَ أَنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلُهُ  
 أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ، فَقَالَ لِي الْأَخْرُ سِرًا مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلُهُ، قَالَ فَمَا  
 سَرَنِي أَنِّي بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَكَانَهُمَا، فَأَشَرَتُ لَهُمَا إِلَيْهِ فَشَدَّا عَلَيْهِ مِثْلِ  
 الصَّقَرَيْنِ حَتَّى ضَرَبَاهُ وَهُمَا ابْنَا عَفَرَاءَ -

٣٦٩٩

ইয়াকুব (র) ..... আবদুর রাহমান ইবন আউফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, বদরের রণাঙ্গনে সৈন্যদের সারিতে দাঁড়িয়ে আমি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম, আমার ডানে ও বামে অল্প বয়স্ক দু'জন যুবক দাঁড়িয়ে আছে। পাশে তাদের মত অল্প বয়স্ক দু'জন যুবক দাঁড়িয়ে থাকার ফলে আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করছিলাম না। এমতাবস্থায় তাদের একজন অপরজন থেকে গোপন করে আমাকে জিজ্ঞাসা করল চাচাজান, আবু জেহেল কোন লোকটি আমাকে তা দেখিয়ে দিন? আমি বললাম, ভাতিজা, তাকে চিনে তুমি কি করবে? সে বলল, আমি আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছি, তার দেখা পেলে আমি তাকে হত্যা করব না হয় (এ চেষ্টায়) নিজেই শহীদ হয়ে যাব। এরপর দ্বিতীয় যুবকটিও তাঁর সঙ্গীকে গোপন করে আমাকে অনুরূপ জিজ্ঞাসা করল। আবদুর রাহমান ইবন আউফ (রা) বলেন, (তাদের কথা শুনে) আমি এত অধিক সন্তুষ্ট হলাম যে, দু'জন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের মধ্যস্থলে অবস্থানেও আমি ততটুকু সন্তুষ্ট হতাম না। এরপর আমি তাদের দু'জনকে ইশারা করে আবু জেহেলকে দেখিয়ে দিলাম। তৎক্ষণাৎ তাঁরা বাজ পাখির ন্যায় ক্ষিপ্তার সাথে তরা উপর ঝাপিয়ে পড়ল এবং ভীষণভাবে তাকে আঘাত করল। এরা দু'জন ছিল 'আফরার দু' পুত্র।

٣٧٠

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا ابْنُ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أُسَيْدٍ بْنُ جَارِيَةَ التَّقْفِيِّ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قالَ بَعْثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشَرَةً عَيْنًا وَأَمْرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتَ  
 الْأَنْصَارِيِّ جَدَ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدَةِ بَيْنَ  
 عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لِحَيَّيِّ مِنْ هُذِيلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لَحِيَانَ فَنَفَرُوا  
 لَهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِائَةِ رَجُلٍ رَامٍ فَاقْتَصُوا أَثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَا كُلُّهُمْ  
 التَّمَرَ فِي مَنْزِلٍ نَزَلُوهُ فَقَالَ تَمَرُ يَشْرِبُ ، فَاتَّبَعُوا أَثَارَهُمْ فَلَمَّا حَسَّ  
 بِهِمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجُوا إِلَى مَوْضِعٍ فَاحْاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ فَقَالُوا لَهُمْ  
 أَنْزِلُوا فَاعْطُوا بِإِيمَانِكُمْ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَلَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا ،  
 فَقَالَ عَاصِمٌ بْنُ ثَابِتٍ أَيُّهَا الْقَوْمُ أَمَا أَنَا فَلَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ ، ثُمَّ  
 قَالَ اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنِّي نَبِيِّكَ ﷺ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبِيلِ فَقَتَلُوا عَاصِمًا وَنَزَلَ  
 إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةٌ نَفَرُ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبٌ وَزَيْدٌ بْنُ الدَّيْنَةِ  
 وَرَجُلٌ أُخْرَى فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قَسِيمٍ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا  
 قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هَذَا أَوْلُ الْغَدَرِ وَاللَّهِ لَا أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِي بِهِؤُلَاءِ  
 أُسْوَةٌ يُرِيدُ الْقَتْلَى فَجَرَوْهُ وَعَالَجُوهُ فَابْتَأَى أَنْ يَصْحَبُهُمْ فَانْطَلَقَ  
 بِخُبَيْبٍ وَزَيْدٍ بْنِ الدَّيْنَةِ حَتَّى بَاعُوهُمَا بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَابْتَأَعَ بَنُو  
 الْحَارِثِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ نَوْفَلٍ خُبَيْبًا وَكَانَ خُبَيْبٌ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ  
 يَوْمَ بَدْرٍ ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى أَجْمَعُوهُ قَتْلَهُ فَاسْتَعَارَ  
 مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوسَى يَتَحَدِّبُهَا فَأَعْارَتَهُ فَدَرَجَ بُنَى لَهَا  
 وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتَّى أَتَاهُ فَوَجَدَتْهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ ،  
 قَاتَلَتْ فَفَزَعَتْ فَزَعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ ، فَقَالَ أَتَخَشِّنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ

لَأَفْعَلَ ذَلِكَ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَشَيْرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ ، وَاللَّهِ  
لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ قِطْفًا مِنْ عِنْبٍ فِي يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُؤْتَقٌ بِالْحَدِيدِ  
وَمَا بِمُكَةٍ مِنْ شَمَرَةٍ ، وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّهُ لَرِزْقُ رَزْقَهُ اللَّهُ خُبَيْبًا ، فَلَمَّا  
خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلِّ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ دَعَوْنِي أَصْلِي  
رَكْعَتَيْنِ فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ تَحْسَبُوا أَنَّ مَا بِي  
جِزَاعَ لَزِدْتُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَخْصِهِمْ عَدَدًا أَوْ اقْتُلْهُمْ بِدَادًا وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ  
أَحَدًا ، ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ :

فَلَسْتُ أُبَا لَى حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا \* عَلَى أَىْ جَنْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي  
وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْأَلْهِ وَإِنْ يَشَاءُ \* يُبَارِكُ فِي أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمْزَعَ  
ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ أَبُو سِرْوَةَ عُقْبَةَ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَ  
لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبَرًا الصَّلَاةَ وَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُصْبِبُوا وَبَعْثَ نَاسٌ  
مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِمٍ بْنِ ثَابِتٍ حِينَ حُدِثُوا أَنَّهُ قُتِلَ أَنْ يُؤْتُوا بِشَئٍ  
مِنْهُ يُعْرَفُ وَكَانَ قُتَلَ رَجُلًا عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ ، فَبَعَثَ اللَّهُ لِعَاصِمٍ  
مِثْلَ الظُّلْلَةِ مِنَ الدِّبَرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ ، فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ  
شَيْئًا \* وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ذَكَرُوا مَرَارَةَ بْنَ الرَّبِيعَ الْعَمْرِيَّ وَهِلَالَ  
بْنَ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيَّ رَجُلَيْنَ صَالِحَيْنَ قَدْ شَهَدا بَدْرًا -

৩৭০০ মুসা ইবন ইসমাইল (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসিম ইবন উমর ইবন খাত্তাবের নানা আসিম ইবন সাবিত আনসারীর নেতৃত্বে দশজন সাহাবীর একটি দল গোয়েন্দাগিরির জন্য পাঠালেন। তাঁরা উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থান হান্দায় পৌছলে হ্যাইল গোত্রের একটি শাখা বানু লিহায়ানকে তাদের আগমন সহকে আবগত করা হয়।(এ সংবাদ শুনে) তারা প্রায় একশ'

জন তীরন্দাজ তৈরী হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার উদ্দেশ্য রওয়ানা হয়ে তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে পথ চলতে আরম্ভ করে। যেতে যেতে তারা এমন স্থানে পৌছে যায় যেখানে অবস্থান করে তাঁরা (সাহাবীগণ) খেজুর খেয়েছিলেন। এতদৃষ্টে তারা (বানু লিহ্যানের লোকেরা) ইয়াসরিবের খেজুর (এর আঁটি) বলে তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে তাদেরকে খুঁজতে লাগল। আসিম ও তাঁর সঙ্গীগণ তাদের (আগমন) সম্বন্ধে অনুভব করতে পেরে একটি (পাহাড়ী) স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেন। (লিহ্যান) কাওমের লোকেরা তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলে। তারপর তারা মুসলমানদেরকে নিচে অবতরণ করে আত্মসমর্পণের আহবান জানিয়ে বলল, তোমাদেরকে ওয়াদা দিছি, আমরা তোমাদের কাউকে হত্যা করব না। তখন আসিম ইব্ন সাবিত (রা) বললেন, হে আমার সাথী ভাইয়েরা, কাফিরের নিরাপত্তায় আশ্বস্ত হয়ে আমি কখনো নিচে অবতরণ করব না। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের খবর আপনার নবীকে জানিয়ে দিন। এরপর তারা মুসলমানদের প্রতি তীর নিক্ষেপ আরম্ভ করল এবং আসিমকে (আরো ছয়জন সহ) শহীদ করে ফেলল। অবশিষ্ট তিনজন, খুবাইব, যায়িদ ইব্ন দাসিনা এবং অপর একজন (আবদুল্লাহ ইব্ন তারিক) তাদেরকে কাবু করে নিয়ে নিজেদের ধনুকের তার খুলে তা দিয়ে তাদেরকে বেঁধে ফেলল। এ দেখে তৃতীয়জন বললেন, এটাই প্রথম বিশ্বাসযাতকতা। আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের সাথে যাবনা, আমার জন্য তো এদের (শহীদ সাথীদের) আদর্শই অনুসরণীয়। অর্থাৎ আমি শহীদ হয়ে যাব। তারা তাকে বহু টানা হেঢ়া করল। কিন্তু তিনি তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করলেন। (অবশেষে তারা তাঁকে শহীদ করে দিল) এরপর খুবাইব এবং যায়িদ ইব্ন দাসিনাকে (বন্দী করে) নিয়ে গিয়ে তাদেরকে (মকার বাজারে) বিক্রি করে দিল। এটা ছিল বদর যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনা। বদর যুদ্ধে খুবাইব যেহেতু হারিস ইব্ন আমিরকে হত্যা করেছিলেন। তাই (প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে) হারিস ইব্ন আমির ইব্ন নাওফিলের পুত্রগণ তাঁকে খরীদ করে নিল। খুবাইব তাদের নিকট বন্দী অবস্থায় কাটাতে লাগলেন। এরপর তারা সবাই তাকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প করল। তিনি হারিসের কোন এক কন্যার নিকট থেকে ক্ষোরকর্মের জন্য একটি ক্ষুর চেয়ে নিলেন। তার (হারিসের কন্যা) দেখতে পেল তিনি (খুবাইব) তার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে রান্নের উপর বসিয়ে ক্ষুরখানা হাতে ধরে আছেন। সে (হারিসের কন্যা) বর্ণনা করেছে, (এ দেখে) আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম, খুবাইব তা বুঝতে পারলেন, তিনি বললেন, আমি তাকে (শিশুটিকে) হত্যা করে ফেলব বলে তুমি কি ভয় পেয়েছ? আমি কখনো এ কাজ করব না। সে আরো বলেছে, আল্লাহর কসম! আমি খুবাইবের মত উত্তম বন্দী আর কখনো দেখেনি। আল্লাহর কসম একদিন আমি তাকে আঙুরের গুচ্ছ হাতে নিয়ে আঙুর থেতে দেখেছি। অথচ সে লোহার শিকলে বাঁধা ছিল এবং সে সময় মকায় কোন ফলও ছিল না। সে (হারিসের কন্যা) বলত, ঐ আঙুরগুলো আল্লাহ' আলা খুবাইবকে রিয়্কুন্সুর দান করেছিলেন। অবশেষে একদিন তারা খুবাইবকে হত্যা করার জন্য যখন হারামের সীমানার বাইরে নিয়ে গেল। তখন খুবাইব (রা) তাদেরকে বললেন, আমাকে দু' রাকআত সালাত আদায় করে বললেন, আল্লাহর কসম! আমি (মৃত্যু ভয়ে) ভীত হয়ে পড়েছি, তোমরা এ কথা না ভাবলে আমি সালাত আরো দীর্ঘায়িত করতাম। এরপর তিনি এ বলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! তাদেরকে এক

এক করে গুণে রাখ, তাদেরকে বিক্ষিণ্ডভাবে হত্যা কর এবং তাদের একজনকেও অবশিষ্ট রেখ না। তারপর তিনি আবৃত্তি করলেনঃ “আমি যখন মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করার সৌভাগ্য লাভ করছি, তাই আমার কোনই ভয় নেই। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে কোন অবস্থাতেই আমার মৃত্যু হউক। আর তা যেহেতু একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই, তাই তিনি ইচ্ছা করলে আমার প্রতিটি কর্তৃত অঙ্গে বরকত প্রদান করতে পারেন।” এরপর (হারিসের পুত্র) আবু সারকআ উকবা (উক্বা ইব্ন হারিস) তাঁর দিকে দাঁড়াল এবং তাঁকে শহীদ করে দিল। এভাবেই খুবাইব (রা) সে সব মুসলমানের জন্য দু' রাকআত সালাতের নিয়ম (সুন্নাত) চালু করে গেলেন যারা ধৈর্যের সাথে শাহাদত বরণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এইদিনই সাহাবীদেরকে অবহিত করেছিলেন যে দিন তাঁরা শক্ত কবলিত হয়ে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। কুরাইশদের নিকট তাঁর (আসিম (রা) এর) নিহত হওয়ার খবর পৌছলে তাঁরা নিশ্চিত হওয়ার জন্য আসিমের শরীরের কোন অঙ্গ কেটে আনার উদ্দেশ্যে কতিপয় কুরাইশ কাফিরকে প্রেরণ করল। যেহেতু (বদর যুদ্ধের দিন) আসিম ইব্ন সাবিত তাদের (কুরাইশদের) একজন বড় নেতাকে হত্যা করেছিলেন। এদিকে আল্লাহ আসিমের লাশকে হিফায়াত করার জন্য মেঘখন্ডের ন্যায় এক ঝাঁক মৌমাছি পাঠিয়ে দিলেন। মৌমাছিশুলো আসিম (রা) এর লাশকে শক্ত সেনাদের হাত থেকে রক্ষা করল। ফলে তাঁরা তাঁর দেহের কোন অঙ্গ কেটে নিতে সক্ষম হল না। কাব ইব্ন মালিক (রা) বলেন, মুরারা ইব্ন রাবী আল উমরী এবং হিলাল ইব্ন উমাইয়া আল ওয়াকিফী সম্বন্ধে লোকেরা বলেছেন যে, তাঁরা উভয়ই আল্লাহর নেক বান্দা ছিলেন এবং দু'জনই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

٣٧٠١

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ذُكِرَ لَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدَ بْنَ عَمْرُو بْنِ نُفَيْلٍ وَكَانَ بَدْرِيًّا مَرِضَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَرَكِبَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَعَالَى النَّهَارُ، وَاقْتَرَبَتِ الْجُمُعَةُ، وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ \* وَقَالَ الْلَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْيَدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزَّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ، فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَنْ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفَتَهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ

سَعْدٌ بْنُ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُؤْيٍ وَكَانَ مِمْنُ شَهِدَ بَدْرًا فَتَوْفَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَتَشَبَّثْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعْلَمَتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِيلِ بْنُ بَعْكَ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لَيْ أَرَاكِ تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَابِ تُرْجِيْنَ النِّكَاحَ وَإِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَ قَالَتْ سُبْيَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لَيْ ذَلِكَ جَمَعَتْ عَلَى ثِيَابِيِّ حِينَ أَمْسَيْتُ وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنِ ذَلِكَ فَأَفْتَانَنِي بَأْنِيْ قَدْ حَلَّتْ حِينَ وَضَعَتْ حَمْلِيْ وَأَمْرَنِيْ بِالتَّزَوِّجِ إِنْ بَدَالِيْ \* تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهَبٍ عَنْ يُونُسَ وَقَالَ الْلَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ ثُوبَانَ مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ ابْنِ لُؤْيٍ أَنَّ مُحَمَّدًا بْنَ أَيَّاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا أَخْبَرَهُ -

3701 কুতায়বা (র).....নাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, সাউদ ইব্ন যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল (রা) ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী একজন সাহাবী। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, ইব্ন উমরের নিকট জুম'আর দিন এ সংবাদ পৌছলে তিনি সাওয়ারীর পিঠে আরোহণ করে তাঁকে দেখতে গেলেন। তখন বেলা হয়ে গিয়েছে এবং জুম'আর সালাতের সময়ও ঘনিয়ে আসছে দেখে তিনি জুম'আর সালাত আদায় করতে পারলেন না। (আর এক সনদে) লায়স (র) .... উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উত্বা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা উমর ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আরকাম আয় যুহুরী সুবায়া বিনত হারিস আসলামিয়া (রা) এর কাছে গিয়ে তার ঘটনা ও (গর্ভবতী মহিলার ইন্দিত সম্বন্ধে) তার প্রশ্নের উত্তরে রাসূল ﷺ তাকে যা বলেছিলেন সে সম্পর্কে পত্র মারফত জিজ্ঞাসা করে জানতে আদেশ করলেন। এরপর উমর ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আরকাম (রা) আবদুল্লাহ ইব্ন উত্বাকে লিখে জানালেন যে, সুবায়া বিনতুল হারিস তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি বানু আমির ইব্ন লুয়াই গোত্রের সাদ ইব্ন খাওলার স্ত্রী ছিলেন, সাদ (রা) বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী ছিলেন। তিনি বিদায় হজ্জের বছর ইস্তিকাল করেন। তখন তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। তার ইস্তিকালের

কিছুদিন পরেই তিনি সন্তান প্রসব করলেন। এরপর নিফাস থেকে পবিত্র হয়েই তিনি বিবাহের পয়গাম দাতাদের উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা আরম্ভ করলেন। এ সময় আবুদ্বার গোত্রের আবুস সানাবিল ইব্ন বা'কাক নামক এক ব্যক্তি তাকে গিয়ে বললেন কি হয়েছে, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি বিবাহের আশায় পয়গাম দাতাদের উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা আরম্ভ করে দিয়েছে; আল্লাহর কসম চার মাস দশদিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে তুমি বিবাহ করতে পারবে না। সুবায়আ (রা) বলেন, (আবুস সানাবিল আমাকে) এ কথা বলার পর আমি ঠিকঠাক মত কাপড় চোপড় পরিধান করে বিকেল বেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম এবং এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, যখন আমি বাচ্চা প্রসব করেছি তখন থেকেই আমি হালাল হয়ে গিয়েছি। এরপর তিনি আমাকে বিয়ে করার নির্দেশ দিলেন যদি আমার ইচ্ছা হয়। (ইমাম বুখারী (র) বলেন, আসবাগ .....ইউনুসের সূত্রে লায়সের মতই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। লায়স (র) বলেছেন, ইউনুস ইব্ন শিহাব থেকে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, বানু আমির ইব্ন লুয়াই গোত্রের আযাদকৃত গোলাম মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান ইবন সাওবান আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুহাম্মদ ইবন ইয়াস ইবন বুকায়য়ের পিতা তাকে জানিয়েছেন।

## بَابُ شَهْوَدِ الْمَلَائِكَةِ بَدْرًا . ٢١٧٣

### ২১৭৩. পরিচ্ছেদ : বদর যুদ্ধে ফিরিশ্তাদের অংশগ্রহণ

٣٧٠٢ حَدَّثَنِي إِشْحَقُ بْنُ ابْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُعاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرْقَى عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا تَعْدُونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيهِمْ؟ قَالَ مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالَ وَكَذَلِكَ مَنْ شَهَدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ -

৩৭০২ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র).....মু'আয ইব্ন রিফাআ' ইব্ন রাফি যুরাকী (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের একজন। তিনি বলেন, একদা জিব্রাইল (আ) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আপনারা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুসলমানদেরকে কিরণ গণ্য করেন? তিনি বললেন, তারা সর্বোত্তম মুসলমান অথবা (বর্ণনাকরীর সন্দেহ) একেপ কোন বাক্য তিনি বলেছিলেন। জিব্রাইল (আ) বললেন, ফিরিশ্তাগণের মধ্যে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীগণও তদ্রূপ মর্যাদার অধিকারী।

٣٧.٣

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ  
مُعاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَكَانَ رِفَاعَةُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَكَانَ رَفِيعٌ مِنْ أَهْلِ  
الْعَقَبَةِ فَكَانَ يَقُولُ لِابْنِهِ مَا يَسْرُنِي أَنِّي شَهِدتُّ بَدْرًا بِالْعَقَبَةِ قَالَ سَأَلَ  
جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ بِهَا -

৩৭০৩ সুলায়মান ইবন হারব (র) ..... মু'আয ইবন রিফাআ' 'ইবন রাফি' (র) থেকে বর্ণিত যে, রিফাআ' (রা) ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী একজন সাহাবী আর 'রাফি' (রা) ছিলেন বায়'আতে আকাবায় অংশ গ্রহণকারী একজন সাহাবী। 'রাফি' (রা) তার পুত্র (রিফাআ') কে বলতেন, বায়'আতে 'আকাবায় শরীক থাকার চেয়ে বদর যুদ্ধে শরীক থাকা আমার কাছে বেশী আনন্দের বিষয় বলে মনে হয় না। কেননা জিব্রাইল (আ) এ বিষয়ে নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

٣٧.٤

حَدَّثَنَا إِشْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ سَمِعَ  
مُعاذَ بْنَ رِفَاعَةَ أَنَّ مَلَكًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ وَعَنْ يَحْيَىٰ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ  
الْهَادِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ يَوْمَ حَدَّثَهُ مُعاذٌ هَذَا الْحَدِيثُ فَقَالَ يَزِيدُ قَالَ  
مَعْذُ أَنَّ السَّائِلَ هُوَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

৩৭০৪ ইসহাক ইবন মানসূর (র)..... মু'আয ইবন রিফাআ' (র) থেকে বর্ণিত যে, একজন ফিরিশতা নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। (অন্য সনদে) ইয়াহ-ইয়া থেকে বর্ণিত যে, ইয়ায়ীদ ইবনুল হাদ (র) তাকে জানিয়েছেন যে, যেদিন মু'আয (রা) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন সেদিন আমি তার কাছেই ছিলাম। ইয়ায়ীদ বলেছেন, মু'আয (রা) বর্ণনা করেছেন যে, প্রশ়ঙ্খকারী ফিরিশতা হলেন জিব্রাইল (আ)।

٣٧.٥

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ  
عَنْ عَكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ  
بَدْرٍ هَذَا جِبْرِيلُ أَخِذْ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاءُ الْحَرْبِ -

৩৭০৫ ইব্রাহীম ইবন মূসা (র) ..... ইবন আবাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, বদর যুদ্ধের দিন নবী ﷺ বলেছেন, এই তো জিব্রাইল (আ) রণ-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার মাথা (ঘোড়ার লাগাম) হাত দিয়ে ধরে আছেন।

## ୨୧୭୪ . بାବ୍

୨୧୭୪. ପରିଚେଦ :

**୩୭.୬** حَدَّثَنِي خَلِيفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَاتَ أَبُو زَيْدٍ وَلَمْ يَتَرُكْ عَقِبًا وَكَانَ بَدْرِيًّا -

**୩୭୦୬** ଖାଲිଫା (ର) ..... ଆନାସ (ର) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତିନି ବଲେଛେ, ଆବୁ ଯାୟେଦ (ରା) ଇନ୍ତିକାଳ କରେନ। ତିନି କୋନ ସନ୍ତାନ-ସନ୍ତତି ରେଖେ ଯାନନ୍ତି। ତିନି ଛିଲେନ ବଦରୀ ସାହାବୀ ।

**୩୭.୭** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَئِمَّةُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ خَبَابٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ بْنَ مَالِكَ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَقَدِمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْمًا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ مَا أَنَا بَأْكِلُهُ حَتَّى أَسْأَلَ فَانْطَلَقَ إِلَى أَخِيهِ لَأُمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ حَدَّثَ بَعْدَكَ أَمْرًا نَقْضٌ لِمَا كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْهُ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ -

**୩୭୦୭** 'ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନ ଇଉସ୍ଫୂକ (ର) ..... ଇବନ ଖରବାବ (ର) ଥେକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେ, ଆବୁ ସା'ଈଦ ଇବନ ମାଲିକ ଖୁଦରୀ (ରା) ସଫର ଥେକେ ବାଡ଼ୀ ଫେରାର ପର ତାର ପରିବାରେର ଲୋକେରା ତାଙ୍କେ କୁରବାନୀର ଗୋଶ୍ତ ଥେକେ କିଛୁ ଗୋଶ୍ତ ଥେତେ ଦିଲେନ। ତିନି ବଲଲେନ, ଆମି ନା ଜିଜ୍ଞାସା କରେ ଏ ଗୋଶ୍ତ ଥେତେ ପାରି ନା । ତାରପର ତିନି ତାର ମାୟେର ଗର୍ଭଜାତ ଭାତା କାତାଦା ଇବନ ନୁ'ମାନେର କାହେ ଗିଯେ ବିଷୟଟି ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ। ତିନି ଛିଲେନ, ଏକଜନ ବଦରୀ ସାହାବୀ । ତଥବା ତିନି ତାଙ୍କେ ବଲଲେନ, ତିନ ଦିନ ପର କୁରବାନୀର ଗୋଶ୍ତ ଖାଓୟାର ବ୍ୟାପାରେ ତୋମାଦେର ପ୍ରତି ଯେ ନିଷେଧାଜ୍ଞ ଆରୋପ କରା ହେଁଲି ପରବର୍ତ୍ତୀତେ (ଅନୁମତି ସମ୍ବଲିତ ହାଦୀସେର ଦ୍ୱାରା) ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ରହିତ କରେ ଦେଯା ହେଁଛେ ।

**୩୭.୮** حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ اشْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ الزُّبَيرُ لَقِيتُ يَوْمَ بَدْرٍ عُبَيْدَةَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ

الْعَاصِ وَهُوَ مُدْجَجٌ لَا يُرَى مِنْهُ الْأَعْيُنَاهُ، وَهُوَ يُكْنَى أَبُو ذَاتِ الْكَرِشِ،  
فَقَالَ أَنَا أَبُو ذَاتِ الْكَرِشِ فَحَمَلَتْ عَلَيْهِ بِالْعَنْزَةِ فَطَعَنَتْهُ فِي عَيْنِهِ  
فَمَاتَ، قَالَ هِشَامٌ فَأَخْبَرَتْ أَنَّهُ الزُّبَيْرَ قَالَ لَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي عَلَيْهِ  
ثُمَّ تَمَطَّأْتُ فَكَانَ الْجَهْدُ أَنْ نَزَعَتْهَا وَقَدْ اثْنَتِي طَرْفَاهَا قَالَ عُرْوَةُ  
فَسَأَلَهُ أَيَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
أَخْذَهَا ثُمَّ طَلَبَهَا أَبُو بَكْرٍ فَأَعْطَاهُ فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ سَأَلَهَا أَيَّاهُ عُمَرُ،  
فَأَعْطَاهُ أَيَّاهَا فَلَمَّا قُبِضَ عُمَرُ أَخْذَهَا ثُمَّ طَلَبَهَا عُثْمَانُ مِنْهُ فَأَعْطَاهُ  
أَيَّاهَا، فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ وَقَعَتْ عِنْدَ أَلِيلٍ عَلَيْهِ فَطَلَبَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ  
الْزُّبَيْرِ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى قُتِلَ -

৩৭০৮] উবায়দ ইবন ইসমাইল (র) ..... উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যুবায়র (রা) বলেছেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি উবায়দা ইবন সাঈদ ইবন আস (রা) কে এমন অস্ত্রাবৃত অবস্থায় দেখলাম যে, তার দু'চোখ ব্যতীত আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। তাকে আবু যাতুল কারিশ বলে ডাকা হত। সে বলল, আমি আবু যাতুল কারিশ। (একথা শুনে) বর্ণ দিয়ে আমি তার উপর হামলা করলাম এবং তার চোখ ফুঁড়ে দিলাম। সে তৎক্ষণাত মারা গেল। হিশাম বলেন, আমাকে জানানো হয়েছে যে, যুবায়র (রা) বলেছেন, তার (উবায়দা ইবন সাঈদ ইবন আসের) লাশের উপর পা রেখে বেশ বল প্রয়োগ করে (তার চোখ থেকে) আমি বর্ণাটি টেনে বের করলাম। এতে বর্ণার উভয় প্রান্ত বাঁকা হয়ে যায়। উরওয়া (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবায়রের নিকট বর্ণাটি চাইলে তিনি তা তাঁকে দিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর তিনি তা নিয়ে যান। এবং পরে আবু বকর (রা) তা চাইলে তিনি তাকে বর্ণা খানা দিয়ে দেন। আবু বকরের ইন্তিকালের পর উমর (রা) তা চাইলেন। তিনি তাকে বর্ণা খানা দিয়ে দিলেন। কিন্তু উমরের ইন্তিকালের পর যুবায়র (রা) পুনরায় বর্ণাটি নিয়ে যান। এরপর উসমান (রা) তাঁর নিকট বর্ণাখানা চাইলে তিনি উসমানকে তা দিয়ে দেন। তবে উসমানের শাহাদতের পর তা আলীর লোকজনের হস্তগত হওয়ার পর আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) তা চেয়ে নিয়ে যান। এরপর থেকে শহীদ হওয়া পর্যন্ত বর্ণাখানা তাঁর নিকটই থাকে।

৩৭০৯] حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ  
أَخْبَرَنِي أَبُو ادْرِيْسَ عَائِدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّابِيْتِ  
[www.alqurans.com](http://www.alqurans.com)

وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَايِعُونِي -

**৩৭০৯** আবুল ইয়ামান (র) ..... আবু ইদরীস আয়িযুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত যে, উবাদা ইবন সামিত (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, আমার হাতে বায'আত গ্রহণ কর। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

**৩৭১০** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عُقِيلٍ عَنْ أَبِنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ وَكَانَ مِمْنَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَبَنِّي سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هَنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ مَوْلَى لِإِمْرَأَ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنِّي رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : أَدْعُوكُمْ لِأَبَائِهِمْ فَجَاءُتْ سَهْلَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ -

**৩৭১০** ইয়াহুইয়া ইবন বুকায়র (র) ..... নবী ﷺ-এর সহধর্মী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবী আবু হৃষাইফা (রা) এক আনসারী মহিলার আয়াদকৃত গোলাম সালিমকে পালকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়েদকে পালকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি তাকে তার ভাতুশ্পুত্রী হিন্দা বিন্তে ওয়ালীদ ইবন উতবার সাথে বিয়ে করিয়ে দেন। জাহিলিয়াতের আমলে কেউ কোন ব্যক্তিকে পালকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করলে লোকেরা তাকে তার (পালনকারীর) প্রতিই সম্মোধন করত, এবং সে তার পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হত। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নায়িল করলেন, “তোমরা তাদেরকে ডাক তাদের পিতৃ পরিচয়।” এরপর (আবু হৃষাইফার স্ত্রী) সাহলা নবী ﷺ-এর নিকট এসে হাদীসে বর্ণিত প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করলেন।

**৩৭১১** حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ بْنُ الْمُفَضِّلِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِتِ مُعَاوِذٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ غَدَاءَ بُنِيَ عَلَى فَجَلْسٍ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِيْ وَجْوَيْرِيَاتٍ يَضْرِبُنَ بِالدُّفْ يَنْدِبُنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ أَبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ وَفِينَا نَبِيٌّ

يَعْلَمُ مَا فِي غَدِيرْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَقُولُوا هَكَذَا وَقُولُوا مَا كُنْتُ تَقُولِينَ -

**৩৭১১** আলী (র) ..... রূবায়ই বিন্ত মু'আওয়িয়ে (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমার বাসর রাতের পরদিন সকাল বেলা নবী ﷺ আমার নিকট আসলেন এবং তুমি (খালিদ ইব্ন যাকওয়ান) যেভাবে আমার কাছে বসে আছ ঠিক সে ভাবে আমার পাশে আমার বিছানায় এসে বসলেন। তখন কয়েকজন ছোট বালিকা দুফ বাজিয়ে বদর যুদ্ধে নিহত শহীদ পিতাদের প্রশংসা শ্লোক আবৃত্তি করছিল। পরিশেষে একটি বালিকা বলে উঠল, আমাদের মাঝে এমন একজন নবী আছেন, যিনি জানেন, আগামীকাল কি হবে। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, এক্ষণ্ট কথা বলবে না, বরং পূর্বে যা বলতে ছিলে তাই বল।

**৩৭১২** حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَوْدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ قَدْ شَهَدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةَ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ يُرِيدُ النَّمَائِيلَ الَّتِي فِيهَا الْأَرْوَاحُ -

**৩৭১২** ইব্রাহীম ইব্ন মূসা ও ইসমাইল (র) ..... ইব্ন আববাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবী আবু তালুহা (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ঘরে কুকুর কিংবা ছবি থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফিরিশ্তা প্রবেশ করেন না। ইব্ন 'আববাসের ঘতে ছবি-এর অর্থ হচ্ছে প্রাণীর ছবি।

**৩৭১৩** حَدَّثَنَا عَبْدَانٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ حَوْدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتْ

لِئِ شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْطَانِي  
مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْخَمْسِ يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِي بِفَاطِمَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَعْدَتُ رَجُلًا صَوَّاغًا فِي بَنِي قَيْنُقَاعَ  
أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي فَنَأْتَى بِإِذْخِرٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْيَعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ  
فَنَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيْمَةِ عُرْسِيِّ، فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفِي مِنَ  
الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَائِي مُنَاخَتَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ  
مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ، فَإِذَا أَنَا بِشَارِفِي قَدْ أَجِبَثُ  
أَشْنَمَتُهُمَا، وَبَقَرَتُ خَوَاصِرُهُمَا، وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ أَمْلِكْ  
عَيْنَيِّ حِينَ رَأَيْتُ الْمُنْظَرَ قُلْتُ : مَنْ فَعَلَ هَذَا ؟ قَالُوا : فَعَلَهُ حَمْزَةُ  
بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عِنْدَهُ  
قَيْنَةً وَأَصْحَابَهُ، فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا (أَلَا يَا حَمْزَةُ لِلشُّزُفِ النَّوَاءِ) فَوَثَبَ  
حَمْزَةُ إِلَى السَّيْفِ فَاجْبَ أَشْنَمَتُهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرُهُمَا، فَأَخَذَ مِنْ  
أَكْبَادِهِمَا، قَالَ عَلَى فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ  
زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ الَّذِي لَقِيَتُ فَقَالَ مَالِكَ ؟ قُلْتُ  
يَارَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ عَدَ حَمْزَةَ عَلَى نَاقَتِيَ، فَاجْبَ  
أَشْنَمَتُهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرُهُمَا، وَهَا هُوَذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ، فَدَعَا  
النَّبِيُّ ﷺ بِرِدَائِهِ فَأَرْتَدَهُ، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي وَاتَّبَعَتْهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ  
حَارِثَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذْنَ لَهُ  
فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْوُمُ حَمْزَةَ فَيُمَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمْزَةُ ثَمِيلٌ، مُحْمَرَةٌ

عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرُ فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتِهِ  
ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرُ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ وَهُلْ أَنْتُمْ الْأَعْبَدُ لِابْنِيِّ  
فَعَرَفَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ ثَمَلٌ فَنَكَصَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى عَقِبِهِ  
الْقَهْرَى، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ۔

**৩৭১৩** আবদান ও আহমাদ ইবন সালিহ (র) ..... ‘আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের গুরীমতের মাল থেকে আমার অংশে আমি একটি উট পেয়েছিলাম। ‘ফায়’ থেকে প্রাণ এক পঞ্চমাংশ থেকেও সেদিন নবী ﷺ আমাকে একটি উট প্রদান করেন। আমি যখন নবী করীম ﷺ-এর কন্যা ফাতিমার সাথে বাসর রাত যাপন করার ইচ্ছা করলাম এবং বানু কায়নকা গোত্রের একজন ইয়াহুদী স্বর্ণকারকে ঠিক করলাম যেন সে আমার সাথে যায়। (সেখান থেকে) আমরা ইয়খির ঘাস সংগ্রহ করে নিয়ে আসব। পরে ঐ ঘাস স্বর্ণকারদের নিকট বিক্রি করে তা আমি আমার বিয়ের ওয়ালিমায় খরচ করার ইচ্ছা করেছিলাম (একদা এ কার্যে যাত্রা করার জন্য) আমি আমার উট দু'টোর জন্য গদি, বস্তা এবং দড়ি ব্যবস্থা করেছিলাম আর উট দু'টো এক আনসারী ব্যক্তির ঘরের পার্শ্বে বসানো ছিল। আমার যা কিছু সংগ্রহ করার তা সংগ্রহ করে নিয়ে এসে দেখলাম উট দু'টির চুট কেঁটে ফেলা হয়েছে এবং সে দু'টির বক্ষ বিদীর্ণ করে কলিজা খুলে নেওয়া হয়েছে। এ দৃশ্য দেখে আমি আমার অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না। আমি (নিকটস্থ লোকদেরকে) জিজ্ঞাসা করলাম, এ কাজ কে করেছে? তারা বললেন, আবদুল মুতালিবের পুত্র হাম্যা এ কাজ করেছেন। এখন তিনি এ ঘরে আনসারদের কিছু মদ্যপায়ীদের সাথে মদপান করছেন। সেখানে আছে একদল গায়িকা ও কতিপয় সঙ্গী সাথী। (মদ্যপানের সময়) গায়িকা ও তার সঙ্গীগণ গানের ডেতের বলেছিল, “হে হাম্যা! মোটা উষ্ট্রদ্বয়ের প্রতি ঝাপিয়ে পড়”। একথা শুনে হাম্যা দোড়িয়ে গিয়ে তলোয়ার হাতে নিল এবং উষ্ট্রদ্বয়ের চুট দু'টো কেঁটে নিল আর তাদের পেট চিরে কলীজা বের করে নিয়ে আসল। আলী (রা) বলেন, তখন আমি পথ চলতে চলতে নবী করীম ﷺ-এর নিকট চলে গেলাম। তখন তাঁর নিকট যায়েদ ইবন হারিসা (রা) উপস্থিত ছিলেন। নবী ﷺ (আমাকে দেখামাত্রই) আমি যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি তা বুঝে ফেললেন। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজকের মত বেদনাদায়ক ঘটনা আমি কখনো দেখিনি। হাম্যা আমার উট দু'টোর উপর খুব যুক্ত করেছেন, তিনি উট দু'টোর চুট কেঁটে ফেলেছেন এবং বক্ষ বিদীর্ণ করেছেন। এখন তিনি একটি ঘরে একদল মদ্যপায়ীদের সাথে অবস্থান করছেন। তখন নবী ﷺ তাঁর চাদরখানা ঢেয়ে নিলেন এবং তা গায়ে দিয়ে হেঁটে রওয়ানা হলেন। (আলী বলেন) এরপর আমি এবং যায়েদ ইবন হারিস (রা) তাঁকে অনুসরণ করলাম। (হাঁটতে হাঁটতে) তিনি যে ঘরে হাম্যা অবস্থান করছিলেন সে ঘরের কাছে পৌছে তার নিকট অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হলে রাসূল ﷺ হাম্যাকে তার কৃতকর্মের জন্য ভর্তসনা করতে শুরু করলেন। হাম্যা তখন নেশাগ্রস্ত। চোখ দু'টো তার লাল। তিনি নবী ﷺ-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং দৃষ্টি উপর দিকে উঠিয়ে তারপর তিনি নবী ﷺ-এর হাঁটুর দিকে তাকালেন। এরপর দৃষ্টি

আরো একটু উপর দিকে উঠিয়ে তিনি তাঁর ( ﷺ) চেহারার প্রতি তাকালেন। এরপর হাময়া বললেন, তোমরা তো আমার পিতার দাস। (এ কথা শনে) নবী ﷺ বুঝলেন যে, তিনি এখন নেশাঘন্ত। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ পেছনের দিকে হটে (সেখান থেকে) বেরিয়ে পড়লেন, আমরাও তাঁর সাথে সাথে বেরিয়ে পড়লাম।

**৩৭১৪** حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عَيْنَةَ قَالَ أَنْفَذَهُ لَنَا أَبْنُ الْأَصْبَهَانِيُّ سَمِعَهُ مِنْ أَبْنِ مَعْقِلٍ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَبَرَ عَلَى سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ فَقَالَ إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا -

**৩৭১৪** مুহাম্মদ ইবন আব্বাদ (র) ..... ইবন মাকিল (রা) থেকে বর্ণিত যে, (তিনি বলেছেন) আলী (রা) সাহল ইবন হনাইফের (জানায়ার সালাতে) তাকবীর উচ্চারণ করলেন এবং বললেন, তিনি (সাহল ইবন হনাইফ) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

**৩৭১৫** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ جَفَصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُدَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، تُوْفِيَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ شَهِيدَ بَدْرًا، تُوْفِيَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ أَنْ شَيْئَتْ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، قَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَبِثْتُ لَيَالِيَّ، فَقَالَ قَدْ بَدَأْتِي أَنْ لَا أَتَزَوْجَ يَوْمِي هَذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ أَنْ شَيْئَتْ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَصَمَّتْ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدْ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَّ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: لَعْلَكَ وَجَدْتَ عَلَى حِينَ

عَرَضْتَ عَلَىٰ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعِ الِّيْكَ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي  
أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ إِلَّا أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ  
ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَوْتَرَكَهَا لَقَبْلَهَا -

**৩৭১৫** আবুল ইয়ামান (র) ..... ‘আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, (উমর (রা) তাঁকে বলেছেন) ‘উমর ইবন খাতাবের কন্যা হাফসার স্বামী খুনায়স ইবন হৃষাফা সাহামী (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, মদিনায় ইত্তিকাল করলে হাফসা (রা) বিধবা হয়ে পড়লেন। ‘উমর (রা) বলেন, তখন আমি ‘উসমান ইবন আফফানের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁর নিকট হাফসার কথা আলোচনা করে তাঁকে বললাম, আপনি চাইলে আমি আপনার সাথে ‘উমরের মেয়ে হাফসাকে বিয়ে দিয়ে দেব। ‘উসমান (রা) বললেন, ব্যাপারটি আমি একটু চিন্তা করে দেখি।’ (‘উমর (রা) বলেন, এ কথা শুনে) আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করলাম। পরে ‘উসমান (রা) বললেন, আমার সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, এ সময় আমি বিয়ে করব না।’ ‘উমর (রা) বলেন, এরপর আমি আবু বকরের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে বললাম, আপনি ইচ্ছা করলে ‘উমরের কন্যা হাফসাকে আমি আপনার নিকট বিয়ে দিয়ে দেব। (একথা শুনে) আবু বকর (রা) চুপ করে রইলেন এবং আমাকে কোন জবাব দিলেন না। এতে আমি ‘উসমানের (অঙ্গীকৃতির) চেয়েও অধিক দুঃখ পেলাম। এরপর আমি কয়েকদিন চুপ করে রইলাম, এমতাবস্থায় হাফসার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই প্রস্তাব দিলেন। আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বিয়ে দিয়ে দিলাম। এরপর আবু বকর (রা) আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, আমার সাথে হাফসার বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার পর আমি আপনাকে কোন উত্তর না দেওয়ার ক্ষেত্রে সম্ভবত আপনি যন্তক পেয়েছেন। (‘উমর (রা) বলেন) আমি বললাম, হাঁ। তখন আবু বকর (রা) বললেন, আপনার প্রস্তাবের জবাব দিতে একটি জিনিসই আমাকে বাঁধা দিয়েছে আর তা হ'ল এই যে, আমি আবুতাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই হাফসা (রা) সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনায় বিষয়টি প্রকাশ করার আমার ইচ্ছা ছিল না। (এ কারণেই তখন আমি আপনাকে কোন উত্তর দেই নি।) যদি তিনি (রাসূল ﷺ) তাঁকে গ্রহণ না করতেন, অবশ্যই আমি তাঁকে গ্রহণ করতাম।

**৩৭১৬** حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ  
سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ ذِي الْبَدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَفْقَةُ الرَّجُلِ عَلَىٰ  
أَهْلِهِ صَدَقَةٌ -

**৩৭১৬** মুসলিম (র) ..... আবদুল্লাহ ইবন ইয়ায়ীদ বদরী সাহাবী (রামানুজ রামানুজ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, স্থীয় আহলের (পরিবার পরিজনের) জন্য

**٣٧١٧** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الْزُّبِيرَ يَحْدُثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي اِمَارَتِهِ أَخْرَى الْمُغَيْرَةِ بْنُ شُعْبَةَ الْعَصْرِ وَهُوَ أَمِيرُ الْكُوفَةِ، فَدَخَلَ أَبُو مَسْعُودٍ عُتْبَةَ بْنَ عَمْرِو نِإِلنَّاصَارِيِّ جَدُّ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ نَزَلَ جِبْرِيلُ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا أَمْرَتَ كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ -

**٣٧١٨** آবুল ইয়ামান (র) ..... উরওয়া ইব্ন যুবায়ির (র) থেকে বর্ণিত, উমর ইব্ন আবদুল আয়ীয় (র) তাঁর খিলাফত কালের (একটি ঘটনা) বর্ণনা করেছেন যে, মুগীরা ইব্ন শুবা (রা) কুফার আমির থাকা কালে তিনি (একদা) আসরের সালাত আদায় করতে বিলম্ব করে ফেললে যায়েন ইব্ন হাসানের দাদা বদরী সাহাবী আবু মাসউদ উত্তরা ইব্ন আমর আনসারী (রা) তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, আপনি তো জানেন যে, জিব্রাইল (আ) এসে সালাত আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাঁর সাথে) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলেন। জিব্রাইল (আ) বললেন, আপনি এভাবেই সালাত আদায় করানোর জন্য আদিষ্ট হয়েছেন। (উরওয়া বলেন) বশীর ইব্ন আবু মাসউদ তার পিতার নিকট থেকে হাদীসটি এভাবেই বর্ণনা করতেন।

**٣٧١٩** حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْأَيْتَانِ مِنْ أَخْرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي -

**٣٧٢٠** মূসা (র) ..... বদরী সাহাবী আবু মাসউদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সূরা বাকারার শেষে এমন দু'টি আয়াত রয়েছে যে ব্যক্তি রাতের বেলা আয়াত দু'টো তিলাওয়াত করবে তার জন্য এ আয়াত দু'টোই যথেষ্ট। অর্থাৎ রাতে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করার যে হক রয়েছে, কমপক্ষে সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত তেলাওয়াত করলে তার জন্য তা যথেষ্ট। 'আবদুর রাহমান (র) বলেন, পরে আমি আবু মাসউদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তখন তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করছিলেন। (সেখানে) এ হাদীসটি সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তা আমার নিকট বর্ণনা করলেন।

**٣٧١٩** حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعٍ أَنَّ عِتَبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمْنُ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

**٣٧٢٠** **ইয়াহুইয়া** ইবন বুকায়র (র) ..... ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত যে, মাহমুদ ইবন রবী (র) আমাকে জানিয়েছেন যে, 'ইতবান ইবন মালিক (রা) নবী ﷺ-এর আনসারী সাহাবী ছিলেন এবং তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলেন।

**٣٧٢٠** حَدَّثَنَا أَحْمَدُ هُوَ ابْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَبْنُ شَهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ أَحَدُ بْنَيْ سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودٍ بْنِ الرَّبِيعٍ عَنْ عِتَبَانَ بْنِ مَالِكٍ فَصَدَّقَهُ -

**৩৭২০** আহমদ (র) ..... ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আমি বনী সালিম গোত্রের অন্যতম নেতা হুসাইন ইবন মুহাম্মদকে (র) ইতবান ইবন মালিক থেকে মাহমুদ ইবন রবী এর বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি উহার স্বীকৃতি দিলেন।

**٣٧٢١** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ رَبِيعَةَ وَكَانَ مِنْ أَكْبَرِ بْنَيِّ عَدِيٍّ وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا ، وَهُوَ خَالٌ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَحَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -

**৩৭২১** আবুল ইয়ামান (র) ..... বনী আদী গোত্রের নেতৃত্বানীয় ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবন আমির ইবন রবী'আ যার পিতা নবী ﷺ-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, আমাকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) কুদামা ইবন মায়উনকে (রা) বাহরাইনের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) এবং হাফসা (রা)-এর মামা।

**٣٧٢٢** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ عَمَيْهُ وَكَانَ شَهِدًا بَدْرًا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَاعِ قُلْتُ لِسَالِمٍ فَتَكْرِيْهَا أَنْتَ؟ قَالَ نَعَمْ إِنَّ رَافِعًا أَكْثَرَ عَلَىٰ نَفْسِهِ -

**٣٧٢٣** آবادুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আসমা (র) ..... رাফি' ইবন খাদীজ (রা) আবদুল্লাহ ইবন উমরকে বলেছেন যে, বদর যুদ্ধে অংশ প্রাপ্তকারী তার দু'চাচা তাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ<sup>ص</sup>আবাদযোগ্য ভূমি ভাড়া দিতে নিষেধ করেছেন। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি সালিমকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি তো এ ধরনের জমি ভাড়া দিয়ে থাকেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাফি' (ইবন খাদীজ) তো নিজের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছেন।

**٣٧٢٣** حَدَّثَنَا أَدْمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَادَ بْنَ الْهَادِ الْلَّيْثِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رِفَاعَةَ بْنَ رَافِعٍ بْنَ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا -

**٣٧٢٤** آদাম (র) ..... آবদুল্লাহ ইবন শাদাদ ইবন হাদ লায়সী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রিফা'আ ইবন রাফি' আনসারী (রা) কে দেখেছি, তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

**٣٧٢٤** حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنْيِ عَامِرٍ بْنِ لُوَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزِيْتِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ صَالِحٌ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمْرٌ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ، فَوَافَوا صَلَةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولٍ

اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا اتَّصَرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ حِينَ رَأَهُمْ، ثُمَّ قَالَ أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ؟ قَالُوا أَجَلُ يَارَسُولَ اللَّهِ، قَالَ فَابْشِرُوهُ وَأَمْلُوهُ مَا يَسِّرُكُمْ فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا، كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتَهْلِكُمْ كَمَا أَهْلَكُتُهُمْ -

**৩৭২৪** আবদান (র) ..... নবী ﷺ-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবী, বনী আমির ইব্ন লুওয়াই গোত্রের বন্ধু আমর ইব্ন আউফ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহকে জিযিয়া আনার জন্য বাহরাইন পাঠান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহরাইন বাসীদের সাথে সঞ্চি করে 'আলা ইব্ন হায়রামী (রা)-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। আবু উবায়দা (রা) বাহরাইন থেকে মাল নিয়ে এসে পৌছলে আনসারগণ তার আগমনের সংবাদ জানতে পেয়ে সকলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ফজরের সালাত আদায় করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হলেন। সালাত সমাপ্তির পর ফিরে বসলে তারা সকলেই তাঁর সামনে আসলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে দেখে মুচকি হেসে বললেন, আমার মনে হয়, আবু উবায়দা কিছু মাল নিয়ে এসেছে বলে তোমরা শুনতে পেয়েছ। তারা সকলেই বললেন, হাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, সু-সংবাদ গ্রহণ কর এবং তোমাদের আনন্দায়ক বিষয়ের আশায় থাক, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের জন্য দারিদ্রের আশংকা করি না। বরং আমি আশংকা করি যে, তোমাদের কাছে দুনিয়ার প্রাচুর্য এসে যাবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের কাছে এসেছিল, তখন তোমরা তা লাভ করতে পরস্পরে প্রতিযোগিতা করবে যেমনভাবে তারা করেছিল। আর এ ধন-সম্পদ তাদেরকে যেমনভাবে ধ্রংস করেছিল তোমাদেরকেও তেমনিভাবে ধ্রংস করে দিবে।

**৩৭২৫** حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ أَبَنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلُّهَا حَتَّىٰ حَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ الْبَدْرِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ قَتْلِ جِنَانِ الْبَيْوَبِ، فَامْسَكَ عَنْهَا -

**৩৭২৫** আবুন নুমান (র) ..... নাফি'(র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা) সব ধরনের সাপকে হত্যা করতেন। অবশ্যে বদরী সাহাবী আবু লুবাবা (রা) তাকে বললেন, নবী ﷺ ঘরে বসবাসকারী (শ্বেতবর্ণের) ছোট সাপ মারতে নিষেধ করেছেন। এতে তিনি তা মারা থেকে বিরত থাকেন।

٣٧٢٦

حَدَّثَنِي أَبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ  
مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ قَالَ أَبْنُ شَهَابٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَجَالًا مِنْ  
الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا أَئْذَنْ لَنَا فَلَنْ تُرُكْ لِابْنِ  
أَخْتِنَا عَبَّاسٍ فِي دِاءِهِ قَالَ وَاللَّهِ لَا تَذَرُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا -

٣٧٢٦ | ইবরাহীম ইবন মুন্ফির (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, কতিপয় আনসারী  
সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তারা বললেন, আমাদেরকে আমাদের  
ভাগিনা আকবাসের ফিদ্যা মাফ করে দেয়ার অনুমতি দিন। । তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! তোমরা তার  
(মুক্তিপণ এর) একটি দিরহামও মাফ করবে না।

٣٧٢٧

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدٍ  
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ عَنِ الْمَقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنِي إِشْحَقُ قَالَ  
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ أَبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخِي أَبْنِ شَهَابٍ  
عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْلَّيْثِيُّ، ثُمَّ الْجُنَاحِيُّ أَنَّ عُبَيْدَ  
اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ بْنَ الْخِيَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمَقْدَادَ بْنَ عَمْرُو الْكَنْدِيَّ، وَكَانَ حَلِيفًا  
لِبَنِي زُهْرَةَ، وَكَانَ مِنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ  
قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَلْنَا فَضَرَبَ

৫. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা আকবাস (রা) বদর যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন। তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি। তাঁকে বন্দী করেছিলেন, আবুল ইউসর কা'ব ইবন আমর আনসারী (রা)। অন্যান্য বন্দীদের সাথে লোকেরা তাকেও সারারাত শক্তভাবে বেঁধে রাখেন। আদর্শগত বিরোধ থাকার কারণে চাচার প্রতি কোন অনুকূল্য দেখাতে না পারলেও রাসূলুল্লাহ (সা) সারারাত ঘুমাতে পারলেন না। লোকেরা তা বুঝতে পেরে তার বাঁধন খুলে দিলেন এবং মুক্তিপণ মাফ করে দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাতে চাইলেন। নবীজী তাদের এ প্রস্তাব মেনে নিতে পারলেন না। তিনি বললেন, একটি দিরহামও মাফ করা যাবে না। অন্যদের থেকে যা নেয়া হবে তার থেকেও অন্দুপই নেয়া হবে। মদীনাবাসী আনসারগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা আকবাসকে ভাগিনা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, আকবাসের দাদা হাশিম বনী নাজ্ঞার গোত্রের আমর ইবন উহায়হার কন্যা সালমাকে বিয়ে করেছিলেন। এ বিয়ের পিছনে মূল কারণ হল এই যে, ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া যাওয়ার পথে তিনি মদীনাতে খায়রাজ গোত্রের বনী নাজ্ঞার শাক্তার আমর ইবন উহায়হার বাড়ীতে অবস্থান করতেন। আমরের কন্যা সালমাকে দেখে তার পছন্দ হবার পর বিয়ের প্রস্তাব দিলে আমর সালমাকে তার নিকট বিয়ে দেন।

اَحْدَى يَدَىٰ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لَأَذْمِنْتُ بِشَجَرَةٍ فَقَالَ اسْلَمْتُ لِلَّهِ ، اَأَفْتَلَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ اَنْ قَالَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَقْتُلْهُ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّهُ قَطَعَ اَحْدَى يَدَىٰ ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ اَنْ تَقْتُلَهُ ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ اَنْ يَقُولُ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ -

**৩৭২৭** আবু আসিম ও ইসহাক (র) ..... বনী যুহুরা গোত্রের হালীফ (মিত্র) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবী মিকদাদ ইবন আমর কিনদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলুন, কোন কাফিরের সাথে আমার যদি (যুদ্ধক্ষেত্রে) সাক্ষাৎ হয় এবং আমি যদি তার সাথে লড়াই করি আর সে যদি তলোয়ারের আঘাতে আমার একখানা হাত কেটে ফেলে এবং তারপর আমার থেকে আত্মরক্ষার জন্য গাছের আড়াল গিয়ে বলে “আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলাম” এ কথা বলার পরেও কি আমি তাকে হত্যা করব ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে হত্যা করবে না । এরপর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সে তো আমার একখানা হাত কেটে এরপর একথা বলছে । রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় বললেন, না তুমি তাকে হত্যা করবে না । কেননা, তুমি তাকে হত্যা করলে হত্যা করার পূর্বে তোমার যে মর্যাদা ছিল সে সেই মর্যাদা লাভ করবে, আর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়ার পূর্বে তার যে মর্যাদা ছিল তুমি সেই স্তরে গিয়ে পৌছবে ।

**৩৭২৮** حَدَثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ أَبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَثَنَا سُلَيْمَانُ التَّئِمِيُّ قَالَ حَدَثَنَا أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ فَانْطَلَقَ أَبْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ أَبْنَا عَفْرَاءَ حَتَّىٰ بَرَدَ فَقَالَ ، أَنْتَ أَبَا جَهْلٍ \* قَالَ أَبْنُ عُلَيَّةَ قَالَ سُلَيْমَانُ هَكَذَا قَالَهَا أَنَسٌ قَالَ أَنْتَ أَبَا جَهْلٍ قَالَ وَهُلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلَتْمُوهُ \* قَالَ سُلَيْমَانُ أَوْ قَالَ قَتَلَهُ قَوْمُهُ ، قَالَ وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ قَالَ أَبُو جَهْلٍ فَلَوْ غَيْرُ أَكْارِ قَتَلَنِي -

**৩৭২৯** ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-বদরের দিন বললেন, আবু জেহেলের কি অবস্থা কেউ দেখে আসতে পার কি? তখন আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ

(রা) তার খোঁজে বের হলেন। এবং আফরার দুই পুত্র তাকে আঘাত করে মৃত্যু করে ফেলে রেখেছে দেখতে পেলেন। তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি কি আবু জেহেল? (উত্তরে আবু জেহেল বলল) একজন লোককে হত্যা করা ছাড়া তোমরা তো বেশী কিছু করনিঃ সুলায়মান বলেন, অথবা সে (আবু জেহেল) বলেছিল, (এর চেয়ে বেশী কিছু হয়েছে কি যে,) একজন লোককে তার কাওমের লোকেরা হত্যা করেছেঃ আবু মিজলায় (রা) বলেন, আবু জেহেল বলেছিল, কৃষক ব্যতীত অন্য কেউ যদি আমাকে হত্যা করত, (তাহলে কতই না ভাল হত)।

**٣٧٢٩** حَدَّثَنَا مُوسَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَمَّا تُوفِيَ النَّبِيُّ ﷺ قُلْتُ لَأَبِي بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أَخْوَانِنَا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَلَقِيَنَا مِنْهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ شَهِداً بَدْرًا فَحَدَّثَتْ عُرْوَةُ بْنُ الْزُّبَيرِ ، قَالَ هُمَا عُويمٌ بْنُ سَاعِدَةَ وَمَعْنُ بْنُ عَدَىٰ -

**٣٧٢٩** مুসা (র) ..... উমর (রা) থেকে বর্ণিত (তিনি বলেছেন) নবী ﷺ-এর যখন ওফাত হল তখন আমি আবু বকরকে বললাম, আমাদেরকে আনসার ভাইদের নিকট নিয়ে চলুন। পথিমধ্যে আমরা আনসারদের দুর্জন নেক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলাম। যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ‘উরওয়া ইব্ন যুবায়রের নিকট এ হাদীসখানা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, তাঁরা ছিলেন উওয়াম ইব্ন সাইদা এবং মান ইব্ন ‘আদী (রা)।

**٣٧٣٠** حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ ابْرَاهِيمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلَ عَنْ اسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ كَانَ عَطَاءُ الْبَدْرِيِّينَ خَمْسَةَ أَلْفٍ خَمْسَةَ أَلْفٍ ، وَقَالَ عُمَرُ : لَا فَضْلَ لَهُمْ عَلَىٰ مَنْ بَعْدَهُمْ -

**٣٧٣٠** ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... কায়স (রা) থেকে বর্ণিত যে, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের (বাসরিক) ভাতা পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার (দিরহাম) করে নির্ধারিত ছিল। উমর (রা) বলেছেন, অবশ্যই আমি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদেরকে পরবর্তী লোকদের চেয়ে অধিক মর্যাদা প্রদান করব।

**٣٧٣١** حَدَّثَنِي اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ

عَلِيٌّ قَالَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْطُّورِ وَذَلِكَ أَوْلُ مَا وَقَرَ الْأَيْمَانُ فِي قَلْبِيُّ  
وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيرٍ بْنِ مُطْعَمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ  
قَالَ فِي أَسَارِي بَدْرٍ لَوْ كَانَ الْمُطْعَمُ بْنُ عَدَىٰ حَيَا ثُمَّ كَلَمَنَىٰ فِي هُؤُلَاءِ  
النَّتَنَىٰ لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ \* وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ  
وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الْأُولَىٰ يَعْنِي مَقْتَلَ عُثْمَانَ فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ  
أَحَدًا ، ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الثَّانِيَةُ يَعْنِي الْحَرَّةَ فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصْحَابِ  
الْحُدَيْبِيَّةِ أَحَدًا ، ثُمَّ وَقَعَتِ التَّالِثَةُ فَلَمْ تَرْتَفِعْ وَلِلنَّاسِ طَبَاخٌ -

**৩৭৩।** ইসহাক ইব্ন মানসূর (র) ..... জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম  
ﷺ-কে মাগারিবের সালাতে সূরা তুর পড়তে শুনেছি। এ ঘটনা থেকেই সর্বপ্রথম আমার হাদয়ে সৈমান  
বন্ধুমূল হয়। (অপর এক সনদে) যুহরী (র) মুহাম্মদ ইব্ন জুবায়র ইব্ন মুত্তামের মাধ্যমে তার পিতা  
জুবায়র ইব্ন মুত্তাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বদরের যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে বলেছেন,  
মুত্তাম ইব্ন 'আদী যদি বেঁচে থাকতেন<sup>১</sup> আর এসব কদর্য লোকদের সম্পর্কে যদি আমার নিকট সুপারিশ  
করতেন, তাহলে তার খাতিরে এদেরকে আমি (মুক্তিপণ ব্যতীতই) ছেড়ে দিতাম। লায়স ইয়াহ্বীয়ার সূত্রে  
সাউদ ইব্ন মুসায়িব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রথম ফিত্না<sup>২</sup> অর্থাৎ 'উসমানের হত্যাকান' সংঘটিত  
হবার পর বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের আর কেউ অবশিষ্ট ছিলেন না। দ্বিতীয়<sup>৩</sup> ফিত্না তথা  
হারবার ঘটনা সংঘটিত হলে পর হৃদায়বিয়ার সন্ধিকালীন সময়ের কোন সাহাবীই আর বাকী ছিলেন না।  
এরপর তৃতীয়<sup>৪</sup> ফিত্না সংঘটিত হওয়ার পর তা কখনো শেষ হয়নি, যতদিন মানুষের মধ্যে আক্ল ও  
কল্যাণকামিতা বিদ্রয়ান ছিল।

- মুত্তাম ইব্ন 'আদী নবীজীর দাদার চাচাতো ভাই ছিলেন। তিনিই তায়েক থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পর নবী  
(সা)-কে আশ্রয় দিয়ে ছিলেন। মমত্ববোধের কারণেই তিনি তার সম্পর্কে একথা বলেছেন।
- তৃতীয় খলীফা উসমান (রা) ইয়াহ্বী সন্তান মুনাফিক আবদুল্লাহ ইব্ন সাবা কর্তৃক উসকিয়ে দেয়া মিসরবাসী  
কতিপয় বিদ্রোহী লোকের হাতে উন্মুক্ত দিন কিংবা দুই মাস বিশ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর ৮ই যিলহজ্জ  
জুন্নাউর দিন এ প্রথমী থেকে চিরবিদ্যায় গ্রহণ করেন।
- হারবা মদীনার নিকটবর্তী কাল পাথারবিশিষ্ট একটি জায়গার নাম। এখানেই ৬৩ হিজরী সনের যিলহজ্জ মাসে  
একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। অর্থাৎ মু'আবিয়া (রা)-এর পুত্র ইয়ায়ীদের শাসন আমলে তারই  
নির্দেশে তার সেনাবাহিনী মদীনায় আসের রাজত্ব কার্যম করে এবং ব্যাপক গণহত্যা ও লুটতরাজ আরম্ভ করে।  
এমনকি তারা মসজিদে নববীকে আস্তাবলে পরিণত করে। ফলে মসজিদে নববীতে কয়েকদিন পর্যন্ত সালাতের  
জামা'আত কার্যম করা সম্ভব হয়নি।
- এ ফিত্নাটি কারো মতে ১৩০ হিজরী সনে মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ান ইব্ন হায়ামের খিলাফতকালে  
সংঘটিত আবু হাম্যা খারিজীর ফিত্না। আবার কারো মতে ৭৪ হিজরী সনে হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ কর্তৃক  
আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-কে হত্যা করা ও কাবা ঘর ধ্বংস করার ফিত্না।

٣٧٣٢ حَدَّثَنَا الْحَجَاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النَّمِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرَى قَالَ سَمِعْتُ عُروَةَ بْنَ الْزُّبِيرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ الْحَدِيثِ قَالَتْ فَاقْبَلَتْ وَأَمْ مِسْطَحٍ فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطَهَا ، فَقَالَتْ تَعَسَّ مِسْطَحُ ، فَقُلْتُ بَئْسَ مَا قُلْتَ تَسْبِينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا فَذَكَرَ حَدِيثَ الْأَلْفِكِ -

٣٧٣٣ [হাজাজ ইব্ন মিনহাল (র) ..... যুহরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উরওয়া ইব্ন যুবায়র, সাঈদ ইব্ন মুসায়িব, আলকামা ইব্ন ওয়াকাস ও 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) থেকে নবী ﷺ-এর সহধর্মী আয়েশার (প্রতি আরোপিত) অপবাদের ঘটনা সম্পর্কে শুনেছি। তারা সকলেই হাদীসটির একটি অংশ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আয়েশা (রা) বলেছেন। আমি এবং উম্মে মিসতাহ (প্রাকৃতিক প্রয়োজনে) বের হলাম। তখন উম্মে মিসতাহ চাদরে পেচিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। এতে সে বলল, মিসতাহ এর জন্য ধৰ্মস। (আয়েশা (রা) বলেন) তখন আমি বললাম, আপমি ভাল বলেন নি। আপনি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তিকে মন্দ বলছেন! এরপর অপবাদ-এর (ইফ্ক) ঘটনাটি উল্লেখ করলেন।]

٣٧٣٤ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ هَذِهِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَأْقِيْهُمْ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدْتُمْ رَبُّكُمْ حَقًا \* قَالَ مُوسَى قَالَ نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَأْرَسُولَ اللَّهِ تُنَادِي نَاسًا أَمْوَاتًا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَنْتُمْ بِاَسْمَاعِ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ قُرِيشٍ مِمَّنْ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمٍ ، أَحَدُوْتَمَانُونَ رَجُلًا ، وَكَانَ

عُرْوَةُ بْنُ الْزُّبَيْرِ يَقُولُ قَالَ الْزُّبَيْرُ قُسِّمَتْ سُهْمَانُهُمْ ، فَكَانُوا مِائَةً ،  
وَاللَّهُ أَعْلَمُ -

**৩৭৩৩** ইব্রাহীম ইব্ন মুন্যির (র) ..... ইব্ন শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত (তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জিহাদসমূহের বর্ণনা দেয়ার পর) বলেছেন, এ গুলোই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামরিক অভিযান। এরপর তিনি (বদর যুদ্ধের) ঘটনা বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (নিহত) কুরাইশ কাফিরদের লাশ কৃপে নিষ্কেপ করার সময় (সে গুলোকে সম্রোধন করে) বললেন, তোমাদের রব তোমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেনতা পেয়েছ তো ? (বর্ণনাকারী) মুসা নাফির মাধ্যমে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের থেকে কেউ কেউ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি মৃতলোকদের আহবান করছেন ! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার কথাগুলো তোমরা তাদের থেকে অধিক শুনতে পাচ্ছনা । গনীমতের অংশ লাভ করেছিলেন, এ ধরনের যে সব কুরাইশী সাহাবী বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সংখ্যা হল একাশি । উরওয়া ইব্ন যুবায়র বললেন, যে যুবায়র (রা) বলেছেন, (বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী) কুরাইশী সাহাবীদের গনীমতের মালের অংশগুলো বন্টন করা হয়েছিল । তাদের সংখ্যা ছিল সর্বমোট একশ' আল্লাহই ভাল জানেন)

**৩৭৩৪** حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ  
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْزُّبَيْرِ قَالَ ضُرِبَتْ يَوْمَ بَدْرٍ لِّلْمُهَاجِرِينَ  
بِمِائَةِ سَهْمٍ -

**৩৭৩৪** ইব্রাহীম ইব্ন মুসা (র) ..... যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেছেন, বদরের দিন মুহাজিরদের জন্য (গনীমতের মালের) একশ' হিস্সা দেয়া হয়েছিল ।

২১৭০. بَابُ تَسْمِيَةِ مَنْ سُمِّيَّ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، فِي الْجَامِعِ الَّذِي  
وَضَعَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ ، النَّبِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ  
الْهَاشِمِيُّ \* أَيَّاسُ بْنُ الْبَكَيْرِ \* بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ  
نَالْقَرْشِيُّ \* حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْهَاشِمِيُّ \* حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ  
خَلِيفَ لِقُرَيْشٍ \* أَبُو حَدِيفَةَ بْنُ عَتَّبَةَ بْنُ رَبِيعَةَ الْقَرَشِيُّ \* حَارِثَةُ بْنُ

الرَّبِيعُ الْأَنْصَارِيُّ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ حَارثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ كَانَ فِي  
 النَّظَارَةِ \* خَبِيبُ بْنُ عَدَى نَبْعَذُ الْأَنْصَارِيُّ \* خَنِيسُ بْنُ حَذَافَةَ السَّهْمِيُّ  
 \* رَفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ الْأَنْصَارِيُّ \* رَفَاعَةُ بْنُ عَبْدَالْمُنْذِرِ أَبُو لَبَابَةَ  
 الْأَنْصَارِيُّ \* زَبِيرُ بْنُ الْعَوَامِ الْقَرَشِيُّ \* زَيْدُ ابْنُ سَهْلٍ أَبُو طَلْحَةَ  
 الْأَنْصَارِيُّ \* أَبُو زَيْدِ الْأَنْصَارِيُّ \* سَعْدُ بْنُ مَالِكِ الزُّهْرِيُّ \* سَعْدُ بْنُ  
 حَوْلَةِ الْقَرَشِيِّ \* سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ عَمْرُو بْنِ نَقِيلِ الْقَرَشِيِّ \* سَهْلٌ  
 بْنُ حُنَيْفِ الْأَنْصَارِيُّ \* ظَهَيْرُ بْنُ رَافِعِ الْأَنْصَارِيِّ وَأَخْوَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ  
 عُثْمَانَ أَبُو بَكْرِ نَبْعَذُ الصَّدِيقِ الْقَرَشِيِّ \* عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودَ الْهَذَلِيُّ  
 \* عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ الزُّهْرِيُّ \* عُبَيْدَةُ بْنُ الْخَارِثِ الْقَرَشِيُّ \*  
 عَبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ الْأَنْصَارِيُّ \* عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ الْعَدَوِيُّ \* عُثْمَانُ  
 بْنُ عَفَانَ الْقَرَشِيُّ خَلَفَةُ النَّبِيِّ عَلَى ابْنَتِهِ ، وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ \*  
 عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبِ الْهَاشِمِيِّ ، عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ ، حَلَيفُ بْنِي عَامِرٍ  
 بْنِ لُوَى \* عُقْبَةُ بْنُ عَمْرُو نَبْعَذُ الْأَنْصَارِيُّ \* عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ الْعَنَزِيُّ \*  
 عَاصِمُ بْنُ ثَابَتِ الْأَنْصَارِيُّ \* عُويمُ بْنُ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيُّ \* عَثْبَانُ بْنُ  
 مَالِكِ الْأَنْصَارِيُّ \* قَدَامَةُ بْنُ مَظْعُونَ \* قَتَادَةُ بْنُ النَّعْمَانِ الْأَنْصَارِيُّ  
 \* مَعَاذُ بْنُ عَمْرُو بْنِ الْجُمُوحِ \* مُعَاوِذُ بْنُ عَفْرَاءَ وَأَخْوَهُ \* مَالِكُ بْنُ  
 رَبِيعَةَ أَبُو أَسِيدِ الْأَنْصَارِيُّ \* مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ \* مَعْنُ بْنُ  
 عَدَى الْأَنْصَارِيُّ \* مَسْطَحُ بْنُ أَشَائِهَ بْنُ عَبَادَ بْنِ الْمُطَلَّبِ بْنِ عَبْدِ  
 مَنَافِ \* مَقْدَادُ بْنُ عَمْرُو الْكَنْدِيُّ حَلَيفُ بْنِي زُهْرَةَ \* هِلَالُ بْنُ أَمِيَّةَ  
 الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

২১৭৫. পরিচ্ছেদ ৩ বদর যুক্তে অংশ প্রহণকারী সাহাবীদের নামের তালিকা যা আল-জামে গ্রহে (বুখারী শরীফে) উল্লেখ রয়েছে। নবী মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ হাশিমী رض আয়াস ইবন বুকায়র, আবু বকর কুরাইশীর আয়াদকৃত গোলাম বিলাল ইবন রাবাহ, হাময়া ইবন আবদুল মুস্তালিব আল-হাশিমী, কুরাইশদের বক্তু হাতিব ইবন আবু বুলতাও, আবু হ্যাইফা ইবন উতবা ইবন রাবীআ কুরাইশী, হারিসা ইবন রাবী আনসারী, তিনি বদর যুক্তে শহীদ হয়েছেন; তাঁকে হারিসা ইবন সুরাকাও বলা হয়, তিনি দেখার জন্য গিয়েছিলেন। খুবাইব ইবন আদী আনসারী, খুনায়স ইবন হ্যাফা সাহমী, রিফা 'আ ইবন রাফি আনসারী, রিফা 'আ ইবন আবদুল মুনফির, আবু সুবাবা আনসারী, যুবায়র ইবনুল আওয়াম কুরাইশী, যায়েদ ইবন সাহল আবু তালহা আনসারী, আবু যায়েদ আনসারী, সা'দ ইবন মালিক যুহরী, সা'দ ইবন খাওলা কুরাইশী, সাউদ ইবন যায়েদ ইবন আমর ইবন নুফাইল কুরাইশী, সাহল ইবন হনাইফ আনসারী, যুহায়র ইবন রাফি 'আনসারী, এবং তাঁর ভাই (ম্যাথির ইবন রাফি 'আনসারী), আবদুল্লাহ ইবন উসমান, আবু বকর সিদ্দিক কুরাইশী, আবদুল্লাহ ইবন উসমান হ্যালী; আবদুর রাহমান ইবন আউফ যুহরী, উবাইদা ইবনুল হারিস কুরাইশী, উবাদা ইবন সামিত আনসারী, উমর ইবন খাতাব আদাবী, উসমান ইবন আক্ফান কুরাইশী, নবী ص তাঁকে তাঁর অসুস্থ কন্যার দেখাশোনার জন্য (মদীনায়) রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু গনীমতের মালের অংশ তাঁকে দিয়েছিলেন। আলী ইবন আবী তালিব হাশিমী, আমির ইবন শুওয়াই গোত্রের মিত্র আমর ইবন আউফ, উকবা ইবন আমর আনসারী, আমির ইবন রাবী 'আ আনায়ী, আসিম ইবন সাবিত আনসারী, উওয়াম ইবন সাইদা আনসারী, ইতবান ইবন মালিক আনসারী, কুদামা ইবন মাযউন, কাতাদা ইবন নু'মান আনসারী, মুআয ইবন আমর ইবন জামুহ, মু'আববিয ইবন আফরা এবং তাঁর ভাই (মু'আব), মালিক ইবন রাবী 'আ আবু উসাইদ আনসারী, মুরারা ইবন রাবী আনসারী। মা'ন ইবন আদী আনসারী, মিসতাহ ইবন উসাসা ইবন আবাদ ইবন মুস্তালিব ইবন আবদে মানাফ, যুহরা গোত্রের মিত্র মিকদাদ ইবন আমর কিনদী, হিলাল ইবন উমাইয়া আনসারী, (রায়িয়াল্লাহ তা'আলা আনহুম আজমারীন)

২১৭৬. بَابٌ حَدِيثُ بَنِي النَّضِيرِ وَمَخْرَجُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي  
دِيَةِ الرَّجُلَيْنِ وَمَا أَرْدَوْا مِنَ الْفَدَرِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّهْرَى عَنْ  
عُرْوَةَ كَانَتْ عَلَى رَأْسِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْعَةِ بَدْرٍ قَبْلَ أَحَدٍ ، وَقَوْلُ  
اللَّهِ تَعَالَى : هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الظِّيَّانَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ  
دِيَارِهِمْ لِأَوْلِ الْحَشْرِ ، وَجَعَلَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ بَعْدَ بِثْرَ مُعُونَةً وَأَحَدِ

২১৭৬. পরিচ্ছেদ ৪ : দুই ব্যক্তির দিয়াতের (রক্তপণ) ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য রাসূল ﷺ-এর বনী নায়ীর গোত্রের নিকট যাওয়া এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথে তাদের গান্ধারী সৎক্রান্ত ঘটনা। যুহুরী (র) উরওয়া (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বনী নায়ীর যুদ্ধ ওহোদ যুদ্ধের পূর্বে এবং বদর যুদ্ধের পর ষষ্ঠ মাসের শুরুতে সংঘটিত হয়েছিল। মহান আল্লাহর বাণীঃ তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে প্রথম সমবেতভাবে তাদের আবাস ভূমি হতে বিতাড়িত করেছিলেন (৫৯: হাশর ২) বনী নায়ীর যুদ্ধের এ ঘটনাকে ইবন ইসহাক (র) বি঱ে মাউনার ঘটনা এবং ওহোদ যুদ্ধের পরবর্তীকালের ঘটনা বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন

**٣٧٣٥** حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَارَبَتِ النَّضِيرُ وَقُرَيْظَةُ فَاجْلَى بَنِي النَّضِيرِ، وَأَقْرَرَ قُرَيْظَةً وَمَنْ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَرَبَتْ قُرَيْظَةُ، فَقُتِلَ رِجَالُهُمْ وَقُسْمَ نِسَاءِهِمْ وَأَوْلَادُهُمْ وَآمْوَالُهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الْأَبْعَضُهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِيِّ ﷺ فَأَمْنَهُمْ وَأَسْلَمُوا، وَاجْلَى يَهُودَ الْمَدِينَةَ كُلُّهُمْ بَنِي قَيْنُقَاعَ، وَهُمْ رَهْطٌ عَبْدٌ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ، وَيَهُودٌ بَنِي حَارِثَةَ، وَكُلُّ يَهُودٌ بِالْمَدِينَةِ -

**৩৭৩৫** ইসহাক ইবন নাসর (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, বনু নায়ীর ও বনু কুরায়া গোত্রের ইয়াহুদী সম্প্রদায় (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ আরম্ভ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু নায়ীর গোত্রকে দেশান্তরিত করে দেন এবং বনু কুরায়া গোত্রের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করে তাদেরকে (তাদের ঘর বাড়ীতেই) থাকতে দেন। কিন্তু (পরবর্তীকালে) বনু কুরায়া গোত্র (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধে লিপ্ত হলে কিছু সংখ্যক যারা নবী ﷺ-এর দল ভূক্ত হবার পর তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন তারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল তারা ব্যতীত অন্য সব পুরুষ লোককে হত্যা করে দেয়া হয় এবং মহিলা, সন্তান-সন্ততি ও সব ধন-সম্পদ মুসলমানদের মাঝে বট্টন করে দেয়া হয়। নবী ﷺ মদীনার সকল ইয়াহুদীকে দেশান্তরিত করলেন। আবদুল্লাহ ইবন সালামের গোত্র বনু কায়নুকা ও বনু হারিসাসহ অন্যান্য ইয়াহুদী সম্প্রদায়কেও তিনি দেশান্তরিত করেন।

**٣٧٣٦** حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ

لِابْنِ عَبَّاسٍ سُورَةُ الْحَشْرِ قَالَ قُلْ سُورَةُ النَّضِيرِ تَابَعَهُ هُشَيْمٌ  
عَنْ أَبِي بِشَرٍ -

৩৭৩৬ [হাসান ইবন মুদরিক (র) ..... সাওদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাসের নিকট সূরা হাশরকে সূরা হাশর বলে উল্লেখ করলে, তিনি আমাকে বললেন, বরং তুমি বলবে “সূরা নায়ীর”। আবু বিশ্র থেকে হৃশাইমও এ বর্ণনায় তার (আবু আওয়ামা) অনুসরণ করেছেন।]

৩৭৩৭ [ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ سَمِعَتْ  
أَنَسَ بْنَ مَالِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ  
النَّخَلَاتِ حَتَّى افْتَنَحَ قُرَيْظَةً وَالنَّضِيرَ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرْدُ عَلَيْهِمْ -

৩৭৩৭ [আবদুল্লাহ ইবন আবুল আসওয়াদ (র) ..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারগণ কিছু কিছু খেজুর গাছ নবী ﷺ-এর জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। অবশেষে বনু কুরায়া ও বনু নায়ীর বিজিত হওয়ার পর তিনি এ খেজুর গাছগুলো তাদেরকে ফেরত দিয়ে দেন।]

৩৭৩৮ [ حَدَّثَنَا أَدْمُ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُمَا قَالَ حَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ  
الْبُوَيْرَةُ، فَنَزَّلَتْ : مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى  
أُصُولِهَا فَبَأْذِنِ اللَّهِ -

৩৭৩৮ [আদাম (র) ..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বুওয়াইরা নামক স্থানে বনু নায়ীর গোত্রের যে খেজুর গাছ ছিল তার কিছু জালিয়ে দিয়েছিলেন এবং কিছু কেটে ফেলেছিলেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেনঃ তোমরা যে খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলেছ অথবা যেগুলো কান্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে (হাশর ৫৯ : ৫)।]

৩৭৩৯ [ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ  
أَسْمَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ حَرَقَ  
نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ قَالَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَانُ بْنُ ثَابِتٍ :

وَهَانَ عَلَى سَرَّاهُ بَنِي لُوئِيْ \* حَرِيقُ بِالْبُوئِرَةِ مُسْتَطِيرٌ

قَالَ فَأَجَابَهُ أَبُو سُفِيَّانَ بْنُ الْحَارِثِ :

أَدَمَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْ صَنْيِعِيْ \* وَحَرَقَ فِي نَوَاحِيْهَا السَّعِيرُ  
سَتَعْلَمُ أَيْنَا مِنْهَا بِنُزُهِيْ \* وَتَعْلَمُ أَيْ أَرْضَيْنَا تَضَيِّرُ

**৩৭৩৯** ইসহাক (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বনু নায়ির গোত্রের খেজুর গাছগুলো জুলিয়ে দিয়েছিলেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন, এ সম্বন্ধেই হাসান ইব্ন সাবিত (রা) বলছেনঃ “বনু লুওয়াই গোত্রের নেতাদের (কুরাইশদের) জন্য সহজ হয়ে গিয়েছে বুওয়াইরা নামক স্থানের সর্বত্রই অগ্নিশিখা প্রজ্ঞালিত হওয়া।” বর্ণনাকারী ইব্ন উমর (রা) বলেন, এর উত্তরে আবু সুফিয়ান ইব্ন হারিস বলেছিল, “আল্লাহ এ কাজকে স্থায়ী করুন এবং জুলিয়ে রাখুন মদীনার আশে পাশে লেলিহান আগুন, অচিরেই জানবে আমাদের মাঝে কারা নিরাপদ থাকবে এবং জানবে দুই নগরির কোনটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।”

**৩৭৪০** حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ

أَخْبَرَنِيْ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ بْنُ الْحَدَّاثَانِ النَّصِيرِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَاهُ أَذْجَاءَهُ حَاجِبَهُ يَرْفَأَ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِيْ عُثْمَانَ وَعَبَدِ الرَّحْمَنِ وَالزَّبَيرِ وَسَعْدِ يَسْتَاذِنُونَ فَقَالَ نَعَمْ ، فَادْخِلْهُمْ فَلَبِثُ قَلِيلًا ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِيْ عَبَاسٍ وَعَلَيْ يَسْتَاذِنَانِ ، قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ عَبَاسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْصِنِيْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ هَذَا وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِي الدِّيْنِ أَفَإِنَّ اللَّهَ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ الْمَسْكِنُ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ فَاسْتَبَ عَلَيْ وَعَبَاسَ ، فَقَالَ الرَّهْطُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمَا ، وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ ، فَقَالَ عُمَرُ اتَّبِعُوكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَلَا رُضُّ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَسْكِنُ قَالَ : لَأَنُورَثَ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ قَالُوا قَدْ قَالَ ذَلِكَ ، فَاقْبَلَ عُمَرُ عَلَى

عَلَىٰ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ أَنْشِدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ  
قَالَ ذَلِكَ ؟ قَالَا نَعَمْ ، قَالَ فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ  
كَانَ خَصًّا رَسُولَهُ ﷺ فِي هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُمْ  
، فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ ، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ  
مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ إِلَىٰ قَوْلِهِ قَدِيرٌ ، فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ  
ﷺ ثُمَّ وَاللَّهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ ، وَلَا سَتَأْتِرُهَا عَلَيْكُمْ ، لَقَدْ  
أَعْطَاهُمُوهَا وَقَسَمُوهَا فِي كُمْ حَتَّىٰ بَقِيَ هَذَا الْمَالُ مِنْهَا ، فَكَانَ رَسُولُ  
اللَّهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ نَفَقَةً سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا  
بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعُلَ مَالِ اللَّهِ ، فَعَمِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيَاتَهُ ثُمَّ  
تُوْفِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ، فَإِنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبَضَهُ  
أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهِ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتُمْ حِيَنَذِ أَقْبَلَ  
عَلَىٰ عَلَىٰ وَعَبَّاسٍ ، وَقَالَ تَذَكَّرَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فِيهِ كَمَا تُقُولُانِ وَاللَّهُ  
يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهِ صَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ ،  
فَقُلْتُ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ ، فَقَبَضَتُهُ سَنَتَيْنِ مِنْ  
إِمَارَتِي أَعْمَلُ فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ ، وَاللَّهُ  
يَعْلَمُ أَنِّي فِيهِ صَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ جَئْتُمَا نِي كِلَّا كُمَا  
وَكَلَمْتُكُمَا وَاحِدَةً وَأَمْرُكُمَا جَمِيعًا فَجِئْتُنِي يَعْنِي عَبَّاسًا ، فَقُلْتُ لَكُمَا  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً ، فَلَمَّا بَدَأْتِي أَنْ  
أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ أَنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا عَلَىٰ أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ

وَمِثَاقَةٌ لِتَعْمَلَانِ فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَمَا  
عَمِلْتُ فِيهِ مُذْوَلِيَّتُ، وَالاًفَلَاتُ كَلْمَانِيٌّ فَقُلْتُمَا ادْفَعْهُ إِلَيْنَا بِذَلِكَ  
فَدَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا، أَفَتَلَتْمِسَانِي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ، فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ  
تَقْوُمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهِ بِقَضَاءٍ غَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقْوُمُ  
السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهُ فَادْفُعُهَا إِلَيْ فَإِنَّا أَكْفِيْكُمَا، قَالَ فَحَدَثَتْ  
هَذَا الْحَدِيثُ عُرْوَةُ بْنُ الْزَّبَيرِ، فَقَالَ صَدَقَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ أَنَا سَمِعْتُ  
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ أَرْسَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ  
ﷺ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلُنَّهُ ثُمَّ تَهُنَّ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ،  
فَكُنْتُ أَنَا أَرْدُهُنَّ فَقُلْتُ لَهُنَّ : أَلَا تَتَقَرَّبُنَّ إِلَى اللَّهِ أَلَمْ تَعْلَمُنَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ  
كَانَ يَقُولُ لَأُنُورَتُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ أَئْمَانًا يَأْكُلُ أَلَّ  
مُحَمَّدٌ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ، فَانْتَهَى أَزْوَاجُ النَّبِيِّ إِلَى مَا أَخْبَرَتْهُنَّ،  
قَالَ فَكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلَىِّ، مَنْعَهَا عَلَىِّ عَبَاسًا فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا،  
ثُمَّ كَانَ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ عَلَىِّ، ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنِ بْنِ عَلَىِّ ثُمَّ بِيَدِ عَلَىِّ بْنِ  
حُسَيْنٍ، وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ كَلِيْهِمَا كَانَا يَتَدَاوِلَانِهَا ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ  
حَسَنٍ وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَقًا -

**৩৭৪০** আবুল ইয়ামান (র) ..... মালিক ইবন আওস ইবন হাদসান নাসিরী (র) বর্ণনা করেন যে, (একদা) উমর ইবন খাতাব (রা) তাকে ডাকলেন। এ সময় তার দ্বারক্ষী ইয়ারফা এসে বলল, উসমান, আবদুর রাহমান, যুবায়র এবং সাদ (রা) আপনার নিকট আসার অনুমতি চাছেন। তিনি বললেন, হঁ তাঁদেরকে আসতে বল। কিছুক্ষণ পরে এসে বলল, আকবাস এবং আলী (রা) আপনার নিকট অনুমতি চাছেন। তিনি বললেন, হঁ। তাঁরা উভয়েই ভিতরে প্রবেশ করলেন। আকবাস (রা) বললেন, হে, আমীরমু'মিনীন! আমার এবং তাঁর মাঝে (চলমান বিবাদের) মীমাংসা করে দিন। বনু নায়ীরের সম্পদ থেকে

আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ -কে ফাই (বিনা যুদ্ধে লক্ষ সম্পদ) হিসাবে যা দিয়েছিলেন তা নিয়ে তাদের উভয়ের মাঝে বিবাদ চলছিল। এ নিয়ে তারা তর্কে লিখ হয়েছিলেন, (এ দেখে আগত) দলের সকলেই বললেন, হে আমীরুল্লাহ মু'মিনীন! তাদের মাঝে একটি ফয়সালা করে তাদের পারম্পরিক এ বিবাদ থেকে অব্যাহতি দিন। তখন উমর (রা) বললেন, তাড়াহড়া করবেন না। আমি আপনাদেরকে আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে বলছি, যাঁর আদেশে আসমান ও যমিন স্থির আছে। আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের সম্বন্ধে বলেছেন, আমরা (নবীগণ) কাউকে উত্তরাধিকারী রেখে যাই না। যা রেখে যাই তা সদকা হিসাবেই গণ্য হয়। এর দ্বারা তিনি নিজের কথাই বললেন। উপস্থিতি সকলেই বললেন, হাঁ তিনি একথা বলেছেন। উমর (রা) আলী এবং আবাসের দিকে লক্ষ্য কর বললেন, আমি আপনাদের উভয়কে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে একথা বলেছেন, আপনারা তা জানেন কি? তারা উভয়েই বললেন, হাঁ, এরপর তিনি (উমর) বললেন, এখন আমি আপনাদেরকে (উত্থাপিত) বিষয়টির প্রকৃত অবস্থা খুলে বলছি। ফায় (বিনা যুদ্ধ লক্ষ সম্পদ) এর কিছু অংশ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যা তিনি আর অন্য কাউকে দেননি। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : আল্লাহ ইয়াহুন্দীদের নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যে ফায় দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি; আল্লাহ তো তাঁর রাসূলকে যার উপর ইচ্ছা তার উপর কর্তৃত দান করেন; আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৬ : ৫৯) অতএব এ ফায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্যই খাস ছিল। আল্লাহর কসম! এরপর তিনি তোমাদেরকে বাদ দিয়ে নিজের জন্য এ সম্পদকে সংরক্ষিতও রাখেন নি এবং নিজের জন্য নির্ধারিতও করে যাননি। বরং এ অর্থকে তিনি তোমাদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছেন। অবশ্যে এ মাল উদ্ভৃত আছে। এ মাল থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবার পরিজনের এক বছরের খোরাপোশ দিতেন। এর থেকে যা অবশিষ্ট থাকত তা তিনি আল্লাহর পথে খরচ করতে দিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবদ্শায় এ রূপই করেছেন। নবী ﷺ -এর ওফাতের পর আবু বকর (রা) বললেন, এখন থেকে আমিই হলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওলী। এরপর আবু বকর (রা) তা স্বীয় তত্ত্বাবধানে নিয়ে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন তিনিও সে নীতিই অনুসরণ করে চললেন। তিনি আলী ও আবাসের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আজ আপনারা যা বলছেন এ বিষয়ে আপনারা আবু বকরের সাথেও এ ধরনেরই আলোচনা করেছিলেন। আল্লাহর কসম! তিনিই জানেন, এ বিষয়ে আবু বকর (রা) ছিলেন সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ এবং হকের অনুসারী এক মহান ব্যক্তিত্ব। এরপর আবু বকরের ইস্তিকাল হলে আমি বললাম, (আজ থেকে) আমিই হলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বকরের ওলী। এরপর এ সম্পদকে আমি আমার খিলাফতের দুই বছরকাল আমার তত্ত্বাবধানে রাখি এবং এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকরের অনুসৃত নীতিই অনুসরণ করে চলছি। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন, এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ ও হকের একনিষ্ঠ অনুসারী। তা সঙ্গেও পনুরায় আপনারা দু'জনই আমার নিকট এসেছেন। আপনাদের কথাও এবং আপনাদের ব্যাপারটিও এক। আর আবাস আপনিও এখন এসেছেন। আমি আপনাদের উভয়কেই বলেছিলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমরা (নবীগণ) কাউকে উত্তরাধিকারী করি না, আমরা যা রেখে যাই তা সদকা হিসাবেই গণ্য হয়। এরপর এ সম্পদটি আপনাদের উভয়ের তত্ত্বাবধানে দেওয়ার বিষয়টি যখন আমার নিকট স্পষ্ট হল তখন আমি বলেছিলাম, যদি আপনারা চান তাহলে একটি শর্তে তা আমি আপনাদের নিকট অপর্ণ করব। শর্তটি হচ্ছে,

আপনা - রা আল্লাহর নির্দেশ ও তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রূতি অনুযায়ী এমনভাবে কাজ করবেন যেভাবে রাসূলুল্লাহ এবং আবু বকর করেছেন। আমার তত্ত্বাবধানে আসার পর আমি করেছি। অন্যথায় এ বিষয়ে আপনারা আমার সাথে আর কোন আলোচনা করবেন না। তখন আপনারা বলেছিলেন, এ শর্তেই আপনি তা আমাদের নিকট অর্পণ করুন। আমি তা আপনাদের হাতে অর্পণ করেছি। এখন আপনারা আমার নিকট অন্য কোন ফয়সালা কামনা করেন কি? আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যাঁর আদেশে আসমান যমীনে স্থির আছে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত আমি এর বাইরে অন্য কোন ফয়সালা দিতে পারব না। আপনারা যদি এর দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে থাকেন তাহলে আমার নিকট ফিরিয়ে দিন। আপনাদের এ দায়িত্ব পালনে আমিই যথেষ্ট। বর্ণনাকারী (যুহুরী) বলেন, আমি হাদীসটি উরওয়া ইবন যুবায়রের নিকট বর্ণনা করার পর তিনি (আমাকে) বললেন, মালিক ইবন আওস (রা) ঠিকই বর্ণনা করেছেন। আমি নবী করীম এর সহধর্মী আয়েশা (রা) কে বলতে শুনেছি, (বনী নায়ির গোত্রের সম্পদ থেকে) ফায় হিসাবে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যে সম্পদ দিয়েছেন তার অষ্টমাংশ আনার জন্য নবী এর সহধর্মীগণ উসমানকে আবু বকরের নিকট পাঠালে (পাঠাতে ইচ্ছা করলে) এই বলে আমি তাদেরকে বারণ করছিলাম যে, আপনারা কি আল্লাহকে ভয় করেন না? আপনারা কি জানেন না যে নবী বলতেন আমরা (নবী রাসূলগণ) কাউকে উত্তরাধিকারী রেখে যাই না, আমরা যা রেখে যাই তা সাদকা হিসাবেই থেকে যায়। এ দ্বারা তিনি নিজেকে উদ্দেশ্য করেছেন। এ সম্পদ থেকে মুহাম্মদ এর বৎসরগণ খেতে পারবেন। (তারা এ সম্পদের মালিক হতে পারবেন না।) আমার এ কথা শুনে নবী করীম এর সহধর্মীগণ বিরত হলেন। বর্ণনাকারী (উরওয়া ইবন যুবায়র (র) বলেন, অবশেষে সাদকার এ মাল আলীর তত্ত্বাবধানে ছিল। তিনি আবাসকে তা দিতে অঙ্গীকার করেন এবং পরিশেষে (এ যমীনের ব্যাপারে) তিনি আবাসের উপর জয়ী হন। এরপর তা যথাক্রমে হাসান ইবন আলী এবং হুসাইন ইবন আলীর হাতে ছিল। পুনরায় তা আলী ইবন হুসাইন এবং হাসান ইবন হাসানের হস্তগত হয়। তাঁরা উভয়ই পর্যায়ক্রমে তার দেখা শোনা করতেন। এরপর তা যায়েদ ইবন হাসানের তত্ত্বাবধানে যায়। ইহা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ এর সাদ্কা।

٣٧٤١

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا  
مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا  
وَالْعَبَاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا أَرْضَهُ مِنْ فَدَكٍ وَسَهْمَهُ مِنْ  
خَيْرٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : لَا نُورَثُ مَا تَرَكَنَا  
صَدَقَةً أَنَّمَا يَأْكُلُ أَلْ مُحَمَّدٌ فِي هَذَا الْمَالِ ، وَاللَّهُ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ  
ﷺ أَحَبُّ إِلَيْهِ أَنْ أَصِلَّ مِنْ قَرَابَتِي -

**৩৭৪১** ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা এবং আববাস (রা) আবু বকরের কাছে এসে ফাদাক এবং খায়বারের (ভূমির) অংশ দাবী করেন। আবু বকর (রা) বললেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমরা (নবী-রাসূলগণ আমাদের সম্পদের) কাউকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে যাই না। আমরা যা রেখে যাই সাদকা হিসাবেই রেখে যাই। এ মাল থেকে মুহাম্মদের পরিবার পরিজন ভোগ করবে। আল্লাহর কসম! আমার আজ্ঞায় স্বজনের সাথে আজ্ঞায়তা বন্ধনকে সুদৃঢ় করার চেয়ে রাসূলগ্রাহ খুবিল্লাহ -এর আজ্ঞায়তাই আমার নিকট অধিক প্রিয়।

## ٢١٧٧. بَابُ قَتْلُ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ

২১৭৭. পরিচ্ছেদ ৪ কা'ব ইব্ন আশরাফের হত্যা

**৩৭৪২** حَدَّثَنَا عَلَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ قَالَ عُمَرُ وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ ، فَإِنَّهُ قَدْ أَذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَأَذْنُ لِيْ أَنْ أَقُولِ شَيْئًا ، قَالَ قُلْ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلُ قَدْ سَأَلَنَا صَدَقَةً وَإِنَّهُ قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَشْلُفُكَ وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتَمَلَّئَهُ ، قَالَ أَنَا قَدْ أَتَبَعْنَاهُ ، فَلَانْحِبْ أَنْ تَدَعَهُ نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ بِصِيرُ شَائِئَهُ ، وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسَقَا أَوْ وَسْقَيْنِ ، وَحَدَّثَنَا عُمَرُ وَغَيْرُ مَرَأَةٍ فَلَمْ يَذْكُرْ وَسَقَا أَوْ وَسْقَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فِيهِ وَسَقَا أَوْ وَسْقَيْنِ ، فَقَالَ أَرِيَ فِيهِ وَسَقَا أَوْ وَسْقَيْنِ ، فَقَالَ نَعَمْ أَرْهَنْوْنِي ، قَالُوا أَيِّ شَيْءٍ تُرِيدُ ؟ قَالَ أَرْهَنْوْنِي نِسَاءَكُمْ ، قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنْكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ ، قَالَ فَأَرْهَنْوْনِي أَبْنَائِكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنْكَ أَبْنَاءَنَا ، فَيُسَبِّبُ أَحَدُهُمْ فَيُقَالُ رُهِنْ بِوَسْقِ أَوْ وَسْقَيْنِ هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلَكِنَا

نَزَهَنُكَ اللَّا مَةُ ، قَالَ سُفِيَّانُ يَعْنِي السِّلَاحَ ، فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيهُ فَجَاءَهُ  
لِيَلَّا وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ ، وَهُوَ أَخُو كَعْبٍ مِّنْ الرَّضَا عَاتِةَ ، فَدَعَاهُمُ الْ  
الْحِصْنِ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأُهُ أَيْنَ تَخْرُجُ هَذِهِ السَّاعَةُ ؟ فَقَالَ  
إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَآخِي أَبُو نَائِلَةَ ، وَقَالَ غَيْرُ عَمْرُو ، قَالَتْ  
أَسْمَعْ صَوْتًا كَانَهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمُ ، قَالَ إِنَّمَا هُوَ آخِي مُحَمَّدُ بْنُ  
مَسْلَمَةَ وَرَضِيَعِي أَبُو نَائِلَةَ ، إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ بِلَيْلٍ لِأَجَابَ  
قَالَ وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ رَجُلَيْنِ قِيلَ لِسُفِيَّانَ سَمَاهُمْ  
عَمْرُو ، قَالَ سَمِّيَ بَعْضَهُمْ قَالَ عَمْرُو جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ فَقَالَ إِذَا مَا  
جَاءَ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرُو أَبُو عَبْسٍ بْنُ جَبْرٍ وَالْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ وَعَبَادُ بْنُ  
بِشْرٍ ، قَالَ عَمْرُو جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ فَقَالَ إِذَا مَا جَاءَ فَانِي قَائِلٌ بِشَعْرِهِ  
فَاشَمَهُ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونُكُمْ فَاضْرِبُوهُ ،  
وَقَالَ مَرَّةً ثُمَّ أُشِمْكُمْ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ  
الْطَّيِّبِ ، فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رِيحًا أَيْ أَطْيَبَ ، وَقَالَ غَيْرُ عَمْرُو  
قَالَ عِنْدِي أَعْطَرُ نِسَاءَ الْعَرَبِ وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ ، قَالَ عَمْرُو فَقَالَ أَتَأْذَنُ  
لِيَ أَنْ أَشَمَ رَأْسَكَ قَالَ نَعَمْ ، فَشَمَهُ ثُمَّ أَشَمَ أَصْحَابَهُ ثُمَّ قَالَ أَتَأْذَنُ لِيَ  
قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ دُونُكُمْ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَتَوْ الشَّبِيْبُ عَلَيْهِ  
فَأَخْبَرَهُ -

৩৭৪২) আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, (একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ) বললেন, কা'ব ইবন আশরাফের হত্যা করার জন্য প্রস্তুত আছ কে? কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) দাঁড়ালেন, এবং বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কি চান

যে, আমি তাকে হত্যা করি ? তিনি বললেন, হঁ। তখন মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) বললেন, তাহলে আমাকে কিছু (ক্রিয়) কথা বলার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হঁ বল। এরপর মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) কা'ব ইব্ন আশরাফের নিকট গিয়ে বললেন, এ লোকটি (রাসূল ﷺ আমাদের কাছে) সাদৃকা চায়। এবং সে আমাদেরকে বহু কষ্টে ফেলেছে। তাই (বাধ্য হয়ে) আমি আপনার নিকট কিছু খণ্ডের জন্য এসেছি। কা'ব ইব্ন আশরাফ বলল, আল্লাহর কসম পরে সে তোমাদেরকে আরো বিরক্ত করবে এবং আরো অতিষ্ঠ করে তুলবে। মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) বললেন, আমরা তো তাঁকে অনুসরণ করছি। পরিণাম ফল কি দাঁড়ায় তা না দেখে এখনই তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করা ভাল মনে করছিনা। এখন আমি আপনার কাছে এক ওসাক বা দুই ওসাক খাদ্য ধার চাই। বর্ণনাকারী সুফিয়ান বলেন, আমর (র) আমার নিকট হাদীসখানা কয়েকবার বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এক ওসাক বা দুই ওসাকের কথা উল্লেখ করেননি। আমি তাকে (শ্বরণ করিয়ে) বললাম, এ হাদীসে তো এক ওসাক বা দুই ওসাকের কথাটি বর্ণিত আছে। তখন তিনি বললেন, মনে হয় হাদীসে এক ওসাক বা দুই ওসাকের কথাটি বর্ণিত আছে। কা'ব ইব্ন আশরাফ বলল, ধারতো পেয়ে যাবে তবে কিছু বন্ধক রাখ। মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) বললেন, কি জিনিস আপনি বন্ধক চান। সে বলল, তোমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখ। মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) বললেন, আপনি আরবের অন্যতম সুশ্রী ব্যক্তি, আপনার নিকট কি করে, আমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখব আমরা ? তখন সে বলল, তাহলে তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে বন্ধক রাখ। তিনি বললেন, আমাদের পুত্র সন্তানদেরকে আপনার নিকট কি করে বন্ধক রাখি ? (কেননা তা যদি করি তাহলে) তাদেরকে এ বলে সমালোচনা করা হবে যে, মাত্র এক ওসাক বা দুই ওসাকের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছে। এটা তো আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয়। তবে আমরা আপনার নিকট অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি। রাবী সুফিয়ান বলেন, লামা শব্দের অর্থ হল অস্ত্রশস্ত্র। অবশ্যে তিনি (মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা) তাকে (কা'ব ইব্ন আশরাফকে) পুনরায় যাওয়ার ওয়াদা করে চলে আসলেন। এরপর তিনি কা'ব ইব্ন আশরাফের দুধ ভাই আবু নাইলাকে সঙ্গে করে রাতের বেলা তার নিকট গেলেন। কা'ব তাদেরকে দুর্গের মধ্যে ডেকে নিল এবং সে নিজে (উপর তলা থেকে নিচে নেমে আসার জন্য প্রস্তুত হল। এ সময় তার স্ত্রী বলল, এ সময় তুমি কোথায় যাচ্ছ ? সে বলল, এইভো মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা এবং আমার ভাই আবু নাইলা এসেছে। (তাদের কাছে যাচ্ছি) আমর ব্যতীত বর্ণনাকরীগণ বলেন যে, কা'বের স্ত্রী বলল, আমি তো এমনই একটি ডাক শুনতে পাচ্ছি যার থেকে রক্তের ফেঁটা ঝাড়ছে বলে আমার মনে হচ্ছে। কা'ব ইব্ন আশরাফ বলল, মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা এবং দুধ ভাই আবু নাইলা, (অপরিচিত কোন লোক তো নয়) তদু মানুষকে রাতের বেলা বর্ণ বিন্দ করার জন্য ডাকলে তার যাওয়া উচিত। (বর্ণনাকারী বলেন) মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) সঙ্গে আরো দুই ব্যক্তিকে নিয়ে (তথায়) গেলেন। সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, 'আমর কি তাদের দু'জনের নাম উল্লেখ করেছিলেন ? উভয়ের সুফিয়ান বললেন, একজনের নাম উল্লেখ করেছিলেন। আমর বর্ণনা করেন যে, তিনি আরো দু'জন মানুষ সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এবং তিনি বলেছিলেন, যখন সে (কা'ব ইব্ন আশরাফ) আসবে। আমর ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ (মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামার সাথীদের সম্পর্কে) বলেছেন যে (তারা হলেন) আবু আবস ইব্ন জাব্র হারিস ইব্ন আওস এবং আবাদ ইব্ন বিশ্র ইব্ন আমর বলেছেন, তিনি অপর দুই ব্যক্তিকে সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। এবং তাদেরকে বলেছিলেন, যখন

সে আসবে তখন আমি (কোন বাহানায়) তার মাথার চুল ধরে শুঁকতে থাকব। যখন তোমরা আমাকে দেখবে যে, খুব শক্তভাবে আমি তার মাথা আঁকড়িয়ে ধরেছি, তখন তোমরা তরাবারি দ্বারা তাকে আঘাত করবে। তিনি (মুহাম্মদ ইবন মাসলামা) একবার বলেছিলেন যে, আমি তোমাদেরকেও শুঁকাব। সে (কা'ব) চাদর নিয়ে নিচে নেমে আসলে তার শরীর থেকে সুস্থাপ বের হচ্ছিল। তখন (মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা)) বললেন, আজকের মত এতো উত্তম সুগন্ধি আমি আর কখনো দেখিনি। আমর ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ বর্ণনা করেছেন যে, কা'ব বলল, আমার নিকট আরবের সন্তান ও মর্যাদাসম্পন্ন সুগন্ধি ব্যবহারকারী মহিলা আছে। আমর বলেন, মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) বললেন, আমাকে আপনার মাথা শুঁকতে অনুমতি দেবেন কি? সে বলল, হাঁ এরপর তিনি তার মাথা শুঁকলেন এবং এরপর তার সাথীদেরকে শুঁকালেন। তারপর তিনি পুনরায় বললেন, আমাকে (আরেকবার শুঁকবার জন্য) অনুমতি দেবেন কি? সে বলল, হাঁ। এরপর তিনি তাকে কাবু করে ধরে সাথীদেরকে বললেন, তোমরা তাকে হত্যা কর। তাঁরা তাকে হত্যা করলেন। এরপর নবী ﷺ -এর নিকট এসে এ সংবাদ জানালেন।

٢١٧٨ . بَابُ قَتْلِ أَبِي رَافِعٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَقِيقِ ، وَيُقَالُ سَلَامٌ  
بْنُ أَبِي الْحَقِيقِ كَانَ بِخَيْرٍ ، وَيُقَالُ فِي حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ الْحِجَارِ ،  
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ هُوَ بَعْدَ كَعْبٍ بْنِ الْأَشْرَفِ

২১৭৮. পরিচেদ : আবু রাফিঃ আবদুল্লাহ ইবন আবুল হকায়কের হত্যা। তাকে সাল্লাম ইবন আবুল হকায়কও বলা হত। সে খায়বারের অধিবাসী ছিল। কেউ কেউ বলেছেন, হিজায ভূমিতে তার একটি দুর্গ ছিল (সে দুর্গেই সে অবস্থান করত।) যুহরী (র) বর্ণনা করেছেন যে, তার হত্যা কা'ব ইবন আশরাফের হত্যার পর সংঘটিত হয়েছিল

[ ৩৭৪৩ ]

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا  
ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ  
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعْثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّهُ فَدَخَلَ  
عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكَ بَيْتَهُ لَيْلًا وَهُوَ نَائِمٌ فَقَتَلَهُ -

[ ৩৭৪৩ ] ইসহাক ইবন নাসর (র) ..... বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দশ জনের কম একটি দলকে আবু রাফিস উদ্দেশ্যে পাঠালেন (তাদের মধ্যে) আবদুল্লাহ ইবন আতীক (রা) রাতের বেলা তার ঘরে প্রবেশ করে ঘুমত অবস্থায় তাকে হত্যা করেন।

٣٧٤٤ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ أَسْرَائِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ بَعْثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ رَافِعِ الْيَهُودِيِّ رِجَالًا مِّنَ الْأَنْصَارِ وَأَمْرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَتَيْبٍ وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُؤْذَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِي حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحَمِهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِاصْحَابِهِ أَجْلِسُوا مَكَانَكُمْ فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ وَمُتَلَطِّفٌ لِلْبَوَابِ لِعَلِيٍّ أَنْ أَدْخُلَ فَاقْبَلَ حَتَّى دَنَى مِنَ الْبَابِ، ثُمَّ تَقْنَعَ بِثُوبِهِ كَانَهُ يَقْضِي حَاجَةً، وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ فَهَتَّفَ بِهِ الْبَوَابُ، يَأْبَدِ اللَّهَ أَنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَدْخُلَ فَادْخُلْ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَغْلِقَ الْبَابَ، فَدَخَلَتْ فَكَمْنَتْ فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ أَغْلَقَ الْبَابَ ثُمَّ عَلَقَ الْأَقَالِيْقَ عَلَى وَدٍ قَالَ فَقَمْتُ إِلَى الْأَقَالِيْدِ فَأَخْذَتُهَا فَفَتَحْتُ الْبَابَ وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُسْمَرُ عِنْدَهُ وَكَانَ فِي عَلَالِيَّ لَهُ، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرِهِ صَعِدَتْ إِلَيْهِ فَجَعَلَتْ كُلُّمَا فَتَحْتُ بَابًا أَغْلَقَتْ عَلَى مِنْ دَاخِلِ، قُلْتُ إِنَّ الْقَوْمَ نَذِرُوا بِئْ لَمْ يَخْلُصُوا إِلَيْهِ حَتَّى أَقْتُلَهُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَسُطُّ عِيَالِهِ لَا أَدْرِي أَيْنَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ، قُلْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ قَالَ مَنْ هَذَا فَأَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَضْرِبَهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَأَنَادَهُشُ فَمَا أَغْنَيْتُ شَيْئًا وَصَاحَ فَخَرَجَتْ مِنَ الْبَيْتِ فَامْكُثْ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا هَذَا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ فَقَالَ لِمَكَ الْوَيْلُ إِنْ رَجُلًا فِي الْبَيْتِ ضَرَبَنِي قَبْلُ بِالسَّيْفِ، قَالَ فَأَضْرِبَهُ ضَرْبَةً

أَخْنَتُهُ وَلَمْ أَقْتُلْهُ ثُمَّ وَضَعْتُ ظِبَابَ السَّيْفِ فِي بَطْنِهِ حَتَّى أَخْذَ فِي  
ظَاهِرِهِ، فَعَرَفَتُ أَنِّي قَاتَلْتُهُ، فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الْأَبْوَابَ بَابًا بَابًا حَتَّى  
انْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَةِ لَهُ، فَوَضَعْتُ رِجْلِي وَأَنَا أُرَايُ أَنِّي قَدْ انْتَهَيْتُ إِلَى  
الْأَرْضِ فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَةٍ مُقْمَرَةٍ فَانْكَسَرَتْ سَاقِي فَعَصَبَتْهُ بِعِمَامَةٍ  
ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ لَا أَخْرُجُ الْلَّيْلَةَ حَتَّى أَعْلَمُ  
أَقْتَلْتُهُ فَلَمَّا صَاحَ الدِّيكُ قَامَ النَّاعِي عَلَى السُّورِ، فَقَالَ أَنْعِي أَبَا رَافِعٍ  
تَاجِرَ أَهْلِ الْحِجَارِ فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِيِّ، فَقُلْتُ النَّجَاءُ، فَقَدْ قُتِلَ  
اللَّهُ أَبَا رَافِعٍ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَثْتُهُ فَقَالَ أَبْسُطْ رِجْلَكَ،  
فَبَسَطْتُ رِجْلِي فَمَسَحَهَا، فَكَانَهَا لَمْ أَشْتِكِهَا قَطُّ -

**৩৭৪৪** ইউসুফ ইব্ন মূসা (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল্লাহ رض ইব্ন আতীককে আমীর বানিয়ে তার নেতৃত্বে আনসারদের কতিপয় সাহাবীকে ইয়াহুদী আবু রাফিদ (হত্যার) উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। আবু রাফি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দিত এবং এ ব্যাপারে লোকদেরকে সাহায্য করত। হিজায ভূমিতে তার একটি দুর্গ ছিল। (সে সেখানে বসবাস করত) তারা যখন তার দুর্গের কাছে গিয়ে পৌছলেন তখন সূর্য ডুবে গিয়েছে এবং লোকজন নিজেদের পশ পাল নিয়ে রওয়ানা হয়েছে (নিজ নিজ বাড়ীর দিকে) আবদুল্লাহ (ইব্ন আতীক) তার সাথীদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের স্থানে বসে থাক। আমি চললাম ভিতরে প্রবেশ করার জন্য দ্বার রক্ষীর সাথে আমি (কিছু) কৌশল প্রদর্শন করব। এরপর তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দরজার কাছে পৌছলেন এবং কাপড় দ্বারা নিজেকে এমনভাবে ঢাকলেন যেন তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে রত আছেন। তখন সবাই ভিতরে প্রবেশ করলে দ্বাররক্ষী তাকে ডেকে বলল, হে আবদুল্লাহ ভিতরে প্রবেশ করতে চাইল প্রবেশ কর। আমি এখনই দরজা বন্ধ করে দেব। আমি তখন ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং আস্তগোপন করে রইলাম। সকলে ভিতরে প্রবেশ করার পর সে দরজা বন্ধ করে দিল এবং একটি পেরেকের সাথে চাবিটা লটকিয়ে রাখল। (আবদুল্লাহ ইব্ন আতীক (রা) বলেন) এরপর আমি চাবিটার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং চাবিটা নিয়ে দরজাটি খুললাম। আবু রাফিদ নিকট রাতের বেলা গল্লের আসর জমতো, এ সময় সে তার উপর তলার কামরায় অবস্থান করছিল। গল্লের আসরে আগত লোকজন চলে গলে, আমি সিঁড়ি বেয়ে তার কাছে গিয়ে পৌছলাম। এ সময় আমি একটি করে দরজা খুলছিলাম এবং ভিতরে থেকে তা আবার বন্ধ করে দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাতে লোকজন আমার (আগমন) সম্মুক্ষে জানতে পারলেও হত্যা না করা পর্যন্ত আমার নিকট পৌছতে না পারে। আমি তার কাছে

গিয়ে পৌছলাম। এ সময় সে একটি অঙ্ককার কক্ষে ছেলেমেয়েদের মাঝে শুয়েছিল। কক্ষের কোন্‌ অংশে সে শুয়ে আছে আমি তা বুঝতে পারছিলাম না। তাই ‘আবু রাফি’ বলে ডাক দিলাম। সে বলল, কে আমাকে ডাকছ? আমি তখন আওয়াজটি লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে তরবারী দ্বারা প্রচন্ড জোরে আঘাত করলাম। আমি তখন কাঁপছিলাম এ আঘাতে আমি তাকে কোন কিছুই করতে পারলাম না। সে চীৎকার করে উঠলে আমি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে চলে আসলাম। এরপর পুনরায় ঘরে প্রবেশ করে (কষ্টব্র পরিবর্তন করতঃ তার আপন লোকের ন্যায়) জিজেস করলাম, ‘আবু রাফি’ এ আওয়াজ হল কিসের? সে বলল, তোমার মায়ের সর্বনাশ হোক। কিছুক্ষণ পূর্বে ঘরের ভিতর কে যেন আমাকে তরবারী দ্বারা আঘাত করেছে। আবদুল্লাহ ইবন আতীক (রা) বলেন, তখন আমি আবার তাকে ভীষণ আঘাত করলাম এবং মারাত্মকভাবে ক্ষত বিক্ষত করে ফেললাম। কিন্তু তাকে হত্যা করতে পারিনি। তাই তরবারীর ধারাল দিকটি তার পেটের উপর চেপে ধরলাম এবং পিঠ পার করে দিলাম। এবার আমি নিশ্চিতরূপে অনুভব করলাম যে, এখন আমি তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছি। এরপর আমি এক এক করে দরজা খুলে নীচে নামতে শুরু করলাম নামতে নামতে সিড়ির শেষ প্রান্তে এসে পৌছলাম। পূর্ণিমার রাত্রি ছিল। (চাঁদের আলোতে তাড়াহড়ার মধ্যে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পেরে) আমি মনে করলাম, (সিড়ির সকল ধাপ অতিক্রম করে) আমি মাটির নিকটে এসে পড়েছি। (কিন্তু তখনও একটি ধাপ অবশিষ্ট ছিল) তাই নিচে পা রাখতেই আমি (আঁচাড় খেয়ে) পড়ে গেলাম। অমনিই আমার পায়ের গোছার হাড় ভেঙ্গে গেল। (তাড়াহড়া করে) আমি আমার মাথার পাগড়ি দ্বারা পা খানা বেঁধে নিলাম এবং একটু হেঁটে গিয়ে দরজা সোজা বসে রইলাম মনে মনে সিদ্ধান্ত করলাম, তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত অবগত না হয়ে আজ রাতে আমি এখান থেকে যাব না। ভোর রাতে মোরগের ডাক আরম্ভ হলে মৃত্যু ঘোষণাকারী প্রাচীরের উপর উঠে ঘোষণা করল, হিজায আর্দ্ধবাসীদের অন্যতম ব্যবসায়ী আবু রাফির মৃত্যু সংবাদ গ্রহণ কর। তখন আমি আমার সাথীদের নিকট গিয়ে বললাম, দ্রুত চল, আল্লাহ আবু রাফিকে হত্যা করেছেন। এরপর নবী ﷺ-এর নিকট গেলাম এবং সমন্ত ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, তোমার পাটি লম্বা করে দাও। আমি আমার পাটি লম্বা করে দিলে তিনি উহার উপর স্থীয় হাত বুলিয়ে দিলেন। (এতে আমার পা এমন সুস্থ হয়ে গেল) যেন তাতে কোন আঘাতই পায়নি।

٣٧٤٥

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُرِيفٌ هُوَ ابْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ  
 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ إِشْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ  
 الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعْثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَبِيهِ رَافِعَ عَبْدَ  
 اللَّهِ بْنَ عَتِيكِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَتِيقَةَ فِي نَاسٍ مَعَهُمْ فَأَنْطَلَقُوا حَتَّى دَنَوا  
 مِنَ الْحَصْنِ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَتِيكِ أَمْكُثُوا أَنْتُمْ حَتَّى أَنْطَلِقَ أَنَا  
 فَأَنْظُرَ قَالَ فَتَلَطَّفَتُ أَنْ أَدْخُلَ الْحَصْنَ فَفَقَدُوا حِمَارًا لَهُمْ قَالَ فَخَرَجُوا  
 بِقَبْسٍ يَطْلُبُونَهُ، قَالَ خَشِيتُ أَنْ أُعْرَفَ قَالَ فَغَطَّيْتُ رَأْسِي كَائِنِي

أَقْضِيَ حَاجَةً ثُمَّ نَادَى صَاحِبُ الْبَابِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ فَلَيَدْخُلْ قَبْلَ  
 أَنْ أَغْلِقَهُ فَدَخَلَتْ ثُمَّ اخْتَبَأَتْ فِي مَرْبَطِ حَمَارٍ عِنْدَ بَابِ الْحَصِنِ  
 فَتَعْشَوْا عِنْدَ أَبِي رَافِعٍ وَتَحَدَّثُوا حَتَّى ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيلِ ثُمَّ  
 رَجَعُوا إِلَى بُيُوتِهِمْ فَلَمَّا هَدَتِ الْأَصْرَاتُ وَلَا آسِمَّ حَرْكَةٌ خَرَجَتْ، قَالَ  
 وَرَأَيْتُ صَاحِبَ الْبَابِ حَيْثُ وَضَعَ مَفْتَاحَ الْحَصِنِ فِي كُوَّةٍ، فَأَخْذَتْهُ  
 فَفَتَحَتْ بِهِ بَابَ الْحَصِنِ قَالَ قُلْتُ أَنْ تَذَرِّبِي الْقَوْمُ اثْتَلَقْتُ عَلَى مَهْلٍ  
 ثُمَّ عَمِدْتُ إِلَى أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ فَغَلَقْتُهَا عَلَيْهِمْ مِنْ ظَاهِرٍ ثُمَّ صَعَدْتُ إِلَى  
 أَبِي رَافِعٍ فِي سُلْمٍ، فَإِذَا الْبَيْتُ مُظْلِمٌ قَدْ طُفِيَ سِرَاجُهُ فَلَمْ أَدْرِ أَيْنَ  
 الرَّجُلُ، فَقُلْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ قَالَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ فَعَمِدْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ  
 فَأَضْرِبْهُ وَصَاحَ فَلَمْ تُغْنِ شِيئًا، قَالَ ثُمَّ جِئْتُ كَانِيْ أُغِيْثُهُ، فَقُلْتُ  
 مَالِكٌ يَا أَبَا رَافِعٍ وَغَيْرُتُ صَوْتِيْ، فَقَالَ أَلَا أُعْجِبُكَ لِأَمْكَ الْوَيْلُ، دَخَلَ  
 عَلَى رَجُلٍ فَضَرَبَنِي بِالسَّيْفِ قَالَ فَعَمِدْتُ لَهُ أَيْضًا فَأَضْرِبْهُ أُخْرَى  
 فَلَمْ تُغْنِ شِيئًا، فَصَاحَ وَقَامَ أَهْلُهُ قَالَ ثُمَّ جِئْتُ وَغَيْرُتُ صَوْتِيْ كَهِيَّةً  
 الْمُغِيَّثِ، فَإِذَا هُوَ مُسْتَلِقٌ عَلَى ظَهْرِهِ فَأَضْعَفَ السَّيْفَ فِي بَطْنِهِ ثُمَّ  
 أَنْكَفَ عَلَيْهِ حَتَّى سَمِعْتُ صَوْتَ الْعَظِيمِ ثُمَّ خَرَجَتْ دَهْشًا حَتَّى أَتَيْتُ  
 السَّلَمَ أَرِيدُ أَنْ أَنْزِلَ فَأَسْقُطُ مِنْهُ فَانْخَلَعَتْ رِجْلِيْ فَعَصَبَتْهَا، ثُمَّ  
 أَتَيْتُ أَصْحَابِيْ أَحْجُلُ فَقُلْتُ أَنْطَلِقُوا فَبَشِّرُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَيْسَى  
 لَا أَبْرَحُ حَتَّى آسِمَ النَّاعِيَةَ، فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ صَعَدَ النَّاعِيَةَ،  
 فَقَالَ أَنْتُلَى أَبَا رَافِعٍ، قَالَ فَقَمْتُ أَمْشِيْ مَابِيْ قَلْبَهُ، فَأَدْرَكَتْ  
 أَصْحَابِيْ قَبْلَ أَنْ يَأْتُوا النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَشَّرْتُهُ -

**৩৭৪৫** আহমদ ইবন উসমান (র) ..... 'বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু রাফির (হত্যার) উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ ইবন আতীক ও আবদুল্লাহ ইবন উতবাকে একদল লোকসহ প্রেরণ করেন। যেতে যেতে তারা দুর্গের কাছে গিয়ে পৌছলে আবদুল্লাহ ইবন আতীক (রা) তাদেরকে বললেন, তোমরা অপেক্ষা কর। আমি যাই, দেখি কি করে সুযোগ করা যায়। আবদুল্লাহ ইবন আতীক (রা) বললেন, দুর্গের ভিতর প্রবেশ করার জন্য আমি কোশল অবলম্বন করব। ইতিমধ্যে তারা একটি গাধা হারিয়ে ফেলল এবং একটি আলো নিয়ে এর সঙ্গানে বের হল। তিনি বলেন, আমাকে চিনে ফেলবে আমি এ আশংকা করছিলাম। তাই (কাপড় দিয়ে) আমি আমার মাথা ও পা দেকে ফেললাম এবং এমনভাবে বসে রইলাম যেন আমি প্রাকৃতিক আবশ্যিক মলমৃত্ত্য ত্যাগ করার জন্য বসেছি। এরপর দ্বার রক্ষী ডাক দিয়ে বলল, কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে এখনই দরজা বন্ধ করার আগে ভিতরে ঢুকে পড়ুন। আমি প্রবেশ করলাম এবং দুর্গের দরজার পার্শ্বে গাধা বাঁধার স্থানে আস্থাগোপন করে থাকলাম। আবু রাফির নিকট সবাই বসে রাতের খানা খেয়ে গল্প শুভ্র করল। এভাবে রাতের কিছু অংশ কেটে যাওয়ার পর সকলেই নিজ নিজ বাড়ীতে চলে গেল। যখন কোলাহল থেমে গেল এবং কোন নড়াচড়া শুনতে পাচ্ছিলাম না। তখন আমি বের হলাম। আবদুল্লাহ ইবন আতীক (রা) বলেন, দুর্গের চাবি যে ছিদ্রপথে রাখা হয়েছিল তা আমি পূর্বেই দেখেছিলাম। তাই রক্ষিত স্থান থেকে চাবিটি নিয়ে আমি দুর্গের দরজাটি খুললাম। তিনি বলেন, আমি মনে মনে ভাবলাম, কাওয়ের লোকেরা যদি আমাকে দেখে ফেলে তাহলে সহজেই আমি (পালিয়ে) যেতে পারব। এরপর দুর্গের ভিতরে তাদের যত ঘর ছিল সবগুলোর দরজা আমি বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলাম। এরপর সিঁড়ি বেয়ে আবু রাফির কক্ষে উঠলাম। বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়েছিল বলে ঘরটি ছিল তীব্র অন্ধকার। লোকটি কোথায়, কিছুতেই আমি তা বুঝতে পারছিলাম না। সুতরাং আমি তাকে ডাকলাম, হে আবু রাফি। সে বলল, কে ডাকছ? তিনি বলেন, আওয়াজটি লক্ষ্য করে আমি একটু এগিয়ে গেলাম এবং তাকে আঘাত করলাম। সে চীৎকার করে উঠল। এ আঘাত কোন কাজই হয়নি। এরপর আবার আমি তার কাছে গেলাম, যেন আমি তাকে সাহায্য করব। আমি এবার স্বর পরিবর্তন করে বললাম, হে আবু রাফি' তোমার কি হয়েছে? সে বলল, কি আশ্রয় ব্যাপার, তার মায়ের সর্বনাশ হোক, এইতো এক ব্যক্তি আমার ঘরে ঢুকে আমাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করেছে, আবদুল্লাহ ইবন 'আতীক বলেন, তাকে লক্ষ্য করে পুনরায় আমি আঘাত করলাম এবারও কোন কাজ হল না। সে চীৎকার করলে তার পরিবারের সবাই জেগে উঠল। তারপর পুনরায় আমি সাহায্যকারীর ভান করে কঠস্বরে পরিবর্তন করে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। এসময় সে পিটের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল (এ দেখে) আমি তরবারির অগভাগ তার পেটের উপর রেখে এমন জোরে চাপ দিলাম যে, আমি তার হাড়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। এরপর আমি কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ির নিকট এসে পৌছলাম। ইচ্ছা ছিল নেমে যাব। কিন্তু (নামতে গিয়ে) আছাড় থেয়ে পড়ে গেলাম। এবং এতে আমার পা খানা ভেঙে গেল। সাথে সাথে (পাগড়ি দিয়ে) আমি তা বেঁধে ফেললাম। এবং আন্তে আন্তে হেঁটে সাথীদের নিকট চলে এলাম। এরপর বললাম, তোমরা যাও এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সুসংবাদ দাও। আমি তার মৃত্যুসংবাদ না শুনে আসব না। উষালগ্নে মৃত্যু ঘোষণাকারী (প্রাচীরে) উঠে বলল, আমি আবু রাফির মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করছি। আবদুল্লাহ ইবন আতীক (রা) বলেন, এরপর আমি উঠে চলতে লাগলাম। এ সময় আমার (পায়ে) কোন ব্যথাই ছিল না। আমার সাথীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌছার আগেই আমি তাদের ধরে ফেললাম এবং (গিয়ে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তার (আবু রাফির) মৃত্যুর সংবাদ জানালাম।



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ